প্যারীচাঁদ রচনাবলী

প্যারীচাঁদ রচনাবলী

(সম্পূর্ণ)

সম্পাদনা

ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা-৯

প্যারীচাঁদ রচনাবলী

(একখণ্ডে সম্পূর্ণ)

প্রথম প্রকাশ

১২ অগ্রহায়ণ ১৩৭৮, ২৯ নভেম্বর ১৯৭১ সাল।
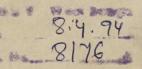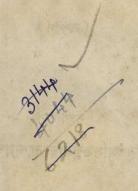
॥ আঠারো টাকা ॥

প্রকাশক : শ্রীসুনীলকুমার মণ্ডল ৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা-৯। মুদ্রক : শ্রীগোপাল ঘোষ শ্রীকৃষ্ণ প্রেস ৬ শিবু বিশ্বাস লেন কলিকাতা-৬। প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : শ্রীগণেশ বসু। ব্লক নির্মাতা : ব্লকম্যান প্রসেস ও মডার্ণ প্রসেস। প্রচ্ছদ ও আলোকচিত্র মুদ্রণ : ইম্প্রেসন্ হাউস ৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট কলিকাতা-৯। গ্রন্থন : দীননাথ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস।

সূচীপত্র

ভূমিকা

আলালের ঘরের দুলাল	(১৮৫৮)	১
মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়	(১৮৫৯)	১৩৭
রামারঞ্জিকা	(১৮৬০)	১৮৯
কৃষিপাঠ	(১৮৬১)	২৬৫
গীতাঙ্কুর	(১৮৬১)	২৯০
যৎকিঞ্চিৎ	(১৮৬৫)	৩১১
অভেদী	(১৮৭১)	৪০৭
ডেভিড হেয়ারের জীবনচরিত	(১৮৭৮)	৪৫৫
এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্বাবস্থা	(১৮৭৯)	৪৭৩
আধ্যাত্মিকা	(১৮৮০)	৪৯৭
বামাতোষিণী	(১৮৮১)	৫৫৫
পরিশিষ্ট	......	৬০১

ভূমিকা

প্রাক্‌কথন ॥

বাংলাদেশ, বাংলা সাহিত্য ও বাঙালী-মানসিকতার দিক থেকে উনিশ শতক, বিশেষতঃ এর দ্বিতীয়ার্ধ একটি ঐশ্বর্যবান কালপ্রবাহরূপে বিবেচিত হতে পারে। উনিশ শতকের গোড়া থেকে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদীক্ষা, জীবনাদর্শ, সমাজপ্রণালী ও চিত্তপ্রকর্ষ সুখসুপ্ত মধ্যযুগীয় বাঙালীর নিদ্রানিমীল নয়নে প্রখর সূর্যালোকের জ্ঞানাঞ্জনশলাকা বুলিয়ে মাথার উপরে সীমাহীন আকাশ এবং পায়ের তলায় সীমাবদ্ধ পৃথিবীর নতুন পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করল।

মধ্যযুগে বাঙালী-মানস বিশেষভাবে ছিল গোষ্ঠিসচেতন, গ্রামীণ ও ধর্মীয় ভাবাবেগে আত্মলীন। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাবে নতুনভাবে মানুষের মহিমা প্রতিষ্ঠিত হল বটে, কিন্তু সে-মানুষ বৈকুণ্ঠের দিকেই হাত বাড়িয়েছিল, ভৌমবৃন্দাবনকে ভাববৃন্দাবনের তুরীয়লোকে তুলে ধরেছিল। মধ্যযুগ অতিক্রান্ত হল ইতিহাস-দেবতার অনিবার্য অঙ্গুলিসঙ্কেতে। আধুনিক যুগ বাঙালী-মানসে নতুন ছায়াপাত করল। বাংলা গদ্যই হল নবযুগের উজ্জীবনমন্ত্র। দেশে ও কালে বাঙালী-চেতনার সম্প্রসারণে বাংলা গদ্য অসাধারণ ক্রিয়াশীল হল। সাময়িকপত্রে, প্রবন্ধনিবন্ধে, রংতামাসা-ভাঁড়ামিতে, ধর্মান্দোলনে এবং সামাজিক আচার-ব্যবহারে নানা প্রশ্ন উত্থাপন করে বাংলা গদ্য চেতনার জড়ত্বের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করল। সর্বোপরি কথা-সরিৎসাগরে আখ্যানের তরঙ্গ তুলে বাংলা গদ্য উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেই যৌবনের দার্ঢ্য অর্জন করল। বাংলা গদ্যই বাঙালীর যথার্থ বঙ্গদর্শন, আত্মদর্শনও বটে। সেই প্রসঙ্গে স্বনামধন্য প্যারীচাঁদ মিত্রের (টেকচাঁদ ঠাকুর) নাম সর্বাগ্রে মনে পড়বে ; মনে পড়বে তাঁর রচিত কৌতুকরসসিঞ্চিত গল্প-কাহিনী, নীতি-মার্গীয় আখ্যান, আধ্যাত্মিক-রূপক উপন্যাস, আরও নানাধরনের ছোটবড়ো প্রবন্ধনিবন্ধের কথা। 'টেকচাঁদ ঠাকুর' এই ছদ্মবেশে আবির্ভূত হয়ে 'ইয়ং বেঙ্গল'দের নেতৃস্থানীয়, ডিরোজিওর শিষ্য, কলকাতার বিশিষ্ট নাগরিক প্যারীচাঁদ বাংলা গদ্যসাহিত্যে সরস রচনার গুণে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন। সাহিত্যের কথা ছেড়ে দিলেও, আরও নানা দিক দিয়ে তিনি বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে বিশেষভাবে স্মরণীয়।

প্যারীচাঁদ মিত্রের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা ॥

কলকাতার বিচিত্র জীবনরঙ্গের অংশীদার প্যারীচাঁদ মিত্র[১] এই নগরীর যাবতীয় জীবনচর্যার অন্তরঙ্গতা লাভ করে বেশ ভালোভাবেই স্থনাগরিকতার কর্তব্য পালন করেছিলেন। বস্তুতঃ উনিশ শতকের কলকাতার জীবনে যে বৈপরীত্য ঘনিয়েছিল, প্যারীচাঁদ নিজেও তার এলোমেলো হাওয়ায় আন্দোলিত হয়েছিলেন। কোন-এক সমালোচক উনিশ শতকের কলকাতা সম্বন্ধে বলেছেন :

> "একদিকে চাকুরি-গৌরব, আর একদিকে Mill, Bentham, Spencer, একদিকে দাশুরায়ের পাঁচালী, আর একদিকে Shakespeare, Milton, Byron ; একদিকে মাহেশের রথ, বাগানবাড়ির আমোদ, অপরদিকে ব্রাহ্ম-মন্দিরে উপাসনা—সে যেন এক অপূর্ব প্রহসন।" (মোহিতলাল)

এই পরস্পরবিরোধী বৈষম্য, যার মধ্যে অসঙ্গতিজনিত হাস্যরস নিহিত রয়েছে, তার গভীরতর দিকটি প্যারীচাঁদের জীবনে ছায়াপাত করেছিল। হিন্দু কলেজের কৃতীছাত্র, ডিরোজিওর শিষ্য, স্ত্রীশিক্ষার একনিষ্ঠ প্রচারক প্যারীচাঁদ ব্যক্তিগত দিক থেকে কখনও মূর্তি-উপাসক, কখনও একেশ্বরবাদী, কখনও বৈদান্তিক, কখনও জনসেবার্থে সাহিত্যসাধক, কখনও নিছক শিল্পী, কখনও কৃষিতত্ত্ববিৎ হয়ে মানবজমিনে আসমান রচনার চেষ্টা, কখনও হিসাবীবুদ্ধির প্রেরণায় ব্যবসাবাণিজ্যে লক্ষ্মীর বরাসন প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায়, কখনও-বা নির্বিকল্প চিদাকাশে যোগস্থ বিহার—এই হল প্যারীচাঁদের ব্যক্তিগত জীবনচর্যা। সাহিত্যেও তাঁর দ্বিমুখী বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যাবে। একদিকে যেমন তিনি রঙ্গপরিহাসে উতরোল ঘটনা ও চরিত্র সৃষ্টি করে পাঠককে কৌতুকরসে বেসামাল করে তুলেছেন, আবার অন্যদিকে সমাজ ও ব্যক্তির জীবননীতি, উচ্চতর চারিত্রধর্ম, সজ্জীবন প্রভৃতি নৈতিক ব্যাপার নিয়েও খুব গম্ভীর ধরনের আলোচনায় মগ্ন হয়েছেন। একদিকে গুরুমহাশয়, আর একদিকে বয়স্য—তাঁর পক্ষে এই দুই ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া আদৌ অস্বাভাবিক হয় নি।

---

১. সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি 'টেকচাঁদ ঠাকুর' ছদ্মনামে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থেই এই ছদ্মনাম ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁর এই অদ্ভুত ছদ্মনামের তাৎপর্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "টেকো চাঁদ (অর্থাৎ সম্পূর্ণ মসৃণ ও গোলাকার) ঠাকুর (অর্থাৎ দেবতা)" অর্থাৎ শালগ্রাম।—ছদ্মনামটি গ্রহণের কালে এই কথা বোধ করি লেখকের মনে ছিল" (ডঃ সুকুমার সেন—বাংলা সাহিত্যে গদ্য, ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৭৩)। 'টেকচাঁদ' নামের এই অভিনব ভাষাতাত্ত্বিক তাৎপর্য প্যারীচাঁদের মস্তিষ্কে উদিত হয়েছিল কিনা সন্দেহ।

তাঁদের আদিনিবাস হুগলী জেলার হরিপাল থানার অন্তর্গত পানিসেওলা গ্রাম। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে, যখন কলকাতায় বণিক-সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল, তখন (১৭৯৪ খ্রীঃ অঃ) প্যারীচাঁদের বিচক্ষণ পিতামহ গঙ্গাধর মিত্র পানিসেওলার শৈবালদামজীর্ণ গ্রাম্য পরিবেশ ত্যাগ করলেন এবং কলকাতার নিমতলা অঞ্চলে বাড়ী তৈরি করে স্থায়িভাবে বসবাস করতে লাগলেন। পরিণয়-সূত্রে তিনি হাটখোলার বিখ্যাত ধনী পরিবার দত্তদের আনুকূল্য লাভ করেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রামনারায়ণ ইংরেজী বিদ্যা ও সাহেবী আচার-ব্যবহার নিপুণভাবে আয়ত্ত করেছিলেন এবং কোম্পানীর কাগজের লেনদেন করে প্রচুর বিত্ত সঞ্চয় করেছিলেন। তাঁর পাঁচ পুত্র। তন্মধ্যে শেষ দুই পুত্র প্যারীচাঁদ ও কিশোরীচাঁদ মিত্রের কথা বাঙালী ভুলে যায় নি।

১৮১৪ খ্রীঃ অব্দের ২২শে জুলাই (৮ শ্রাবণ, ১২২১) কলকাতায় প্যারীচাঁদের জন্ম হয়। সেকালের প্রথামতো শৈশবে তিনি কিছু সংস্কৃত ও ফার্সী শিখেছিলেন, পরে সংস্কৃত বিদ্যায় পরিপক্কতা অর্জন করেন। তেরো বৎসর বয়সে (১৮২৭ খ্রীঃ অঃ) তিনি হিন্দু কলেজের একাদশ শ্রেণীতে প্রবেশ করে ইংরেজী ভাষা ও পাশ্চাত্ত্য বিদ্যার্জনে সচেষ্ট হলেন। এই সময়ে তিনি হিন্দু কলেজের তরুণ বিপ্লবী-শিক্ষক হেনরি ভিভিয়ান ডিরোজিও এবং উক্ত কলেজের তরুণ ছাত্রদের সংস্পর্শে আসেন। কলেজের কৃতী ছাত্রের তালিকায় তাঁর নাম ছিল। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে ছাত্রাবস্থাতেই বিশেষ অধিকার অর্জন করেছিলেন। উত্তরকালে নিজের বাড়ীতে তিনি ইংরেজী শেখাবার জন্য অবৈতনিক বালক বিদ্যালয় স্থাপন করে-ছিলেন। ডিরোজিও ও ডেভিড হেয়ার এই স্কুলে উপস্থিত হয়ে ছাত্র ও উদ্যো-ক্তাদের উৎসাহিত করতেন।

১৮৩৬ খ্রীঃ অব্দে প্যারীচাঁদ ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরী নামে বিখ্যাত গ্রন্থা-গারের সহকারী গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন এবং নানা ধরনের বিদেশী গ্রন্থপাঠের সুযোগ লাভ করেন। তখনই কলকাতার বিদ্বৎসমাজে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে-ছিল। জে. পি. গ্র্যাণ্ট তাঁকে অতিশয় স্নেহ করতেন। তাঁর জ্ঞানতৃষ্ণা, পাঠস্পৃহা এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধি স্মরণ করে গ্র্যাণ্ট তাঁকেই উক্ত সহকারী গ্রন্থাগারিকের পদে সুপারিশ করেন। তখনই তরুণ প্যারীচাঁদ "an admirable English Scholar" (গ্র্যাণ্টের উক্তি) রূপে ইংরেজমহলে বিলক্ষণ খ্যাতি লাভ করে-ছিলেন। সেকালের শিক্ষিত যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে জ্ঞানে ও পরিমিত আচারে প্যারীচাঁদ সর্বজনমান্য হয়েছিলেন। ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরির আর্থিক সচ্ছলতা ও নানাপ্রকার উন্নয়নে যুবক প্যারীচাঁদের বিশেষ ভূমিকা ছিল।

১৮৪৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি উক্ত গ্রন্থাগারের প্রধান গ্রন্থাগারিক ও সম্পাদকের পদ লাভ করেন। ঐ গ্রন্থাগারের অন্ততম পরিচালক ওয়াকার ঐ পদে তাঁকে নিয়োগ সম্পর্কে আর এক শ্বেতাঙ্গ বন্ধুকে লিখেছিলেন, "As far as I have had an opportunity of forming an opinion he is very intelligent and will do our work better than a European." সে-যুগের শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তি এই কৃষ্ণাঙ্গকে কর্মকুশলতায় শ্বেতাঙ্গের উপরে স্থান দিতে চেয়েছিলেন, এতেই প্যারীচাঁদের দক্ষতা বোঝা যাচ্ছে। ১৮৬৬ খ্রীঃ অব্দে প্যারীচাঁদ এই গ্রন্থাগারের বৈতনিক সম্পাদকের পদ ত্যাগ করেন। কিন্তু গ্রন্থাগারের পরিচালকের অন্যতম হয়ে শেষ জীবন পর্যন্ত এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিলেন।

যৌবনকালেই প্যারীচাঁদ শিক্ষা প্রচার, আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা, স্ত্রীশিক্ষার সম্প্রসারণ প্রভৃতি ব্যাপারে কলকাতার শিক্ষিত মহলে শ্রদ্ধার আসন লাভ করেছিলেন। লোকশিক্ষার জন্য তাঁকে অনেক সাময়িক পত্রের সঙ্গে সংযোগ রাখতে হয়েছিল। 'ইয়ং বেঙ্গল'দের বাণীবাহক দু' খানি পত্রিকা—'জ্ঞানান্বেষণ' (১৮৩১-১৮৪০) এবং দ্বিভাষিক 'বেঙ্গল স্পেক্‌টেটরে' (১৮৪২-১৮৪৩) তাঁর অনেক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বিদ্যাকল্পদ্রুমে'র পঞ্চম খণ্ডেও (১৮৪৭) তাঁর তিনটি নিবন্ধ মুদ্রিত হয়েছিল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বাংলা সাহিত্যে পাকাপাকিভাবে অবতরণের পূর্বেই তিনি বাংলা গদ্যে নিবন্ধাদি রচনা করে বাংলা রচনার আড়ষ্টভাব অনেকটা কাটিয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু এই ব্যাপারে সর্বাগ্রে 'মাসিক পত্রিকা'র (১৮৫৪-১৮৫৮) উল্লেখ করা প্রয়োজন। ১৮৫৪ খ্রীঃ অব্দে বন্ধু রাধানাথ শিকদারের সহযোগিতায় স্ত্রীসমাজের মানসিক, নৈতিক ও পরিবারিক উৎকর্ষের জন্য প্যারীচাঁদ এই ক্ষুদ্র মাসিক পত্র সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন। পত্রিকাখানি ১৮৫৮ খ্রীঃ অঃ পর্যন্ত চলেছিল। তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল' এই পত্রিকার প্রথম বর্ষের কয়েক সংখ্যার পর থেকে (১৮৫৫, ১২ ফেব্রুয়ারি) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় (২০শ অধ্যায় পর্যন্ত)। পত্রিকাখানি স্বল্পশিক্ষিত বাঙালী মেয়েদের জন্য প্রকাশিত হত বলে সরস আখ্যানের ঢং বজায় রেখে অতি সহজ ভাষায়, কখনও কখনও একেবারে ঘরোয়া ভাষায় গল্প ও রূপকের ছলে সমাজ ও পরিবারে স্ত্রীলোকের ভূমিকা সম্পর্কে নানা নিবন্ধ ও কাহিনী প্রকাশিত হত। পত্রিকার প্রতিসংখ্যার প্রারম্ভে এই মন্তব্য ছাপা থাকত :

"এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষত স্ত্রীলোকের জন্য ছাপা হইতেছে, যে

ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান, পড়িবেন, কিন্তু তাঁহাদিগের নিমিত্তে এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই।"

এতে তাঁর আরও রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। সাংবাদিক হিসেবেও যে তাঁর একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল, তা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

শুধু সাহিত্য-সংস্কৃতি শিক্ষাব্যাপারেই নয়, ব্যবসাবাণিজ্যেও প্যারীচাঁদের বিশেষ দক্ষতা ছিল। সাধারণতঃ দেখা যায়, সারস্বত সাধকেরা ব্যবসাবাণিজ্যাদির মতো স্থূল ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ বোধ করেন না। কিন্তু প্যারীচাঁদ সংস্কৃতি ও বাণিজ্য—দু' ব্যাপারেই সমভাবে আকৃষ্ট ছিলেন। তাঁর পিতা পূর্বেই কোম্পানীর কাগজের লেনদেন করে প্রচুর বিত্ত সঞ্চয় করেছিলেন, পুত্র এদিক থেকে পিতার কৃতিত্বের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। তবে তিনি কোম্পানীর কাগজের নিরাপদ দুর্গ পরিত্যাগ করে অধিকতর দায়িত্বপূর্ণ আমদানি-রপ্তানির কারবারে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। 'কালাচাঁদ শেঠ এণ্ড কোম্পানী'-র অন্যতম অংশীদার হয়ে তিনি ব্যবসায়ে যোগদান করেন, পরে স্বাধীনভাবে কারবারে প্রবৃত্ত হয়ে স্বয়ং 'প্যারীচাঁদ মিত্র এণ্ড সন্স' (১৮৫৬) নামে আমদানি-রপ্তানির বড়ো রকমের সংস্থা গঠন করেন। সে-যুগের কলকাতার বিত্তবান ব্যক্তিদের ঢিলেমি ও কুঁড়েমি তাঁকে স্পর্শ করে নি। অত্যন্ত পরিশ্রম করে তিনি কারবারটিকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। পরিশ্রমের সঙ্গে ছিল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সততা ও ঐকান্তিকতা। ফলে য়ুরোপীয় বণিক মহলেও ব্যবসায়ী হিসেবে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল, অনেক য়ুরোপীয় বণিকসংস্থায় তাঁকে পরিচালকরূপে গ্রহণ করা হয়েছিল। এ ছাড়াও তিনি নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে জড়িত ছিলেন। সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, বীটন সোসাইটী, বেঙ্গল সোস্যাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের কর্মপরিষদে তিনি সানন্দে যোগ দিয়েছিলেন। এককথায় কলকাতার নাগরিক সমাজে তাঁর মূল্যবান ভূমিকা ছিল, য়ুরোপীয় সমাজেও তাঁর অবাধ গতিবিধি ও শ্রদ্ধার্হ স্থান ছিল—অনেকটা বিদ্যাসাগরের মতো।

প্যারীচাঁদ কলকাতা নগরীর যাবতীয় সৎকর্ম ও সাংস্কৃতিক ব্যাপারের পুরোভাগে স্বেচ্ছায় স্থান গ্রহণ করতেন। আবার অন্যদিকে বাংলাদেশে বৈজ্ঞানিকভাবে কৃষিকার্য ও কৃষিতত্ত্ব প্রচারে তাঁর দান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। ডঃ উইলিয়ম কেরীর উদ্ভিদ প্রীতি সর্বজনবিদিত। তিনিই প্রথমে উদ্যোগী হয়ে *Agricultural and Horticultural Society of India*-র গোড়াপত্তন করেন। ১৮৪৭ খ্রীঃ অব্দে

প্যারীচাঁদ এই সংস্থার সদস্য নির্বাচিত হয়ে কৃষিবিদ্যা সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে ওঠেন এবং বৈজ্ঞানিকভাবে কৃষিবিদ্যার চর্চা করেন। এ-বিষয়ে ইংরেজীতে লেখা তাঁর অনেকগুলি মৌলিক প্রবন্ধ আছে। ১৮৮১ সালে তাঁর *Agriculture in Bengal* নামে যে পুস্তিকা প্রকাশিত হয়, তাতে দেখা যাবে, উন্নত ধরনের কৃষি-বিদ্যা ও কৃষিজাত পণ্য সম্বন্ধে তিনি কতটা অভিজ্ঞ ছিলেন। বর্তমান সঙ্কলনে আমরা তাঁর 'কৃষিপাঠ' (১৮৬১) নামে যে পুস্তিকা মুদ্রিত করেছি, পাঠক তার থেকে প্যারীচাঁদের কৃষিবিদ্যা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় পাবেন। এ-ছাড়াও *The Calcutta Review* পত্রে প্রকাশিত কৃষিবিষয়ক বহু প্রবন্ধে তাঁর বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাবে।

ভূমিচারী কৃষিবিদ্যা ও অলৌকিক অধ্যাত্মবিদ্যার মধ্যে কোন দিক দিয়েই সংযোগ থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা প্রারম্ভেই বলেছি, বিপরীতে-বিষমে গড়ে উঠেছে উনিশ শতকের বাংলাদেশ, বিশেষতঃ নাগরিক বাংলা। প্যারীচাঁদ বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষিবিদ্যার যেমন প্রথম পথ নির্মাণ করেন, তেমনি এদেশে পরাবিদ্যা, বিশেষতঃ ভগবৎতত্ত্বানুসন্ধানী থিয়সফি আন্দোলনের তিনি ছিলেন প্রধান নেতা। বাল্যকালে তিনি মোটামুটি হিন্দুর পৌরাণিক আদর্শে লালিত হয়েছিলেন।[২] হিন্দু কলেজে তিনি 'ইয়ং বেঙ্গল'-দের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে এলেও 'কালাপাহাড়' তরুণ সম্প্রদায় এবং বিশুদ্ধ যুক্তিবাদী ডিরোজিওর (ইনি সম্ভবতঃ সংশয়বাদী ছিলেন—যা খানিকটা নাস্তিকতার ধার ঘেঁষে গেছে) ধর্মবিরোধিতা তাঁকে বিচলিত করতে পারে নি, ঈশ্বরসম্পর্কে তাঁর মনে কখনও কোন সংশয় জাগে নি।[৩] এ-সম্বন্ধে তিনি স্পষ্টই বলেছেন :

---

২. এ-বিষয়ে তাঁর নিজের উক্তিই প্রমাণ—"I was born in 1814, and was brought up as an idolator." (*On the Soul*)

৩. কোন কোন বিষয়ে তিনি রক্ষণশীল ছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি সহানুভূতি থাকলেও 'নববিধান' দলের আচার-আচরণকে সমালোচনা করেছেন। বিধবা বিবাহের চেয়ে তিনি নারীর বৈধব্য ও ব্রহ্মচর্যের অধিক গুণগান করেছেন, সহমরণকেও নারীর আত্মত্যাগের মহত্তম দৃষ্টান্ত বলে মেনে নিয়েছেন। তথাকথিত উন্নত ব্রাহ্মদের প্রতি কটাক্ষ করে বলেছেন, "ব্রাহ্মেরা আস্তিকতার বৃদ্ধি করিয়াছেন বটে, কিন্তু আসল ধর্মভাব কোথায়? অনেক স্থলে নামমাত্র" ('আধ্যাত্মিকা', এই সঙ্কলন, পৃঃ ৫২৪)। তাঁর গ্রন্থে একাধিকবার রামমোহন ও ব্রাহ্মমতের উল্লেখ আছে। কিন্তু তাঁর মন্তব্য থেকে মনে হয়, ব্রাহ্মমতকে তিনি ধর্মাচরণের চূড়ান্ত বলে মানতেন না। 'অভেদী'-তে তিনি স্পষ্টই বলেছেন, "মহাত্মা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর যাঁহারা তাঁহার অনুগামী হইয়াছেন, তাঁহারা অসীম আয়াস ও ঈশ্বর পরায়ণত্ব দ্বারা দেশ উজ্জ্বল করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদিগের উপাসনা, উপদেশ ও সংগীতের দ্বারা আত্মদর্শিত্ব বিশেষরূপে প্রকাশ পায় না" (এই সঙ্কলন, পৃঃ ৪২০)। আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাঁর অধিকতর সহানুভূতি ছিল, কিন্তু 'কৈশবী' দলকে কোথাও কোথাও মৃদু ব্যঙ্গ করেছেন। উন্নত ব্রাহ্মদের বক্তৃতা বর্ণনা করতে গিয়ে প্যারীচাঁদ কৌতুকরসের আমদানিও করেছেন। (দ্রষ্টব্য : এই সঙ্কলন, পৃঃ ৪৩৯-৪৪০)

> My desire to understand God and His Providence was earnest from the reading of standard works on those subjects and theistic and Christian authors, as well of the Arya works, in Sanskrit and Bengali, produced a living connection that there is but one God of infinite perfection. I became a theist or a Brahma. (*On the Soul*)

এতেই বোঝা যাচ্ছে, খৃদির মধ্যে পড়লেও নাস্তিকতা, সংশয় ও অহিন্দুসুলভ আচারদ্রোহ তাঁকে বিচলিত করতে পারে নি। খানিকটা পারিবারিক আবহাওয়া, খানিকটা স্বাভাবিক ঈশ্বরপরায়ণতা, খানিকটা সতীর্থ শুদ্ধাত্মা রামতনু লাহিড়ীর সাহচর্য তাঁকে আত্মহারা প্লাবনেও আত্মভ্রষ্ট করতে পারে নি। যৌবনের শেষ দিকে তিনি হিন্দু শাস্ত্রাদি মন্থন করে অদ্বৈততত্ত্বে স্থিরবিশ্বাসী হয়ে পড়েন। ঋষি-মহর্ষি প্রোক্ত বেদ-উপনিষদ যোগ-তন্ত্র পুরাণের প্রতি তিনি স্বতঃই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ১৮৮২ খ্রীঃ অব্দের ১৯ মার্চ থিয়সফি আন্দোলনের নেতা কর্ণেল ওলকটের অভিনন্দনের জন্য আহূত সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন :

> What the *Maharshis* and *Rishis* had taught in the *Vedas, Upanishads, Yoga, Tantras* and *Puranas*, is that Divinity is in humanity, and that the life assimilated to Divinity is the spiritual life—the life of a *Nirvana* which is attainable by extinguishing the natural life of *Yoga*, culminating in the development of the spiritual life.

১৮৬০ খ্রীঃ অব্দে প্যারীচাঁদের স্ত্রীবিয়োগ হয়। তাঁদের দাম্পত্য জীবন ছিল আদর্শস্থানীয়। প্যারীচাঁদের বিভিন্ন গ্রন্থে যেসমস্ত স্বামী-স্ত্রীর চরিত্র আছে, সতী-সাধ্বী স্বামিগতপ্রাণার স্নিগ্ধ মধুর চিত্র আছে, তাঁর সহধর্মিণীই পরোক্ষে তার প্রেরণা দিয়ে থাকবেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর প্যারীচাঁদ শোকাবেগে ব্যাকুল হয়ে পড়েন। যিনি একদা কায়া ও কান্তি দিয়ে স্বামী সেবা করেছেন, গৃহলক্ষ্মী হয়ে সংসারে শান্তি রক্ষা করেছেন, তিনি কালসাগরের অতলে তলিয়ে গেলে প্যারীচাঁদ বোধ হয় তাঁকে ছায়ারূপেও প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছিলেন। ফলে তিনি spiritualism বা প্রেততত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন।[৪] কোন ব্যাপারেই

৪. এ-বিষয়ে তিনি বলেছেন, "In 1860, I lost my wife, which convulsed me much. I took to the study of spiritualism which, I confess, I would not have thought of otherwise nor relished its charms." (*On the Soul*)

তিনি মধ্যপথে ক্ষান্ত হতে পারতেন না। প্রেততত্ত্ব তাঁকে পুরোপুরি পেয়ে বসল। বিদেশ থেকে এ-বিষয়ে তিনি অনেক বই আনাতে শুরু করলেন। পাশ্চাত্ত্য প্রেততত্ত্ববিদগণ তাঁর পরিচয় পেয়ে বিদেশের প্রেততত্ত্বসংস্থায় তাঁকে সাদরে আহ্বান করেন। ১৮৮০ খ্রীঃ অব্দে কলকাতায় 'United Association of Spiritualists' নামে প্রেততত্ত্ববিষয়ক যে সমিতি গঠিত হয়, তিনি তার সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৮৭৭ সাল থেকেই তিনি ইংরাজীতে প্রেততত্ত্ববিষয়ে অনেক প্রবন্ধ লিখতে থাকেন। সেগুলি ইংলণ্ড ও আমেরিকার প্রেততত্ত্বের পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধের কিছু কিছু তাঁর তু'খানি ইংরেজী গ্রন্থে (*The Spiritual Stray Leaves*—1879, *Stray Thoughts on Spiritualism*—1880) সঙ্কলিত হয়েছে।

ক্রমে প্রেততত্ত্বের রহস্যরোমাঞ্চ তাঁকে ঈশ্বরতত্ত্বের স্থিরবিশ্বাসে পৌঁছে দিল। তিনি প্রেততত্ত্বের স্থলে ঈশ্বরকেন্দ্রিক থিয়সফি-কে গ্রহণ করলেন। ১৮৭৫ খ্রীঃ অব্দে নিউ ইয়র্ক শহরে যে 'থিয়সফিকাল সোসাইটী' গঠিত হয়, ১৮৭৭ খ্রীঃ অব্দ থেকে তার সঙ্গে প্যারীচাঁদ জড়িত হয়ে পড়েন। এই সভার সভাপতি ছিলেন কর্নেল ওলকট (H. S. Olcott) এবং অন্যতম প্রধান নেত্রী ছিলেন মাদাম ব্লাভ্‌ট্স্কি (H. P. Blavtsky)। পাশ্চাত্ত্য প্রেততত্ত্ববিষয়ক পত্রিকায় প্যারীচাঁদের প্রবন্ধ পড়ে তাঁরা তাঁর গুণগ্রাহী হয়ে পড়েন। ১৮৭৯ খ্রীঃ অব্দে ওলকট-ব্লাভ্‌ট্স্কি বোম্বাই শহরে পৌঁছে ভারতে প্রথম থিয়সফিকাল সোসাইটী স্থাপন করেন, ঐ বৎসরে সমিতির মুখপত্র *Theosophist* পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর প্রথম সংখ্যায় প্যারীচাঁদ 'The Inner God' নামে যে প্রবন্ধ লেখেন তাতে বলেছিলেন, "The end of Spiritualism is Theosophy." এর থেকে অনুমিত হচ্ছে, প্রেততত্ত্বই তাঁকে ঈশ্বরতত্ত্বে নিয়ে গিয়েছিল। ১৮৮২ খ্রীঃ অব্দে কলকাতায় ওলকট ও ব্লাভ্‌ট্স্কির সংবর্ধনার জন্য যে সভা হয় তাতে তৎ-কালীন কলকাতার বহু গণ্যমান্য বাঙালী ও শ্বেতাঙ্গ উপস্থিত ছিলেন। প্যারীচাঁদ সেই সভায় থিয়সফি সম্বন্ধে ইংরেজীতে যে বক্তৃতা দেন, তাতেই দেখা যাবে, তিনি মূলতঃ সনাতন ভারতীয় মানসিকতায় দৃঢ়নিষ্ঠ ছিলেন। পুরাকালে ভারতীয় মুনিঋষিরা যে অধ্যাত্মবিদ্যার দ্বারা আত্মদর্শন করতেন, চর্চার অভাবে যা পরবর্তিকালে ভারতবর্ষ থেকে প্রায় মুছে গেছে, সেই পরাবিদ্যার নির্বাপিত দীপশিখাকে সাগরপারের তুই বিদেশী আবার জ্বালিয়ে দিলেন বলে প্যারীচাঁদ 'Sister Blavtsky' ও 'Brother Olcott'-কে সাশ্রুনেত্রে হৃদয়ের অকৃত্রিম

প্রীতি ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।[৫] কলকাতায় থিয়সফিকাল সোসাইটীর যে শাখা স্থাপিত হয় (১৭ এপ্রিল, ১৮৮২), প্যারীচাঁদ আমরণ তার সভাপতি ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরও কিছুকাল এর সহকারী সভাপতি হয়েছিলেন। পরবর্তিকালে ভারতীয় স্বাদেশিক আন্দোলনে থিয়সফিকাল সোসাইটীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, তাই এখানে এ-বিষয়ে দু'চার কথা বলতে হল। প্যারীচাঁদ তাঁর রূপক ও আধ্যাত্মিক উপন্যাসে একাধিকবার থিয়সফি-সংক্রান্ত রহস্যবিদ্যার অবতারণা করেছেন। বস্তুতঃ তাঁর প্রথম আখ্যান 'আলালের ঘরের দুলালে'র পর লেখা প্রায় সমস্ত আখ্যানেই তত্ত্ববিদ্যার কমবেশী উল্লেখ দেখা যায়।

বাংলা সাহিত্য, বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত থেকে প্যারীচাঁদ কলকাতার সমাজে বিশেষ শ্রদ্ধালাভ করেছিলেন। কলকাতা মিউনিসিপাল বোর্ডের অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট, তারপরে অবৈতনিক বিচারক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো', হাইকোর্টের গ্র্যাণ্ড জুরি, আইন সভার সদস্য প্রভৃতি দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত থেকে প্যারীচাঁদ অক্লান্তভাবে দেশের-দশের সেবা করে গেছেন।[৬] ১৮৮৩ খ্রীঃ অব্দে ২৩ নভেম্বর রোগাক্রান্ত হয়ে তাঁর কর্মবহুল জীবনের অবসান হয়। তাঁর সম্বন্ধে রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থ বলেছেন:

> He was a link of union between European and Native Society which will be regretted now as a "missing link" by both those communities. No one was more fitted for the highest position open to native ambition than he was, and yet despising worldly ambition and indifferent to self-interest he adhered to the interests of his country and laboured indefatigably for those interests.

---

৫. ভাবাবেগ বশতঃ প্যারীচাঁদ মাদাম ব্লাভ্‌ট্‌স্কির চরণোপান্তে নত হতেও চেয়েছিলেন, "That most exalted lady Madame Blavtsky, at whose feet I feel inclined to kneel down with grateful tears." অবশ্য সেদিন তখনও মাদাম কলকাতায় উপস্থিত হতে পারেন নি, এই সভানুষ্ঠানের পাঁচদিন পরে কলকাতায় হাজির হন।

৬. শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্যারীচাঁদ মিত্র' এবং প্যারীচাঁদের গ্রন্থের ভূমিকা থেকে তাঁর জীবনী-সংক্রান্ত তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।

প্যারীচাঁদের গ্রন্থপরিচয় ॥

কথায় বলে, 'ফলেন পরিচীয়তে'। প্যারীচাঁদের যাবতীয় বাংলা রচনা এই সঙ্কলনে প্রকাশিত হয়েছে। পাঠক-পাঠিকা ইচ্ছা করলে নিজেরাই সেই সমস্ত গ্রন্থের পরিচয় নিয়ে হাতে-হাতে ফল পাবেন। তাই এখানে শুধু গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় সূত্রাকারে দেওয়া গেল।

প্যারীচাঁদ 'টেকচাঁদ ঠাকুর' ছদ্মনামে অধিকাংশ গ্রন্থ প্রচার করেছিলেন, অল্প কয়েকখানিতে শুধু নিজ নাম ব্যবহার করেছিলেন। তবে পরবর্তিকালে লেখা গ্রন্থের ভূমিকায় ('বামাতোষিণী') নিজেই নিজের ছদ্ম নাম প্রকাশ করেছেন। অনেকগুলি বিচিত্রধরনের পুস্তক-পুস্তিকা লিখলেও তিনি পাঠক-মহলে 'আলালের ঘরের দুলালে'র লেখকরূপেই পরিচিত। ১৮৫৫ সালে 'মাসিক পত্রিকা'য় 'আলাল' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে, কিন্তু তার পূর্বেই তিনি গদ্য-রচনায় হাত পাকিয়েছিলেন। সুতরাং 'আলাল' তাঁর প্রথম ধারাবাহিক রচনা হলেও তার বেশ কিছু পূর্ব থেকেই তিনি বাংলা গদ্য রচনায় মোটামুটি স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করেছিলেন। 'মাসিক পত্রিকা' প্রকাশনার সময়ে তিনি স্ত্রী-শিক্ষা প্রচার ও স্ত্রীসমাজের উন্নতির জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়েছিলেন। বস্তুতঃ 'মাসিক পত্রিকা' প্রকাশের প্রধান উদ্দেশ্যেই ছিল স্ত্রীসমাজের উন্নতি-সাধন। প্যারীচাঁদ বাংলায় যে সমস্ত পুস্তক-পুস্তিকা লিখেছেন তার অধিকাংশ স্থানেই স্ত্রীসমাজের কথা বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। তিনি নিছক সাহিত্য-রসের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন না ; স্ত্রীলোকের চরিত্র, শিক্ষা, সন্তান-পালন, পারিবারিক কর্তব্য, আধ্যাত্মিক উন্নতি ইত্যাদির প্রচারই ছিল তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য।[৭] এ-বিষয়ে তাঁর সঙ্গে বিদ্যাসাগরের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। বিদ্যাসাগরের লেখনীমুখে রসের বর্ষণ হলেও তিনি মুখ্যত শিক্ষাপ্রচারের হাতিয়ার হিসেবেই সাহিত্যকে বেছে নিয়েছিলেন, প্যারীচাঁদও একই পথের পথিক। এই উদ্দেশ্যেই 'মাসিক পত্রিকায়' ধারাবাহিকভাবে তিনি পারিবারিক আখ্যান

---

৭. 'আলাল' উপন্যাস আকারে প্রচারিত হলে তার ভূমিকায় লেখক প্রচারধর্মিতার কথা স্বীকার করে নিয়ে বলেন, "It (i. e. আলাল) chiefly treats of the pernicious effects of allowing children to be improperly brought up, with remarks on the existing system of education, on self-formation and religious culture and partly of the state of things in the Moffussil."

বর্ণনা শুরু করেন, যার নাম 'আলালের ঘরের দুলাল'।[৮] উপন্যাসটির অধিকাংশই 'মাসিক পত্রিকা'য় মুদ্রিত হয় (১৮৫৫-১৮৫৭), তারপর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ খ্রীঃ অব্দে। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থটি অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। সকলেই এটিকে প্রথম বাংলা উপন্যাস বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। পরবর্তিকালে 'আলালে'র দুটি ইংরেজী অনুবাদ হয়েছিল।[৯] এর নাট্যরূপ দিয়েছিলেন তাঁর পুত্র হীরালাল মিত্র। ১৮৭৫ খ্রীঃ অব্দে বেঙ্গল থিয়েটারে এর অভিনয়ও হয়েছিল। মূল রচনার সঙ্গে নাট্যরূপের তুলনার জন্য উক্ত নাটক থেকে একটু নমুনা উদ্ধৃত হল :

দ্বিতীয় অঙ্ক। দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(বেচারামবাবুর বৈঠকখানা।)

(বেচারামবাবু আসীন।)

(বেণীবাবু ও মতিলালের প্রবেশ।)

বেচা। (বেণীবাবুকে দেখিয়া খোনা রবে) বেণী ভায়া যে! কও খপর কি?

বেণী। অপর এমন কিছু খপর নাই, মতি এখানে থেকে স্কুলে পোড়বে, কেবল শনিবারে শনিবারে এক একবার বাড়ী যাবে।

বেচা। তার আটক কি? আমার তো ছেলেপুলে কিছু নাই, কেবল দুটি ভাগনে আছে, মতি সচ্ছন্দে থাকুক, আর মতি তো আমার পর নয়?

মতি। (খোনা স্বর শুনিয়া খিল্ খিল্ কোরে হাসিতে হাসিতে বেণীবাবুর প্রতি) মশায়!—

---

৮. 'মাসিক পত্রিকা'র ১ম বর্ষের ৭ম সংখ্যা (১২ ফেব্রুয়ারী ১৮৫৫) থেকে 'আলালে'র এক এক অধ্যায় প্রকাশিত হতে থাকে। ৩য় বর্ষের ১২শ সংখ্যা (জুন, ১৮৫৭) পর্যন্ত (২০ অধ্যায়) এই উপন্যাস চলেছিল। কিন্তু ৪র্থ বর্ষে আর আলাল ছাপা হয় নি। লেখক গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় উপন্যাস সম্পূর্ণ করেন।

৯. লণ্ডন থেকে প্রকাশিত *Journal of the National Indian Association* পত্রিকায় (১২৮২-৮৩) এটি 'The Spoilt Child' নামে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। অনুবাদটি প্যারীচাঁদেরই। মিরিয়ম এস. নাইট এই ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। ১৮৯৩ সালে জি. ডি. অস্‌ওয়েল এর আর একটি অনুবাদ প্রকাশ করেন—'The Spoilt Child : Tale of Hindu Domestic Life''

বেণী। (চোখ টিপিয়া) মতি! কেমন এখানে তোমার থাকা তো মত ?
বেচা। আরে ভায়া! ছেলেটা দেখচি বড় ব্যাদড়া, বোধ করি ভারি আহ্লুরে।
বেণী। মশায়! বয়েস কম, পড়া শোনা কোল্লে সব দূরে যাবে, লেখা পড়া না শিখলে সহজেই একটু অসভ্য হয়। এখন আমাকে বিদায় দিন, মতিকে স্কুলে ভর্তি করে দিগে।
বেচা। অম্নি যাবে হ্যা, একটা পান টান কিছু খেলে ভাল হয় না ?
বেণী। মশায়! এ তো আমার ঘর, এখানে চেয়ে খেতে হয়, আপনাকে বোলতে হবে কেন ? এখন আসি।
বেচা। তবে আর কি বোল্‌বো ভাই ?[১০]

১৮৫৮ খ্রীঃ অব্দে প্যারীচাঁদ প্রকৃতপক্ষে উপন্যাসিকরূপে অবতীর্ণ হলেন। তারপর তাঁর অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। মৃত্যুর (১৮৮৩ খ্রীঃ অঃ) দু' বছর আগে তাঁর সর্বশেষ বাংলা গ্রন্থ ('বামাতোষিণী'—১৮৮১) মুদ্রিত হয়। মোট তেইশ বৎসরের মধ্যে তাঁর এগারখানি বাংলা গ্রন্থ এবং আটখানি ইংরেজী নিবন্ধ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল।[১১] এ ছাড়াও দেশী-বিদেশী সাময়িক পত্রে তাঁর বহু প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়েছিল যার অধিকাংশই গ্রন্থাকারে প্রচারিত হয় নি। কিন্তু তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'আলালের ঘরের দুলাল'-ই তাঁকে কালজয়ী গৌরব দিয়েছে। বাংলা উপন্যাসের জনকরূপে তিনি সাহিত্যের ইতিহাসে ও পাঠকসমাজে আজও স্বীকৃত হয়ে থাকেন।

---

১০. পাঠকগণ এর সঙ্গে মূল 'আলাল'-এর (এই সঙ্কলন, পৃঃ ১৪) তুলনা করলে দেখবেন মূলের চেয়ে নাট্যরূপ অনেক নীরেস হয়েছে। অবশ্য এ-সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "ইহার (অর্থাৎ নাটক) ভাষা উৎকৃষ্ট চল্‌তি ভাষা ; মূল পুস্তকের গল্পাংশের এবং কথোপকথন অংশের মর্যাদা যেভাবে নাটকে রক্ষা করা হইয়াছে, তাহাতে স্বভাবতঃই মনে হয়, ইহাতে প্যারীচাঁদের হাত ছিল" (সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর ভূমিকা, পৃ ॥০, ৩য় সং)। নাট্যরূপান্তরে প্যারীচাঁদের হাত থাক আর নাই থাক, নাটকটি উপন্যাসের তুলনায় নিষ্প্রাণ। তদুপরি মূল কাহিনী অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৃশ্যে বিভক্ত হওয়ার ফলে বহু স্থলে ঘটনার গতি ব্যাহত হয়েছে এবং মূল গ্রন্থের সরসতা নাটকে অতি অল্পই রক্ষিত হয়েছে।

১১. ইংরেজী গ্রন্থের তালিকা : Notes on the Evidence on Indian Affairs (1853) ; A Biographical Sketch of David Hare (1877) ; The Spiritual Stray Leaves (1879) ; Stray Thoughts on Spiritualism (1880) ; Life of Dewan Ramcomal sen (1880) ; Life of Colesworthy Grant (1881) On the Soul : Its Nature and Development (1881) ; Agriculture in Bengal (1881).

অবশ্য 'আলাল'কে প্রথম উপন্যাসধর্মী আখ্যান বলা যায় কিনা বিচার্য।[১২] উনিশ শতকের ২য়-৩য় দশকে বাংলা সাময়িক পত্রে বাঙালীর সমাজ, ধর্ম, নীতি, আচরণ প্রভৃতি সম্পর্কে যে সমস্ত নক্শা ধরনের স্কেচ প্রকাশিত হতে থাকে, তাকেই বাংলা আখ্যানের আদি বলে গ্রহণ করা হয়। সদ্য-গড়ে-ওঠা কলকাতায় তখন শিক্ষাদীক্ষা নিয়ে প্রবল আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছে। হিন্দু কলেজ, সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটী, কলিকাতা স্কুল সোসাইটী[১৩] প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, নব্যতন্ত্রের সঙ্গে পুরাতনের দ্বন্দ্বও প্রখর হয়ে উঠেছে। হঠাৎ-আলোকপ্রাপ্ত এবং স্বল্প-ইংরেজীজানার দল পুরাতনকে ভেঙেচুরে নতুন সমাজ-পত্তনের স্বপ্ন দেখছেন, প্রাচীনের দল এলোমেলো হাওয়ার মুখে বানচাল নৌকাকে কোনওপ্রকারে কূলে ভেড়াবার চেষ্টা করছেন। এই যুগের সাময়িক পত্রে এই ধরনের সমাজঘটিত কৌতুকরসপূর্ণ অনেক কল্পিত আখ্যান ছাপা হত। এই আখ্যানে কেউ সেই জরাজীর্ণতার হাস্যকর মূর্তি ফুটিয়ে তুলতেন, কেউ-বা ইংরেজী-শিক্ষায়-মত্ত তরুণদের ঔদ্ধত্যকে শাণিত ব্যঙ্গে জর্জরিত করতে চেষ্টা করতেন। 'সমাচার দর্পণে' (২৪ ফেব্রুয়ারি, ৯ জুন, ১৮২১) 'বাবুর উপাখ্যানে' সর্বপ্রথম এই ধরনের ব্যঙ্গবিদ্রূপমূলক আখ্যায়িকা প্রকাশিত হয়। বোধ হয় তারই আদর্শে একটু বিস্তারিত আকারে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'নববাবু-বিলাস' (১৮২৫) রচনা করেন। এরও মূল বিষয়—শিক্ষাদীক্ষার অভাবে ধনি-

---

১২. শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন, "কুমারখালীর হরিনাথ মজুমদারের প্রণীত 'বিজয়বসন্ত' ও টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলাল' বাঙ্গালার প্রথম উপন্যাস" ('রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ')। ১৮৫৯ সালে বিমাতার অত্যাচারঘটিত রূপকথা অবলম্বনে বিশুদ্ধ সাধু ভাষায় হরিনাথ মজুমদার ('কাঙাল হরিনাথ') এই আখ্যান রচনা করেন। এটিকে রূপকথাই বলতে হবে, যদিও দীর্ঘ আখ্যানের ঢঙে রচিত। সুতরাং এটি 'আলাল'-এর সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে না।

১৩. বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের আনুকূল্যে প্রকাশিত 'রবিন্সন ক্রুশোর ভ্রমণ বৃত্তান্ত', 'হংসরূপী রাজপুত্রের বিবরণ', 'চকমকির বাক্স', 'মৎস্যনারীর উপাখ্যান', 'সুশীলার উপাখ্যান', রেভ্রন্ড কাদিন্সি লাইব্রেরির গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত 'ঈসপ্স্ ফেব্ল্স্'-এর বাংলা সংস্করণ 'নবনীতিকথা', 'বঙ্কুমার চরিত', রামনারায়ণ ভট্টাচার্যের 'পতিব্রতোপাখ্যান', নীলমণি বসাকের 'নবনারী' প্রভৃতি রচনায় গল্পের রস অনেক স্থলে ফুটেছে বটে, কিন্তু তার মধ্যে তখনও উপন্যাসের সম্ভাবনা দেখা দেয় নি। সেই জন্য 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রে 'আলাল'কে প্রথম বাংলা উপন্যাসের গৌরব দেওয়া হয়েছিল—"We hail this book as the finest novel in the Bengali Language. Tek Chand Thakur has written a tale, the like of which is not to be found within the entire range of Bengali Literature." উক্ত সমালোচনায় প্যারীচাঁদের রচনাকে গোল্ড-স্মিথের হাস্যরস ও ফিল্ডিং-এর কৌতুকরসের সমতুল্য বলা হয়েছিল।

সন্তানের উন্মার্গগামিতা। ভবানীচরণ সমাজ ও যুবকদের চরিত্র সংশোধনের স্পৃহায় গদ্যেপদ্যে এই আখ্যান রচনা করেছিলেন। রঙ্গকৌতুক থাকলেও এ-পুস্তিকা তখনও পুরোদস্তর আখ্যানের রূপ পায় নি।[১৪] দেখা যাচ্ছে, উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয় দশক থেকে সপ্তম দশক পর্যন্ত সামাজিক ত্রুটিবিচ্যুতি, মদ্যপান, লাম্পট্য, অপকর্ম, নীতিভ্রষ্টতা, হিন্দুয়ানির বিরুদ্ধাচার প্রভৃতিকে ব্যঙ্গ করে কিছু কিছু স্যাটায়ারধর্মী আখ্যান কখনও সাপ্তাহিকে-মাসিকে, কখনও-বা পৃথগ্‌ভাবে পুস্তিকার আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। 'বাবুর আখ্যান', ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যঙ্গ নক্‌শা ('নববাবুবিলাস', 'নববিবিবিলাস', 'দূতীবিলাস') প্যারীচাঁদের 'আলাল', টেকচাঁদ ঠাকুর জুনিয়রের (অর্থাৎ প্যারীচাঁদের মধ্যমপুত্র চুনিলাল মিত্র) 'কলিকাতার লুকোচুরি' প্রভৃতি সরস আখ্যানে কলকাতার সামাজিক অনাচার ও চারিত্রিক অধোগতি রঙ্গকৌতুকের আখ্যানের সাহায্যে বর্ণিত হয়েছে। এই সমস্ত নক্‌শার উদ্দেশ্য ছিল সমাজসংস্কার এবং চরিত্রের উন্নয়ন প্রভৃতি সদগুণ আবার ফিরিয়ে আনা। কিন্তু 'আলালে'র সামাজিক পরিবেশের একটু নূতনত্ব আছে। অন্য নক্‌শাগুলি মোটামুটিভাবে উনিশ শতকের প্রথমার্ধের কলকাতা ও নাগরিক জীবনকে পটভূমিকা হিসেবে ব্যবহার করেছে। কিন্তু প্যারীচাঁদের 'আলালে'র পটভূমিকা আরও পুরাতন,—অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাপ্তি থেকে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার (১৮১৭) পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। 'আলালে' দেশী শিক্ষার কুফল প্রদর্শিত হয়েছে। এই কাহিনীতে বরং যে কয়টি সৎচরিত্র আছে (রামলাল ও বরদাবাবু) তারা ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত। মদ্যপান, লাম্পট্য ও অসামাজিক বেলেল্লাপনাকে আক্রমণ করলেও প্যারীচাঁদ ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার দোষকীর্তন করেন নি। কারণ আধুনিক পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার অগ্রদূত হিন্দু কলেজেই তাঁর শিক্ষাদীক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছিল।

'আলালের ঘরের দুলালে' সর্বপ্রথম উপন্যাসলক্ষণ ফুটে উঠেছে তাতে সন্দেহ নেই। অবশ্য কেউ কেউ এই প্রসঙ্গে জনৈকা বিদেশিনী হানা ক্যাথারীন ম্যলেন্‌সের লেখা 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণে'র (১৮৫২) কথা তুলবেন। প্যারীচাঁদের 'আলাল' গ্রন্থাকারে প্রকাশের ছ'বছর আগেই উপন্যাসের অনুরূপ

---

১৪. দ্রষ্টব্য : বিবিধার্থ সংগ্রহ, চৈত্র, ১৭৮০ শক। সেখানে 'আলালে'র উৎস হিসেবে ভবানীচরণের 'নববাবু বিলাস', 'নববিবিবিলাস' ও 'দূতীবিলাসে'র উল্লেখ করা হয়েছে। 'সমাচার চন্দ্রিকা'র সম্পাদক প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর 'ধর্মবিলাস' নামে সংস্কৃতে যে চম্পূকাব্য রচনা করেন, তাতেও আখ্যানের ছলে ধর্মসভা ও ব্রাহ্মসভার বিবাদ সরস কৌতুকের দ্বারা বর্ণিত হয়েছিল। কিন্তু সংস্কৃতে রচিত বলে এর বিশেষ কোন প্রচার হয় নি।

'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' মুদ্রিত হয়েছিল। সুতরাং কারও কারও মতে প্যারীচাঁদ প্রথম বাংলা ঔপন্যাসিকের গৌরব পেতে পারেন না।

সুইজারল্যাণ্ডের অধিবাসী রেভাঃ ফ্রাঁসোয়া লাক্রোয়া (Rev. Alphonse Francois Lacroix) খ্রীস্টান ধর্ম প্রচারের অভিপ্রায়ে লণ্ডন মিশনারী সোসাইটির কর্মী হিসেবে ১৮২১ খ্রীঃ অব্দের ১১ মার্চ চুঁচুড়ায় উপস্থিত হন। তাঁর কন্যা হানা ক্যাথারীন লাক্রোয়া ১৮২৬ খ্রীঃ অব্দে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। বালিকা লাক্রোয়া মাত্র বারো বছর বয়সে ভবানীপুর মিশনের স্কুলে খ্রীস্টান বালকবালিকাদের বাংলা শেখাতেন। বাল্যকালেই তিনি বাংলাভাষা মাতৃভাষাবৎ আয়ত্ত করেছিলেন। মিশনের অপর এক কর্মী জে. ম্যালেন্সের সঙ্গে বিবাহের পর তিনি হানা ক্যাথারীন ম্যালেন্স্ নামে পরিচিত হন। তিনি জেনানা মিশন স্থাপন করেছিলেন, একাধিকার য়ুরোপেও গিয়েছিলেন। 'ক্যালকাটা ক্রিশ্চিয়ান ট্রাক্ট্ অ্যাণ্ড বুক সোসাইটি'র পক্ষ থেকে ১৮৫২ খ্রীঃ অব্দে শ্রীমতী ম্যালেন্সের 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' প্রকাশিত হয়। দেশীয় খ্রীস্টান স্ত্রীসমাজের জন্যই কাহিনীটি রচিত হয়েছিল। প্রথম সংস্করণেই তিন হাজার কপি ছাপা হয়।[১৫] স্বচ্ছ বর্ণনার গুণে বইখানি বাঙালী খ্রীস্টানসমাজে, বিশেষতঃ দরিদ্র অর্ধশিক্ষিত খ্রীস্টান পরিবারে ও মিশন স্কুলে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। জনপ্রিয়তার জন্য পুস্তকখানি ইংরেজী, কানাড়ী, মারাঠী, তেলুগু প্রভৃতি বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় তৎতৎ প্রদেশীয় খ্রীস্টান মিশন কর্তৃক অনূদিত হয়েছিল। শ্রীমতী ম্যালেন্স্ একাধিক বই লিখেছিলেন, কিন্তু দেশীয় খ্রীস্টানসমাজে 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' অধিকতর প্রচার লাভ করেছিল। মাত্র পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে (১৮৬১) হানা ম্যালেন্সের অকালমৃত্যু হয়।

শ্রীমতী ম্যালেন্সের 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' কোন মৌলিক আখ্যান নয়, একখানি ইংরেজী গল্পগ্রন্থ অবলম্বনে এটি রচিত হয়। *The Oriental Baptist* (আগস্ট, ১৮৫২, পৃঃ ২৩৯) থেকে সেই তথ্যটি পাওয়া গেছে।[১৬] মূল ইংরেজী গ্রন্থটির নাম *The Week*, লেখকের নাম জানা যায় না। তারই ছাঁচে শ্রীমতী ম্যালেন্স্ বাংলা কাহিনী ফেঁদেছিলেন। নিজের গ্রন্থের অনেক স্থানে লেখিকা মূল ইংরেজী গ্রন্থের সংলাপগুলি পুরোপুরি বাংলায় অনুবাদ করে

---

১৫. শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ও ডঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকাসহ গ্রন্থটির একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে (১৩৬৫)। দীর্ঘ এক শতাব্দী পরে গ্রন্থটিকে দিবালোকে এনে সম্পাদক বাংলা গদ্যের মহদুপকার করেছেন।

১৬. ডক্টর শ্রীমতী সবিতা দাশ এই তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন।

দিয়েছেন, বর্ণনায়ও অনেক মিল আছে। ইংরেজী কাহিনীর প্রধান চরিত্র রবার্ট ও ম্যারি। তাদের ছেলেমেয়েদের নাম—ফ্যানি, উইলি, হানা। শ্রীমতী ম্যলেন্সের কাহিনীতে উক্ত চরিত্রের আদর্শে ফুলমণি, তার স্বামী প্রেমচাঁদ ও তিনটি সন্তান—সাধু, সত্যবতী ও প্রিয়নাথের চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে। ইংরেজী *The Week*-এর অলস প্রকৃতির হ্যানী, তার মাতাল স্বামী ও বদ সন্তানদের অনুকরণে ম্যলেন্স্ এঁকেছেন করুণা, তার মদ্যপ বেহেড স্বামী এবং বংশী নবীন প্রভৃতি দুষ্ট ছেলেদের। মূল গ্রন্থের ভক্তিমতী বৃদ্ধা নেলীর সঙ্গে বাংলা আখ্যানের প্যারীর বিশেষ সাদৃশ্য আছে। বাংলা গ্রন্থপরিচয়ে *The Oriental Baptist*-এর সমালোচকও স্বীকার করেছেন—Incidents and conversation which give life to the narration, are also freely borrowd from 'The week'…সুতরাং 'ফুলমণি ও করুণা'র বিবরণকে মৌলিক গ্রন্থের গৌরব দেওয়া যায় না। অবশ্য গ্রন্থটি ইংরেজীর প্রায়-অনুবাদ হলেও প্যারীচাঁদের 'আলাল' রচনারম্ভের (১৮৫৪) পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল তা স্বীকার করতে হবে। কাহিনী ও চরিত্র পরিকল্পনায় খ্রীস্টান ধর্মযাজকসুলভ ধর্মীয় একপাক্ষিকতা ছাড়া লেখিকা বিশেষ কোন হৃদ্য আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারেন নি, অনুমান হচ্ছে মূল কাহিনীতেই তা ছিল না। তাঁর একমাত্র গুণ, বিদেশিনী হয়েও তিনি পরিচ্ছন্ন বাংলা গদ্য লিখতে পেরেছিলেন। কিন্তু তাঁর কাহিনী ও চরিত্রগুলি রবিবাসরীয় নীতিবিদ্যালয়ের উপযোগী ; খ্রীস্টান ধর্মতত্ত্ব ও আদর্শের গুরুভারে চরিত্রগুলি এতই ন্যুব্জ হয়ে পড়েছে যে, তারা ঠিক জীবন্ত নরনারীরূপে আমাদের কাছে আবির্ভূত হতে পারে নি। উপরন্তু এ আখ্যান বাঙালী হিন্দু-সমাজে কোন দিনই পরিচিত ছিল না। লং সাহেবের *A Descriptive Catalogue of Bengali Works* (1855), মার্ডকের খ্রীস্টান বাংলা লেখকদের তালিকা (Murdoch—*Catalogue of the Christian Vernacular Literature of Bengal*), *Friend of India* (28th Nov., 1869), *The Twenty third Report of the Calcutta Christian Tract and Book Society*, এবং শ্রীমতী ম্যলেন্সের ভগিনীর লেখা *Brief Memorials of Mrs. Mullens*-এ এই উপন্যাসের উল্লেখ আছে। পরবর্তী কালে প্রিয়রঞ্জন সেন *Western Influence in Bengali Literature*-এ এই উপন্যাসের কথা বলেছেন। যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার ও রাখালরাজ রায় সম্পাদিত 'সাহিত্য-পঞ্জিকা'য় (১৩২২) 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ'কে প্রথম বাংলা উপন্যাস বলে অভিহিত করা হয়েছে। সুতরাং গ্রন্থটি যে বাংলা সাহিত্যে একেবারে অজ্ঞাত-

কুলশীল তা নয়। কিন্তু সেযুগে কেবলমাত্র খ্রীস্টান সমাজের জন্য প্রচারিত বাংলা গ্রন্থ সম্বন্ধে বৃহত্তর হিন্দুসমাজ সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল, উপরন্তু ধর্মপ্রচারৈষণার জন্য কাহিনীটি উপন্যাসের কোঠায় উঠতে পারে নি। অপর দিকে প্যারীচাঁদ স্ত্রী-সমাজের শিক্ষা এবং বালকদের চরিত্রগঠনের প্রতি গুরুত্ব দিলেও তাঁর নীতি-মূলক কাহিনীতেই সর্বপ্রথম উপন্যাসের আভাস ফুটে ওঠে। শুষ্ক নীতি-আদর্শের চাপে পড়ে প্যারীচাঁদ আখ্যানের ক্ষতি করেন নি, অন্ততঃ প্রথম দিকে তো নয়ই। প্যারীচাঁদ শ্রীমতী ম্যালেন্সের মতোই সমাজসংস্কারের প্রেরণায় যাবতীয় গ্রন্থ লিখলেও তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সরসতা ও কৌতুকরস নীতি-উপদেশের নখদন্ত ভেঙে দিয়ে কাহিনীকে মনোহারী করে তুলেছে। প্যারীচাঁদ নীতি প্রচার করলেও মূলতঃ শিল্পী ; ম্যালেন্স্ কাহিনীর রস সৃষ্টি করতে চাইলেও মূলতঃ উপদেষ্টা ও প্রচারক।

'আলালের ঘরের দুলাল'-এর কাহিনী সরস, বাস্তব—যদিও নীতিঘেঁষা। কুশিক্ষা, বদসঙ্গ ও অভিভাবকের প্রশ্রয় ও অমনোযোগিতার ফলে ধনীর দুলাল মতিলালের বখে যাওয়া, মনের মতো কুসঙ্গীদের দলে পড়ে অপকর্ম করা, পরে বহু দুঃখের পর পুনরায় সজ্জীবনে ফিরে আসা এইটুকু মূল কাহিনী। কিন্তু মূল কাহিনী ও প্রধান চরিত্রের চেয়ে শাখাকাহিনী ও উপচরিত্রগুলি বেশী খুলেছে। বাঞ্ছারাম, বক্রেশ্বর, বটলর সাহেব, মতিলালের মর্কটবৃত্তিধারী সঙ্গীসাথী—সর্বোপরি এলেমদার ঠকচাচার চরিত্র টাইপ হয়েও ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যে অতি উজ্জ্বল। দুষ্ট, বজ্জাত, ধড়িবাজ, গেঁজেল, মাতাল ইত্যাদি বক্রচরিত্রগুলির প্রতি থিয়সফিস্ট প্যারীচাঁদের প্রসন্ন প্রশ্রয় ও স্নেহপ্রবণ মমতা ছিল। বরং 'আলাল' ও অন্য গ্রন্থের আদর্শবান সৎ চরিত্রগুলি কিছু নিষ্প্রাণ হয়ে পড়েছে। মতিলালের কনিষ্ঠ রামলাল ও তার শিক্ষক বরদাবাবু আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারে, কিন্তু ঐ সমস্ত "উনপাঁজুরে বরাখুরে" ও "গোকুলের ষাঁড়" হলধর-গদাধর-মতিলালের বখাটে চরিত্র আমাদের বিরূপ করে তোলে না, তাদের দুষ্কর্ম আমাদের মনে বিরক্তির চেয়ে কৌতুক সঞ্চার করে বেশী। নানা দুঃখদুর্দশায় পড়ে যখন মতিলালের মতি ঘুরে গেল, তখন তার চরিত্র থেকে পূর্বেকার বাঁদরামিসহ তাজা ভাবও অনেকটা হ্রাস পেয়ে গেল। এর জন্য লেখক দায়ী নন। যা সুস্থ, স্বাভাবিক, নিয়মানুগ তার প্রতি আমাদের ততটা আকর্ষণ থাকে না। বরং যা বক্র, দলছাড়া, অদ্ভুত, উদ্ভট এবং যা সজ্জীবন থেকে কিছু ভ্রষ্ট, আদর্শের দিক থেকে না মানলেও, মন তাকেই যেন বেশী ভালবাসে। নীতিবাগীশ ও অধ্যাত্মপন্থী প্যারীচাঁদ তাঁর 'আলাল' ও অন্যান্য গ্রন্থে সেই

মনেরই পরিচয় দিয়েছেন। 'যৎকিঞ্চিৎ', 'অভেদী' ও 'আধ্যাত্মিকা'—তিনখানি গ্রন্থই নীতি-আদর্শের ভারে অতি মন্থর। কাহিনীগুলিতে তিনি যোগদর্শন, তন্ত্র, পুরাণ, অধ্যাত্মবিদ্যা, 'second sight', 'clairvoyance' প্রভৃতি শাস্ত্রকথা ও অলৌকিক রহস্যময় বর্ণনায় এত উৎসাহী হয়ে পড়েছিলেন যে, উক্ত আধ্যাত্মিক ও রূপক-উপন্যাস কোনও ক্রমেই উপন্যাসের সীমায় পৌছাতে পারে নি। অবশ্য একথা স্বীকার করতে হবে যে, গুরুতর তত্ত্বকথার অবতারণা করলেও ফাঁক পেলেই তিনি রঙ্গকৌতুকের আমদানি করেছেন। প্রবীণ প্যারীচাঁদ ধর্ম, অধ্যাত্ম-বিদ্যা, থিয়সফি, স্ত্রীশিক্ষা, শিশুশিক্ষা প্রভৃতি গুরুতর ব্যাপারে অতিশয় আসক্ত থাকলেও তাঁর অন্তরে সর্বদা একজন পরিহাসরসিক ও চঞ্চলস্বভাব টেকচাঁদ ঠাকুর লুকিয়ে থাকত, সময় পেলেই সে গাম্ভীর্যের মুখোশ খসিয়ে দন্তরুচি কৌমুদীর ছটায় তত্ত্বকথার স্তব্ধ পরিমণ্ডলে উচ্চকিত হাল্‌কা হাসি আমদানি করত।

'আলালে'র কাহিনী নিতান্ত ঘরোয়া ধরনের। এর আখ্যান, পরিবেশ, চরিত্র, সংলাপ—সবই অভিজ্ঞতাপ্রসূত প্রত্যক্ষ ব্যাপার। অবশ্য মনের বিভিন্ন প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বজনিত উপন্যাসের চরিত্রের যে বিকাশ, তা বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে কোন বাংলা আখ্যানেই ছিল না, প্যারীচাঁদের লেখায়ও থাকার কথা নয়। 'আলালে'র চরিত্রের উপর যে সমস্ত আঘাত এসেছে, তা নিতান্ত বাইরের আঘাত, এবং সেদিক থেকে 'আলাল' fiction হয় নি, হয়েছে tale—তবে তার মধ্যে উপন্যাসের সম্ভাবনা আছে। ঔপন্যাসিক উপন্যাসে মানব চরিত্রকে যে উদার পটভূমিকা থেকে দর্শন করতে চেষ্টা করেন, প্রচারধর্মী ও নীতিবাগীশ প্যারীচাঁদ ঠিক সেই উচ্চ চূড়া থেকে মানুষের নিয়তি লক্ষ্য করতে পারেন নি, অথচ ডিকেন্‌স্ ভালোই পড়েছিলেন।

তাঁর রচনার ভাষা মূলতঃ সাধুভাষার কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে আছে, যদিও 'আলালে'র মধ্যে সাধু ও চলিত ভাষার জগাখিচুড়ি পাতায় পাতায় লক্ষ্য করা যাবে।[১৭] কলকাতার ভাষা, শহরতলীর ভাষা, আঞ্চলিক উপভাষা, ইতরসাধারণের ভাষা—সবই তাঁর আয়ত্ত ছিল এবং সেই ভাষার মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, উইলিয়ম কেরী ('কথোপকথন') ও দীনবন্ধুর মতো তিনি সহজেই কৌতুকরস সৃষ্টি

১৭. বিদেশীরা এই বই পড়ে বাংলা ভাষা শিখবে এবং হিন্দুর পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে উৎসাহিত হবে এই উদ্দেশ্যেই তিনি লিখতে উৎসাহী হয়েছিলেন। ভূমিকায় বলেছেন, "The work has been written in a simple style, and to foreigners desirous of acquiring an idiomatic knowledge of the Bengali language and an acquaintance with Hindu domestic life, it will perhaps be found useful."

করতে পারতেন। তার সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য, আইন-আদালত, জমিজমা, মামলা-মোকদ্দমা সংক্রান্ত নিখুঁত চিত্রে তৎকালীন দেশ-কাল-পাত্রের যথার্থ রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। অবশ্য 'আলালে'র পরবর্তী গ্রন্থগুলিতে প্রকাশ্যভাবে তিনি নীতি-শিক্ষা ও আধ্যাত্মিকতা প্রচারে ব্যস্ত হয়ে পড়লে এই সরস কৌতুকের ভাষা কিছু নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। তবে একটু লাভও হয়েছিল, তাঁর ভাষার গুরুচণ্ডালী দোষ, যা 'আলালে' অতি প্রকট, তা পরবর্তী যুগের রচনা থেকে অনেকটা হ্রাস পেয়েছিল।

'আলালের ঘরের দুলাল' যথার্থ উপন্যাসের কোঠায় উঠতে না পারলেও সরস কৌতুক, বাক্‌রীতির চাপল্য-চাঞ্চল্য, টাইপ চরিত্র সৃষ্টি ও বাস্তবধর্মী ঘরোয়া কাহিনী হিসেবে উপন্যাসের পূর্বাভাস বলেই গৃহীত হবে। নীতি-উপদেশ ও তত্ত্বকথার প্রতি কম আকর্ষণ থাকলে প্যারীচাঁদ বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে স্বচ্ছন্দে উপন্যাসের প্রাঙ্গণে আসর জাঁকিয়ে বসতে পারতেন।

'আলালে'র জনপ্রিয়তায় লেখক নিজ শক্তি সম্বন্ধে আশ্বস্ত হলেন,[১৮] এবং শর্করামণ্ডিত তিক্তবটিকা বিতরণে অর্থাৎ গল্পের মোড়কে মুড়ে নীতিতত্ত্ব-অধ্যাত্মবিদ্যাঘটিত ভারী ভারী কাহিনী গ্রন্থনে প্রস্তুত হলেন। 'আলালে'র পরে প্রকাশিত 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়' (১৮৫৯) পুস্তিকা উপদেশমূলক নিতান্ত স্কেচ-ধরনের দুর্বল আখ্যান। এর প্রথম আখ্যানে ('মদ খাওয়া বড় দায়') মদ্যপানের দোষ এবং দ্বিতীয় আখ্যানে ('জাত থাকার কি উপায়') রক্ষণশীল সমাজে জাত মারার ঘোঁট দেখানো হয়েছে। লেখকের উদ্দেশ্য সাধু, এবং রচনাভঙ্গিমায় তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কৌতুকরস যথেষ্টই আছে; কিন্তু নানা ত্রুটি সত্ত্বেও 'আলালে' যেমন একটি পূর্বাপর সঙ্গতিবিশিষ্ট কাহিনী ও কতকগুলি পূর্ণাঙ্গ চরিত্র আছে, তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থে সে ধরনের সঙ্গতি ও পূর্ণতা নেই।[১৯] তাঁর পরের কোন আখ্যানেই নেই। 'মদ খাওয়া বড় দায়' ইত্যাদিতে দুটি আখ্যানে ভবানীবাবু ও জয়হরিবাবুর মদ্যপানজনিত শোচনীয়

১৮. এর ভূমিকা দ্রষ্টব্য : "Encouraged by the favourable reception of the novel entitled 'আলালের ঘরের দুলাল' I now beg to present the Reading community with another little work."

১৯. এ-বিষয়ে লেখক অবহিত ছিলেন। কারণ তিনি ভূমিকায় বলেছেন, "I crave the ludulgence of the Reader for the imperfectiou which this publication contains."

পরিণাম বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য সমাজ সংস্কারের আশায় কলম ধরলেও মাতাল-দের রংদার চরিত্র ও কৌতুকজনক আচরণ বর্ণনায় তিনি পাঠককে আবার অন্তরঙ্গতার মধ্যে টেনে এনেছেন। নীতি প্রচারের বাড়াবাড়ির মধ্যেও লেখক গেঁজেল আগড়ভোমের বিবাহবাতিক এবং তার হাস্যকর পরিণাম বর্ণনায় প্রচুর কৌতুকের আমদানি করেছেন—যদিও মূল আখ্যানের সঙ্গে তার বিশেষ যোগ নেই। দ্বিতীয় অংশ, অর্থাৎ 'জাতি মারিবার মন্ত্রণা'য় কৌতুকরস তীব্র ব্যঙ্গে পরিণত হয়েছে। বাইরে প্রবীণ সমাজনেতৃবর্গ ও ধর্মসংরক্ষকেরা জাত রাখা ও মারার ব্যাপারে সদাসতর্ক, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তারা অতি নচ্ছার, কপট ও চরিত্রহীন। এদের ঘৃণ্য চরিত্রগুলি লেখক ভালোই ফুটিয়েছেন, কিন্তু আখ্যানে ও পরিবেশে পূর্বের মতো সজীবতা নেই। প্রচার-উদ্দেশ্য শিল্পের পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে।

এর পর প্যারীচাঁদ শুধু স্ত্রীসমাজের কল্যাণের জন্য লিখেছিলেন 'রামারঞ্জিকা' (১৮৬০)। স্ত্রী পদ্মাবতীকে সুগৃহিণী, সুশিক্ষিতা ও সুমাতা করবার জন্য স্বামী হরিহর পৃথিবীবিখ্যাত নারী চরিত্রের আখ্যান বর্ণনা করেছেন। অবশ্য তাঁর পতিব্রতা স্ত্রী মাঝে মাঝে সরস টিপ্পনী কেটে উপদেশাত্মক ভারী আবহাওয়ার গুমোট অনেকটা কাটিয়ে দিয়েছেন। এই পুস্তিকায় বড়ো বড়ো আদর্শমূলক অনেক নারী-জীবনকাহিনী আছে, কিন্তু সেগুলিতে লেখক জীবন সঞ্চার করতে পারেন নি।

অতঃপর তিনখানি আখ্যান প্রকাশিত হয়—'যৎকিঞ্চিৎ' (১৮৬৫), 'অভেদী' (১৮৭১) ও 'আধ্যাত্মিকা' (১৮৮০)—তিনখানিই ঈশ্বরমহিমাবিষয়ক ও তত্ত্ববহুল আখ্যান। 'যৎকিঞ্চিৎ'-এ আখ্যানের ভাগ অতি অল্প। জ্ঞানানন্দ ও প্রেমানন্দ দেশভ্রমণে বেরিয়ে কত যে বিচিত্র ধরনের লোকের সংস্পর্শে এলেন তার ঠিক-ঠিকানা নেই। তাঁদের ঈশ্বরাবিষ্ট চরিত্রের সান্নিধ্যে এসে বহু লোকের চিত্তে আধ্যাত্মিক ভাবের উদ্দীপন হল—এইটুকু মাত্র এর বক্তব্য।

১৮৬০ খ্রীঃ অব্দে স্ত্রীর মৃত্যুর পর শোকাচ্ছন্ন চিত্তে প্যারীচাঁদ প্রেমতত্ত্ব, আত্মাতত্ত্ব, অধ্যাত্মবিদ্যা, যোগদর্শন ইত্যাদিতে বিশেষভাবে আসক্ত হয়ে পড়েন। হিন্দু কলেজে ছাত্রাবস্থাতেই তিনি দর্শন, বিশেষতঃ সেশ্বরবাদী ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে শ্রদ্ধাবান হয়েছিলেন। 'যৎকিঞ্চিৎ'-এ সমাজ সংস্কারের চেয়ে আত্মাঘটিত ব্যাপারই অধিকতর প্রাধান্য লাভ করেছে। গ্রন্থটি আকারে রীতিমতো বড়ো, এবং যত বড়ো, তত নীরস। তবে মাঝে মাঝে উন্নত ব্রাহ্মসমাজের (অর্থাৎ কেশবপন্থী দল) সম্পর্কে দু' চারটি প্রচ্ছন্ন অম্লাক্ত মন্তব্য আছে, যার ফলে এক-

ঘেয়ে উপদেশাত্মক আধ্যাত্মিকতা অনেকটা হ্রাস পায়। এই গ্রন্থ থেকে প্রথম পরিচয় পাওয়া গেল যে, প্যারীচাঁদ মূলতঃ হিন্দুর ষড়দর্শনে, বেদ-উপনিষদে বিশেষভাবে আসক্ত হয়ে পড়েছেন। অবশ্য তখনও থিয়সফির রসে মজতে পারেন নি, তখন প্রেততত্ত্বের অনুশীলন চলেছে।

১৮৭১ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত 'অভেদী' পুরোপুরি আধ্যাত্মিক রূপক-উপন্যাস। এর পরে প্রকাশিত 'আধ্যাত্মিকা'র ভূমিকায় তিনি নিজেই সেকথা স্বীকার করেছেন : "In 1871, I wrote the 'Avedi', a spiritual novel in Bengali, in which the hero and heroine have been described as earnest seekers after the knowledge of the soul, and how by the education of pain they obtained Spiritual light." নায়ক অন্বেষণচন্দ্র ও নায়িকা পতিভাবিনীর অধ্যাত্মজীবন, গৃহদাহের ফলে নায়ক-নায়িকার ছাড়াছাড়ি এবং নানা চিত্তসঙ্কটের পর তাদের আধ্যাত্মিক মিলন, সেই প্রসঙ্গে নানা শ্রেণীর লোকজন, সমাজ, ধর্মান্দোলন প্রভৃতি বাস্তব ব্যাপারের বর্ণনা এই আধ্যাত্মিক উপন্যাসকে কতকটা সহনীয় করেছে। বলা বাহুল্য নায়ক-নায়িকা অন্বেষণচন্দ্র ও পতিভাবিনী মুমুক্ষু নরনারীর রূপক মাত্র। বহু দুঃখ-কষ্টের পর অন্বেষণচন্দ্র গোদাবরী তীরে যোগীদের কাছে উপনীত হলেন এবং তাঁদের কাছে যোগ শিক্ষা করলেন। সেখানেই স্ত্রী পতিভাবিনীর সঙ্গে পুন-র্মিলিত হলেন। কিন্তু এ মিলন পার্থিব মিলন নয়, আত্মায়-আত্মায় মিলন। পতিভাবিনী যদিও সাধনার ব্যাপারে অতি উচ্চস্তরে আরূঢ়, তবু বহুকাল পরে স্বামীকে কাছে পেয়ে তাঁর মনে নারীসুলভ আকাঙ্ক্ষার উদয় হল—"পতি-ভাবিনী স্বভর্তার গুণ পুনঃপুনঃ চিন্তা করত ভাবান্তর হইলেন। আধ্যাত্মিকভাবের স্বল্পতা হইলে পার্থিব ভাবের উদয় হইল, তখন স্বামীর স্কন্ধে হস্ত দিয়া অশ্রুদ্বারা গদগদ ভক্তি ও প্রেম প্রকাশ করিলেন।" কিন্তু যোগী ও আধ্যাত্মিক পন্থার যাত্রী অন্বেষণচন্দ্র স্ত্রীর চিত্তে পার্থিবভাবের উদয় দেখে "তাঁহাকে নিষ্কাম চিত্তে চুম্বন করত বলিলেন—এভাব প্রশংসনীয় নহে—এ সামান্য ভাব—আত্মাকে উচ্চ কর। যদি আমি নিকটে থাকিলে চঞ্চল হইয়া পড় তবে আমাদিগের বিচ্ছেদই শ্রেয়। আমার প্রতি স্নেহ ও প্রেমশূন্য হইয়া আমার আত্মা দৃষ্টি করিয়া আত্মার দ্বারা আমার সহিত যোগ দেও, তাহা হইলেই আমাদিগের সম্বন্ধ সার্থক হইবে" (এই সঙ্কলন, পৃঃ ৪৪৮)। 'নিষ্কাম স্নেহ' এবং 'প্রেমশূন্য' দাম্পত্য প্রেম খুব উচ্চ স্তরের সন্দেহ নেই, কিন্তু মানসিক আবেগকে কোতল করে আধ্যাত্মিক সম্পর্কের উপর জোর দেওয়াতে এ উপন্যাস উপন্যাস-হিসেবে ব্যর্থ হয়েছে। সর্বোপরি

এ উপন্যাসের নামকরণও ঠিক হয় নি। গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে অন্বেষণচন্দ্র ও পতিভাবিনী আত্মজ্ঞান পাকা করার জন্য অভেদী নামে এক সিদ্ধ পুরুষের কাছে উপনীত হলেন, এবং সেই সর্বত্যাগী সাধকের কাছে অভেদ-অধ্যাত্মজ্ঞান সংগ্রহ করে ধন্য হলেন। শুধু এইটুকুর জন্য 'অভেদী' নামকরণ যুক্তিযুক্ত হয় নি। আগেই বলা হয়েছে 'অভেদী' আধ্যাত্মিক রূপক উপন্যাস। রূপকের ছলে দম্পতীর নিষ্কাম প্রেম ও সাত্ত্বিক অধ্যাত্মসাধনার কথা বিবৃত করাই থিয়সফিস্ট প্যারীচাঁদের মূল উদ্দেশ্য। কাজেই এ গ্রন্থে যোগদর্শন, বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত মুক্তি, নির্বাণ, ব্রহ্মসাধনা প্রভৃতি দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনাই অনেক স্থান জুড়ে আছে। মাঝেমাঝে ব্রাহ্ম সমাজ, সাকার-নিরাকার উপাসনা প্রভৃতি বিষয়ে লেখকের বিচক্ষণ মতামতও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু আধ্যাত্মিক উপন্যাসে জড়জগতের সঙ্গে চিন্ময়জগতের যে দ্বন্দ্বসংঘাতের চিত্র এবং পরিশেষে লোভমোহ প্রভৃতি মানসিক কালিমামুক্ত আত্মার বিজয়ঘোষণা থাকে, এ-উপন্যাসে সে রীতি অনুসৃত হয় নি। এখানে সব আঘাতটাই এসেছে বাইরের দিক থেকে—অনেকটা গোল্ডস্মিথের *Vicar of Wakefield*-র মতো। অন্বেষণচন্দ্র ও পতিভাবিনী রক্তমাংসের দেহ ধারণ করে যেভাবে অক্লেশে পার্থিব কামকে উড়িয়ে দিয়ে উভয়ে যোগস্থ হলেন, তাতে তাত্ত্বিক পাঠক খুশি হলেও সাধারণ পাঠক বিশেষ প্রীতিলাভ করতে পারবেন না। লেখক যদি দু' জনের হৃদয়ে অধ্যাত্ম চেতনার সঙ্গে পার্থিব কামনার দ্বন্দ্ব দেখাতে পারতেন, তা হলে এটি আধ্যাত্মিক উপন্যাস হিসেবে কিছুটা সার্থক হতে পারত। স্বামিসমাগমে উৎসুক পতিভাবিনীকে কামাদির দ্বারা ক্ষণকালের জন্য আবিষ্ট হতে দেখে তত্ত্বজ্ঞানী অন্বেষণচন্দ্র যেই বললেন, "আত্মাকে উচ্চ কর," অমনি পতিভাবিনী পার্থিব আকাঙ্ক্ষা ছেড়ে একলম্ফে আধ্যাত্মিক, নিষ্কাম, নিষ্প্রেম ও 'নির্মম' রাজ্যে অভিপ্রয়াণ করলেন, এ বর্ণনা পাঠককে খুশি করতে পারে না।

অবশ্য উপন্যাসটি গম্ভীর তত্ত্বকথাপ্রধান হলেও মাঝেমাঝে লঘুরস পরিবেশনে লেখকের স্বভাবসিদ্ধ হাল্‌কাভাব আবার ফিরে এসেছে। জেঁকোবাবু, বাবুসাহেব ও লালবুঝ্‌কড়ের চরিত্রাঙ্কনে (যদিও চরিত্রগুলি অর্ধ-অঙ্কিত) তিনি কৌতুকরসসিক্ত চিত্তের পরিচয় দিয়েছেন। অন্বেষণচন্দ্র, পতিভাবিনী ও অভেদীর উচ্চস্তরের নিষ্কাম ব্যাপারের চেয়ে এই স্বাভাবিক চরিত্রগুলিকে পাঠকের অনেকবেশী আপনার জন বলে মনে হবে।

১৮৮০ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত 'আধ্যাত্মিকা'ই প্যারীচাঁদের সর্বশেষ কাহিনী-ধর্মী রচনা। আত্মচিন্তামূলক স্ত্রীশিক্ষা, যোগের দ্বারা আত্মার উৎকর্ষসাধন, পরমাত্মার

সমীপে জীবাত্মার অবস্থান, নানারূপ 'সিদ্ধায়িতা'র বর্ণনা ; আধ্যাত্মিক নারীর সম্পর্কে আলোচনা ইত্যাদি উচ্চস্তরের কথা বর্ণনা করবার জন্যই প্যারীচাঁদ বৃদ্ধ-বয়সে 'আধ্যাত্মিকা' উপন্যাস ফেঁদেছিলেন। বিদেশীরা যাতে এই উপন্যাস পড়ে এদেশীয় কথ্যভাষা ও আচার-আচরণ সম্পর্কে সম্যক্ পরিচয় পান, এ গ্রন্থ রচনার পিছনে লেখকের সে উদ্দেশ্যও ছিল।[২০]

বারাণসী-প্রবাসী সম্পন্ন গৃহস্থ হরদেব তর্কালঙ্কারের একমাত্র কন্যা আধ্যাত্মিকার জীবনকথাই এ কাহিনীর মূল উপাদান। সুলক্ষণা কন্যার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ স্মরণ করে তার নাম রাখা হল 'আধ্যাত্মিকা'। নায়িকার এই নামকরণ ব্যর্থ হয় নি। বাল্যকাল থেকেই তার মধ্যে নানা অলৌকিক ব্যাপারের সমাবেশ ঘটতে লাগল। জীবে দয়া, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে একান্তভাবে আত্মনিয়োগ এবং অসাধারণ মেধার দ্বারা অল্পবয়সেই যাবতীয় বিদ্যা অর্জন করে আধ্যাত্মিকা সকলের বিস্ময় ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করল। ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার আধ্যাত্মিক গুণের আরও অনেক পরিচয় পাওয়া গেল। মাতা-পিতার মৃত্যু, জ্ঞাতিদের দ্বারা সম্পত্তি গ্রাস, আরও নানা-ধরনের আপদ-বিপদ আধ্যাত্মিকাকে এতটুকু বিচলিত করতে পারল না ; সে নিষ্কাম নিষ্কম্প্রচিত্তে সমস্ত দুর্ঘটনাকে গ্রহণ করল এবং উপনিষদের যুগের ব্রহ্মবাদিনীদের মতো ঘরসংসার বিবাহ না করে ঈশ্বরচিন্তায় কালাতিপাত করতে লাগল। যৌগিক শক্তির বলে দীনদুঃখীদের নিরাময় করে, দেশের দশের কাছ থেকে অসীম শ্রদ্ধাভক্তি লাভ করে কাল পূর্ণ হলে আধ্যাত্মিকা সজ্ঞানে গঙ্গাতীরে ইচ্ছামৃত্যু বরণ করল। এই আধুনিক ব্রহ্মবাদিনীর মায়িক সংসার ত্যাগে লোকে হায়-হায় করতে লাগল। এইটুকু এর গল্পাংশ। বলা বাহুল্য, এ আখ্যানও একপেশে, মানবিকতাবর্জিত ও দৈবীভাবনায় পূর্ণ। আধ্যাত্মিকার আধ্যাত্মিক জীবন বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক তার বাস্তব জীবন সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন। বিবাহ করে ঘরসংসার দেখা, স্বামীপুত্রের সেবা করা যেমন স্ত্রীর জীবন, তেমনি আবার সাংসারিক জীবন পরিত্যাগ করে ঔপনিষদিক মৈত্রেয়ীর মতো নিছক আত্মিক জীবন যাপন ও স্ত্রীলোকের অতি উচ্চস্তরের আদর্শ বর্ণনার বোধহয় এই ছিল উদ্দেশ্য। লেখক প্রাচীন আরণ্যক আদর্শে আধ্যাত্মিকার চরিত্র অঙ্কন করেছেন। আদর্শের দিক থেকে তিনি নিশ্চয় সফল হয়েছেন, কিন্তু

---

২০. "The conversation and manners of different classes of people in different circumstances which have been portrayed in different styles and which may perhaps be useful to foreigners, wishing to acquire a colloquial knowledge of the Bengali language." (ভূমিকা)

শিল্পের দিক থেকে এ-উপন্যাস কোনক্রমেই হৃদ্য রচনা হয়ে ওঠে নি। অবশ্য মাঝেমাঝে প্যারীচাঁদ সাধারণ লোকের চরিত্র এঁকে এবং ঈষৎ লঘুভাবের অবতারণা করে, 'আধ্যাত্মিকতা'র গুরুতর আধ্যাত্মিক ব্যাপারকে খানিকটা সহজ করতে চেষ্টা করেছেন। এ-দিক থেকে পরিহাসরসিক ও সবজান্তা 'গতির্মম'-এর ক্ষণিক উপস্থিতি ভালোই লাগে।

এরপর প্রকাশিত হয় 'বামাতোষিণী' (১৮৮১), তাঁর সর্বশেষ বাংলা গ্রন্থ। এটিও স্ত্রীসমাজের জন্য রচিত এবং এতেও নীতিমূলক গল্পের রীতি অনুসৃত হয়েছে। কৃষ্ণনগরের অতিবিচক্ষণ গৃহস্বামী গোপালচন্দ্র দেব এবং তাঁর সাধ্বী পত্নী শান্তি-দায়িনী ও সন্তানদের সুখের সংসার বর্ণনাই লেখকের উদ্দেশ্য। কথাপ্রসঙ্গে বিদেশের স্ত্রীসমাজ (গোপালচন্দ্র ব্যারিস্টার হবার জন্য বিলেতেও গিয়েছিলেন) এ-দেশের নারীসমাজের কুসংস্কার প্রভৃতি নানাবিষয়ের বর্ণনা এবং আদর্শ গৃহী গোপালচন্দ্র দেব এবং তাঁর বুদ্ধিমতী পতিব্রতা পত্নীর কথা লেখক অত্যন্ত সহৃদয়-তার সঙ্গে এঁকেছেন। এর ভাষাভঙ্গিমা ও রচনাপ্রণালী পূর্বাপেক্ষা অনেক সহজ ও স্বচ্ছন্দ হয়েছে, কিন্তু এতে আখ্যানরসের চেয়ে নীতি-উপদেশের বড়ো বাড়াবাড়ি। দেখা যাচ্ছে, বার্ধক্যে পৌঁছে লেখকের স্বভাবসিদ্ধ কৌতুকরসেও ভাটা পড়েছে। এ-আখ্যানে একমাত্র 'পিসিপেত্‌নি' ছাড়া আর কোথাও কৌতুকরসের বিশেষ কোন পরিচয় নেই। অবশ্য এই স্থূলাঙ্গিনী অর্ধোন্মাদিনীর চরিত্রে কৌতুকের চেয়ে করুণরসই বেশী ফুটেছে। 'রামারঞ্জিকা' ও 'বামাতোষিণী' একই উদ্দেশ্যে লেখা—আদর্শ পরিবার, বিশেষতঃ স্ত্রীসমাজের চিত্রাঙ্কনই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল। সুতরাং কথাসাহিত্যের আদর্শে 'বামাতোষিণী' বিচার্য নয়। সেযুগে প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল'-ই অখণ্ড জনপ্রিয়তা রক্ষা করে-ছিল; অন্য উপন্যাস বা আখ্যানে গল্পরসের চেয়ে নীতি ও তত্ত্বকথার বাহুল্যের জন্য তার জনপ্রিয়তাও ছিল সীমাবদ্ধ। কারণ ১৮৮০ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে বঙ্কিম-চন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী', 'মৃণালিনী', 'বিষবৃক্ষ', 'ইন্দিরা', 'যুগলাঙ্গুরীয়', 'চন্দ্রশেখর', 'রজনী', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', রমেশচন্দ্র দত্তের 'বঙ্গবিজেতা', 'মাধবীকঙ্কণ', 'মহা-রাষ্ট্র জীবনপ্রভাত', 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা', প্রতাপচন্দ্র ঘোষের 'বঙ্গাধিপ পরাজয়'-এর প্রথম খণ্ড এবং তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' (১২৭৯ বঙ্গাব্দে 'জ্ঞানা-ঙ্কুর' পত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত, ১৮৭৪ খ্রীঃ অব্দে গ্রন্থাকারে প্রচারিত) প্রকাশিত হয়েছিল। এই সমস্ত সুখপাঠ্য উপন্যাস থেকে ঐকালের বাঙালী পাঠক প্রকৃত উপন্যাসের রসাস্বাদন করতে পেরেছিল। এই সমস্ত মানবজীবনকেন্দ্রিক বাস্তব জীবনরহস্যের সুখদুঃখহাসিকান্নায়-পূর্ণ উপন্যাসের পাশে প্যারীচাঁদের

আধ্যাত্মিক ও রূপক-উপন্যাসের পাঠক সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পেয়ে যাবে তাতে আর সন্দেহ কি।

উল্লিখিত আখ্যান ছাড়াও প্যারীচাঁদ কয়েকখানি নিবন্ধগ্রন্থ লিখেছিলেন যার রচনারীতি ও বিষয়বস্তু প্রশংসার যোগ্য। 'কৃষিপাঠ' (১৮৬১), 'ডেভিড হেয়ারের জীবন চরিত' (১৮৭৮) এবং 'এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদের পূর্বাবস্থা' (১৮৭৯) —এই তিনখানি প্রবন্ধগ্রন্থ লিখে তিনি প্রাবন্ধিকরূপেও বাংলা সাহিত্যে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। কৃষিবিজ্ঞান ও উদ্ভিদবিদ্যায় তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ ও কৌতূহলী ছিলেন। তাঁর উপন্যাসে নানাধরনের গাছপালা ও ফুলফলের যে সুদীর্ঘ বর্ণনা পাওয়া যায়, তাতেই বোঝা যাবে উদ্ভিদ-জগতের প্রতি তাঁর যথার্থ মমতার দৃষ্টি ছিল। 'কৃষিপাঠ' থেকে বাংলার কৃষিজাত পণ্য সম্বন্ধে তাঁর বিচক্ষণ মতামত আজও বিবেচনার যোগ্য। ডেভিড হেয়ারকে তিনি বিশেষ ভক্তি করতেন। তাঁর কৈশোরকালে প্রতিষ্ঠিত তাঁদের অবৈতনিক বালকবিদ্যালয়ে হেয়ার সাহেব প্রায়ই আসতেন; তরুণের দল এজন্য তাঁকে খুবই মান্য করত। তাঁর প্রতি সে যুগের শিক্ষিত বাঙালীর কতটা শ্রদ্ধা ছিল, প্যারীচাঁদের রচিত হেয়ার সাহেবের এই জীবনী থেকেই তার পরিচয় পাওয়া যাবে। তিনি ১৮৭৭ খ্রীঃ অব্দে ইংরেজীতে হেয়ার সাহেবের জীবনী লিখেছিলেন (*A Biographical Sketch of David Hare*), এই বাংলা পুস্তিকাটি তারই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ।

'এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্বাবস্থা'য় প্যারীচাঁদ প্রাচীন ভারতের স্ত্রীসমাজের শিক্ষাদীক্ষা ও চরিত্রকাহিনী বিবৃত করেছেন। তাঁর অধিকাংশ রচনাতেই স্ত্রীসমাজের প্রসঙ্গ বারবার এসেছে। সুতরাং তাঁকে মিল সাহেবের মতো একজন সহৃদয় 'feminist' বলেই গণ্য করতে হবে। অবশ্য তাঁর feminism-এর অর্থ 'suffragette' নয়। তাঁর মতে ভোটাধিকার অর্জনই নারীত্বের একমাত্র সাধনা নয়। পারিবারিক ও সাংসারিক দায়িত্বপালন এবং ঈশ্বরচিন্তায় মনঃসন্নিবেশ নারীজীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। অবশ্য তিনি এ-ও দেখিয়েছেন, 'সদ্যোবধূ' ও ব্রহ্মবাদিনী—প্রাচীন ভারতে দু' ধরনের নারীই ছিলেন। সদ্যোবধূরা বিবাহ করে ঘরে সংসার করতেন; কিন্তু ব্রহ্মবাদিনীরা বিবাহ না করে ব্রহ্মচিন্তায় নিমগ্ন থাকতেন। অবশ্য একদা যাঁরা ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন, যুগভেদে তাঁরাই হয়তো ঊনবিংশ শতাব্দীর নারীর ভোটাধিকার আন্দোলনে suffragette-এর পতাকা বহন করে চলতে দ্বিধা করতেন না। প্যারীচাঁদ 'রামারঞ্জিকা' ও 'বামাতোষিণী'তে

স্ত্রীসমাজের পারিবারিক ও বৈবাহিক জীবনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু 'অভেদী'-তে স্বামী-স্ত্রীর সংসারিক জীবনের স্থলে আধ্যাত্মিক জীবনের গৌরব করা হয়েছে। 'আধ্যাত্মিকা'-তো পুরোদস্তর আধ্যাত্মিক ব্যাপার। সে যাই হোক, এই সমস্ত প্রবন্ধগ্রন্থে তাঁর ভাষা অত্যন্ত সহজ সরস হয়েছে, গুরুচণ্ডালী দোষ প্রায়ই পাওয়া যায় না। তাঁর রচিত কোন কোন আখ্যানে কিছু ঢিলেঢালা ভাব ও বিশৃঙ্খলা দেখা যাবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই প্রবন্ধ-পুস্তিকাগুলিতে তাঁর চিন্তাপ্রণালী অতিশয় নিয়মানুগ ও পরিচ্ছন্ন, চিন্তার প্রকাশও হয়েছে সংযত গদ্যে। এখানে দুটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাচ্ছে :

১. "এদেশে স্ত্রীলোকদিগের সম্মান গৃহে ও বাহিরে একভাবে ছিল। বেদেতে, মনুতে ও পুরাণে স্ত্রীলোকদিগের সম্মানের প্রমাণ ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। মনু বলেন স্ত্রীলোক যথার্থ পবিত্র। স্ত্রীলোক ও লক্ষ্মী, সমান। যে পরিবারে স্বামী স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত ও স্ত্রী স্বামীর প্রতি অনুরক্ত, সেই পরিবারে লক্ষ্মী বিরাজমান। স্ত্রীলোকেরা সর্বদা শুদ্ধ। যেখানে স্ত্রীলোকের সম্মান, সেখানে দেবতারা তুষ্ট। যেখানে স্ত্রীলোক অসম্মানিত, সেখানে সকল ধর্মের ভ্রষ্টতা।"—'এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্বাবস্থা'

(এই সঙ্কলন, পৃঃ ৪৮৮)

২. "হেয়ার সাহেব সামান্য লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। তাঁহার আহার সামান্য ছিল—মদ্য মাংসে রুচি ছিল না—তিনি বলিতেন, এদেশের ঋষিরা মিতাহারী ছিলেন—এটি বড় উত্তম। এদেশের মিঠাই, সন্দেশ, চন্দ্রপুলি, ডাবের জল ও মদ্গুর মৎস্য ভাল বাসিতেন।...প্রতিদিন দশটার মধ্যে পালকীতে ঔষধ ও পুস্তক পুরিয়া কলেজে আসিতেন। তাহার পর আপন স্কুলে যাইতেন। রেজিষ্টার দেখিয়া যে বালক অনুপস্থিত তাহাদিগের তালিকা করিতেন। পরে প্রত্যেক শ্রেণীতে যাইয়া প্রত্যেক বালক কেমন পড়িতেছে ও কিরূপ ব্যবহার করিতেছে তাহার অনুসন্ধান করিতেন। শিক্ষক ও ছাত্র দিগের যাহা বক্তব্য তাহা শুনিতেন ও যাহাকে পরামর্শ দেওয়া কর্তব্য তাহা দিতেন।"—'ডেভিড হেয়ারের জীবন চরিত'

(এই সঙ্কলন, পৃঃ ৪৬৪)

এই দুটি দৃষ্টান্ত থেকে মনে হচ্ছে, এ যেন বিদ্যাসাগর বা বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা। তাঁর নিবন্ধগ্রন্থগুলি এই ধরনের পরিচ্ছন্ন সংযত সাধুভাষায় রচিত। ইংরেজীতে লেখা তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ ও পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ সমূহে এই চিন্তাপ্রণালীর সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যাবে। অবশ্য এই সমস্ত প্রবন্ধের অধিকাংশই প্রেততত্ত্ব

ও অধ্যাত্মবিদ্যা অবলম্বনে রচিত। জীবনের আদর্শ ও দর্শন সম্বন্ধে তিনি মূলতঃ ভারতীয় পন্থায় ঈশ্বরবাদী—যদিও মাদাম ব্লাভটস্কি ও কর্নেল ওলকটের থিয়সফির বিশেষ ভক্ত ছিলেন। তাঁর জীবনদর্শন যাই হোক না কেন, তাঁর ইংরেজী ও বাংলা প্রবন্ধে সর্বদা একটি যুক্তিবাদী ও মিতভাষী ব্যক্তির সংযমনিষ্ঠ চিন্তার পরিচয় পাওয়া যাবে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, বাঙালী পাঠক তাঁকে শুধু রঙ্গকৌতুকের লেখক বলেই জানে, তাঁর চিন্তাঋদ্ধ মনস্বিতার সংবাদ বড়ো কেউ রাখে না।

সর্বশেষে প্যারীচাঁদের একখানি সঙ্গীত পুস্তক 'গীতাঙ্কুর'-এর (১৮৬১) উল্লেখ করি। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় রাগরাগিণীসহ মোট পঁয়ত্রিশটি গান মুদ্রিত হয়েছে। আধ্যাত্মিক ভাবনা, ব্রহ্মতত্ত্ব প্রভৃতি ব্যাপারই গানগুলির অবলম্বন। বোধ করি রামমোহনের 'ব্রহ্মসঙ্গীতে'র (১৮২৮) আদর্শেই প্যারীচাঁদ এই আধ্যাত্মিক গানগুলি রচনা করেছিলেন এবং ভাবের দিক থেকেও রামমোহনের গানের সঙ্গে প্যারীচাঁদের গানের কিছু সাদৃশ্য আছে। ভবযন্ত্রণা থেকে মুক্তি, মনের উৎকর্ষ সাধন, কামক্রোধাদি রিপুকে ত্যাগ করে সাত্ত্বিক ভাব গ্রহণ, পরিশেষে ঈশ্বরসাযুজ্য লাভ—গানগুলির এই হল তাৎপর্য। বলা বাহুল্য যা মূলতঃ সাধ্যসাধনতত্ত্বের গান, সাধারণ কবিতার আদর্শে তার বিচার চলে না। কারণ এ সমস্ত গান ভাবে-ভাষায় রচনার পারিপাট্যে অনেক সময়েই যথার্থ কবিতা হয়ে ওঠে না, কারণ এর রচনাকার মুখ্যতঃ সাধক ও তাত্ত্বিক, গৌণতঃ শিল্পী। ফলে উচ্চ তত্ত্বের কবলে পড়ে গানের কবিত্ব অনেক সময়েই মারা পড়ে। প্যারীচাঁদের 'গীতাঙ্কুর' তার বাইরে নয়। তবে দু' একটি গানে কবির আন্তরিকতা আমাদের মনকেও স্পর্শ করে। যেমন—

নও তুমি কেবল কাশীবাসী, বিশ্বেশ্বর হে!
যেথায় ভ্রমণ করি সেই বারাণসী।
তব রাজ্য সম্পূর্ণ, নানা রত্নে পরিপূর্ণ,
প্রকৃত অন্নপূর্ণা তুমি ব্রহ্মাণ্ড নিবাসী।
স্নানতীর্থ নাহি দেখি, চিত্ততীর্থে সদা সুখী,
ধনমান চাহি না হে, শান্তি অভিলাষী॥

(এই সঙ্কলন, পৃঃ ৩০৭)

এখানে আমরা প্যারীচাঁদের গ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম, কৌতূহলী পাঠক যাতে মূল গ্রন্থ পাঠে উৎসাহিত হন, এই জন্যই তাঁর গ্রন্থ সম্বন্ধে দু-চার কথা বলা গেল।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে প্যারীচাঁদ ॥

প্যারীচাঁদ মিত্র আখ্যানের উপযোগী বাংলা গদ্য সৃষ্টি ও উপন্যাসের দ্বারোদ্‌ঘাটন করে এবং বাঙালীর সমাজ ও পারিবারিক জীবনের জীবন্ত চিত্র এঁকে বাংলা গদ্যসাহিত্যে যে অভিনবত্বের সূচনা করেন, পরের যুগে উপযুক্ততর প্রতিভাবান শিল্পীর আবির্ভাবে সে শাখার আরও শ্রীবৃদ্ধি হয়। ইতিপূর্বে আমরা দেখাবার চেষ্টা করেছি যে, প্যারীচাঁদের পূর্বে বাংলাভাষায় যথার্থ মৌলিক উপন্যাসের প্রথম স্রষ্টা প্যারীচাঁদ। হানা ক্যাথারীন ম্যলেন্‌সের 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' 'আলালে'র কিছু আগে প্রকাশিত হলেও এটি কেবলমাত্র দেশীয় খ্রীস্টান সমাজের জন্য লেখা বলে এর সঙ্গে বাঙালী হিন্দুসমাজের কোন যোগাযোগ ছিল না। সেই জন্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এটি এতদিনে অপাংক্তেয় হয়ে ছিল। তা ছাড়া শিল্পবিচারে ম্যলেন্‌সের চেয়ে প্যারীচাঁদ অনেক বেশী দক্ষ ও সার্থক লেখক। এ কথা ঠিকই, প্যারীচাঁদের কিছু পূর্ব থেকে ধনী ও ভ্রষ্ট সমাজকে ব্যঙ্গ করে সাময়িক পত্রে ('সমাচার চন্দ্রিকা'য় প্রকাশিত "সৌকীন বাবুর বিবরণ' স্মরণীয়) যে-সমস্ত রঙ্গরসের কল্পিত-কাহিনী প্রকাশিত হত, তাতেই সর্বপ্রথম আখ্যানরসের ছিটেফোঁটা প্রকাশ পায়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের এ-অভিমত সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত :

> "তিনি প্রথম দেখাইলেন যে, সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে,—তাহার জন্য ইংরাজি বা সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা চাহিতে হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যেমন জীবনে তেমনই সাহিত্যে, ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর, পরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধ হয় না।" ('লুপ্তরত্নোদ্ধার'-এর ভূমিকা)

ঘরের কথাকে ঘরোয়াভাবে পরিবেশন করে,[২১] চেনামানুষের মুখে বিস্ময়রস ফুটিয়ে তুলে, চরিত্রানুরূপ সংলাপ জুগিয়ে[২২] tale বা সাধারণ আখ্যানের মধ্যে চরিত্রসৃষ্টির চেষ্টা করে, সর্বোপরি কাহিনীকে পরিণতির দিকে নিয়ে গিয়ে তিনি

---

২১. জন বীম্‌স্ তাঁর *Modern Aryan Languages of India*-তে যথার্থ বলেছেন, "He puts in to the mouth of each of his characters the appropriate method of talking, and thus exhibits to the full the extensive range of vulgar idioms which his language posseses."

২২. 'কপালকুণ্ডলা'র ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকা লিখতে গিয়ে এইচ. এ. ডি. ফিলিপ্‌স্ বলেছিলেন, "The Allaler Ghorer Dulal" of the first-mentioned author may be called a truly indigenous novel."

যে কিয়ৎপরিমাণে কথাসাহিত্যের দায়িত্ব পালন করেছেন তাতে সন্দেহ নেই। উপসংহারে তাঁর ভাষা সম্বন্ধে দু'চার কথা বলা যাক। 'আলালের ঘরের দুলালে' মিশ্র রীতি ব্যবহৃত হয়েছে। প্যারীচাঁদ সাধুভাষা, কলকাতাই চল্‌তি বুলি ও বিভিন্ন অঞ্চলের উপভাষার সাহায্য নিয়ে কৌতুকরসের মারফতে চরিত্রের অধোগতি ও তার থেকে উদ্ধারলাভের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। 'আলালে' সাধুভাষা ও চলতি ভাষার যথেষ্ট জগাখিচুড়ি পাকিয়েছে, পরে তাঁর ভাষা থেকে এদোষ অনেকটা লোপ পেয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের আগে পর্যন্ত প্রায় সমস্ত কথা-সাহিত্যিকের এ দোষ পুরোমাত্রায় ছিল। সাধুভাষা ও চলিতভাষার অসতর্ক সংমিশ্রণকে কেউ দোষাবহ বলে মনে করতেন না। যাঁরা আগাগোড়া সাধুভাষায় (মায় সংলাপ পর্যন্ত) উপন্যাস লিখতেন তাঁদের ভাষায় কিন্তু এদোষ বড়ো একটা চোখে পড়ে না। কিন্তু যাঁরা সাধুভাষায় আখ্যান বর্ণনা এবং সংলাপে চলতিভাষার সাহায্য নেবার চেষ্টা করতেন, তাঁদের লেখাতেই, বিশেষতঃ সংলাপে এই ত্রুটি বড়ো বেশী প্রকট হয়ে উঠত। অবশ্য সেযুগের পাঠকেরাও এ-দোষ সম্বন্ধে আদৌ অবহিত ছিলেন না। প্যারীচাঁদের প্রথম দুটি আখ্যানে ভাষাসংমিশ্রণ মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। বিদ্যাসাগরের ভারী ভারী সংস্কৃতগন্ধী ভাষা রীতির বিরুদ্ধেই নাকি প্যারীচাঁদ এই মিশ্র হালকা কৌতুকরসসিঞ্চিত ভাষা ব্যবহার করেছিলেন। শোনা যায় এই ভাষারীতি নিয়ে তাঁর সঙ্গে মাইকেল মধুসূদনের তর্ক হয়েছিল। 'মাসিক পত্রিকায়' প্রকাশিত 'আলালী' ভাষা সম্পর্কে মধুসূদন প্যারীচাঁদের কাছে অনুযোগ করেন, "আপনি এ আবার কি লিখিতে বসিয়াছেন?—লোকে ঘরে আটপৌরে যাহা হয় পরিয়া আত্মীয়স্বজন সকাশে বিচরণ করিতে পারে; কিন্তু বাহিরে যাইতে হইলে সে বেশে যাওয়া চলে না। পোষাকী পরিচ্ছদের প্রয়োজনীয়তা এইখানে। আপনি দেখিতেছি, 'পোষা-কীর' পাঠ তুলিয়া দিয়া ঘরে বাহিরে সভা-সমাজে সর্বত্রই আটপৌরে চালাইতে চাহেন। ইহাও কি কখনও সম্ভব?" তার উত্তরে উত্তেজিত হয়ে প্যারীচাঁদ বলেছিলেন, "তুমি বাঙ্গালা ভাষার কি বুঝিবে? তবে, জানিয়া রাখ, আমার প্রবর্তিত এই রচনা-পদ্ধতিই বাঙ্গালা ভাষায় নির্বিবাদে প্রচলিত এবং চিরস্থায়ী হইবে।" তার উত্তরে মধুসূদন যথার্থ বলেছিলেন, "It is the language of fisherman, unless you import largely from Sanskrit." [২৩]

গ্রন্থাকারে 'আলাল' প্রকাশের পূর্বেই বিদ্যাসাগরের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' (১৮৪৭), 'বাঙ্গালার ইতিহাস' দ্বিতীয় ভাগ (১৮৪৮), 'জীবনচরিত' (১৮৪৯)

২৩. নগেন্দ্রনাথ সোম—মধুস্মৃতি, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৩৬১, পৃঃ ৮২-৮৩

'বোধোদয়' (১৮৫১), 'সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৩), 'শকুন্তলা' (১৮৫৪), 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' (প্রথম ও দ্বিতীয় ১৮৫৫), 'কথামালা' (১৮৫৬), 'চরিতাবলি' (১৮৫৬)—এতগুলি পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল। এর মধ্যে 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' ও 'সীতার বনবাসে'র ভাষা একটু গুরুভার। কিন্তু অন্য রচনায় সংস্কৃতগন্ধী জড়তার চিহ্ন অতি অল্পই আছে ; এ গদ্য অতি পরিচ্ছন্ন—পরবর্তীকালেরও আদর্শস্থল। সুতরাং কেন যে প্যারীচাঁদকে বিদ্যাসাগরীভাষার প্রতিপক্ষরূপে খাড়া করা হয়েছিল তা বোঝা যাচ্ছে না। বরং 'আলালে' যে ধরনের জগাখিচুড়ি ভাষা ও কৌতুকের বাড়াবাড়ি আছে, যাকে খানিকটা সাগরীভাষার বিপরীত বলা যায়, উত্তরকালে সেই রীতি প্যারীচাঁদ নিজেই ত্যাগ করে প্রকারান্তরে সাগরী গদ্যই অবলম্বন করেছিলেন—সেকথা আমরা পূর্বেই বলেছি। 'আলালী' ভাষা শুধু 'আলালের ঘরের দুলালে'ই রয়ে গেছে, প্যারীচাঁদের অন্যান্য রচনা এদিক থেকে আলালী প্রভাব মুক্ত।

প্যারীচাঁদ তাঁর প্রথম গ্রন্থের দ্বারাই স্মরণীয় হয়েছেন, সেকাল এবং একালেও পাঠক-পাঠিকা তাঁকে এই জন্যই অন্তরঙ্গ জন বলে মনে করেন। একমাত্র রামগতি ন্যায়রত্ন ('বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব'—১৮৭২) ছাড়া আর কেউ প্রকাশ্যে তাঁর ভাষারীতি ও রচনার নিন্দা করেন নি। তাঁকে বিদ্যাসাগরের ভাষার বিপরীতে দাঁড় করাবার চেষ্টা হয়েছিল বলেই সম্ভবতঃ বিদ্যাসাগরের ভক্ত শিষ্য রামগতি ন্যায়রত্ন 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে' প্যারীচাঁদের গ্রন্থের বিষয়বস্তু ও ভাষার বিলক্ষণ সমালোচনা করেছিলেন। তাঁর বিরূপতার আরও কারণ ছিল। প্যারীচাঁদ একাধিক লেখায় সেকালের অধঃপতিত ব্রাহ্মণসমাজকে ব্যঙ্গ করেছিলেন। এই ব্যঙ্গ বিদ্রূপনিন্দাকে ব্রাহ্মণপণ্ডিত রামগতি নিজের গায়ে মেখে নিয়ে প্যারীচাঁদকেও নিন্দাবাণে জর্জরিত করেছিলেন। রুষ্ট রামগতির মন্তব্য একালে কৌতুকের সঙ্গেই স্মরণীয় :

> "কিন্তু পাঠকগণ ! দেখুন, হিন্দু জাতির গৌরবস্থল সেই ব্রাহ্মণপণ্ডিত মহাশয়দিগের প্রতি টেকচাঁদ বাবু কিরূপ বিজ্ঞোচিত বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন ! তিনি বাবুরামের শ্রাদ্ধ বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"দিন রাত্রি ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও অধ্যাপকের আগমন, যেন গো-মড়কে মুচির পার্বণ !" কেবল ব্রাহ্মণপণ্ডিতের উপরেই কেন ? ব্রাহ্মণজাতির প্রতিই টেকচাঁদ বাবুর যেন কিছু বিদ্বেষ আছে বোধ হয়, যেহেতু তিনি আগড়পাড়াস্থ ব্রাহ্মণপণ্ডিত গোষ্ঠীর বর্ণনায় লিখিয়াছেন, "বামুনে বুদ্ধি প্রায় বড় মোটা—সকল সময়ে সবকথা

তলিয়ে বুঝিতে পারে না—ন্যায়শাস্ত্রের ফেঁকড়ি পড়িয়া কেবল ন্যায়শাস্ত্রীয় বুদ্ধি হয়।" ইত্যাদি—এক্ষণে টেকচাঁদ বাবুর প্রতি আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, ন্যায়শাস্ত্র বোঝা কি মোটা বুদ্ধির কর্ম? এ পর্যন্ত ঐ 'মোটাবুদ্ধি' ব্রাহ্মণ ভিন্ন কয়জন সরুবুদ্ধি ইতরজাতীয় লোকে [২৪] ন্যায়শাস্ত্র বুঝিতে পারিয়াছেন? [২৫]

প্যারীচাঁদের 'আলালী' ভাষাও পণ্ডিত রামগতির মনে ধরেনি। তাঁর মতে, হাল্‌কা ব্যাপারে 'আলালী' ভাষার যৎকিঞ্চিৎ প্রয়োজনীয়তা থাকলেও "শিক্ষাপ্রদ বা প্রগাঢ় গুরুতর বিষয়ের বিবরণ কার্যে" বিদ্যাসাগরী ভাষা অধিকতর উপযোগী। রুচি পাল্টাবার জন্য 'আলালী' ভাষার সাহিত্যক্ষেত্রে যে কিছু মূল্য আছে, সে বিষয়ে রামগতি বলেন:

"যেমন ফলারে বসিয়া অনবরতঃ মিঠাই মণ্ডা খাইলে জিহ্বা একরূপ বিকৃত হইয়া যায়—মধ্যে মধ্যে আদার কুচি ও কুমুড়ার খাট্টা মুখে না দিলে সে বিকৃতির নিবারণ হয় না, সেইরূপ কেবল বিদ্যাসাগরী রচনা শ্রবণে কর্ণের যে একরূপ ভাব জন্মে, তাহার পরিবর্তন করণার্থ মধ্যে মধ্যে অপরবিধ রচনা শ্রবণ করা পাঠকদিগের আবশ্যক।" (বা. ভা. সা. বি. প্র., পৃঃ ৩১৩)

রামগতি প্যারীচাঁদের ভাষা সম্বন্ধে অপ্রসন্ন চিত্তে যাই বলুন না কেন, তাঁর মন্তব্য যে নিতান্ত যুক্তিবিরোধী তা নয়। 'আলালী' ভাষা পরবর্তীকালে পুরোপুরি কখনই গৃহীত হয় নি, চিন্তামূলক রচনাতে তো নয়-ই। 'হুতোম প্যাচার নক্‌শা'র (১৮৬২) ভাষাও যেমন প্রয়োজন মেটাবার পর বিদায় নিয়েছে, আলালী ভাষাও তাই। শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন, "বঙ্কিমবাবু স্বপ্রণীত গ্রন্থসকলে এক নূতন বাঙ্গালা গদ্য লিখিবার পদ্ধতি অবলম্বন করিলেন। তাহা একদিকে বিদ্যাসাগরী বা অক্ষরী ভাষা ও অপরদিকে আলালী ভাষার মধ্যগা"।[২৬] বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে ঘটনা বিবৃত করেছেন সেখানে যে ভাষার সাহায্য নিয়েছেন সেটি বিদ্যাসাগরের উদ্ভাবিত তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু লঘু স্থানে বা সংলাপের অংশে তাঁর ভাষা পোষাকী ভাব ত্যাগ করে খানিকটা আটপৌরে ঢং আয়ত্ত করেছে। তবে তাকে পুরোপুরি 'আলালী' রীতির অনুসরণ বলা যায় না। আলালী ঢং বলতে শুধু সংলাপে চল্‌তি বুলির ব্যবহারই বোঝায় না, এ ভাষায় মাঝে মাঝে রঙ্গকৌতুক ও ফাজলামি ফুটে ওঠে। বঙ্কিমচন্দ্রের হালকা ভাষায়

২৪. 'ইতরজাতীয়' গালিটি কি কায়স্থ প্যারীচাঁদের প্রতি নিক্ষিপ্ত?

২৫. বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব, ১৩১৭, ৩য় সংস্করণ, চুঁচুড়া, পৃঃ ৩১১।

২৬. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, নিউ এজ সংস্করণ, ১৯৫৭, পৃঃ ২৫৩।

রঙ্গকৌতুক থাকলেও তাতে ছ্যাবলামি নেই। হুতোমের ভাষায় অশিষ্ট ছ্যাবলা-মির বাড়াবাড়ি ছিল বলে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে নিন্দামন্দ করেছেন। সে যাই হোক বঙ্কিমযুগে আলালী ভাষার হালকা ধরনের কৌতুকের দিকটি কারো কারো রচনায় কিছু প্রভাব বিস্তার করেছিল। অবশ্য একথা সত্য, প্যারীচাঁদই সর্বপ্রথম পরিচিত বাস্তব জীবনকে পরিচিত প্রত্যহের ভাষাতেই উপস্থাপিত করেছেন। এই জন্য বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর বিশেষ মর্যাদা স্বীকৃত হয়েছে।

•

একালে ক্লাসিক গ্রন্থের বড় অমর্যাদা, প্রকাশক জোটে তো পাঠক জোটে না। তবু যে প্যারীচাঁদের যাবতীয় বাংলা রচনা প্রকাশ করা হল, এর কারণ বিগত বিস্মৃতকে আবার নতুন করে স্মরণ করা, তাঁকে নতুন চিন্তার আলোকে উপস্থাপিত করা। প্যারীচাঁদের জীবিতকালে তাঁর কয়েকটি গ্রন্থের একাধিক সংস্করণ হয়েছিল। কিন্তু অল্পকালের মধ্যে 'আলাল' ছাড়া অন্য পুস্তকগুলি অপ্রচলিত হয়ে পড়লে বঙ্কিমচন্দ্রের উপদেশে তাঁর পুত্রেরা 'লুপ্তরত্নোদ্ধার' (১২৯৯ বঙ্গাব্দ) নামে ক্যানিং লাইব্রেরি থেকে পিতার অজস্র রচনা প্রকাশ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র এর ভূমিকা লিখেছিলেন। তার পরেও প্যারীচাঁদের রচনাবলী একাধিকবার মুদ্রিত হয়েছিল। কিন্তু প্রায় অর্ধ শতাব্দী হয়ে গেল প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' ভিন্ন (তাও text book-এর কল্যাণে) অন্য কোন গ্রন্থ বাজারে ছিল না। কিছুকাল পূর্বে চার খণ্ডে সম্পূর্ণ বিদ্যাসাগরের যাবতীয় রচনায় ভূমিকা সংযোজনার সময়ে আমার মনে হয়েছিল, বিদ্যাসাগরের রচনা-বলীর পাশেই প্যারীচাঁদের গ্রন্থসমূহের স্থান হওয়া উচিত। বিদ্যাসাগর রচনা-বলীর দুঃসাহসী প্রকাশক মণ্ডল বুক হাউসের সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত সুনীল মণ্ডলকে আমার মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করি। তিনি ব্যবসায়াত্মিকা সাবধানী বুদ্ধির চেয়ে সৎসাহিত্য প্রচার বুদ্ধির দ্বারা অধিকতর উদ্‌বুদ্ধ হলেন, আমিও সাগ্রহে এই ব্যাপারে সর্বাধিক সাহায্যদানে সম্মত হলাম। এই গ্রন্থ সম্পাদনে যে পরি-শ্রম করা গেছে, প্রকাশক তার দ্বারা কিঞ্চিৎ লাভবান হলেই শ্রম সার্থক জ্ঞান করব। প্যারীচাঁদের এতাবৎকালের মধ্যে মুদ্রিত যাবতীয় গ্রন্থ এই সঙ্কলনে প্রকাশ করা হল। পরিশিষ্টে যে তিনটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে তার কোনটি প্যারীচাঁদ-রচনাবলীর অন্য কোন সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত হয় নি। এযুগের সাময়িক পত্রে তাঁর তিনটি অপ্রকাশিত নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। নানা কারণে এই সংস্করণে সেগুলি গ্রহণ করা সম্ভব হল না। দ্বিতীয় সংস্করণে নিবন্ধ তিনটি পুনঃ প্রকাশ করা যাবে।

প্যারীচাঁদের জীবিতকালের সংস্করণ থেকে পাঠ মেলাতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী আমাদের বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। গ্রন্থের মধ্যে পুরাতন বানান ও প্রকাশ পদ্ধতি যথাসম্ভব অবিকৃত রাখা হয়েছে, ভুল বানানও সংশোধন করার চেষ্টা করা হয় নি।

শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ মজুমদার প্যারীচাঁদের চিত্র সংগ্রহে আমাদের আনুকূল্য করেছেন, এই প্রসঙ্গে তাঁকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। প্রকাশক শ্রীযুক্ত সুনীল মণ্ডল যেভাবে আর্থিক ঝুঁকি আপন স্কন্ধে তুলে নিয়ে প্যারীচাঁদ রচনাবলীর শোভন সংস্করণ প্রকাশ করলেন, তাতে সংস্কৃতিবান বাঙালী সমাজের পক্ষ থেকে তাঁকে সাধুবাদ জানাই।
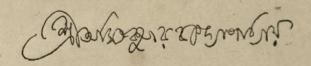
বাংলা বিভাগ,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,
১৩৭৮।১৯৭১
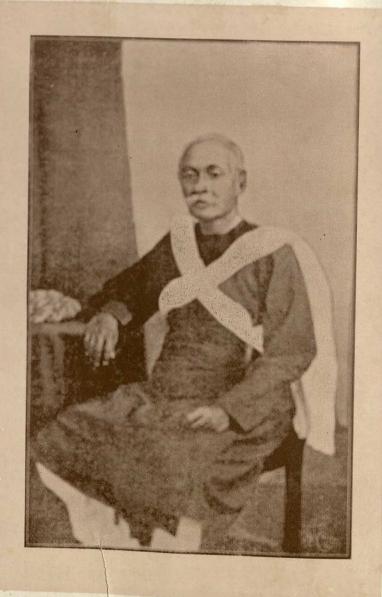
প্যারীচাঁদ
রচনাবলী

প্যারীচাঁদ মিত্র

জন্ম : ২২শে জুলাই ১৮১৪।

মৃত্যু : ২৩শে নভেম্বর ১৮৮৩।

আলালের ঘরের দুলাল

PREFACE.

আলালের ঘরের দুলাল

By

TEK CHAND THACKOOR.

The above original Novel in Bengali being the first work of the kind, is now submitted to the public with considerable diffidence. It chiefly treats of the pernicious effects of allowing children to be improperly brought up, with remarks on the existing system of education, on self-formation and religious culture, and is illustrative of the condition of Hindu society, manners, customs, &c. and partly of the state of things in the Moffussil. The work has been written in a simple style, and to foreigners desirous of acquiring an idiomatic knowledge of the Bengali language and an acquaintance with Hindu domestic life, it will perhaps be found useful. The writer thinks it well to add that a large portion of this Tale appeared originally in a monthly publication, which met with the approval of the number of friends, at whose request he has been induced to conclude and publish it in the present form.

Price per copy, ... 12 Annas, *cash.*

ভূমিকা ।

অন্যান্য পুস্তক অপেক্ষা উপন্যাসাদি পাঠ করিতে প্রায় সকল লোকেরই মনে স্বভাবতঃ অনুরাগ জন্মিয়া থাকে এবং যে স্থলে এতদ্দেশীয় অধিকাংশ লোক কোন পুস্তকাদি পাঠ করিয়া সময় ক্ষেপণ করিতে রত নহে সে স্থলে উক্ত প্রকার গ্রন্থের অধিক আবশ্যক, এতদ্বিবেচনায় এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি রচিত হইল। ইহার তাৎপর্য্য কি পাঠ করিলেই প্রকাশ হইবে। এ প্রকার পুস্তক লেখনের প্রণালী এতদ্দেশ মধ্যে বড় প্রচলিত নাই, ইহাতে প্রথমোদ্যমে অবশ্য সদোষ হইবার সম্ভাবনা, পাঠকবর্গ অনুগ্রহ করিয়া ঐ দোষ ক্ষমা করিবেন। গ্রন্থের নির্ঘণ্ট দেখিলেই গল্পসকলের আভাস ও অন্যান্য প্রকরণ জানা যাইবে। পুস্তকের মূল্য ৸০ নগদ।

আলালের ঘরের দুলাল

১ বাবুরাম বাবুর পরিচয়—মতিলালের বাঙ্গালা
সংস্কৃত ও ফার্সি শিক্ষা।

বৈদ্যবাটীর বাবুরাম বাবু বড় বৈষয়িক ছিলেন। তিনি মাল ও ফৌজদারি আদালতে অনেক কর্ম করিয়া বিখ্যাত হন। কর্মকাজ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া উৎকোচাদি গ্রহণ না করিয়া যথার্থ পথে চলা বড় প্রাচীন প্রথা ছিল না—বাবুরাম সেই প্রথানুসারেই চলিতেন। একে কর্মে পটু—তাতে তোষামোদ ও কৃতাঞ্জলি দ্বারা সাহেব সুবাদিগকে বশীভূত করিয়াছিলেন এজন্য অল্প দিনের মধ্যেই প্রচুর ধন উপার্জন করিলেন। এদেশে ধন অথবা পদ বাড়িলেই মান বাড়ে, বিদ্যা ও চরিত্রের তাদৃক্ গৌরব হয় না। বাবুরাম বাবুর অবস্থা পূর্বে বড় মন্দ ছিল, তৎকালে গ্রামে কেবল দুই এক ব্যক্তি তাঁহার তত্ত্ব করিত। পরে তাঁহার সুদৃশ্য অট্টালিকা বাগ বাগিচা তালুক ও অন্যান্য ঐশ্বর্য সম্পত্তি হওয়াতে অনুগত ও অমাত্য বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা অসংখ্য হইল। অবকাশ কালে বাটীতে আসিলে তাঁহার বৈঠকখানা লোকারণ্য হইত, যেমন মেঠাইওয়ালার দোকানে মিষ্ট থাকিলেই তাহা মক্ষিকায় পরিপূর্ণ হয় তেমন ধনের আমদানি হইলেই লোকের আমদানি হয়, বাবুরাম বাবুর বাটীতে যখন যাও তাঁহার নিকট লোক ছাড়া নাই—কি বড়, কি ছোট, সকলেই চারি দিকে বসিয়া তুষ্টিজনক নানা কথা কহিতেছে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা ভঙ্গিক্রমে তোষামোদ করিত আর এলোমেলো লোকেরা একেবারেই জল উঁচু নীচু বলিত। এইরূপে কিছু কাল যাপন করিয়া বাবুরাম বাবু পেন্‌সন্ লইলেন ও আপন বাটীতে বসিয়া জমিদারি ও সওদাগরি কর্ম করিতে আরম্ভ করিলেন।

লোকের সর্ব প্রকারে সুখ প্রায় হয় না ও সর্ব বিষয়ে বুদ্ধিও প্রায় থাকে না। বাবুরাম বাবু কেবল ধন উপার্জনেই মনোযোগ করিতেন। কি প্রকারে বিষয় বিভব বাড়িবে—কি প্রকারে দশ জন লোকে জানিবে—কি প্রকারে গ্রামস্থ লোকসকল করজোড়ে থাকিবে—কি প্রকার ক্রিয়াকাণ্ড সর্বোত্তম হইবে—এই সকল বিষয় সর্বদা চিন্তা করিতেন। তাঁহার এক পুত্র ও দুই কন্যা ছিল। বাবুরাম বাবু বলরাম ঠাকুরের সন্তান, এজন্য জাতিরক্ষার্থ কন্যাদ্বয় জন্মিবা মাত্র বিস্তর ব্যয় ভূষণ করিয়া তাহাদের বিবাহ দিয়াছিলেন, কিন্তু

জামাতারা কুলীন, অনেক স্থানে দারপরিগ্রহ করিয়াছিল—বিশেষ পারিতোষিক না পাইলে বৈদ্যবাটীর শ্বশুরবাটীতে উকিও মারিত না। পুত্র মতিলাল বাল্যাবস্থা অবধি আদর পাইয়া সর্বদাই বাইন করিত—কখন বলিত বাবা চাঁদ ধরিব—কখন বলিত বাবা তোপ খাব। যখন চীৎকার করিয়া কান্দিতে আরম্ভ করিত নিকটস্থ সকল লোক বলিত ঐ বান্‌কে ছেলেটার জ্বালায় ঘুমান ভার! বালকটি পিতা মাতার নিকট আস্কারা পাইয়া পাঠশালায় যাইবার নামও করিত না। যিনি বাটীর সরকার তাঁহার উপর শিক্ষা করাইবার ভার ছিল। প্রথম২ গুরুমহাশয়ের নিকটে গেলে মতিলাল আঁ আঁ করিয়া কান্দিয়া তাঁহাকে আঁচড় ও কামড় দিত—গুরুমহাশয় কর্তার নিকট গিয়া বলিতেন মহাশয়! আপনার পুত্রকে শিক্ষা করান আমার কর্ম নয়। কর্তা প্রত্যুত্তর দিতেন—ও আমার সবে ধন নীলমণি—ভুলাইয়া টুলাইয়া গায় হাত বুলাইয়া শেখাও। পরে বিস্তর কৌশলে মতিলাল পাঠশালায় আসিতে আরম্ভ করিল। গুরুমহাশয় পায়ের উপর পা, বেত হাতে, দিয়ালে ঠেসান দিয়া ঢুল্‌ছেন ও বল্‌ছেন "ল্যাখ রে ল্যাখ।" মতিলাল ঐ অবকাশে উঠিয়া তাঁহার মুখের নিকট কলা দেখাচ্ছে আর নাচ্ছে—গুরুমহাশয়ের নাক ডাকিতেছে—শিষ্য কি করিতেছে তা কিছুই জানেন না। তাঁহার চক্ষু উন্মীলিত হইলেই মতিলাল আপন পাততাড়ির নিকট বসিয়া কাগের ছা বগের ছা লিখিত। সন্ধ্যাকালে ছাত্রদিগকে ঘোষাইতে আরম্ভ করিলে মতিলাল গোলে হরিবোল দিত—কেবল গণ্ডার এণ্ডা ও বুড়িকা ও পণিকার শেষ অক্ষর বলিয়া ফাঁকি সিদ্ধান্ত করিত,—মধ্যে২ গুরুমহাশয় নিদ্রিত হইলে তাঁহার নাকে কাটি দিয়া ও কোঁচার উপর জলন্ত অঙ্গার ফেলিয়া তীরের ন্যায় প্রস্থান করিত। আর আহারের সময় চুনের জল ঘোল বলিয়া অন্য লোকের হাত দিয়া পান করাইত। গুরুমহাশয় দেখিলেন বালকটি অতিশয় ত্রিপণ্ড, মা সরস্বতীকে একেবারে জলপান করিয়া বসিল অতএব মনে করিলেন যদি এত বেত্রাঘাতে সুযুত না হইল, কেবল গুরুমারা বিদ্যাই শিক্ষা করিল তবে এমত শিষ্যের হাত হইতে ত্বরায় মুক্ত হওয়া কর্তব্য, কিন্তু কর্তা ছাড়েন না অতএব কৌশল করিতে হইল। বোধ হয় গুরুমহাশয়গিরি অপেক্ষা সরকারি ভাল, ইহাতে বেতন দুই টাকা ও খোরাক পোশাক—উপরি লাভের মধ্যে তালপাত কলাপাত ও কাগজ ধরিবার কালে এক২টা সিধে ও এক২ জোড়া কাপড় মাত্র, কিন্তু বাজার সরকারি কর্মে নিত্য কাঁচা কড়ি। এই বিবেচনা করিয়া কর্তার নিকট গিয়া কহিলেন—মতিবাবুর কলাপাত ও কাগজ লেখা শেষ হইয়াছে এবং এক প্রস্থ জমিদারি কাগজও লেখান গিয়াছে। বাবুরাম বাবু এই সংবাদ পাইয়া

আহ্লাদে মগ্ন হইলেন, নিকটস্থ পারিষদেরা বলিল—না হবে কেন! সিংহের সন্তান কি কখনও শৃগাল হইতে পারে?

পরে বাবুরাম বাবু বিবেচনা করিলেন ব্যাকরণাদি ও কিঞ্চিৎ ফার্সি শিক্ষা করান আবশ্যক। এই স্থির করিয়া বাটীর পূজারি ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কেমন হে তোমার ব্যাকরণ ট্যাকরণ পড়াশুনা আছে? পূজারি ব্রাহ্মণ গণ্ড মূর্খ—মনে করিল যে চাউল কলা পাই তাতে তো কিছুই আঁটে না—এত দিনের পর বুঝি কিছু প্রাপ্তির পন্থা হইল, এই ভাবিয়া প্রত্যুত্তর করিল—আজ্ঞে হাঁ, আমি কুইন-মোড়ার ঈশ্বরচন্দ্র বেদান্তবাগীশের টোলে ব্যাকরণাদি একাদিক্রমে পাঁচ বৎসর অধ্যয়ন করি, কপাল মন্দ, পড়াশুনার দরুন কিছুই লাভভাব হয় না, কেবল আদা জল খাইয়া মহাশয়ের নিকট পড়িয়া আছি। বাবুরাম বাবু বলিলেন—তুমি অদ্যাবধি আমার পুত্রকে ব্যাকরণ শিক্ষা করাও। পূজারি ব্রাহ্মণ আশা বায়ুতে মুগ্ধ হইয়া মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের দুই এক পাত শিক্ষা করিয়া পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। মতিলাল মনে করিলেন গুরুমহাশয়ের হাত হইতে তো মুক্ত হইয়াছি এখন এ বেটা চাউলকলাখেকো বামুনকে কেমন করিয়া তাড়াই? আমি বাপ মার আদরের ছেলে—লিখি বা না লিখি, তাঁহারা আমাকে কিছুই বলিবেন না—লেখাপড়া শেখা কেবল টাকার জন্য—আমার বাপের অতুল বিষয়—আমার লেখাপড়ায় কাজ কি? কেবল নাম সহি করিতে পারিলেই হইল। আর যদি লেখাপড়া শিখিব তবে আমার এয়ারবক্সিদিগের দশা কি হইবে? আমোদ করিবার এই সময়,—এখন কি লেখাপড়ার যন্ত্রণা ভাল লাগে?

মতিলাল এই স্থির করিয়া পূজারি ব্রাহ্মণকে বলিল—অরে বামুন তুই যদি হ, য, ব, র, ল, শিখাইতে আমার নিকট আর আস্‌বি ঠাকুর ফেলিয়া দিয়া তোর চাউল কলা পাইবার উপায়শুদ্ধ ঘুচাইয়া দিব কিন্তু বাবার কাছে গিয়া একথা বল্লে ছাতের উপর হতে তোর মাথায় এমন এক এগারঞ্চি ঝাড়িব যে তোর ব্রাহ্মণীকে কালই হাতের নোয়া খুলিতে হইবে। পূজারি ব্রাহ্মণ হ, য, ব, র, ল, প্রসাদাৎ ক্ষণেক কাল হ, য, ব, র, ল, হইয়া থাকিলেন পরে আপনা আপনি বিচার করিলেন—ছয় মাস প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াছি এক পয়সাও হস্তগত হয় নাই, আবার "লাভঃ পরং গোবধঃ"—প্রাণ নিয়া টানাটানি—এক্ষণে ছেড়ে দিলে কেঁদে বাঁচি। পূজারি ব্রাহ্মণ যৎকালে এই সকল পর্যালোচনা করিতেছিলেন মতিলাল তাঁহার মুখাবলোকন করিয়া বলিল—বড় যে বসে বসে ভাবছিস্? টাকা চাই? এই নে—কিন্তু বাবার কাছে গিয়া বল্‌গে আমি সব শিখেছি। পূজারি ব্রাহ্মণ কর্তার নিকট গিয়া বলিল—মহাশয় মতিলাল সামান্য বালক নহে—তাহার

অসাধারণ মেধা, যাহা একবার শুনে তাহাই মনে করিয়া রাখে। বাবুরাম বাবুর নিকট একজন আচার্য ছিল—বলিল মতিলালের পরিচয় দিবার আবশ্যক নাই। উটি ক্ষণজন্মা ছেলে—বেঁচে থাকিলে দিক্‌পাল হইবে।

অনন্তর পুত্রকে ফার্সি পড়াইবার জন্য বাবুরাম বাবু একজন মুন্‌সি অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর আলাদি দরজির নানা হবিবলহোসেন তেল কাঠ ও ১৷৷০ টাকা মাহিনাতে নিযুক্ত হইল। মুন্‌সি সাহেবের দন্ত নাই, পাকা দাড়ি, শণের ন্যায় গোঁফ, শিখাইবার সময় চক্ষু রাঙ্গা করেন ও বলেন "আরে বে পড়" ও কাফ গাফ আয়েন গায়েন উচ্চারণে তাঁহার বদন সর্বদা বিকট হয়। একে বিদ্যা শিক্ষাতে কিছু অনুরাগ নাই তাতে ঐরূপ শিক্ষক অতএব মতিলালের ফার্সি পড়াতে ঐরূপ ফল হইল। এক দিবস মুন্‌সি সাহেব হেঁট হইয়া কেতাব দেখিতেছেন ও হাত নেড়ে স্বর করিয়া মস্‌নবির বয়েৎ পড়িতেছেন ইত্যবসরে মতিলাল পিছন দিগ্‌ দিয়া একখান জলন্ত টিকে দাড়ির উপর ফেলিয়া দিল। তৎক্ষণাৎ দাউ২ করিয়া দাড়ি জলিয়া উঠিল। মতিলাল বলিল—কেমন রে বেটা শোরখেকো নেড়ে, আর আমাকে পড়াবি? মুন্‌সি সাহেব দাড়ি ঝাড়িতে২ ও তোবা২ বলিতে২ প্রস্থান করিলেন এবং জ্বালার চোটে চীৎকার করিয়া কহিলেন—এস্ মাফিক বেতমিজ আওর বদ্‌জাৎ লেড়্‌কা কবি দেখা নেই—এস্ কাম্‌সে মুল্কমে চাস কর্ণা আচ্ছি হ্যায়। এস্ জেগে আনা বি হারাম হ্যায়—তোবা—তোবা—তোবা !!!

২ মতিলালের ইংরাজী শিখিবার উদ্‌যোগ ও
বাবুরাম বাবুর বালীতে গমন।

মুন্‌সি সাহেবের দুর্গতির কথা শুনিয়া বাবুরাম বাবু বলিলেন—মতিলাল তো আমার তেমন ছেলে নয়—সে বেটা জেতে নেড়ে—কত ভাল হবে? পরে ভাবিলেন যে ফার্সির চলন উঠিয়া যাইতেছে, এখন ইংরাজী পড়ান ভাল। যেমন ক্ষিপ্তের কখন কখন জ্ঞানোদয় হয় তেমনি অবিজ্ঞ লোকেরও কখন কখন বিজ্ঞতা উপস্থিত হয়। বাবুরাম বাবু ঐ বিষয় স্থির করিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন আমি বারাণসী বাবুর ন্যায় ইংরাজী জানি—"সরকার কম স্পিক নাট" আমার নিকটস্থ লোকেরাও তদ্রূপ বিদ্বান্, অতএব একজন বিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট পরামর্শ লওয়া কর্তব্য। আপন কুটুম্ব ও আত্মীয়দিগের নাম স্মরণ করাতে মনে হইল বালীর বেণীবাবু বড় যোগ্য লোক। বিষয়কর্ম করিলে তৎপরতা জন্মে। এজন্য অবিলম্বে একজন চাকর ও পাইক সঙ্গে লইয়া বৈদ্যবাটীর ঘাটে আসিলেন।

আষাঢ় শ্রাবণ মাসে মাজিরা বেঁতির জাল ফেলিয়া ইলিস মাছ ধরে ও দুই প্রহরের সময় মালারা প্রায় আহার করিতে যায় এজন্য বৈদ্যবাটীর ঘাটে খেয়া কিম্বা চল্‌তি নৌকা ছিল না। বাবুরাম বাবু চৌগোঁপ্পা—নাকে তিলক—কস্তাপেড়ে ধুতি পরা—ফুলপুকুরে জুতা পায়—উদরটি গণেশের মত—কোঁচান চাদরখানি কাঁধে—এক গাল পান—ইতস্ততঃ বেড়াইয়া চাকরকে বলছেন—ওরে হরে! শীঘ্র বালী যাইতে হইবে দুই চার পয়সায় একখানা চল্‌তি পান্‌সি ভাড়া কর তো। বড় মানুষের খানসামারা মধ্যে২ বেআদব হয়, হরি বলিল—মোশায়ের যেমন কাণ্ড! ভাত খেতে বস্তেছিনু—ডাকাডাকিতে ভাত ফেলে রেখে এস্তেচি—ভেটেল পান্‌সি হইলে অল্প ভাড়ায় হইত—এখন জোয়ার—দাঁড় টান্‌তে ও ঝিঁকে মার্‌তে মাজিদের কাল ঘাম ছুটবে—গহনার নৌকায় গেলে দুই চার পয়সায় হতে পারে—চল্‌তি পান্‌সি চার পয়সার ভাড়া করা আমার কর্ম নয়—এ কি থুতকুড়ি দিয়া ছাতু গোলা?

বাবুরাম বাবু দুটো চক্ষু কট্‌মট্‌ করিয়া বলিলেন—তোবেটার বড় মুখ বেড়েছে—ফের যদি এমন কথা কবি তো ঠাস্ করে চড় মার্‌বো। বাঙ্গালি ছোট জাতিরা একটু ঠোকর খাইলেই ঠক্‌২ করিয়া কাঁপে, হরি তিরস্কার খাইয়া জড়সড় হইয়া বলিল—এজ্ঞে না বলি এখন কি নৌকা পাওয়া যায়? এই বল্‌তে২ একখানা বোট গুণ টেনে ফিরিয়া যাইতেছিল, মাঝির সহিত অনেক কস্তাকস্তি ধস্তাধস্তি করিয়া ॥০ ভাড়া চুক্তি হইল—বাবুরাম বাবু চাকর ও পাইকের সহিত বোটের উপর উঠিলেন। কিঞ্চিৎ দূর আসিয়া দুই দিগ্‌ দেখিতে২ বলিতেছেন—ওরে হরে! বোটখানা পাওয়া গিয়াছে ভাল—মাজি! ও বাড়ীটা কার রে? ওটা কি চিনির কল? অহে চকমকি ঝেড়ে এক ছিলিম তামাক সাজো তো? পরে ভড়২ করিয়া হুঁকা টানিতেছেন—শুশুকগুলা এক এক বার ভেসে২ উঠ্‌তেছে—বাবু স্বয়ং উঁচু হইয়া দেখ্‌তেছেন ও গুন২ করিয়া সখীসম্বাদ গাইতেছেন—"দেখে এলাম শ্যাম তোমার বৃন্দাবন ধাম কেবল নাম আছে।" ভাঁটা হওয়াতে বোট সাঁ সাঁ করিয়া চলিতে লাগিল—মাজিরাও অবকাশ পাইল—কেহ বা গলুয়ে বসিল, কেহ বা বোকা ছাগলের দাড়ি বাহির করিয়া চারি দিগে দেখিতে লাগিল ও চাটগেঁয়ে সুরে গান আরম্ভ করিল "খুলে পড়বে কানের সোণা শুনে বাঁশীর স্বর"—

সূর্য অস্ত না হইতে২ বোট দেওনাগাজীর ঘাটেতে গিয়া লাগিল। বাবুরাম বাবুর শরীরটি কেবল মাংসপিণ্ড—চারি জন মাজিতে কুঁতিয়া ধরাধরি করিয়া উপরে তুলিয়া দিল। বেণীবাবু কুটুম্বকে দেখিয়া "আস্‌তে আজ্ঞা হউক বস্‌তে আজ্ঞা

হউক" প্রভৃতি নানাবিধ শিষ্টালাপ করিলেন। বাবুর বাটীর চাকর রাম তৎক্ষণাৎ তামুক সাজিয়া আনিয়া দিল। বাবুরাম বাবু ঘোর হুঁকারি, দুই এক টান টানিয়া বলিলেন—ওহে হুঁকটা পীসে—পীসে বল্‌ছে—খুড়া২ বল্‌ছে না কেন? বুদ্ধিমান্ লোকের নিকট চাকর থাকিলে সেও বুদ্ধিমান্ হয়। রাম অমনি হুঁকায় ছিঁচ্‌কা দিয়া—জল ফিরাইয়া—মিটেকড়া তামাক সেজে—বড় দেকে নল করে হুঁকা আনিয়া দিল; বাবুরাম বাবু হুঁকা সম্মুখে পাইয়া একেবারে যেন ইজারা করিয়া লইলেন—ভড়র২ টান্‌ছেন—ধুঁয়া বৃষ্টি কর্‌ছেন—ও বিজর২ বক্‌ছেন।

বেণীবাবু। মহাশয় একবার উঠে একটা পান খেলে ভাল হয় না?

বাবুরাম বাবু। সন্ধ্যা হল—আর জল খাওয়া থাকুক্—এ আমার ঘর—আমাকে বল্‌তে হবে কেন?

দেখ মতিলালের বুদ্ধিশুদ্ধি ভাল হইয়াছে—ছেলেটিকে দেখে চক্ষু জুড়ায়, সম্প্রতি ইংরাজী পড়াইতে বাঞ্ছা করি—স্বল্প অল্প মাহিনাতে একজন মাষ্টার দিতে পার?

বেণীবাবু। মাষ্টর অনেক আছে, কিন্তু ২০।২৫ টাকা মাসে দিলে একজন মাজারি গোচের লোক পাওয়া যায়।

বাবুরাম বাবু। কতো—২৫ টাকা!!! অহে ভাই, বাটীতে নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ—প্রতিদিন এক শত পাত পড়ে—আবার কিছু কাল পরেই ছেলেটির বিবাহ দিতে হইবে। যদি এত টাকা দিব তবে তোমার নিকট নৌকা ভাড়া করিয়া কেন এলাম?

এই বলিয়া—বেণীবাবুর গায়ে হাত দিয়া হাহা করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

বেণীবাবু। তবে কলিকাতার কোন স্কুলে ভর্তি করিয়া দিউন। একজন আত্মীয় কুটুম্বের বাটীতে ছেলেটি থাকিবে, মাসে ৩।৪ টাকার মধ্যে পড়াশুনা হইতে পারিবে।

বাবুরাম বাবু। এত? তুমি বলে কয়ে কমজম করিয়া দিতে পার না? স্কুলে পড়া কি ঘরে পড়ার চেয়ে ভাল?

বেণীবাবু। যত্তপি ঘরে একজন বিচক্ষণ শিক্ষক রাখিয়া ছেলেকে পড়ান যায় তবে বড় ভাল হয়, কিন্তু তেমন শিক্ষক অল্প টাকার পাওয়া যায় না, স্কুলে পড়ার গুণও আছে—দোষও আছে। ছেলেদিগের সঙ্গে একত্র পড়াশুনা করিলে পরস্পরের উৎসাহ জন্মে কিন্তু সঙ্গদোষ হইলে কোন২ ছেলে বিগড়িয়া যাইতে পারে, আর ২৫।৩০ জন বালক এক শ্রেণীতে পড়িলে হট্টগোল হয়, প্রতিদিন সকলের প্রতি সমান তদারকও হয় না, স্থতরাং সকলের সমানরূপ শিক্ষাও হয় না।

বাবুরাম বাবু। তা যাহা হউক—মতিকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিব দেখে শুনে

যাহাতে সুলভ হয় তাহাই করিয়া দিও। যে সকল সাহেবের কর্মকাজ করিয়াছিলাম এক্ষণে তাহাদের কেহ নাই—থাকিলে ধরে পড়ে অমনি ভর্তি করিতে পারিতাম। আর আমার ছেলে মোটামাটি শিখিলেই বস্ আছে, বড় পড়াশুনা করিলে স্বধর্মে থাকিবে না। ছেলেটি যাহাতে মানুষ হয় তাহাই করিয়া দিও—ভাই সকল ভার তোমার উপর।

বেণীবাবু। ছেলেকে মানুষ করিতে গেলে ঘরে বাহিরে তদারক চাই। বাপকে স্বচক্ষে সব দেখতে হয়—ছেলের সঙ্গে ছেলে হইয়া খাটতে হয়। অনেক কর্ম বরাতে চলে বটে কিন্তু এ কর্ম পরের মুখে ঝাল খাওয়া হয় না।

বাবুরাম বাবু। সে সব বটে—মতি কি তোমার ছেলে নয়? আমি এক্ষণে গঙ্গা-স্নান করিব—পুরাণ শুনিব—বিষয় আশয় দেখিব। আমার অবকাশ কই ভাই? আর আমার ইংরাজী শেখা সেকেলে রকম। মতি তোমার—তোমার—তোমার !!! আমি তাকে তোমার কাছে পাঠাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইব, তুমি যা জান তাই করিবে কিন্তু ভাই! দেখো যেন বড় ব্যয় হয় না—আমি কাচ্ছাবাচ্ছা-ওয়ালা মানুষ—তুমি সকল তো বুঝতে পার?

অনন্তর অনেক শিষ্টালাপের পর বাবুরাম বাবু বৈদ্যবাটীর বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

৩ মতিলালের বালীতে আগমন ও তথায় লীলাখেলা পরে ইংরাজী শিক্ষার্থে বহুবাজারে অবস্থিতি

রবিবারে কুঠীওয়ালারা বড় ঢিলে দেন—হচ্ছে হবে—খাচ্ছি খাব—বলিয়া অনেক বেলায় স্নান আহার করেন। তাহার পরে কেহ বা বড়ে টেপেন—কেহ বা তাস পেটেন—কেহ বা মাছ ধরেন—কেহ বা তবলায় চাটি দেন—কেহ বা সেতার লইয়া পিড়িং২ করেন—কেহ বা শয়নে পদ্মনাভ ভাল বুঝেন—কেহ বা বেড়াতে যান—কেহ বা বহি পড়েন। কিন্তু পড়াশুনা অথবা সৎ কথার আলোচনা অতি অল্প হইয়া থাকে। হয়তো মিথ্যা গালগল্প কিম্বা দলাদলির ঘোট, কি শম্ভু তিনটা কাঁঠাল খাইয়াছে এই প্রকার কথাতেই কাল ক্ষেপণ হয়। বালীর বেণীবাবুর অন্য প্রকার বিবেচনা ছিল। এদেশের লোকদিগের সংস্কার এই যে স্কুলে পড়া শেষ হইলে লেখাপড়ার শেষ হইল। কিন্তু এ বড় ভ্রম, আজন্ম মরণ পর্যন্ত সাধনা করিলেও বিদ্যার কূল পাওয়া যায় না, বিদ্যার চর্চা যত হয় ততই জ্ঞান বৃদ্ধি হইতে পারে। বেণীবাবু এ বিষয় ভাল বুঝিতেন এবং তদনুসারে চলিতেন। তিনি প্রাতঃকালে উঠিয়া আপনার গৃহকর্ম সকল দেখিয়া

পুস্তক লইয়া বিদ্যানুশীলন করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে চোদ্দ বৎসরের একটি বালক—গলায় মাদুলি—কাণে মাকড়ি, হাতে বালা ও বাজু, সম্মুখে আসিয়া ঢিপ করিয়া একটি গড় করিল। বেণীবাবু একমনে পুস্তক দেখিতেছিলেন বালকের জুতার শব্দে চম্‌কিয়া উঠিয়া দেখিয়া বলিলেন "এসো বাবা মতিলাল এসো—বাটীর সব ভাল তো ?" মতিলাল বসিয়া সকল কুশল সমাচার বলিল। বেণীবাবু কহিলেন—অদ্য রাত্রে এখানে থাক কল্য প্রাতে তোমাকে কলিকাতায় লইয়া স্কুলে ভর্তি করিয়া দিব। ক্ষণেক কাল পরে মতিলাল জলযোগ করিয়া দেখিল অনেক বেলা আছে। চঞ্চল স্বভাব—এক স্থানে কিছু কাল বসিতে দারুণ ক্লেশ বোধ হয়—এজন্য আস্তে২ উঠিয়া বাটীর চতুর্দিগে দাঁদুড়ে বেড়াইতে লাগিল—কখন ঢেঁক্সেলের ঢেঁকিতে পা দিতেছে—কখন বা ছাতের উপর গিয়া দুপ২ করিতেছে—কখন বা পথিকদিগকে ইট পাটকেল মারিয়া পিট্টান দিতেছে। এইরূপে দুপদাপ করিয়া বালী প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল—কাহারো বাগানের ফুল ছেঁড়ে—কাহারো গাছের ফল পাড়ে—কাহারো মট্‌কার উপর উঠিয়া লাফায়—কাহারো জলের কলসী ভাঙ্গিয়া দেয়।

বালীর সকল লোকেই ত্যক্ত হইয়া বলাবলি করিতে লাগিল—এ ছোঁড়া কে রে ? যেমন ঘরপোড়া দ্বারা লঙ্কা ছারখার হইয়াছিল আমাদিগের গ্রামটা সেইরূপ তচ্‌নচ্‌ হবে নাকি ? কেহ২ ঐ বালকের পিতার নাম শুনিয়া বলিল—আহা বাবুরাম বাবুর এ পুত্র—না হবে কেন ? "পুত্রে যশসি তোয়ে চ নরাণাং পুণ্যলক্ষণম্"।

সন্ধ্যা হইল—শৃগালদিগের হোয়া২ ও ঝিঁ২ পোকার ঝিঁ২ শব্দে গ্রাম শব্দায়মান হইতে লাগিল। বালীতে অনেক ভদ্র লোকের বসতি—প্রায় অনেকের বাটীতে শালগ্রাম আছেন এজন্য শঙ্খ ঘণ্টার ধ্বনির ন্যূনতা ছিল না। বেণীবাবু অধ্যয়নানন্তর গামোড়া দিয়া উঠিয়া তামাক খাইতেছেন—ইত্যবসরে একটা গোল উপস্থিত হইল। পাঁচ সাত জন লোক নিকটে আসিয়া বলিল—মশাই গো ! বৈদ্যবাটীর জমিদারের ছেলে আমাদের উপরে ইট মারিয়াছে—কেহ বলিল—আমার ঝাঁকা ফেলিয়া দিয়াছে—কেহ বলিল আমাকে ঠেলে ফেলে দিয়াছে—কেহ বলিল আমার মুখে থুতু দিয়াছে—কেহ বলিল আমার ঘিয়ের হাঁড়ি ভাঙ্গিয়াছে। বেণীবাবু পরদুঃখে কাতর—সকলকে তুষেতেষে ও কিছু২ দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন, পরে ভাবিলেন এ ছেলের তো বিদ্যা নগদ হইবে—এক বেলাতেই গ্রাম কাঁপিয়া দিয়াছে—এক্ষণে এখান হইতে প্রস্থান করিলে আমার হাড় জুড়ায়।

গ্রামের প্রাণকৃষ্ণ খুড়া ভগবতী ঠাকুরদাদা ও ফচ্‌কে রাজকৃষ্ণ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—বেণীবাবু এ ছেলেটি কে?—আমরা আহার করিয়া নিদ্রা যাইতেছিলাম—গোলের দাপটে উঠে পড়িলাম—কাঁচা ঘুম ভাঙ্গাতে শরীরটা মাটি২ করিতেছে। বেণীবাবু কহিলেন—আর ও কথা কেনে বল? একটা ভারি কর্মভোগে পড়িয়াছি—আমার একটি জমিদার যণ্ডা কুটুম্ব আছে—তাহার হ্রস্ব দীর্ঘ কিছুই জ্ঞান নাই—কেবল কতকগুলা টাকা আছে। ছেলেটিকে স্কুলে ভর্তি করাইবার জন্য আমার নিকট পাঠাইয়াছে—কিন্তু এর মধ্যেই হাড় কালি হইল—এমন ছেলেকে তিন দিন রাখিলেই বাটীতে ঘুঘু চরিবে। এইরূপ কথোপকথন হইতেছে—জন কয়েক চেংড়া পশ্চাতে মতিলাল—"ভজ নর শম্ভুসুতেরে" বলিয়া চীৎকার করিতে২ আসিল। বেণীবাবু বলিলেন—ঐ আস্‌ছে রে বাবু—চুপ কর—আবার তুই এক ঘা বসিয়ে দেবে নাকি? পাপকে বিদায় করিতে পারিলে বাঁচি। মতিলাল বেণীবাবুকে দেখিয়া দাঁত বাহির করিয়া ঈষদ্ধাস্য করত কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইল। বেণীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—বাবু কোথায় গিয়াছিলে? মতিলাল বলিল—মহাশয়দের গ্রামটা কত বড় তাই দেখে এলাম।

পরে বাটীর ভিতর যাইয়া মতিলাল রাম চাকরকে তামাক আনিতে বলিল। অম্বুরি অথবা ভেলসায় মানে না—কড়া তামাকের উপর কড়া তামাক খাইতে লাগিল। রাম তামাক যোগাইয়া উঠিতে পারে না—এই আনে—এই নাই। এইরূপ মুহুর্মুহু তামাক দেওয়াতে রাম অন্য কোন কর্ম করিতে পারিল না। বেণীবাবু রোয়াকে বসিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন ও এক২ বার পিছন ফিরিয়া মিট২ করিয়া উঁকি মারিয়া দেখিতে লাগিলেন।

আহারের সময় উপস্থিত হইল। বেণীবাবু অন্তঃপুরে মতিলালকে লইয়া উত্তম অন্ন ব্যঞ্জন ও নানা প্রকার চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় দ্বারা পরিতোষ করাইয়া তাম্বুলগ্রহণানন্তর আপনি শয়ন করিতে গেলেন। মতিলাল শয়নাগারে গিয়া পান তামাক খাইয়া বিছেনার ভিতর ঢুকিল। কিছু কাল এপাশ ওপাশ করিয়া ধড়মড়িয়া উঠিয়া এক২ বার পায়চারি করিতে লাগিল ও এক২ বার নীলুঠাকুরের সখীসংবাদ অথবা রাম বসুর বিরহ গাইতে লাগিল। গানের চোটে বাটীর সকলের নিদ্রা ছুটে পালাইল।

চণ্ডীমণ্ডপে রাম ও কাশীজোড়া নিবাসী পেলারাম মালী শয়ন করিয়াছিল। দিবসে পরিশ্রম করিলে নিদ্রাটি বড় আরামে হয়, কিন্তু ব্যাঘাত হইলে অত্যন্ত বিরক্ত জন্মে। গানের চীৎকারে চাকরের ও মালীর নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল।

পেলারাম। অহে বাপা রাম ! এ সড়ার চিড়কারে মোর নিদ্রা হতেছে না—উঠে বগানে বীজ গুড়া কি পেড়াইব ?

রাম। (গা মোড়া দিয়া) আরে রাত ঝাঁ২ কচ্চে—এখন কেন উঠ্‌বি ? বাবু ভাল নালা কেটে জল এনেছে—এ ছোঁড়া কাণ ঝালা-পালা কল্লে—গেলে বাঁচি।

পরদিন প্রভাতে বেণীবাবু মতিলালকে লইয়া বৌবাজারের বেচারাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। বেচারাম বাবু কেনারাম বাবুর পুত্র—বুনিয়াদি বড় মানুষ—সন্তানাদি কিছুই নাই—সাদাসিদে লোক কিন্তু জন্মাবধি গঁগাখাঁদা—অল্প২ পিট্‌পিটে ও চিড়্‌চিড়ে। বেণীবাবুকে দেখিয়া স্বাভাবিক নাকিস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "আরে কও কি মনে করে ?"

বেণীবাবু। মতিলাল মহাশয়ের বাটীতে থাকিয়া স্কুলে পড়িবে—শনিবার২ ছুটি পাইলে বৈদ্যবাটী যাইবে। বাবুরাম বাবুর কলিকাতায় আপনার মত আত্মীয় আর নাই এজন্য এই অনুরোধ করিতে আসিয়াছি।

বেচারাম। তার আটক কি—এও ঘর সেও ঘর। আমার ছেলেপুলে নাই—কেবল দুই ভাগিনেয় আছে—মতিলাল স্বচ্ছন্দে থাকুক।

বেচারাম বাবুর নাকিস্বরের কথা শুনিয়া মতিলাল খিল২ করিয়া হাসিতে লাগিল। অমনি বেণীবাবু উহুঁ২ করত চোখ টিপ্‌তে লাগিলেন ও মনে করিলেন এমন ছেলে সঙ্গে থাকিলে কোথাও সুখ নাই। বেচারাম বাবু মতিলালের হাসি শুনিয়া বলিলেন—বেণী ভায়া ! ছেলেটা কিছু বেদ্‌ড়া দেখিতে পাই যে ? বোধ হয় বালককালাবধি বিশেষ নাই পাইয়া থাকিবে। বেণীবাবু অতি অনুসন্ধানী—পূর্বকথা সকলি জানেন, আপনিও ভুগেছেন—কিন্তু নিজ গুণে সকল ঢেকে ঢুকে লইলেন—গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিলে মতিলাল মারা যায়—তাহার কলিকাতায় থাকাও হয় না ও স্কুলে পড়াও হয় না। বেণীবাবুর নিতান্ত বাসনা সে কিছু লেখাপড়া শিখিয়া কোন প্রকারে মানুষ হয়।

অনন্তর অন্যান্য প্রকার অনেক আলাপ করিয়া বেচারাম বাবুর নিকট হইতে বিদায় হইয়া বেণীবাবু মতিলালকে সঙ্গে করিয়া শরবোরণ সাহেবের স্কুলে আসিলেন। হিন্দু কালেজ হওয়াতে শরবোরণ সাহেবের স্কুল কিঞ্চিৎ মেড়ে পড়িয়াছিল এজন্য সাহেব দিন রাত্রি উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন—তাঁহার শরীর মোটা—ভুরুতে রোঁ ভরা—গালে সর্বদা পান—বেত হাতে—এক২ বার ক্লাশে২ বেড়াইতেন ও এক২ বার চৌকিতে বসিয়া গুড়গুড়ি টানিতেন। বেণীবাবু তাঁহার স্কুলে মতিলালকে ভর্তি করিয়া দিয়া বালীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

৪ কলিকাতায় ইংরাজী শিক্ষার বিবরণ, শিশু শিক্ষার প্রকরণ,
মতিলালের কুসঙ্গ ও ধৃত হইয়া পুলিসে আনয়ন।

প্রথম যখন ইংরাজেরা কলিকাতায় বাণিজ্য করিতে আইসেন, সে সময়ে সেট বসাখ বাবুরা সওদাগরি করিতেন, কিন্তু কলিকাতার এক জনও ইংরাজী ভাষা জানিত না। ইংরাজদিগের সহিত কারবারের কথাবার্তা ইশারা দ্বারা হইত। মানব স্বভাব এই, যে চাড় পড়িলেই ফিকির বেরোয়, ইশারাদ্বারাই ক্রমে২ কিছু২ ইংরাজী কথা শিক্ষা হইতে আরম্ভ হইল। পরে সুপ্‌রিম কোর্ট্ স্থাপিত হইলে আইন আদালতের ধাব্‌কায় ইংরাজী চর্চা বাড়িয়া উঠিল। ঐ সময় রামরাম মিশ্রী ও আনন্দিরাম দাস অনেক ইংরেজী কথা শিখিয়াছিলেন। রামরাম মিশ্রীর শিষ্য রামনারায়ণ মিশ্রী উকিলের কেরানিগিরি করিতেন, ও অনেক লোকের দরখাস্ত লিখিয়া দিতেন, তাঁহার একটি স্কুল ছিল, তথায় ছাত্রদিগকে ১৪।১৫ টাকা করিয়া মাসে মাহিনা দিতে হইত। পরে রামলোচন নাপিত কৃষ্ণমোহন বসু প্রভৃতি অনেকেই স্কুলমাষ্টরগিরি করিয়াছিলেন। ছেলেরা তামস্‌ডিস্ পড়িত, ও কথার মানে মুখস্থ করিত। বিবাহে অথবা ভোজের সভায়, যে ছেলে জাইন ঝাড়িতে পারিত, সকলে তাহাকে চেয়ে দেখিতেন ও সাবাস বাওহা দিতেন। ফ্রেন্‌কো ও আরাতুন পিট্রস প্রভৃতির দেখাদেখি শরবোরণ সাহেব কিছু কাল পরে স্কুল করিয়াছিলেন। ঐ স্কুলে সম্ভ্রান্ত লোকের ছেলেরা পড়িত।

যদি ছেলেদিগের আন্তরিক ইচ্ছা থাকে, তবে তাহারা যে স্কুলে পড়ুক আপন২ পরিশ্রমের জোরে কিছু না কিছু অবশ্যই শিখিতে পারে। সকল স্কুলেরই দোষ গুণ আছে, এবং এমন২ অনেক ছেলেও আছে যে এ স্কুল ভাল নয়, ও স্কুল ভাল নয়, বলিয়া, আজি এখানে—কালি ওখানে ঘুরে২ বেড়ায়—মনে করে, গোল-মালে কাল কাটাইয়া দিতে পারিলেই বাপ মাকে ফাঁকি দিলাম। মতিলাল শরবোরণ সাহেবের স্কুলে দুই এক দিন পড়িয়া, কালুস সাহেবের স্কুলে ভর্তি হইল।

লেখাপড়া শিখিবার তাৎপর্য এই, যে সৎ স্বভাব ও সৎ চরিত্র হইবে—সুবিবেচনা জন্মিবে ও যে২ বিষয় কর্মে লাগিতে পারে, তাহা ভাল করিয়া শেখা হইবে। এই অভিপ্রায় অনুসারে বালকদিগের শিক্ষা হইলে তাহারা সর্বপ্রকারে ভদ্র হয় ও ঘরে বাইরে সকল কর্ম ভালরূপ বুঝিতেও পারে—করিতেও পারে। কিন্তু এমত শিক্ষা দিতে হইলে, বাপ মারও যত্ন চাই—শিক্ষকেরও যত্ন চাই। বাপ যে পথে যাবেন, ছেলেও সেই পথে যাবে। ছেলেকে সৎ করিতে হইলে, আগে বাপের সৎ হওয়া উচিত। বাপ মদে ডুবে থাকিয়া ছেলেকে মদ খেতে

মানা করিলে, সে তাহা শুন্‌বে কেন ? বাপ অসৎ কর্মে রত হইয়া নীতি উপদেশ দিলে, ছেলে তাহাকে বিড়াল তপস্বী জ্ঞান করিয়া উপহাস করিবে। যাহার বাপ ধর্মপথে চলে তাহার পুত্রের উপদেশ বড় আবশ্যক করে না—বাপের দেখাদেখি পুত্রের সৎ স্বভাব আপনা আপনি জন্মে ও মাতারও আপন শিশুর প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। জননীর মিষ্টি বাক্যে, স্নেহে এবং মুখচুম্বনে শিশুর মন যেমন নরম হয়, এমন কিছুতেই হয় না। শিশু যদি নিশ্চয়রূপে জানে যে এমন২ কর্ম করিলে আমাকে মা কোলে লইয়া আদর করিবেন না, তাহা হইলেই তাহার সৎ সংস্কার বদ্ধমূল হয়। শিক্ষকের কর্তব্য, যে শিষ্যকে কতকগুলো বহি পড়াইয়া কেবল তোতা পাখী না করেন। যাহা পড়িবে তাহা মুখস্থ করিলে স্মরণশক্তির বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু তাহাতে যত্তপি বুদ্ধির জোর ও কাজের বিদ্যা না হইল, তবে সে লেখাপড়া শেখা কেবল লোক দেখাবার জন্য। শিষ্য বড় হউক বা ছোট হউক, তাহাকে এমন করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবেক, যে পড়াশুনাতে তাহার মন লাগে—সেরূপ বুঝান শিক্ষার সুধারা ও কৌশলের দ্বারা হইতে পারে—কেবল তাঁইস করিলে হয় না।

বৈদ্যবাটীর বাটীতে থাকিয়া মতিলাল কিছুমাত্র সুনীতি শেখে নাই। এক্ষণে বহুবাজারে থাকাতে হিতে বিপরীত হইল। বেচারাম বাবুর দুই জন ভাগিনেয় ছিল, তাহাদের নাম হলধর ও গদাধর, তাহারা জন্মাবধি পিতা কেমন দেখে নাই। মাতার ও মাতুলের ভয়ে এক এক বার পাঠশালায় গিয়া বসিত, কিন্তু সে নামমাত্র, কেবল পথে ঘাটে—ছাতে মাঠে—ছুটাছুটি—হুটোহুটি করিয়া বেড়াইত। কেহ দমন করিলে দমন শুনিত না—মাকে বলিত, তুমি এমন করো ত আমরা বেরিয়ে যাব। একে চায় আরে পায়—তাহারা দেখিল মতিলালও তাহাদেরই এক জন। দুই এক দিনের মধ্যেই হলাহলি গলাগলি ভাব হইল। এক জায়গায় বসে—এক জায়গায় খায়—এক জায়গায় শোয়। পরস্পর এ ওর কাঁধে হাত দেয় ও ঘরে দ্বারে বাহিরে ভিতরে হাত ধরাধরি ও গলা জড়াজড়ি করিয়া বেড়ায়। বেচারাম বাবুর ব্রাহ্মণী তাহাদিগকে দেখিয়া এক এক বার বলিতেন—আহা এরা যেন এক মার পেটের তিনটি ভাই।

কি শিশু কি যুবা কি বৃদ্ধ ক্রমাগত চুপ করিয়া, অথবা এক প্রকার কর্ম লইয়া থাকিতে পারে না। সমস্ত দিন রাত্রির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন কর্মে সময় কাটাইবার উপায় চাই। শিশুদিগের প্রতি এমন নিয়ম করিতে হইবেক যে তাহারা খেলাও করিবে—পড়াশুনাও করিবে। ক্রমাগত খেলা করা অথবা ক্রমাগত পড়াশুনা করা ভাল নহে। খেলাদুলা করিবার বিশেষ তাৎপর্য এই, যে শরীর

তাজা হইয়া উঠিলে তাহাতে পড়াশুনা করিতে অধিক মন যায়। ক্রমাগত পড়াশুনা করিলে মন দুর্বল হইয়া পড়ে—যাহা শেখা যায় তাহা মনে ভেসে ভেসে থাকে—ভাল করিয়া প্রবেশ করে না। কিন্তু খেলারও হিসাব আছে, যে২ খেলায় শারীরিক পরিশ্রম হয়, সেই খেলাই উপকারক। তাস পাশা প্রভৃতিতে কিছুমাত্র ফল নাই—তাহাতে কেবল আলস্য স্বভাব বাড়ে—সেই আলস্যেতে নানা উৎপাত ঘটে। যেমন ক্রমাগত পড়াশুনা করিলে পড়াশুনা ভাল হয় না, তেমন ক্রমাগত খেলাতেও বুদ্ধি হোঁতকা হয় কেন না খেলায় কেবল শরীর সবল হইতে থাকে—মনের কিছুমাত্র শাসন হয় না, কিন্তু মন একটা না একটা বিষয় লইয়া অবশ্যই নিযুক্ত থাকিবে, এমন অবস্থায় তাহা কি কুপথে বই সুপথে যাইতে পারে? অনেক বালক এইরূপেই অধঃপাতে গিয়া থাকে।

হলধর, গদাধর ও মতিলাল গোকুলের ষাঁড়ের ন্যায় বেড়ায়—যা মনে যায় তাই করে—কাহারো কথা শুনে না—কাহাকেও মানে না। হয় তাস—নয় পাশা—নয় ঘুড়ি—নয় পায়রা—নয় বুলবুল, একটা না একটা লইয়া সর্বদা আমোদেই আছে—খাবার অবকাশ নাই—শোবার অবকাশ নাই—বাটীর ভিতর যাইবার জন্য চাকর ডাকিতে আসিলে, অমনি বলে—যা বেটা যা, আমরা যাব না। দাসী আসিয়া বলে, অগো মা ঠাকুরাণী যে শুতে পান না—তাহাকেও বলে—দূর হ হারামজাদি। দাসী মধ্যে মধ্যে বলে, আ মরি, কি মিষ্ট কথাই শিখেছ! ক্রমে ক্রমে পাড়ার যত হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া—উনপাঁজুরে—বরাখুরে ছোঁড়ারা জুটিতে আরম্ভ হইল। দিবারাত্রি হট্টগোল—বৈঠকখানায় কাণ পাতা ভার—কেবল হো২ শব্দ—হাসির গর্‌রা ও তামাক চরস গাঁজার ছর্‌রা, ধোঁয়াতে অন্ধকার হইতে লাগিল। কার সাধ্য সে দিক্ দিয়া যায়—কারই বাপের সাধ্য যে মানা করে। বেচারাম বাবু এক২ বার গন্ধ পান—নাক টিপে ধরেন আর বলেন—দূঁর২।

সঙ্গদোষের ন্যায় আর ভয়ানক নাই। বাপ মা ও শিক্ষক সর্বদা যত্ন করিলেও সঙ্গদোষে সব যায়, যে স্থলে ঐরূপ যত্ন কিছুমাত্র নাই, সে স্থলে সঙ্গদোষে কত মন্দ হয়, তাহা বলা যায় না।

মতিলাল যে সকল সঙ্গী পাইল, তাহাতে তাহার সুস্বভাব হওয়া দূরে থাকুক, কুস্বভাব ও কুমতি দিন২ বাড়িতে লাগিল। সপ্তাহে দুই এক দিন স্কুলে যায় ও অতিকষ্টে সাক্ষিগোপালের ন্যায় বসিয়া থাকে। হয় তো ছেলেদের সঙ্গে ফাট্‌কি নাট্‌কি করে—নয় তো সেলেট্ লইয়া সবি আঁকে—পড়াশুনায় পাঁচ মিনিটও মন দেয় না। সর্বদা মন উড়ু২, কতক্ষণে সমবয়সিদের সঙ্গে ধুমধাম ও আহ্লাদ

আমোদ করিব! এমন২ শিক্ষকও আছেন, যে মতিলালের মত ছেলের মন কৌশলের দ্বারা পড়াশুনায় ভেজাইতে পারেন। তাঁহারা শিক্ষা করাইবার নানা প্রকার ধারা জানেন—যাহার প্রতি যে ধারা খাটে, সেই ধারা অনুসারে শিক্ষা দেন। এক্ষণে সরকারি স্কুলে যেরূপ ভড়ুঙ্গে রকম শিক্ষা হইয়া থাকে, কালুস সাহেবের স্কুলেও সেইরূপ শিক্ষা হইত। প্রত্যেক ক্লাসের প্রত্যেক বালকের প্রতি সমান তদারক হইত না—ভারি২ বহি পড়িবার অগ্রে সহজ২ বহি ভালরূপে বুঝিতে পারে কি না, তাহার অনুসন্ধান হইত না—অধিক বহি ও অনেক করিয়া পড়া দিলেই স্কুলের গৌরব হইবে এই দৃঢ় সংস্কার ছিল—ছেলেরা মুখস্থ বলে গেলেই হইল,—বুঝুক বা না বুঝুক জানা আবশ্যক বোধ হইত না এবং কি কি শিক্ষা করাইলে উত্তরকালে কর্মে লাগিতে পারিবে তাহারও বিবেচনা হইত না। এমত স্কুলে যে ছেলে পড়ে তাহার বিদ্যা শিক্ষা কপালের বড় জোর না হইলে হয় না।

মতিলাল যেমন বাপের বেটা—যেমন সহবত পাইয়াছিল—যেমন স্থানে বাস করিত—যেমন স্কুলে পড়িতে লাগিল তেমনি তাহার বিদ্যাও ভারি হইল। এক প্রকার শিক্ষক প্রায় কোন স্কুলে থাকে না, কেহ বা প্রাণান্তিক পরিশ্রম করিয়া মরে—কেহ বা গোঁপে তা দিয়া উপর চাল চালিয়া বেড়ায়। বটতলার বক্রেশ্বর বাবু কালুস সাহেবের সোণার কাটি রূপার কাটি ছিলেন। তিনি যাবতীয় বড় মানুষের বাটীতে যাইতেন ও সকলকেই বলিতেন—আপনার ছেলের আমি সর্বদা তদারক করিয়া থাকি—মহাশয়ের ছেলে না হবে কেন! সে তো ছেলে নয় পরশ পাথর! স্কুলে উপর উপর ক্লাসের ছেলেদিগকে পড়াইবার ভার ছিল, কিন্তু যাহা পড়াইতেন, তাহা নিজে বুঝিতে পারিতেন কি না, সন্দেহ। এ কথা প্রকাশ হইলে ঘোর অপমান হইবে, এজন্য চেপে চুপে রাখিতেন। বালকদিগকে কেবল মথন পড়াইতেন—মানে জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন—ডিক্সনেরি দেখ্। ছেলেরা যাহা তরজমা করিত, তাহার কিছু না কিছু কাটাকুটি করিতে হয়, সব বজায় রাখিলে মাষ্টারগিরি চলে না, কার্য শব্দ কাটিয়া কর্ম লিখিতেন, অথবা কর্ম শব্দ কাটিয়া কার্য লিখিতেন—ছেলেরা জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন তোমরা বড় বেআদব, আমি যাহা বলিব তাহার উপর আবার কথা কও? মধ্যে মধ্যে বড়-মানুষের ছেলেদের লইয়া বড় আদর করিতেন ও জিজ্ঞাসা করিতেন—তোমাদের অমুক জায়গার ভাড়া কত—অমুক তালুকের মুনফা কত? মতিলাল অল্প দিনের মধ্যে বক্রেশ্বর বাবুর অতি প্রিয়পাত্র হইল। আজ ফুলটি, কাল ফলটি, আজ বইখানি, কাল হাতরুমালখানি আনিত, বক্রেশ্বর বাবু মনে করিতেন মতিলালের

মত ছেলেদিগকে হাতছাড়া করা ভাল নয়—ইহারা বড় হইয়া উঠিলে আমার বেগুন ক্ষেত হইবে! স্কুলের তদারকের কথা লইয়া খুঁটিনাটি করিলে আমার কি পরকালে সাক্ষী দিবে?

শারদীয় পূজার সময় উপস্থিত—বাজারে ও স্থানে স্থানে অতিশয় গোল—ঐ ঐ গোলে মতিলালের গোলে হরিবোল বাড়িতে লাগিল। স্কুলে থাকিতে গেলে ছটফটানি ধরে—একবার এদিগে দেখে—একবার ওদিগে দেখে—একবার বসে একবার ডেস্ক বাজায়—এক লহমাও স্থির থাকে না। শনিবারে স্কুলে আসিয়া বক্রেশ্বর বাবুকে বলিয়া কহিয়া হাফ্‌স্কুল করিয়া বাটী যায়। পথে পানের খিলি খরিদ করিয়া দুই পাশে পায়রাওয়ালা ও ঘুড়িওয়ালার দোকান দেখিয়া যাইতেছে—অম্লান মুখ, কাহারও প্রতি দৃক্‌পাত নাই, ইতিমধ্যে পুলিসের এক-জন সারজন ও কয়েকজন পেয়াদা দৌড়িয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিল। সারজন কহিল—তোমারা নাম পর পুলিসমে গেরেফ্‌তারি হুয়া—তোমকো জরুর জানে হোগা। মতিলাল হাত বাগড়া বাগড়ি করিতে আরম্ভ করিল। সারজন বলবান্—জোরে হিড়২ করিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। মতিলাল ভূমিতে পড়িয়া গেল—সমস্ত শরীরে ছড় গিয়া ধূলায় পরিপূর্ণ হইল, তবুও এক এক বার ছিনিয়া পলাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল, সারজনও মধ্যে মধ্যে দুই এক কিল ও ঘুসা মারিতে লাগিল। অবশেষে রাস্তায় পড়িয়া বাপকে স্মরণ করিয়া কাঁদিতে লাগিল, এক২ বার তাহার মনে উদয় হইল যে কেন এমন কর্ম করিয়া-ছিলাম—কুলোকের সঙ্গী হইয়া আমার সর্বনাশ হইল। রাস্তায় অনেক লোক জমিয়া গেল—এ ওকে জিজ্ঞাসা করে—ব্যাপারটা কি? দুই একজন বুড়ী বলা-বলি করিতে লাগিল, আহা কার বাছাকে এমন করিয়া মারে গা—ছেলেটির মুখ যেন চাঁদের মত—ওর কথা শুনে আমাদের প্রাণ কেঁদে উঠে।

সূর্য অস্ত না হইতে২ মতিলাল পুলিসে আনীত হইল, তথায় দেখিল যে হলধর, গদাধর ও পাড়ার রামগোবিন্দ, দোলগোবিন্দ, মানগোবিন্দ প্রভৃতিকেও ধরিয়া আনিয়াছে। তাহারা সকলে অধোমুখে এক পাশে দাঁড়াইয়া আছে। বেলাকিয়র সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট—তাঁহাকে তজ্‌বিজ্‌ করিতে হইবে, কিন্তু তিনি বাটী গিয়াছেন এজন্য সকল আসামীকে বেনিগারদে থাকিতে হইল।

৫ বাবুরাম বাবুকে সংবাদ দেওনার্থে প্রেমনারায়ণকে প্রেরণ, বাবুরামের সভাবর্ণন, ঠকচাচার পরিচয়, বাবুরামের স্ত্রীর সহিত কথোপকথন, কলিকাতায় আগমন, প্রভাতকালীন কলিকাতার বর্ণন, বাবুরামের বাঞ্ছারামের বাটীতে গমন, তথায় আত্মীয়দিগের সহিত সাক্ষাৎ ও মতিলালসংক্রান্ত কথোপকথন।

"শ্যামের নাগাল পালাম না গো সই—ওগো মরমেতে মরে রই"—টক্—টক্—পটাস্—পটাস্, মিয়াজান গাড়োয়ান এক২ বার গান করিতেছে—টিটকারি দিতেছে ও শালার গরু চল্‌তে পারে না বলে লেজ মুচড়াইয়া সপাৎ২ মারিতেছে। একটু২ মেঘ হইয়াছে—একটু২ বৃষ্টি পড়িতেছে—গরু ছুটা হন্২ করিয়া চলিয়া একখানা ছকড়া গাড়িকে পিছে ফেলিয়া গেল। সেই ছকড়ায় প্রেমনারায়ণ মজুমদার যাইতেছিলেন—গাড়িখানা বাতাসে দোলে—ঘোড়া দুটো বেটো ঘোড়ার বাবা—পক্ষিরাজের বংশ—টংয়স২ ডংয়স২ করিয়া চলিতেছে—পটাপট্ পটাপট্ চাবুক পড়িতেছে কিন্তু কোনক্রমেই চাল বেগড়ায় না। প্রেমনারায়ণ দুইটা ভাত মুখে দিয়া সওয়ার হইয়াছেন—গাড়ীর হেঁকোঁচ হোঁকোঁচে প্রাণ ওষ্ঠাগত। গরুর গাড়ি এগিয়ে গেল তাহাতে আরও বিরক্ত হইলেন। এ বিষয়ে প্রেমনারায়ণের দোষ দেওয়া মিছে—অভিমান ছাড়া লোক পাওয়া ভার। প্রায় সকলেই আপনাকে আপনি বড় জানে। একটুকু মানের ত্রুটি হইলেই কেহ কেহ তেলে বেগুনে জলে উঠে—কেহ২ মুখটি গোঁজ করিয়া বসিয়া থাকে। প্রেমনারায়ণ বিরক্ত হইয়া আপন মনের কথা আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন—চাক্‌রি করা ঝক্‌মারি—চাকরে কুকুরে সমান—হুকুম করিলেই দৌড়িতে হয়। মতে, হলা, গদার জ্বালায় চিরকালটা জলে মরেছি—আমাকে খেতে দেয় নাই—শুতে দেয় নাই—আমার নামে গান বাঁধিত—সর্বদা ক্ষুদে পীপড়ার কামড়ের মত ঠাট্টা করিত—আমাকে ত্যক্ত করিবার জন্য রাস্তার ছোঁড়াদের টুইয়ে দিত ও মধ্যে২ আপনারাও আমার পেছনে হাততালি দিয়া হো২ করিত। এ সব সহিয়া কোন্ ভালো মানুষ টিকিতে পারে? ইহাতে সহজ মানুষ পাগল হয়। আমি যে কলিকাতা ছেড়ে পলাই নাই এই আমার বাহাদুরি—আমার বড় গুরুবল যে অদ্যাপিও সরকারগিরি কর্মটি বজায় আছে। ছোঁড়াদের যেমন কর্ম তেমনি ফল। এখন জেলে পচে মরুক—আর যেন খালাস হয় না—কিন্তু এ কথা কেবল কথার কথা, আমি নিজেই খালাসের তদ্বিরে যাইতেছি। মনিবওয়ারি কর্ম, চারা কি? মানুষকে পেটের জ্বালায় সব করিতে হয়।

বৈদ্যবাটীর বাবুরামবাবু বাবু হইয়া বসিয়াছেন। হরে পা টিপিতেছে। এক পাশে দুই একজন ভট্টাচার্য বসিয়া শাস্ত্রীয় তর্ক করিতেছেন—আজ লাউ খেতে আছে—কাল বেগুন খেতে নাই—লবণ দিয়া দুগ্ধ খাইলে সদ্য গোমাংস ভক্ষণ করা হয় ইত্যাদি কথা লইয়া ঢেঁকির কচ্‌কচি করিতেছেন। এক পাশে কয়েক জন শতরঞ্চ খেলিতেছে। তাহার মধ্যে একজন খেলওয়াড় মাথায় হাত দিয়া ভাবিতেছে—তাহার সর্বনাশ উপস্থিত—উঠসার কিস্তিতেই মাত। এক পাশে দুই একজন গায়ক যন্ত্র মিলাইতেছে—তানপুরা মেও২ করিয়া ডাকিতেছে। এক পাশে মুহুরিরা বসিয়া খাতা লিখিতেছে—সম্মুখে কর্জদার প্রজা ও মহাজন সকলে দাঁড়াইয়া আছে,—অনেকের দেনা পাওনা ডিগ্রি ডিস্‌মিস্‌ হইতেছে—বৈঠকখানা লোকে থই২ করিতেছে। মহাজনেরা কেহ২ বলিতেছে—মহাশয় কাহার তিন বৎসর—কাহার চার বৎসর হইল আমরা জিনিস সরবরাহ করিয়াছি, কিন্তু টাকা না পাওয়াতে বড় ক্লেশ হইতেছে—আমরা অনেক হাঁটা-হাঁটি করিলাম—আমাদের কাজকর্ম সব গেল। খুচুরা২ মহাজনেরা যথা তেল-ওয়ালা, কাঠওয়ালা, সন্দেশওয়ালা তাহারাও কেঁদে কোকিয়ে কহিতেছে—মহাশয় আমরা মারা গেলাম—আমাদের পুঁটিমাছের প্রাণ—এমন করিলে আমরা কেমন করিয়া বাঁচিতে পারি? টাকার তাগাদা করিতে২ আমাদের পায়ের বাঁধন ছিঁড়িয়া গেল,—আমাদের দোকান পাট সব বন্ধ হইল, মাগ ছেলেও শুকিয়ে মরিল। দেওয়ানজী এক২ বার উত্তর করিতেছে—তোরা আজ যা—টাকা পাবি বই কি—এত বকিস্‌ কেন? তাহার উপর যে চোড়ে কথা কহিতেছে অমনি বাবুরাম বাবু চোক মুখ ঘুরাইয়া তাহাকে গালি গালাজ দিয়া বাহির করিয়া দিতেছেন। বাঙ্গালি বড়মানুষ বাবুরা দেশশুদ্ধ লোকের জিনিস ধারে লন—টাকা দিতে হইলে গায়ে জ্বর আইসে—বাক্সের ভিতর টাকা থাকে কিন্তু টাল মাটাল না করিলে বৈঠকখানা লোকে সরগরম ও জম্‌জমা হয় না। গরীব দুঃখী মহাজন বাঁচিলো কি মরিলো তাহাতে কিছু এসে যায় না, কিন্তু এরূপ বড়মানুষি করিলে বাপ পিতামহের নাম বজায় থাকে। অন্য কতকগুলো ফতো বড়মানুষ আছে—তাহাদের উপরে চাকণ চিকণ, ভিতরে খ্যাঁড়। বাহিরে কোঁচার পত্তন ঘরে ছুঁচার কীর্তন, আয় দেখে ব্যয় করিতে হইলেই যমে ধরে—তাহাতে বাগানও হয় না—বাবুগিরিও চলে না। কেবল চটক দেখাইয়া মহা-জনের চক্ষে ধূলা দেয়—ধারে টাকা কি জিনিস পাইলে হুআওরি লয়—বড় পেড়াপিড়ি হইলে এর নিয়ে ওকে দেয় অবশেষে সমন ওয়ারিণ বাহির হইলে বিষয় আশয় বেনামি করিয়া গা ঢাকা হয়।

বাবুরাম বাবুর টাকাতে অতিশয় মায়া—বড় হাত ভারি—বাক্স থেকে টাকা বাহির করিতে হইলে বিষম দায় হয়। মহাজনদিগের সহিত কচ্‌কচি ঝক্‌ঝকি করিতেছেন, ইতিমধ্যে প্রেমনারায়ণ মজুমদার আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কলিকাতার সকল সমাচার কাণে২ বলিলেন। বাবুরাম বাবু শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া থাকিলেন—বোধ হইল যেন বজ্র ভাঙ্গিয়া তাঁহার মাথায় পড়িল। ক্ষণেক কাল পরে সুস্থির হইয়া ভাবিয়া মোকাজান মিয়াকে ডাকাইলেন। মোকাজান আদালতের কর্মে বড় পটু। অনেক জমিদার নীলকর প্রভৃতি সর্বদা তাহার সহিত পরামর্শ করিত। জাল করিতে—সাক্ষী সাজাইয়া দিতে—দারোগা ও আমলাদিগকে বশ করিতে—গাঁতের মাল লইয়া হজম করিতে—দাঙ্গা হাঙ্গামের জোটপাট ও হয়কে নয় করিতে নয়কে হয় করিতে তাহার তুল্য আর এক জন পাওয়া ভার। তাহাকে আদর করিয়া সকলে ঠকচাচা বলিয়া ডাকিত, তিনিও তাহাতে গলিয়া যাইতেন এবং মনে করিতেন আমার শুভক্ষণে জন্ম হইয়াছে—রমজান ইদ সোবেরাত আমার করা সার্থক—বোধ হয় পিরের কাছে কসে ফয়তা দিলে আমার কুদ্‌রৎ আরও বাড়িয়া উঠিবে। এই ভাবিয়া একটা বদনা লইয়া উজু করিতেছিলেন, বাবুরাম বাবুর ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকিতে তাড়াতাড়ি করিয়া আসিয়া নির্জনে সকল সংবাদ শুনিলেন। কিছুকাল ভাবিয়া বলিলেন ডর কি বাবু? এমন কত শত মকদ্দমা মুঁই উড়াইয়া দিয়েছি—এ বা কোন্ ছার? মোর কাছে পাকা২ লোক আছে—তেনাদের সাথে করে লিয়ে যাব—তেনাদের জবানবন্দিতে মকদ্দমা জিত্‌ব—কিছু ডর কর না—কেল্ খুব ফজরে এসবো, এজ্‌ চল্‌লাম।

বাবুরাম বাবু সাহস পাইলেন বটে তথাপি ভাবনায় অস্থির হইতে লাগিলেন। আপনার স্ত্রীকে বড় ভাল বাসিতেন, স্ত্রী যাহা বলিতেন সেই কথাই কথা—স্ত্রী যদি বলিতেন এ জল নয়—দুধ, তবে চোখে দেখিলেও বলিতেন তাই তো এ জল নয়—এ দুধ—না হলে গৃহিণী কেন বল্‌বেন? অন্যান্য লোকে আপন২ পত্নীকে ভালবাসে বটে কিন্তু তাহারা বিবেচনা করিতে পারে যে স্ত্রীর কথা কোন্২ বিষয়ে ও কত দূর পর্যন্ত শুনা উচিত। সুপুরুষ আপন পত্নীকে অন্তঃকরণের সহিত ভালবাসে কিন্তু স্ত্রীর সকল কথা শুনিতে গেলে পুরুষকে শাড়ী পরিয়া বাটীর ভিতর থাকা উচিত। বাবুরাম বাবুর স্ত্রী উঠ বলিলে উঠিতেন—বস্ বলিলে বসিতেন। কয়েক মাস হইল গৃহিণীর একটি নবকুমার হইয়াছে—কোলে লইয়া আদর করিতেছেন—দুই দিকে দুই কন্যা বসিয়া রহিয়াছে, ঘর-কন্নার ও অন্যান্য কথা হইতেছে, এমত সময়ে কর্তা বাটীর মধ্যে গিয়া বিষণ্ণভাবে বসিলেন এবং বলিলেন—গিন্নি! আমার কপাল বড় মন্দ—মনে করিয়াছিলাম

মতি মানুষমুনুষ হইলে তাহাকে সকল বিষয়ের ভার দিয়া আমরা কাশীতে গিয়া বাস করিব, কিন্তু সে আশায় বুঝি বিধি নিরাশ করিলেন।

গৃহিণী। ওগো—কি—কি—শীঘ্র বল, কথা শুনে যে আমার বুক ধড়ফড় করুতে লাগ্‌ল—আমার মতি তো ভাল আছে?

কর্তা। হাঁ—ভাল আছে—শুনিলাম পুলিসের লোক আজ তাহাকে ধরে হিঁচুড়ে লইয়া গিয়া কয়েদ করিয়াছে।

গৃহিণী। কি বল্‌লে?—মতিকে হিঁচুড়িয়া লইয়া গিয়া কয়েদ করিয়াছে? ওগো কেন কয়েদ করেছে? আহা বাছার গায়ে কতই ছড় গিয়াছে, বুঝি আমার বাছা খেতেও পায় নাই—শুতেও পায় নাই! ওগো কি হবে? আমার মতিকে এখুনি আনিয়া দাও।

এই বলিয়া গৃহিণী কাঁদিতে লাগিলেন—দুই কন্যা চক্ষের জল মুচাইতে২ নানা প্রকার সান্ত্বনা করিতে আরম্ভ করিল। গৃহিণীর রোদন দেখিয়া কোলের শিশুটিও কাঁদিতে লাগিল।

ক্রমে২ কথাবার্তার ছলে কর্তা অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন মতিলাল মধ্যে২ বাড়ীতে আসিয়া মায়ের নিকট হইতে নানা প্রকার ছল করিয়া টাকা লইয়া যাইত। গৃহিণী এ কথা প্রকাশ করেন নাই—কি জানি কর্তা রাগ করিতে পারেন—অথচ ছেলেটিও আদুরে—গোসা করিলে পাছে প্রমাদ ঘটে। ছেলে-পুলের সংক্রান্ত সকল কথা স্ত্রীলোকদিগের স্বামীর নিকট বলা ভাল। রোগ লুকাইয়া রাখিলে কখনই ভাল হয় না। কর্তা গৃহিণীর সহিত অনেক ক্ষণ পর্যন্ত পরামর্শ করিয়া পরদিন কলিকাতায় যে স্থানে যাইবেন তথায় আপনার কয়েকজন আত্মীয়কে উপস্থিত হইবার জন্য রাত্রেতেই চিঠি পাঠাইয়া দিলেন।

সুখের রাত্রি দেখিতে২ যায়। যখন মন চিন্তার সাগরে ডুবে থাকে তখন রাত্রি অতিশয় বড় বোধ হয়। মনে হয় রাত্রি পোহাইল কিন্তু পোহাইতে পোহাইতেও পোহায় না। বাবুরাম বাবুর মনে নানা কথা—নানা ভাব—নানা কৌশল—নানা উপায় উদয় হইতে লাগিল। ঘরে আর স্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না, প্রভাত না হইতে২ ঠকচাচা প্রভৃতিকে লইয়া নৌকায় উঠিলেন। নৌকা দেখিতে২ ভাঁটার জোরে বাগবাজারের ঘাটে আসিয়া ভিড়িল। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে—কলুরা ঘানি জুড়ে দিয়েছে—বল্‌দেরা গরু লইয়া চলিয়াছে—ধোবার গাধা থপাস২ করিয়া যাইতেছে—মাছের ও তরকারির বাজরা হু২ করিয়া আসিতেছে—ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা কোশা লইয়া স্নান করিতে চলিয়াছেন—মেয়েরা ঘাটে সারি২ হইয়া পরস্পর মনের কথাবার্তা কহিতেছে। কেহ বলিতেছে পাপ ঠাকুরঝির জালায়

প্রাণটা গেল—কেহ বলে আমার শাশুড়ী মাগি বড় বৌকাঁটকি—কেহ বলে দিদি আমার আর বাঁচ্‌তে সাধ নাই—বৌছুঁড়ি আমাকে তু পা দিয়া থেত্‌লায়—বেটা কিছুই বলে না ; ছোঁড়াকে গুণ করে ভেড়া বানিয়েছে—কেহ বলে আহা এমন পোড়া জাও পেয়েছিলাম দিবারাত্রি আমার বুকে বসে ভাত রাঁধে, কেহ বলে আমার কোলের ছেলেটির বয়স দশ বৎসর হইল—কবে মরি কবে বাঁচি এই বেলা তার বিএটি দিয়ে নি।

এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে—আকাশে স্থানে২ কাণা মেঘ আছে—রাস্তা ঘাট সেঁত২ করিতেছে। বাবুরাম বাবু এক ছিলিম তামাক খাইয়া একখানা ভাড়া গাড়ি অথবা পাল্কির চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু ভাড়া বনিয়া উঠিল না—অনেক চড়া বোধ হইল। রাস্তায় অনেক ছোঁড়া একত্র জমিল। বাবুরাম বাবুর রকম সকম দেখিয়া কেহ২ বলিল—ওগো বাবু ঝাঁকা মুটের উপর বসে যাবে ? তাহা হইলে তু পয়সায় হয় ? তোর বাপের ভিটে নাশ করেছে—বলিয়া যেমন বাবুরাম দৌড়িয়া মারিতে যাবেন অমনি দড়াম্ করিয়া পড়িয়া গেলেন। ছোঁড়াগুলা হো২ করিয়া দূরে থেকে হাততালি দিতে লাগিল। বাবুরাম বাবু অধোমুখে শীঘ্র একখানা লকাটে রকম কেরাঞ্চিতে ঠকচাচা প্রভৃতিকে লইয়া উঠিলেন এবং খন্২ ঝন্২ শব্দে বাহির সিমলের বাঞ্ছারাম বাবুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাঞ্ছারাম বাবু বৈঠকখানার উকিল বটলর সাহেবের মুতস্থদ্দি—আইন আদালত—মামলা মকদ্দমায় বড় ধড়িবাজ। মাসে মাহিনা ৫০৲ টাকা কিন্তু প্রাপ্তির সীমা নাই, বাটীতে নিত্য ক্রিয়াকাণ্ড হয়। তাঁহার বৈঠকখানায় বালীর বেণীবাবু, বহুবাজারের বেচারাম বাবু, বটতলার বক্রেশ্বর বাবু আসিয়া অপেক্ষা করিয়া বসিয়াছিলেন।

বেচারাম। বাবুরাম! ভাল তুধ দিয়া কালসাপ পুষিয়াছিলে। তোমাকে পুনঃ২ বলিয়া পাঠাইয়াছিলাম আমার কথা গ্রাহ্য কর নাই—ছেলে হতে ইহকালও গেল—পরকালও গেল। মতি দেদার মদ খায়—জোয়া খেলে—অখাদ্য আহার করে। জোয়া খেলিতে২ ধরা পড়িয়া চৌকিদারকে নির্ঘাত মারিয়াছে। হলা, গদা ও আর২ ছোঁড়ারা তাহার সঙ্গে ছিল। আমার ছেলেপুলে নাই। মনে করিয়াছিলাম হলা ও গদা এক গণ্ডুষ জল দিবে এখন সে গুড়ে বালি পড়িল। ছোঁড়াদের কথা আর কি বলিব ? দূঁর২।

বাবুরাম। কে কাহাকে মন্দ করিয়াছে তাহা নিশ্চয় করা বড় কঠিন—এক্ষণে তদ্বিরের কথা বলুন।

বেচারাম। তোমার যা ইচ্ছা তাই কর—আমি জ্বালাতন হইয়াছি—রাত্রে ঠাকুর-

ঘরের ভিতর যাইয়া বোতল২ মদ খায়—চরস গাঁজার ধোঁয়াতে কড়িকাট কাল করিয়াছে—রূপা সোণার জিনিস চুরি করিয়া বিক্রি করিয়াছে—আবার বলে এক দিন শালগ্রামকে পোড়াইয়া চূণ করিয়া পানের সঙ্গে খাইয়া ফেলিব। আমি আবার তাহাদের খালাসের জন্য টাকা দিব? দূঁর২।

বক্রেশ্বর। মতিলাল এত মন্দ নহে—আমি স্বচক্ষে স্কুলে দেখিয়াছি তাহার স্বভাব বড় ভাল—সে তো ছেলে নয়, পরেশ পাথর, তবে এমনটা কেন হইল বলিতে পারি না।

ঠকচাচা। মুই বলি এ সব ফেল্‌ত বাতের দরকার কি? ত্যাল খেড়ের বাতেতে কি মোদের প্যাট ভর্‌বে? মকদ্দমাটার বনিয়াদটা পেকড়ে শেজিয়া ফেলা যাওক।

বাঞ্ছারাম। (মনে২ বড় আহ্লাদ—মনে করিছেন বুঝি চিড়া দই পেকে উঠিল) কারবারি লোক না হইলে কারবারের কথা বুঝে না। ঠকচাচা যাহা বলিতেছেন তাহাই কাজের কথা। দুই এক জন পাকা সাক্ষীকে ভাল তালিম করিয়া রাখিতে হইবে—আমাদিগের বটলর সাহেবকে উকিল ধরিতে হইবে—তাতে যদি মকদ্দমা জিত না হয় তবে বড় আদালতে লইয়া যাব—বড় আদালতে কিছু না হয়—কৌন্সেল পর্যন্ত যাব,—কৌন্সেলে কিছু না হয় তো বিলাত পর্যন্ত করিতে হইবে। এ কি ছেলের হাতে পিটে? কিন্তু আমাদিগের বটলর সাহেব না থাকিলে কিছুই হইবে না। সাহেব বড় ধর্মিষ্ঠ—তিনি অনেক মকদ্দমা আকাশে ফাঁদ পাতিয়া নিকাশ করিয়াছেন আর সাক্ষীদিগকে যেন পাখী পড়াইয়া তইয়ার করেন।

বক্রেশ্বর। আপদে পড়িলেই বিদ্যা বুদ্ধির আবশ্যক হয়। মকদ্দমার তদ্বির অবশ্যই করিতে হইবেক। বেতদ্বিরে দাঁড়িয়া হারা ও হাততালি খাওয়া কি ভাল?

বাঞ্ছারাম। বটলর সাহেবের মত বুদ্ধিমান্ উকিল আর দেখিতে পাই না। তাঁহার বুদ্ধির বলিহারি যাই। এ সকল মকদ্দমা তিনি তিন কথাতে উড়াইয়া দিবেন। এক্ষণে শীঘ্র উঠুন—তাঁহার বাটীতে চলুন।

বেণী। মহাশয় আমাকে ক্ষমা করুন। প্রাণ বিয়োগ হইলেও অধর্ম করিব না। খাতিরে সব কর্ম পারি কিন্তু পরকালটি খোয়াইতে পারি না। বাস্তবিক দোষ থাকিলে দোষ স্বীকার করা ভাল—সত্যের মার নাই—বিপদে মিথ্যা পথ আশ্রয় করিলে বিপদ্ বাড়িয়া উঠে।

ঠকচাচা। হা—হা—হা—হা—মকদ্দমা করা কেতাবি লোকের কাম নয়—তেনারা একটা ধাব্‌কাতেই পেলিয়ে যায়। এনার বাত মাফিক কাম কর্‌লে

মোদের মেটির ভিতর জল্‌দি যেতে হবে—কেয়া খুব !

বাঞ্ছারাম। আপনাদের সাজ করিতে দোল ফুরাল। বেণীবাবু স্থিরপ্রজ্ঞ—নীতিশাস্ত্রে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, তাঁহার সঙ্গে তখন এক দিন বালীতে গিয়া তর্ক করা যাইবেক। এক্ষণে আপনারা গাত্রোত্থান করুন।

বেচারাম। বেণীভায়া ! তোমার যে মত আমার সেই মত—আমার তিন কাল গিয়াছে—এক কাল ঠেকেছে, আমি প্রাণ গেলেও অধর্ম করিব না—আর কাহার জন্যে বা অধর্ম করিব ? ছোঁড়ারা আমার হাড় ভাজা২ করিয়াছে—তাদের জন্যে আমি আবার খরচ করিব—তাদের জন্যে মিথ্যা সাক্ষী দেওয়াইব ? তাহারা জেলে যায় তো এক প্রকার আমি বাঁচি। তাদের জন্যে আমার খেদ কি ?—তাদের মুখ দেখিলে গা জলে উঠে—দূঁর২ !!!

৬ মতিলালের মাতার চিন্তা, ভগিনীদ্বয়ের কথোপকথন, বেণী ও
বেচারাম বাবুর নীতি বিষয়ে কথোপকথন ও
বরদাপ্রসাদ বাবুর পরিচয়।

বৈদ্যবাটীর বাটীতে স্বস্ত্যয়নের ধুম লেগে গেল। সূর্য উদয় না হইতে২ শ্রীধর ভট্টাচার্য, রামগোপাল চূড়ামণি প্রভৃতি জপ করিতে বসিলেন। কেহ তুলসী দেন—কেহ বিল্বপত্র বাছেন—কেহ ববম্‌২ করিয়া গালবাদ্য করেন—কেহ বলেন যদি মঙ্গল না হয় তবে আমি বামুন নহি—কেহ কহেন যদি মন্দ হয় তবে আমি পৈতা ওলাব। বাটীর সকলেই শশব্যস্ত—কাহারো মনে কিছুমাত্র সুখ নাই।

গৃহিণী জানালার নিকটে বসিয়া কাতরে আপন ইষ্টদেবতাকে ডাকিতেছেন। কোলের ছেলেটি চুষী লইয়া চুষিতেছে—মধ্যে২ হাত পা নাড়িয়া খেলা করিতেছে। শিশুটির প্রতি এক২ বার দৃষ্টিপাত করিয়া গৃহিণী মনে২ বলিতেছেন—জাদু ! তুমি আবার কেমন হবে বলিতে পারি না। ছেলে না হবার এক জ্বালা—হবার শতেক জ্বালা—যদি ছেলের একটু রোগ হলো, তো মার প্রাণ অমনি উড়ে গেল। ছেলে কিসে ভাল হবে এজন্য মা শরীর একেবারে ঢেলে দেয়—তখন খাওয়া বল, শোয়া বল, সব ঘুরে যায়—দিনকে দিন জ্ঞান হয় না, রাতকে রাত জ্ঞান হয় না, এত দুঃখের ছেলে বড় হয়্যে যদি সুসন্তান হয় তবেই সব সার্থক, তা না হলে মার জীয়ন্তে মৃত্যু—সংসারে কিছুই ভাল লাগে না—পাড়াপড়সির কাছে মুখ দেখাতে ইচ্ছা হয় না—বড় মুখটি ছোট হয়্যে যায়, আর

মনে হয় যে পৃথিবী দোফাঁক হও আমি তোমার ভিতর সেঁদুই। মতিকে যে করে মানুষ করেছি তা গুরুদেবই জানেন—এখন বাছা উড়তে শিখে আমাকে ভাল সাজাই দিতেছেন। মতির কুকর্মের কথা শুনে আমি ভাজাং হয়েছি—দুঃখেতে ও ঘৃণাতে মরে রয়েছি। কর্তাকে সকল কথা বলি না, সকল কথা শুনিলে তিনি পাগল হইতে পারেন। দূর হউক, আর ভাবিতে পারি না! আমি মেয়েমানুষ, ভেবেই বা কি করিব?—যা কপালে আছে তাই হবে।

দাসী আসিয়া খোকাকে লইয়া গেল। গৃহিণী আহ্নিক করিতে বসিলেন। মনের ধর্মই এই, যখন এক বিষয়ে মগ্ন থাকে তখন সে বিষয়টি হঠাৎ ভুলিয়া আর একটি বিষয়ে প্রায় যায় না। এই কারণে গৃহিণী আহ্নিক করিতে বসিয়াও আহ্নিক করিতে পারিলেন না। এক২ বার যত্ন করেন জপে মন দি, কিন্তু মন সে দিকে যায় না। মতির কথা মনে উদয় হইতে লাগিল—সে যেন প্রবল স্রোত, কার সাধ্য নিবারণ করে। কখন২ বোধ হইতে লাগিল তাহার কয়েদ হুকুম হইয়াছে—তাহাকে বাঁধিয়া জেলে লইয়া যাইতেছে—তাহার পিতা নিকটে দাঁড়াইয়া আছেন,—দুঃখেতে ঘাড় হেঁট করিয়া রোদন করিতেছেন। কখন বা জ্ঞান হইতেছে পুত্র নিকটে আসিয়া বলিতেছে মা আমাকে ক্ষমা কর—আমি যা করিয়াছি তা করিয়াছি আর আমি কখন তোমার মনে বেদনা দিব না, আবার এক২ বার বোধ হইতেছে যে মতির ঘোর বিপদ্ উপস্থিত—তাহাকে জন্মের মত দেশান্তর যাইতে হইবেক। গৃহিণীর চটক ভাঙ্গিয়া গেলে আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন—এ দিনের বেলা—আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি? না—এ তো স্বপ্ন নয়? তবে কি খেয়াল দেখিলাম? কে জানে আমার মনটা আজ কেন এমন হচ্চে। এই বলিয়া চক্ষের জল ফেল্‌তে২ ভূমিতে আস্তে২ শয়ন করিলেন।

দুই কন্যা মোক্ষদা ও প্রমদা ছাতের উপরে বসিয়া মাথা শুকাইতেছিলেন।

মোক্ষদা। ওরে প্রমদা! চুলগুলা ভাল করে এলিয়ে দে না, তোর চুলগুলা যে বড় উস্কখুস্ক হয়েছে!—না হবেই বা কেন? সাত জন্মে তো একটু তেল পড়ে না—মানুষের তেলে জলেই শরীর, বার মাস রুক্ষু নেয়ে২ কি একটা রোগনারা করবি? তুই এত ভাবিস্ কেন?—ভেবে২ যে দড়ি বেটে গেলি।

প্রমদা। দিদি! আমি কি সাধ করে ভাবি? মন বুঝে না কি করি? ছেলেবেলা বাপ একজন কুলীনের ছেলেকে ধরে এনে আমার বিবাহ দিয়েছিলেন—এ কথা বড় হয়্যে শুনেছি। পতি কত শত স্থানে বিয়ে করেছেন, আর তাঁহার যেরূপ চরিত্র তাতে তাঁহার মুখ দেখ্‌তে ইচ্ছা হয় না। অমন স্বামী না থাকা ভাল।

মোক্ষদা। হারি! অমন কথা বলিস্ নে—স্বামী মন্দ হউক ছন্দ হউক, মেয়েমানুষের এয়ত্ থাকা ভাল।

প্রমদা। তবে শুনবে? আর বৎসর যখন আমি পালা জ্বর ভুগতেছিনু—দিবারাত্রি বিছানায় পড়ে থাকতুম—উঠিয়া দাঁড়াইবার শক্তি ছিল না, সে সময় স্বামী আসিয়া উপস্থিত হলেন। স্বামী কেমন, জ্ঞান হওয়া অবধি দেখি নাই, মেয়েমানুষের স্বামীর ন্যায় ধন নাই। মনে করিলাম দুই দণ্ড কাছে বসে কথা কহিলে রোগের যন্ত্রণা কম হবে। দিদি বললে প্রত্যয় যাবে না—তিনি আমার কাছে দাঁড়াইয়াই অমনি বল্লেন—ষোল বৎসর হইল তোমাকে বিবাহ করে গিয়াছি—তুমি আমার এক স্ত্রী—টাকার দরকারে তোমার নিকটে আসিতেছি—শীঘ্র যাব—তোমার বাপকে বল্লাম তিনি তো ফাঁকি দিলেন—তোমার হাতের গহনা খুলিয়া দাও। আমি বল্লাম মাকে জিজ্ঞাসা করি—মা যা বলবেন তাই কর্‌বো। এই কথা শুনিবা মাত্রে আমার হাতের বালাগাছটা জোর করে খুলে নিলেন। আমি একটু হাত বাগড়াবাগড়ি করেছিনু, আমাকে একটা লাথি মারিয়া চলিয়া গেলেন—তাতে আমি অজ্ঞান হয়্যে পড়েছিনু, তার পর মা আসিয়া আমাকে অনেকক্ষণ বাতাস করাতে আমার চেতনা হয়।

মোক্ষদা। প্রমদা! তোর দুঃখের কথা শুনিয়া আমার চক্ষে জল আইসে, দেখ তোর তবু এয়ত্ আছে, আমার তাও নাই।

প্রমদা। দিদি! স্বামীর এই রকম। ভাগ্যে কিছু দিন মামার বাড়ী ছিলাম তাই একটু লেখাপড়া ও হুনুরি কর্ম শিখিয়াছি। সমস্ত দিন কর্ম কাজ ও মধ্যে২ লেখাপড়া ও হুনুরি কর্ম করিয়া মনের দুঃখ ঢেকে বেড়াই। একলা বসে যদি একটু ভাবি তো মনটা অমনি জ্বলে উঠে।

মোক্ষদা। কি কর্‌বে? আর জন্মে কত পাপ করা গিয়াছিল তাই আমাদের এত ভোগ হতেছে। খাটা খাটুনি কর্‌লে শরীরটা ভাল থাকে মনও ভাল থাকে। চুপ করিয়া বসে থাকলে দুর্ভাবনা বল, দুর্মতি বল, সকলি আসিয়া ধরে। আমাকে এ কথা মামা বলে দেন—আমি এই করে বিধবা হওয়ার যন্ত্রণাকে অনেক খাট করেছি, আর সর্বদা ভাবি যে সকলই পরমেশ্বরের হাত, তাঁর প্রতি মন থাকাই আসল কর্ম। বোন্! ভাবতে গেলে ভাবনার সমুদ্রে পড়তে হয়। তার কূল কিনারা নাই। ভেবে কি কর্‌বি? দশটা ধর্মকর্ম কর্—বাপ মার সেবা কর্—ভাই দুটির প্রতি যত্ন কর্, আবার তাদের ছেলেপুলে হলে লালন পালন করিস্—তারাই আমাদের ছেলেপুলে।

প্রমদা। দিদি! যা বল্‌তেছ তা সত্য বটে কিন্তু বড় ভাইটি তো একেবারে

অধঃপাতে গিয়াছে। কেবল কুকথা কুকর্ম ও কুলোক লইয়া আছে। তার যেমন স্বভাব তেমনি বাপ মার প্রতি ভক্তি—তেমনি আমাদের প্রতিও স্নেহ। বোনের স্নেহ ভায়ের প্রতি যতটা হয় ভায়ের স্নেহ তার শত অংশের এক অংশও হয় না। বোন্ ভাই২ করে সারা হন কিন্তু ভাই সর্বদা মনে করেন বোন বিদায় হলেই বাঁচি। আমরা বড় বোন—মতি যদি কখন২ কাছে এসে দু একটা ভাল কথা বলে তাতেও মনটা ঠাণ্ডা হয় কিন্তু তার যেমন ব্যবহার তা তো জান?

মোক্ষদা। সকল ভাই এরূপ করে না। এমন ভাইও আছে যে বড় বোনকে মার মত দেখে, ছোট বোনকে মেয়ের মত দেখে। সত্যি বল্‌চি এমন ভাই আছে যে ভাইকেও যেমন দেখে বোনকেও তেমন দেখে। দু দণ্ড বোনের সঙ্গে কথাবার্তা না কহিলে তৃপ্তি বোধ করে না ও বোনের আপদ্ পড়িলে প্রাণপণে সাহায্য করে।

প্রমদা। তা বটে কিন্তু আমাদিগের যেমন পোড়া কপাল তেমনি ভাই পেয়েছি। হায়! পৃথিবীতে কোন প্রকার সুখ হল না!

দাসী আসিয়া বলিল মা ঠাকুরুণ কাঁদ্‌ছেন—এই কথা শুনিবামাত্রে দুই বোনে তাড়াতাড়ি করিয়া নীচে নামিয়ে গেলেন।

চাঁদনীর রাত্রি। গঙ্গার উপর চন্দ্রের আভা পড়িয়াছে—মন্দ২ বায়ু বহিতেছে—বনফুলের সৌগন্ধ্য মিশ্রিত হইয়া এক২ বার যেন আমোদ করিতেছে—ঢেউগুলা নেচে২ উঠিতেছে। নিকটবর্তী ঝোপের পাখীসকল নানা রবে ডাকিতেছে। বালীর বেণীবাবু দেওনাগাজির ঘাটে বসিয়া এদিক্ ওদিক্ দেখিতে২ কেদারা রাগিণীতে "শিখেহো" খেয়াল গাইতেছেন। গানেতে মগ্ন হইয়াছেন, মধ্যে২ তালও দিতেছেন। ইতিমধ্যে পেছন দিক্ থেকে "বেণী ভায়া২ ও শিখেহো" বলিয়া একটা শব্দ হইতে লাগিল। বেণীবাবু ফিরিয়া দেখেন যে বৌবাজারের বেচারাম বাবু আসিয়া উপস্থিত অমনি আস্তে ব্যস্তে উঠিয়া সম্মানপূর্বক তাঁহাকে নিকটে আনিয়া বসাইলেন।

বেচারাম। বেণী ভায়া! তুমি আজ বাবুরামকে খুব ওয়াজিব কথা বলিয়াছ। তোমাদের গ্রামে নিমন্ত্রণে আসিয়াছিলাম—তোমার উপর আমি বড় তুষ্ট হইয়াছি—এজন্য ইচ্ছা হইল তোমার সঙ্গে একবার দেখা করে যাই।

বেণী। বেচারাম দাদা! আমরা নিজে দুঃখী প্রাণী লোক, মজুরি করে এনে দিনপাত করি। যে সব স্থানে জ্ঞানের অথবা ধর্মকথার চর্চা হয় সেই সব স্থানে যাই। বড়মানুষ কুটুম্ব ও আলাপী অনেক আছে বটে কিন্তু তাহাদিগের নিকট চক্ষুলজ্জা অথবা দায়ে পড়ে কিম্বা নিজ প্রয়োজনেই কখন২ যাই, সাদ করে বড় যাই না, আর গেলেও মনের প্রীতি হয় না কারণ বড়মানুষ বড়মানুষকেই খাতির করে,

আমরা গেলে হদ্দ বল্‌বে—"আজ বড় গরমি—কেমন কাজকর্ম্ম ভাল হচ্চে—আর এক ছিলিম তামাক দে।" যদি একবার হেসে কথা কহিলেন তবে বাপের সঙ্গে বত্তে গেলাম। এক্ষণে টাকার যত মান তত মান বিদ্যারও নাই ধর্ম্মেরও নাই। আর বড়মানুষের খোসামোদ করাও বড় দায়! কথাই আছে "বড়র পিরীতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেক চাঁদ" কিন্তু লোকে বুঝে না—টাকার এমন কুহক যে লোকে লাথিও খাচ্ছে এবং নিকটে গিয়া যে আজ্ঞাও কর্‌ছে। সে যাহাই হউক, বড়মানুষের সঙ্গে থাক্‌লে পরকাল রাখা ভার, আজকের যে ব্যাপারটি হইয়াছিল তাতে পরকালটি নিয়ে বিলক্ষণ টানা-টানি।

বেচারাম। বাবুরামের রকম সকম দেখিয়া বোধ হয় যে তাহার গতিক ভাল নয়। আহা! কি মন্ত্রী পাইয়াছেন! এক বেটা নেড়ে তাহার নাম ঠকচাচা। সে বেটা জোয়াচোরের পাদশা। তার হাড়ে ভেল্‌কি হয়। বাঞ্ছারাম উকিলের বাটীর লোক! তেমনি বর্ণচোরা আঁব—ভিজে বেরালের মত আস্তে২ সলিয়া কলিয়া লওয়ান্। তাঁহার জাহুতে যিনি পড়েন তাঁহার দফা একেবারে রফা হয়, আর বক্রেশ্বর মাষ্টরগিরি করেন—নীতি শিখান অথচ জল উঁচ নীচ বলনের শিরোমণি। দূঁর২! যাহা হউক, তোমার এ ধর্ম্মজ্ঞান কি ইংরাজী পড়িয়া হইয়াছে?

বেণী। আমার এমন কি ধর্ম্মজ্ঞান আছে? এরূপ আমাকে বলা কেবল অনুগ্রহ প্রকাশ করা। যৎকিঞ্চিৎ যাহা হিতাহিত বোধ হইয়াছে তাহা বদরগঞ্জের বরদাবাবুর প্রসাদাৎ। সেই মহাশয়ের সহিত অনেক দিন সহবাস করিয়াছিলাম। তিনি দয়া করিয়া কিঞ্চিৎ উপদেশ দিয়াছেন।

বেচারাম। বরদাবাবু কে? তাঁহার বৃত্তান্ত বিস্তারিত করিয়া বল দেখি। এমত কথা সকল শুন্‌তে বড় ইচ্ছা হয়।

বেণী। বরদাবাবুর বাটী বঙ্গদেশে—পরগণে এটেকাগমারি। পিতার বিয়োগ হইলে কলিকাতায় আইসেন—অন্নবস্ত্রের ক্লেশ আত্যন্তিক ছিল—আজ খান এমত যোত্র ছিল না। বাল্যাবস্থাবধি পরমার্থ প্রসঙ্গে সর্ব্বদা রত থাকিতেন, এজন্য ক্লেশ পাইলেও ক্লেশ বোধ হইত না। একখানি সামান্য খোলার ঘরে বাস করিতেন—খুড়ার নিকট মাস২ যে দুটি টাকা পাইতেন তাহাই কেবল ভরসা ছিল। দুই একজন সৎলোকের সঙ্গে আলাপ ছিল—তদ্ভিন্ন কাহারও নিকট যাইতেন না, কাহারও উপর কিছু ভার দিতেন না। দাসদাসী রাখিবার সঙ্গতি ছিল না—আপনার বাজার আপনি করিতেন—আপনার রান্না আপনি রাঁধিতেন, রাঁধিবার সময়ে পড়াশুনা অভ্যাস করিতেন, আর কি প্রাতে কি মধ্যাহ্নে কি রাত্রে এক-

চিত্তে পরমেশ্বরকে ধ্যান করিতেন। স্কুলে ছেঁড়া ও মলিন বস্ত্রেই যাইতেন, বড়-মানুষের ছেলেরা পরিহাস ও ব্যঙ্গ করিত। তিনি শুনিয়াও শুনিতেন না ও সকলকে ভাই দাদা ইত্যাদি মিষ্ট বাক্যের দ্বারা ক্ষান্ত করিতেন। ইংরাজী পড়িলে অনেকের মনে মাৎসর্য হয়—তাহারা পৃথিবীকে শরাখান্ দেখে। বরদাবাবুর মনে মাৎসর্য কোন প্রকারে মাৎসর্য করিতে পারিত না। তাঁহার স্বভাব অতি শান্ত ও নম্র ছিল, বিদ্যা শিখিয়া স্কুল ত্যাগ করিলেন। স্কুল ত্যাগ করিবামাত্রে স্কুলে একটি ৩০ টাকার কর্ম হইল। তাহাতে আপনি ও মা ও স্ত্রী ও খুড়ার পুত্রকে বাসায় আনিয়া রাখিলেন এবং তাঁহারা কিরূপে ভাল থাকিবেন তাহাতেই অতিশয় যত্ন করিতে লাগিলেন। বাসার নিকট অনেক গরীব দুঃখী লোক ছিল তাহাদিগের সর্বদা তত্ব করিতেন—আপনার সাধ্যক্রমে দান করিতেন ও কাহারো পীড়া হইলে আপনি গিয়া দেখিতেন এবং ঔষধাদি আনিয়া দিতেন। ঐ সকল লোকের ছেলেরা অর্থাভাবে স্কুলে পড়িতে পারিত না এজন্য প্রাতে তিনি আপনি তাহাদিগকে পড়াইতেন। খুড়ার কাল হইলে খুড়তুতো ভায়ের ঘোরতর ব্যামোহ হয়, তাহার নিকট দিন রাত বসিয়া সেবা শুশ্রূষা করাতে তিনি আরাম হন। বরদাবাবুর খুড়ীর প্রতি অসাধারণ ভক্তি ছিল, তাঁহাকে মায়ের মত দেখিতেন। অনেকের পরমার্থ বিষয়ে শ্মশান-বৈরাগ্য দেখা যায়। বন্ধু অথবা পরিবারের মধ্যে কাহারো বিয়োগ হইলে অথবা কেহ কোন বিপদে পড়িলে জগৎ অসার ও পরমেশ্বরই সারাৎসার এই বোধ হয়। বরদাবাবুর মনে ঐ ভাব নিরন্তর আছে, তাঁহার সহিত আলাপ অথবা তাঁহার কর্ম দ্বারা তাহা জানা যায় কিন্তু তিনি এ কথা লইয়া অন্যের কাছে কখনই ভড়ং করেন না। তিনি চটুকে মানুষ নহেন—জাঁক ও চটকের জন্য কোন কর্ম করেন না। সৎকর্ম যাহা করেন তাহা অতি গোপনে করিয়া থাকেন। অনেক লোকের উপকার করেন বটে কিন্তু যাহার উপকার করেন কেবল সেই ব্যক্তিই জানে, অন্য লোকে টের পাইলে অতিশয় কুণ্ঠিত হয়েন। তিনি নানা প্রকার বিদ্যা জানেন কিন্তু তাঁহার অভিমান কিছুমাত্র নাই। লোকে একটু শিখিয়া পুঁটি মাছের মত ফর্২ করিয়া বেড়ায় ও মনে করে আমি বড় বুঝি—আমি যেমন লিখি এমন লিখিতে কেহ পারে না—আমার বিদ্যা যেমন, এমন বিদ্যা কাহারো নাই—আমি যাহা বলিব সেই কথাই কথা। বরদাবাবু অন্য প্রকার ব্যক্তি, তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি প্রগাঢ় অথাচ সামান্য লোকের কথাও অগ্রাহ্য করেন না এবং মতান্তরের কোন কথা শুনিলে কিছু মাত্র বিরক্তও হয়েন না বরং আহ্লাদপূর্বক শুনিয়া আপন মতের দোষগুণ পুনর্বার বিবেচনা করেন। ঐ মহাশয়ের নানা গুণ, সকল খুঁটিয়া বর্ণনা করা ভার—মোট এই বলা

যাইতে পারে যে তাঁহার মত নম্র ও ধর্মভীত লোক কেহ কখন দেখে নাই—প্রাণ বিয়োগ হইলেও কখন অধর্মে তাঁহার মতি হয় না। এমত লোকের সহবাসে যত সৎ উপদেশ পাওয়া যায় বহি পড়িলে তত হয় না।

বেচারাম। এমত লোকের কথা শুনে কাণ জুড়ায়। রাত অনেক হইল, পারাপারের পথ, বাটী যাই। কাল যেন পুলিসে একবার দেখা হয়।

৭ কলিকাতার আদি বৃত্তান্ত, জসটিস আব পিস নিয়োগ, পুলিস বর্ণন, মতিলালের পুলিসে বিচার ও খালাস, বাবুরামবাবুর পুত্র লইয়া বৈদ্যবাটী গমন, ঝড়ের উত্থান ও নৌকা জলমগ্ন হওনের আশঙ্কা।

সংসারের গতি অদ্ভুত—মানববুদ্ধির অগম্য! কি কারণে কি হয় তাহা স্থির করা সুকঠিন। কলিকাতার আদি বৃত্তান্ত স্মরণ করিলে সকলেরই আশ্চর্য বোধ হইবে ও সেই কলিকাতা যে এই কলিকাতা হইবে ইহা কাহারো স্বপ্নেও বোধ হয় নাই।

কোম্পানির কুঠি প্রথমে হুগলিতে ছিল, তাঁহাদিগের গোমস্তা জাব চারনক সাহেব সেখানকার ফৌজদারের সহিত বিবাদ করেন, তখন কোম্পানির এত জারি জুরি চল্‌তো না সুতরাং গোমস্তাকে হুড় খেয়ে পালিয়া আসিতে হইয়াছিল। জাব চারনকের বারাকপুরে এক বাটী ও বাজার ছিল এই কারণে বারাকপুরের নাম অদ্যাবধি চানক বলিয়া খ্যাত আছে। জাব চারনক এক জন সতীকে চিতার নিকট হইতে ধরিয়া আনিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন কিন্তু ঐ বিবাহ পরস্পরের সুখজনক হইয়াছিল কি না তাহা প্রকাশ হয় নাই। তিনি নূতন কুঠি করিবার জন্য উলুবেড়িয়ায় গমনাগমন করিয়াছিলেন ও তাঁহার ইচ্ছাও হইয়াছিল যে সেখানে কুঠি হয় কিন্তু অনেক২ কর্ম হ পর্যন্ত হইয়া ক্ষ বাকি থাকিতেও ফিরিয়া যায়। জাব চারনক বটুকখানা অঞ্চল দিয়া যাতায়াত করিতেন, তথায় একটা বৃহৎ বৃক্ষ ছিল তাহার তলায় বসিয়া মধ্যে২ আরাম করিতেন ও তমাক্ খাইতেন, সেই স্থানে অনেক ব্যাপারিরাও জড় হইত। ঐ গাছের ছায়াতে তাঁহার এমনি মায়া হইল যে সেই স্থানেই কুঠি করিতে স্থির করিলেন। সুতানুটী গোবিন্দপুর ও কলিকাতা এই তিন গ্রাম একেবারে খরিদ হইয়া আবাদ হইতে আরম্ভ হইল; পরে বাণিজ্য নিমিত্ত নানা জাতীয় লোক আসিয়া বসতি করিল ও কলিকাতা ক্রমে২ শহর হইয়া গুলজার হইতে লাগিল। ইংরাজি ১৬৮৯ সালে কলিকাতা শহর হইতে আরম্ভ হয়। তাহার তিন বৎসর

পরে জাব চারনকের মৃত্যু হইল, তৎকালে গড়ের মাঠ ও চৌরঙ্গি জঙ্গল ছিল, এক্ষণে যে স্থানে পরমিট্ আছে পূর্বে তথায় গড় ছিল ও যে স্থানকে এক্ষণে ক্লাইব ষ্ট্রিট্ বলিয়া ডাকে সেই স্থানে সকল সওদাগরি কর্ম হইত।

কলিকাতায় পূর্বে অতিশয় মারীভয় ছিল এজন্য যে২ ইংরাজেরা তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইত তাহারা প্রতি বৎসর নবেম্বর মাসে ১৫ তারিখে একত্র হইয়া আপন২ মঙ্গলবার্তা বলাবলি করিত।

ইংরাজদিগের এক প্রধান গুণ এই যে, যে স্থানে বাস করে তাহা অতি পরিষ্কার রাখে। কলিকাতা ক্রমে২ সাফশুতরা হওয়াতে পীড়াও ক্রমে২ কমিয়া গেল কিন্তু বাঙ্গালিরা ইহা বুঝিয়াও বুঝেন না। অদ্যাবধি লক্ষীপতির বাটীর নিকটে এমন খানা আছে যে দুর্গন্ধে নিকটে যাওয়া ভার!

কলিকাতার মাল, আদালত ও ফৌজদারি এই তিন কর্ম নির্বাহের ভার এক জন সাহেবের উপর ছিল। তাহার অধীনে এক জন বাঙ্গালি কর্মচারী থাকিতেন, ঐ সাহেবকে জমিদার বলিয়া ডাকিত। পরে অন্যান্য প্রকার আদালত ও ইংরাজদিগের দৌরাত্ম্য নিবারণ জন্য সুপরিম কোর্ট স্থাপিত হইল; আর পুলিসের কর্ম স্বতন্ত্র হইয়া সুচারুরূপে চলিতে লাগিল। ইংরাজি ১৭৯৮ সালে স্যার জন রিচার্ডসন প্রভৃতি জসটিস আব পিস মোকরর হইলেন। তদনন্তর ১৮০০ সালে ব্লাকিয়র সাহেব প্রভৃতি ঐ কর্মে নিযুক্ত হন।

যাঁহারা জসটিস আব পিস হয়েন তাঁহারদিগের হুকুম এদেশের সর্বস্থানে জারি হয়। যাঁহারা কেবল মেজিষ্ট্রেট, জসটিস আব পিস নহেন, তাঁহাদিগের আপন২ সরহদ্দের বাহিরে হুকুম জারি করিতে গেলে তথাকার আদালতের মদৎ আবশ্যক হইত এজন্যে সম্প্রতি মফঃসলের অনেক মেজিষ্ট্রেট জসটিস আব পিস হইয়াছেন।

ব্লাকিয়র সাহেবের মত্যু প্রায় চারি বৎসর হইয়াছে। লোকে বলে ইংরাজের ঔরসে ও ব্রাহ্মণীর গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার প্রথম শিক্ষা এখানে হয় পরে বিলাতে যাইয়া ভালরূপ শিক্ষা করেন। পুলিসের মেজিষ্ট্রেটী কর্ম প্রাপ্ত হইলে তাঁহার দবদবায় কলিকাতা শহর কাঁপিয়া গিয়াছিল—সকলেই থরহরি কাঁপিত। কিছুকাল পরে সন্ধান সুলুক করা ও ধরা পাকড়ার কর্ম ত্যাগ করিয়া তিনি কেবল বিচার করিতেন। বিচারে সুপারগ ছিলেন, তাহার কারণ এই এদেশের ভাষা ও রীতি ব্যবহার ও ঘাঁৎঘুঁৎ সকল ভাল বুঝিতেন—ফৌজদারি আইন তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল ও বহুকাল সুপ্রিমকোর্টের ইণ্টার্‌পিটর্ থাকাতে মকদ্দমা কিরূপে করিতে হয় তদ্বিষয়ে তাঁহার উত্তম জ্ঞান জন্মিয়াছিল।

সময় জলের মত যায়—দেখিতে২ সোমবার হইল—গির্জার ঘড়িতে ঢং ঢং

করিয়া দশটা বাজিল। সার্জন, সিপাই, দারোগা, নায়েব, ফাঁড়িদার, চৌকিদার ও নানা প্রকার লোকে পুলিস পরিপূর্ণ হইল। কোথাও বা কতগুলা বাড়ীওয়ালি ও বেশ্যা বসিয়া পানের ছিবে ফেল্‌ছে—কোথাও বা কতকগুলা লোক মারি খেয়ে রক্তের কাপড় স্বদ্ধ দাঁড়িয়া আছে—কোথাও বা কতকগুলা চোর অধোমুখে এক পার্শ্বে বসিয়া ভাব্‌ছে—কোথাও বা দুই একজন টয়ে বাঁধা ইংরাজিওয়ালা দরখাস্ত লিখ্‌ছে—কোথাও বা ফৈরাদিরা নীচে উপরে টংঅস২ করিয়া ফিরিতেছে—কোথাও বা সাক্ষিসকল পরস্পর ফুস্‌২ করিতেছে—কোথাও বা পেশাদার জামিনেরা তীর্থের কাকের ন্যায় বসিয়া আছে—কোথাও বা উকিলদিগের দালাল ঘাপ্টি মেরে জাল ফেলিতেছে—কোথাও বা উকিলেরা সাক্ষিদিগের কাণে মন্ত্র দিতেছে—কোথাও বা আমলারা চালানি মকদ্দমা টুক্‌ছে—কোথাও বা সারজনেরা বুকের ছাতি ফুলাইয়া মস২ করিয়া বেড়াচ্ছে—কোথাও বা সরদার২ কেরানিরা বলাবলি করুচে—এ সাহেবটা গাধা—ও সাহেব পটু—এ নরম—ও সাহেব কড়া—কাল্‌কের ও মকদ্দমাটার হুকুম ভাল হয় নাই। পুলিস গস্‌২ করিতেছে—সাক্ষাৎ যমালয়—কার কপালে কি হয়—সকলেই সশঙ্ক।

বাবুরাম বাবু আপন উকিল মন্ত্রী ও আত্মীয়গণ সহিত তাড়াতাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠকচাচার মাথায় মেস্তাই পাগড়ি—গায়ে পিরাহান—পায়ে নাগোরা জুতা—হাতে ফটিকের মালা—বুজর্গ ও নবীর নাম নিয়া এক২ বার দাড়ি নেড়ে তসবি পড়িতেছেন কিন্তু সে কেবল ভেক। ঠকচাচার মত চালাক লোক পাওয়া ভার। পুলিসে আসিয়া চারি দিগে যেন লাটিমের মত ঘুরিতে লাগিলেন। এক বার এ দিগে যান—এক বার ও দিগে যান—একবার সাক্ষি-দিগের কাণে২ ফুস্‌২ করেন—এক২ বার বাবুরাম বাবুর হাত ধরিয়া টেনে লইয়া যান—এক২ বার বটলর সাহেবের সঙ্গে তর্ক করেন—এক২ বার বাঞ্ছারাম বাবুকে বুঝান। পুলিসের যাবতীয় লোক ঠকচাচাকে দেখিতে লাগিল। অনেকের বাপ পিতামহ চোর ছেঁচড় হইলেও তাহাদিগের সন্তানসন্ততিরা দুর্বল স্বভাব হেতু বোধ করে যে তাঁহারা অসাধারণ ও বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন, এজন্য অন্যের নিকট আপন পরিচয় দিতে হইলে একেবারেই বলিয়া বসে আমি অমুকের পুত্র—অমুকের নাতি। ঠকচাচার নিকট যে আলাপ করিতে আসিতেছে, তাহাকে অমনি বলিতেছেন—মুই আবদর রহমন গুলমহামদের লেড়খা ও আমপক্‌২ গোলামহোসেনের পোতা। একজন ঠোঁটকাটা সরকার উত্তর করিল—আরে তুমি কাজকর্ম কি কর তাই বল—তোমার বাপ পিতামহের নাম নেড়ে

পাড়ার দুই এক বেটা শোরখেকো জান্তে পারে—কলিকাতা শহরে কে জানবে? তারা কি সইসগিরি কর্ম করিত? এই কথা শুনিয়া ঠকচাচা দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিলেন—কি বল্‌ব এ পুলিস, দুসরা জেগা হলে তোর উপরে লেফিয়ে পড়ে কেমড়ে ধরতুম। এই বলিয়া বাবুরাম বাবুর হাত ধরিয়া দাঁড়াইলেন ও সরকারকে পাকতঃ দেখাইলেন যে আমার কত হুরমত—কত ইজ্জত।

ইতিমধ্যে পুলিসের সিঁড়ির নিকট একটা গোল উঠিল, একখানা গাড়ি গড়২ করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল—গাড়ির দ্বার খুলিবামাত্র একজন জীর্ণ শীর্ণ প্রাচীন সাহেব নামিলেন—সারজনেরা অমনি টুপি খুলিয়া কুর্নিস করিতে লাগিল ও সকলেই বলিয়া উঠিল—ব্লাকিয়র সাহেব আসছেন। সাহেব বেঞ্চের উপর বসিয়া কয়েকটা মারপিটের মকদ্দমা ফয়সালা করিলেন পরে মতিলালের মকদ্দমা ডাক হইল। একদিকে কালে খাঁ ও ফতে খাঁ ফৈরাদি দাঁড়াইল আর একদিকে বৈদ্যবাটীর বাবুরাম বাবু, বালীর বেণীবাবু, বটতলার বক্রেশ্বর বাবু, বৌবাজারের বেচারাম বাবু, বাহির সিমলার বাঞ্ছারাম বাবু ও বৈঠকখানার বটলর সাহেব দাঁড়াইলেন। বাবুরাম বাবুর গায়ে জোড়া, মাথায় খিড়কিদার পাগড়ি, নাকে তিলক, তার উপরে এক হোমের ফোঁটা—দুই হাত জোড় করিয়া কাঁদো২ ভাবে সাহেবের প্রতি দেখিতে লাগিলেন—মনে করিতেছেন যে চক্ষের জল দেখিলে অবশ্যই সাহেবের দয়া উদয় হইবে। মতিলাল, হলধর, গদাধর ও অন্যান্য আসামীরা সাহেবের সম্মুখে আনীত হইল। মতিলাল লজ্জায় ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল, তাহার অনাহারে শুষ্ক বদন দেখিয়া বাবুরাম বাবুর হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। ফৈরাদিরা এজেহার করিল যে আসামীরা কুস্থানে যাইয়া জুয়া খেলিত, তাহাদিগকে ধরাতে বড় মারপিট করিয়া ছিনিয়ে পালায়—মারপিটের দাগ গায়ের কাপড় খুলিয়া দেখাইল। বটলর সাহেব ফৈরাদির ও ফৈরাদির সাক্ষির উপর অনেক জেরা করিয়া মতিলালের সংক্রান্ত এজেহার কতক কাঁচিয়া ফেলিলেন। এমত কাঁচান আশ্চর্য নহে, কারণ একে উকিলী ফন্দি, তাতে পূর্বে গড়াপেটা হইয়াছিল—টাকাতে কি না হইতে পারে? "কড়িতে বুড়ার বিয়ে হয়।" পরে বটলার সাহেব আপন সাক্ষিসকলকে তুলিলেন। তাহারা বলিল মারপিটের দিনে মতিলাল বৈদ্যবাটীর বাটিতে ছিল কিন্তু ব্লাকিয়র সাহেবের খুচনিতে এক২ বার ঘাবড়িয়া যাইতে লাগিল। ঠকচাচা দেখিলেন গতিক বড় ভাল নয়—পা পিছলে যাইতে পারে—মকদ্দমা করিতে গেলে প্রায় লোকের দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞান থাকে না—সত্যের সহিত ফারখতাখতি করিয়া আদালতে ঢুক্‌তে হয়—কি প্রকারে জয়ী হইব্‌ তাহাতেই কেবল একিদা থাকে এই কারণে তিনি সম্মুখে

আসিয়া স্বয়ং সাক্ষ্য দিলেন অমুক দিবস অমুক তারিখে অমুক সময়ে তিনি মতিলালকে বৈদ্যবাটীর বাটীতে ফার্সি পড়াইতেছিলেন। মেজিষ্ট্রেট অনেক সওয়াল করিলেন কিন্তু ঠকচাচা হেল্‌বার দোল্‌বার পাত্র নয়—মামলায় বড় টঙ্ক, আপনার আসল কথা কোন রকমেই কমপোক্ত হইল না। অমনি বটলর সাহেব বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। পরে ম্যাজিষ্ট্রেট ক্ষণেক কাল ভাবিয়া হুকুম দিলেন মতিলাল খালাস ও অন্যান্য আসামীর এক২ মাস মিয়াদ এবং ত্রিশ২ টাকা জরিমানা। হুকুম হইবামাত্রে হরিবোলের শব্দ উঠিল ও বাবুরাম বাবু চীৎকার করিয়া বলিলেন—ধর্মাবতার! বিচার সূক্ষ্ম হইল, আপনি শীঘ্র গবর্ণর হউন।

পুলিসের উঠানে সকলে আসিলে হলধর ও গদাধর প্রেমনারায়ণ মজুমদারকে দেখিয়া তাহার খেপানের গান তাহার কাণে২ গাইতে লাগিল—"প্রেমনারায়ণ মজুমদার কলা খাও, কর্ম কাজ নাই কিছু বাড়ী চলে যাও। হেন করি অনুমান তুমি হও হনুমান, সমুদ্রের তীরে গিয়া স্বচ্ছন্দে লাফাও।" প্রেমনারায়ণ বলিল—বটে রে বিট্‌লেরা—বেহায়ার বালাই দূর—তোরা জেলে যাচ্ছিস্ তবুও দুষ্টুমি করিতে ক্ষান্ত নহিস্—এই বল্‌তে২ তাহাদিগকে জেলে লইয়া গেল। বেণীবাবু ধর্মভীত লোক—ধর্মের পরাজয় অধর্মের জয় দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন—ঠকচাচা দাড়ি নেড়ে হাসিতে২ দম্ভ করিয়া বলিলেন—কেমন গো এখন কেতাবি বাবু কি বলেন এনার মসলতে কাম কর্‌লে মোদের দফা রফা হইত। বাঞ্ছারাম তেড়ে আসিয়া ডান হাত নেড়ে বলিলেন—এ কি ছেলের হাতের পিটে? বক্রেশ্বর বললেন—সে তো ছেলে নয় পরেশ পাথর। বেচারাম বাবু বলিলেন—দূঁর২! এমন অধর্মও করিতে চাই না—মকদ্দমা জিতও চাই না—দূঁর২! এই বলিয়া বেণীবাবুর হাত ধরিয়া ঠিকরে বেরিয়ে গেলেন।

বাবুরাম বাবু কালীঘাটে পূজা দিয়া নৌকায় উঠিলেন। বাঙ্গালিরা জাতের গুমর সর্বদা করিয়া থাকেন, কিন্তু কর্ম পড়িলে যবনও বাপের ঠাকুর হইয়া উঠে! বাবুরাম বাবু ঠকচাচাকে সাক্ষাৎ ভীষ্মদেব বোধ করিলেন ও তাহার গলায় হাত দিয়া মকদ্দমা জিতের কথাবার্তায় মগ্ন হইলেন—কোথায় বা পান পানীর আয়েব—কোথায় বা আহ্নিক—কোথায় বা সন্ধ্যা? সবই ঘুরে গেল। এক এক বার বলা হচ্ছে বটলর সাহেব ও বাঞ্ছারাম বাবুর তুল্য লোক নাই—এক২ বার বলা হচ্ছে বেচারাম ও বেণীর মত বোকা আর দেখা যায় না। মতিলাল এদিক্ ওদিক্ দেখ্‌ছে—এক২ বার গলুয়ে দাঁড়াচ্ছে—এক২ বার দাঁড় ধরে টান্‌ছে—এক২ বার ছত্‌রির উপর বসছে—এক২ বার হাইল ধরে ঝিঁকে মার্‌ছে। বাবুরাম বাবু মধ্যে২ বল্‌তেছেন—মতিলাল বাবা ও কি? স্থির হয়ে বসো।

কাশীজোড়ার শঙ্করে মালী তামাক সাজ্‌ছে—বাবুর আহ্লাদ দেখে তাহারও মনে স্ফূর্তি হইয়াছে—জিজ্ঞাসা করছে—বাও মোশাই! এবাড় কি পূজাড় সময় বাকুলে বাওলাচ হবে? এটা কি তুড়ার কড়? সাড়ারা কত কড় করেছে?
প্রায় একভাবে কিছুই যায় না—যেমন মনেতে রাগ চাপা থাকিলে একবার না একবার অবশ্যই প্রকাশ পায় তেমনি বড় গ্রীষ্ম ও বাতাস বন্ধ হইলে প্রায় ঝড় হইয়া থাকে। সূর্য অস্ত যাইতেছে—সন্ধ্যার আগমন—দেখিতে২ পশ্চিমে একটা কাল মেঘ উঠিল—দুই এক লহমার মধ্যেই চারি দিগে ঘুটঘুটে অন্ধকার হইয়া আসিল—হু-হু করিয়া ঝড় বহিতে লাগিল—কোলের মানুষ দেখা যায় না—সামাল্‌২ ডাক পড়ে গেল। মধ্যে২ বিদ্যুৎ চম্‌কিতে আরম্ভ হইল ও মুহুর্মুহু২ বজ্রের ঝঞ্চন কড়মড় হড়মড় শব্দে সকলের ত্রাস হইতে লাগিল—বৃষ্টির ঝর২ তড়তড়িতে কার্ সাধ্য বাহিরে দাঁড়ায়। ঢেউগুলা এক২ বার বেগে উচ্চ হইয়া উঠে আবার নৌকার উপর ধপাস্‌২ করিয়া পড়ে। অল্প ক্ষণের মধ্যে দুই তিনখানা নৌকা মারা গেল। ইহা দেখিয়া অন্য নৌকার মাজিরা কিনারায় ভিড়্‌তে চেষ্টা করিল কিন্তু বাতাসের জোরে অন্য দিগে গিয়া পড়িল। ঠকচাচার বকুনি বন্ধ—দেখিয়া শুনিয়া জ্ঞানশূন্য—তখন এক২বার মালা লইয়া তস্‌বি পড়েন—তখন আপনার মহম্মদ আলি ও সত্যপিরের নাম লইতে লাগিলেন। বাবুরাম বাবু অতিশয় ব্যাকুল হইলেন, দুষ্কর্মের সাজা এইখানেই আরম্ভ হয়। দুষ্কর্ম করিলে কাহার মন সুস্থির থাকে? অন্যের কাছে চাতুরীর দ্বারা দুষ্কর্ম ঢাকা হইতে পারে বটে কিন্তু কোন কর্মই মনের অগোচর থাকে না। পাপী টের পান যেন তাঁহার মনে কেহ ছুঁচ বিঁধ্‌ছে—সর্বদাই আতঙ্ক—সর্বদাই ভয়—সর্বদাই অসুখ—মধ্যে২ যে হাসিটুকু হাসেন সে কেবল দেঁতোর হাসি। বাবুরাম বাবু ত্রাসে কাঁদিতে লাগিলেন ও বলিলেন—ঠকচাচা কি হইবে! দেখিতে পাই অপঘাত মৃত্যু হইল—বুঝি আমাদিগের পাপের এই দণ্ড। হায়২ ছেলেকে খালাস করিয়া আনিলাম, ইহাকে গৃহিণীর নিকট নিয়ে যাইতে পারিলাম না—যদি মরি তো গৃহিণীও শোকে মরিয়া যাইবেন—এখন আমার বেণী ভায়ার কথা স্মরণ হয়—বোধ হয় ধর্মপথে থাকিলে ভাল ছিল। ঠকচাচারও ভয় হইয়াছে কিন্তু তিনি পুরাণ পাপী—মুখে বড় দড়—বলিলেন ডর কেন কর বাবু? লা ডুবি হইলে মুই তোমাকে কাঁদে করে সেতরে লিয়ে যাব—আফদ তো মরদের হয়। ঝড় ক্রমে২ বাড়িয়া উঠিল—নৌকা টল্‌মল্ করিয়া ডুবুডুবু হইল, সকলেই আঁকু পাঁকু ও ত্রাহি২ করিতে লাগিল—ঠকচাচা মনে২ কহেন "চাচা আপনা বাঁচা"!

৮ উকিল বটলর সাহেবের আফিস—বৈদ্যবাটীর বাটীতে কর্তার
জন্য ভাবনা, বাঞ্ছারাম বাবুর তথায় গমন ও বিষাদ,
বাবুরাম বাবুর সংবাদ ও আগমন।

বটলর সাহেব আফিসে আসিয়াছেন। বর্তমান মাসে কত কর্ম হইল উল্টে পাল্টে দেখিতেছেন, নিকটে একটা কুকুর শুয়ে আছে, সাহেব এক২ বার সিস্ দিতেছেন—এক২ বার নাকে নস্য গুঁজে হাতের আঙ্গুল চট্‌কাতেছেন—এক২ বার কেতাবের উপর নজর করিতেছেন—এক২ বার দুই পা ফাঁক করিয়া দাঁড়াইতেছেন—এক২ বার ভাবিতেছেন আদালতের কয়েক আফিসে খরচার দরুন অনেক টাকা দিতে হইবেক—টাকার জোট্‌পাট্ কিছুই হয় নাই অথচ টারম্ খোল্‌বার আগে টাকা দাখিল না করিলে কর্ম বন্ধ হয়—ইতিমধ্যে হৌয়র্ড উকিলের সরকার আসিয়া তাঁহার হাতে দুইখানা কাগজ দিল। কাগজ পাইবামাত্রে সাহেবের মুখ আহ্লাদে চক্‌চক্ করিতে লাগিল, অমনি বলিতেছেন—বেন্‌শারাম! জল্‌দি হিঁয়া আও। বাঞ্ছারাম বাবু চৌকির উপর চাদরখানা ফেলিয়া কাণে একটা কলম গুঁজিয়া শীঘ্র উপস্থিত হইলেন।

বটলর। বেনশারাম! হাম বড়া খোশ হুয়া! বাবুরামকা উপর দো নালিশ হুয়া—এক ইজেক্টমেণ্ট আর এক একুটি, হামকো নটিস ও স্থপিনা হৌয়র্ড্ সাহেব আবি ভেজ দিয়া।

বাঞ্ছারাম শুনিবামাত্রে বগল বাজিয়ে উঠিলেন ও বলিলেন—সাহেব দেখ আমি কেমন মুৎস্থদ্দি—বাবুরামকে এখানে আনাতে একা দুদে কত ক্ষীর ছেনা ননী হইবেক। ঐ দুখানা কাগজ আমাকে শীঘ্র দাও আমি স্বয়ং বৈদ্যবাটীতে যাই—অন্য লোকের কর্ম নয়। এক্ষণে অনেক দমবাজি ও ধড়িবাজির আবশ্যক। একবার গাছের উপর উঠাতে পার্‌লেই টাকার বৃষ্টি করিব, আর এখন আমাদের তপ্ত খোলা—বড় খাঁই—একটা ছোবল মেরে আলাল হিসাবে কিছু আনিতে হইবে।

বৈদ্যবাটীর বাটীতে বোধন বসিয়াছে—নহবৎ ধাঁধাঁগুড় গুড় ধাঁধাঁগুড় করিয়া বাজিতেছে। মুর্শিদাবাদি রোশনচৌকি পেঁও২ করিয়া ভোরের রাগ আলাপ করিতেছে। দালানে মতিলালের জন্য স্বস্ত্যয়ন আরম্ভ হইয়াছে। একদিগে চণ্ডীপাঠ হইতেছে—একদিগে শিবপূজার নিমিত্তে গঙ্গামৃত্তিকা ছানা হইতেছে। মধ্যস্থলে শালগ্রাম শিলা রাখিয়া তুলসী দেওয়া হইতেছে। ব্রাহ্মণেরা মাথায় হাত দিয়া ভাবিতেছে ও পরস্পর বলাবলি করিতেছে আমাদিগের দৈব ব্রাহ্মণ্য

তো নগদই প্রকাশ হইল—মতিলালের খালাস হওয়া দূরে থাকুক এক্ষণে কর্তাও তাহার সঙ্গে গেলেন। কল্য যদি নৌকায় উঠিয়া থাকেন, সে নৌকা ঝড়ে অবশ্য মারা পড়িয়াছে তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই—যা হউক, সংসারটা একেবারে গেল—এখন ছ্যাং চেংড়ার কীর্তন হইবে—ছোট বাবু কি রকম হইয়া উঠেন বলা যায় না—বোধ হয় আমাদের প্রাপ্তির দফা একেবারে উঠে গেল। ঐ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে একজন আস্তে২ বলতে লাগিলেন—ওহে তোমরা ভাবছো কেন? আমাদের প্রাপ্তি কেহ ছাড়ায় না—আমরা শাকের করাত—য়েতে কাটি আস্‌তে কাটি—যদি কর্তার পঞ্চত্ব হইয়া থাকে তবে তো একটা জাঁকাল শ্রাদ্ধ হইবে—কর্তার বয়েস হইয়াছে—মাগী টাকা লয়ে আতু২ পুতু২ করিলে দশজনে মুখে কালি চূণ দিবে। আর একজন বল্‌লেন—অহে ভাই! সে বেগুনক্ষেত ঘুচে মূলাক্ষেত হবে, আমার এমন চাই যে, বসুধারার মত ফোটা২ পড়ে—নিত্য পাই, নিত্য খাই—এক বর্ষণে কি চিরকালের তৃষ্ণা যাবে?

বাবুরাম বাবুর স্ত্রী অতি সাধ্বী। স্বামীর গমনাবধি অন্নজল ত্যাগ করিয়া অস্থির হইয়াছিলেন। বাটীর জানালা থেকে গঙ্গা দর্শন হইত—সারা রাত্রি জানালায় বসিয়া আছেন। এক২ বার যখন প্রচণ্ড বায়ু বেগে বহে, তিনি অমনি আতঙ্গে শুখাইয়া যান। এক২ বার তুফানের উপর দৃষ্টিপাত করেন কিন্তু দেখিবামাত্র হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। এক২ বার বজ্রাঘাতের শব্দ শুনেন, তাহাতে অস্থির হইয়া কাতরে পরমেশ্বরকে ডাকেন। এই প্রকারে কিছুকাল গেল—গঙ্গার উপর নৌকার গমনাগমন প্রায় বন্ধ। মধ্যে২ যখন এক টা শব্দ শুনেন অমনি উঠিয়া দেখেন। এক২ বার দূর হইতে একটা২ মিড়্‌মিড়ে আলো দেখ্‌তে পান, তাহাতে বোধ করেন ঐ আলোটা কোন নৌকার আলো হইবে—কিয়ৎক্ষণ পরেই একখানা নৌকা দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাতে মনে করেন এ নৌকা বুঝি ঘাটে আসিয়া লাগিবে—যখন নৌকা ভেড়২ করিয়া ভেড়ে না—বরাবর চলে যায়, তখন নৈরাশ্যের বেদনা শেল-স্বরূপ হইয়া হৃদয়ে লাগে। রাত্রি প্রায় শেষ হইল—ঝড় বৃষ্টি ক্রমে২ থামিয়া গেল। সৃষ্টির অস্থির অবস্থার পর স্থির অবস্থা অধিক শোভাকর হয়। আকাশে নক্ষত্র প্রকাশ হইল—চন্দ্রের আভা গঙ্গার উপর যেন নৃত্য করিতে লাগিল ও পৃথিবী এমত নিঃশব্দ হইল যে, গাছের পাতাটি নড়িলেও স্পষ্টরূপ শুনা যায়। এইরূপ দর্শনে অনেকেরই মনে নানা ভাবের উদয় হয়। গৃহিণী এক২ বার চারি দিকে দেখিতেছেন ও অধৈর্য হইয়া আপনা আপনি বলিতেছেন—জগদীশ্বর! আমি জানত কাহারো মন্দ করি নাই—কোন পাপও করি নাই—এত কালের পর আমাকে কি বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে

হইবে ? আমার ধনে কাজ নাই—গহনায় কাজ নাই—কাঙ্গালিনী হইয়া থাকি সেও ভাল—সে দুঃখে দুঃখ বোধ হইবে না কিন্তু এই ভিক্ষা দাও যেন পতি পুত্রের মুখ দেখ্‌তে২ মরিতে পারি। এইরূপ ভাবনায় গৃহিণীর মন অতিশয় ব্যাকুল হইতে লাগিল। তিনি বড় বুদ্ধিমতী ও চাপা মেয়ে ছিলেন—আপনি রোদন করিলে পাছে কন্যারা কাতর হয়, এ কারণ ধৈর্য ধরিয়া রহিলেন। শেষ রাত্রে বাটীতে প্রভাতি নহবৎ বাজিতে লাগিল। ঐ বাদ্যে সাধারণের মন আকৃষ্ট হয় সত্য কিন্তু তাপিত মনে ঐরূপ বাদ্য দুঃখের মোহানা খুলিয়া দেয়, এ কারণ বাদ্য শ্রবণে গৃহিণীর মনের তাপ যেন উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। ইতিমধ্যে এক জন জেলিয়া বৈদ্যবাটীর বাটীতে মাছ বেচতে আসিল; তাহার নিকট অনুসন্ধান করাতে সে বলিল ঝড়ের সময় বাঁশবেড়ের চড়ার নিকট একখানা নৌকা ডুবুডুবু হইয়াছিল বোধ হয় সে নৌকাখানা ডুবিয়া গিয়াছে—তাতে এক জন মোটা বাবু এক জন মোসলমান একটি ছেলেবাবু ও আর২ অনেক লোক ছিল। এই সংবাদ একেবারে যেন বজ্রাঘাত তুল্য হইল। বাটীর বাদ্যোদ্যম বন্ধ হইল ও পরিবারেরা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

অনন্তর সন্ধ্যা হয় এমন সময় বাঞ্ছারাম বাবু তড়্‌বড়্‌ করিয়া বৈদ্যবাটীর বাটীর বৈঠকখানায় উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কর্তা কোথায় ? চাকরের নিকট সংবাদ প্রাপ্ত হওয়াতে একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন—হায়২ বড় লোকটাই গেল ! অনেক ক্ষণ খেদ বিষাদ করিয়া চাকরকে বল্‌লেন এক ছিলিম তামাক আন্‌ তো। এক জন তামাক আনিয়া দিলে খাইতে২ ভাবিতেছেন—বাবুরাম বাবু তো গেলেন এক্ষণে তাঁহার সঙ্গে২ আমিও যে যাই। বড় আশা করিয়া আসিয়াছিলাম কিন্তু আশা আঁসা মাত্র হইল—বাটীতে পূজা—প্রতিমা ঠন্‌ঠনাচ্ছে—কোথ্‌থেকে কি করিব কিছুই স্থির করিতে পারি নাই। দমসম দিয়া টাকাটা হাত করিতে পারিলে অনেক কর্মে আসিত—কতক সাহেবকে দিতাম—কতক আপনি লইতাম—তারপরে এর মুণ্ড ওর ঘাড়ে দিয়া হর বর সর করিতাম। কে জানে যে আকাশ ভেঙ্গে একেবারে মাথার উপর পড়্‌বে ? বাঞ্ছারাম বাবু চাকরদিগকে দেখাইয়া লোক দেখানো একটু কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন কিন্তু সে কান্না কেবল টাকার দরুন। তাঁকে দেখিয়া স্বস্ত্যয়নি ব্রাহ্মণেরা নিকটে আসিয়া বসিলেন। গলায়দড়ে জাত প্রায় বড় ধূর্ত—অন্ত পাওয়া ভার। কেহ২ বাবুরাম বাবুর গুণ বর্ণন করতে লাগিলেন—কেহ২ বলিলেন আমরা পিতৃহীন হইলাম—কেহ২ লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া কহিলেন এখন বিলাপের সময় নয় যাতে তাঁর পরকাল ভাল হয় এমত চেষ্টা

করা কর্তব্য—তিনি তো কম লোক ছিলেন না ? বাঞ্ছারাম বাবু তামাক খাচ্চেন ও হাঁ হাঁ বল্‌ছেন—ও কথায় বড় আদর করেন না—তিনি ভাল জানেন বেল পাক্‌লে কাকের কি ? আপনি এমনি বুকভাঙ্গা হইয়া পড়িয়াছেন যে উঠে যেতে পা এগোয় না—যা শুনেন তাতেই সাটে হেঁ হুঁ করেন—আপনি কি করিবেন—কার মাথা খাবেন—কিছুই মতলব বাহির করিতে পারিতেছেন না। এক২ বার ভাবতেছেন তদ্বির না করিলে দুই একখানা ভাল বিষয় যাইতে পারে এ কথা পরিবারদিগকে জানালে এখনি টাকা বেরোয়—আবার এক২ বার মনে কর্‌তেছেন এমত টাট্‌কা শোকের সময় বল্‌লে কথা ভেসে যাবে। এইরূপ সাত পাঁচ ভাবছেন, ইতিমধ্যে দরজায় একটা গোল উঠিল—এক জন ঠিকা চাকর আসিয়া একখানা চিঠি দিল—শিরনামা বাবুরাম বাবুর হাতের লেখা কিন্তু সে ব্যক্তি সরেওয়ার কিছুই বলিতে পারিল না, বাটীর ভিতর চিঠি লইয়া যাওয়াতে গৃহিণী আস্তে ব্যস্তে খুলিয়া পড়িলেন। সে চিঠি এই—

"কাল রাত্রে ঘোর বিপদে পড়িয়াছিলাম—নৌকা আঁদিতে এগিয়ে পড়ে, মাজিরা কিছুই ঠাহর করিতে পারে নাই, এমনি ঝড়ের জোর যে নৌকা একেবারে উল্টে যায়। নৌকা ডুবিবার সময় এক২ বার বড় ত্রাস হয় ও এক২ বার তোমাকে স্মরণ করি—তুমি যেন আমার কাছে দাঁড়াইয়া বলিতেছ—বিপদ্‌ কালে ভয় করিও না—কায়মনোচিত্তে পরমেশ্বরকে ডাক—তিনি দয়াময়, তোমাকে বিপদ্‌ থেকে অবশ্যই উদ্ধার করিবেন। অমিও সেই মত করিয়াছিলাম। যখন নৌকা থেকে জলে পড়িলাম তখন দেখিলাম একটা চড়ার উপর পড়িয়াছি—সেখানে হাঁটু জল। নৌকা তুফানের তোড়ে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। সমস্ত রাত্রি চড়ার উপর থাকিয়া প্রাতঃকালে বাঁশবেড়ীয়াতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। মতিলাল অনেক ক্ষণ জলে থাকাতে পীড়িত হইয়াছিল। তাকুত করাতে আরাম হইয়াছে, বোধ করি রাত্‌তক বাটীতে পৌছিব।"

চিঠি পড়িবামাত্রে যেন অনলে জল পড়িল—গৃহিণী কিছুকাল ভাবিয়া বলিলেন এ দুঃখিনীর কি এমন কপাল হবে ? এই বলিতে২ বাবুরাম বাবু আপন পুত্র ও ঠকচাচা সহিত বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চারি দিগে মহা গোল পড়িয়া গেল। পরিবারের মন সন্তাপের মেঘে আচ্ছন্ন ছিল এক্ষণে আহ্লাদের সূর্য উদয় হইল। গৃহিণী দুই কন্যার হাত ধরিয়া স্বামী ও পুত্রের মুখ দেখিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন, মনে করিয়াছিলেন মতিলালকে অনুযোগ করিবেন—এক্ষণে সে সব ভুলিয়া গেলেন। দুইটি কন্যা ভ্রাতার হাত ধরিয়া ও পিতার চরণে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। ছোট পুত্রটি পিতাকে দেখিয়া যেন অমূল্য ধন পাইল

—অনেক ক্ষণ গলা জড়াইয়া থাকিল—কোল থেকে নামিতে চায় না। অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা দাঁড়াগোপান দিয়া মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিল। বাবুরাম বাবু মায়াতে মুগ্ধ হওয়াতে অনেকক্ষণ কথা কহিতে পারিলেন না। মতিলাল মনে২ কহিতে লাগিল। নৌকাডুবি হওয়াতে বাঁচলুম—তা না হলে মায়ের কাছে মুখ খেতে২ প্রাণ যাইত।

বাহির বাটীতে স্বস্ত্যয়নি ব্রাহ্মণেরা কর্তাকে দেখিয়া আশীর্বাদ করণানন্তর বলিলেন "নচ দৈবাৎ পরং বলং" দৈব বল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বল নাই—মহাশয় একে পুণ্যবান্ তাতে যে দৈব করা গিয়াছে আপনার কি বিপদ্ হইতে পারে? যদ্যপি তা হইত তবে আমরা অব্রাহ্মণ। এ কথায় ঠকচাচা চিড়্‌চিড়িয়া উঠিয়া বলিলেন —যদি এনাদের কেরদানিতে সব আফদ দফা হল তবে কি মোর মেহনৎ ফেল্‌তো, মুই তো তস্‌বি পড়েছি? অমনি ব্রাহ্মণেরা নরম হইয়া সামঞ্জস্য করিয়া বল্‌তে লাগিলেন—ওহে যেমন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সারথি ছিলেন তেমনি তুমি কর্তাবাবুর সারথি—তোমার বুদ্ধিবলেতেই তো সব হইয়াছে—তুমি অবতার-বিশেষ, যেখানে তুমি আছ—যেখানে আমরা আছি—সেখানে দায় দফা ছুটে পালায়। বাঞ্ছারাম বাবু মণিহারা ফণী হইয়া ছিলেন—বাবুরাম বাবুকে দেখাইবার জন্য পান্সে চক্ষে একটু২ মায়াকান্না কাঁদিতে লাগিলেন তখন তাঁহার দশ হাত ছাতি হইয়াছে—এবং দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে চার ফেলিলেই মাছ পড়িবে তিনি ব্রাহ্মণদিগের কথা শুনিয়া তেড়ে আসিয়া ডান হাত নেড়ে বল্‌তে লাগিলেন এ কি ছেলের হাতে পিটে? যদি কর্তার আপদ্ হবে তবে আমি কলিকাতায় কি ঘাস কাটি?

৯ শিশু শিক্ষা—ও সুশিক্ষা না হওয়াতে মতিলালের ক্রমে২ মন্দ হওন
ও অনেক সঙ্গী পাইয়া বাবু হইয়া উঠন এবং ভদ্র কন্যার
প্রতি অত্যাচার করণ।

ছেলে একবার বিগ্‌ড়ে উঠলে আর সুযুত হওয়া ভার। শিশুকাল অবধি যাহাতে মনে সদ্ভাব জন্মে এমত উপায় করা কর্তব্য, তাহা হইলে সেই সকল সদ্ভাব ক্রমে২ পেকে উঠতে পারে তখন কুকর্মে মন না গিয়া সৎকর্মের প্রতি ইচ্ছা প্রবল হয়, কিন্তু বাল্যকালে কুসঙ্গ অথবা অসদুপদেশ পাইলে বয়সের চঞ্চলতা হেতু সকলই উল্টে যাইবার সম্ভাবনা। অতএব যে পর্যন্ত ছেলেবুদ্ধি থাকিবে সে পর্যন্ত নানা-প্রকার সৎ অভ্যাস করান আবশ্যক। বালকদিগের এইরূপ শিক্ষা পঁচিশ বৎসর পর্যন্ত হইলে তাহাদিগের মন্দ পথে যাইবার সম্ভাবনা থাকে না। তখন

তাহাদিগের মন এমত পবিত্র হয় যে কুকর্মের উল্লেখ মাত্রেই রাগ ও ঘৃণা উপস্থিত হয়।

এতদ্দেশীয় শিশুদিগের এরূপ শিক্ষা হওয়া বড় কঠিন প্রথমতঃ ভাল শিক্ষক নাই —দ্বিতীয়তঃ ভাল বহি নাই—এমত২ বহি চাই যাহা পড়িতে মনে সদ্ভাব ও সুবিবেচনা জন্মিয়া ক্রমে২ দৃঢ়তর হয়। কিন্তু সাধারণের সংস্কার এই যে কেবল কতকগুলিন শব্দের অর্থ শিক্ষা হইলেই আসল শিক্ষা হইল। তৃতীয়তঃ কি২ উপায় দ্বারা মনের মধ্যে সদ্ভাব জন্মে তাহা অতি অল্প লোকের রোধ আছে। চতুর্থতঃ শিশুদিগের যে প্রকার সহবাস হইয়া থাকে তাহাতে তাহাদিগের সদ্ভাব জন্মান ভার। হয় তো কাহারো বাপ জুয়াচোর বা মদখোর, নয় তো কাহারো খুড়া বা জেঠা ইন্দ্রিয়দোষে আসক্ত—হয় তো কাহারো মাতা লেখাপড়া কিছুই না জানাতে আপন সন্তানাদির শিক্ষাতে কিছুমাত্র যত্ন করেন না, ও পরিবারের অন্যান্য লোক এবং চাকর দাসীর দ্বারা নানাপ্রকার কুশিক্ষা হয়, নয় তো পাড়াতে বা পাঠশালা তে যে সকল বালকের সহিত সহবাস হয় তাহাদের কুসংসর্গ ও কুকর্ম শিক্ষা হইয়া একবারে সর্বনাশোৎপত্তি হয়। যে স্থলে উপরোক্ত একটি কারণ থাকে সে স্থলে শিশুদিগের সদুপদেশের গুরুতর ব্যাঘাত—সকল কারণ একত্র হইলে ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে—সে যেমন খড়ে আগুন লাগা—যে দিক্ জ্বলে উঠে সেই দিকেই যেন কেহ ঘৃত ঢালিয়া দেয় ও অল্প সময়ের মধেই অগ্নি ছড়িয়া পড়িয়া যাহা পায় তাহাই ভস্ম করিয়া ফেলে।

অনেকেরই বোধ হইয়াছিল পুলিসের ব্যাপার নিষ্পন্ন হওয়াতে মতিলাল সুযুত হইয়া আসিবে। কিন্তু যে ছেলের মনে কিছুমাত্র সৎসংস্কার জন্মে নাই ও মান বা অপমানের ভয় নাই তাহার কোন সাজাতেই মনের মধ্যে ঘৃণা হয় না। কুমতি ও সুমতি মন থেকে উৎপন্ন হয় সুতরাং মনের সহিত তাহাদিগের সম্বন্ধ —শারীরিক আঘাত অথবা ক্লেশ হইলেও মনের গতি কিরূপে বদল হইতে পারে? যখন সারজন মতিলালকে রাস্তায় হিঁচুড়িয়া টানিয়া লইয়া গিয়াছিল তখন তাহার একটু ক্লেশ ও অপমান বোধ হইয়াছিল বটে কিন্তু সে ক্ষণিক— বেনিগারদে যাওয়াতে তাহার কিছুমাত্র ভাবনা বা ভয় বা অপমান বোধ হয় নাই। সে সমস্ত রাত্রি ও পরদিবস গান গাইয়া ও শেয়াল কুকুরের ডাক ডাকিয়া নিকটস্থ লোকদিগকে এমত জ্বালাতন করিয়াছিল যে তাহারা কাণে হাত দিয়া রাম২ ডাক ছাড়িয়া বলাবলি করিয়াছিল কয়েদ হওয়া অপেক্ষা এ ছোঁড়ার কাছে থাকা ঘোর যন্ত্রণা। পরদিবস মাজিষ্ট্রেটের নিকট দাঁড়াইবার সময় বাপকে দেখাইবার জন্ম শিশু পরামাণিকের ন্যায় একটুকু অধোবদন হইয়া ছিল কিন্তু

মনে২ কিছুতেই দৃক্‌পাত হয় নাই—জেলেই যাউক আর জিঞ্জিরেই যাউক কিছুতেই ভয় নাই।

যে সকল বালকদের ভয় নাই—ডর নাই—লজ্জা নাই—কেবল কুকর্মেতেই রত—তাহাদিগের রোগ সামান্য রোগ নহে—সে রোগ মনের রোগ। তাহার উপর প্রকৃত ঔষধ পড়িলেই ক্রমে২ উপশম হইতে পারে। কিন্তু ঐ বিষয়ে বাবুরাম বাবুর কিছুমাত্র বোধ শোধ ছিল না। তাঁহার দৃঢ় সংস্কার ছিল মতিলাল বড় ভাল ছেলে, তাহার নিন্দা শুনিলে প্রথম২ রাগ করিয়া উঠিতেন—কিন্তু অন্যান্য লোকে বলিতে ছাড়িত না, তিনিও শুনিয়ে শুনিতেন না। পরে দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার মনের মধ্যে কিঞ্চিৎ সন্দেহ জন্মিল কিন্তু পাছে অন্যের কাছে খাট হইতে হয় এজন্য মনে২ গুমরে২ থাকিতেন কাহার নিকট কিছুই ব্যক্ত করিতেন না, কেবল বাটীর দরওয়ানকে চুপ্‌চুপি বলিয়া দিলেন মতিলাল যেন দরজার বাহির না হইতে পারে। তখন রোগ প্রবল হইয়াছিল সুতরাং উপযুক্ত ঔষধ হয় নাই, কেবল আট্‌কে রাখাতে অথবা নজরবন্দি করায় কি হইতে পারে?—মন বিগ্‌ড়ে গেলে লোহার বাড় দিলেও থামে না বরং তাহাতে ধূর্তমি আরও বেড়ে উঠে।

মতিলাল প্রথম২ প্রাচীর টপ্‌কিয়া বাহিরে যাইতে লাগিল। হলধর, গদাধর, রামগোবিন্দ, দোলগোবিন্দ ও মানগোবিন্দ খালাস হইয়া বৈদ্যবাটীতে আসিয়া আড্‌ডা গাড়িল ও পাড়ার কেবলরাম, বাঞ্ছারাম, ভজকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ এবং অন্যান্য শ্রীদাম, সুবল ক্রমে২ জুটে গেল। এই সকল বালকের সহিত সহবাস হওয়াতে মতিলাল একেবারে ভয়ভাঙ্গা হইল—বাপকে পুসিদা করা ক্রমে২ ঘুচিয়া গেল। যে২ বালক বাল্যাবস্থা অবধি নির্দোষ খেলা অথবা সৎআমোদ করিতে না শিখে তাহারা ইতর আমোদেই রত হয়। ইংরাজদিগের ছেলেরা পিতামাতার উপদেশে শরীর ও মনকে ভাল রাখিবার জন্য নানা প্রকার নির্দোষ খেলা শিক্ষা করে, কেহ বা তসবির আঁকে—কাহারো বা ফুলের উপর সক হয়—কেহ বা সংগীত শিখে—কেহ বা শিকার করিতে অথবা মর্দানা কস্ত করিতে রত হয়—যাহার যেমন ইচ্ছা, সে সেই মত এইরূপ নির্দোষ ক্রীড়া করে। এতদ্দেশীয় বালকেরা যেমন দেখে তেমনি করে—তাহাদিগের সর্বদা এই ইচ্ছা যে জরি জহরত ও মুক্তা প্রবাল পরিব—মোসাহেব ও বেশ্যা লইয়া বাগানে যাইব এবং খুব ধুমধামে বাবুগিরি করিব। জাঁকজমক ও ধুমধামে থাকা যুবাকালেরই ধর্ম, কিন্তু তাহাতে পূর্বে সাবধান না হইলে এইরূপ ইচ্ছা ক্রমে২ বেড়ে উঠে ও নানা প্রকার দোষ উপস্থিত হয়—সেই সকল দোষে শরীর ও মন অবশেষে একেবারে অধঃপাতে যায়।

মতিলাল ক্রমে২ মেয়োয়া হইয়া উঠিল, এমনি ধূর্ত হইল যে পিতার চক্ষে ধূলা দিয়া নানা অভদ্র ও অসৎকর্ম করিতে লাগিল। সর্বদাই সঙ্গীদিগের সহিত বলাবলি করিত বুড়া বেটা একবার চোক বুজ্‌লেই মনের সাদে বাবুয়ানা করি। মতিলাল বাপ মার নিকট হইতে টাকা চাহিলেই টাকা দিতে হইত—বিলম্ব হইলেই তাহাদিগকে বলে বসিত—আমি গলায় দড়ি দিব অথবা বিষ খাইয়া মরিব। বাপ মা ভয় পাইয়া মনে করিতেন কপালে যাহা আছে তাই হবে এখন ছেলেটি প্রাণে বাঁচিয়া থাকিলে আমরা বাঁচি—ও আমাদিগের শিবরাত্রির শলিতা—বেঁচে থাকুক, তবু এক গণ্ডূষ জল পাব। মতিলাল ধুমধামে সর্বদাই ব্যস্ত—বাটীতে তিলার্ধ থাকে না। কখন বনভোজনে মত্ত—কখন যাত্রার দলে আকড়া দিতে আসক্ত—কখন পাঁচালির দল করিতেছে—কখন সকের দলের কবিওয়ালাদিগের সঙ্গে দেওরা২ করিয়া চেঁচাইতেছে—কখন বারওয়ারি পূজার জন্য দৌড়াদৌড়ি করিতেছে—কখন খেম্‌টার নাচ দেখিতে বসিয়া গিয়াছে—কখন অনর্থক মারপিট, দাঙ্গা হাঙ্গামে উন্মত্ত আছে। নিকটে সিদ্ধি, চরস, গাঁজা, গুলি, মদ অনবরত চলিয়াছে—গুড়ুক পালাই২ ডাক ছাড়িতেছে। বাবুরা সকলেই সর্বদা ফিট্‌ফাট্—মাথায় ঝাঁকড়া চুল—দাঁতে মিসি—সিপাই পেড়ে ঢাকাই ধুতি পরা—বুটোদার এক্‌লাই ও গাজের মেরজাই গায়—মাথায় জরির তাজ—হাতে আতরে ভূরভূরে রেসমের হাতরুমাল ও এক২ ছড়ি—পায়ে রূপার বগলসওয়ালা ইংরাজী জুতা। ভাত খাইবার অবকাশ নাই কিন্তু খাস্তার কচুরি, খাসা গোল্লা, বর্‌ফি, নিখুতি, মনোহরা ও গোলাবি খিলি সঙ্গে২ চলিয়াছে।

প্রথম২ কুমতির দমন না হইলে ক্রমে২ বেড়ে উঠে। পরে একেবারে পশুবৎ হইয়া পড়ে—ভাল মন্দ কিছুই বোধ থাকে না, আর যেমন আফিম খাইতে আরম্ভ করিলে ক্রমে২ মাত্রা অবশ্যই অধিক হইয়া উঠে তেমনি কুকর্মে রত হইলে অন্যান্য গুরুতর কুকর্ম করিবার ইচ্ছা আপনা আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়। মতিলাল ও তাহার সঙ্গী বাবুরা যে সকল আমোদে রত হইল ক্রমে তাহা অতি সামান্য আমোদ বোধ হইতে লাগিল—তাহাতে আর বিশেষ সন্তোষ হয় না, অতএব ভারি২ আমোদের উপায় দেখিতে লাগিল। সন্ধ্যার পর বাবুরা দঙ্গল বাঁধিয়া বাহির হন—হয় তো কাহারো বাড়ীতে পড়িয়া লুঠতরাজ করেন—নয় তো কাহারো কানাচে আগুন লাগাইয়া দেন—হয় তো কোন বেশ্যার বাটীতে গিয়া সোর সরাবত করিয়া তাহার কেশ ধরিয়া টানেন বা মশারি পোড়ান কিম্বা কাপড় ও গহনা চুরি করিয়া আনেন—নয় তো কোন কুলকামিনীর ধর্ম

নষ্ট করিতে চেষ্টা পান। গ্রামস্থ সকল লোক অত্যন্ত ব্যস্ত, আঙ্গুল মট্‌কাইয়া সর্বদা বলে তোরা ত্বরায় নিপাত হ।

এইরূপে কিছু কাল যায়—দুই চারি দিবস হইল বাবুরাম বাবু কোন কর্মের অনুরোধে কলিকাতায় গিয়াছেন। এক দিন সন্ধ্যার সময় বৈদ্যবাটীর নিকট দিয়া একখানা জানানা সোয়ারি যাইতেছিল। নববাবুরা ঐ সোয়ারি দেখিবা মাত্রে দৌড়ে গিয়ে চার দিক্‌ ঘেরিয়া ফেলিল ও বেহারাদিগের উপর মারপিট আরম্ভ করিল, তাহাতে বেহারারা পাল্‌কি ফেলিয়া প্রাণভয়ে অন্তরে গেল। বাবুরা পাল্‌কি খুলিয়া দেখিল একটি পরমা সুন্দরী কন্যা তাহার ভিতরে আছেন —মতিলাল তেড়ে গিয়া কন্যার হাত ধরিয়া পাল্‌কি থেকে টানিয়া বাহির করিয়া আনিল। কন্যাটি ভয়ে ঠক্২ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন—চারি দিক্‌ শূন্যাকার দেখেন ও রোদন করিতে২ মনে২ পরমেশ্বরকে ডাকেন—প্রভু! এই অবলা অনাথাকে রক্ষা কর—আমার প্রাণ যায় সেও ভাল যেন ধর্ম নষ্ট না হয়। সকলে টানাটানি করাতে কন্যাটি ভূমিতে পড়িয়া গেলেন—তবুও তাহারা হিঁচুড়ে জোরে বাটীর ভিতর লইয়া গেল। কন্যার ক্রন্দন মতিলালের মাতার কর্ণগোচর হওয়াতে তিনি আস্তে ব্যস্তে বাটীর বাহিরে আসিলেন অমনি বাবুরা চারি দিকে পলায়ন করিল। গৃহিণীকে দেখিয়া কন্যা তাঁহার পায়ে পড়িয়া কাতরে বলিলেন—মা গো! আমার ধর্ম রক্ষা কর—তুমি বড় সাধ্বী! সাধ্বী স্ত্রী না হইলে সাধ্বী স্ত্রীর বিপদ্‌ অন্যে বুঝিতে পারে না। গৃহিণী কন্যাকে উঠাইয়া আপন অঞ্চল দিয়া তাঁহার চক্ষের জল পুছিয়া দিতে লাগিলেন ও বলিলেন—মা! কেঁদো না—ভয় নাই—তোমাকে আমি বুকের উপর রাখিব, তুমি আমার পেটের সন্তান—যে স্ত্রী পতিব্রতা তাঁহার ধর্ম পরমেশ্বর রক্ষা করেন। এই বলিয়া তিনি কন্যাকে অভয় দিয়া সান্ত্বনা করণানন্তর আপনি সঙ্গে করিয়া লইয়া তাঁহার পিতৃ আলয়ে রাখিয়া আসিলেন।

১০ বৈদ্যবাটীর বাজার বর্ণন, বেচারাম বাবুর আগমন, বাবুরাম বাবুর সভায় মতিলালের বিবাহের ঘোঁট ও বিবাহ করণার্থে মণিরামপুরে যাত্রা এবং তথায় গোলযোগ।

শেওড়াপুলির নিস্তারিণীর আরতি ডেডাং ডেডাং করিয়া হইতেছে। বেচারাম বাবু ঐ দেবীর আলয় দেখিয়া পদব্রজে চলিয়াছেন। রাস্তার দোধারি দোকান—কোনখানে বন্দিপুর ও গোপালপুরের আলু স্তূপাকার রহিয়াছে—কোনখানে

মুড়ি মুড়কি ও চাল ডাল বিক্রয় হইতেছে—কোনখানে কলু ভায়া ঘানিগাছের কাছে বসিয়া ভাষা রামায়ণ পড়িতেছেন—গরু ঘুরিয়া যায় অমনি টিট্‌কারি দেন, আবার আল ফিরিয়া আইলে চীৎকার করিয়া উঠেন "ও রাম আমরা বানর রাম আমরা বানর"—কোনখানে জেলের মেয়ে মাছের ভাগা দিয়া নিকটে প্রদীপ রাখিয়া "মাছ নেবে গো২" বলিতেছে—কোনখানে কাপুড়ে মহাজন বিরাট পর্ব লইয়া বেদব্যাসের শ্রাদ্ধ করিতেছে। এই সকল দেখিতে২ বেচারাম বাবু যাইতেছেন। একাকী বেড়াতে গেলে সর্বদা যে সব কথা তোলা-পাড়া হয় সেই সকল কথাই মনে উপস্থিত হয়। তৎকালে বেচারাম বাবু সদা সংকীর্তন লইয়া আমোদ করিতেন। বসতি ছাড়াইয়া নির্জন স্থান দিয়া যাইতে২ মনোহরসাহী একটা তুক তাঁহার স্মরণ হইল। রাত্রি অন্ধকার—পথে প্রায় লোক জনের গমনাগমন নাই—কেবল দুই একখানা গরুর গাড়ি কেঁকোর কোঁকোর করিয়া ফিরিয়া যাইতেছে ও স্থানে২ এক২টা কুকুর ঘেউ২ করিতেছে! বেচারাম বাবু তুকর স্থর দেদার রকমে ভাঁজিতে লাগিলেন—তাঁহার খোনা আওয়াজ আশ পাশের দুই এক জন পাড়াগেঁয়ে মেয়েমানুষ শুনিবা মাত্র—আঁও মাঁও করিয়া উঠিল—পল্লীগ্রামের স্ত্রীলোকদিগের আজন্মকালাবধি এই সংস্কার আছে যে খোনা কথা কেবল ভূতেতেই কহিয়া থাকে। ঐ গোলযোগ শুনিয়া বেচারাম বাবু কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া দ্রুতগতি একেবারে বৈদ্যবাটীর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বাবুরাম বাবু ভারি মজলিস করিয়া বসিয়া আছেন। বালীর বেণীবাবু, বটতলার বক্রেশ্বর বাবু, বাহির সিমলার বাঞ্ছারাম বাবু ও অন্যান্য অনেকে উপস্থিত। গদির নিকট ঠকচাচা একখান চৌকির উপর বসিয়া আছেন। অনেকগুলি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শাস্ত্রালাপ করিতেছেন। কেহ২ ন্যায়শাস্ত্রের ফেঁকুড়ি ধরিয়াছেন—কেহ২ তিথিতত্ত্ব কেহ বা মলমাসতত্ত্বের কথা লইয়া তর্ক করিতে ব্যস্ত আছেন—কেহ২ দশম স্কন্ধের শ্লোক ব্যাখ্যা করিতেছেন—কেহ২ বহুব্রীহি ও দ্বন্দ্ব লইয়া মহা দ্বন্দ্ব করিতেছেন। কামাখ্যানিবাসী এক জন ঢেঁকিয়াল ফুকন কর্তার নিকট বসিয়া হুঁকা টানিতে২ বলিতেছেন—আপনি বড় বাগ্যমান পুরুষ—আপনার দুইটি লড়বড়ে ও দুইটি পেঁচা মুড়ি–এ বচ্চর একটু লেরাং ভেরাং আছে কিন্তু একটি যাগ করলে সব রাঙ্গা ফুকনের মাচাং যাইতে পারবে ও তাহার বশীবূত অবে—ইতিমধ্যে বেচারাম বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিবা মাত্র সকলেই উঠে দাঁড়াইয়া "আস্তে আজ্ঞা হউক২" বলিতে লাগিল। পুলিসের ব্যাপার অবধি বেচারাম বাবু চটিয়া রহিয়া ছিলেন কিন্তু শিষ্টাচারে ও মিষ্ট কথায়

কে না ভোলে? ঘন২ "যে আজ্ঞা মহাশয়ে" তাঁহার মন একটু নরম হইল এবং তিনি সহাস্ত বদনে বেণীবাবুর কাছে ঘেঁসে বসিলেন। বাবুরাম বাবু বলিলেন—মহাশয়ের বসাটা ভাল হইল না—গদির উপর আসিয়া বস্থন। মিল মাফিক লোক পাইলে মাণিকজোড় হয়। বাবুরাম বাবু অনেক অনুরোধ করিলেন বটে কিন্তু বেচারাম বাবু বেণীবাবুর কাছ ছাড়া হইলেন না। কিয়ৎক্ষণ অন্যান্য কথা-বার্তার পর বেচারাম বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন মতিলালের বিবাহের সম্বন্ধ কোথায় হইল? •

বাবুরাম। সম্বন্ধ অনেক আসিয়াছিল। গুপ্তিপাড়ার হরিদাস বাবু, নাকাসীপাড়ার শ্যামাচরণ বাবু, কাঁচড়াপাড়ার রামহরি বাবু, ও অন্যান্য অনেক স্থানের অনেক ব্যক্তি সম্বন্ধের কথা উপস্থিত করিয়াছিল। সে সব ত্যাগ করিয়া এক্ষণে মণিরাম-পুরের মাধব বাবুর কন্যার সহিত বিবাহ ধার্য করা গিয়াছে। মাধব বাবু যোত্রাপন্ন লোক আর আমাদিগের দশ টাকা পাওয়া থোয়া হইতে পারিবে।

বেচারাম। বেণী ভায়া! এ বিষয়ে তোমার কি মত?—কথাগুলা খুলে বল দেখি।

বেণী। বেচারাম দাদা! খুলে খেলে কথা বলা বড় দায়—বোবার শত্রু নাই আর কর্ম যখন ধার্য হইয়াছে তখন আন্দোলনে কি ফল?

বেচারাম। আরে তোমাকে বল্‌তেই হবে—আমি সব বিষয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব জানিতে চাই।

বেণী। তবে শুনুন—মণিরামপুরের মাধব বাবু দাঙ্গাবাজ লোক—ভদ্র চালচুল নাই, কেবল গরু কেটে জুতাদানি ধার্মিকতা আছে—বিবাহেতে জিনিসপত্র টাকাকড়ি দিতে পারেন কিন্তু বিবাহ দিতে গেলে কেবল কি টাকাকড়ির উপর দৃষ্টি করা কর্তব্য? অগ্রে ভদ্রঘর খোঁজা উচিত, তার পর ভাল মেয়ে খোঁজা কর্তব্য, তার পর পাওনা থোওনা হয় বড় ভাল—না হয়—নাই। কাঁচড়াপাড়ার রামহরি বাবু অতি সুমানুষ—তিনি পরিশ্রম দ্বারা যাহা উপায় করেন তাহাতেই সানন্দচিত্তে কাল যাপন করেন—পরের বিষয়ের উপর কখন চেয়েও দেখেন না—তাঁহার অবস্থা বড় ভাল নয় বটে কিন্তু তিনি আপন সন্তানাদির সদুপদেশে সর্বদা যত্নবান্ ও পরিবারেরা কি প্রকারে ভাল থাকিবে ও কিপ্রকারে তাহা-দিগের সুমতি হইবে সর্বদা কেবল এই চিন্তা করিয়া থাকেন। এমন লোকের সঙ্গে কুটুম্বিতা হইলে তো সর্বাংশে সুখজনক হইত।

বেচারাম। বাবুরাম বাবু! তুমি কাহার বুদ্ধিতে এ সম্বন্ধ করিয়াছ? টাকার লোভেই গেলে যে! তোমাকে কি বল্‌ব?—এ আমাদিগের জেতের দোষ।

বিবাহের কথা উপস্থিত হইলে লোকে অমনি বলে বসে—কেমন গো রূপর ঘড়া দেবে তো ? মুক্তর মালা দেবে তো ? আরে আবাগের বেটা কুটুম্ব ভদ্র কি অভদ্র তা আগে দেখ—মেয়ে ভাল কি মন্দ তার অন্বেষণ কর্ ?—সে সব ছোট কথা—কেবল দশ টাকা লাভ হইলেই সব হইল—দূঁর—দূঁর !

বাঞ্ছারাম। কুলও চাই—রূপও চাই—ধনও চাই ! টাকাকে একেবারে অগ্রাহ্য করিলে সংসার কিরূপে চল্‌বে ?

বক্রেশ্বর। তা বই কি—ধনের খাতির অবশ্য রাখ্‌তে হয়। নির্ধন লোকের সহিত আলাপে ফল কি ? সে আলাপে কি পেট ভরে ?

ঠকচাচা চৌকির উপর থেকে হুমড়ি খেয়ে পড়িয়া বল্‌লেন—মোর উপর এতনা টিট্‌কারি দিয়া বাত হচ্ছে কেন ? মুই তো এ সাদি কর্‌তে বলি—একটা নামজাদা লোকের বেটী না আন্‌লে আদমির কাছে বহুত সরমের বাত, মুই রাতদিন ঠেওরে২ দেখেছি যে, মণিরামপুরের মাধববাবু আচ্ছা আদমি—তেনার নামে বাগে গরুতে জল খায়—দাঙ্গা হাঙ্গামের ওক্তে লেঠেল মেংলে লেঠেল মিল্‌বে—আদালতের বেলকুল আদমি তেনার দস্তের বিচ—আপদ্ পড়্‌লে হজারো সুরতে মদত্ মিলবে। কাচড়াপাড়ার রামহরি বাবু সেকস্ত আদ্‌মি—ঘেসাট ঘোসাট করে প্যাট টালে—তেনার সাথে খেসি কামে কি ফায়দা ?

বেচারাম। বাবুরাম ! ভাল মন্ত্রী পাইয়াছ !—এমন মন্ত্রীর কথা শুন্‌লে তোমার সশরীরে স্বর্গে যাইতে হইবে—আর কিবা ছেলেই পেয়েছ !—তাহার আবার বিয়ে ? বেণী ভায়া তোমার মত কি ?

বেণী। আমার মত এই—যে পিতা প্রথমে ছেলেকে ভালরূপে শিক্ষা দিবেন ও ছেলে যাহাতে সর্ব প্রকারে সৎ হয় এমত চেষ্টা সম্যক্‌রূপে পাইবেন—ছেলের যখন বিবাহ করিবার বয়েস হইবে, তখন তিনি বিশেষরূপে সাহায্য করিবেন। অসময়ে বিবাহ দিলে ছেলের নানা প্রকার হানি করা হয়।

এই সকল কথা শুনিয়া বাবুরাম বাবু ধড়মড়িয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি বাটীর ভিতর গেলেন। গৃহিণী পাড়ার স্ত্রীলোকদের সহিত বিবাহ সংক্রান্ত কথাবার্তা কহিতেছিলেন। কর্তা নিকটে গিয়া বাহির বাটীর সকল কথা শুনাইয়া থতমত খাইয়া দাঁড়াইলেন ও বলিলেন—তবে কি মতিলালের বিবাহ কিছু দিন স্থগিত থাকিবে ? গৃহিণী উত্তর করিলেন—তুমি কেমন কথা বল—শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে ষেটের কোলে মতিলালের বয়েস ষোল বৎসর হইল—আর কি বিবাহ না দেওয়া ভাল দেখায় ? এ কথা লইয়া এখন গোলমাল করিলে লগ্ন বয়ে যাবে—কি কর্‌ছো একজন ভাল মানুষের কি জাত যাবে ?—বর লয়ে শীঘ্র যাও।

গৃহিণীর উপদেশে কর্তার মনের চাঞ্চল্য দূর হইল—বাটীর বাহিরে আসিয়া রোসনাই জ্বালিতে হুকুম দিলেন ; অমনি ঢোল, রোসন চৌকি, ইংরেজী বাজনা বাজিয়া উঠিল ও বরকে তক্তনামার উপর উঠাইয়া বাবুরাম বাবু ঠকচাচার হাত ধরিয়া আপন বন্ধু বান্ধব কুটুম্ব সজ্জন সঙ্গে লইয়া হেল্‌তে দুল্‌তে চলিলেন। ছাতের উপর থেকে গৃহিণী ছেলের মুখখানি দেখিতে লাগিলেন। অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা বলিয়া উঠিল—ও মতির মা! আহা বাছার কি রূপই বেরিয়েছে॥ বরের সব ইয়ার বক্সি চলিয়াছে, পেছনে রংমোসাল লইয়া কাহারো গা পোড়াইয়া দিতেছে, কাহারো ঘরের নিকট পটকা ছুঁড়িতেছে, কাহারো কাছে তুবড়িতে আগুন দিতেছে। গরীব দুঃখী লোকসকল দেক্‌সেক হইল কিন্তু কাহারো কিছু বলিতে সাহস হইল না।

কিয়ৎক্ষণ পরে বর মণিরামপুরে গিয়া উত্তীর্ণ হইল—বর দেখ্‌তে রাস্তার দোধারি লোক ভেঙ্গে পড়িল—স্ত্রীলোকেরা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল—ছেলেটির শ্রী আছে বটে কিন্তু নাকটি একটু টেকাল হলে ভাল হইত—কেহ বল্‌তে লাগিল রংটি কিছু ফিকে একটু মাজা হলে আরও খুল্‌তো। বিবাহ ভারি লগ্নে হবে কিন্তু রাত্রি দশটা না বাজ্‌তে২ মাধব বাবু দরওয়ান ও লণ্ঠান সঙ্গে করিয়া বরযাত্রীদিগের আগ্‌বাড়ান লইতে আইলেন—রাস্তায় বৈবাহিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়াতে প্রায় অর্ধ ঘণ্টা শিষ্টাচারেতেই গেল—ইনি বলেন মহাশয় আগে চলুন, উনি বলেন মহাশয় আগে চলুন। বালীর বেণীবাবু এগিয়া আসিয়া বলিলেন—আপনারা দুই জনের মধ্যে যিনি হউন একজন এগিয়ে পড়ুন, আর রাস্তায় দাঁড়াইয়া হিম খাইতে পারি না। এইরূপ মীমাংসা হওয়াতে সকলে কন্যাকর্তার বাটীর নিকট আসিয়া ভিতর প্রবেশ করিতে লাগিলেন ও বর যাইয়া মজলিসে বসিল। ভাট, রেও ও বারওয়ারীওয়ালা চারি দিকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল—গ্রামভাটি ও নানা প্রকার বাবের কথা উপস্থিত হইতে লাগিল—ঠকচাচা দাঁড়াইয়া রফা করিতেছেন—অনেক দম সম দেন কিন্তু ফলের দফায় নামমাত্র—রেওদিগের মধ্যে একটা সণ্ডা তেড়ে এসে বলিল এ নেড়ে বেটা কে রে? বেরো বেটা এখান থেকে—হিন্দুর কর্মে মোছলমান কেন? ঠকচাচার অমনি রাগ উপস্থিত হইল। তিনি দাড়ি নেড়ে চোখ রাঙ্গাইয়া গালি দিতে লাগিলেন। হলধর, গদাধর ও অন্যান্য নব বাবুরা একে চায় আরে পায়। তাহারা দেখিল যে প্রকার মেঘ করিয়া আসিতেছে—ঝড় হইতে পারে—অতএব কেহ ফরাস ছেঁড়ে, কেহ সেজ নেবায়—কেহ ঝাড়ে২ টক্কর লাগাইয়া দেয়—কেহ এর ওর মাথার উপর ফেলিয়া দেয়, কন্যাকর্তার তরফের দুই জন লোক এই সকল

গোলযোগ দেখিয়া দুই একটি শক্ত কথা বলাতে হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইল—মতিলাল বিবাদ দেখিয়া মনে২ ভাবে,—বুঝি আমার কপালে বিয়ে নাই হয় তো সুতা হাতে সার হইয়া বাটী ফিরিয়া যাইতে হবে।

১১ মতিলালের বিবাহ উপলক্ষে কবিতা ও আগড়পাড়ার অধ্যাপকদিগের বাদানুবাদ

আগড়পাড়ার অধ্যাপকেরা বৈকালে গাছের তলায় বিছানা করিয়া বসিয়া আছেন। কেহ২ নস্য লইতেছেন—কেহ বা তমাক্ খাইতেছেন—কেহ বা খক্২ করিয়া কাসিতেছেন—কেহ বা দুই একটি খোস গল্প ও হাসি মস্করার কথা কহিতেছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিলেন—বিদ্যারত্ন কেমন আছেন ? ব্রাহ্মণ পেটের জালায় মণিরামপুরে নিমন্ত্রণে গিয়া পা ভাঙ্গিয়া বসিয়াছে!—আহা কাল যে করে লাঠি ধরিয়া স্নান করিতে যাইতেছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া আমার দুঃখ হইল।

বিদ্যাভূষণ। বিদ্যারত্ন ভাল আছেন, চূণ হলুদ ও সেঁকতাপ দেওয়াতে বেদনা অনেক কমিয়া গিয়াছে। মণিরামপুরের নিমন্ত্রণ উপলক্ষে কবিকঙ্কণ দাদা যে কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহাতে রং আছে—বলি শুনুন।

ডিমিকি২, তাথিয়ে থিয়ে বোলে নহবত বাজে।
মাধব ভবন। দেবেন্দ্রসদন। জিনি ভুবন বিরাজে।
অদ্ভুত সভা। আলোকের আভা। ঝাড়ের প্রভা মাজে২।
চারি দিকে নানা ফুল। ছড়াছড়ি দুই কুল। বাদ্যের কুল২ ঝাঁজে।
খোপে২ গাঁদা মালা। রাঙ্গা কাপড় রূপার বালা। এতক্ষণে বিয়ের শালা সাজে।
সামেয়ানা ফর্ ফর্। তালি তাতে বহুতর। জল পড়ে ঝর্ ঝর্ হাজে।
লেঠিয়াল মজপুত। দরওয়ান রাজপুত। নিনাদ অদ্ভুত গাজে।
লুচি চিনি মনোহরা। ভাঁড়ারেতে খুব ভরা। আল্পনার ডোরা ডোরা সাজে।
ভাট বন্দি কত২। শ্লোক পড়ে শত২। ছন্দ নানামত ভাঁজে।
আগড়্পাড়া কবিবর। বিরচয়ে ওঁহিপর। ঝুপ করে এলো বর সমাজে।

হলধর গদাধর উস্থ খুস্থ করে।
ছট্ ফট্ ছট্ ফট্ করে তারা মরে।
ঠকচাচা হন কাঁচা শুনে বাজে কথা।
হলধর গদাধর খাইতেছে মাথা।

পড়াপড়্ পড়াপড়্ ফাড়িবার শব্দ।
গুপাগুপ্ গুপাগুপ্ কিলে করে জব্দ।
ঠনাঠন্ ঠনাঠন্ ঝাড়ে ঝাড়ে লাগে।
সট্‌সট্ সট্‌সট্ করে সবে ভাগে।
মতিলাল দেখে কাল বসে২ দোলে।
স্থতাসার কি আমার আছয়ে কপালে।
বক্রেশ্বর বোকেশ্বর খোসামদে পাক্কা।
চলে যান কিল খান খান গলা ধাক্কা।
বাঞ্ছারাম অবিরাম ফিকিরেতে টন্‌ক।
চড় খেয়ে আচাড় খেয়ে হইলেন বঙ্ক।
বেচারাম সব বাম দেখে যান টেরে।
দূঁর দূঁর দূঁর দূঁর বলে অনিবারে।
বেণী বাবু খান খাবু নাই গতি গঙ্গা।
হুপ্ হাপ্ গুপ্ গাপ্ বেড়ে উঠে দাঙ্গা।
বাবুরাম ধরে থাম থাম২ করে।
ঠক২ ঠক২ কেঁপে মরে ডরে।
ঠকচাচা মোরে বাচা বলে তাড়াতাড়ি।
মুসলমান বেইমান আছে মুড়ি ঝুড়ি।
যায় সরে ধীরে ধীরে মুখে কাপড় মোড়া।
সবে বলে এই বেটা যত কুয়ের গোড়া।
রেও ভাট করে সাট ধরে তাকে পড়ে।
চড়্ চড়্ চড়্ চড়্ দাড়ি তার ছেঁড়ে।
সেকের পো ওহো ওহো বলে তোবা তোবা।
জান যায় হায় হায় মাফ কর বাবা।
খুব করি হাত ধরি মোকে দাও ছেড়ে।
ভালা বুরা নেহি জান্তা জেতে মুই নেড়ে।
এ মোকামে কোই কামে আনা ঝকমারি।
হয়রান পেরেসান বেইজ্জতে মরি।
না বুজিয়া না স্থজিয়া হেন্দুদের সাতে।
এসেছি বসিয়া আছি সেরফ্ দোস্তিতে।

এ সাদিতে না থাকিতে বার বার নানা।
চাচি মোর ফুপা মোর সবে করে মানা।
না শুনিয়া না রাখিয়া তেনাদের কথা।
জান যায় দাড়ি যায় যায় মোর মাথা।

মহা ঘোর ঝাপে লাঠিয়াল সাজিছে।
কড়্ মড়্ হড়্ মড়্ করে তারা আসিছে।
সপাসপ্ লপালপ্ বেত পিঠে পড়িছে।
গেলুম্ রে মলুম্ রে বলে সবে ডাকিছে।
বরযাত্রী কন্যাযাত্রী কে কোথা ভাগিছে।
মার মার ধর ধর এই শব্দ বাড়িছে।
বর লয়্যে মাধব বাবু অন্তঃপুরে যাইছে।
সভা ভেঙ্গে ছারখার একেবার হইছে।
সবে বলে ঠক মুখে খুলে কাপড় বেড়।
দাড়ি ছেঁড় দাড়ি ছেঁড় দাড়ি ছেঁড় দাড়ি ছেঁড়।

বাবুরাম নির্নাম হইয়ে চলিল।
রেসালা দোশালা সব কোথায় রহিল।
কাপড় চোপড় ছিঁড়ে পড়ে খুলে।
বাতাসে অবশে ওড়ে দুলে দুলে।
চাদর ফাদর নাহি কিছু গায়ে।
হোঁচট মোচট খান স্বত্ন পায়ে।
চলিছে বলিছে বড় অধোমুখে।
পড়েছি ডুবেছি আমি ঘোর তুঃখে।
ক্ষুধাতে তৃষ্ণাতে মোর ছাতি ফাটে।
মিঠাই না পাই নাহি মুড়কি জোটে।
রজনি অমনি হইতেছে মোর।
বাতাস নিশ্বাস মধ্যে হল জোর।
বহে ঝড় হড়্ মড়্ চারি দিগে।
পবন শমন যেন এলো বেগে।

কি করি একাকী না লোক না জন।
নিকট বিকট হইবে মরণ।
চলিতে বলিতে মন নাহি লাগে।
বিধাতা শত্রুতা করিলে কি হবে।
না জানি গৃহিণী মোর মৃত্যু শুনে।
দুঃখেতে খেদেতে মরিবেন প্রাণে।
বিবাহ নির্বাহ হল কি না হল।
ঠ্যাঙ্গাতে লাঠিতে কিন্তু প্রাণ গেল।
সম্বন্ধ নির্বন্ধ কেন করিলাম।
মানেতে প্রাণেতে আমি মজিলাম।
আসিতে আসিতে দোকান দেখিল।
অবাধা তাগাদা যাইয়া ঢুকিল।
পার্শ্বেতে দর্মাতে শুয়ে আছে পড়ে।
অস্থির দুস্থির বুড় ঠক নেড়ে।
কেমনে এখানে বাবুরাম বলে।
একালা আমাকে ফেলিয়া আইলে।
এ কর্ম কি কর্ম সখার উচিত।
বিপদে আপদে প্রকাশে পিরিত।
ঠক কয় মহাশয় চুপ কর।
দোকানি না জানি তেনাদের চর।
পেলিয়ে যাইলে সব বাত হবে।
বাঁচিলে জানেতে মহব্বত রবে।
প্রভাতে দোঁহাতে করিল গমন।
রচিয়ে তোটকে শ্রীকবিকঙ্কণ।

তর্কবাগীশ বাবুরাম বাবুর বড় গোঁড়া, কবিতা শুনিবা মাত্রে জ্বলিয়া উঠে বলিলেন—আ মরি! কিবা কবিতা—সাক্ষাৎ সরস্বতী মূর্তিমান্—কিম্বা কালিদাস মরিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন—কবিকঙ্কণের ভারি বিদ্যা—এমন ছেলে বাঁচা ভার! পয়ারও চমৎকার! মেজের মাটি—পাথর বাটী—শীতল পাটি—নারকেল কাটি! ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইয়া বড়মানুষের সর্বদা প্রশংসা করিবে—গ্লানি করা তো ভদ্র কর্ম নয়—এই বলিয়া তিনি রাগ করিয়া সে স্থান হইতে

উঠিয়া চলিয়া যান। সকলে হাঁ—হাঁ—দাঁড়ান গো—থামুন গো বলিয়া তাঁহাকে জোর করিয়া বসাইলেন।

অন্য আর এক জন অধ্যাপক ও কথা চাপা দিয়া অন্যান্য কথা ফেলিয়া সলিয়ে কলিয়ে বাবুরাম বাবু ও মাধব বাবুর তারিফ করিতে আরম্ভ করিলেন। বামুনে বুদ্ধি প্রায় বড় মোটা—সকল সময়ে সব কথা তলিয়া বুঝিতে পারে না—ন্যায়শাস্ত্রের ফেঁকৃড়ি পড়িয়া কেবল ন্যায়শাস্ত্রীয় বুদ্ধি হয়—সাংসারিক বুদ্ধির চালনা হয় না। তর্কবাগীশ অমনি গলিয়া গিয়া উপস্থিত কথায় আমোদ করিতে লাগিলেন।

১২ বেচারাম বাবুর নিকট বেণীবাবুর গমন, মতিলালের ভ্রাতা
রামলালের উত্তম চরিত্র হওনের কারণ, বরদাপ্রসাদ বাবুর
প্রসঙ্গ—মন শোধনের উপায়।

বৌবাজারের বেচারাম বাবু বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। নিকটে দুই এক জন লোক কীর্তন অঙ্গ গাইতেছে। বাবু গোষ্ঠ, দান, মান, মাথুর, খণ্ডিতা, উৎকণ্ঠিতা, কলহান্তরিতা ক্রমে২ ফরমাইস করিতেছেন। কীর্তনিয়ারা মনোহরসায়ী রেনিটি ও নানা প্রকার সুরে কীর্তন করিতেছে, সে সকল শুনিয়া কেহ২ দশা পাইয়া একেবারে গড়াগড়ি দিতেছে। বেচারাম বাবু চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন এমত সময়ে বালীর বেণীবাবু গিয়া উপস্থিত হইলেন।

বেচারাম বাবু অমনি কীর্তন বন্ধ করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আরে কও বেণীভায়া! বেঁচে আছ কি? বাবুরাম নেকড়ার আগুন—ছেড়েও ছাড়ে না অথচ আমরা তাঁহার যে কর্মে যাই সেই কর্মে লণ্ডভণ্ড হইয়া আসিতে হয়। মণিরামপুরের ব্যাপারেতে ভাল আক্কেল পাইয়াছি—কথাই আছে যে হয় ঘরের শত্রু সেই যায় বরযাত্রী।

বেণী। বাবুরাম বাবুর কথা আর বল্‌বেন না—দেক্‌সেক্‌ হওয়া গিয়াছে—ইচ্ছা হয় বালীর ঘর দ্বার ছাড়িয়া প্রস্থান করি। "অপরস্বা কিং ভবিষ্যতি"—আর বা কপালে কি আছে!

বেচারাম। ভাল, বাবুরামের তো এই গতিক—আপনি যেমন—মন্ত্রী যেমন—সঙ্গীরা যেমন—পুত্র যেমন—সকল কর্ম কারখানাও তেমন। তাঁহার ছোট ছেলেটি ভাল হইতেছে এর কারণ কি? সে যে গোবর কুড়ে পদ্মফুল!

বেণী। আপনি এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।—এ কথাটি অসম্ভব বটে কিন্তু ইহার বিশেষ কারণ আছে। পূর্বে আমি বরদাপ্রসাদ বিশ্বাস বাবুর পরিচয়

দিয়াছি তাহা আপনার স্মরণ থাকিতে পারে। কিয়ৎকালাবধি ঐ মহাশয় বৈদ্যবাটীতে অবস্থিতি করিয়া আছেন। আমি মনের মধ্যে বিবেচনা করিয়া দেখিলাম বাবুরাম বাবুর কনিষ্ঠ পুত্র রামলাল যদ্যপি মতিলালের মত হয় তবে বাবুরামের বংশ ত্বরায় নির্বংশ হইবে কিন্তু ঐ ছেলেটি ভাল হইতে পারে, তাহার উত্তম সুযোগ হইয়াছে। এই সকল বিবেচনা করিয়া রামলালকে সঙ্গে করিয়া উক্ত বিশ্বাস বাবুর নিকট গিয়াছিলাম। ছেলেটির সেই পর্যন্ত বিশ্বাস বাবুর প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি হওয়াতে তাঁহার নিকটেই সর্বদা পড়িয়া আছে, আপন বাটীতে বড় থাকে না, তাঁহাকে পিতার তুল্য দেখে।

বেচারাম। পূর্বে ঐ বিশ্বাস বাবুরই গুণ বর্ণনা করিয়াছিলে বটে,—যাহা হউক, একাধারে এত গুণ কখন শুনি নাই, এক্ষণে তাঁহার ভাল পদ হইয়াছে—মনে গর্ম্বি না জন্মিয়া এত নম্রতা কি প্রকারে হইল?

বেণী। যে ব্যক্তি বাল্যকালাবধি সম্পত্তি প্রাপ্ত হয় ও কখন বিপদে না পড়িয়া কেবল সম্পদেই বাড়িতে থাকে তাহার নম্রতা প্রায় হওয়া ভার—সে ব্যক্তি অন্যের মনের গতি বুঝিতে পারে না অর্থাৎ কি বা পরের প্রিয়, কি বা পরের অপ্রিয়, তাহা তাহার কিছুমাত্র বোধ হয় না, কেবল আপন সুখে সর্বদা মত্ত থাকে—আপনাকে বড় দেখে ও তাহার আত্মীয়বর্গ প্রায় তাহার সম্পদেরই খাতির করিয়া থাকে। এমত অবস্থায় মনের গর্ম্বি বড় ভয়ানক হইয়া উঠে—এমত স্থলে নম্রতা ও দয়া কখনই স্থায়ী হইতে পারে না। এই কারণে কলিকাতার বড়মানুষের ছেলেরা প্রায় ভাল হয় না। একে বাপের বিষয়, তাতে ভারি২ পদ সুতরাং সকলের প্রতি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়া বেড়ায়। চোট না খাইলে—বিপদে না পড়িলে মন স্থির হয় না। মনুষ্যের নম্রতা অগ্রেই আবশ্যক। নম্রতা না থাকিলে আপনার দোষের বিচার ও শোধন কখনই হয় না—নম্র না হইলে লোকে ধর্মে বাড়িতেও পারে না।

বেচারাম। বরদা বাবু এত ভাল কি প্রকারে হইলেন?

বেণী। বরদা বাবু বাল্যাবস্থা অবধি ক্লেশে পড়িয়াছিলেন। ক্লেশে পড়িয়া পরমেশ্বরকে অনবরত ধ্যান করিতেন—এইমত অনবরত ধ্যান করাতে তাঁহার মনে দৃঢ় সংস্কার হইয়াছে যে২ কর্ম পরমেশ্বরের প্রিয় তাহাই করা কর্তব্য। যে২ কর্ম তাঁহার অপ্রিয় তাহা প্রাণ গেলেও করা কর্তব্য নহে। ঐ সংস্কার অনুসারে তিনি চলিয়া থাকেন।

বেচারাম। পরমেশ্বরের প্রিয় অপ্রিয় কর্ম তিনি কি প্রকারে স্থির করিয়াছেন।

বেণী। ঐ বিষয়ে জ্ঞান প্রাপ্ত হইবার দুই উপায় আছে। প্রথমতঃ মনঃ সংযম

করিতে হয়। মনের সংযম নিমিত্ত স্থির হইয়া ধ্যান ও মনের সদ্ভাব বৃদ্ধি করা আবশ্যক। স্থিরতর চিত্তে ধ্যানের দ্বারা মনকে উল্টে পাল্টে দেখ্‌তে২ হিতাহিত বিবেচনা শক্তির চালনা হইতে থাকে, ঐ শক্তি যেমন প্রবল হইয়া উঠে তেমনি লোকে ঈশ্বরের অপ্রিয় কর্মে বিরক্ত হইয়া প্রিয় কর্মেতে রত হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ সাধুলোকে যাহা লিখিয়াছেন তাহা পাঠ ও আন্দোলন করিলে ঐ শক্তি ক্রমশঃ অভ্যাস হয়। বরদা বাবু আপনাকে ভাল করিবার জন্য কোন অংশে কসুর করেন নাই। অদ্যাবধি তিনি সাধারণ লোকের ন্যায় কেবল হো হো করিয়া বেড়ান না। প্রাতঃকালে উঠিয়া নিয়ত পরমেশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকেন—তৎকালীন তাঁহার মনে যে ভাব উদয় হয় তাহা তাঁহার নয়নের জল দ্বারাই প্রকাশ পায়। তাহার পরে তিনি আপনি কি মন্দ ও কি ভাল কর্ম করিয়াছেন তাহা সুস্থির হইয়া উল্টে পাল্টে দেখেন—তিনি আপন গুণ কখনই গ্রহণ করেন না—কোন অংশে কিঞ্চিন্মাত্র দোষ দেখিলেই অতিশয় সন্তাপিত হন কিন্তু অন্যের গুণ শ্রবণে আমোদ করেন, দোষ জানিতে পারিলে ভ্রাতৃভাবে কেবল কিছু দুঃখ প্রকাশ করেন। এইরূপ অভ্যাসের দ্বারা তাঁহার চিত্ত নির্মল ও শান্ত হইয়াছে। যে ব্যক্তি মনকে এরূপ সংযত করে সে যে ধর্মতে বাড়িবে তাহাতে আশ্চর্য কি?

বেচারাম। বেণী ভায়া! বরদা বাবুর কথা শুনিয়া কর্ণ জুড়াইল, এমত লোকের সহিত একবার দেখা করিতে হইবে, দিবসে তিনি কি করিয়া থাকেন?

বেণীবাবু। তিনি দিবসে বিষয় কর্ম করিয়া থাকেন বটে কিন্তু অন্যান্য লোকের মত নহেন। অনেকেই বিষয় কর্মে প্রবৃত্ত হইয়া কেবল পদ ও অর্থের বিষয় ভাবেন, কিন্তু তিনি তাহা বড় ভাবেন না। তাঁহার ভাল জানা আছে যে পদ ও অর্থ জলবিম্বের ন্যায়—দেখিতে ভাল—শুনিতে ভাল—কিন্তু মরিলে সঙ্গে যায় না বরং সাবধানপূর্বক না চলিলে ঐ উভয় দ্বারা কুমতি জন্মিয়া থাকে, তাঁহার বিষয় কর্ম করিবার প্রধান তাৎপর্য এই যে তদ্দ্বারা আপন কর্মের চালনা ও পরীক্ষা করিবেন। বিষয় কর্ম করিতে গেলে লোভ, রাগ, হিংসা, অবিচার ইত্যাদি প্রবল হইয়া উঠে ও ঐ সকল রিপুর দাপটে অনেকেই মারা যায়। তাহাতে যে সামলিয়া যায় সেই প্রকৃত ধার্মিক। ধর্ম মুখে বলা সহজ কিন্তু কর্মের দ্বারা না দেখাইলে মুখে বলা শুধু ভণ্ডামি। বরদা বাবু সর্বদা বলিয়া থাকেন সংসার পাঠশালার স্বরূপ, বিষয় কর্মের দ্বারা মনের সদভ্যাস হইলে ধর্ম অটুট হয়।

বেচারাম। তবে কি বরদা বাবু অর্থকে অগ্রাহ্য করেন?

বেণী। না না—অর্থকে হেয় বোধ করেন না—কিন্তু তাঁহার বিবেচনাতে ধর্ম

অগ্রে—অর্থ তাহার পর, অর্থাৎ ধর্মকে বজায় রাখিয়া অর্থ উপার্জন করিতে হইবেক।

বেচারাম। বরদা বাবু রাত্রে বাটীতে কি করেন?

বেণী। সন্ধ্যার পর পরিবারের সহিত সদালাপ ও পড়াশুনা করিয়া থাকেন। তাঁহার সচ্চরিত্র দেখিয়া পরিবারেরা সকলে তাঁহার মত হইতে চেষ্টা করে, পরিবারের প্রতি তাঁহার এমত স্নেহ যে স্ত্রী মনে করেন এমন স্বামী যেন জন্মে২ পাই, সন্তানেরা তাঁহাকে এক দণ্ড না দেখিলে ছট্‌ফট্ করে। বরদা বাবুর পুত্রগুলি যেমন ভাল, কন্যাগুলিও তেমনি ভাল। অনেকের বাটীতে ভায়ে বোনে সর্বদা কচকচি, কলহ করিয়া থাকে। বরদা বাবুর সন্তানেরা কেহ কাহাকেও উচ্চ কথা কহে না, কি লেখার সময়, কি পড়ার সময়, কি খাবার সময়, সকল সময়েই তাহারা পরস্পর স্নেহপূর্বক কথাবার্তা কহিয়া থাকে—বাপ মা ভাল না হইলে সন্তান ভাল হয় না।

বেচারাম। আমি শুনিয়াছি বরদা বাবু সর্বদা পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়ান।

বেণী। একথা সত্য বটে—তিনি অন্যের ক্লেশ, বিপদ অথবা পীড়া শুনিলে বাটীতে স্থির হইয়া থাকিতে পারেন না। নিকটস্থ অনেক লোকের নানা প্রকারে উপকার করিয়া থাকেন কিন্তু ঐ কথা ঘুণাক্ষরে কাহাকেও বলেন না ও অন্যের উপকার করিলে আপনাকে উপকৃত বোধ করেন।

বেচারাম। বেণী ভায়া! এমন প্রকার লোক চক্ষে দেখা দূরে থাকুক কোন কালে কখন কাণেও শুনি নাই—এমত লোকের নিকটে বুড়া থাকিলেও ভাল হয়—ছেলে তো ভাল হবেই। আহা! বাবুরামের ছোট ছেলেটি ভাল হইলেই বড় সুখজনক হইবে।

১৩ বরদাপ্রসাদ বাবুর উপদেশ দেওন—তাঁহার বিজ্ঞতা ও ধর্মনিষ্ঠা এবং সুশিক্ষার প্রণালী। তাঁহার নিকট রামলালের উপদেশ, তজ্জন্য তাঁহার পিতার ভাবনা ও ঠকচাচার সহিত পরামর্শ। রামলালের গুণ বিষয়ে মনান্তর ও তাঁহার বড় ভগিনীর পীড়া ও বিয়োগ

বরদাপ্রসাদ বাবুর বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে বিজাতীয় বিচক্ষণতা ছিল। তিনি মানব স্বভাব ভাল জানিতেন। মনের কি২ শক্তি কি২ ভাব এবং কি২ প্রকারে ঐ সকল শক্তি ও ভাবের চালনা হইলে মনুষ্য বুদ্ধিমান্ ও ধার্মিক হইতে পারে তদ্বিষয়ে তাঁহার বিশেষ বিজ্ঞতা ছিল। শিক্ষকের কর্মটি বড় সহজ নহে। অনেকে

যৎকিঞ্চিৎ ফুলতোলা রকম শিখিয়া অন্য কর্ম কাজ না জুটিলে শিক্ষক হইয়া বসেন—এমত সকল লোকের দ্বারা ভাল শিক্ষা হইতে পারে না। প্রকৃত শিক্ষক হইতে গেলে মনের গতি ও ভাব সকলকে ভালরূপে জানিতে হয় এবং কি প্রকারে শিক্ষা দিলে কর্মে আসিতে পারে তাহা স্থির হইয়া দেখিতে হয় ও শুনিতে হয় ও শিখিতে হয়। এ সকল না করিয়া তাড়াহুড়া রকমে শিক্ষা দিলে কেবল পাথরে কোপ মারা হয়—এক শত বার কোদাল পাড়িলেও এক মুটা মাটি কাটা হয় না, বরদাপ্রসাদ বাবু বহুদর্শী ছিলেন—অনেক কালাবধি শিক্ষার বিষয়ে মনোযোগী থাকাতে শিক্ষা দেওনের প্রণালী ভাল জানিতেন, তিনি যে প্রকারে শিক্ষা করাইতেন তাহাতে সার শিক্ষা হইত। এক্ষণে সরকারী বিদ্যালয়ে যে প্রকার শিক্ষা হয় তাহাতে শিক্ষার আসল অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় না কারণ মনের শক্তি ও মনের ভাবাদির সুন্দররূপ চালনা হয় না। ছাত্রেরা কেবল মুখস্থ করিতে শিখে তাহাতে কেবল স্মরণশক্তি জাগরিত হয়—বিবেচনা-শক্তি প্রায় নিদ্রিত থাকে, মনের ভাবাদির চালনার তো কথাই নাই। শিক্ষার প্রধান তাৎপর্য এই যে ছাত্রদিগের বয়ঃক্রম অনুসারে মনের শক্তি ও ভাব সকল সমানরূপে চালিত হইবেক। এক শক্তির অধিক চালনা ও অন্য শক্তির অল্প চালনা করা কর্তব্য হয় না। যেমন শরীরের সকল অঙ্গকে মজবুত করিলে শরীরটি নিরেট হয় তেমনি মনের সকল শক্তিকে সমানরূপে চালনা করিলে আসল বুদ্ধি হয়। মনের সদ্ভাবাদিরও চালনা সমানরূপে করা আবশ্যক। একটি সদ্ভাবের চালনা করিলেই সকল সদ্ভাবের চালনা হয় না। সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মিলেও দয়ার লেশ না থাকিতে পারে—দয়ার ভাগ অধিক থাকিয়া দেনা পাওনা বিষয়ে কাণ্ডজ্ঞান না থাকা অসম্ভব নহে—দেনা পাওনা বিষয়ে থারা থাকিয়াও পিতা মাতা এবং স্ত্রী পুত্রের উপর অযত্ন ও নিস্নেহ হইবার সম্ভাবনা—পিতা মাতা ও স্ত্রী পুত্রের প্রতি স্নেহ থাকিতে পারে অথচ সরলতা কিছুমাত্র না থাকা অসম্ভব নহে। ফলেও বরদাপ্রসাদ বাবু ভাল জানিতেন যে মনের ভাবাদির চালনার মূল পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি—ঐ ভক্তির যেমন বৃদ্ধি হইবে তেমনি মনের সকল ভাবের চালনা হইতে থাকিবে, তাহা না হইলে ঐ কর্মটি জলের উপরে আঁক কাটার প্রায় হইয়া পড়ে।

রামলাল ভাগ্যক্রমে বরদাবাবুর শিষ্য হইয়াছিল। রামলালের মনের সকল শক্তি ও ভাবের চালনা সুন্দররূপে হইতে লাগিল। মনের ভাবের চালনা সৎ লোকের সহবাসে যেমন হয়, তেমন শিক্ষাদ্বারা হয় না। যেমন কলমের দ্বারা জাম গাছের ডাল আঁব গাছের ডাল হয়, তেমনি সহবাসের দ্বারা এক

রকম মন অন্য আর এক রকম হইয়া পড়ে। সৎ মনের এমন মাহাত্ম্য যে তাহার ছায়া অধম মনের উপর পড়িলে, অধম রূপ ক্রমে২ সেই ছায়ার স্বরূপ হইয়া বসে।

বরদাবাবুর সহবাসে রামলালের মনের ঢাঁচা প্রায় তাঁহার মনের মত হইয়া উঠিল। রামলাল প্রাতঃকালে উঠিয়া শরীরকে বলিষ্ঠ করিবার জন্য ফর্দা জায়গায় ভ্রমণ ও বায়ু সেবন করেন—তাঁহার দৃঢ় সংস্কার হইল যে, শরীরে জোর না হইলে মনের জোর হয় না। তাহার পরে বাটীতে আসিয়া উপাসনা ও আত্মবিচার করেন এবং যে সকল বহি পড়িলে ও যে২ লোকের সহিত আলাপ করিলে বুদ্ধি ও মনের সদ্ভাব বৃদ্ধি হয়, কেবল সেই সকল বহি পড়েন ও সেই সকল লোকের সহিত আলাপ করেন। সৎ লোকের নাম শুনিলেই তাঁহার নিকট গমনাগমন করেন—তাঁহার জাতি অথবা অবস্থার বিষয় কিছুমাত্র অনুসন্ধান করেন না। রামলালের বোধশোধ এমত পরিষ্কার হইল যে, যাহার সঙ্গে আলাপ করেন তাহার সহিত কেবল কেজো কথাই কহেন—ফাল্‌তো কথা কিছুই কহেন না, অন্য লোক ফাল্‌তো কথা কহিলে আপন বুদ্ধির জোরে কুরুনীর ন্যায় সার২ কথা বাহির করিয়া লয়েন। তিনি মনের মধ্যে সর্বদাই ভাবেন পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি, নীতিজ্ঞান ও সদ্‌বুদ্ধি যাহাতে বাড়ে তাহাই করা কর্তব্য। এই মতে চলাতে তাঁহার স্বভাব চরিত্র ও কর্ম সকল উত্তর২ প্রশংসনীয় হইতে লাগিল।

সততা কখনই ঢাকা থাকে না—পাড়ার সকল লোকে বলাবলি করে—রামলাল দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ। তাহাদিগের বিপদ্ আপদে রামলাল আগে বুক দিয়া পড়ে। কি পরিশ্রম দ্বারা, কি অর্থ দ্বারা, কি বুদ্ধির দ্বারা, যাহার যাতে উপকার হয় তাহাই করে। কি প্রাচীন, কি যুবা, কি শিশু, সকলেই রামলালের অনুগত ও আত্মীয় হইল—রামলালের নিন্দা শুনিলে তাহাদিগের কর্ণে শেল সম লাগিত —প্রশংসা শুনিলে মহা আনন্দ হইত। পাড়ার প্রাচীন স্ত্রীলোকেরা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল—আমাদিগের এমনি একটি ছেলে হলে বাছাকে কাছছাড়া হতে দিতুম না—আহা! ওর মা কত পুণ্য করেছিল যে এমন ছেলে পেয়েছে। যুবতী স্ত্রীলোকেরা রামলালের রূপ গুণ দেখিয়া শুনিয়া মনে২ কহিত, এমনি পুরুষ যেন স্বামী হয়।

রামলালের সৎ স্বভাব ও সৎ চরিত্র ক্রমে২ ঘরে বাহিরে নানা প্রকারে প্রকাশ পাইতে লাগিল, তাঁহার পরিবার মধ্যে কাহারও প্রতি কোন অংশে কর্তব্য কর্মের ত্রুটি হইত না।

রামলালের পিতা তাঁহাকে দেখিয়া এক২ বার মনে করিতেন, ছোট পুত্রটি হিন্দুয়ানি বিষয়ে আলুগা২ রকম—তিলকসেবা করে না—কোশা কোশী লইয়া পূজা করে না—হরিনামের মালাও জপে না, অথচ আপন মত অনুসারে উপাসনা করে ও কোন অধর্মে রত নহে—আমরা ঝুড়ি২ মিথ্যা কথা কহি—ছেলেটি সত্য বই অন্য কথা জানে না—বাপ মার প্রতি বিশেষ ভক্তিও আছে, অধিকন্তু আমাদিগের অনুরোধে কোন অন্যায় কর্ম করিতে কখনই স্বীকার করে না—আমার বিষয় আশয়ে অনেক জোড় আছে—সত্য মিথ্যা দুই চাই। অপর বাটীতে দোল দুর্গোৎসব ইত্যাদি ক্রিয়াকলাপ হইয়া থাকে—এ সকল কি প্রকারে রক্ষা হইবে ? মতিলাল মন্দ বটে কিন্তু সে ছেলেটির হিন্দুয়ানি আছে—বোধ হয় দোষে গুণে বড় মন্দ নয়—বয়েস কালে ভারিত্ব হইলে সব সেরে যাবে। রামলালের মাতা ও ভগিনীরা তাঁহার গুণে দিন২ আর্দ্র হইতে লাগিলেন। ঘোর অন্ধকারের পর আলোক দর্শনে যেমন আহ্লাদ জন্মে, তেমনি তাঁহাদিগের মনে আনন্দ হইল, মতিলালের অসদ্ব্যবহারে তাঁহারা ম্রিয়মাণ ছিলেন, মনে কিছুমাত্র সুখ ছিল না—লোকগঞ্জনায় অধোমুখ হইয়া থাকিতেন, এক্ষণে রামলালের সদ্‌গুণে মনে সুখ ও মুখ উজ্জ্বল হইল। দাসদাসীরা পূর্বে মতিলালের নিকট কেবল গালাগালি ও মার খাইয়া পালাই২ ডাক ছাড়িত—এক্ষণে রামলালের মিষ্ট বাক্যে ও অনুগ্রহে ভিজিয়া আপন২ কর্মে অধিক মনোযোগী হইল। মতিলাল, হলধর ও গদাধর রামলালের কাণ্ডকারখানা দেখিয়া পরস্পর বলাবলি করিত, ছোঁড়া পাগল হলো—বোধ হয় মাথার দোষ জন্মিয়াছে। কর্তাকে বলিয়া ওকে পাগ্‌লা গারদে পাঠান যাউক—এক রত্তি ছোঁড়া, দিবারাত্রি ধর্ম২ বলে—ছেলে মুখে বুড়ো কথা ভাল লাগে না। মানগোবিন্দ, রামগোবিন্দ ও দোলগোবিন্দ মধ্যে২ বলে—মতিবাবু ! তুমি কপালে পুরুষ—রামলালের গতিক ভাল নয়—ওটা ধর্ম২ করিয়া শীঘ্র নিকেশ হবে, তার পর তুমিই সমস্ত বিষয়টা লইয়া পায়ের উপর পা দিয়া নিছক মজা মার। আর ওটা যদিও বাঁচে তবু কেবল জড়ভরতের মত হবে। আ মরি ! যেমন গুরু তেমনি চেলা—পৃথিবীতে আর শিক্ষক পাইলেন না ! একটা বাঙ্গালের কাছে গুরুমন্ত্র পাইয়া সকলের নিকটে ধর্ম২ বলিয়া বেড়ান। বড় বাড়াবাড়ি করলে ওকে আর ওর গুরুকে একেবারে বিসর্জন দিব। আ মর ! টগ্‌রে ছোঁড়া বলে বেড়ায়, দাদা কুসঙ্গ ছাড়্‌লে বড় সুখের বিষয় হবে—আবার বলে দাদা বরদাবাবুর নিকট গমনাগমন করিলে ভাল হয়। বরদাবাবু—বুদ্ধির ঢেঁকি। গুণবানের জেঠা ! খবরদার, মতিবাবু, তুমি যেনু দমে পড়ে সেটার কাছে যেও না। আমরা আবার শিখ্‌ব

কি ? তার ইচ্ছা হয় তো সে আমাদের কাছে এসে শিখে যাউক। আমরা এক্ষণে রং চাই—মজা চাই—আয়েস চাই।

ঠকচাচা সর্বদাই রামলালের গুণানুবাদ শুনেন ও বসিয়া২ ভাবেন। ঠকের আঁচ সময় পাইলেই বাবুরামের বিষয়ের উপর দুই এক ছোবল মারিবেন। এ পর্যন্ত অনেক মামলা গোলমালে গিয়াছে—ছোবল মারিবার সময় হয় নাই কিন্তু চারের উপর চার দিয়া ছিপ ফেলার কসুর হয় নাই। রামলাল যে প্রকার হইয়া উঠিল তাহাতে যে মাছ পড়ে এমন বোধ হইল না—পেঁচ পড়িলেই সে পেঁচের ভিতর যাইতে বাপকে মানা করিবে। অতএব ঠকচাচা ভারি ব্যাঘাত উপস্থিত দেখিল এবং ভাবিল আশার চাঁদ বুঝি নৈরাশ্যের মেঘে ডুবে গেল, আর প্রকাশ বা না পায়। তিনি মনোমধ্যে অনেক বিবেচনা করিয়া একদিন বাবুরাম বাবুকে বলিলেন—বাবু সাহেব। তোমার ছোট লেড়্কার ভোল নেগা করে মোর বড় গমি হচ্ছে। মোর মালুম হয় ওনা দেওয়ানা হয়েছে—তেনা মোর উপর বড় খাপ্পা, দশ আদমির নজ্‌দিগে বলে মুই তোমাকে খারাব কর্‌লাম—এ বাত শুনে মোর দেলে বড় চোট লেগেছে। বাবু সাহেব ! এ বহুত বুরা বাত—এজ এসমাফিক মোরে বললে—কেল তোমাকেও শক্ত২ বল্‌তে পারে। লেড়্কা ভাল হবে—নরম হবে—বেতমিজ ও বজ্জাত হলো, এলাজ দেওয়া মোনাসেব। আর যে রবক সবক পড়ে তাতে যে জমিদারি থাকে এতনা মোর একেলে মালুম হয় না।

যে ব্যক্তির ঘটে বড় বুদ্ধি নাই সে পরের কথায় অস্থির হইয়া পড়ে। যেমন কাঁচা মাজির হাতে তুফানে নৌকা পড়িলে টল্‌মল্ করিতে থাকে—কূল কিনারা পেয়েও পায় না—সেই মত ঐ ব্যক্তি চারি দিকে অন্ধকার দেখে—ভাল মন্দ কিছুই স্থির করিতে পারে না। একে বাবুরাম বাবুর মাজা বুদ্ধি নহে তাতে ঠকচাচার কথা ব্রহ্মজ্ঞান, এই জন্ত ভেবাচেকা লেগে তিনি ভদ্রজংলার মত ফেল্‌২ করিয়া চাহিয়া রহিলেন ও ক্ষণেক কাল পরে জিজ্ঞাসা করিলেন—উপায় কি ? ঠকচাচা বলিলেন—মোশার লেড়্কা বুরা নহে বরদা বাবুই সব বদের জড়—ওনাকে তফাত করিলে লেড়্কা ভাল হবে—বাবু সাহেব ! হেন্দুর লেড়্কা হয়ে হেন্দুর মাফিক পাল পার্বণ করা মোনাসেব, আর দুনিয়াদারি করতে গেলে ভাল বুরা দুই চাই—দুনিয়া সাচ্চা নয়—মুই একা সাচ্চা হয়ে কি করবো ?

যাহার যেরূপ সংস্কার সেইমত কথা শুনিলে ঐ কথা বড় মনের মত হয়। হিন্দুয়ানি ও বিষয় রক্ষা সংক্রান্ত কথাতেই লক্ষ্য সিদ্ধ হইবে, তাহা ঠকচাচা ভাল জানিতেন ও ঐ কথাতেই কর্ম কেয়াল হইল। বাবুরাম বাবু উক্ত পরামর্শ

শুনিয়া তা বটে তো২ বলিয়া কহিলেন—যদি তোমার এই মত তো শীঘ্র কর্ম নিক্ষেপ কর—টাকাকড়ি যাহা আবশ্যক হবে আমি তাহা দিব কিন্তু কল কৌশল তোমার।

রামলালের সংক্রান্ত ঘটি ঘর্ষণা এইরূপ হইতে লাগিল। নানা মুনির নানা মত—কেহ বলে ছেলেটি এ অংশে ভাল—কেহ বলে ও অংশে ভাল নহে—কেহ বলে এই মুখ্য গুণটি না থাকাতে এক কলসী দুধে এক ফোঁটা গোবর পড়িয়াছে—কেহ বলে ছেলেটি সর্ব বিষয়ে ভ্রাবিত, এইরূপে কিছুকাল যায়—দৈবাৎ বাবুরাম বাবুর বড় কন্যার সাংঘাতিক পীড়া উপস্থিত হইল। পিতা মাতা কন্যাকে ভারি২ বৈদ্য আনাইয়া দেখাইতে লাগিলেন। মতিলাল ভগিনীকে একবারও দেখিতে আইল না।—পরম্পরায় বলিয়া বেড়াইতে লাগিল, ভদ্র লোকের ঘরে বিধবা হইয়া থাকা অপেক্ষা শীঘ্র মরা ভাল, এবং ঐ সময়ে তাহার আমোদ আহ্লাদ বাড়িয়া উঠিল—কিন্তু রামলাল আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া ভগিনীর সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন ও ভগিনীর আরোগ্যের জন্য অতিশয় চিন্তান্বিত ও যত্নবান্ হইলেন। ভগিনী পীড়া হইতে রক্ষা পাইলেন না—মৃত্যু-কালীন ছোট ভ্রাতার মস্তকে হাত দিয়া বলিলেন—রাম! যদি মরে আবার মেয়েজন্ম হয় তবে যেন তোমার মত ভাই পাই—তুমি আমার যা করেছ তাহা আমি মুখে বলিতে পারি নে—তোমার যেমন মন তেমনি পরমেশ্বর তোমাকে সুখে রাখিবেন—এই বলিতে২ ভগিনী প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

১৪ মতিলাল ও তাহার দলবল এক জন কবিরাজ লইয়া তামাসা ফষ্টি করণ, রামলালের সহিত বরদাপ্রসাদবাবুর দেশ ভ্রমণের ফলের কথা, হুগলি হইতে জনাপুলির পরওয়ানা ও বক্রা বাবু প্রভৃতির তথায় গমন।

যেলেরা ছোঁড়াদের আয়েসে আশ মেটে না, প্রতিদিন তাহাদের নূতন২ টাট্‌কা২ রং চাই। বাহিরে কোন রকম আমোদের সূত্র না পাইলে ঘরে আসিয়া মাথায় হাত দিয়া বসে। যদি প্রাচীন খুড়া জেঠা থাকে তবেই বাঁচোয়া, কারণ বেসম্পর্ক ঠাট্টা চলে অথবা জো সো করে তাঁহাদিগের গঙ্গাযাত্রার ফিকিরও হইতে পারে, নতুবা বিষম সঙ্কট—একেবারে চারি দিকে সরিষাফুল দেখে।

মতিলাল ও তাহার সঙ্গীরা নানা রঙ্গের রঙ্গী হইয়া অনেক প্রকার লীলা করিতে লাগিল কিন্তু কোন্ লীলা যে শেষ লীলা হইবে, তাহা বলা বড় কঠিন। তাহাদিগের আমোদ প্রমোদের তৃষ্ণা দিন২ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এক২ রকম

আমোদ দুই এক দিন ভাল লাগে—তাহার পরেই বাসি হইয়া পড়ে, আবার অন্য কোন প্রকার রং না হইলে ছট্‌ফটানি উপস্থিত হয়। এইরূপে মতিলাল দলবল লইয়া কাল কাটায়। পালাক্রমে এক২ জনকে এক২টা নূতন২ আমোদের ফোয়ারা খুলিয়া দিতে হইত, এজন্য একদিন হলধর দোলগোবিন্দের গায়ে লেপ মুড়ি দিয়া ভাইলোক সকলকে শিখাইয়া পড়াইয়া ব্রজনাথ কবিরাজের বাটীতে গমন করিল। কবিরাজের বাটীতে ঔষধ প্রস্তুতের ধুম লেগে গিয়েছে—কোনখানে রসাসিন্ধু মাড়া যাইতেছে—কোনখানে মধ্যম নারায়ণ তৈলের জ্বাল হইতেছে—কোনখানে সোণা ভস্ম হইতেছে। কবিরাজ মহাশয় এক হাতে ঔষধের ডিপে ও আর এক হাতে এক বোতল গুড়ুচ্যাদি তৈল লইয়া বাহিরে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে হলধর উপস্থিত হইয়া বলিল, রায় মহাশয়! অনুগ্রহ করিয়া শীঘ্র আসুন—জমিদার বাবুর বাটীতে একটি বালকের ঘোরতর জ্বরবিকার হইয়াছে—বোধ হয় রোগীর এখন তখন হইয়াছে তবে তাহার আয়ু ও আপনার হাতযশ—অনুমান হয় মাতব্বর২ ঔষধ পড়িলে আরাম হইলেও হইতে পারে। যদি আপনি ভাল করিতে পারেন যথাযোগ্য পুরস্কার পাইবেন। এই কথা শুনিয়া কবিরাজ তাড়াতাড়ি করিয়া রোগীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যতগুলিন নব বাবু নিকটে ছিল তাহারা বলিয়া উঠিল—আস্তে আজ্ঞা হউক২ কবিরাজ মহাশয় আমাদিগকে বাঁচাউন—দোলগোবিন্দ দশ পোনের দিন পর্যন্ত জ্বরবিকারে বিছানায় পড়িয়া আছে—দাহ পিপাসা অতিশয়—রাত্রে নিদ্রা নাই—কেবল ছট্‌ফট্ করিতেছে,—মহাশয় এক ছিলিম তামাক খাইয়া ভাল করিয়া হাত দেখুন। ব্রজনাথ রায় প্রাচীন, পড়াশুনা বড় নাই—আপন ব্যবসায়ে ধামাধরা গোচ—দাদা যা বলেন তাইতেই মত—সুতরাং স্বয়ংসিদ্ধ নহেন, আপনি কেটে ছিঁড়ে কিছুই করিতে পারেন না। রায় মহাশয়ের শরীর ক্ষীণ, দন্ত নাই, কথা জড়িয়া পড়ে, কিন্তু মুখের মধ্যে যথেষ্ট গোঁপ—গোঁপও পেকে গিয়াছে কিন্তু স্নেহ-প্রযুক্ত কখনই ফেলিবেন না। রোগীর হাত দেখিয়া নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিলেন। হলধর জিজ্ঞাসা করিলেন—কবিরাজ মহাশয় যে চুপ করিয়া থাকিলেন? কবিরাজ উত্তর না দিয়া রোগীর প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন, রোগীও এক২ বার ফেল্২ করিয়া চায়—এক২ বার জিহ্বা বাহির করে—এক২ বার দন্ত কড়্‌মড়্ করে—এক২ বার শ্বাসের টান দেখায়—এক২ বার কবিরাজের গোঁপ ধরিয়া টানে। রায় মহাশয় সরে২ বসেন, রোগী গড়িয়া২ গিয়া তাহার তেলের বোতল লইয়া টানাটানি করে। ছোঁড়ারা জিজ্ঞাসা করিল—রায় মহাশয়! এ কি? তিনি বলিলেন—এ পীড়াটি ভয়ানক—বোধ হয় জ্বরবিকার

ও উল্বণ হইয়াছে। পূর্বে সংবাদ পাইলে আরাম করিতে পারিতাম, এক্ষণে শিবের অসাধ্য। এই বলিতে২ রোগী তেলের বোতল টানিয়া লইয়া এক গণ্ডূষ তৈল মাখিয়া ফেলিল। কবিরাজ দেখিলেন যে ছ বুড়ির ফলে অমিত্তি হারাইতে হয়, এজন্য তাড়াতাড়ি বোতল লইয়া ভাল করিয়া ছিপি আঁটিয়া দিয়া উঠিলেন। সকলে বলিল—মহাশয় যান কোথায়? কবিরাজ কহিলেন—উল্বণ ক্রমে২ বৃদ্ধি হইতেছে বোধ হয়, এক্ষণে রোগীকে এ স্থানে রাখা আর কর্তব্য নহে—যাহাতে তাহার পরকাল ভাল হয় এমত চেষ্টা করা উচিত। রোগী এই কথা শুনিয়া ধড়্মড়িয়া উঠিল—কবিরাজ এই দেখিয়া চোঁ করিয়া পিট্টান দিলেন—বৈদ্যবাটীর অবতারেরা সকলেই পশ্চাৎ২ দৌড়ে যাইতে লাগিল—কবিরাজ কিছুদূর যাইয়া হতভোম্বা হইয়া থম্‌কিয়া দাঁড়াইলেন—নব বাবুরা কবিরাজকে গলাধাক্কা দিয়া ফেলিয়া ঘাড়ে করিয়া লইয়া হরিবোল শব্দ করিতে২ গঙ্গাতীরে আনিল। দোলগোবিন্দ নিকটে আসিয়া কহিল—কবিরাজ মামা! আমাকে গঙ্গায় পাঠাইতে বিধি দিয়াছিলে—এক্ষণে রোজার ঘাড়ে বোঝা—এসো বাবা! এক্ষণে তোমাকে অন্তর্জলি করিয়া চিতায় ফেলি। খামখেয়ালি লোকের দণ্ডে২ মত ফেরে, আবার কিছু কাল পরে বলিল—আর আমাকে গঙ্গায় পাঠাইবে? যাও বাবা! ঘরের ছেলে ঘরে যাও, কিন্তু তেলের বোতলটা দিয়ে যাও। এই বলিয়া তেলের বোতল লইয়া সকলে রগ্‌রগে করিয়া তেল মাখিয়া ঝুপ্‌ঝাপ্‌ করিয়া গঙ্গায় পড়িল। কবিরাজ এই সকল দেখিয়া শুনিয়া হতজ্ঞান হইলেন। এক্ষণে পলাইতে পারিলেই বাঁচি, এই ভাবিয়া পা বাড়াইতেছেন—ইতিমধ্যে হলধর সাঁতার দিতে২ চীৎকার করিয়া বলিল—ওগো কবরেজ মামা! বড় পিত্ত বৃদ্ধি হইয়াছে, পান দুই রসাসিন্ধু দিতে হবে—পালিও না। বাবা! যদি পালাও তো মামিকে হাতের লোহা খুলিতে হবে। কবিরাজ ঔষধের ডিপেটা ছুড়িয়া ফেলিয়া বাপ২ করিতে২ বাসায় প্রস্থান করিলেন।

ফাল্গুন মাসে গাছপালা গজিয়ে উঠে ও ফুলের সৌগন্ধ্য চারি দিকে ছড়িয়া পড়ে। বরদা বাবুর বাসাবাটী গঙ্গার ধারে—সম্মুখে একখানি আটচালা ও চতুষ্পার্শ্বে বাগান। বরদা বাবু প্রতিদিন বৈকালে ঐ আটচালায় বসিয়া বায়ু সেবন করিতেন এবং নানা বিষয় ভাবিতেন ও আত্মীয় লোক উপস্থিত থাকিলে তাহাদিগের সহিত আলাপ করিতেন। রামলাল সর্বদা নিকটে থাকিত, তাহার সহিত বরদা বাবুর মনের কথা হইত। রামলাল এই প্রকারে অনেক উপদেশ পায়—সুযোগ পাইলেই কি২ উপায়ে পরমার্থ জ্ঞান ও চিত্তশোধন হইতে পারে তদ্বিষয়ে গুরুকে খুঁচিয়া২ জিজ্ঞাসা করিত। একদিন রামলাল বলিল—মহাশয়!

আমার দেশ ভ্রমণ করিতে বড় ইচ্ছা যায়—বাটীতে থাকিয়া দাদার কুকথা ও ঠকচাচার কুমন্ত্রণা শুনিয়া২ ত্যক্ত হইয়াছি কিন্তু মা বাপের ও ভগিনীর স্নেহ প্রযুক্ত বাড়ী ছেড়ে যাইতে পা বাধুবাধু করে—কি করিব কিছুই স্থির করিতে পারি না।

বরদা। দেশ ভ্রমণে অনেক উপকার। দেশ ভ্রমণ না করিলে লোকের বহুদর্শিত্ব জন্মে না, নানা প্রকার দেশ ও নানা প্রকার লোক দেখিতে২ মন দরাজ হয়। ভিন্ন২ স্থানের লোকদিগের কি প্রকার রীতি নীতি, কিরূপ ব্যবহার ও কি কারণে তাহাদিগের ভাল অথবা মন্দ অবস্থা হইয়াছে তাহা খুঁটিয়া অনুসন্ধান করিলে অনেক উপদেশ পাওয়া যায়; আর নানা জাতীয় ব্যক্তির সহিত সহবাস হওয়াতে মনের দ্বেষভাব দূরে যাইয়া সদ্ভাব বাড়িতে থাকে। ঘরে বসিয়া পড়াশুনা করিলে কেতাবি বুদ্ধি হয়—পড়াশুনাও চাই—সৎলোকের সহবাসও চাই—বিষয়কর্ম্মও চাই—নানা প্রকার লোকের সহিত আলাপও চাই। এই কয়েকটি কর্ম্মের দ্বারা বুদ্ধি পরিষ্কার এবং সদ্ভাব বৃদ্ধিশীল হয় কিন্তু ভ্রমণ করিতে গিয়া কি২ বিষয়ে ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিতে হইবে তাহা অগ্রে জানা আবশ্যক, তাহা না জানিয়া ভ্রমণ করা বলদের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়ান মাত্র। আমি এমন কথা বলি না যে এরূপ ভ্রমণ করাতে কিছুমাত্র উপকার নাই—আমার সে অভিপ্রায় নহে, ভ্রমণ করিলে কিছু না কিছু উপকার অবশ্যই আছে কিন্তু যে ব্যক্তি ভ্রমণকালে কি২ অনুসন্ধান করিতে হয় তাহা না জানে ও সেই সকল অনুসন্ধান করিতে না পারে তাহার ভ্রমণের পরিশ্রম সর্বাংশে সফল হয় না। বাঙ্গালিদিগের মধ্যে অনেকে এ দেশ হইতে ও দেশে গিয়া থাকেন কিন্তু ঐ সকল দেশ সংক্রান্ত আসল কথা জিজ্ঞাসা করিলে কয় জন উত্তমরূপ উত্তর করিতে পারে? এ দোষটি বড় তাহাদিগের নহে—এটি তাহাদিগের শিক্ষার দোষ। দেখাশুনা, অন্বেষণ ও বিবেচনা করিতে না শিখিলে একবারে আকাশ থেকে ভাল বুদ্ধি পাওয়া যায় না। শিশুদিগকে এমত তরিবত দিতে হইবে যে তাহারা প্রথমে নানা বস্তুর নক্সা দেখিতে পায়—সকল তসবির দেখিতে২ একটার সহিত আর একটার তুলনা করিবে অর্থাৎ এর হাত আছে ওর পা নাই, এর মুখ এমন, ওর লেজ নাই, এইরূপ তুলনা করিলে দর্শনশক্তি ও বিবেচনাশক্তি দুয়েরই চালনা হইতে থাকিবে। কিছু কাল পরে এইরূপ তুলনা করা আপনা আপনি সহজ বোধ হইবে তখন নানা বস্তু কি কারণে পরস্পর ভিন্ন হইয়াছে তাহা বিবেচনা করিতে পারিবে, তাহার পরে কোন্২ বস্তু কোন্২ শ্রেণীতে আসিতে পারে তাহা অনায়াসে বোধগম্য হইবে। এই প্রকার উপদেশ দিতে২ অনুসন্ধান করণের অভ্যাস ও

বিবেচনাশক্তির চালনা হয়। কিন্তু এরূপ শিক্ষা এদেশে প্রায় হয় না এজন্য আমা-দিগের বুদ্ধি গোলমেলে ও ভাসা২ হইয়া পড়ে—কোন প্রস্তাব উপস্থিত হইলে কোন্ কথাটা বা সার—ও কোন্ কথাটা বা অসার, তাহা শীঘ্র বোধগম্য হয় না ও কিরূপ অনুসন্ধান করিলে প্রস্তাবের বিবেচনা হইয়া ভাল মীমাংসা হইতে পারে তাহাও অনেকের বুদ্ধিতে আসে না অতএব অনেকের ভ্রমণ যে মিথ্যা ভ্রমণ হয় এ কথা অলীক নহে কিন্তু তোমার যে প্রকার শিক্ষা হইয়াছে তাহাতে বোধ হয় ভ্রমণ করিলে তোমার অনেক উপকার দর্শিবে।

রামলাল। যদি বিদেশে যাই তবে যে২ স্থানে বসতি আছে সেই২ স্থানে কিছু কাল অবস্থিতি করিতে হইবে কিন্তু আমি কোন্ জাতীয় ও কি প্রকার লোকের সহিত অধিক সহবাস করিব ?

বরদা। এ কথাটি বড় সহজ নহে—ঠাওরিয়া উত্তর দিতে হবে। সকল জাতিতেই ভাল মন্দ লোক আছে—ভাল লোক পাইলেই তাহার সহিত সহবাস করিবে। ভাল লোকের লক্ষণ তুমি বেশ জান, পুনরায় বলা অনাবশ্যক। ইংরাজদিগের নিকটে থাকিলে লোকে সাহসী হয়—তাহারা সাহসকে পূজ্য করে—যে ইংরাজ অসাহসিক কর্ম করে সে ভদ্রসমাজে যাইতে পারে না কিন্তু সাহসী হইলে যে সর্ব-প্রকারে ধার্মিক হয় এমত নহে—সাহস সকলের বড় আবশ্যক বটে কিন্তু যে সাহস ধর্মজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয় সেই সাহসই সাহস—তোমাকে পূর্বে বলিয়াছি ও এখনও বলিতেছি সর্বদা পরমার্থ চর্চা করিবে নতুবা যাহা দেখিবে—যাহা শুনিবে—যাহা শিখিবে তাহাতেই অহঙ্কার বৃদ্ধি হইবে। আর মনুষ্য যাহা দেখে তাহাই করিতে ইচ্ছা হয়, বিশেষতঃ বাঙ্গালিরা সাহেবদিগের সহবাসে অনেক ফাল্‌তো সাহেবানি শিখিয়া অভিমানে ভরে যায় ও যে কিছু কর্ম করে তাহা অহঙ্কার হইতেই করিয়া থাকে—এ কথাটিও স্মরণ থাকিলে ক্ষতি নাই।

এইরূপ কথাবার্তা হইতেছে ইতিমধ্যে বাগানের পশ্চিম দিক্ থেকে জনকয়েক পিয়াদা হন্২ করিয়া আসিয়া বরদা বাবুকে ঘিরিয়া ফেলিল—বরদা বাবু তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমরা কে ? তাহারা উত্তর করিল—আমরা পুলিসের লোক—আপনার নামে গোম খুনির নালিস হইয়াছে—আপনাকে হুগলির ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের আদালতে যাইয়া জবাব দিতে হইবে আর আমরা এখানে গোম তল্লাস করিব। এই কথা শুনিবামাত্রে রামলাল দাঁড়াইয়া উঠিল ও পরওয়ানা পড়িয়া মিথ্যা নালিস জন্য রাগে কাঁপিতে লাগিল। বরদা বাবু তাহার হাত ধরিয়া বসাইলেন এবং বলিলেন—ব্যস্ত হইও না, বিষয়টা তলিয়ে দেখা হউক—পৃথিবীতে নানা প্রকার উৎপাত ঘটিয়া থাকে।

আপদ্ উপস্থিত হইলে কোনমতে অস্থির হওয়া কর্তব্য নহে—বিপদ্‌কালে চঞ্চল হওয়া নির্বুদ্ধির কর্ম, আর আমার উপর যে দোষ হইয়াছে তাহা মনে বেশ জানি যে আমি করি নাই—তবে আমার ভয় কি? কিন্তু আদালতের হুকুম অবশ্য মানিতে হইবে এজন্য সেখানে শীঘ্র হাজির হইব। এক্ষণে পেয়াদারা আমার বাটী তল্লাস করুক ও দেখুক যে আমি কাহাকেও লুকাইয়ে রাখি নাই। এই আদেশ পাইয়া পেয়াদারা চারি দিকে তল্লাস করিল কিন্তু গুমি পাইল না। অনন্তর বরদা বাবু নৌকা আনাইয়া হুগলি যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, ইতিমধ্যে বালীর বেণীবাবু দৈবাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে ও রামলালকে সঙ্গে করিয়া বরদা বাবু হুগলিতে গমন করিলেন। বেণীবাবু ও রামলাল কিঞ্চিৎ চিন্তাযুক্ত হইয়া থাকিলেন কিন্তু বরদা বাবু সহাস্যবদনে নানা প্রকার কথাবার্তায় তাহাদিগকে সুস্থির করিতে লাগিলেন।

১৫ হুগলির মাজিষ্ট্রেটের কাছারি বর্ণন, বরদা বাবু, রামলাল ও বেণী বাবুর সহিত ঠকচাচার সাক্ষাৎ, সাহেবের আগমন ও তজবিজ আরম্ভ এবং বরদা বাবুর খালাস।

হুগলির ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছারি বড় সরগরম—আসামি, ফৈরাদি, সাক্ষী, কয়েদি, উকিল ও আমলা সকলেই উপস্থিত আছে, সাহেব কখন্ আসিবে—সাহেব কখন্ আসিবে বলিয়া অনেকে টৌ২ করিয়া ফিরিতেছে, কিন্তু সাহেবের দেখা নাই। বরদা বাবু, বেণীবাবু ও রামলালকে লইয়া একটি গাছের নীচে কম্বল পাতিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার নিকট দুই এক জন আমলা ফয়লা আসিয়া ঠারে ঠোরে চুক্তির কথা কহিতেছে, কিন্তু বরদা বাবু তাহাতে ঘাড় পাতেন না। তাঁহাকে ভয় দেখাইবার জন্য তাহারা বলিতেছে—সাহেবের হুকুম বড় কড়া—কর্ম কাজ সকলই আমাদিগের হাতের ভিতর—আমরা যা মনে করি তাহাই পারি—জবানবন্দি করান আমাদিগের কর্ম—কলমের মারপেচে সকলই উল্টে দিতে পারি, কিন্তু রুধির চাই—তদ্বির করিতে হয় তো এই সময় করা কর্তব্য, একটা হুকুম হইয়া গেলে আমাদিগের ভাল করা অসাধ্য হইবে। এই সকল কথা শুনিয়া রামলালের এক২ বার ভয় হইতেছে কিন্তু বরদা বাবু অকুতোভয়ে বলিতেছেন—আপনাদিগের যাহা কর্তব্য তাহাই করিবেন, আমি কখনই ঘুস দিব না, আমি নির্দোষ—আমার কিছুই ভয় নাই। আমলারা বিরক্ত হইয়া আপন২ স্থানে চলিয়া গেল। দুই এক জন উকিল বরদা বাবুর নিকটে আসিয়া বলিল—দেখিতেছি মহাশয় অতি ভদ্রলোক—অবশ্য কোন দায়ে পড়িয়াছেন,

কিন্তু মকদ্দমাটি যেন বেতদ্বিরে যায় না—যদি সাক্ষীর জোগাড় করিতে চাহেন এখান হইতে করিয়া দিতে পারি, কিঞ্চিৎ ব্যয় করিলেই সকল সুযোগ হইতে পারে। সাহেব এলো২ হইয়াছে, যাহা করিতে হয় এই বেলা করুন। বরদা বাবু উত্তর করিলেন—আপনাদিগের বিস্তর অনুগ্রহ কিন্তু আমাকে বেড়ি পরিতে হয় তাহাও পরিব—তাহাতে আমার মনে ক্লেশ হইবে না—অপমান হইবে বটে, সে অপমান স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি—কিন্তু প্রাণ গেলেও মিথ্যা পথে যাইব না। ঈস্! মহাশয় যে সত্যযুগের মানুষ—বোধ হয় রাজা যুধিষ্ঠির মরিয়া জন্মিয়াছেন—না? এইরূপ ব্যঙ্গ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিতে২ তাহারা চলিয়া গেল।

এই প্রকারে দুইটা বাজিয়া গেল—সাহেবের দেখা নাই, সকলেই তীর্থের কাকের ন্যায় চাহিয়া আছে। কেহ২ এক জন আচার্য ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিতেছে—অহে! গণে বল দেখি সাহেব আজ আসিবেন কি না? অমনি আচার্য বলিতেছেন—একটা ফুলের নাম কর দেখি? কেহ বলে জবা—আচার্য আঙ্গুলে গণিয়া বলিতেছেন—না আজ সাহেব আসিবেন না—বাটীতে কর্ম আছে। আচার্যের কথায় বিশ্বাস করিয়া সকলে দপ্তর বাঁধিতে উদ্যত হইল ও বলিয়া উঠিল—রাম বাঁচলুম! বাসায় গিয়া চদ্দপো হওয়া যাউক। ঠকচাচা ভিড়ের ভিতর বসিয়া ছিল, জন চারেক লোক সঙ্গে—বগলে একটা কাগজের পোট্‌লা—মুখে কাপড়,—চোক দুটি মিট২ করিতেছে—দাড়িটি ঝুলিয়া পড়িয়াছে, ঘাড় হেঁট করিয়া চলিয়া যাইতেছে। এমত সময় তাহার উপর রামলালের নজর পড়িল। রামলাল অমনি বরদা ও বেণী বাবুকে বলিল—দেখুন২ ঠকচাচা এখানে আসিয়াছে—বোধ হয় ও এই মকদ্দমার জড়—না হলে আমাকে দেখিয়া মুখ ফেরায় কেন? বরদা বাবু মুখ তুলিয়া দেখিয়া উত্তর করিলেন—এ কথাটি আমারও মনে লাগে—আমাদিগের দিকে আড়ে২ চায় আবার চোকের উপর চোক পড়িলে ঘাড় ফিরিয়া অন্যের সহিত কথা কয়—বোধ হয় ঠকচাচাই সরষের ভিতর ভূত। বেণী বাবুর সদা হাস্যবদন—রহস্য দ্বারা অনেক অনুসন্ধান করেন। চুপ করিয়া না থাকিতে পারিয়া ঠকচাচা২ বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন। পাঁচ সাত ডাক তো ফাওয়ে গেল—ঠকচাচা বগল থেকে কাগজ খুলিয়া দেখিতেছে—বড় ব্যস্ত—শুনেও শুনে না—ঘাড়ও তোলে না। বেণীবাবু তাহার নিকটে আসিয়া হাত ঠেলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—ব্যাপারটা কি? তুমি এখানে কেন? ঠকচাচা কথাই কন না, কাগজ উল্টে পাল্টে দেখিতেছেন—এদিকে যমলজ্জা উপস্থিত—কিন্তু বেণী বাবুকেও টেলে দিতে

হইবে, তাঁহার কথায় উত্তর না দিয়া বলিল—বাবু! দড়িয়ার বড় মৌজ হইয়াছে —এজ তোমরা কি স্থরতে যাবে? ভাল তা যা হউক তুমি এখানে কেন? আরে ঐ বাতই মোকে বার২ পুচ কর কেন? মোর বহুত কাম, থোড়া ঘড়ি বাদ মুই তোমার সাথে বাদ বাত কর্‌ব—আমি জেরা ফিরে এসি, এই বলিয়া ঠকচাচা ধাঁ করিয়া সরিয়া গিয়া এক জন লোকের সঙ্গে ফাল্‌ত কথায় ব্যস্ত হইল।

তিনটা বাজিয়া গেল—সকল লোকে ঘুরে ফিরে ত্যক্ত হইল, মফঃসলে কর্মের নিকাস নাই—আদালতে হেঁটে২ লোকের প্রাণ যায়। কাছারি ভাঙ্গ২ হইয়াছে এমত সময়ে মাজিষ্ট্রেটের গাড়ির গড়২ শব্দ হইতে লাগিল, অমনি সকলে চীৎকার করিয়া উঠিল—সাহেব আস্‌ছেন২। আচার্যের মুখ শুকাইয়া গেল—তুই এক জন লোক তাহাকে বলিল—মহাশয়ের চমৎকার গণনা—আচার্য কহিলেন আজ কিঞ্চিৎ রুক্ষ সামগ্রী খাইয়াছিলাম এই জন্য গণনায় ব্যতিক্রম হইয়াছে। আমলা ফয়লারা স্ব২ স্থানে দাঁড়াইল। সাহেব কাছারি প্রবেশ করিবা মাত্রেই সকলে জমি পর্যন্ত ঘাড় হেঁট করিয়া সেলাম বাজাইল। সাহেব সিস দিতে২ বেঞ্চের উপর বসিলেন—হুক্কাবরদার আলবলা আনিয়া দিল—তিনি মেজের উপর তুই পা তুলিয়া চৌকিতে শুইয়া পড়িয়া আলবলা টানিতেছেন ও লেবণ্ডর ওয়াটর মাখান হাতরুমাল বাহির করিয়া মুখ পুচিতেছেন। নাজিরদপ্তর লোকে ভরিয়া গেল—জবানবন্দিনবিস হন্‌২ করিয়া জবানবন্দি লিখিতেছে কিন্তু যাহার কড়ি তাহার জয়—সেরেস্তাদার জোড়া গায়ে, খিড়কিদার পাগড়ি মাথায়, রাশি২ মিছিল লইয়া সাহেবের নিকট গায়েনের স্থরে পড়িতেছে—সাহেব খবরের কাগজ দেখিতেছেন ও আপনার দরকারি চিঠিও লিখিতেছেন, এক২টা মিছিল পড়া হলেই জিজ্ঞাসা করেন—ওয়েল কেয়া হোয়া? সেরেস্তা-দারের যেমন ইচ্ছা তেমনি করিয়া বুঝান ও সেরেস্তাদারের যে রায় সহেবেরও সেই রায়।

বরদাবাবু ও বেণীবাবু রামলালকে লইয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন। যেরূপ বিচার হইতেছে তাহা দেখিয়া তাঁহার জ্ঞান হত হইল। জবানবন্দিনবিসের নিকট তাঁহার মকদ্দমার যেরূপ জবানবন্দি হইয়াছে তাহাতে তাঁহার কিছুমাত্র মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই—সেরেস্তাদার যে আনুকূল্য করে তাহাও অসম্ভব, এক্ষণে অনাথার দৈব সখা। এই সকল মনোমধ্যে ভাবিতেছেন ইতিমধ্যে তাঁহার মকদ্দমার ডাক হইল। ঠকচাচা অন্তরে বসিয়া ছিল, অমনি বুক ফুলাইয়া সাক্ষী-দিগকে সঙ্গে করিয়া সাহেবের সম্মুখে দাঁড়াইল। মিছিলের কাগজাত পড়া হইলে সেরেস্তাদার বলিল—খোদায়াওন্দ গোম খুনি সাফ সাবুদ হুয়া—ঠকচাচা অমনি

গোঁপে চাড়া দিয়া বরদা বাবুর প্রতি কট্‌মট্‌ করিয়া দেখিতে লাগিল, মনে করিতেছে এতক্ষণের পর কর্ম কেয়াল হইল। মিছিল পড়া হইলে অন্যান্য মকদ্দমায় আসামিদের কিছুই জিজ্ঞাসা হয় না—তাহাদিগের প্রায় ছাগল বলিদানের ব্যাপারই হইয়া থাকে, কিন্তু হুকুম দেবার অগ্রে দৈবাৎ বরদা বাবুর উপর সাহেবের দৃষ্টিপাত হওয়াতে তিনি সম্মানপূর্বক মকদ্দমার সমস্ত সরেওয়ার সাহেবকে ইংরাজীতে বুঝাইয়া দিলেন ও বলিলেন যে ব্যক্তিকে গোম খুনি সাজান হইয়াছে তাহাকে আমি কখনই দেখি নাই ও যৎকালীন হুজুরি পেয়াদারা আমার বাটী তল্লাস করে তখন তাহারা ঐ লোককে পায় নাই, সেই সময়ে আমার নিকট বেণীবাবু ও রামলাল ছিলেন, যদ্যপি ইহাঁদিগের সাক্ষ্য অনুগ্রহ করিয়া লয়েন তবে আমি যাহা এজেহার করিতেছি তাহা প্রমাণ হইবে। বরদাবাবুর ভদ্র চেহারায় ও সৎ বিবেচনার কথাবার্তায় সাহেবের অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা হইল—ঠকচাচা সেরেস্তাদারের সহিত অনেক ইসারা করিতেছে কিন্তু সেরেস্তাদার ভজকট দেখিয়া ভাবিতেছে পাছে টাকা উগরিয়া দিতে হয়, অতএব সাহেবের নিকটে ভয় ত্যাগ করিয়া বলিল—হুজুর এ মকদ্দমা আয়ৌর শুন্নেকা জরুর নেহি। সাহেব সেরেস্তাদারের কথায় পেছিয়া পড়িয়া দাঁত দিয়া হাতের নখ কাটিতেছেন ও ভাবিতেছেন—এই অবসরে বরদা বাবু আপন মকদ্দমার আসল কথা আস্তে২ একটি২ করিয়া পুনর্বার বুঝাইয়া দিলেন, সাহেব তাহা শুনিবা মাত্রেই বেণীবাবুর ও রামলালের সাক্ষ্য লইলেন ও তাহা-দিগের জবানবন্দিতে নালিশ সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা প্রকাশ হইয়া ডিস্‌মিস্‌ হইল। হুকুম না হইতে২ ঠকচাচা চোঁ করিয়া এক দৌড় মারিল। বরদাবাবু মাজিস্ট্রেট সাহেবকে সেলাম করিয়া আদালতের বাহিরে আসিলেন। কাছারি বরখাস্ত হইলে যাবতীয় লোক তাঁহাকে প্রশংসা করিতে লাগিল, তিনি সে সব কথায় কাণ না দিয়া ও মকদ্দমা জিতের দরুন পুলকিত না হইয়া বেণীবাবু ও রামলালের হাত ধরিয়া আস্তে২ নৌকায় উঠিলেন।

১৬ ঠকচাচার বাটীতে ঠকচাচীর নিকট পরিচয় দান ও
তাহাদিগের কথোপকথন, তন্মধ্যে বাবুরাম বাবুর ডাক
ও তাঁহার সহিত বিষয় রক্ষার পরামর্শ।

ঠকচাচার বাড়ীটি সহরের প্রান্তভাগে ছিল—দুই পার্শ্বে পানা পুষ্করিণী, সম্মুখে একটি পিরের আস্তানা। বাটীর ভিতরে ধানের গোলা, উঠানে হাঁস, মুর্গি দিবা-রাত্রি চরিয়া বেড়াইত। প্রাতঃকাল না হইতে২ নানা প্রকার বদমায়েশ লোক ঐ

স্থানে পিল২ করিয়া আসিত। কর্ম লইবার জন্য ঠকচাচা বহুরূপী হইতেন—কখন নরম—কখন গরম—কখন হাসিতেন—কখন মুখ ভারি করিতেন—কখন ধর্ম দেখাইতেন—কখন বল জানাইতেন। কর্মকাজ শেষ হইলে গোসল ও খানা খাইয়া বিবির নিকট বসিয়া বিদ্‌রির গুড়গুড়িতে ভড়র২ করিয়া তামাক টানিতেন। সেই সময়ে তাঁহাদের স্ত্রী পুরুষের সকল দুঃখ সুখের কথা হইত। ঠকচাচী পাড়ার মেয়ে মহলে বড় মান্যা ছিলেন—তাহাদিগের সংস্কার ছিল যে তিনি তন্ত্রমন্ত্র, গুণ করণ, বশীকরণ, মারণ, উচ্চাটন, তুক তাক, জাদু ভেল্কি ও নানা প্রকার দৈব বিদ্যা ভাল জানেন, এই কারণ নানা রকম স্ত্রীলোক আসিয়া সর্বদাই ফুস ফাস করিত। যেমন দেবা তেমনি দেবী—ঠকচাচা ও ঠকচাচী দুজনেই রাজযোটক—স্বামী বুদ্ধির জোরে রোজগার করে—স্ত্রী বিদ্যার বলে উপার্জন করে। যে স্ত্রীলোক স্বয়ং উপার্জন করে তাহার একটু২ গুমর হয়, তাহার নিকট স্বামীর নির্জলা মান পাওয়া ভার, এই জন্যে ঠকচাচাকে মধ্যে২ দুই একবার মুখঝাম্‌টা খাইতে হইত। ঠকচাচী মোড়ার উপর বসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন—তুমি হর রোজ এখানে ওখানে ফিরে বেড়াও—তাতে মোর আর লেড়কাবালার কি ফয়দা? তুমি হর ঘড়ী বল যে হাতে বহুত কাম, এতনা বাতে কি মোদের পেটের জ্বালা যায়। মোর দেল বড় চায় যে জরি জর পিনে দশজন ভাল২ রেণ্ডির বিচে ফিরি, লেকেন রোপেয়া কড়ি কিছুই দেখি না, তুমি দেয়ানার মত ফের—চুপচাপ মেরে হাবলিতে বসেই রহ। ঠকচাচা কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া বলিলেন—আমি যে কোশেশ করি তা কি বল্‌ব, মোর কেত্‌না ফিকির—কেত্‌না ফন্দি—কেত্‌না প্যাঁচ—কেত্‌না শেস্ত তা জবানিতে বলা যায় না, শিকার দস্তে এল২ হয় আবার পেলিয়ে যায়। আলবত শিকার জল্‌দি এসবে এই কথাবার্তা হইতেছে ইতিমধ্যে এক জনা বাঁদি আসিয়া বলিল—বাবুরামবাবুর বাটী হইতে একজন লোক ডাকিতে আনিয়াছে। ঠকচাচা অমনি স্ত্রীর পানে চেয়ে বলিল দেখ্‌চ মোকে বাবু হরঘড়ী ডাকে—মোর বাত না হলে কোন কাম করে না। মুইও ওক্ত বুঝে হাত মার্‌বো।

বাবুরামবাবু বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। নিকটে বাহির সিমলের বাঞ্ছারাম বাবু, বালীর বেণীবাবু ও বৌবাজারের বেচারাম বাবু বসিয়া গল্প করিতেছেন। ঠকচাচা গিয়া পালের গোদা হইয়া বসিলেন।

বাবুরাম। ঠকচাচা! তুমি এলে ভাল হল—লেটা তো কোন রকমে মিট্‌চে না—মকদ্দমা করে২ কেবল পালকে জোলকে জড়িয়ে পড়ছি—এক্ষণে বিষয় আশয় রক্ষা করবার উপায় কি?

ঠকচাচা। মরদের কামই দরবার করা—মকদ্দমা জিত হলে আফদ দফা হবে!

তুমি একটুতে ডর কর কেন?
বেচারাম। আ মরি! কি মন্ত্রণাই দিতেছ? তোমা হতেই বাবুরামের সর্বনাশ হবে তার কিছু মাত্র সন্দেহ নাই—কেমন বেণী ভায়া কি বল?
বেণী। আমার মত খানেক দুখানা বিষয় বিক্রয় করিয়া দেনা পরিশোধ করা ও ব্যয় অধিক না হয় এমন বন্দবস্ত করা আবশ্যক আর মকদ্দমা বুঝে পরিষ্কার করা কর্তব্য কিন্তু আমাদিগের কেবল বাঁশবোনে রোদন করা—ঠকচাচা যা বল্‌বেন সেই কথাই কথা।
ঠকচাচা। মুই বুক ঠুকে বল্‌ছি যেত্‌না মামলা মোর মারফতে হচ্ছে সেসব বেল-কুল ফতে হবে—আফদ বেলকুল মুই কেটিয়ে দিব—মরদ হইলে লড়াই চাই—তাতে ডর কি?
বেচারাম। ঠকচাচা! তুমি বরাবর বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছ। নৌকাডুবির সময়ে তোমার কুদরৎ দেখা গিয়াছে। বিবাহের সময় তোমার জন্যেই আমাদিগের এত কর্মভোগ, বরদাবাবুর উপর মিথ্যা নালিশ করিয়াও বড় বাহাদুরি করিয়াছ, আর বাবুরামের যে২ কর্মে হাত দিয়াছ সেই২ কর্ম বিলক্ষণই প্রতুল হইয়াছে। তোমার খুরে দণ্ডবৎ। তোমার সংক্রান্ত সকল কথা স্মরণ করিলে রাগ উপস্থিত হয়—তোমাকে আর কি বলিব? দূঁর!! বেণী ভায়া উঠ এখানে আর বসিতে ইচ্ছা করে না।

১৭ নাপিত ও নাপ্‌তিনীর কথোপকথন, বাবুরাম বাবুর দ্বিতীয় বিবাহ করণের বিচার ও পরে গমন।

বৃষ্টি খুব এক পসলা হইয়া গিয়াছে—পথঘাট পেঁচ২ সেঁত২ করিতেছে—আকাশ নীল মেঘে ভরা—মধ্যে২ হড়্‌মড়্‌২ শব্দ হইতেছে, বেংগুলা আশে পাশে ঘাঁওকোঁ২ করিয়া ডাকিতেছে। দোকানি পসারিরা ঝাপ খুলিয়া তামাক খাইতেছে—বাদলার জন্যে লোকের গমনাগমন প্রায় বন্ধ—কেবল গাড়োয়ান চীৎকার করিয়া গাইতে২ যাইতেছে ও দাসো কাঁদে ভার লইয়া—"হাংগো বিসখা সে ঘিবে মথুরা" গানে মত্ত হইয়া চলিয়াছে। বৈদ্যবাটীর বাজারের পশ্চিমে কয়েক ঘর নাপিত বাস করিত। তাহাদিগের মধ্যে এক জন বৃষ্টির জন্যে আপন দাওয়াতে বসিয়া আছে। এক২ বার আকাশের দিকে দেখিতেছ ও এক২ বার গুন২ করিতেছে, তাহার স্ত্রী কোলের ছেলেটি আনিয়া বলিল—ঘরকন্নার কর্ম কিছু থা পাই নে—হেদে! ছেলেটাকে একবার কাঁকে কর—এদিকে বাসন মাজা হয় নি, ওদিকে ঘর নিকন হয় নি, তার পর রাঁদা বাড়া আছে—আমি একলা মেয়েমানুষ

এসব কি করে করব আর কোন দিগে যাব?—আমার কি চাট্টে হাত চাট্টে পা? নাপিত অমনি খুর ভাঁড় বগলদাবায় করিয়া উঠিয়া বলিল—এখন ছেলে কোলে করিবার সময় নয়—কাল বাবুরামবাবুর বিয়ে, আমাকে এক্‌ক্ষুণি যেতে হবে। নাপ্‌তিনী চমকিয়া উঠিয়া বলিল—ও মা আমি কোজ্জাব? বুড় ঢোস্কা আবার বে কর্‌বে। আহা! এমন গিন্নী—এমন সতী লক্ষ্মী—তার গলায় আবার একটা সতিন গেঁতে দেবে—মরণ আর কি! ও মা পুরুষজাত সব করতে পারে! নাপিত আশাবায়ুতে মুগ্ধ হইয়াছে—ওসব কথা না শুনিয়া একটা টোকা মাথায় দিয়া সাঁ করিয়া চলিয়া গেল।

সে দিবসটি ঘোর বাদলে গেল। পর দিবস প্রভাতে সূর্য প্রকাশ হইল—যেমন অন্ধকার ঘরে অগ্নি ঢাকা থাকিয়া হঠাৎ প্রকাশ হইলে আগুনের তেজ অধিক বোধ হয় তেমনি দিনকরের কিরণ প্রখর হইতে লাগিল—গাছপালা সকলই যেন পুনর্জীবন পাইল ও মাঠে বাগানে পশু পক্ষীর ধ্বনি প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল। বৈদ্যবাটীর ঘাটে মেলা নৌকা ছিল। বাবুরামবাবু, ঠকচাচা, বক্রেশ্বর, বাঞ্ছারাম ও পাকসিক লোকজন হইয়া নৌকায় উঠিয়াছেন এমত সময়ে বেণীবাবু ও বেচারাম বাবু আসিয়া উপস্থিত। ঠকচাচা তাহাদিগকে দেখেও দেখেন না—কেবল চীৎকার করিতেছেন—লা খোল্‌ দেও। মাজিরা তকরার করিতেছে—আরে কর্তা অথন বাটা মরি নি গো—মোরা কি লগি ঠেলে, গুণ টেনে যাত্তি পার্‌বো? বাবুরামবাবু উক্ত দুই জন আত্মীয়কে পাইয়া বলিলেন—তোমরা এলে হল ভাল, এস সকলেই যাওয়া যাউক।

বাঞ্ছারাম। বাবুরাম! এ বুড়ো বয়সে বে কর্‌তে তেমাকে কে পরামর্শ দিল?

বাবুরাম। বেচারাম দাদা! আমি এমন বুড় কি? তোমার চেয়ে আমি অনেক ছোট, তবে যদি বল আমার চুল পেকেছে ও দাঁত পড়েছে—তা অনেকের অল্প বয়েসেও হইয়া থাকে। সেটা বড় ধর্তব্য নয়। আমাকে এদিক্‌ ওদিক্‌ সব দিগেই দেখিতে হয়। দেখ একটা ছেলে বয়ে গিয়াছে আর একটা ছেলে পাগল হয়েছে—একটি মেয়ে গত আর একটি প্রায় বিধবা। যদি এ পক্ষে দুই একটি সন্তান হয় তো বংশটি রক্ষে হবে। আর বড় অনুরোধে পড়িয়াছি—আমি বে না করলে কনের বাপের জাত যায়—তাহাদিগের আর ঘর নাই।

বক্রেশ্বর। তা বটে তো কর্তা কি সকল না বিবেচনা করে এ কর্মে প্রবর্ত হইয়াছেন। উহাঁর চেয়ে বুদ্ধি ধরে কে?

বাঞ্ছারাম। আমরা কুলীন মানুষ—আমাদিগের প্রাণ দিয়ে কুল রক্ষা করিতে হয়, আর যে স্থলে অর্থের অনুরোধ সে স্থলে তো কোন কথাই নাই।

বেচারাম। তোমার কুলের মুখেও ছাই—আর তোমার অর্থের মুখেও ছাই—জন কতক লোক মিলে একটা ঘরকে উচ্ছন্ন দিলে, দূঁর২! কেমন বেণী ভায়া কি বল?

বেণী। আমি কি বল্ব? আমাদিগের কেবল অরণ্যে রোদন করা। ফলে এ বিষয়টিতে বড় দুঃখ হইতেছে। এক স্ত্রী সত্বে অন্য স্ত্রীকে বিবাহ করা ঘোর পাপ। যে ব্যক্তি আপন ধর্ম বজায় রাখিতে চাহে সে এ কর্ম কখনই করিতে পারে না। যদ্যপি ইহার উল্ট কোন শাস্ত্র থাকে সে শাস্ত্র মতে চলা কখনই কর্তব্য নহে। সে শাস্ত্র যে যথার্থ শাস্ত্র নহে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, যদ্যপি এমন শাস্ত্র মতে চলা যায় তবে বিবাহের বন্ধন অতিশয় দুর্বল হইয়া পড়ে। স্ত্রীর মন পুরুষের প্রতি তাদৃশ থাকে না ও পুরুষের মন স্ত্রীর প্রতিও চল বিচল হয়। এরূপ উৎপাত ঘটিলে সংসার সুধারা মতে চলিতে পারে না, এজন্য শাস্ত্রে বিধি থাকিলেও সে বিধি অগ্রাহ্য। সে যাহা হউক—বাবুরামবাবুর এমন স্ত্রী সত্বে পুনরায় বিবাহ করা বড় কুকর্ম—আমি এ কথার বাষ্পও জানি না—এখন শুনিলাম।

ঠকচাচা। কেতাবি বাবু সব বাতেতেই ঠোকর মারেন। মালুম হয় এনার দুসরা কোই কাম কাজ নাই। মোর ওমর বহুত হল—চুর বি পেকে গেল—মুই ছোক-রাদের সাত হরঘড়ি তকরার কি করব? কেতাবি বাবু কি জানেন এ সাদিতে কেতনা রোপেয়া ঘর ঢুকবে?

বাঞ্ছারাম। আরে আবেগের বেটা ভূত! কেবল টাকাই চিনেছিস্ আর কি অন্য কোন কথা নাই? তুই বড় পাপিষ্ঠ—তোকে আর কি বল্‌বো—দূঁর২! বেণী ভায়া চল আমরা যাই।

ঠকচাচা। বাতচিজ পিছু হবে—মোরা আর সবুর করতে পারি নে। হাবলি যেতে হয় তো তোমরা জলদি যাও।

বেচারাম বেণীবাবুর হাত ধরিয়া উঠিয়া বলিলেন—এমন বিবাহে আমরা প্রাণ থাকিতেও যাব না কিন্তু যদি ধর্ম থাকে তবে তুই যেন আস্ত ফিরে আসিস্ নে। তোর মন্ত্রণায় সর্বনাশ হবে—বাবুরামের কন্ধে ভাল ভোগ করছিস্—আর কি বল্ব?—দূঁর২ !!!

১৮ মতিলালের দলবল শুদ্ধ বুড়া মজুমদারের সহিত সাক্ষাৎ ও তাহার প্রমুখাৎ বাবুরাম বাবুর দ্বিতীয় বিবাহের বিবরণ ও তদ্বিষয়ে কবিতা।

সূর্য অস্ত হইতেছে—পশ্চিম দিকে আকাশ নানা রঙ্গে শোভিত! জলে স্থলে দিবাকরের চঞ্চল আভা যেন মৃদু২ হাসিতেছে,—বায়ু মন্দ২ বহিতেছে। এমত সময়ে বাহিরে যাইতে কাহার না ইচ্ছা হয়? বৈদ্যবাটীর সরে রাস্তায় কয়েক জন বাবু ভেয়ে হোঃ২ মার২ ধর২ শব্দে চলিয়াছে—কেহ কাহার ঘাড়ের উপর পড়িতেছে—কেহ কাহার ভার ভাঙ্গিয়া দিতেছে—কেহ কাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতেছে—কেহ কাহার ঝাঁকা ফেলিয়া দিতেছে—কেহ কাহার খাদ্য দ্রব্য কাড়িয়া লইতেছে—কেহ বা লম্বা স্বরে গান হাঁকিয়া দিতেছে—কেহ বা কুকুর-ডাক ডাকিতেছে। রাস্তার দোধারি লোক পালাই২ ত্রাহি২ করিতেছে—সকলেই ভয়ে জড়সড় ও কেঁচো—মনে করিতেছে আজ বাঁচ্‌লে অনেক দিন বাঁচ্‌বো। যেমন ঝড় চারি দিগে তোল্‌পাড় করিয়া হু২ শব্দে বেগে বয়, নব বাবুদিগের দঙ্গল সেই মত চলিয়াছে। এ গুণ পুরুষেরা কে? আর কে! এঁরা সেই সকল পুণ্যশ্লোক—এঁরা মতিলাল, হলধর, গদাধর, রামগোবিন্দ, দোল-গোবিন্দ, মানগোবিন্দ ও অন্যান্য দ্বিতীয় নলরাজা ও যুধিষ্ঠির। কোন দিকেই দৃক্‌পাত নাই—একেবারে ফুল্লারবিন্দ—মত্ততায় মাথা ভারি—গুমরে যেন গড়িয়া পড়েন। সকলে আপন মনেই চলিয়াছেন—এমন সময়ে গ্রামের বুড় মজুমদার, মাথায় শিকা ফর্‌২ করিয়া উড়িতেছে, এক হাতে লাঠি ও আর এক হাতে গোটাদুই বেগুন লইয়া ঠকর্‌২ করিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইল, অমনি সকলে তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া রং জুড়ে দিল। মজুমদার কিছু কাণে খাট—তাহারা জিজ্ঞাসা করিল—আরে কও তোমার স্ত্রী কেমন আছেন? মজুমদার উত্তর করিলেন—পুড়িয়া খেতে হবে—অমনি তাহারা হাহা২, হোঃ২, লিক২, ফিক২ হাসির গর্রায় ছেয়ে ফেলিল। মজুমদার মোহারা কাটাইয়া চম্পট দিতে চান কিন্তু তাহার ছাড়ান নাই। নব বাবুরা তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গঙ্গার ঘাটের নিকট বসাইল। এক ছিলিম গুড়ুক খাওয়াইয়া বলিল—মজুমদার! কর্তার বের নাকালটা বিস্তারিত করিয়া বল দেখি—তুমি কবি—তোমার মুখের কথা বড় মিষ্ট লাগে, না বল্‌লে ছেড়ে দিব না এবং তোমার স্ত্রীর কাছে এক্‌খুনি গিয়া বলিব তোমার অপঘাত মৃত্যু হইয়াছে। মজুমদার দেখিল বিষম প্রমাদ, না বলিলে ছাড়ান নাই—লাচারে লাঠি ও বেগুন রাখিয়া কথা আরম্ভ করিল।

দুঃখের কথা আর কি বল্‌ব? কর্তার সঙ্গে গিয়া ভাল আক্কেল পাইয়াছি। সন্ধ্যা

হয়২ এমত সময়ে বলাগড়ের ঘাটে নৌকা লাগ্‌লো। কতকগুলিন স্ত্রীলোক জল আনিতে আসিয়াছিল, কর্তাকে দেখিয়া তাহারা একটু ঘোমটা টানিয়া দিয়া ঈষৎ হাস্য করিতে২ পরস্পর বলাবলি কর্‌তে লাগ্‌লো—আ মরি! কি চমৎকার বর! যার কপালে ইনি পড়্‌বেন সে একেবারে এঁকে চাঁপাফুল করে খোঁপাতে রাখ্‌বে। তাহাদিগের মধ্যে এক জন বলিল—বুড়ো হউক হুড় হউক তবু একে মেয়েমানুষটা চক্ষে দেখ্‌তে প্যবে তো? সেও তো অনেক ভাল। আমার যেমন পোড়া কপাল এমন যেন আর কারো হয় না, ছয় বৎসরের সময় বে হয় কিন্তু স্বামী কেমন চক্ষে দেখনু না—শুনেছি তাঁর পঞ্চাশ ষাটটি বিয়ে, বয়েস আশী বচ্ছরের উপর—থুরথুরে বুড় কিন্তু টাকা পেলে বে করতে আলেন না। বড় অধর্ম না হলে আর মেয়েমানুষের কুলীনের ঘরে জন্ম হয় না। আর এক জন বলিল—ওগো জল তোলা হয়ে থাকে তো চলে চল—ঘাটে এসে আর বাক্‌-চাতুরীতে কাজ নাই—তোর তবু স্বামী বেঁচে আছে আমার যার সঙ্গে বে হয় তাঁর তখন অন্তর্জলী হচ্ছিল। কুলীন বামুনদের কি ধর্ম আছে না কর্ম আছে—এ সব কথা বললে কি হবে? পেটের কথা পেটে রাখাই ভাল। মেয়েগুলার কথোপকথন শুনে আমার কিছু দুঃখ উপস্থিত হইল ও যাওন কালীন বেণীবাবুর কথা স্মরণ হইতে লাগিল। পরে বলাগড়ে উঠিয়া সওয়ারির অনেক চেষ্টা করা গেল কিন্তু এক জন কাহারও পাওয়া গেল না। লগ্ন ভ্রষ্ট হয় এজন্য সকলকে চলিয়া যাইতে হইল। কাদাতে হেঁকোচ হোঁকোচ করিয়া কন্যাকর্তার বাটীতে উপস্থিত হওয়া গেল। দঁকে পড়িয়া আমাদিগের কর্তার যে বেশ হইয়াছিল তাহা কি বল্‌ব? একটা এঁড়ে গরুর উপর বসালেই সাক্ষাৎ মহাদেব হইতেন আর ঠকচাচা ও বক্রেশ্বরকে নন্দী ভৃঙ্গীর ন্যায় দেখাইত। শুনিয়াছিলাম যে দান-সামগ্রী অনেক দিবে, দালানে উঠিয়া দেখিলাম সে গুড়ে বালি পড়িয়াছে। আশা ভগ্ন হওয়াতে ঠকচাচা এদিক্‌ ওদিক্‌ চান—গুম্‌রে২ বেড়ান—আমি মুচ্‌কে২ হাসি ও এক২ বার ভাবি এস্থলে সাটে হেঁ হুঁ দেওয়া ভাল। বর স্ত্রীআচার কর্‌তে গেল, ছোট বড় অনেক মেয়ে ঝুনুর২ করিয়া চারি দিকে আসিয়া বর দেখিয়া আঁত্‌কে পড়িল, যখন চারি চক্ষে চাওয়াচায়ি হয় তখন কর্তাকে চস্‌মা নাকে দিতে হইয়াছিল—মেয়েগুলা খিল্‌২ করিয়া হাসিয়া ঠাট্টা জুড়ে দিল—কর্তা খেপে উঠে ঠকচাচা২ বলিয়া ডাকেন—ঠকচাচা বাটীর ভিতর দৌড়ে যাইতে উদ্যত হন—অমনি কন্যাকর্তার লোকেরা তাহাকে আচ্ছা করে আল্‌গা২ রকমে সেখানে শুইয়ে দেয়—বাঞ্ছারামবাবু তেরিয়া হইয়া উঠেন তাঁরও উত্তম মধ্যম হয় বক্রেশ্বরও অর্ধচন্দ্রের দাপটে গলাফুলা পায়রা হন। এই সকল গোল-

যোগ দেখিয়া আমি বরযাত্রীদিগকে ছাড়িয়া কন্যাযাত্রীদিগের পালে মিশিয়া গেলুম, তার পরে কে কোথায় গেল তাহা কিছুই বলিতে পারি না কিন্তু ঠকচাচাকে ডুলি করিয়া আসিতে হইয়াছিল।—কথাই আছে লোভে পাপ—পাপে মৃত্যু। এক্ষণে যে কবিতা করিয়াছি তাহা শুন।

ঠকচাচা মহাশয়, সদা করি মহাশয়,
বাবুরামে দেন কাণে মন্ত্র।
বাবুরাম অঘা অতি, হইয়াছে ভীমরথী,
ঠকবাক্য শ্রুতি স্মৃতি তন্ত্র॥
ধনাশয়ে সদোন্মত্ত, ধর্মাধর্ম নাহি তত্ত্ব,
অর্থ কিসে থাকিবে বাড়িবে।
সদা এই আন্দোলন, সৎকর্মে নাহি মন,
মন হৈল করিবেন বিয়ে॥
সবে বলে ছিছি ছিছি, এ বয়সে মিছামিছি,
নালা কেটে কেন আন জল।
জাজ্বল্য যে পরিবার, পৌত্র হইবে আবার,
অভাব তোমার কিসে বল॥
কোন কথা নাহি শোনে, স্থির করে মনে মনে,
ভারি দাঁও মারিব বিয়েতে।
করিলেন নৌকা ভাড়া, চলিলেন খাড়া খাড়া,
স্বজন ও লোক জন সাতে॥
বেণী বাবু মানা করে, কে তাঁহার কথা ধরে,
ঘরে গিয়া ভাত তিনি খান।
বেচারাম সদা চটা, ঠকে বলে ঠেঁটা বেটা,
দূঁর দূঁর করে তিনি যান॥
গণ্ডগ্রাম বলাগোড়, রামা সবে পেতে গড়,
ইঙ্গিতে ভঙ্গিতে করে ঠাট্টা।
বাবুরাম ছট্‌ফট্‌, দেখে বড় সুসঙ্কট,
ভয় পান পাছে লাগে বাঁট্টা॥
দর্পণ সম্মুখে লয়ে, মুখ দেখে ভয়ে ভয়ে,
রামা সবে কেন দেয় বাধা।
চুলগুলি ঘন বাঁধে, হাত দিয়া ঠককাঁধে,
হৃষ্ট মনে চলয়ে তাগাদা॥

পিছলেতে লণ্ডভণ্ড, গড়ায় যেন কুষ্মাণ্ড,
উৎসাহে আহ্লাদে মন ভরা।
পরিজন লোক জন, দেখে শমনভবন,
কাদা চেহলায় আদমরা॥
যেমন বর পৌছিল, হাড়কাটে গলা দিল,
ঠক আশা আসা হল সার।
কোথায় বা রূপা সোণা, সোণা মাত্র হল শোনা,
কোথায় বা মুকতার হার॥
ঠক করে তেরি মেরি, দ্বন্দোজ বাধায় ভারি,
মনে রাগ মনে সবে মারে।
স্ত্রী আচারে বর যায়, ঝুন্থ ঝুন্থ রামা ধায়,
বর দেখে হাক থুতে সারে॥
ছি ছি ছি, এই ঢোস্কা কি ঐ মেয়েটির বর লো।
পেট্টা লেও, ফোয়ারাম, ঠিক আহ্লাদে বুড় গো।
চুলগুলি কিবা কাল, মুখখানি তোবড়া ভাল, নাকেতে
চস্‌মা দিয়া, সাজালো জুজুবুড় গো।
মেয়েটি সোণার লতা, হায় কি হল বিধাতা, কুলীনের
কর্মকাণ্ডে, ধিক্ ধিক্ ধিক্ লো।
বুড় বর জরজর, থর্থর্ কাঁপিছে।
চক্ষু কট্ মট্মট্ সট্সট্ করিছে।
নাহি কথা উর্দ্ধ মাথা পেয়ে ব্যথা ডাকিছে।
ঠকচাচা এ কি চাঁচা মোকে বাঁচা বলিছে।
লম্ফঝম্প ভূমিকম্প ঠক লম্ফ দিতেছে।
দরোয়ান হান্‌হান্ সান্‌সান্ ধরিছে।
ভূমে পড়ি গড়াগড়ি গোঁফ দাড়ি ঢাকিছে।
নাথি কীল যেন শিল পিল্‌পিল্ পড়িছে।
এই পর্ব দেখে সর্ব হয়ে খর্ব ভাগিছে।
নমস্কার এ ব্যাপার বাঁচা ভার হইছে।
মজুমদার দেখে দ্বার আত্মসার করিছে।
মার্ মার্ ঘের্‌ঘার্ ধর্ ধর্ বাড়িছে।

১৯ বেণী বাবুর আলয়ে বেচারাম বাবুর গমন, বাবুরাম
বাবুর পীড়া ও গঙ্গাযাত্রা, বরদাবাবুর সহিত
কথোপকথনানন্তর তাঁহার মৃত্যু।

প্রাতঃকালে বেড়িয়া আসিয়া বেণীবাবু আপন বাগানের আটচালায় বসিয়া আছেন, এদিক্ ওদিক্ দেখিতে২ রামপ্রসাদি পদ ধরিয়াছেন—"এবার বাজি ভোর হল"—পশ্চিম দিকে তরুলতার মেরাপ ছিল তাহার মধ্যে থেকে একটা শব্দ হইতে লাগিল—বেণীভায়া২—বাজি ভোরই হল বটে। বেণীবাবু চমকিয়া উঠিয়া দেখেন যে বৌবাজারের বেচারামবাবু বড় ত্রস্ত আসিতেছেন, অগ্রবর্তী হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—বেচারাম দাদা! ব্যাপারটা কি? বেচারাম বাবু বলিলেন—চাদরখানা কাঁদে দেও, শীঘ্র আইস—বাবুরামের বড় ব্যারাম—এক বার দেখা আবশ্যক। বেণীবাবু ও বেচারাম শীঘ্র বৈদ্যবাটীতে আসিয়া দেখেন যে বাবুরামের ভারি জ্বর বিকার—দাহ পিপাসা আত্যন্তিক—বিছানায় ছট্‌ফট্ করিতেছেন—সম্মুখে সসা কাটা ও গোলাপের নেকড়া কিন্তু উকি উদ্গার মুহুর্মুহু হইতেছে। গ্রামের যাবতীয় লোক চারদিকে ভেঙ্গে পড়িয়াছে, পীড়ার কথা লইয়া সকলে গোল করিতেছে। কেহ বলে আমাদের শাকমাছথেকো নাড়ী—জোঁক, জোলাপ, বেলেস্তারা হিতে বিপরীত হইতে পারে, আমাদিগের পক্ষে বৈদ্যের চিকিৎসাই ভাল, তাতে যদি উপশম না হয় তবে তত্তৎকালে ডাক্তর ডাকা—যাইবে। কেহ২ বলে হাকিমি মত বড় ভাল, তাহারা রোগীকে খাওয়াইয়া দাইয়া আরাম করে ও তাহাদের ঔষধপত্র সকল মোহনভোগের মত খেতে লাগে। কেহ২ বলে যা বল যা কহ এসব ব্যারাম ডাক্তরে যেন মন্ত্রের চোটে আরাম করে—ডাক্তরি চিকিৎসা না হলে বিশেষ হওয়া সুকঠিন। রোগী এক২ বার জল দাও২ বলিতেছে, ব্রজনাথ রায় কবিরাজ নিকটে বসিয়া কহিতেছেন, দারুণ সান্নিপাত—মুহুর্মুহুঃ জল দেওয়া ভাল নহে, বিল্বপত্রের রস ছেঁচিয়া একটু২ দিতে হইবেক, আমরা তো উহাঁর শত্রু নয় যে এ সময়ে যত জল চাবেন তত দিব। রোগীর নিকটে এইরূপ গোলযোগ হইতেছে, পার্শ্বের ঘর গ্রামের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে ভরিয়া গিয়াছে তাহাদিগের মত যে শিবস্বস্ত্যয়ন, সূর্য অর্ঘ্য, কালীঘাটে লক্ষ জবা দেওয়া ইত্যাদি দৈবক্রিয়া করা সর্বাগ্রে কর্তব্য। বেণীবাবু দাঁড়িয়া সকল শুনিতেছেন কিন্তু কে কাহাকে বলে ও কে কাহার কথাই বা শুনে—নানা মুনির নানা মত, সকলেরই আপনার কথা ধ্রুবজ্ঞান, তিনি দুই এক বার আপন বক্তব্য প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিলেন—কিন্তু মঙ্গলাচরণ হইতে না হইতে একেবারে তাঁহার কথা ফেঁসে গেল। কোন রকমে থা না পাইয়া বেচারাম বাবুকে লইয়া বাহির

বাটীতে আইলেন ইতিমধ্যে ঠকচাচা নেংচে২ আসিয়া তাঁহাদিগের সম্মুখে পৌছিল। বাবুরামের পীড়া জন্য ঠকচাচা বড় উদ্বিগ্ন—সর্বদাই মনে করিতেছে সব দাঁও বুঝি ফস্‌কে গেল। তাহাকে দেখিয়া বেণীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—ঠকচাচা পায়ে কি ব্যথা হইয়াছে ? অমনি বেচারাম বলিয়া উঠিলেন—ভায়া ! তুমি কি বলাগড়ের ব্যাপার শুন নাই—ঐ বেদনা উহার কুমন্ত্রণার শাস্তি, আমি নৌকায় যাহা বলিয়াছিলাম তাহা কি ভুলিয়া গেলে ? এই কথা শুনিয়া ঠকচাচা পেচ কাটাইবার চেষ্টা করিল। বেণীবাবু তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন—সে যাহা হউক, এক্ষণে কর্তার ব্যারামের জন্য কি তদ্বির হইতেছে ? বাটীর ভিতর তো ভারি গোল। ঠকচাচা বলিল—বোখার সুরু হলে এক্রামদ্দি হাকিমকে মুই সাতে করে এনি—তেনাবি বহুত জোলাব ও দাওয়াই দিয়ে বোখারকে দফা করে খেচ্‌রি খেলান, লেকেন ঐ রোজেতেই বোখার আবার পেল্টে এসে, সে নাগাদ ব্রজনাথ কবিরাজ দেখছে, বেমার রোজ জেয়াদা মালুম হচ্ছে—মুই বি ভাল বুরা কুচ ঠেওরে উঠতে পারি না। বেণীবাবু বলিলেন—ঠকচাচা রাগ করো না—এ সম্বাদটি আমাদিগের কাছে পাঠান কর্তব্য ছিল—ভাল, যাহা হইয়াছে তাহার চারা নাই এক্ষণে এক জন বিচক্ষণ ইংরাজ ডাক্তর শীঘ্র আনা আবশ্যক। এইরূপ কথাবার্তা হইতেছে ইতিমধ্যে রামলাল ও বরদাপ্রসাদ বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাত্রি জাগরণ, সেবা করণের পরিশ্রম ও ব্যাকুলতার জন্য রামলালের মুখ ম্লান হইয়াছে—পিতাকে কি প্রকারে ভাল রাখিবেন ও আরাম করিবেন এই তাঁহার অহরহ চিন্তা। বেণীবাবুকে দেখিয়া বলিলেন—মহাশয় ! ঘোর বিপদে পড়িয়াছি, বাটীতে বড় গোল কিন্তু সৎপরামর্শ কাহার নিকট পাওয়া যায় না। বরদাবাবু প্রাতে ও বৈকালে আসিয়া তত্ত্ব লয়েন কিন্তু তিনি যাহা বলেন সে অনুসারে আমাকে সকলে চলিতে দেন না—আপনি আসিয়াছেন ভাল হইয়াছে এক্ষণে যাহা কর্তব্য তাহা করুন। বেচারামবাবু বরদাবাবুর প্রতি কিঞ্চিৎকাল নিরীক্ষণ করিয়া অশ্রুপাত করিতে২ তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন—বরদা বাবু ! তোমার এত গুণ না হলে সকলে তোমাকে কেন পূজ্য করিবে ? এই ঠকচাচা বাবুরামকে মন্ত্রণা দিয়া তোমার নামে গোমখুনি নালিশ করায় ও বাবুরাম ঘটিত অকারণে তোমার উপর নানা প্রকার জুলুম ও বদিয়ত হইয়াছে কিন্তু ঠকচাচা পীড়িত হইলে তুমি তাহাকে আপনি ঔষধ দিয়া ও দেখিয়া শুনিয়া আরাম করিয়াছ, এক্ষণেও বাবুরাম পীড়িত হওয়াতে সৎপরামর্শ দিতে ও তত্ত্ব লইতে কসুর করিতেছ না—কেহ যদি কাহাকে একটা কটুবাক্য কহে তবে তাহাদিগের মধ্যে একেবারে চটাচটি হয়ে শত্রুতা জন্মে, হাজার ঘাট মানামানি হইলেও

মনভার যায় না কিন্তু তুমি ঘোর অপমানিত ও অপকৃত হইলেও আপন অপমান ও অপকার সহজে ভুলে যাও—অন্যের প্রতি তোমার মনে ভ্রাতৃভাব ব্যতিরেকে আর অন্য কোন ভাব উদয় হয় না—বরদাবাবু! অনেকে ধর্ম্ম২ বলে বটে কিন্তু যেমন তোমার ধর্ম এমন ধর্ম আর কাহারো দেখিতে পাই না—মনুষ্য পামর তোমার গুণের বিচার কি করবে কিন্তু যদি দিনরাত সত্য হয় তবে এ গুণের বিচার উপরে হইবে। বেচারামবাবুর কথা শুনিয়া বরদাবাবু কুণ্ঠিত হইয়া ঘাড় হেঁট করিয়া থাকিলেন পরে বিনয়পূর্বক বলিলেন—মহাশয়! আমাকে এত বলিবেন না—আমি অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি—আমার জ্ঞান বা কি আর আমার ধর্মই বা কি। বেণীবাবু বলিলেন—মহাশয়েরা ক্ষান্ত হউন, এ সকল কথা পরে হইবেক এক্ষণে কর্তার পীড়ার জন্য কি বিধি তাহা বলুন। বরদাবাবু কহিলেন—আপনাদিগের মত হইলে আমি কলিকাতায় যাইয়া বৈকাল নাগাদ ডাক্তর আনিতে পারি, আমার বিবেচনায় ব্রজনাথ রায়ের ভরসায় থাকা আর কর্তব্য নহে। প্রেমনারায়ণ মজুমদার নিকটে দাঁড়াইয়া ছিলেন—তিনি বলিলেন ডাক্তরেরা নাড়ীর বিষয় ভাল বুঝে না—তাহারা মানুষকে ঘরে মারে, আর কবিরাজকে একেবারে বিদায় করা উচিত নহে বরং একটা রোগ ডাক্তর দেখুক —একটা রোগ কবিরাজ দেখুক। বেণীবাবু বলিলেন—সে বিবেচনা পরে হইবে এক্ষণে বরদাবাবু ডাক্তরকে আনিতে যাউন। বরদাবাবু স্নান আহার না করিয়া কলিকাতায় গমন করিলেন, সকলে বলিল বেলাটা অনেক হইয়াছে মহাশয় এক মুটা খেয়ে যাউন—তিনি উত্তর করিলেন—তা হইলে বিলম্ব হইবে, সকল কর্ম ভণ্ডুল হইতে পারে।

বাবুরামবাবু বিছানায় পড়িয়া মতি কোথা মতি কোথা বলিয়া অনবরত জিজ্ঞাসা করিতেছেন কিন্তু মতিলালের চুলের টিকি দেখা ভার, তিনি আপন দলবল লইয়া বাগানে বনভোজনে মত্ত আছেন, বাপের পীড়ার সম্বাদ শুনেও শুনেন না। বেণীবাবু এই ব্যবহার দেখিয়া বাগানে তাহার নিকট লোক পাঠাইলেন কিন্তু মতিলাল মিছামিছি বলিয়া পাঠাইল যে আমার অতিশয় মাথা ধরিয়াছে কিছু কাল পরে বাটীতে যাইব।

দুই প্রহর দুইটার সময় বাবুরামবাবুর জ্বর বিচ্ছেদকালীন নাড়ী ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। কবিরাজ হাত দেখিয়া বলিল—কর্তাকে স্থানান্তর করা কর্তব্য—উনি প্রবীণ, প্রাচীন ও মহামান্য, অবশ্য যাহাতে উঁহার পরকাল ভাল হয়, তাহা করা উচিত। এই কথা শুনিবামাত্রে পরিবার সকলে রোদন করিতে লাগিল ও আত্মীয় এবং প্রতিবাসীরা সকলে ধরাধরি করিয়া বাবুরামবাবুকে বাটীর দালানে

আনিল। এমত সময়ে বরদা বাবু ডাক্তর সঙ্গে করিয়া উপস্থিত হইলেন, ডাক্তর নাড়ী দেখিয়া বলিলেন—তোমরা শেষাবস্থায় আমাকে ডাকিয়াছ—রোগীকে গঙ্গাতীরে পাঠাইবার অগ্রে ডাক্তরকে ডাকিলে ডাক্তর কি করিতে পারে? এই বলিয়া ডাক্তর গমন করিলেন। বৈদ্যবাটীর যাবতীয় লোক বাবুরামবাবুকে ঘিরিয়া একে২ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—মহাশয় আমাকে চিনিতে পারেন—আমি কে বলুন দেখি? বেণীবাবু বলিলেন—রোগীকে আপনারা এত ক্লেশ দিবেন না—এরূপ জিজ্ঞাসাতে কি ফল? স্বস্ত্যয়নী ব্রাহ্মণেরা স্বস্ত্যয়ন সাঙ্গ করিয়া আশীর্বাদি ফুল লইয়া আসিয়া দেখেন যে, তাঁহাদিগের দৈব ক্রিয়ায় কিছুমাত্র ফল হইল না। বাবুরামবাবুর শ্বাস বৃদ্ধি দেখিয়া সকলে তাঁহাকে বৈদ্যবাটীর ঘাটে লইয়া গেল, তথায় আসিয়া গঙ্গাজল পানে ও স্নিগ্ধ বায়ু সেবনে তাঁহার কিঞ্চিৎ চৈতন্য হইল। লোকের ভিড় ক্রমে২ কিঞ্চিৎ কমিয়া গেল—রামলাল পিতার নিকটে বসিয়া আছেন—বরদাপ্রসাদ বাবু বাবুরামবাবুর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন ও কিয়ৎকাল পরে আস্তে২ বলিলেন—মহাশয়! এক্ষণে একবার মনের সহিত পরাৎপর পরমেশ্বরকে ধ্যান করুন—তাঁহার কৃপা বিনা আমাদিগের গতি নাই। এই কথা শুনিবামাত্রেই বাবুরাম বাবু বরদাপ্রসাদ বাবুর প্রতি দুই তিন লহমা চাহিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। রামলাল চক্ষের জল মুছিয়া দিয়া দুই এক কুশী দুগ্ধ দিলেন—কিঞ্চিৎ স্বস্থ হইয়া বাবুরামবাবু মৃদুস্বরে বলিলেন—ভাই বরদাপ্রসাদ! আমি এক্ষণে জানলুম যে তোমার বাড়া জগতে আমার আর বন্ধু নাই—আমি লোকের কুমন্ত্রণায় ভারি২ কুকর্ম করিয়াছি, সেই সকল আমার এক২ বার স্মরণ হয় আর প্রাণটা যেন আগুনে জলিয়া উঠে—আমি ঘোর নারকী—আমি কি জবাব দিব? আর তুমি কি আমাকে ক্ষমা করিবে? এই বলিয়া বরদাবাবুর হাত ধরিয়া বাবুরামবাবু আপন চক্ষু মুদিত করিলেন। নিকটে বন্ধু বান্ধবেরা ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিতে লাগিল ও বাবু-রামবাবুর সজ্ঞানে লোকান্তর হইল।

২০ মতিলালের যুক্তি, বাবুরামবাবুর শ্রাদ্ধের ঘোট্‌, বাঞ্ছারাম
ও ঠকচাচার অধ্যক্ষতা, শ্রাদ্ধে পণ্ডিতদের
বাদানুবাদ ও গোলযোগ।

পিতার মৃত্যু হইলে মতিলাল বাটীতে গদিয়ান হইয়া বসিল। সঙ্গী সকল এক লহমাও তাহার সঙ্গছাড়া নয়। এখন চার পো বুক হইল—মনে করিতে লাগিল, এত দিনের পর ধুমধাম দেদার রকমে চলিবে। বাপের জন্য মতিলালের কিঞ্চিৎ

শোক উপস্থিত হইল—সঙ্গীরা বলিল বড়বাবু! ভাব কেন?—বাপ মা লইয়া চিরকাল কে ঘর করিয়া থাকে? এখন তো তুমি রাজ্যেশ্বর হইলে। মূঢ়ের শোক নাম মাত্র—যে ব্যক্তি পরম পদার্থ পিতা মাতাকে কখন সুখ দেয় নাই,—নানা প্রকারে যন্ত্রণা দিত, তাহার মনে পিতার শোক কিরূপে লাগিবে? যদি লাগে তবে তাহা ছায়ার ন্যায় ক্ষণেক স্থায়ী, তাহাতে তাহার পিতাকে কখন ভক্তিপূর্বক স্মরণ করা হয় না ও স্মরণার্থে কোন কর্ম করিতে মনও চায় না। মতিলালের বাপের শোক শীঘ্র ঢাকা পড়িয়া বিষয় আশয় কি আছে কি না তাহা জানিবার ইচ্ছা প্রবল হইল। সঙ্গীদিগের বুদ্ধিতে ঘর দ্বার সিন্দুক পেটরায় ডবল্২ তালা দিয়া স্থির হইয়া বসিল। সর্বদা মনের মধ্যে এই ভয়, পাছে মায়ের কি বিমাতার কি ভাইয়ের বা ভগিনীর হাতে কোন রকমে টাকাকড়ি পড়ে তাহা হইলে সে টাকা একেবারে গাপ হইবে। সঙ্গীরা সর্বদা বলে—বড়বাবু! টাকা বড় চিজ—টাকাতে বাপকেও বিশ্বাস নাই। ছোটবাবু ধর্মের ছালা বেঁধে সত্য২ বলিয়ে বেড়ান বটে কিন্তু পতনে পেলে তাঁহার গুরুও কাহাকে রেয়াত করেন না—ও সকল ভণ্ডামি আমরা অনেক দেখিয়াছি—সে যাহা হউক, বরদাবাবুটা অবশ্য কোন ভেল্‌কি জানে—বোধ হয় ওটা কামাখ্যাতে দিন কতক ছিল, তা না হলে কর্তার মৃত্যুকালে তাঁহার এত পেশ কি প্রকারে হইল।

দুই এক দিবস পরেই মতিলাল আত্মীয় কুটুম্বদিগের নিকট লৌকতা রাখিতে যাইতে আরম্ভ করিল। যে সকল লোক দলঘাঁটা, সাল্‌কে মধ্যস্থ করিতে সর্বদা উদ্যত হয়, জিলাপির ফেরে চলে, তাহারা ঘুরিয়া ফিরিয়া নানা কথা বলে—সে সকল কথা আসমানে উড়ে২ বেড়ায়, জমিতে ছোঁয়২ করিয়া ছোঁয় না সুতরাং উল্টে পাল্টে লইলে তাহার দুই রকম অর্থ হইতে পারে। কেহ২ বলে কর্তা সরেশ মানুষ ছিলেন—এমন সকল ছেলে রেখে ঢেকে যাওয়া বড় পুণ্য না হইলে হয় না—তিনি যেমন লোক তেমনি তাঁহার আশ্চর্য মৃত্যুও হইয়াছে, বাবু! এত দিন তুমি পর্বতের আড়ালে ছিলে এখন বুঝে সুঝে চল্‌তে হবে—সংসারটি ঘাড়ে পড়িল—ক্রিয়া কলাপ আছে—বাপ পিতামহের নাম বজায় রাখিতে হইবে, এ সওয়ায় দায় দফা আছে। আপনার বিষয় বুঝে শ্রাদ্ধ করিবে, দশ জনার কথা শুনিয়া নেচে উঠিবার আবশ্যক নাই। নিজে রামচন্দ্র বালির পিণ্ড দিয়াছিলেন, এ বিষয়ে আক্ষেপ করা বৃথা, কিন্তু নিতান্ত কিছু না করা সেও তো বড় ভাল নয়। বাবু! জান তো কর্তার ঢাক্টাপানা নামটা—তাঁহার নামে আজো বাঘে গরুতে জল খায়। তাহাতে কি শুদ্ধ তিলকাঞ্চনি রকমে চল্‌বে?—গেরেপ্তার হয়েও লোকের মুখ থেকে তর্‌তে হবে। মতিলাল এ সকল কথার মারপেঁচ কিছুই

বুঝিতে পারে না। আত্মীয়েরা আত্মীয়তাপূর্বক দরদ প্রকাশ করে কিন্তু যাহাতে একটা ধুমধাম বেধে যায় ও তাহারা কর্তৃত্ব ফলিয়ে বেড়াইতে পারে তাহাই তাহাদিগের মানস—অথচ স্পষ্টরূপে জিজ্ঞাসা করিলে এঁ ওঁ করিয়া সেরে দেয়। কেহ বলে ছয়টি রূপার যোড়শ না করিলে ভাল হয় না—কেহ বলে একটা দানসাগর না করিলে মান থাকা ভার—কেহ বলে একটা দম্পতি বরণ না করিলে সামান্য শ্রাদ্ধ হবে—কেহ বলে কতকগুলিন অধ্যাপক নিমন্ত্রণ ও কাঙ্গালি বিদায় না করিলে মহা অপযশ হইবে। এইরূপে ভারি গোলযোগ হইতে লাগিল —কে বা বিধি চায়?—কে বা তর্ক করিতে বলে?—কে বা সিদ্ধান্ত শুনে?—সকলেই গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল—সকলেই স্ব২ প্রধান—সকলেরই আপনার কথা পাঁচ কাহন।

তিন দিন পরে বেণীবাবু, বেচারামবাবু, বাঞ্ছারামবাবু ও বক্রেশ্বরবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মতিলালের নিকট ঠকচাচা মণিহারা ফণীর ন্যায় বসিয়া আছেন—হাতে মালা—ঠোঁট দুটি কাঁপাইয়া২ তস্‌বি পড়িতেছেন, অন্যান্য অনেক কথা হইতেছে কিন্তু সে সব কথায় তাঁহার কিছুতেই মন নাই—দুই চক্ষু দেওয়ালের উপর লক্ষ্য করিয়া ভেল্‌২ করিয়া ঘুরাতেছেন—তাক্‌বাগ কিছু স্থির করিতে পারেন নাই। বেণীবাবু প্রভৃতিকে দেখিয়া ধড়্‌মড়িয়া উঠিয়া সেলাম করিলে লাগিলেন। ঠকচাচার এত নম্রতা কখনই দেখা যায় নাই। ঢোঁড়া হইয়া পড়িলেই জাঁক যায়। বেণীবাবু ঠকচাচার হাত ধরিয়া বলিলেন—আরে! কর কি? তুমি প্রাচীন মুরব্বি লোকটা—আমাদিগকে দেখে এত কেন? বাঞ্ছারাম বাবু বলিলেন—অন্য কথা যাউক—এদিকে দিন অতি সংক্ষেপ—উদ্যোগ কিছুই হয় নাই—কর্তব্য কি বলুন?

বেচারাম। বাবুরামের বিষয় আশয় অনেক জোড়া—কতক বিষয় বিক্রি সিক্রি করিয়া দেনা পরিশোধ করা কর্তব্য—দেনা করিয়া ধুমধামে শ্রাদ্ধ করা উচিত নহে।

বাঞ্ছারাম। সে কি কথা! আগে লোকের মুখ থেকে তর্‌তে হবে, পশ্চাৎ বিষয় আশয় রক্ষা হইবে। মান সম্ভ্রম কি বানের জলে ভেসে যাবে?

বেচারাম। এ পরামর্শ কুপরামর্শ—এমন পরামর্শ কখনই দিব না—কেমন বেণী ভায়া! কি বল?

বেণী। যে স্থলে দেনা অনেক, বিষয় আশয় বিক্রি করিয়া দিলেও পরিশোধ হয় কি না সন্দেহ, সে স্থলে পুনরায় দেনা করা এক প্রকার অপহরণ করা, কারণ সে দেনা পরিশোধ কিরূপে হইবে?

বাঞ্ছারাম। ও সকল ইংরাজী মত—বড়মানুষদিগের ঢাল স্থমরেই চলে—তাহারা এক দিচ্ছে এক নিচ্ছে, একটা সৎ কর্মে বাগ্‌ড়া দিয়ে ভাঙ্গা মঙ্গলচণ্ডী হওয়া ভদ্র লোকের কর্তব্য নয়। আমার নিজের দান করিবার সঙ্গতি নাই, অন্য এক ব্যক্তি দশ জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে দান করিতে উদ্যত তাহাতে আমার খোঁচা দিবার আবশ্যক কি? আর সকলেরই নিকট অনুগত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আছে, তাহারাও পত্রটত্র পাইতে ইচ্ছা করে—তাহাদেরও তো চলা চাই।

বক্রেশ্বর। আপনি ভাল বল্‌ছেন—কথাই আছে যাউক প্রাণ থাকুক মান।

বেচারাম। বাবুরামের পরিবার বেড়া আগুনে পড়িয়াছে—দেখিতেছি ত্বরায় নিকেশ হইবে। যাহা করিলে আখেরে ভাল হয় তাহাই আমাদিগের বলা কর্তব্য—দেনা করিয়া নাম কেনার মুখে ছাই—আমি এমন অনুগত বামুন রাখি না যে তাহাদিগের পেট পুরাইবার জন্য অন্যের গলায় ছুরি দিব। এ সব কি কারখানা! দূঁরহ! চল বেণী ভায়া! আমার যাই—এই বলিয়া তিনি বেণীবাবুর হাত ধরিয়া উঠিলেন।

বেণীবাবু ও বেচারাম গমন করিলে বাঞ্ছারাম বলিলেন—আপদের শান্তি! এ দুটা কিছুই বুঝে শোঝে না কেবল গোল করে। সমজদার মানুষের সঙ্গে কথা কহিলে প্রাণ ঠাণ্ডা হয়। ঠকচাচা নিকটে আইস—তোমার বিবেচনায় কি হয়?

ঠকচাচা। মুই বি তোমার সাতে বাতচিত করতে বহুত খোস—তেনারা খাপ্‌কান—তেনাদের নজদিকে এস্তে মোর ডর লাগে। যে সব বাত তুমি জাহের কর্‌লে সে সব সাঁচ্চা বাত। আদমির হুরমত ও কুদরৎ গেলে জিন্দিগি ফেল্‌তো। মামলা মকদ্দমার নেগাবানি তুমি ও মুই করে বেলকুল বখেড়া কেটিয়ে দিব—তাতে ডর কি?

মতিলালের ধুমধেমে স্বভাব—আয় ব্যয় বোধাবোধ নাই—বিষয় কর্ম কাহাকে বলে জানে না—বাঞ্ছারাম ও ঠকচাচার উপর বড় বিশ্বাস, কারণ তাহারা আদালত ঘাঁটা লোক আর তাহারা যেরূপ মন যুগিয়া ও সলিয়ে কলিয়ে লওয়াইতে লাগিল তাহাতে মতিলাল একেবারে বলিল—এ কর্মে আপনারা অধ্যক্ষ হইয়া যাহাতে নির্বাহ হয় তাহা করুন, আমাকে সহি সনদ করিতে যাহা বলিবেন আমি তৎক্ষণাৎ করিব। বাঞ্ছারাম বাবু বলিলেন—কর্তার উইল বাহির করিয়া আমাকে দাও—উইলে কেবল তুমি অছি আছ—তোমার ভাইটে পাগল এই জন্য তাহার নাম বাদ দেওয়া গিয়াছিল, সেই উইল লইয়া আদালতে পেশ করিলে তুমি অছি মকরর হইবে, তাহার পরে তোমার সহি সনদে বিষয়

বন্ধক বা বিক্রি হইতে পারিবে। মতিলাল বাক্স খুলিয়া উইল বাহির করিয়া দিল। পরে বাঞ্ছারাম আদালতের কর্ম শেষ করিয়া এক জন মহাজন খাড়া করিয়া লেখাপড়া ও টাকা সমেত বৈদ্যবাটীর বাটীতে উপস্থিত হইলেন। মতিলাল টাকার মুখ দেখিয়া তৎক্ষণাৎ কাগজাদ সহি করিয়া দিল। টাকার থলিতে হাত দিয়া বাক্সের ভিতর রাখিতে যায় এমন সময় বাঞ্ছারাম ও ঠকচাচা বলিল—বাবুজি! টাকা তোমার হাতে থাকিলে বেলকুল খরচ হইয়া যাইবে, আমাদিগের হাতে তহবিল থাকিলে বোধ হয় টাকা বাঁচিতে পারিবে—আর তোমার স্বভাব বড় ভাল—চক্ষুলজ্জা অধিক, কেহ চাহিলে মুখ মুড়িতে পারিবে না, আমরা লোক বুঝে টেলে দিতে পার্‌ব। মতিলাল মনে করিল এ কথা বড় ভাল—শ্রাদ্ধের পর আমিই বা খরচের টাকা কিরূপে পাই—এখন তো বাবা নাই যে চাহিলেই পাব এ কারণে উক্ত প্রস্তাবে সম্মত হইল।

বাবুরাম বাবুর শ্রাদ্ধের ধুম লেগে গেল। যোড়শ গড়িবার শব্দ—ভেয়ানের গন্ধ—বোল্‌তা মাছির ভন্‌ভনানি—ভিজে কাঠের ধূঁয়া—জিনিস পত্রের আমদানি—লোকের কোলাহলে বাড়ী ছেয়ে ফেলিল। যাবতীয় পূজরি, দোকানি ও বাজার সরকারে বামুন এক২ তসর জোড় পরিয়া ও গঙ্গামৃত্তিকার ফোঁটা করিয়া পত্রের জন্য গমনাগমন করিতে লাগিল, আর তর্কবাগীশ, বিদ্যারত্ন, ন্যায়ালঙ্কার, বাচস্পতি ও বিদ্যাসাগরের তো শেষ নাই, দিন রাত্রি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও অধ্যাপকের আগমন—যেন গো মড়কে মুচির পার্বণ।

শ্রাদ্ধের দিবস উপস্থিত—সভায় নানা দিগ্‌দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সমাগম হইয়াছে ও যাবতীয় আত্মকুটুম্ব, স্বজন, সুহৃদ্‌ বসিয়াছেন—সম্মুখে রূপার দানসাগর—ঘোড়া, পাল্‌কি, পিতলের বাসন, বনাত, তৈজসপত্র ও নগদ টাকা—পার্শ্বে কীর্তন হইতেছে—মধ্যে২ বেচারাম বাবু ভাবুক হইয়া ভাব গ্রহণ করিতেছেন। বাটীর বাহিরে অগ্রদানী, রেও ভাট, নাগা, তষ্টিরাম ও কাঙ্গালিতে পরিপূর্ণ। ঠকচাচা কেনিয়ে২ বেড়াচ্চেন—সভায় বসিতে তাঁহার ভর্সা হয় না। অধ্যাপকেরা নস্য লইতেছেন ও শাস্ত্রীয় কথা লইয়া পরস্পর আলাপ করিতেছেন—তাঁহাদিগের গুণ এই যে একত্র হইলে ঠাণ্ডারূপে কথোপকথন করা ভার—একটা না একটা উৎপাত অনায়াসে উপস্থিত হয়। এক জন অধ্যাপক ন্যায়শাস্ত্রের একটা ফেকড়া উপস্থিত করিলেন—"ঘটত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাভাব বহ্নিভাবে ধূমা, ধূমাভাবে বহ্নি"। উৎকলনিবাসী এক জন পণ্ডিত কহিলেন—যৌটি ঘটিয়া বচ্ছিন্তি ভাব প্রতিযোগা সৌটি পর্বত বহ্নি নামেধিঁয়া। কাশীজোড়া নিবাসী পণ্ডিত বলিলেন—কেমন কথা গো? বাক্যটি প্রিমিধান কর নাই—যে ও ঘটকে পট করে

পর্বতকে বহ্নিমান ধূম—শিড়মনি যে মেকটি মেরে দিচ্ছেন। বঙ্গদেশীয় পণ্ডিত বলিলেন—গটিয়াবচ্ছিন্ন বাব প্রতিযোগা হুমাবাবে অগ্নি অগ্নিবাবে হুমা, অগ্নি না হলে হুমা কেমনে লাগে। এইরূপ তর্ক বিতর্ক হইতেছে—মুখোমুখি হইতে২ হাতাহাতি হইবার উপক্রম—ঠকচাচা ভাবেন পাছে প্রমাদ ঘটে এই বেলা মিটিয়া দেওয়া ভাল—আস্তে২ নিকটে আসিয়া বলিছেন—মুই বলি একটা বদনা ও চেরাগের বাত লিয়ে তোমরা কেন কেজিয়ে কর—মুই তোমাদের দুটা২ বদনা দিব। অধ্যাপকের মধ্যে একজন চট্‌পোটে ব্রাহ্মণ উঠিয়া বলিলেন—তুই বেটা কে রে ? হিন্দুর শ্রাদ্ধে যবন কেন ? এ কি ? পেতনীর শ্রাদ্ধে আলেয়া অধ্যক্ষ না কি ? এই বলিতে২ গালাগালি, হাতাহাতি হইতে২ ঠেলাঠেলি, বেতাবেতি আরম্ভ হইল। বাঞ্ছারামবাবু তেড়ে আসিয়া বলিলেন—গোলমাল করিয়া শ্রাদ্ধ ভণ্ডুল করিলে পরে বুঝ্‌ব—একেবারে বড় আদালতে এক শমন আনব—এ কি ছেলের হাতে পিটে ?—বক্রেশ্বর বলেন তা বইকি আর যিনি শ্রাদ্ধ করিবেন তিনি তো সামান্য ছেলে নন, তিনি পরেশ পাথর। বেচারাম বলিলেন—এ তো জানাই আছে যেখানে ঠক ও বাঞ্ছারাম অধ্যক্ষ সেখানে কর্ম সুপ্রতুল হইবে না—দূঁর২। গোল কোনক্রমে থামে না—রেও ভাট প্রভৃতি ঝোঁকে আসিতেছে, এক২ বার বেত খাইতেছে ও চীৎকার করিয়া বলিতেছে—"ভালা শ্রাদ্ধ কর্‌লি রে"। অবশেষে সভার ভদ্রলোক সকলে এই ব্যাপার দেখিয়া কহিতে লাগিল "কার শ্রাদ্ধ কে করে খোলা কেটে বামুন মরে" এই বেলা সরে পড়া শ্রেয়—ছবড়ি ফেলে অমিত্তি কেন হারান যাবে ?

২১ মতিলালের গদিপ্রাপ্তি ও বাবুয়ানা, মাতার প্রতি কুব্যবহার—
মাতা ও ভগিনীর বাটী হইতে গমন ও ভ্রাতাকে
বাটীতে আসিতে বারণ ও তাহার
অন্য দেশে গমন।

বাবুরামবাবুর শ্রাদ্ধে লোকের বড় শ্রদ্ধা জন্মিল না, যেমন গর্জন হইয়াছিল তেমন বর্ষণ হয় নাই। অনেক তেলা মাথায় তেল পড়িল—কিন্তু শুক্‌না মাথা বিনা তেলে ফেটে গেল। অধ্যাপকদিগের তর্ক করাই সার, ইয়ার গোচের বামুনদিগের চোচাপটে জিত। অধ্যাপকদিগের নানা প্রকার কঠোর অভ্যাস থাকাতে এক্‌রোকা স্বভাব জন্মে—তাঁহারা আপন অভিপ্রায় অনুসারে চলেন—সাটে হাঁ না বলেন না। ইয়ার গোচের ব্রাহ্মণেরা সহরঘেঁসা—বাবুদিগের মন যোগাইয়া কথাবার্তা কহেন—ঝোপ বুঝে কোপ মারেন, তাঁহারা সকল কর্মেই

বাওয়াজিকে বাওয়াজি তরকারিকে তরকারি! অতএব তাঁহাদিগের যে সর্ব স্থানে উচ্চ বিদায় হয় তাহাতে আশ্চর্য্য কি? অধ্যক্ষেরা ভাল থলিয়া সিঞাইয়া বসিয়াছিলেন—ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও কাঙ্গালি বিদায় বড় হউক বা না হউক তাহাদিগের নিজের বিদায়ে ভাল অনুরাগ হইল। যে কর্মটি সকলের চক্ষের উপর পড়িয়াছিল ও এড়াইবার নয় সেই কর্মটি রব করিয়া হইয়াছিল কিন্তু আগু-পাছুতে সমান বিবেচনা হয় নাই। এমন অধ্যক্ষতা করা কেবল চিতেন কেটে বাহবা লওয়া।

শ্রাদ্ধের গোল ক্রমে মিটে গেল। বাঞ্ছারাম ও ঠকচাচা মতিলালের বিজাতীয় খোসামোদ করিতে লাগিল। মতিলাল দুর্বল স্বভাব হেতু তাহাদিগের মিষ্ট কথায় ভিজিয়া গিয়া মনে করিল যে পৃথিবীতে তাহাদিগের তুল্য আত্মীয় আর নাই। মতিলালের মান বৃদ্ধি জন্য তাহারা এক দিন বলিল—এক্ষণে আপনি কর্তা অতএব স্বর্গীয় কর্তার গদিতে বসা কর্তব্য, তাহা না হইলে তাঁহার পদ কি প্রকারে বজায় থাকিবে?—এই কথা শুনিয়া মতিলাল অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল—ছেলে বেলা তাহার রামায়ণ ও মহাভারত একটু২ শুনা ছিল এই কারণে মনে হইতে লাগিল যেমন রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠির সমারোহপূর্বক সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন সেইরূপে আমাকেও গদিতে উপবেশন করিতে হইবেক। বাঞ্ছারাম ও ঠকচাচা দেখিল ঐ প্রস্তাবে মতিলালের মুখখানি আহ্লাদে চক্‌চক্ করিতে লাগিল—তাহারা পর দিবসেই দিন স্থির করিয়া আত্মীয় স্বজনকে আহ্বানপূর্বক মতিলালকে তাহার পিতার গদির উপর বসাইল। গ্রামে ঢিঢিকার হইয়া গেল মতিলাল গদি প্রাপ্ত হইলেন। এই কথা হাটে, বাজারে, ঘাটে, মাটে হইতে লাগিল—এক জন ঝাঁজওয়ালা বামুন শুনিয়া বলিল—গদি প্রাপ্ত কি হে? এটা যে বড় লম্ব কথা! আর গদি বা কার? এ কি জগৎসেটের গদি না দেবীদাস বালমুকুন্দের গদি?

যে লোকের ভিতরে সার থাকে সে লোক উচ্চ পদ অথবা বিভব পাইলেও হেলে দোলে না, কিন্তু যাহাতে কিছু পদার্থ নাই তাহার অবস্থার উন্নতি হইলে বানের জলের ন্যায় টল্‌মল্ করিতে থাকে। মতিলালের মনের গতি সেইরূপ হইতে লাগিল। রাত দিন খেলাদুলা, গোলমাল, গাওনা বাজনা, হো হা, হাসি খুসি, আমোদ প্রমোদ, মোয়াফেল, চোহেল, স্রোতের ন্যায় অবিশ্রান্ত চলিতে আরম্ভ হইল, সঙ্গীদিগের সংখ্যার হ্রাস নাই—রোজ২ রক্তবীজের ন্যায় বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ইহার আশ্চর্য কি?—ভাত ছড়ালে কাকের অভাব নাই, আর গুড়ের গন্ধেই পিপড়ার পাল পিল্২ করিয়া আইসে। এক দিন বক্রেশ্বর সাইতের পন্থায়

আসিয়া মতিলালের মনযোগান কথা অনেক বলিল কিন্তু বক্রেশ্বরের ফন্দি মতিলাল বাল্যকালাবধি ভাল জানিত—এই জন্যে তাহাকে এই জবাব দেওয়া হইল—মহাশয়! আমার প্রতি যেরূপ তদারক করিয়াছিলেন তাহাতে আমার পরকালের দফা একেবারে খাইয়া দিয়াছেন—ছেলেবেলা আপনাকে দিতে থুতে আমি কসুর করি নাই—এখন আর যন্ত্রণা কেন দেন? বক্রেশ্বর অধোমুখে মেও মেও করিয়া প্রস্থান করিল। মতিলাল আপন সুখে মত্ত—বাঞ্ছারাম ও ঠকচাচা এক২ বার আসিতেন কিন্তু তাহাদিগের সঙ্গে বড় দেখাশুনা হইত না—তাঁহারা মোক্তারনামার দ্বারা সকল আদায় ওয়াশিল করিতেন, মধ্যে২ বাবুকে হাততোলা রকমে কিছু২ দিতেন। আয় ব্যয়ের কিছু নিকেশ প্রকাশ নাই—পরিবারেরও দেখাশুনা নাই—কে কোথায় থাকে—কে কোথায় খায়—কিছুই খোজ খবর নাই—এইরূপ হওয়াতে পরিবারদিগের ক্লেশ হইতে লাগিল কিন্তু মতিলাল বাবুয়ানায় এমত বেহোস যে এসব কথা শুনিয়েও শুনে না।

সাধ্বী স্ত্রীর পতিশোকের অপেক্ষা আর যন্ত্রণা নাই। যদ্যপি সৎ সন্তান থাকে তবে সে শোকের কিঞ্চিৎ শমতা হয়। কুসন্তান হইলে সেই শোকানলে যেন ঘৃত পড়ে। মতিলালের কুব্যবহার জন্য তাহার মাতা ঘোরতর তাপিত হইতে লাগিলেন—কিন্তু মুখে কিছুই প্রকাশ করিতেন না, তিনি অনেক বিবেচনা করিয়া এক দিন মতিলালের নিকট আসিয়া বলিলেন—বাবা! আমার কপালে যাহা ছিল তাহা হইয়াছে, এক্ষণে যে ক দিন বাঁচি সে কদিন যেন তোমার কুকথা না শুন্‌তে হয়—লোকগঞ্জনায় আমি কাণ পাতিতে পারি না, তোমার ছোট ভাইটির, বড় বোনটির ও বিমাতার একটু তত্ত্ব নিও—তারা সব দিন আদপেটাও খেতে পায় না—বাবা! আমি নিজের জন্যে কিছু বলি না, তোমাকে ভারও দি না। মতিলাল এ কথা শুনিয়া দুই চক্ষু লাল করিয়া বলিল—কি তুমি এক শ বার ফেচ্‌ ফেচ্‌ করিয়া বক্‌তেছ?—তুমি জান না আমি এখন যা মনে করি তাই করিতে পারি?—আমার আবার কুকথা কি? এই বলিয়া মাতাকে ঠাস করিয়া এক চড় মারিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল। অনেকক্ষণ পরে জননী উঠিয়া অঞ্চল দিয়া চক্ষের জল পুঁছিতে২ বলিলেন—বাবা! আমি কখন শুনি নাই যে সন্তানে মাকে মারে কিন্তু আমার কপাল হইতে তাহাও ঘটিল—আমার আর কিছু কথা নাই কেবল এই মাত্র বলি যে তুমি ভাল থাক। মাতা পর দিবস আপন কন্যাকে লইয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া বাটী হইতে গমন করিলেন।

রামলাল পিতার মৃত্যুর পর ভ্রাতার সঙ্গে সদ্ভাব রাখিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু নানা প্রকারে অপমানিত হন। মতিলাল সর্বদা এই ভাবিত

বিষয়ের অর্দ্ধেক অংশ দিতে গেলে বড়মানুষি করা হইবে না কিন্তু বড়মানুষি না করিলে বাঁচা মিথ্যা, এজন্য যাহাতে ভাই ফাঁকিতে পড়ে তাহাই করিতে হইবে। এই মতলব স্থির করিয়া বাঞ্ছারাম ও ঠকচাচার পরামর্শে মতিলাল রামলালকে বাটী ঢুকিতে বারণ করিয়া দিল। রামলাল ভদ্রাসন প্রবেশ করণে নিবারিত হইয়া অনেক বিবেচনা করণান্তে মাতা বা ভগিনী অথবা কাহার সহিত না সাক্ষাৎ করিয়া দেশান্তর গমন করিলেন।

২২ বাঞ্ছারাম ও ঠকচাচা মতিলালকে সৌদাগরী কর্ম করিতে পরামর্শ দেন, মতিলাল দিন দেখাইবার জন্য তর্কসিদ্ধান্তের নিকট মানগোবিন্দকে পাঠান, পর দিবস রাহি হয়েন ও ধনামালার সহিত গঙ্গাতে বকাবকি করেন।

মতিলাল দেখিলেন বাটী হইতে মা গেলেন, ভাই গেলেন, ভগিনী গেলেন। আপদের শান্তি! এত দিনের পর নিষ্কণ্টক হইল—ফেচ্‌ফেচানি একেবারে বন্ধ—এক চোক রাঙ্গানিতে কর্ম কেয়াল হইলা উঠিল আর "প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ" সে সব হল বটে কিন্তু শরার রুধির ফুরিয়ে এল—তার উপায় কি? বাবুয়ানার জোগাড় কিরূপে চলে? খুচরা মহাজন বেটাদের টালমাটাল আর করিতে পারা যায় না। উটনোওয়ালারাও উটনো বন্ধ করিয়াছে—এদিকে সাম্‌নে স্নানযাত্রা—বজরা ভাড়া করিতে আছে—খেম্‌টাওয়ালিদের বায়না দিতে আছে—সন্দেশ মিঠায়ের ফরমাইস দিতে আছে—চরস, গাঁজা ও মদও আনাইতে হইবে—তার আটখানার পাটখানাও হয় নাই। এই সকল চিন্তায় মতিলাল চিন্তিত আছেন এমত সময়ে বাঞ্ছারাম ও ঠকচাচা আসিয়া উপস্থিত হইল। দুই একটা কথার পরে তাহারা জিজ্ঞাসা করিল—বড়বাবু! কিছু বিমর্ষ কেন? তোমাকে ম্লান দেখিলে যে আমরা ম্লান হই—তোমার যে বয়েস তাতে সর্বদা হাসিখুসি করিবে। গালে হাত কেন? ছি! ভাল করিয়া বসো। মতিলাল এই মিষ্ট বাক্যে ভিজিয়া আপন মনের কথা সকল ব্যক্ত করিল। বাঞ্ছারাম বলিলেন—তার জন্যে এত ভাবনা কেন? আমরা কি ঘাস কাট্‌ছি? আজ একটা ভারি মতলব করিয়া আসিয়াছি—এক বৎসরের মধ্যে দেনা টেনা সকল শোধ দিয়া পায়ের উপর পা দিয়া পুত্রপৌত্রক্রমে খুব বড় মানুষি করিতে পারিবে। শাস্ত্রে বলে "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ"—সৌদাগরিতেই লোকে ফেঁপে উঠে—আমার দেখ্‌তা কত বেটা টেপা-গোঁজা, নড়েভোলা, টয়েবাঁধা, বালতিপোতা, কারবারের হেপায় আণ্ডিল হইয়া গেল—এ সব দেখে কেবল চোক টাটায় বই তো না! আমরা কেবল একটি কর্ম লয়ে ঘষ্টিঘর্ষণা

করিতেছি—এ কি খাট দুঃখ! চণ্ডীচরণ ঘুটে কুড়ায় রামা চড়ে ঘোড়া।

মতিলাল। এ মতলব বড় ভাল—আমার অহরহ টাকার দরকার। সৌদাগরি কি বাজারে ফলে না আফিসে জন্মে? না মেঠাই মণ্ডার দোকানে কিনিতে মেলে? এক জন সাহেবের মুৎসুদ্দি না হইলে আমার কর্ম কাজ জমকাবে না।

বাঞ্ছারাম। বড়বাবু! তুমি কেবল গদিয়ান হইয়া থাকিবে, করাকর্ম্মার ভার সব আমাদিগের উপর—আমাদিগের বটলর সাহেবের এক জন দোস্ত জান সাহেব সম্প্রতি বিলাত হইতে আসিয়াছে তাহাকেই খাড়া করিয়া তাহারই মুৎসুদ্দি হইতে হইবে। সে লোকটি সৌদাগরি কর্ম্মে ঘুন।

ঠকচাচা। মুইবি সাতে সাতে থাকৃব, মোকে আদালত, মাল, ফৌজদারি, সৌদাগরি কোন কামই ছাপা নাই। মোর শেনাবি এ সব ভাল সমজে। বাবু আপসোস এই যে মোর কারদানি এ নাগাদ নিদ যেতেচে—লেফিয়ে২ জাহের হল না। মুই চুপ করে থাকবার আদমি নয়—দোশমন পেলে তেনাকে জেপ্টে, কেমড়ে মেটিতে পেটিয়ে দি—সৌদাগরি কাম পেলে মুই রোস্তম জালের মাফিক চলব।

মতিলাল। ঠকচাচা—শেনা কে?

ঠকচাচা। শেনা তোমার ঠকচাচি—তেনার সেফত কি কর্‌ব? তেনার সুরত জেলেখাঁর মাফিক আর মালুম হয় ফেরেস্তার মাফিক বুজ সমজ।

বাঞ্ছারাম। ও কথা এখন থাকুক। জান সাহেবকে দশ পনরো হাজার টাকা সরবরাহ করিতে হইবে তাতে কিছুমাত্র জথম নাই। আমি স্থির করিয়াছি যে কোতলপুরের তালুকখানা বন্ধক দিলে ঐ টাকা পাওয়া যাইতে পারে—বন্ধকি লেখাপড়া আমাদিগের সাহেবের আফিসে করিয়া দিব—খরচ বড় হইবে না—আন্দাজ টাকা শ চার পাঁচের মধ্যে আর টাকা শ পাঁচেক মহাজনের আমলা ফাম্‌লাকে দিতে হইবে। সে বেটারা পুন্‌কে শক্র—একটা খোঁচা দিলে কর্ম ভণ্ডুল করিতে পারে। সকল কর্ম্মেরই অষ্টম খষ্টম আগে মিটাইয়া নষ্ট কোষ্ঠী উদ্ধার করিতে হয়। আমি আর বড় বিলম্ব করিব না, ঠকচাচাকে লইয়া কলিকাতায় চলিলাম—আমার নানা বরাৎ—মাথায় আগুন জল্‌ছে। বড়বাবু! তুমি তর্কসিদ্ধান্ত দাদার কাছ থেকে একটা ভাল দিন দেখে শীঘ্র দুর্গা২ বলিয়া যাত্রা করিয়া একেবারে আমার সোনাগাজির দরুন বাটীতে উঠিবে। কলিকাতায় কিছু দিন অবস্থিতি করিতে হইবে তার পর এই বৈদ্যবাটীর ঘাটেতে যখন চাঁদ সদাগরের মতন সাত জাহাজ ধন লইয়া ফিরিয়া আসিয়া দামামা বাজাইয়া উঠিবে তখন আবাল, বৃদ্ধ, যুবতী, কুলকন্যা তোমার প্রত্যাগমনের কৌতুক দেখিয়া তোমাকে

ধন্য২ করিবে। আহা! এমন দিন যেন শীঘ্র উদয় হয়! এই বলিয়া বাঞ্ছারাম ঠকচাচাকে লইয়া গমন করিলেন।

মতিলাল আপন সঙ্গীদিগকে উপরোক্ত সকল কথা আনুপূর্বিক বলিল। সঙ্গীরা শুনিয়া বগল বাজাইয়া নেচে উঠিল—তাহাদিগের রাতিব টানাটানির জন্য প্রায় বন্ধ। এক্ষণে সাবেক বরাদ্দ বহাল হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। তাড়াতাড়ি, হুড়াহুড়ি করিয়া মানগোবিন্দ এক চাঁচা দৌড়ে তর্কসিদ্ধান্তের টোলে উপস্থিত হইয়া হাঁপ ছাড়িতে লাগিল। তর্কসিদ্ধান্ত বড় প্রাচীন, নস্য লইতেছেন—ফেঁচ্২ করিয়া হাঁচতেছেন—খক্২ করিয়া কাস্তেছেন—চারি দিকে শিষ্য—সম্মুখে কয়েকখানা তালপাতায় লেখা পুস্তক—চস্মা নাকে দিয়া এক২ বার গ্রন্থ দেখিতেছেন, এক২ বার ছাত্রদিগকে পাঠ বলিয়া দিতেছেন। বিচালির অভাবে গরুর জাবনা দেওয়া হয় নাই—গরু মধ্যে২ হাম্বা২ করিতেছে—ব্রাহ্মণী বাটীর ভিতর হইতে চীৎকার করিয়া বলিতেছেন—বুড় হইলেই বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ হয়, উনি রাতদিন পাঁজি পুথি ঘাট্‌বেন, ঘরকন্নার পানে একবার ফিরে দেখবেন না! এই কথা শিষ্যেরা শুনিয়া পরস্পর গা টেপাটিপি করিয়া চাওয়াচায়ি করিতেছে। তর্কসিদ্ধান্ত বিরক্ত হইয়া ব্রাহ্মণীকে থামাইবার জন্য লাঠি ধরিয়া স্বড়২ করিয়া উঠিতেছেন এমন সময়ে মানগোবিন্দ ধরে বসিল—ওগো তর্কসিদ্ধান্ত খুড়! আমরা সব সৌদাগরি করিতে যাব একটা ভাল দিন দেখে দেও। তর্কসিদ্ধান্ত মুখ বিকট-সিকট করিয়া গুমরে উঠিলেন—কচুপোড়া খাও—উঠছি আর অম্‌নি পেচু ডাকছ আর কি সময় পাও নি? সৌদাগরি করতে যাবে! তোর বাপের ভিটে নাশ হউক—তোদের আবার দিনক্ষেণ কি রে? বালাই বেরুলে সকলে হাঁপ ছেড়ে গঙ্গাস্নান করবে—যা বল্ গে যা যে দিন তোরা এখান থেকে যাবি সেই দিনই শুভ।

মানগোবিন্দ মুখছোপ্পা খাইয়া আসিয়া বলিল যে কালই দিন ভাল, অমনি সাজ্‌রে২ শব্দ হইতে লাগিল ও উদ্যোগ পর্বের ধুম বেধে গেল। কেহ সেতারার মেজরাপ হাতে দেয়—কেহ বাঁয়ার গাব আছে কি না তাহা ধপ্‌ধপ্ করিয়া পিটে দেখে—কেহ তবলায় চাটি দিয়া পরক করে—কেহ ঢোলের কড়া টানে—কেহ বেয়ালায় রজন দিয়া ডাডা২ করে—কেহ বোচকা বুচ্‌কি বাঁধে—কেহ চরস গাঞ্জা মায় ছুরি, কাঠ লইয়া পোঁটলা করে—কেহ ছব্‌রার গুলি চাটের সহিত সন্তর্পণে রাখে—কেহ পাকামালের ঘাট্‌তি কম্‌তি তদারক করে। এই-রূপে সারা দিন ও সারা রাত্রি ছট্‌ফটানি, ধড়্‌ফড়ানি, আন্, নিয়ে আয়, দেখ শোন, ওরে হেঁ রে, সজ্জাগজ্জা, হোহাতে কেটে গেল।

গ্রামে ঢিঢিকার হইল বাবুরা সৌদাগরি করিতে চলিলেন। পর দিবস প্রভাতে যাবতীয় দোকানি, পসারি, ভিকিরি, কাঙ্গালি ও অন্যান্য অনেকেই রাস্তায় চাহিয়ে আছে ইতিমধ্যে নববাবুরা মত্ত হস্তীর ন্যায় পৈয়িস্২ করত মস্২ শব্দে ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আহ্নিক করিতেছিলেন গোলমাল শুনিয়া পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিয়া একেবারে জড়সড় হইলেন। তাঁহাদিগকে ভীত দেখিয়া নববাবুরা খিল্২ করিয়া হাসিতে২ গঙ্গামৃত্তিকা, ঝামা ও থুংকুড়ি গাত্রে বর্ষণ করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণেরা ভগ্নাহ্নিক হইয়া গোবিন্দ২ করিতে২ প্রস্থান করিলেন। নববাবুরা নৌকায় উঠিয়া সকলে চীৎকার স্বরে এক সখীসম্বাদ ধরিলেন—নৌকা ভাঁটার জোরে সাঁ সাঁ করিয়া যাইতেছে কিন্তু বাবুরা কেহই স্থির নহেন—এ ছাতের উপর যায় ও হাইল ধরে টানে এ দাঁড় বহে ও চকমকি নিয়ে আগুন করে। কিঞ্চিৎ দূর যাইতে২ ধনামালার সহিত দেখা হইল—ধনামালা বড় মুখর—জিজ্ঞাসা করিল—গ্রামটাকে তো পুড়িয়ে খাক কর্‌লে আবার গঙ্গাকে জ্বলাচ্ছ কেন? নববাবুরা রেগে বলিল—চুপ শূয়র—তুই জানিস নে যে আমরা সব সৌদাগরি করতে যাচ্ছি? ধনা উত্তর করিল—যদি তোরা সৌদাগর হস তো সৌদাগরি কর্ম্ম গলায় দড়ি দিয়া মরুক!

২৩ মতিলাল দলবল সমেত সোনাগাজিতে আসিয়া এক জন গুরুমহাশয়কে তাড়ান; বাবুয়ানা বাড়াবাড়ি হয়, পরে সৌদাগরি করিয়া দেনার ভয়ে প্রস্থান করেন।

সোনাগাজির দরগায় কুনী বুনী বাসা করিয়াছিল—চারি দিক্ শেওলা ও বোনাজে পরিপূর্ণ—স্থানে২ কাকের ও সালিকের বাসা—ধাড়ীতে আধার আনিয়া দিতেছে—পিলে চিঁ২ করিতেছে—কোনখানেই এক ফোঁটা চুণ পড়ে নাই—রাত্রি হইলে কেবল শেয়াল কুকুরের ডাক শোনা যাইত ওসকল স্থানে সন্ধ্যা দিত কি না তাহা সন্দেহ। নিকটে এক জন গুরুমহাশয় কতকগুলি ফরগুল গলায় বাঁধা ছেলে লইয়া পড়াইতেন—ছেলেদিগের লেখাপড়া যত হউক বা না হউক, বেতের শব্দে ত্রাসে তাহাদিগের প্রাণ উড়িয়া যাইত—যদি কোন ছেলে এক বার ঘাড় তুলিত অথবা কোঁচড় থেকে এক গাল জলপান খাইত তবে তৎক্ষণাৎ তাহার পিঠে চট্২ চাপড় পড়িত। মানবস্বভাব এই যে কোন বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব থাকিলে সে কর্ত্তৃত্বটি নানারূপে প্রকাশ চাই তাহা না হইলে আপন গৌরবের লাঘব হয়—এই জন্য গুরুমহাশয় আপন প্রভুত্ব ব্যক্ত করণার্থ রাস্তার লোক জড়

করিতেন—লোক দেখিলে সেই দিকে দেখিয়া আপন পঞ্চম স্বরকে নিখাদ করিতেন ও লোক জড় হইলে তাঁহার সরদারি অশেষ বিশেষ রকমে বৃদ্ধি হইত, এ কারণ বালকদিগের যে লঘু পাপে গুরু দণ্ড হইত তাহার আশ্চর্য কি? গুরুমহাশয়ের পাঠশালাটি প্রায় যমালয়ের ন্যায়—সর্বদাই চটাপট, পটাপট, গেলুম রে, মলুম রে, ও "গুরুমহাশয়২ তোমার পড়ো হাজির" এই শব্দই হইত আর কাহার নাকখত—কাহার কাণমলা—কেহ ইটে খাড়া—কাহার হাতছড়ি—কাহাকেও কপিকলে লটকান—কাহার জলবিচাটি, একটা না একটা প্রকার দণ্ড অনবরতই হইত।

সোনাগাজির গুমর কেবল উক্ত গুরুমহাশয়ের দ্বারাই রাখা হইয়াছিল। কিঞ্চিৎ প্রান্তভাগে দুই এক জন বায়ুল থাকিত—তাহারা সমস্ত দিন ভিক্ষা করিত। সন্ধ্যার পর পরিশ্রমে আক্লান্ত হইয়া শুয়ে২ মৃদুস্বরে গান করিত। সোনাগাজির এইরূপ অবস্থা ছিল। মতিলালের শুভাগমনাবধি সোনাগাজির কপাল ফিরিয়া গেল। একেবারে "ঘোড়ার চিঁহিঁ, তবলার চাটি, লুচি পুরির খচাখচ," উল্লাসের কড়াংধুম রাতদিন হইতে লাগিল আর মণ্ডা মিঠাই, গোলাপ ফুলের আতর ও চরস, গাঁজা, মদের ছড়াছড়ি দেখিয়া অনেকেই গড়াগড়ি দিতে আরম্ভ করিল। কলিকাতার লোক চেনা ভার—অনেকেই বর্ণচোরা আঁব। তাহাদিগের প্রথমে এক রকম মূর্তি দেখা যায় পরে আর এক রকম মূর্তি প্রকাশ হয়। ইহার মূল টাকা—টাকার খাতিরেই অনেক ফেরফার হয়। মনুষ্যের দুর্বল স্বভাব হেতুই ধনকে অসাধারণরূপে পূজ্য করে। যদি লোকে শুনে যে অমুকের এত টাকা আছে তবে কি প্রকারে তাহার অনুগ্রহের পাত্র হইবে এই চেষ্টা কায়মনোবাক্যে করে ও তজ্জন্য যাহা বলিতে বা করিতে হয় তাহাতে কিছুমাত্র ত্রুটি করে না। এই কারণে মতিলালের নিকট নানা রকম লোক আসিতে আরম্ভ করিল। কেহ২ উলার ব্রাহ্মণের ন্যায় মুখফোঁড়া রকমে আপনার অভিপ্রায় একেবারে ব্যক্ত করে—কেহ বা কৃষ্ণনগরীয়দিগের ন্যায় ঝাড় বুটা কাটিয়া মুন্‌সিয়ানা খরচ করে—আসল কথা অনেক বিলম্বে অতি সূক্ষ্মরূপে প্রকাশ হয়—কেহ বা পূর্বদেশীয় বঙ্গভায়াদিগের মত কেনিয়ে২ চলেন—প্রথম২ আপনাকে নিষ্প্রয়াস ও নির্লোভ দেখান—আসল মতলব তৎকালে দ্বৈপায়নহ্রদে ডুবাইয়া রাখেন—দীর্ঘকালে সময়বিশেষে প্রকাশ হইলে বোধ হয় তাহার গমনাগমনের তাৎপর্য কেবল "যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য"।

মতিলালের নিকট যে ব্যক্তি আইসে সেই হাই তুলিলে তুড়ি দেয়—হাঁচিলে "জীব" বলে। ওরে বলিলেই "ওরে২" করিয়া চীৎকার করে ও ভালমন্দ সকল

কথারই উত্তরে—"আজ্ঞা আপনি যা বলছেন তাই বটে" এই প্রকার বলে প্রাতঃকালাবধি রাত্রি দুই প্রহর পর্যন্ত মতিলালের নিকট লোক গস্‌গস্‌ করিতে লাগিল—ক্ষণ নাই—মুহূর্ত নাই—নিমেষ নাই—সর্বদাই নানা প্রকার লোক আসিতেছে—বসিতেছে—যাইতেছে। তাহাদিগের জুতার ফটাং২ শব্দে বৈঠকখানার সিঁড়ি কম্পমান—তামাক মুহুর্মুহু আসিতেছে—ধুঁয়া কলের জাহাজের ন্যায় নির্গত হইতেছে। চাকরেরা আর তামাক সাজিতে পারে না—পালাই২ ডাক ছাড়িতেছে। দিবারাত্রি নৃত, গীত, বাদ্য, হাসিখুসি, বড়ফট্টাই, ভাঁড়ামো, নকল, ঠাট্টা, বট্‌কেরা, ভাবের গালাগালি, আমোদের ঠেলাঠেলি—চড়ুইভাতি, বনভোজন, নেশা একাদিক্রমে চলিয়াছে। যেন রাতারাতি মতিলাল হঠাৎবাবু হইয়া উঠিয়াছেন।

এই গোলে গুরুমহাশয়ের গুরুত্ব একেবারে লঘু হইয়া গেল—তিনি পূর্বে বৃহৎ পক্ষী ছিলেন এক্ষণে দুর্গটুনটুনি হইয়া পড়িলেন। মধ্যে২ ছেলেদের ঘোষাইবার একটু২ গোল হইত—তাহা শুনিয়া মতিলাল বলিলেন এ বেটা এখানে কেন মেও২ করে—গুরুমহাশয়ের যন্ত্রণা হইতে আমি বালককালেই মুক্ত হইয়াছি আবার গুরুমহাশয় নিকটে কেন?—ওটাকে ত্বরায় বিসর্জন দাও। এই কথা শুনিবামাত্রে নববাবুরা দুই এক দিনের মধ্যেই ইট পাটখেলের দ্বারা গুরুমহাশয়কে অন্তর্ধান করাইলেন সুতরাং পাঠশালা ভাঙ্গিয়া গেল। বালকেরা বাঁচলুম বলিয়া তাড়ি পাত তুলিয়া গুরুমহাশয়কে ভেংচুতে২ ও কলা দেখাইতে২ চোঁচা দৌড়ে ঘরে গেল।

এদিকে জান সাহেব হৌস খুলিলেন—নাম হইল জান কোম্পানি। মতিলাল মুৎসুদ্দি, বাঞ্ছারাম ও ঠকচাচা কর্মকর্তা। সাহেব টাকার খাতিরে মুৎসুদ্দিকে তোয়াজ করেন ও মুৎসুদ্দি আপন সঙ্গীদিগকে লইয়া দুই প্রহর তিনটা চারিটার সময় পান চিবুতে২ রাঙ্গা চকে এক২ বার কুঠী যাইয়া দাঁদুড়ে বেড়াইয়া ঘরে আইসেন। সাহেবের এক পয়সার সঙ্গতি ছিল না—বটলর সাহেবের অন্নদাস হইয়া থাকিতেন এক্ষণে চৌরুঙ্গিতে এক বাটী ভাড়া করিয়া নানাপ্রকার আসবাব ও তসবির খরিদ করিয়া বাটী সাজাইলেন ও ভাল২ গাড়ি, ঘোড়া ও কুকুর ধারে কিনিয়া আনিলেন এবং ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া তৈয়ার করিয়া বাজির খেলা খেলিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে সাহেবের বিবাহ হইল, সোনার ওয়াচগার্ড পরিয়া ও হীরার আঙ্গুটি হাতে দিয়া সাহেব ভদ্র সমাজে ফিরিতে লাগিলেন। এই সকল ভড়ং দেখিয়া অনেকেরই সংস্কার হইল জান সাহেব ধনী হইয়াছেন এই জন্য তাঁহার সহিত লেন দেন করণে অনেকে কিছুমাত্র সন্দেহ করিল না

কিন্তু দুই একজন বুদ্ধিমান লোক তাঁহার নিগূঢ় তত্ত্ব জানিয়া আল্‌গা২ রকমে থাকিত—কখনই মাথামাথি করিত না।

কলিকাতার অনেক সৌদাগর আড়তদারিতেই অর্থ উপার্জন করে—হয় ত জাহাজের ভাড়া বিলি করে অথবা কোম্পানির কাগজ কিম্বা জিনিসপত্র খরিদ বা বিক্রয় করে ও তাহার উপর ফি শতকরায় কতক টাকা আড়তদারি খর্চা লয়। অন্যান্য অনেকে আপন২ টাকায় এখানকার ও অন্য স্থানের বাজার বুঝিয়া সৌদাগরি করে কিন্তু যাহারা ঐ কর্ম করে তাহাদিগকে অগ্রে সৌদাগরি কর্ম শিখিতে হয় তা না হইলে কর্ম কাজ ভাল হইতে পারে না।

জান সাহেবের কিছুমাত্র বোধশোধ ছিল না, জিনিস খরিদ করিয়া পাঠাইলেই মুনফা হইবে এই তাঁহার সংস্কার ছিল ফলতঃ আসল মতলব এই পরের স্কন্ধে ভোগ করিয়া রাতারাতি বড়মানুষ হইব। তিনি এই ভাবিতেন যে সৌদাগরি সেস্ত করা—দশটা গুলি মারিতে২ কোনটা না কোনটা গুলিতে অবশ্যই শিকার পাওয়া যাইবে। যেমন সাহেব ততোধিক তাহার মুৎসুদ্দি—তিনি গণ্ডমূর্খ—না তাঁহার লেখাপড়াই বোধশোধ আছে—না বিষয়কর্মই বুঝিতে শুঝিতে পারেন সুতরাং তাহাকে দিয়া কোন কর্ম করান কেবল গো বধ করা মাত্র। মহাজন, দালাল ও সরকারেরা সর্বদাই তাঁহার নিকট জিনিসপত্রের নমুনা লইয়া আসিত ও দর দামের ঘাটুতি বাড়্‌তি এবং বাজারের খবর বলিত। তিনি বিষয়কর্মের কথার সময় ঘোর বিপদে পড়িয়া ফেল্‌২ করিয়া চাহিয়া থাকিতেন—সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেন না—কি জানি কথা কহিলে পাছে নিজের বিদ্যা প্রকাশ হয়, কেবল এই মাত্র বলিতেন যে বাঞ্ছারামবাবু ও ঠকচাচার নিকটে যাও।

আফিসে দুই একজন কেরানি ছিল, তাহারা ইংরাজীতে সকল হিসাব রাখিত। এক দিন মতিলালের ইচ্ছা হইল যে ইংরাজী ক্যাশবহি বোঝা ভাল এজন্য কেরানির নিকট হইতে বহি চাহিয়া আনাইয়া এক বার এদিক্‌ ওদিক্‌ দেখিয়া বহিখান এক পাশে রাখিয়া দিলেন। মতিলাল আফিসের নীচের ঘরে বসিতেন—ঘরটি কিছু সেঁতসেঁতে—ক্যাশবহি সেখানে মাসাবধি থাকাতে সরদিতে খারাব হইয়া গেল ও নববাবুরা তাহা হইতে কাগজ চিরিয়া লইয়া সল্‌তের ন্যায় পাকাইয়া প্রতিদিন কাণ চুলকাইতে আরম্ভ করিলেন—অল্প দিনের মধ্যেই বহির যাবতীয় কাগজ ফুরিয়া গেল কেবল মলাটুটি পড়িয়া রহিল। অনন্তর ক্যাশ-বহির অন্বেষণ হওয়াতে দৃষ্ট হইল যে তাহার ঠাটখানা আছে, অস্থি ও চর্ম পরহিতার্থ প্রদত্ত হইয়াছে! জান সাহেব হা ক্যাশবহি জো ক্যাশবহি বলিয়া বিলাপ করত মনের খেদ মনেই রাখিলেন।

জান সাহেব বেধড়ক ও দুচকোব্রত জিনিসপত্র খরিদ করিয়া বিলাত ও অন্যান্য দেশে পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন—জিনিসের কি পড়তা হইত ও কাটুতি কিরূপ হইবে তাহার কিছুমাত্র খোঁজ খবর করিতেন না। এই সুযোগ পাইয়া বাঞ্ছারাম ও ঠকচাচা চিলের ন্যায় ছোবল মারিতে লাগিলেন তাহাতে ক্রমে তাহাদিগের পেট মোটা হইল—অল্পে তৃষ্ণা মেটে না—রাত দিন খাই২ শব্দ ও আজ হাতিশালার হাতী খাব, কাল ঘোড়াশালার ঘোড়া খাব, দুই জনে নির্জনে বসিয়া কেবল এই মতলব করিতেন। তাঁহারা ভাল জানিতেন যে তাঁহাদিগের এমন দিন আর হইবে না—লাভের বসন্ত অস্ত হইয়া অলাভের হেমন্ত শীঘ্রই উদয় হইবে অতএব নে থোরই সময় এই।

দুই এক বৎসরের মধ্যেই জিনিসপত্রের বিক্রীর বড় মন্দ খবর আইল—সকল জিনিসেতেই লোকসান বই লাভ নাই। জান সাহেব দেখিলেন যে লোকসান প্রায় লক্ষ টাকা হইবে—এই সংবাদে বুকদাবা পাইয়া তাঁহার একেবারে চক্ষুঃ স্থির হইয়া গেল আর তিনি নিজে মাসে২ প্রায় এক হাজার টাকা করিয়া খরচ করিয়াছেন, তদ্ব্যতিরেকে বেঙ্কে ও মহাজনের নিকটও অনেক দেনা—আফিস কয়েক মাসাবধি তলগড় ও ঢালসুমরে চলিতেছিল এক্ষণে বাহিরে সম্ভ্রমের নৌকা একেবারে ধুপুস্ করিয়া ডুবে গেল, প্রচার হইল যে জান কোম্পানি ফেল হইল। সাহেব বিবি লইয়া চন্দননগরে প্রস্থান করিলেন। ঐ সহর ফরাসিদিগের অধীন —অদ্যাবধি দেনদার ও ফৌজদারি মামলার আসামিরা কয়েদের ভয়ে ঐ স্থানে যাইয়া পলাইয়া থাকে।

এদিকে মহাজন ও অন্যান্য পাওনাওয়ালারা আসিয়া মতিলালকে ঘেরিয়া বসিল। মতিলাল চারি দিক্ শূন্য দেখিতে লাগিলেন—এক পয়সাও হাতে নাই—উটনা-ওয়ালাদিগের নিকট হইতে উটনা লইয়া তাঁহার খাওয়া দাওয়া চলিতেছিল এক্ষণে কি বলিবেন ও কি করিবেন কিছুই ঠাওরাইয়া পান না, মধ্যে২ ঘাড় উঁচু করিয়া দেখেন বাঞ্ছারামবাবু ও ঠকচাচা আইলেন কি না, কিন্তু দাদার ভরসায় বাঁয়ে ছুরি, ঐ দুই অবতার তুলতামালের অগ্রেই চম্পট দিয়াছেন। তাহাদিগের নাম উল্লেখ হইলে পাওনাওয়ালারা বলিল যে চিঠিপত্র মতিবাবুর নামে, তাহা-দিগের সহিত আমাদিগের কোন এলেকা নাই, তাহারা কেবল কারপরদাজ বই তো নয়।

এইরূপ গোলযোগ হওয়াতে মতিলাল দলবল সহিত ছদ্মবেশে রাত্রিযোগে বৈদ্য-বাটীতে পলাইয়া গেলেন। সেখানকার যাবতীয় লোক তাঁহার বিষয়কর্মের সাত কাণ্ড শুনিয়া খুব হয়েছে২ বলিয়া হাততালি দিতে লাগিল ও বলিল—আজও

রাতদিন হচ্ছে—যে ব্যক্তি এমত অসৎ—যে আপনার মাকে ভাইকে ভগিনীকে বঞ্চনা করিয়াছে—পাপকর্মে কখনই বিরত হয় নাই, তাহার যদি এরূপ না হবে তবে আর ধর্মাধর্ম কি ?

কর্মক্রমে প্রেমনারায়ণ মজুমদার পরদিন বৈদ্যবাটীর ঘাটে স্নান করিতেছিল—তর্কসিদ্ধান্তকে দেখিয়া বলিল—মহাশয় শুনেছেন—বিট্‌লেরা সর্বস্ব খুয়াইয়া ওয়ারিণের ভয়ে আবার এখানে পালিয়ে আসিয়াছে—কালামুখ দেখাইতে লজ্জা হয় না ! বাবুরাম ভাল মুষলং কুলনাশনং রাখিয়া গিয়াছেন ! তর্কসিদ্ধান্ত কহিলেন—ছোঁড়াদের না থাকাতে গ্রামটা জুড়িয়ে ছিল—আবার ফিরে এলো ? আহা ! মা গঙ্গা একটু কৃপা করিলে যে আমরা বেঁচে যাইতাম। অন্যান্য অনেক ব্রাহ্মণ স্নান করিতেছিলেন—নববাবুদিগের প্রত্যাগমনের সংবাদ শুনিয়া তাঁহাদিগের দাঁতে২ লেগে গেল, ভাবিতে লাগিলেন যে আমাদিগের স্নান আহ্নিক বুঝি অদ্যাবধি শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণ করিতে হইবে। দোকানি পসারিরা ঘাটের দিকে দেখিয়া বলিল—কই গো ! আমরা শুনিয়াছিলাম যে মতিবাবু সাত স্লুক ধন লইয়া দামামা বাজিয়ে উঠিবেন—এখন স্লুক দূরে যাউক একখানা জেলে ডিংগিও যে দেখিতে পাই না। প্রেমনারায়ণ বলিল তোমরা ব্যস্ত হইও না—মতিবাবু কমলে কামিনীর মুস্‌কিলের দরুন দক্ষিণ মশান প্রাপ্ত হইয়াছেন—বাবু অতি ধর্মশীল—ভগবতীর বরপুত্র—ডিঙ্গে স্লুক ও জাহাজ ত্বরায় দেখা দিবে আর তোমরা মুড়ি কড়াই ভাজিতে ভাজিতেই দামামার শব্দ শুনিবে !

২৪ শুদ্ধ চিত্তের কথা, ঠকচাচার জাল করণ জন্য গেরেপ্তারি—বরদাবাবুর দুঃখ, মতিলালের ভয় ; বেচারাম ও বাঞ্ছারাম উভয়ের সাক্ষাৎ ও কথোপকথন।

প্রাতঃকালের মন্দ২ বায়ু বহিতেছে—চম্পক, শেফালিকা ও মল্লিকার সৌগন্ধ ছুটিয়াছে। পক্ষিসকল চকুবুহ২ করিতেছে—ঘটকের দরুন বাটীতে বেণীবাবু বরদাবাবুকে লইয়া কথাবার্তা কহিতেছেন। দক্ষিণ দিক্ থেকে কতকগুলা কুকুর ডাকিয়া উঠিল ও রাস্তার ছোঁড়ারা হো২ করিয়া আসিতে লাগিল—গোল একটু নরম হইলে "দূঁর২" ও "গোপীদের বাড়ী যেও না করি রে মানা" এই খোনা স্বরের আনন্দলহরী কর্ণগোচর হইতে লাগিল। বেণীবাবু ও বরদাবাবু উঠিয়া দেখেন যে বহুবাজারের বেচারামবাবু আসিতেছেন—গানে মত্ত, ক্রমাগত তুড়ি দিতেছেন। কুকুরগুলা ঘেউ২ করিতেছে—ছোঁড়ারা হো২ করিতেছে, বহুবাজারনিবাসী বিরক্ত হইয়া দূঁর২ ! করিতেছেন। নিকটে আসিলে বেণীবাবু ও বরদাবাবু উঠিয়া

সম্মানপূর্বক অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে বসাইলেন। পরস্পর কুশলবার্তা জিজ্ঞাসানন্তর বেচারামবাবু বরদাবাবুর গায়ে হাত দিয়া বলিলেন—ভাই হে! বাল্যাবধি অনেক প্রকার লোক দেখিলাম—অনেকেরই অনেক গুণ আছে বটে কিন্তু তাহাদিগকে দোষে গুণে ভাল বলি—সে যাহা হউক, নম্রতা, সরলতা, ধর্ম বিষয়ে সাহস ও পর সম্পর্কীয় শুদ্ধচিত্ত তোমার যেমন আছে এমন কাহারও দেখিতে পাই না। আমি নিজে নম্রভাবে চলি বটে কিন্তু সময়বিশেষে অন্যের অহঙ্কার দেখিলে আমার অহঙ্কার উদয় হয়—অহঙ্কার উদয় হইলেই রাগ উপস্থিত হয়, রাগে অহঙ্কার বেড়ে উঠে। আমি কাহাকেও রেয়াত করি না—যখন যাহা মনে উদয় হয় তখন তাহাই মুখে বলি কিন্তু আমার নিজের দোষে তত সরলতা থাকে না—আপনি কোন মন্দ কর্ম করিলে সেটি স্পষ্টরূপে স্বীকার করিতে ইচ্ছা হয় না, তখন এই মনে হয় এ কথাটি ব্যক্ত করিলে অন্যের নিকট আপনাকে খাট হইতে হইবে। ধর্ম বিষয়ে আমার সাহস অতি অল্প—মনে ভাল জানি অমুক২ কর্ম করা কর্তব্য কিন্তু আপন সংস্কার অনুসারে সর্বদা চলাতে সাহসের অভাব হয়। অন্য সম্বন্ধে শুদ্ধচিত্ত রাখা বড় কঠিন—আমি জানি বটে যে মনুষ্যদেহ ধারণ করিলে মনুষ্যের ভাল বই মন্দ কখনই চেষ্টা পাওয়া উচিত নহে কিন্তু এটি কর্মেতে দেখান বড় দুষ্কর। যদি কেহ একটু কটু কথা বলে তবে তাহার প্রতি আর মন থাকে না—তাহাকে একেবারে মন্দ মনুষ্য বোধ হয়—তোমার কেহ অপকার করিলেও তাহার প্রতি তোমার মন শুদ্ধ থাকে—অর্থাৎ তাহার উপকার ভিন্ন অপকার করণে কখন তোমার মন যায় না এবং যদি অন্যে তোমার নিন্দা করে তাহাতেও তুমি বিরক্ত হও না—এ কি কম গুণ?

বরদা। যে যাহাকে ভালবাসে সে তাহার সব ভাল দেখে আর যে যাহাকে দেখিতে পারে না সে তাহার চলনও বাঁকা দেখে। আপনি যাহা বলিলেন সে সকল অনুগ্রহের কথা—সে সকল আপনার ভালবাসার দরুন—আমার নিজ গুণের দরুন নহে। সকল সময়ে—সকল বিষয়ে—সকল লোকের প্রতি মন শুদ্ধ রাখা মনুষ্যের প্রায় অসাধ্য। আমাদিগের মন রাগ, দ্বেষ, হিংসা ও অহঙ্কারে ভরা—এ সকল সংযম কি সহজে হয়? চিত্তকে শুদ্ধ করিতে গেলে অগ্রে নম্রতা আবশ্যক—কাহার২ কপট নম্রতা দেখা যায়—কেহ২ ভয়প্রযুক্ত নম্র হয়—কেহ২ ক্লেশ অথবা বিপদে পড়িলে নম্র হইয়া থাকে—সে প্রকার নম্রতা ক্ষণিক, নম্রতার স্থায়িত্বের জন্য আমাদিগের মনে এই দৃঢ় সংস্কার হওয়া উচিত যিনি সৃষ্টিকর্তা তিনিই মহৎ—তিনিই জ্ঞানময়—তিনিই নিষ্কলঙ্ক ও নির্মল, আমরা আজ আছি—কাল নাই, আমাদিগের বলই বা কি, আর বুদ্ধিই বা কি—আমাদিগের ভ্রম,

কুমতি ও কুকর্ম দণ্ডে২ হইতেছে তবে অহঙ্কারের কারণ কি ? এরূপ নম্রতা মনে জন্মিলে রাগ, দ্বেষ, হিংসা ও অহঙ্কারের খর্বতা হইয়া আসে, তখন অন্য সম্বন্ধে শুদ্ধচিত্ত হয়—তখন আপন বিদ্যা, বুদ্ধি, ঐশ্বর্য ও পদের অহঙ্কার প্রকাশ করত পরকে বিরক্ত করিতে ইচ্ছা যায় না—তখন পরের সম্পদ্ দেখিয়া হিংসা হয় না—তখন পরনিন্দা করিতে ও অন্যকে মন্দ ভাবিতে ইচ্ছা যায় না—তখন অন্য-দ্বারা অপকৃত হইলেও তাহার প্রতি রাগ বা দ্বেষ উপস্থিত হয় না—তখন কেবল আপন চিত্ত শোধনে ও পরহিত সাধনে মন রত হয়, কিন্তু এরূপ হওয়া ভারি অভ্যাস ভিন্ন হয় না—এক্ষণে অল্প জ্ঞানযোগ হইলেই বিজাতীয় মাৎসর্য জন্মে—আমি যা বলি—আমি যা করি কেবল তাহাই সর্বোত্তম—অন্যে যা বলে বা করে তাহা অগ্রাহ্য।

বেচারাম। ভাই হে! কথাগুলা শুনে প্রাণ জুড়ায়—আমার সতত ইচ্ছা তোমার সহিত কথোপকথন করি।

এইরূপ কথাবার্তা হইতেছে ইতিমধ্যে প্রেমনারায়ণ মজুমদার তাড়াতাড়ি করিয়া আসিয়া সম্বাদ দিল কলিকাতার পুলিসের লোকেরা এক জাল তহমতের মামলার দরুন ঠকচাচাকে গেরেপ্তার করিয়া লইয়া যাইতেছে। বেচারামবাবু এই কথা শুনিয়া খুব হয়েছে২ বলিয়া হর্ষিত হইয়া উঠিলেন। বরদাবাবু স্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন।

বেচারাম। আবার যে ভাব্‌ছ ?—অমন অসৎ লোক পুলিপলাম গেলে দেশটা জুড়ায়।

বরদা। দুঃখ এই যে লোকটা আজন্মকাল অসৎ কর্ম বই সৎকর্ম করিল না—এক্ষণে যদি জিঞ্জির যায় তাহার পরিবারগুলা অনাহারে মারা যাবে।

বেচারাম। ভাই হে! তোমার এত গুণ না হইলে লোকে তোমাকে কেন পূজ্য করে। তোমার প্রতিহিংসা ও অপকার করিতে ঠকচাচা কসুর করে নাই—অনবরত নিন্দা ও গ্লানি করিত—তোমার উপর গুমখুনি নালিশ করিয়াছিল—ও জাল হপ্তুম করিবার বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিল—তাহাতেও তোমার মনে তাহার প্রতি কিছুমাত্র রাগ অথবা দ্বেষ নাই ও প্রত্যপকার কাহাকে বলে তুমি জান না—তুমি এই প্রত্যপকার করিতে যে সে ব্যক্তি ও তাহার পরিবার পীড়িত হইলে ঔষধ দিয়া ও আনাগনা করিয়া আরোগ্য করিতে। এক্ষণেও তাহার পরিবারের ভাবনা ভাবিতেছ—ভাই হে! তুমি জেতে কায়স্থ বটে কিন্তু ইচ্ছা করে যে এমন কায়স্থের পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দি।

বরদা। মহাশয়! আমাকে এত বলিবেন না—জনগণের মধ্যে আমি অতি হেয়

ও অকিঞ্চন। আমি আপনকার প্রশংসার যোগ্য নহি—মহাশয় এরূপ পুনঃ২ বলিলে আমার অহঙ্কার ক্রমে বৃদ্ধি হইতে পারে।

এদিকে বৈদ্যবাটীতে পুলিসের সার্জন্, পেয়াদা ও দারোগা ঠকচাচাকে পিচ্-মোড়া করিয়া বাঁধিয়া চল্ বে চল্ বলিয়া হিড়২ করিয়া লইয়া আসিতেছে। রাস্তায় লোকারণ্য—কেহ বলে যেমন কর্ম তেমনি ফল—কেহ বলে বেটা জাহাজে না উঠিলে বিশ্বাস নাই—কেহ বলে আমার এই ভয় পাছে ঢোঁড়া হয়। ঠকচাচা অধোবদনে চলিয়াছে—দাড়ি বাতাসে ফুর২ করিয়া উড়িতেছে—দুটি চক্ষু কট্মট্ করিতেছে—বাঁধন খুলিবার জন্য সার্জনকে একটা আদুলি আস্তে২ দিতেছে, সার্জনের বড় পেট, অমনি আদুলি ঠিকুরে ফেলিয়া দিতেছে। ঠকচাচা বলে—মোকে একবার মতিবাবুর নজ্দিগে লিয়ে চল—তেনার জামিনি লিয়ে মোকে এজ খালাস দেও—মুই কেল হাজির হব। সার্জন বল্ছে—তোম বহুত বক্তা—ফের বাত কহেগা তো এক থাপ্পড় দেগা। তখন ঠকচাচা সার্জনের নিকট হাতজোড় করিয়া কাকুতি বিনতি করিতে লাগিল। সার্জন কোন কথায় কাণ না দিয়া ঠকচাচাকে নৌকায় উঠাইয়া বেলা দুই প্রহর চারি ঘণ্টার সময় পুলিসে আনিয়া হাজির করিল—পুলিসের সাহেবেরা উঠিয়া গিয়াছে সুতরাং ঠকচাচাকে রাত্রিতে বেনিগারদে বিহার করিতে হইল।

ওদিকে ঠকচাচার দুর্গতি শুনিয়া মতিলালের ভেবা চেকা লেগে গেল। তাহার এই আশঙ্কা হইল এ বজ্রাঘাত পাছে এ পর্যন্ত পড়ে—যখন ঠক বাঁধা গেল তখন আমিও বাঁধা পড়িব তাহাতে সন্দেহ নাই—বোধ হয় এ ব্যাপার জান কোম্পানির ঘটিত, সে যাহা হউক, সাবধান হওয়া উচিত, এই স্থির করিয়া মতিলাল বাটীর সদর দরওয়াজা খুব কসে বন্ধ করিল। রামগোবিন্দ বলিল—বড়বাবু! ঠকচাচা জাল এত্তাহামে গেরেপ্তার হইয়াছে—তোমার উপর গেরেপ্তারি থাকিলে বাটী ঘর অনেকক্ষণ ঘেরা হইত, তুমি মিছে২ কেন ভয় পাও? মতিলাল বলিল—তোমরা বুঝ না হে! দুঃসময়ে পোড়া শল মাছটাও হাত থেকে পালিয়া যায়। আজকের দিনটা যো সো করিয়া কাটাইতে পারিলে কাল প্রাতে যশোহরের তালুকে প্রস্থান করি। বাটীতে আর তিষ্ঠান ভার—নানা উৎপাত—নানা ব্যাঘাত—নানা আশঙ্কা—নানা উপদ্রব আর এদিকে হাত খাক্তি হইয়াছে। এ কথা শেষ হইবা মাত্রেই দ্বারে টিপ্২ করিয়া ঘা পড়িতে লাগিল—"দ্বার খোল গো—কে আছ গো" এই শব্দ হইতে লাগিল। মতিলাল আস্তে২ বলিল—চুপ কর—যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহাই ঘটিল। মানগোবিন্দ উপর থেকে উঁকি মারিয়া দেখিল এক জন পেয়াদা দ্বার ঠেলিতেছে—অমনি টিপে২ আসিয়া বলিল—বড়বাবু!

এই বেলা প্রস্থান কর, বোধ হয় ঠকচাচার দরুন বাসি গেরেপ্তারি উপস্থিত—আগুনের ফিন্‌কি শেষ হয় নাই। যদি নির্জন স্থান না পাও তবে খিড়্‌কির পানা পুষ্করিণীতে দুর্যোধনের ন্যায় জলস্তম্ভ করে থাক। দোলগোবিন্দ বলিল—তোমরা ঢেউ দেখে না ডুবাও কেন? আগে বিষয়টা তলিয়ে বুঝ, রোস আমি জিজ্ঞাসা করি—কেমন হে পিয়াদাবাবু! তুমি কোন্ আদালত থেকে আসিয়াছ? পেয়াদা বলিল—এজ্ঞে মুই জান সাহেবের চিটি লিয়ে এসেছি—চিটি এই লেও বলিয়া ধাঁ করিয়া উপরে ফেলিয়া দিল। রাম বাঁচলুম! এতক্ষণে ধড়ে প্রাণ এল—সকলে বলিয়া উঠিল। অমনি পেছন দিক্ থেকে হলধর ও গদাধর "ভবে ত্রাণ কর" ধরিয়া উঠিল, নব বাবুদের শরতের মেঘের ন্যায়—এই বৃষ্টি—এই রৌদ্র—এই গর্মি—এই খুসি। মতিলাল বলিল, একটু থাম চিঠিখানা পড়িতে দেও—বোধ করি কর্মকাজের আবার সুযোগ হইবে। মতিলাল চিঠি খুলিলে পরে নব বাবুরা সকলে হুম্‌ড়ি খাইয়া পড়িল—অনেকগুলা মাথা জড় হইল বটে কিন্তু কাহার পেটে কালির অক্ষর নাই, চিঠি পড়া বিপত্তি হইল। অনেকক্ষণ পরে নিকটস্থ দে দের বাটীর একজনকে ডাকাইয়া চিঠির মর্ম এই জানা হইল যে জান সাহেবের প্রায় অনাহারে দিন যাইতেছে—তাহার টাকার বড় দরকার। মানগোবিন্দ বলিল—বেটা বড় বেহায়া—তাহার জন্যে এত টাকা গর্ভস্রাবে গেল তবু ছিড়েন নাই, আবার কোন্ মুখে টাকা চায়? দোলগোবিন্দ বলিল—ইংরাজকে হাতে রাখা ভাল—ওদের পাতাচাপা কপাল—সময়বিশেষে মাটি মুটটা ধরিলে সোনা মুটা হইয়া পড়ে। মতিলাল বলিল—তোমরা বকাবকি কেন কর আমাকে কাটিলেও রক্ত নাই—কুটিলেও মাংস নাই।

এখানে বালী হইতে বেচারামবাবু পার হইয়া বৈকালে ছক্ড়া গাড়িতে ছড়র২ শব্দে "সেই যে ভস্মমাখা জটে—যত দেখ ঘটে পটে সকল জটের মুটে" এই গান গাইতে২ উত্তরমুখো চলিয়াছেন—দক্ষিণ দিক্ থেকে বাঞ্ছারাম বগি হাঁকাইয়া আসিতেছেন—দুই জনে নেকৃটা নেকৃটি হওয়াতে ইনি ওঁকে ও উনি এঁকে হুম্‌ড়ি খাইয়া দেখিলেন—বাঞ্ছারাম বেচারামের আবছায়া দেখিবা মাত্রেই ঘোড়াকে সপাসপ্ চাবুক কসিয়া দিলেন—বেচারাম অমনি তাড়াতাড়ি আপন গাড়ির ডল্‌কা দ্বার হাত দিয়া কসে ধরিয়া ও মাথা বাহির করিয়া "ওহে বাঞ্ছারাম! ওহে বাঞ্ছারাম!" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। এই ডাকাডাকি, হাঁকাহাঁকিতে বগি খাড়া হইল ও ছক্ড়া ছনন্‌ন্২ করিয়া নিকটে গেল। বেচারাম বাবু বলিলেন—বাঞ্ছারাম! তুমি কপালে পুরুষ—তোমার লাভের খুলি রাবণের চুলির মত জ্বল্‌ছে—এক দফা তো সৌদাগরি কর্ম চৌচাপটে কর্‌লে—

এক্ষণে তোমার ঠকচাচা যায়—বোধ হয় তাহাতেও আবার একটা মুড়ি পট্‌তে পারে কেবল উকিলি ফন্দিতে অধঃপাতে গেলে—মরিতে যে হবে—সেটা একবারও ভাব্‌লে না? বাঞ্ছারাম বিরক্ত হইয়া মুখখানা গোঁজ করিলেন পরে গোঁপ জোড়াটা ফর্‌২ করিয়া ঘোড়ার পিটের উপর আপনার গায়ের জ্বালা প্রকাশ করিতে২ গড়্‌২ করিয়া চলিয়া গেলেন।

২৫ মতিলালের যশোহরের জমিদারিতে দলবল সহিত গমন—
জমিদারি কর্ম্ম করণের বিবরণ ; নীলকরের সঙ্গে দাঙ্গা
ও বিচারে নীলকরের খালাস।

বাবুরামবাবুর সকল বিষয় অপেক্ষা যশোহরের তালুকখানি লাভের বিষয় ছিল। দশশালা বন্দোবস্তের সময়ে ঐ তালুকে অনেক পতিত জমি থাকে—তাহার জমা ডৌলে মুসমা ছিল পরে ঐ সকল জমি হাসিল হইয়া মাঠ-হারে বিলি হয় ও ক্রমে জমির এমত গুমর হইয়াছিল যে প্রায় এক কাঠাও খামার বা পতিত ছিল না, প্রজালোকও কিছু দিন চাষবাস করিয়া হরবিব্ব ফসলের দ্বারা বিলক্ষণ যোত্র করিয়াছিল কিন্তু ঠক্‌চাচার পরামর্শে অনেকের উপর পীড়ন হওয়াতে প্রজারা সিকস্ত হইয়া পড়িল—অনেক লাখেরাজদারের জমি বাজেয়াপ্ত হওয়াতে ও তাহাদিগের সনন্দ না থাকাতে তাহারা কেবল আনাগোনা করিয়া ও নজর সেলামি দিয়া ক্রমে২ প্রস্থান করিল ও অনেক গাঁতিদারও জাল ও জুলুমে ভাজাভাজা হইয়া বিনি মূল্যে আপন২ জমির স্বত্ব ত্যাগ করত অন্য২ অধিকারে পলায়ন করিল। এই কারণে তালুকের আয় দুই এক বৎসর বৃদ্ধি হওয়াতে ঠকচাচা গোঁপে চাড়া দিয়া হাত ঘুরাইয়া বাবুরামবাবুর নিকট বলিতেন—"মোর কেমন কারদানি দেখ" কিন্তু "ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ"—অল্প দিনের মধ্যেই অনেক প্রজা ভয়ক্রমে হেলে গরু ও বীজধান লইয়া প্রস্থান করিল তাহাদিগের জমি বিলি করা ভার হইল, সকলেরই মনে এই ভয় হইতে লাগিল আমরা প্রাণপণ পরিশ্রমে চাষবাস করিব দু টাকা দু সিকা লাভ করিয়া যে একটু শাঁসাল হবে তাহাকেই জমিদার বল বা ছলক্রমে গ্রাস করবেন—তবে আমাদিগের এ অধিকারে থাকায় কি প্রয়োজন? তালুকের নায়েব বাপু বাছা বলিয়াও প্রজালোককে থামাইতে পারিল না। অনেক জমি গরবিলি থাকিল—ঠিকে হারে বিলি হওয়া দূরে থাকুক কম দস্তুরেও কেহ লইতে চাহে না ও নিজ আবাদে খরচ খরচা বাদে খাজনা উঠান ভার হইল। নায়েব সর্ব্বদাই জমিদারকে এত্তেলা দিতেন, জমিদার সুদামত পাঠ লিখিতেন—"গোজেস্তা সুরত খাজানা আদায় না হইলে তোমার রুটি যাইবে—

তোমার কোন ওজর শুনা যাইবে না।" সময়বিশেষে বিষয় বুঝিয়া ধমক দিলে কর্মে লাগে। যে স্থলে উৎপাত ধমকের অধীন নহে সে স্থলে ধমক কি কর্মে আসিতে পারে ? নায়েব ফাঁপরে পড়িয়া গয়ং গচ্ছরূপে আম্‌তা২ রকমে চলিতে লাগিল—এদিকে মহল দুই তিন বৎসর বাকি পড়াতে লাটবন্দি হইল সুতরাং বিষয় রক্ষার্থে গিরিবি লিখিয়া দিয়া বাবুরামবাবু দেনা করিয়া সরকারের মাল-গুজারি দাখিল করিতেন।

এক্ষণে মতিলাল দলবল সহিত মহলে আসিয়া অবস্থিতি করিল। তাহার মানস এই যে তালুক থেকে কসে টাকা আদায় করিয়া দেনা টেনা পরিশোধ করিয়া সাবেক ঠাট বজায় রাখিবেক। বাবু জমিদারি কাগজ কখন দৃষ্টি করেন নাই, কাহাকে বলে চিঠা, কাহাকে বলে গোসোয়ারা, কাহাকে বলে জমাওয়াসিল বাকি কিছুই বোধ নাই। নায়েব বলে—হুজুর ! একবার লতাগুলান দেখুন—বাবু কাগজের লতার উপর দৃষ্টি না করিয়া কাছারিবাটীর তরুলতার দিকে ফেল্‌২ করিয়া দেখেন। নায়েব বলে—মহাশয় ! এক্ষণে গাঁতি অর্থাৎ খোদকস্তা প্রজা এত ও পাইকস্তা এত। বাবু বলেন—আমি খোদকস্তা, পাইকস্তা শুন্‌তে চাই না—আমি সব এককস্তা করিব। বড়বাবু ডিহির কাছারিতে আসিয়াছেন এই সংবাদ শুনিয়া যাবতীয় প্রজা একেবারে ধেয়ে আইল ও মনে করিল বদ্‌জাত নেড়ে বেটা গিয়াছে বুঝি এত দিনের পর আমাদিগের কপাল ফিরিল। এই কারণে আহ্লাদিতচিত্তে ও সহাস্যবদনে রুক্ষচুলো, শুখ্‌নোপেটা ও তলাখাঁক্তি প্রজারা নিকটে আসিয়া সেলামি দিয়া "রবধান" ও "স্যালাম" করিতে লাগিল। মতিলাল ঝনাঝন্‌ শব্দে শুদ্ধ হইয়া লিক্‌২ করিয়া হাসিতেছেন। বাবুকে খুসি দেখিয়া প্রজারা দাদ্‌খাই করিতে আরম্ভ করিল। কেহ বলে অমুক আমার জমির আল ভাঙ্গিয়া লাঙ্গলে চষিয়াছে—কেহ বলে অমুক আমার খেজুরগাছে ভাঁড় বাধিয়া রস চুরি করি-য়াছে—কেহ বলে অমুক আমার বাগানে গরু ছাড়িয়া দিয়া তচ্‌নচ্‌ করিয়াছে—কেহ বলে অমুকের হাঁস আমার ধান খাইয়াছে—কেহ বলে আমি আজ তিন বৎসর কবজ পাই না—কেহ বলে আমি খতের টাকা আদায় করিয়াছি, আমার খত ফেরত দেও—কেহ বলে আমি বাবলা গাছটি কেটে বিক্রী করিয়া ঘরখানি সারাইব—আমাকে চৌট মাফ করিতে হুকুম হউক—কেহ বলে আমার জমির খারিজ দাখিল হয় নাই আমি তার সেলামি দিতে পারিব না—কেহ বলে আমার জোতের জমির হাল জরিপে কম হইয়াছে—আমার খাজানা মুসমা দেও, তা না হয় তো পরতাল করে দেখ। মতিলাল এ সকল কথার বিন্দু বিসর্গ না বুঝিয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় বসিয়া থাকিলেন। সঙ্গী বাবুরা দুই একটা আন্‌খা শব্দ

লইয়া রঙ্গ করত খিল্২ হাসিয়া কাছারিবাটী ছেয়ে দিতে লাগিল ও মধ্যে২ "উড়ে যায় পাখী তার পাখা গুনি" গান করিতে লাগিল। নায়েব একেবারে কাষ্ঠ, প্রজারা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

যেখানে মনিব চৌকস, সেখানে চাকরের কারিকুরি বড় চলে না। নায়েব মতিলালকে গোমূর্খ দেখিয়া নিজমূর্তি ক্রমে২ প্রকাশ করিতে লাগিল। অনেক মামলা উপস্থিত হইল, বাবু তাহার ভিতর কিছুই প্রবেশ করিতে পারিলেন না, নায়েব তাঁহার চক্ষে ধূলা দিয়া আপন ইষ্ট সিদ্ধ করিতে লাগিল আর প্রজারাও জানিল যে বাবুর সহিত দেখা করা কেবল অরণ্যে রোদন করা—নায়েবই সর্বময় কর্তা!

যশোহরে নীলকরের জুলুম অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে। প্রজারা নীল বুনিতে ইচ্ছুক নহে কারণ ধান্যাদি বোনাতে অধিক লাভ, আর যিনি নীলকরের কুঠীতে যাইয়া একবার দাদন লইয়াছেন, তাহার দফা একেবারে রফা হয়। প্রজারা প্রাণপণে নীল আবাদ করিয়া দাদনের টাকা পরিশোধ করে বটে কিন্তু হিসাবের লাঙ্গুল বৎসর২ বৃদ্ধি হয় ও কুঠেলের গমস্তা ও অন্যান্য কারপরদাজের পেট অল্পে পূরে না। এই জন্য যে প্রজা একবার নীলকরের দাদনের সুধামৃত পান করিয়াছে সে আর প্রাণান্তে কুঠীর মুখো হইতে চায় না কিন্তু নীলকরের নীল না তৈয়ার হইলে ভারি বিপত্তি। সম্বৎসর কলিকাতার কোন না কোন সৌদাগরের কুঠী হইতে টাকা কর্জ লওয়া হইয়াছে এক্ষণে যদ্যপি নীল তৈয়ার না হয় তবে কর্জ বৃদ্ধি হইবে ও পরে কুঠী উঠিয়া গেলেও যাইতে পারিবে। অপর যে সকল ইংরাজ কুঠীর কর্মকাজ দেখে তাহারা বিলাতে অতি সামান্য লোক কিন্তু কুঠীতে শাজাদার চেলে চলে—কুঠীর কর্মের ব্যাঘাত হইলে তাহাদিগরে এই ভয় যে পাছে তাহাদিগের আবার ইঁদুর হইতে হয়। এই কারণে নীল তৈয়ার করণার্থ তাহারা সর্বপ্রকারে, সর্বতোভাবে, সর্বসময়ে যত্নবান্ হয়।

মতিলাল সঙ্গিগণকে লইয়া হো হো করিতেছেন—নায়েব নাকে চসমা দিয়া দপ্তর খুলিয়া লিখিতেছে ও চুনো বুলাইতেছে, এমত সময়ে কয়েকজন প্রজা দৌড়ে আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিল—মোশাই গো! কুঠেল বেটা মোদের সর্বনাশ কর্‌লে—বেটা সরে জমিতে আপনি এসে মোদের বুননি জমির উপর লাঙ্গল দিতেছে ও হাল গোরু সব ছিনিয়ে নিয়েছে—মোশাই গো! বেটা কি বুননি নষ্ট কর্‌লে। শালা মোদের পাকা ধানে মই দিলে! নায়েব অমনি শতাবধি পাক সিক জড় করিয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া দেখে কুঠেল এক শোলার টুপি মাথায়—মুখে চুরট—হাতে বন্দুক—খাড়া হইয়া হাঁকাহাঁকি কর্‌তেছে। নায়েব নিকটে যাইয়া মে ও২ করিয়া দুই একটা কথা বলিল, কুঠেল হাঁকায় দেও২, মার২ হুকুম দিল।

অমনি দুই পক্ষের লোক লাঠি চালাইতে লাগিল—কুঠেল আপনি তেড়ে এসে গুলি ছুঁড়িবার উপক্রম করিল—নায়েব সরে গিয়া একটা রাংচিত্রের বেড়ার পার্শ্বে লুকাইল। ক্ষণেক কাল মারামারি লাঠালাঠি হইলে পর জমিদারের লোক ভেগে গেল ও কয়েক জন ঘায়েল হইল। কুঠেল আপন বল প্রকাশ করিয়া ডেং-ডেং করিয়া কুঠিতে চলে গেল ও দাদখায়ি প্রজারা বাটীতে আসিয়া "কি সর্বনাশ কি সর্বনাশ" বলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

নীলকর সাহেব দাঙ্গা করিয়া কুঠীতে যাইয়া বিলাতি পানি ফটাস্ করিয়া ব্রাণ্ডি দিয়া খাইয়া শিশ দিতে২ "তাজা বতাজা" গান করিতে লাগিলেন—কুকুরটা সম্মুখে দৌড়ে২ খেলা করিতেছে। তিনি মনে জানেন তাহাকে কাবু করা বড় কঠিন, মাজিষ্ট্রেট ও জজ তাঁহার ঘরে সর্বদা আসিয়া খানা খান ও তাঁহাদিগের সহিত সহবাস করাতে পুলিসের ও আদালতের লোক তাঁহাকে যম দেখে আর যদিও তদারক হয় তবু খুন মকদ্দমায় বাহির জেলায় তাঁহার বিচার হইতে পারিবেক না। কালা লোক খুন অথবা অন্য প্রকার গুরুতর দোষ করিলে মফঃসল আদালতে তাহাদিগের সদ্য বিচার হইয়া সাজা হয়—গোরা লোক ঐ সকল দোষ করিলে সুপ্রিম কোর্টে চালান হয় তাহাতে সাক্ষী অথবা ফৈরাদিরা ব্যয়, ক্লেশ ও কর্মক্ষতি জন্য নাচার হইয়া অস্পষ্ট হয় সুতরাং বড় আদালতে উক্ত ব্যক্তিদের মকদ্দমা বিচার হইলেও ফেসে যায়।

নীলকর যা মনে করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল। পরদিন প্রাতে দারগা আসিয়া জমিদারের কাছারি ঘিরিয়া ফেলিল। দুর্বল হওয়া বড় আপদ্—সবল ব্যক্তির নিকট কেহই এগুতে পারে না। মতিলাল এই ব্যাপার দেখিয়া ঘরের ভিতর যাইয়া দ্বার বন্ধ করিল। নায়েব সম্মুখে আসিয়া মোট্‌মাট্ চুক্তি করিয়া অনেকের বাঁধন খুলিয়া দেওয়াইল। দারগা বড়ই সোরসরাবত করিতেছিল টাকা পাইবা মাত্রে যেন আগুনে জল পড়িল। পরে তদারক করিয়া দারগা মাজিষ্ট্রেটের নিকট দু দিক্ বাঁচাইয়া রিপোর্ট করিল—এদিকে লোভ ওদিকে ভয়। নীলকর অমনি নানা প্রকার জোগাড়ে ব্যস্ত হইল ও মেজিষ্ট্রেটের মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইতে লাগিল যে নীলকর ইংরাজ, খ্রীষ্টিয়ান—মন্দ কর্ম কখনই করিবে না—কেবল কালা লোকে যাবতীয় দুষ্কর্ম করে। এই অবকাশে সেরেস্তাদার ও পেস্কার নীলকরের নিকট হইতে জেয়াদা ঘুস লইয়া তাহার বিপক্ষীয় জমানবন্দি চাপিয়া স্বপক্ষীয় কথা সকল পড়িতে আরম্ভ করিল ও ক্রমশঃ ছুঁচ চালাইতে২ বেটে চালাইতে লাগিল। এই অবকাশে নীলকর বক্তৃতা করিল—আমি এ স্থানে আসিয়া বাঙ্গালিদিগের নানা প্রকার উপকার করিতেছি—আমি তাহাদিগের

লেখাপড়ার ও ঔষধপত্রের জন্য বিশেষ ব্যয় করিতেছি—আবার আমার উপর এই তহমত ? বাঙ্গালিরা বড় বেইমান ও দাঙ্গাবাজ! মাজিস্ট্রেট এই সকল কথা শুনিয়া টিফিন করিতে গেলেন। টিফিনের পর খুব চুর্‌চুরে মধুপান করিয়া চুরট খাইতে২ আদালতে আইলেন—মকদ্দমা পেশ হইলে সাহেব কাগজ পত্রকে বাঘ দেখিয়া সেরেস্তাদারকে একেবারে বলিলেন—"এ মামেলা ডিস্‌মিস্ কর" এই হুকুমে নীলকরের মুখটা একেবারে ফুলিয়া উঠিল, নায়েবের প্রতি তিনি কট্‌মট্‌ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। নায়েব অধোবদনে টিকুতে২—ভুঁড়ি নাড়িতে২ বলিতে২ চলিলেন—বাঙ্গালিদের জমিদারি রাখা ভার হইল—নীলকর বেটাদের জুলুমে মুলুক খাক হইয়া গেল—প্রজারা ভয়ে ত্রাহি২ করিতেছে। হাকিমরা স্বজাতির অনুরোধে তাহাদিগের বশ্য হইয়া পড়ে আর আইনের যেরূপ গতিক তাহাতে নীলকরদিগের পালাইবার পথও বিলক্ষণ আছে। লোকে বলে জমিদারের দৌরাত্ম্যে প্রজার প্রাণ গেল—এটি বড় ভুল। জমিদারেরা জুলুম করে বটে কিন্তু প্রজাকে ওতনে বজায় রেখে করে, প্রজা জমিদারের বেগুনক্ষেত। নীলকর সে রকমে চলে না—প্রজা মরুক বা বাঁচুক তাহাতে তাহার বড় এসে যায় না—নীলের চাষ বেড়ে গেলেই সব হইল—প্রজা নীলকরের প্রকৃত মূলার ক্ষেত।

২৬ ঠকচাচার বেনিগারদে নিদ্রাবস্থায় আপন কথা আপনিই ব্যক্ত করণ—
পুলিসে বাঞ্ছারাম ও বটলরের সহিত সাক্ষাৎ, মকদ্দমা বড়
আদালতে চালান, ঠকচাচার জেলে কয়েদ, জেলেতে
তাহার সহিত অন্যান্য কয়েদির কথাবার্তা ও
তাহার খাবার অপহরণ।

মনের মধ্যে ভয় ও ভাবনা প্রবেশ করিলে নিদ্রার আগমন হয় না। ঠকচাচা বেনিগারদে অতিশয় অস্থির হইলেন, একখানা কম্বলের উপর পড়িয়া এ পাশ ও পাশ করিতে লাগিলেন। উঠিয়া এক২ বার দেখেন রাত্রি কত আছে। গাড়ির শব্দ অথবা মনুষ্যের স্বর শুনিলে বোধ করেন এইবার বুঝি প্রভাত হইল। এক২ বার ধড়্‌মড়িয়া উঠিয়া সিপাইদিগকে জিজ্ঞাসা করেন—"ভাই! রাত কেত্‌না হুয়া ?"—তাহারা বিরক্ত হইয়া বলে, "আরে কামান দাগ্‌নেকো দো তিন ঘণ্টা দের হেয় আব লৌট রহো, কাহে হর্‌ঘড়ি দেক করতে হো ?" ঠকচাচা ইহা শুনিয়া কম্বলের উপর গড়াগড়ি দেন। তাঁহার মনে নানা কথা—নানা ভাব—নানা উপায় উদয় হয়। কখন২ ভাবেন—আমি চিরকালটা জুয়াচুরি ও ফেরেবি মতলবে কেন ফিরিলাম—ইহাতে যে টাকাকড়ি রোজগার হইয়াছিল তাহা কোথায় ?

পাপের কড়ি হাতে থাকে না, লাভের মধ্যে এই দেখি যখন মন্দ কর্ম করিয়াছি তখনি ধরা পড়িবার ভয়ে রাত্রে ঘুমাই নাই—সদাই আতঙ্কে থাকিতাম—গাছের পাতা নড়িলে বোধ হইত যেন কেহ ধরিতে আসিতেছে। আমার হামজোলক খোদাবক্স আমাকে এ প্রকার ফেরেক্কায় চলিতে বার২ মানা করিতেন—তিনি বলিতেন চাষবাস অথবা কোন ব্যবসা বা চাকরি করিয়া গুজরান করা ভাল, সিদে পথে থাকিলে মার নাই—তাহাতে শরীর ও মন দুই ভাল থাকে। এইরূপ চলিয়াই খোদাবক্স স্বখে আছেন। হায় ! আমি তাহার কথা কেন শুনিলাম না। কখন২ ভাবেন উপস্থিত বিপদ্ হইতে কি প্রকারে উদ্ধার পাইব ? উকিল কৌন্সুলি না ধরিলে নয়—প্রমাণ না হইলে আমার সাজা হইতে পারে না—জাল কোন্‌খানে হয় ও কে করে তাহা কেমন করিয়া প্রকাশ হইবে ? এইরূপ নানা প্রকার কথার তোলপাড় করিতে২ ভোর হয়২ এমত সময়ে শ্রান্তিবশতঃ ঠকচাচার নিদ্রা হইল, তাহাতে আপন দায় সংক্রান্ত স্বপ্ন দেখিতে২ ঘুমের ঘোরে বকিতে লাগিলেন—"বাহুল্য ! তুলি, কলম ও কল কেহ যেন দেখিতে পায় না—শিয়ালদার বাড়ীর তলায়ের ভিতর আছে—বেস আছে—খবর্‌দার তুলিও না—তুমি জল্‌দি ফরিদপুরে পেলিয়ে যাও—মুই খালাস হয়্যে তোমার সাত মোলাকাত কর্‌বো।" প্রভাত হইয়াছে—সূর্যের আভা ঝিলিমিলি দিয়া ঠকচাচার দাড়ির উপর পড়িয়াছে। বেনিগারদের জমাদার তাহার নিকট দাঁড়াইয়া ঐ সকল কথা শুনিয়া চীৎকার করিয়া বলিল—"বদ্‌জাত ! আবতলক শোয়া হেয়—উঠ, তোম আপ্‌না বাত আপ্‌ জাহের কিয়া।" ঠকচাচা অমনি ধড়্‌মড়িয়া উঠিয়া চকে, নাকে ও দাড়িতে হাত বুলাতে২ তস্‌বি পড়িতে লাগিলেন। জমাদারের প্রতি এক২ বার মিট্‌মিট্‌ করিয়া দেখেন—এক২ বার চক্ষু মুদিত করেন। জমাদার ভ্রূকুটি করিয়া বলিল—"তোম্ তো ধরম্‌কা ছালা লে করকে বয়টা হেয় আর শেয়ালদাকো তলায়সে কল ওল নেকালনেসে তেরি ধরম আওরভী জাহের হোগা" ঠকচাচা এই কথা শুনিবামাত্রে কদলীবৃক্ষের ন্যায় ঠক্২ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন ও বলিলেন—বাবা ! মেরি বাইকো বহুত জোর হুয়া এস সববসে হাম নিদ জানেসে জুট্‌মুট্ বক্তা হুঁ। "ভালা ও বাত পিছু বোঝা জাওঙ্গি,—আব তৈয়ার হো", এই বলিয়া জমাদার চলিয়া গেল।

এ দিকে দশটা ঢং ঢং করিয়া বাজিল, অমনি পুলিসের লোকেরা ঠকচাচা ও অন্যান্য আসামিদিগকে লইয়া হাজির করিল। নয়টা না বাজিতে২ বাঞ্ছারামবাবু বটলর সাহেবকে লইয়া পুলিসে ফিরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন ও মনে২ ভাবিতেছিলেন—ঠকচাচাকে এ যাত্রা রক্ষা করিলে তাহার দ্বারা অনেক কর্ম

পাওয়া যাইবে—লোকটা বল্‌তে কহিতে, লিখ্‌তে পড়্‌তে, যেতে আস্‌তে, কাজে কর্ম্মে, মামলা মকদ্দমায়, মতলব মস্‌লতে বড় উপযুক্ত ; কিন্তু আমার হচ্ছে এ পেশা—টাকা না পাইলে কিছুই তদ্বির হইতে পারে না। ঘরের খেয়ে বনের মহিষ তাড়াইতে পারি না, আর নাচ্‌তে বসেছি ঘোম্‌টাই বা কেন ? ঠকচাচাও তো অনেকের মাথা খেয়েছেন তবে ওঁর মাথা খেতে দোষ কি ? কিন্তু কাকের মাংস খাইতে গেলে বড় কৌশল চাই। বটলর সাহেব বাঞ্ছারামকে অন্যমনস্ক দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—বেন্‌সা ! তোম্ কিয়া ভাবতা ? বাঞ্ছারাম উত্তর করিলেন—রসো সাহেব ! হাম, রূপেয়া যে সুরতসে ঘরমে ঢোকে ওই ভাবতা। বটলর সাহেব একটু অন্তরে গিয়া বলিলেন—“আস্‌সা২—বহুত আস্‌সা।”

ঠকচাচাকে দেখিবামাত্র বাঞ্ছারাম দৌড়ে গিয়া তাহার হাত ধরিয়া চোক ছুটা পান্সে করিয়া বলিলেন—এ কি২ ! কাল কুসংবাদ শুনিয়া সমস্ত রাত্রিটা বসিয়া কাটাইয়াছি, এক বারও চক্ষু বুজি নাই—ভোর হতে না হতে পূজা আহ্নিক অমনি ফুলতোলা রকমে সেরে সাহেবকে লইয়া আসিতেছি। ভয় কি ? এ কি ছেলের হাতের পিটে ? পুরুষের দশ দশা, আর বড় গাছেই ঝড় লাগে। কিন্তু এক কিস্তি টাকা না হইলে তদ্বিরাদি কিছুই হইতে পারে না—সঙ্গে না থাকে তো ঠকচাচীর ছুই একখানা ভারি রকম গহনা আনাইলে কর্ম চল্‌তে পারে। এক্ষণে তুমি তো বাঁচ তার পরে গহনা টহনা সব হবে। বিপদে পড়িলে সুস্থির হইয়া বিবেচনা করা বড় কঠিন, ঠকচাচা তৎক্ষণাৎ আপন পত্নীকে এক পত্র লিখিয়া দিলেন। ঐ পত্র লইয়া বাঞ্ছারাম বটলর সাহেবের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্বক চক্ষু টিপিয়া ঈষৎ হাস্য করিতে২ এক জন সরকারের হাতে দিলেন এবং বলিলেন—তুমি ধাঁ করিয়া বৈদ্যবাটী যাইয়া ঠকচাচীর নিকট হইতে কিছু ভারি রকম গহনা আনিয়া এখানে অথবা আফিসে দেখ্‌তে২ আইস, দেখিও গহনা খুব সাবধান করিয়া আনিও, বিলম্ব না হয়, যাবে আর আসিবে,—যেন এইখানে আছ। সরকার রুষ্ট হইয়া বলিল—মহাশয় ! মুখের কথা, অম্‌নি বল্‌লেই হইল ? কোথায় কলিকাতা—কোথায় বৈদ্যবাটী—আর ঠকচাচীই বা কোথায় ? আমাকে অন্ধকারে ঢেলা মারিয়া বেড়াইতে হইবে, এক মুটা খাওয়া দূরে থাকুক এখনও এক ঘটি জল মাথায় দিই নাই—আজ ফিরে কেমন করিয়া আস্‌তে পারি ? বাঞ্ছারাম অমনি রেগেমেগে হুম্‌কে উঠিয়া বললেন,—ছোট লোক এক জাতই স্বতন্তর, এরা ভাল কথার কেউ নয়, নাতি ঝেঁটা না হলে জব্দ হয় না। লোকে তল্লাস করিয়া দিল্লী যাইতেছে, তুমি বৈদ্যবাটী গিয়া একটা কর্ম নিকেশ করিয়া আস্‌তে পার না ? সাকুব হইলে ইশারায় কর্ম বুঝে—তোর চখে আঙ্গুল দিয়া

বল্‌লুম তাতেও হোঁস হৈল না? সরকার অধোমুখে না রাম না গঙ্গা কিছুই না বলিয়া বেটো ঘোড়ার ন্যায় ঢিকুতে২ চলিল ও আপনা আপনি বলিতে লাগিল—দুঃখী লোকের মানই বা কি আর অপমানই বা কি? পেটের জন্যে সকলই সহিতে হয়। কিন্তু হেন দিন কবে হবে যে ইনি ঠকচাচার মত ফাঁদে পড়্‌বেন। আমার দেক্তা উনি অনেক লোকের গলায় ছুরি দিয়াছেন—অনেক লোকের ভিটে মাটি চাটি করিয়াছেন—অনেক লোকের ভিটায় ঘুঘু চরাইয়াছেন। বাবা! অনেক উকিলের মুৎসুদ্দি দেখিয়াছি বটে কিন্তু ওঁর জুড়ি নাই। রকমটা—ভাজের পটোল, বলেন ঝিঙ্গা, যেখানে ছুঁচ চলে না সেখানে বেটে চালান। এদিকে পূজা আহ্নিক, দোল দুর্গোৎসব, ব্রাহ্মণভোজন ও ইষ্টনিষ্ঠাও আছে। এমন হিন্দুয়ানির মুখে ছাই—আগা গোড়া হারামজাদ্‌কি ও বদ্‌জাতি!

এখানে ঠকচাচা, বাঞ্ছারাম ও বটলর বসিয়া আছেন, মকদ্দমা আর ডাক হয় না। যত বিলম্ব হইতেছে তত ধড়্‌ফড়ানি বৃদ্ধি হইতেছে। পাঁচটা বাজে২ এমন সময়ে ঠকচাচাকে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে লইয়া খাড়া করিয়া দিল। ঠকচাচা গিয়া সেখানে দেখেন যে শিয়ালদার পুষ্করিণী হইতে জাল করিবার কল ও তথাকার দুই এক জন গাওয়া আনীত হইয়াছে। মকদ্দমা তদারক হওনানন্তর মাজিষ্ট্রেট হুকুম দিলেন যে এ মামলা বড় আদালতে চালান হউক, আসামির জামিন লওয়া যাইতে পারা যায় না সুতরাং তাহাকে বড় জেলে কয়েদ থাকিতে হইবে।

মাজিষ্ট্রেটের হুকুম হইবা মাত্রে বাঞ্ছারাম তেড়ে আসিয়া হাত নাড়িয়া বলিলেন—ভয় কি? এ কি ছেলের হাতের পিটে? এ তো জানাই আছে যে মকদ্দমা বড় আদালতে হবে—আমরাও তাই তো চাই। ঠকচাচার মুখখানি ভাবনায় একেবারে শুকিয়া গেল। পেয়াদারা হাত ধরিয়া হিড়্‌২ করিয়া নীচে টানিয়া আনিয়া জেলে চালান করিয়া দিল। চাচা টংয়স্‌২ করিয়া চলিয়াছেন—মুখে বাক্য বাক্য নাই—চক্ষু তুলিয়া দেখেন না, পাছে কাহারো সহিত দেখা হয়—পাছে কেহ পরিহাস করে। সন্ধ্যা হইয়াছে এমন সময় ঠকচাচা শ্রীঘরে পদার্পণ করিলেন। বড় জেলেতে যাহারা দেনার জন্য অথবা দেওয়ানি মকদ্দমা ঘটিত কয়েদ হয় তাহারা এক দিকে ও যাহারা ফৌজদারি মামলা হেতু কয়েদ হয় তাহারা অন্য দিকে থাকে। ঐ সকল আসামির বিচার হইলে হয় তো তাহাদিগের ঐ স্থানে মিয়াদ খাটিতে নয় তো হরিং বাটীতে সুর্কি কুটিতে হয় অথবা জিঞ্জির বা ফাঁসি হয়। ঠকচাচাকে ফৌজদারি জেলে থাকিতে হইল, তিনি ঐ স্থানে প্রবেশ করিলে যাবতীয় কয়েদি আসিয়া ঘেরিয়া বসিল। ঠকচাচা কট্‌মট্‌ করিয়া সকলকে দেখিতে লাগিলেন—এক জন আলাপীও দেখিতে পান না। কয়েদিরা

বলিল, মুন্সিজি !—দেখ কি ? তোমারও যে দশা আমাদেরও সেই দশা, এখন আইস মিলে যুলে থাকা যাউক। ঠকচাচা বলিলেন—হাঁ বাবা ! মুই নাহক আপদে পড়েছি—মুই খাই নে, ছুঁই নে, মোর কেবল নসিবের ফের। দুই এক জন প্রাচীন কয়েদি বলিল—হাঁ তা বই কি ! অনেকেই মিথ্যা দায়ে মজে যায়। এক জন মুখফোড় কয়েদি বলিয়া উঠিল—তোমার দায় মিথ্যা আমাদের বুঝি সত্য ? আ ! বেটা কি সাওখোড় ও সরফরাজ ?—ওহে ভাইসকল সাবধান—এ দেড়ে বেটা বড় বিটকিলে লোক। ঠকচাচা অমনি নরম হইয়া আপনাকে খাট করিলেন কিন্তু তাহারা ঐ কথা লইয়া অনেকে ক্ষণেক কাল তর্ক বিতর্ক করিতে ব্যস্ত হইল। লোকের স্বভাবই এই, কোন কর্ম না থাকিলে একটু সূত্র ধরিয়া ফাল্‌তো কথা লইয়া গোলমাল করে।

জেলের চারি দিক্ বন্ধ হইল—কয়েদিরা আহার করিয়া শুইবার উদ্যোগ করিতেছে, ইত্যবসরে ঠকচাচা এক প্রান্তভাগে বসিয়া কাপড়ে বাঁধা মিঠাই খুলিয়া মুখে ফেলিতে যান অমনি পেচন দিক্ থেকে বেটা দুই মিশ কাল কয়েদি—গোঁপ, চুল ও ভুরু শাদা, চোক লাল—হাহা হাহা শব্দে বিকট হাস্য করত মিঠায়ের ঠোঙ্গাটি সট্ করিয়া কাড়িয়া লইল এবং দেখাইয়া২ টপ২ করিয়া খাইয়া ফেলিল। মধ্যে২ চর্বণকালীন ঠকচাচার মুখের নিকট মুখ আনিয়া হিহি২ করিয়া হাসিতে লাগিল। ঠকচাচা একেবারে অবাক্—আস্তে২ মাদুরির উপর গিয়া সুড়২ করিয়া শুইয়া পড়িলেন, যেন কিল খেয়ে কিল চুরি !

২৭ বাদার প্রজার বিবরণ—বাহুল্যের বৃত্তান্ত ও গ্রেপ্তারি, গাড়িচাপা লোকের প্রতি বরদাবাবুর সততা, বড় আদালতে ফৌজদারি মকদ্দমা করণের ধারা ; বাঞ্ছারামের দৌড়াদৌড়ি, ঠকচাচা ও বাহুল্যের বিচার ও সাজা।

বাদাতে ধানকাটা আরম্ভ হইয়াছে, সালতি সাঁ২ করিয়া চলিয়াছে—চারি দিক্ জলময়—মধ্যে২ চৌকি দিবার টং ; কিন্তু প্রজার নিস্তার নাই—এদিকে মহাজন ওদিকে জমিদারের পাইক। যদি বিকি ভাল হয় তবে তাহাদিগের দুই বেলা দুই মুঠা আহার চলিতে পারে নতুবা মাছটা, শাকটা ও জনখাটা ভর্সা। ডেঙ্গাতে কেবল হৈমন্তি বুনন হয়—আউস প্রায় বাদাতেই জন্মে। বঙ্গদেশে ধান্য অনায়াসে উৎপন্ন হয় বটে কিন্তু হাজা, শুকা, পোকা, কাঁকড়া ও কার্তিকে ঝড়ে ফসলের বিলক্ষণ ব্যাঘাত হয় ; আর ধানের পাইটও আছে, তদারক না করিলে কলা ধরিতে পারে। বাহুল্য প্রাতঃকালে আপন জোতের জমি তদারক করিয়া বাটীর

দাওয়াতে বসিয়া তামাক খাইতেছেন, সম্মুখে একটা কাগজের দপ্তর, নিকটে দুই চারি জন হারামজাদা প্রজা ও আদালতের লোক বসিয়া আছে—হাকিমের আইনের ও মামলার কথাবার্তা হইতেছে ও কেহ২ নূতন দস্তাবেজ তৈয়ার ও সাক্ষী তালিম করিবার ইশারা করিতেছে—কেহ২ টাকা টেঁক থেকে খুলিয়া দিতেছে ও আপন২ মতলব হাশিল জন্য নানা প্রকার স্তুতি করিতেছে। বাহুল্য কিছু যেন অন্যমনস্ক—এদিকে ওদিকে দেখিতেছেন—এক২ বার আপন কৃষাণকে ফাল্‌তো ফরমাইস করিতেছেন "ওরে ঐ কদুর ডগাটা মাচার উপর তুলে দে, ঐ খেড়ের আটিটা বিছিয়ে ধুপে দে," ও এক২ বার ছম্‌ছমে ভাবে চারি দিকে দেখিতেছেন। নিকটস্থ এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল—মৌলুবি সাহেব! ঠকচাচার কিছু মন্দ খবর শুনিতে পাই—কোন পেঁচ নাই তো? বাহুল্য কথা ভাঙ্গিতে চান না, দাড়ি নেড়ে—হাত তুলে অতি বিজ্ঞরূপে বলিতেছেন—মরদের উপর হরেক আপদ গেরে, তার ডর করলে চলবে কেন? অন্য একজন বলিতেছে—এ তো কথাই আছে কিন্তু সে ব্যক্তি বারেঁহা, আপন বুদ্ধির জোরে বিপদ্ থেকে উদ্ধার হইবে। সে যাহা হউক আপনার উপর কোন দায় না পড়িলে আমরা বাঁচি—এই ডেঙ্গা ভবানীপুরে আপনি বৈ আমাদের সহায় সম্পত্তি আর নাই—আমাদের বল বলুন, বুদ্ধি বলুন সকলই আপনি। আপনি না থাকিলে আমাদের এখান হইতে বাস উঠাইতে হইত। ভাগ্যে আপনি আমাকে কয়েকখানা কবজ বানিয়ে দিয়েছিলেন তাই জমিদার বেটাকে জব্দ করিয়াছি, আমার উপর সেই অবধি কিছু দৌরাত্ম্য করে না—সে ভাল জানে যে আপনি আমার পাল্লায় আছেন। বাহুল্য আহ্লাদে গুড়্‌গুড়িটা ভড়্২ করিয়া চোক মুখ দিয়া ধুঁয়া নির্গত করত একটু মৃদু২ হাস্য করিলেন। অন্য এক জন বলিল—মফঃসলে জমি জমা শিরে লইতে গেলে জমিদার ও নীলকরকে জব্দ করিবার জন্য দুই উপায় আছে—প্রথমতঃ মৌলুবি সাহেবের মতন লোকের আশ্রয় লওয়া—দ্বিতীয়তঃ খ্রীষ্টিয়ান হওয়া। আমি দেখিয়াছি অনেক প্রজা পাদরির দোহাই দিয়া গোকুলের ষাঁড়ের ন্যায় বেড়ায়! পাদরি সাহেব কড়িতে বল—সহিতে বল—সুপারিসে বল "ভাই লোকদের" সর্বদা রক্ষা করেন। সকল প্রজা যে মনের সহিত খ্রীষ্টিয়ান হয় তা নয় কিন্তু যে পাদরির মণ্ডলীতে যায় সে নানা উপকার পায়। মাল মকদ্দমায় পাদরির চিঠি বড় কর্মে লাগে। বাহুল্য বলিলেন সে সচ্ বটে—লেকেন আদমির আপনার দিন খোয়ানা বহুত বুরা। অমনি সকলে বলিল—তা বটে তো, তা বটে তো; আমরা এই কারণে পাদরির নিকটে যাই না। এইরূপ খোস গল্প হইতেছে ইতিমধ্যে দারগা, জন কয়েক জমাদার ও পুলিসের সার্‌জন হুড়্‌মুড় করিয়া

আসিয়া বাহুল্যের হাত ধরিয়া বলিল—তোম ঠকচাচা কো সাত জাল কিয়া—তোমারি উপর গেরেপ্তারি হেয়। এই কথা শুনিবামাত্রে নিকটস্থ লোক সকলে ভয় পাইয়া সট্২ করিয়া প্রস্থান করিল। বাহুল্য দারগা ও সার্জনকে ধন লোভ দেখাইল কিন্তু তাহারা পাছে চাকরি যায় এই ভয়ে ও কথা আমলে আনিল না, তাহার হাত ধরিয়া লইয়া চলিল। ডেঙ্গা ভবানীপুরে এই কথা শুনিয়া লোকারণ্য হইল ও ভদ্র২ লোকে বলিতে লাগিল দুষ্কর্মের শাস্তি বিলম্বে বা শীঘ্রে অবশ্যই হইবে। যদি লোকে পাপ করিয়া সুখে কাটাইয়া যায় তবে সৃষ্টিই মিথ্যা হইবে, এমন কখনই হইতে পারে না। বাহুল্য ঘাড় হেঁট করিয়া চলিয়াছেন—অনেকের সহিত দেখা হইতেছে কিন্তু কাহাকে দেখেও দেখেন না। দুই এক ব্যক্তি যাহারা কখন না কখন তাহার দ্বারা অপকৃত হইয়াছিল, তাহারা এই অবকাশে কিঞ্চিৎ ভর্সা পাইয়া নিকটে আসিয়া বলিল—মৌলবি সাহেব! এ কি ব্রজের ভাব না কি? আপনার কি কোন ভারি বিষয় কর্ম হইয়াছে? না রাম না গঙ্গা কিছুই না বলিয়া বাহুল্য বংশদ্রোণীর ঘাট পার হইয়া শাগঞ্জে আসিয়া পড়িলেন। সেখানে দুই এক জন টেপুবংশীয় শাজাদা তাঁহাকে দেখিয়া বলিল—কেঁউ তু গেরেপ্তার হোয়া—আচ্ছা হুয়া—এয়সা বদজাত আদমিকো সাজা মিলনা বহুত বেহতর। এই সকল কথা বাহুল্যের প্রতি মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা লাগিতে লাগিল। ঘোরতর অপমানে অপমানিত হইয়া ভবানীপুরে পৌছিলেন—কিঞ্চিৎ দূর থেকে বোধ হইল রাস্তার বাম দিকে কতকগুলি লোক দাঁড়াইয়া গোল করিতেছে, নিকটে আসিয়া সার্জন বাহুল্যকে লইয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এখানে এত লোক কেন? পরে লোক ঠেলিয়া গোলের ভিতর যাইয়া দেখিল, এক জন ভদ্র লোক এক আঘাতিত ব্যক্তিকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া আছেন—আঘাতিত ব্যক্তির মস্তক দিয়া অবিশ্রান্ত রুধির নির্গত হইতেছে, ঐ রক্তে উক্ত ভদ্রলোকের বস্ত্র ভাসিয়া যাইতেছে। সার্জন জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কে ও এ লোকটি কি প্রকারে জখম হইল? ভদ্রলোক বলিলেন—আমার নাম বরদাপ্রসাদ বিশ্বাস—আমি এখানে কোন কর্ম অনুরোধে আসিয়াছিলাম, দৈবাৎ এই লোক গাড়ি চাপা পড়িয়া আঘাতিত হইয়াছে, এই জন্য আমি আগুলিয়া বসিয়া আছি—শীঘ্র হাঁসপাতালে যাইব তাহার উদ্‌যোগ পাইতেছি—একখান পাল্‌কি আনিতে পাঠাইয়াছিলাম কিন্তু বেহারারা ইহাকে কোন মতে লইয়া যাইতে চাহে না, কারণ এই ব্যক্তি জেতে হাড়ি। আমার সঙ্গে গাড়ি আছে বটে কিন্তু এ ব্যক্তি গাড়িতে উঠিতে অক্ষম, পাল্‌কি কিম্বা ডুলি পাইলে যত ভাড়া লাগে তাহা আমি দিতে প্রস্তুত আছি। সততার এমনি গুণ যে ইহাতে অধমেরও মন

ভেজে। বরদাবাবুর এই ব্যবহার দেখিয়া বাহুল্যের আশ্চর্য জন্মিয়া আপন মনে ধিংকার হইতে লাগিল। সার্জন বলিল—বাবু—বাঙ্গালিরা হাড়িকে স্পর্শ করে না, বাঙ্গালি হইয়া তোমার এত দূর করা বড় সহজ কথা নহে। বোধ হয় তুমি বড় অসাধারণ ব্যক্তি, এই বলিয়া আসামিকে পেয়াদার হাওয়ালে রাখিয়া সার্জন আপনি আড়ার নিকট যাইয়া ভয়মৈত্রতা প্রদর্শনপূর্বক পাল্‌কি আনিয়া বরদাবাবুর সহিত উক্ত হাড়িকে হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দিল।

পূর্বে বড় আদালতে ফৌজদারি মকদ্দমা বৎসরে তিন২ মাস অন্তর হইত্‌ এক্ষণে কিছু ঘন২ হইয়া থাকে। ফৌজদারি মকদ্দমা নিষ্পত্তি করণার্থে তথায় দুই প্রকার জুরি মকরর হয়, প্রথমতঃ গ্রাঞ্জুরি—যাহারা পুলিসচালানি ও অন্যান্য লোক যে ইণ্ডাইটমেন্ট করে তাহা বিচারযোগ্য কি না বিবেচনা করিয়া আদালতকে জানান—দ্বিতীয়তঃ পেটিজুরি, যাহারা গ্রাঞ্জুরির বিবেচনা অনুসারে বিচারযোগ্য মকদ্দমা জজের সহিত বিচার করিয়া আসামিদিগকে দোষি বা নির্দোষ করেন। এক২ সেশনে অর্থাৎ ফৌজদারি আদালতে ১৪ জন গ্রাঞ্জুরি মকরর হয়, যে সকল লোকের দুই লক্ষ টাকার বিষয় বা যাহারা সৌদাগরি কর্ম করে তাহারাই গ্রাঞ্জুরি হইতে পারে। সেশনে পেটিজুরি প্রায় প্রতিদিন মকরর হয়, তাহাদিগের নাম ডাকিবার কালীন আসামি বা ফৈরাদি স্বেচ্ছানুসারে আপত্তি করিতে পারে অর্থাৎ যাহার প্রতি সন্দেহ হয় তাহাকে না লইয়া অন্য আর এক জনকে নিযুক্ত করাইতে পারে কিন্তু বার জন পেটিজুরি শপথ করিয়া বসিলে আর বদল হয় না। সেশনের প্রথম দিবসে তিন জন জজ বসেন, যখন যাঁহার পালা তিনি গ্রাঞ্জুরি মকরর হইলে তাঁহাদিগকে চার্জ অর্থাৎ সেশনীয় মকদ্দমার হালাৎ সকল বুঝাইয়া দেন। চার্জ দিলে পর অন্য দুই জন জজ যাঁহাদের পালা নয় তাঁহারা উঠিয়া যান ও গ্রাঞ্জুরিরা এক কামরার ভিতর যাইয়া প্রত্যেক ইণ্ডাইটমেন্টের উপর আপন বিবেচনানুসারে যথার্থ বা অযথার্থ লিখিয়া পাঠাইয়া দেন তাহার পর বিচার আরম্ভ হয়।

রজনী প্রায় অবসান হয়—মন্দ২ সমীরণ বহিতেছে, এই সুশীতল সময়ে ঠক-চাচা মুখ হাঁ করিয়া বেতর নাক ডাকাইয়া নিদ্রা যাইতেছেন। অন্যান্য কয়েদিরা উঠিয়া তামাক খাইতেছে ও কেহ২ ঐ শব্দ শুনিয়া "মোস পোড়া খা২" বলিতেছে কিন্তু ঠকচাচা কুম্ভকর্ণের ন্যায় নিদ্রা যাইতেছেন—"নাসাগর্জন শুনি পরাণ সিহরে"। কিয়ৎকাল পরে জেলরক্ষক সাহেব আসিয়া কয়েদিদের বলিলেন—তোমরা শীঘ্র প্রস্তুত হও, অদ্য সকলকে আদালতে যাইতে হইবে।

এদিকে সেশন খুলিবামাত্রে দশ ঘন্টার অগ্রেই বড় আদালতের বারাণ্ডা লোকে

পরিপূর্ণ হইল—উকিল, কৌন্‌সুলি, ফৈরাদি, আসামি, সাক্ষী, উকিলের মুৎসুদ্দি, জুরি, সার্‌জন, জমাদার, পেয়াদা—নানা প্রকার লোক থৈ২ করিতে লাগিল। বাঞ্ছারাম বটলর সাহেবকে লইয়া ফিরিতেছেন ও ধনী লোক দেখিলে তাঁহাকে জানুন না জানুন আপনার বামনাই ফলাইবার জন্য হাত তুলিয়া আশীর্বাদ করিতেছেন, কিন্তু যিনি তাঁহাকে ভাল জানেন তিনি তাঁহার শিষ্টাচারিতে ভুলেন না—তিনি এক লহমা কথা কহিয়াই একটা না একটা মিথ্যা বরাত অনুরোধে তাঁহার হাত হইতে উদ্ধার হইতেছেন। দেখ্‌তে২ জেলখানার গাড়ি আসিল—আগু পিছু দুই দিকে সিপাই, গাড়ি খাড়া হইবা মাত্রে সকলে বারাণ্ডা থেকে দেখিতে লাগিল—গাড়ির ভিতর থেকে সকল কয়েদিকে লইয়া আদালতের নীচেকার ঘরের কাঠগড়ার ভিতর রাখিল। বাঞ্ছারাম হন্‌২ করিয়া নীচে আসিয়া ঠকচাচা ও বাহুল্যের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন—তোমরা ভীমার্জুন—ভয় পেও না—এ কি ছেলের হাতের পিটে ?

দুই প্রহর হইবা মাত্রে বারাণ্ডার মধ্যস্থল খালি হইল—লোক সকল দুই দিকে দাঁড়াইল—আদালতের পেয়াদা "চুপ্‌"২ করিতে লাগিল—জজেরা আসিতেছেন বলিয়া যাবতীয় লোক নিরীক্ষণ করিতেছে এমন সময়ে সার্‌জন পেয়াদা ও চোপদারেরা বল্লাম, বর্শা, আশাসোঁটা তলবার ও বাদসাহর রৌপ্যময় মটুকাকৃত সজ্জা হস্তে করিয়া বাহির হইল। তাহার পর সরিফ ও ডিপুটি সরিফ ছড়ি হাতে করিয়া দেখা দিল—তাহার পর তিনি জন জজ লাল কোর্তা পরা গম্ভীরবদনে মৃদু২ গতিতে বেঞ্চের উপর উঠিয়া কৌন্‌সুলিদের সেলাম করত উপবেশন করিলেন। কৌন্‌সুলিরা অম্‌নি দাঁড়াইয়া সম্মানপূর্বক অভিবাদন করিল—চৌকির নাড়ানাড়ি ও লোকের বিজ্‌বিজিনি এবং ফুস্‌ফুসনি বৃদ্ধি হইতে লাগিল পেয়াদারা মধ্যে২ "চুপ্‌২" করিতেছে—সার্‌জনেরা "হিশ২" করিতেছে—ক্রায়র "ওইস—ওইস" বলিয়া সেশন খুলিল। অনন্তর গ্রাঞ্জুরিদিগের নাম ডাকা হইয়া তাহারা মকরর হইল ও আপনাদিগের ফোরম্যান অর্থাৎ প্রধান গ্রাঞ্জুরি নিযুক্ত করিল। এবার রসল সাহেবের পালা, তিনি গ্রাঞ্জুরির প্রতি অবলোকন করিয়া বলিলেন—"মকদ্দমার তালিকা দৃষ্টে বোধ হইতেছে যে কলিকাতায় জাল করা বৃদ্ধি হইয়াছে কারণ ঐ কালেবের পাঁচ ছয়টা মকদ্দমা দেখিতে পাই—তাহার মধ্যে ঠকচাচা ও বাহুল্যের প্রতি যে নালিস তৎসম্পর্কীয় জমানবন্দিতে প্রকাশ পাইতেছে যে তাহারা শিয়ালদাতে জাল কোম্পানির কাগচ তৈয়ার করিয়া কয়েক বৎসরাবধি এই সহরে বিক্রয় করিতেছে—এ মকদ্দমা বিচারযোগ্য কি না তাহা আমাকে অগ্রে জানাইবেন—অন্যান্য মকদ্দমার দস্তাবেজ দেখিয়া যাহা

কর্তব্য তাহা করিবেন তদ্বিষয়ে আমার কিছু বলা বাহুল্য।” এই চার্জ পাইয়া গ্রাঞ্জুরি কাম্‌রার ভিতর গমন করিল—বাঞ্ছারাম বিষণ্ণ ভাবে বটলর সাহেবের প্রতি দেখিতে লাগিলেন। দশ পোনের মিনিটের মধ্যে ঠকচাচা ও বাহুল্যের প্রতি ইণ্ডাইটমেণ্ট যথার্থ বলিয়া আদালতে প্রেরিত হইল। অমনি জেলের প্রহরী ঠকচাচা ও বাহুল্যকে আনিয়া জজের সম্মুখে কাঠরার ভিতর খাড়া করিয়া দিল ও পেটিজুরি নিযুক্ত হওন কালীন কোর্টের ইণ্টরপিটর চীৎকার করিয়া বলিলেন—মোকাজন ওরফে ঠকচাচা ও বাহুল্য! তোমলোক্‌কা উপর জাল কোম্পানির কাগজ বানানেকা নালেশ হুয়া তোমলোক এ কাম্‌ কিয়া হেয় কি নেহি? আসামিরা বলিল—জাল বি কাকে বলে আর কোম্পানির কাগজ বি কাকে বলে মোরা কিছুই জানি না, মোরা সেরেফ মাছ ধরবার জাল জানি—মোরা চাষবাস করি—মোদের এ কাম নয়—এ কাম সাহেব সুভদের। ইণ্টরপিটর ত্যক্ত হইয়া বলিল—তোমলোক বহুত লম্বা২ বাত কহতা হেয়—তোমলোক এ কাম কিয়া কি নেহি? আসামিরা বলিল—মোদের বাপ দাদারাও কখন করে নাই। ইণ্টরপিটর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া মেজ চাপড়িয়া বলিল—হামারি বাতকো জবাব দেও—এ কাম কিয়া কি নেহি? নেহি২ এ কাম হামলোক কভি কিয়া নেহি—এই উত্তর আসামিরা অবশেষে দিল। উক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার তাৎপর্য এই যে আসামি যদি আপন দোষ স্বীকার করে তবে তাহার বিচার আর হয় না—একেবারে সাজা হয়। অনন্তর ইণ্টরপিটর বলিলেন—শুন—এই বারো ভালা আদমি বয়েট করকে তোমলোক কো বিচার করেগা—কিসিকা উপর আগর ওজর রহে তব আবি কহ—ওন্‌কো উঠায় কর্‌কে দোসরা আদমিকো ওন্‌কো জাগেমে বটলা জায়েগি। আসামিরা এ কথার ভাল মন্দ কিছু না বুঝিয়া চুপ করিয়া থাকিল। এদিকে বিচার আরম্ভ হইয়া ফৈরাদির ও সাক্ষীর জমান্‌বন্দির দ্বারা সরকারের তরফ কৌন্‌সুলি স্পষ্টরূপে জাল প্রমাণ করিল, পরে আসামিদের কৌন্‌সুলি আপন তরফ সাক্ষী না তুলিয়া জেরার মারপেচি কথা ও আইনের বিতণ্ডা করত পেটিজুরিকে ভুলাইয়া দিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহার বক্তৃতা শেষ হইলে পর রস্‌ল সাহেব মকদ্দমা প্রমাণের খোলসা ও জালের লক্ষণ জুরিকে বুঝাইয়া বলিলেন—পেটিজুরি এই চার্জ পাইয়া পরামর্শ করিতে কামরার ভিতর গমন করিল—জুরিরা সকলে ঐক্য না হইলে আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পারে না। এই অবকাশে বাঞ্ছারাম আসামিদের নিকট আসিয়া ভর্সা দিতে লাগিলেন, দুই চারিটা ভাল মন্দ কথা হইতেছে ইতিমধ্যে জুরিদের আগমনের গোল পড়ে গেল। তাঁহারা আসিয়া

আপন২ স্থানে বসিলে ফোরম্যান দাঁড়াইয়া খাড়া হইলেন—আদালত একেবারে নিস্তব্ধ—সকলেই ঘাড় বাড়িয়া কাণ পেতে রহিল—কোর্টের ফৌজদারি মামলার প্রধান কর্মচারী ক্লার্ক আব্ দি ক্রৌন জিজ্ঞাসা করিল—জুরি মহাশয়েরা! ঠকচাচা ও বাহুল্য গিল্টি কি নাট গিল্টি ? ফোরম্যান বলিলেন—গিল্টি—এই কথা শুনিবামাত্র আসামিদের একেবারে ধড় থেকে প্রাণ উড়ে গেল—বাঞ্ছারাম আস্তে ব্যস্তে আসিয়া বলিলেন—আরে ও ফুস গিল্টি! এ কি ছেলের হাতে পিটে ? এখুনি নিউ ট্রায়েল অর্থাৎ পুনর্বিচারের জন্য প্রার্থনা করিব। ঠকচাচা দাড়ি নাড়িয়া বলিলেন—মোশাই! মোদের নসিবে যা আছে তাই হবে মোরা আর টাকা কড়ি সরবরাহ করিতে পারিব না। বাঞ্ছারাম কিঞ্চিৎ চটে উঠিয়া বলিলেন—স্থদু হাঁড়িতে পাত বাঁধিয়া কত করিব এ সব কর্মে কেবল কেঁদে কি মাটি ভিজান যায় ?

এদিকে রসূল সাহেব বহি উল্টে পাল্টে দেখিয়া আসামিদের প্রতি দৃষ্টি করত এই হুকুম দিলেন—"ঠকচাচা ও বাহুল্য! তোমাদের দোষ বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইল—যে সকল লোক এমন দোষ করে তাহাদের গুরুতর দণ্ড হওয়া উচিত, এ কারণ তোমরা পুলিপালমে গিয়া যাবজ্জীবন থাক।" এই হুকুম হইবা মাত্র আদালতের প্রহরীরা আসামিদের হাত ধরিয়া নীচে লইয়া গেল। বাঞ্ছারাম পিচ কাটিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন—কেহ২ তাঁহাকে বলিল—এ কি—আপনার মকদ্দমাটা যে ফেঁসে গেল ?—তিনি উত্তর করিলেন—এ তো জানাই ছিল—আর এমন সব গল্তি মামলায় আমি হাত দি না—আমি এমত সকল মকদ্দমা কখনই ক্যার করি না।

২৮ বেণী ও বেচারামবাবুর নিকট বরদাবাবুর সততা ও কাতরতা প্রকাশ
এবং ঠকচাচা ও বাহুল্যের কথোপকথন।

বৈদ্যবাটীর বাটী ক্রমে অন্ধকারময় হইল—রক্ষণাবেক্ষণ করে এমন অভিভাবক নাই—পরিজনেরা দুরবস্থায় পড়িল—দিন চলা ভার হইল, গ্রামের লোকে বলিতে লাগিল বালির বাঁধ কতক্ষণ থাকিতে পারে ? ধর্মের সংসার হইলে প্রস্তরের গাঁথনি হইত। এদিকে মতিলাল নিরুদ্দেশ—দলবলও অন্তর্ধান—ধুমধাম কিছুই শুনা যায় না—প্রেমনারায়ণ মজুমদারের বড় আহ্লাদ—বেণীবাবুর বাড়ীর দাওয়ায় বসিয়া তুড়ি দিয়া "বাবলার ফুল্‌লো কাণেলো দুলালি, মুড়ি মুড়কির নাম রেখেছো রূপলি সোনালি" এই গান গাইতেছেন। ঘরের ভিতরে বেণীবাবু তানপুরা মেও২

করিয়া হামির রাগ ভাঁজিয়া "চামেলি ফুলি চম্পা" এই খেয়াল স্বরং মূর্চ্ছনা ও গমক প্রকাশপূর্বক গান করিতেছেন। ওদিকে বেচারামবাবু "ভবে এসে প্রথমেতে পাইলাম আমি পঞ্জুড়ি" এই নরচন্দ্রী পদ ধরিয়া রাস্তায় যাবতীয় ছোঁড়াগুলকে খাঁটাইয়া আসিতেছেন। ছোঁড়ারা হো২ করিয়া হাততালি দিতেছে। বেচারাম বাবু এক২ বার বিরক্ত হইয়া "দূঁর২" করিতেছেন। যৎকালে নাদের শা দিল্লী আক্রমণ করেন তৎকালীন মহম্মদ শা সংগীত শ্রবণে মগ্ন ছিলেন—নাদের শা অস্ত্রধারী হইয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলে মহম্মদ শা কিছুমাত্র না বলিয়া সংগীতসুধা পানে ক্ষণকালের জন্যেও ক্ষান্ত হয়েন নাই—পরে একটি কথাও না কহিয়া স্বয়ং আপন সিংহাসন ছাড়িয়া দেন। বেচারামবাবুর আগমনে বেণীবাবু তদ্রূপ করিলেন না—তিনি অম্‌নি তানপুরা রাখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া সম্মানপুর্বক তাঁহাকে বসাইলেন। কিয়ৎক্ষণ শিষ্ট মিষ্ট আলাপ হইলে পর বেচারামবাবু বলিলেন—বেণী ভায়া! এতদিনের পর মুষলপর্ব হইল—ঠকচাচা আপন কর্মদোষে অধঃপাতে গেলেন—তোমার মতিলালও আপন বুদ্ধিদোষে রূপস্ হইলেন। ভায়া! তুমি আমাকে সর্বদা বলিতে ছেলের বাল্যকালাবধি মাজা বুদ্ধি ও ধর্মজ্ঞান জন্য শিক্ষা না হইলে ঘোর বিপদ্ ঘটে এ কথাটির উদাহরণ মতিলালেতেই পাওয়া গেল। দুঃখের কথা কি বলিব? এ সকল দোষ বাবুরামের—তাঁহার কেবল মোক্তারি বুদ্ধি ছিল—বুড়িতে চতুর কিন্তু কাহণে কাণা, দূঁর২ !!

বেণী। আর এ সকল কথা বলিয়া আক্ষেপ করিলে কি হবে? এ সিদ্ধান্ত অনেক দিন পূর্বেই করা ছিল—যখন মতির শিক্ষা বিষয়ে এত অমনোযোগ ও অসৎসঙ্গ নিবারণের কোন উপায় হয় নাই তখনই রাম না হতে রামায়ণ হইয়াছিল। যাহা হউক, বাঞ্ছারামেরই পহাবার—বক্রেশ্বরের কেবল আকুঁপাকুঁ সার। মাষ্টারি কর্ম করিয়া বড়মানুষের ছেলেদের খোসামোদ করিতে এমন আর কাহাকেও দেখা গেল না—ছেলেপুলেদের শিক্ষা দেওয়া তথৈবচ, কেবল রাত দিন লব২, অথচ বাহিরে দেখান আছে আমি বড় কর্ম করিতেছি—যা হউক মতিলালের নিকট বাওয়াজির আশাবায়ু নিবৃত্তি হয় নাই—তিনি "জল দে২" বলিয়া গগিয়া আকাশ ফাটাইয়াছেন কিন্তু লাভের মেঘও কখন দেখিতে পান নাই—বর্ষণ কি প্রকারে দেখিবেন?

প্রেমনারায়ণ মজুমদার বলিল—মহাশয়দিগের আর কি কথা নাই? কবিকঙ্কণ গেল—বাল্মীক গেল—ব্যাস গেল—বিষয় কর্মের কথা গেল—একা বাবুরামি হাঙ্গামে পড়ে যে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইল—মতে ছোঁড়া যেমন অসৎ তেমনি তার দুর্গতি হইয়াছে, সে চুলায় যাউক, তাহার জন্য কিছু খেদ নাই।

হরি তামাক সাজিয়া হুঁকাটি বেণীবাবুর হাতে দিয়া বলিল—সেই বাঙ্গাল বাবু আসিতেছেন। বেণীবাবু উঠিয়া দেখিলেন বরদাপ্রসাদবাবু ছড়ি হাতে করিয়া ব্যস্ত হইয়া আসিতেছেন—অমনি বেণীবাবু ও বেচারামবাবু উঠিয়া অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে বসাইলেন। পরস্পরের কুশল জিজ্ঞাসা হইলে পর বরদাবাবু বলিলেন—এদিকে তো যা হবার তা হইয়া গেল সম্প্রতি আমার একটি নিবেদন আছে—বৈদ্যবাটীতে আমি বহুকালাবধি আছি—এ কারণ সাধ্যানুসারে সেখানকার লোকদিগের তত্ত্ব লওয়া আমার কর্তব্য—আমার অধিক ধন নাই বটে কিন্তু আমি যেমন মানুষ বিবেচনা করিলে পরমেশ্বর আমাকে অনেক দিয়াছেন, আমি অধিক আশা করিলে কেবল তাঁহার সুবিচারের উপর দোষারোপ করা হয়—এ কর্ম মানবগণের উচিত নহে। যদিও প্রতিবাসিদের তত্ত্ব লওয়া আমার কর্তব্য কিন্তু আমার আলস্য ও দুরদৃষ্টবশতঃ ঐ কর্ম আমা হইতে সম্যক্‌রূপে নির্বাহ হয় নাই। এক্ষণে—

বেচারাম। এ কেমন কথা! বৈদ্যবাটীর যাবতীয় দুঃখি প্রাণি লোককে তুমি নানা প্রকারে সাহায্য করিয়াছ—কি খাদ্যদ্রব্যে—কি বস্ত্রে—কি অর্থে—কি ঔষধে—কি পুস্তকে—কি পরামর্শে—কি পরিশ্রমে, কোন অংশে ত্রুটি কর নাই। ভায়া! তোমার গুণকীর্তনে তাহাদিগের অশ্রুপাত হয়—আমি এ সব ভাল জানি—আমার নিকট ভাঁড়াও কেন?

বরদা। আজ্ঞে না ভাঁড়াই নাই—মহাশয়কে স্বরূপ বলিতেছি, আমা হইতে কাহারো যদি সাহায্য হইয়া থাকে তাহা এত অল্প যে স্মরণ করিলে মনের মধ্যে ধিক্‌কার জন্মে। সে যা হউক, এখন আমার নিবেদন এই মতিলালের ও ঠকচাচার পরিবারেরা অন্নাভাবে মারা যায়—শুনিতে পাই তাহাদের উপবাসে দিন যাইতেছে এ কথা শুনিয়া বড় দুঃখ হইল, এজন্য আমার নিকট যে দুই শত টাকা ছিল তাহা আনিয়াছি। আপনারা আমার নাম না প্রকাশ করিয়া কোন কৌশলে এই টাকা পাঠাইয়া দিলে আমি বড় আপ্যায়িত হইব।

এই কথা শুনিয়া বেণীবাবু নিস্তব্ধ হইয়া থাকিলেন। বেচারামবাবু ক্ষণেক কাল পরে বরদাবাবুর দিকে দৃষ্টি করিয়া ভক্তিভাবে নয়নবারিতে পরিপূর্ণ হওত তাঁহার গলায় হাত দিয়া বলিলেন—ভাই হে! ধর্ম যে কি পদার্থ, তুমিই তাহা চিনেছ—আমাদের বৃথা কাল গেল—বেদে ও পুরাণে লেখে যাহার চিত্ত শুদ্ধ সেই পরমেশ্বরকে দেখিতে পায়—তোমার চিত্তের কথা কি বলিব? অদ্য পর্যন্ত কখন এক বিন্দু মালিন্য দেখিলাম না! তোমার যেমন মন পরমেশ্বর তোমাকে তেমনি সুখে রাখুন। তবে রামলালের সংবাদ কিছু পাইয়াছ?

বরদা। কয়েক মাস হইল হরিদ্বার হইতে এক পত্র পাইয়াছি—তিনি ভাল আছেন—প্রত্যাগমনের কথা কিছুই লেখেন নাই।

বেচারাম। রামলাল ছেলেটি বড় ভাল—তাকে দেখ্‌লে চক্ষু জুড়ায়—অবশ্য তার ভাল হবে—তোমার সংসর্গের গুণে সে তরে গিয়াছে।

এখানে ঠকচাচা ও বাহুল্য জাহাজে চড়িয়া সাগর পার হইয়া চলিয়াছে। দুটিতে মাণিক যোড়ের মত, এক জায়গায় বসে—এক জায়গায় খায়—এক জায়গায় শোয়, সর্বদা পরস্পরের দুঃখের কথা বলাবলি করে। ঠকচাচা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলে—মোদের নসিব বড় বুরা—মোরা একেবারে মেটি হলুম—ফিকির কিছু বেরোয় না, মোর শির থেকে মতলব পেলিয়ে গেছে—মোকান বি গেল—বিবির সাতে বি মোলাকাত হলো না—মোর বড় ডর তেনা বি পেন্টে সাদি করে।

বাহুল্য বলিল—দোস্ত! ওসব বাৎ দেল থেকে তফাৎ কর—দুনিয়াদারি মুসাফিরি—সেরেফ আনা যানা—কোই কিসিকা নেহি—তোমার এক কবিলা, মোর চেট্টে—সব জাহানম্মে ডাল দেও, আবি মোদের কি ফিকিরে বেহতর হয় তার তদ্বির দেখ। বাতাস হুহু বহিতেছে—জাহাজ একপেশে হইয়া চলিয়াছে—তুফান ভয়ানক হইয়া উঠিল। ঠকচাচা ত্রাসে কম্পিত কলেবর হইয়া বলিতেছেন—দোস্ত। মোর বড় ডর মালুম হচ্ছে—আন্দাজ হয় মৌত নজদিগ। বাহুল্য বলিল—মোদের মৌতের বাকি কি ?—মোরা মেম্‌দো হয়ে আছি—চল মোরা নীচু গিয়া আল্লামির দেবাচা পড়ি—মোর বেলকুল নোকজাবান আছে—যদি ডুবি তো পিরের নাম লিয়ে চেল্লাব।

২৯ বৈদ্যবাটীর বাটী দখল লওন—বাঞ্ছারামের কুব্যবহার—পরিবারদিগের দুঃখ ও বাটী হইতে বহিষ্কৃত হওন—বরদাবাবুর দয়া।

বাঞ্ছারামবাবুর ক্ষুধা কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না—সর্বক্ষণ কেবল দাঁও মারিবার ফিকির দেখেন এবং কিরূপ পাকচক্র করিলে আপনার ইষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে তাহাই সর্বদা মনের মধ্যে তোলাপাড়া করেন। এইরূপ করাতে তাঁহার ধূর্ত বুদ্ধি ক্রমে প্রখর হইয়া উঠিল। বাবুরাম ঘটিত ব্যাপার সকল উল্টে পাল্টে দেখতে২ হঠাৎ এক সুন্দর উপায় বাহির হইল। তিনি তাকিয়া ঠেসান দিয়া বসিয়া ভাবিতে২ অনেকক্ষণ পরে আপনার ঊরুর উপর করাঘাত করিয়া আপনা আপনি বলিলেন—এই তো দিব্য রোজগারের পথ দেখিতেছি—বাবুরামের চিনে-বাজারের জায়গা ও ভদ্রাসন বাটী বন্ধক আছে, তাহার মিয়াদ শেষ হইয়াছে—

হেরম্ববাবুকে বলিয়া আদালতে একটা নালিস উপস্থিত করাই, তাহা হইলেই কিছু দিনের জন্য ক্ষুন্নিবৃত্তি হইতে পারিবে, এই বলিয়া চাদরখানা কাঁদে দিলেন এবং গঙ্গা দর্শন করিয়া আসি বলিয়া জুতা ফটাস্ ফটাস্ করিয়া মন্ত্রের সাধন কি শরীর পতন, এইরূপ স্থিরভাবে হেরম্ববাবুর বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দ্বারে প্রবেশ করিয়াই চাকরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কর্তা কোথা রে? বাঞ্ছারামের স্বর শুনিয়া হেরম্ববাবু অমনি নামিয়া আসিলেন—হেরম্ববাবু সাদা সিদে লোক —সকল কথাতেই "হ্যাঁ" বলিয়া উত্তর দেন। বাঞ্ছারাম তাঁহার হাত ধরিয়া অতিশয় প্রণয়ভাবে বলিলেন—চৌধুরী মহাশয়! বাবুরামকে আপনি আমার কথায় টাকা কর্জ দেন—তাহার সংসার ও বিষয় আশয় ছারখার হইয়া গেল— মান সম্ভ্রমও তাহার সঙ্গেই গিয়াছে—বড় ছেলেটা বানর—ছোটটা পাগল, দুটই নিরুদ্দেশ হইয়াছে, এক্ষণে দেনা অনেক—অন্যান্য পাওনাওয়ালারা নালিশ করিতে উদ্যত—পরে নানা উৎপাত বাধিতে পারে অতএব আপনাকে আর আমি চুপ করিয়া থাকিতে বলিতে পারি না—আপনি মারগেজি কাগজগুলা দিউন—কালই আমাদের আফিসে নালিসটি দাগিয়ে দিতে হইবেক—আপনি কেবল একখানা ওকালতনামা সহি করিয়া দিবেন। পাছে টাকা ডুবে এই ভয় এ অবস্থায় সকলেরই হইয়া থাকে, হেরম্ববাবু খল কপট নহেন, সুতরাং বাঞ্ছারামের উক্ত কথা তাঁহার মনে একেবারে চৌচাপটে লেগে গেল, অম্‌নি "হ্যাঁ" বলিয়া কাগজ-পত্র তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। হনূমান যেমন রাবণের মৃত্যুবাণ পাইয়া আহ্লাদে লঙ্কা হইতে মহাবেগে আসিয়াছিল, বাঞ্ছারামও ঐ সকল কাগজপত্র ইষ্ট কবচের ন্যায় বগলে করিয়া সেইরূপ ত্বরায় সহর্ষে বাটী আসিলেন।

প্রায় সম্বৎসর হয়—বৈদ্যবাটীর বাড়ীর সদর দরওয়াজা বন্ধ—ছাত দেয়াল ও প্রাচীর শেওলায় মলিন হইল—চারি দিকে অসঙ্খ্য বন—কাঁটানটে ও শেয়াল-কাঁটায় ভরিয়া গেল। বাটীর ভিতরে মতিলালের বিমাতা ও স্ত্রী এই দুইটি অবলামাত্র বাস করেন, তাঁহারা আবশ্যকমতে খিড়্‌কি দিয়া বাহির হয়েন। অতি কষ্টে তাঁহাদের দিনপাত হয়—অঙ্গে মলিন বস্ত্র—মাসের মধ্যে পোনের দিন অনাহারে যায়—বেণীবাবুর দ্বারা যে টাকা পাইয়াছিলেন তাহা দেনা পরিশোধ ও কয়েক মাসের খরচেই ফুরাইয়া গিয়াছে সুতরাং এক্ষণে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইতেছেন ও নিরুপায় হইয়া ভাবিতেছেন।

মতিলালের স্ত্রী বলিতেছেন—ঠাকুরুণ! আমরা আর জন্মে কতই পাপ করে-ছিলাম বলিতে পারি না—বিবাহ হইয়াছে বটে কিন্তু স্বামীর মুখ কখন দেখিলাম না—স্বামী এক বারও ফিরে দেখেন না—বেঁচে আছি কি মরেছি তাহাও

একবার জিজ্ঞাসা করেন না। স্বামী মন্দ হইলেও তাঁহার নিন্দা করা স্ত্রীলোকের কর্তব্য নহে—আমি স্বামীর নিন্দা করি না—আমার কপাল পোড়া, তাঁহার দোষ কি? কেবল এই মাত্র বলি এক্ষণে যে ক্লেশ পাইতেছি স্বামী নিকটে থাকিলে এ ক্লেশ ক্লেশ বোধ হইত না। মতিলালের বিমাতা বলিলেন—মা! আমাদের মত দুঃখিনী আর নাই—দুঃখের কথা বল্‌তে গেলে বুক ফেটে যায়—দীন হীন-দের দীননাথ বিনা আর গতি নাই।

লোকের যাবৎ অর্থ থাকে তাবৎ চাকর দাসী নিকটে থাকে, ঐ দুই অবলার ঐ-রূপ অবস্থা হইলে সকলেই চলিয়া গিয়াছিল, মমতাবশতঃ একজন প্রাচীনা দাসী নিকটে থাকিত—সে আপনি ভিক্ষাশিক্ষা করিয়া দিনপাত করিত। শাশুড়ী বৌয়ে ঐরূপ কথাবার্তা হইতেছে এমত সময়ে ঐ দাসী থর্২ করে কাঁপ্‌তে২ আসিয়া বলিল—অগো মাঠাকুরুণরা! জানলা দিয়ে দেখ—বাঞ্ছারাম বাবু সার্জন ও পেয়াদা সঙ্গে করিয়া বাড়ী ঘিরে ফেলেছেন—আমাকে দেখে বল্‌লেন মেয়েদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে বল্। আমি বল্‌লুম—মোশাই! তাঁরা কোথায় যাবেন। —অমনি চোক লাল করে আমার উপর হুম্‌কে বল্‌লেন—তারা জানে না এ বাড়ী বন্ধক আছে—পাওনাওয়ালা কি আপনার টাকা গঙ্গায় ভাসিয়ে দেবে? ভাল চায় তো এই বেলা বেরুক তা না হলে গলাটিপি দিয়া বার করে দিব? এই কথা শুনিবা মাত্র শাশুড়ী বৌয়ে ভয়ে ঠক্২ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। এদিকে সদর দরওয়াজা ভাঙ্গিবার শব্দে বাড়ী পরিপূর্ণ হইল, রাস্তায় লোকারণ্য, বাঞ্ছারাম আস্ফালন করিয়া "ভাং ডাল২" হুকুম দিতেছেন ও হাত নেড়ে বল্‌তেছেন—কার সাধ্য দখল লওয়া বন্ধ করিতে পারে—এ কি ছেলের হাতে পিটে? কোর্টের হুকুম, এখনি বাড়ী ভেঙ্গে দখল লব—ভালমানুষ টাকা কর্জ দিয়া কি চোর? একি অন্যায়! পরিবারেরা এখনি বেরিয়ে যাউক। অনেক লোক জমা হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে দুই এক ব্যক্তি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল—অরে বাঞ্ছারাম! তোর বাড়া নরাধম আর নাই—তোর মন্ত্রণায় এ ঘরটা গেল—চিরকালটা জোয়াচুরি করে এই সংসার থেকে রাশ২ টাকা লয়েছিস্—এক্ষণে পরিবার-গুলাকে আবার পথে বসাইতে বসেছিস—তোর মুখ দেখ্‌লে চান্দ্রায়ণ করিতে হয় —তোর নরকেও ঠাঁই হবে না। বাঞ্ছারাম এ সব কথায় কাণ না দিয়া দরওয়াজা ভাঙ্গিয়া সার্জন সহিত বাড়ীর ভিতর হুড় মুড়্ করিয়া প্রবেশ করত অন্তঃপুরে গমন করেন এমন সময়ে মতিলালের বিমাতা ও স্ত্রী দুই জনে ঐ প্রাচীনা দাসীর দুই হাত ধরিয়া হে পরমেশ্বর! অবলা দুঃখিনী নারীদের রক্ষা কর, এই বলিতে২ চক্ষের জল পুঁচিতে২ খিড়্‌কি দিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। মতিলালের স্ত্রী

বলিলেন—মাগো! আমরা কুলের কামিনী—কিছুই জানি না—কোথায় যাইব? পিতা সবংশে গিয়াছেন—ভাই নাই—বোন নাই—কুটুম্বও নাই—আমাদের কে রক্ষা করিবে? হে পরমেশ্বর! এখন আমাদের ধর্ম ও জীবন তোমার হাতে অনাহারে মরি সেও ভাল, যেন ধর্ম নষ্ট হয় না। অনন্তর পাঁচ সাত পা গিয়া একটি বট বৃক্ষের তলায় দাঁড়াইয়া ভাবিতেছেন, ইতিমধ্যে একখান ডুলি সঙ্গে বরদাপ্রসাদবাবু ঘাড় নত করিয়া ম্লানবদনে সম্মুখে আসিয়া বলিলেন—ওগো! তোমরা কাতর হইও না, আমাকে সন্তানস্বরূপ দেখ—তোমাদের নিকট আমার এই ভিক্ষা যে ত্বরায় এই ডুলিতে উঠিয়া আমার বাটীতে চল—তোমাদিগের নিমিত্তে আমি স্বতন্ত্র ঘর প্রস্তুত করিয়াছি—সেখানে কিছু দিন অবস্থিতি কর, পরে উপায় করা যাইবে। বরদাবাবুর এই কথা শুনিয়া মতিলালের স্ত্রী ও বিমাতা যেন সমুদ্রে পড়িয়া কূল পাইলেন। কৃতজ্ঞতায় মগ্ন হইয়া বলিলেন,—বাবা! আমাদিগের ইচ্ছা হয় তোমার পদতলে পড়িয়া থাকি—এ সময় এমত কথা কে বলে? বোধ হয় তুমি আর জন্মে আমাদিগের পিতা ছিলে। বরদাবাবু তাঁহাদিগকে ত্বরায় সোয়ারিতে উঠাইয়া আপন গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। অন্যের সহিত দেখা হইলে তাহারা পাছে এ কথা জিজ্ঞাসা করে এজন্য গলি ঘুজি দিয়া আপনি শীঘ্র বাটী আইলেন।

৩০ মতিলালের বারাণসী গমন ও সৎসঙ্গ লাভে চিত্ত শোধন; তাহার মাতা ও ভগিনীর দুঃখ, রামলাল ও বরদাবাবুর সহিত সাক্ষাৎ—পরে তাহাদের মতিলালের সঙ্গে দেখা, পথে ভয় ও বৈদ্যবাটীতে প্রত্যাগমন।

সদুপদেশ ও সৎসঙ্গে সুমতি জন্মে, কাহার অল্প বয়সে হয়—কাহার অধিক বয়সে হইয়া থাকে। অল্প বয়সে সুমতি না হইলে বড় প্রমাদ ঘটে—যেমন বনে অগ্নি লাগিলে হু২ করিয়া দিগ্‌দাহ করে অথবা প্রবল বায়ু উঠিলে একবারে বেগে গমন করত বৃক্ষ অট্টালিকাদি ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলে সেইরূপ শৈশবাবস্থায় দুর্মতি জন্মিলে ক্রমশঃ রক্তের তেজে সতেজ হওয়াতে ভয়ানক হইয়া উঠে। এ বিষয়ের ভূরি২ নিদর্শন সদাই দেখা যায়। কিন্তু কোন২ ব্যক্তি কিয়ৎ কাল দুর্মতি ও অসৎ কর্মে রত থাকিয়া অধিক বয়সে হঠাৎ ধার্মিক হইয়া উঠে, ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ পরিবর্তনের মূল সদুপদেশ অথবা সৎসঙ্গ। পরন্তু কাহারো দৈবাৎ, কাহারো বা কোন ঘটনায়, কাহারো বা একটি কথাতেই কখন২ হঠাৎ চেতনা হইয়া থাকে —এরূপ পরিবর্তন অতি অসাধারণ।

মতিলাল যশোহর হইতে নিরাশ হইয়া আসিয়া সঙ্গীদিগকে বলিলেন—আমার কপালে ধন নাই আর ধন অন্বেষণ করা বৃথা, এক্ষণে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে কিছু দিনের জন্য ভ্রমণ করিয়া আসি—তোমরা কেহ আমার সঙ্গে যাবে ? সকলেই লক্ষ্মীর বরযাত্রী—অর্থ হাতে থাকিলে কাহাকে ডাকিতেও হয় না—অনেকে আপনা আপনি আসিয়া জুটে যায় কিন্তু অর্থাভাব হইলে সঙ্গী পাওয়া ভার। মতিলালের নিকট যাহারা থাকিত, তাহারা আমোদ প্রমোদ ও অর্থের অনুরোধে আত্মীয়তা দেখাত—বস্তুতঃ মতিলালের প্রতি তাহাদের কিছুমাত্র আন্তরিক স্নেহ ছিল না। তাহারা যখন দেখিল যে তাহার কোন যোত্র নাই—চতুর্দিকে দেনা, বাবুয়ানা করা দূরে থাকুক আহারাদি চলাও ভার, তখন মনে করিল ইহার সঙ্গে প্রণয় রাখায় কি ফল ? এক্ষণে ছট্‌কে পড়া শ্রেয়। মতিলাল ঐ প্রকার প্রশ্ন করিয়া দেখিলেন কেহই কোন উত্তর দেয় না। সকলেই ঢোক গিলিয়া এঁ ওঁ করিয়া নানা ওজর ও অন্যান্য বরাতের কথা ফেলে। তাহাদিগের ব্যবহারে মতিলাল বিরক্ত হইয়া বলিলেন—বিপদেই বন্ধু টের পাওয়া যায়, এত দিনের পর আমি তোমাদিগকে চিন্‌লাম—যাহা হউক এক্ষণে তোমরা আপন২ বাটী যাও, আমি দেশ ভ্রমণে চলিলাম। সঙ্গীরা বলিল—বড় বাবু! রাগ করিও না—আপনি বরং আগু যাউন আমরা আপন২ বরাৎ মিটাইয়া পশ্চাৎ জুটব। মতিলাল তাহাদের কথায় আর কাণ না দিয়া পদব্রজে চলিলেন এবং স্থানে২ অতিথি হইয়া ও ভিক্ষা মাঙ্গিয়া তিন মাসের পর বারাণসীতে উত্তরিলেন। এই প্রকার দুরবস্থায় পড়িয়া ক্রমাগত একাকী চিন্তা করাতে তাহার মনের গতি বিভিন্ন হইতে লাগিল। বহু ব্যয়ে নির্মিত মন্দির, ঘাট ও অট্টালিকা ভগ্ন হইয়া যাবার উপক্রম হইতেছে—বহু২ শাখায় বিস্তীর্ণ তেজস্বী প্রাচীন বৃক্ষের জীর্ণাবস্থা দৃষ্ট হইল—নদ নদী, গিরি গুহার অবস্থা চিরকাল সমান থাকে না—ফলতঃ কালেতে সকলেরই পরিবর্তন ও ক্ষয় হইয়া থাকে—সকলই অনিত্য—সকলই অসার। মানবগণও রোগ, জরা, বিয়োগ, শোক ও নানা দুঃখে অভিভূত ও সংসারে মদ মাৎসর্য ও আমোদ প্রমোদ সকলই জলবিম্ববৎ। মতিলাল ঐ সকল ধ্যান করিয়া প্রতিদিন বারাণসী ধামের চতুর্দিক প্রদক্ষিণ করত বৈকালে গঙ্গাতীরস্থ এক নির্জন স্থানে বসিয়া দেহের অসারত্ব, আত্মার সারত্ব, এবং আপন চরিত্র ও কর্মাদি পুনঃ২ চিন্তা করিতে লাগিলেন। এইরূপ চিন্তা করাতে তাঁহার তমঃ খর্ব হইতে লাগিল সুতরাং আপনার পূর্ব কর্মাদি ও উপস্থিত দুর্মতি প্রভৃতি জাগরূক হইয়া উঠিল। মনের এবম্প্রকার গতি হওয়াতে তাঁহার আপনার প্রতি ধিক্‌কার জন্মিল এবং ঐ ধিক্‌কারে অত্যন্ত সন্তাপ হইতে লাগিল। তখন আপনাকে সর্বদা এই জিজ্ঞাসা

করিতেন—আমার পরিত্রাণ কি রূপে হইতে পারে—আমি যে কুকর্ম করিয়াছি তাহা স্মরণ করিলে এখনও হৃদয় দাবানলের ন্যায় জলিয়া উঠে। এইরূপ ভাবনায় নিমগ্ন থাকেন—আহারাদি ও পরিধেয় বস্ত্রাদির প্রতি দৃক্‌পাতও না—ক্ষিপ্তপ্রায় ভ্রমণ করিয়া বেড়ান। কিছু কাল এই প্রকারে ক্ষেপণ হইলে দৈবাৎ এক দিবস দেখিলেন এক জন প্রাচীন পুরুষ তরুতলে বসিয়া মনঃসংযোগপূর্বক এক২ বার একখানি গ্রন্থ দেখিতেছেন ও এক২ বার চক্ষু মুদিত করিয়া ধ্যান করিতেছেন। ঐ ব্যক্তিকে দেখিলে হঠাৎ বোধ হয় সে বহুদর্শী—জ্ঞানের সারাংশ গ্রহণ এবং মনঃসংযম বিলক্ষণ হইয়াছে। তাঁহার মুখ দর্শন করিলে তৎক্ষণাৎ ভক্তির উদয় হয়। মতিলাল তাঁহাকে দেখিবামাত্রে নিকটে যাইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেন। কিয়ৎকাল পরে ঐ প্রাচীন পুরুষ মতিলালের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন—বাবা! তোমার আকার প্রকারে বোধ হয় তুমি ভদ্রসন্তান —কিন্তু এমত সন্তাপিত হইয়াছ কেন? এই মিষ্ট কথায় উৎসাহ পাইয়া, মতিলাল অকপটে আনুপূর্বিক আপন পরিচয় দিয়া কহিলেন—মহাশয়! আপনাকে অতি বিজ্ঞ দেখিতেছি—আমি আপনকার দাস হইলাম—আমাকে কিঞ্চিৎ সদুপদেশ দিউন। সেই প্রাচীন বলিলেন—দেখিতেছি তুমি ক্ষুধার্ত—কিঞ্চিৎ আহার ও বিশ্রাম কর, পরে সকল কথাবার্তা হইবে। সে দিবস আতিথ্যে গেল—সেই প্রাচীন পুরুষ মতিলালের সরল চিত্ত দেখিয়া তুষ্ট হইলেন। মানবস্বভাব এই যে পরস্পরের প্রতি সন্তোষ না জন্মিলে মন খোলাখুলি হয় না, প্রথম আলাপেই যদি এমত তুষ্টি জন্মে তাহা হইলে পরস্পরের মনের কথা শীঘ্রই ব্যক্ত হয়, আর এক জন সারল্য প্রকাশ করিলে অন্য ব্যক্তি অতিশয় কপট না হইলে কখনই কপটতা প্রকাশ করিতে পারে না। ঐ প্রাচীন পুরুষ অতি ধার্মিক, মতিলালের সরলতায় তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতে লাগিলেন। অনন্তর পারমার্থিক বিষয়ে তাঁহার যে অভিপ্রায় ছিল তাহা ক্রমশ ব্যক্ত করিলেন। তিনি বারম্বার বলিলেন—বাবা! সকল ধর্মের তাৎপর্য এই কায়মনোচিত্তে ভক্তি স্নেহ ও প্রেম প্রকাশপূর্বক পরমেশ্বরের উপাসনা করা, এই কথাটি সর্বদা ধ্যান কর ও মন, বাক্য ও কর্ম দ্বারা অভ্যাস কর। এই উপদেশটি তোমার মনে দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইলেই মনের গতি একবারে ফিরিয়া যাবে, তখন অন্যান্য ধর্ম অনুষ্ঠান আপনা আপনি হইবে কিন্তু পরমেশ্বরের প্রেমার্থ মনের দ্বারা, বাক্যের দ্বারা ও কর্মের দ্বারা সদা একরূপ থাকা অতি কঠিন—সংসারে রাগ দ্বেষ, লোভ মোহ ইত্যাদি রিপু সকল বিজাতীয় ব্যাঘাত করে এজন্য একাগ্রতা ও দৃঢ়তার অত্যন্ত আবশ্যক। মতিলাল উক্ত উপদেশ গ্রহণপূর্বক মনের সহিত প্রতিদিন পরমেশ্বরের

ধ্যান ও উপাসনায় রত এবং আত্মদোষানুসন্ধানে ও শোধনে সযত্ন হইলেন। কিছু কাল এইরূপ করাতে তাঁহার মনোমধ্যে জগদীশ্বরের প্রতি ভক্তির উদয় হইল। সাধুসঙ্গের কি অনির্বচনীয় মাহাত্ম্য! যিনি মতিলালের উপদেশক, তিনি ধার্মিকচূড়ামণি, তাঁহার সহবাসে মতিলালের যে এমন মতি হইবে ইহা কোন্ বিচিত্র!

পরমেশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি হওয়াতে যাবতীয় মনুষ্যের প্রতি মতিলালের মনে ভ্রাতৃবৎ ভাব জন্মিল তখন পিতা মাতা ও পরিবারের প্রতি স্নেহ, পরদুঃখ মোচন ও পরহিতার্থ বাসনা উত্তরোত্তর প্রবল হইতে লাগিল। সত্য ও সরলতার বিপরীত দর্শন অথবা শ্রবণ হইলেই বিজাতীয় অসুখ হইত। মতিলাল আপন মনের ভাব ও পূর্ব কথা সর্বদাই ঐ প্রাচীন পুরুষের নিকট বলিতেন ও মধ্যে২ খেদ করিয়া কহিতেন—গুরো! আমি অতি দুরাত্মা, পিতা মাতা, ভাই ভগিনী ও অন্যান্য লোকের প্রতি যে প্রকার ব্যবহার করিয়াছি তাহাতে নরকেও যে আমার স্থান হয় এমন বোধ হয় না। ঐ প্রাচীন পুরুষ সান্ত্বনা করিয়া বলিতেন—বাবা! তুমি প্রাণপণে সদভ্যাসে রত থাক—মনুষ্য মাত্রেই মনোজ, বাক্যজ ও কর্মজ পাপ করিয়া থাকে, পরিত্রাণের ভরসা কেবল সেই দয়াময়ের দয়া—যে ব্যক্তি আপন পাপ জন্য অন্তঃকরণের সহিত সন্তাপিত হইয়া আত্মশোধনার্থ প্রকৃতরূপে যত্নশীল হয় তাহার কদাপি মার নাই। মতিলাল এ সকল শুনেন ও অধোবদন হইয়া ভাবেন এবং সময়ে২ বলেন—আমার মা, বিমাতা, ভগিনী, ভ্রাতা, স্ত্রী—ইঁহারা কোথায় গেলেন? ইহাদিগের জন্য মন উচাটন হইতেছে।

শরতের আবির্ভাব—ত্রিযামা অবসান—বৃন্দাবনের কিবা শোভা! চারি দিকে তাল, তমাল, শাল, পিয়াল, বকুল আদি নানাজাতি বৃক্ষ—তদুপরি সহস্র২ পক্ষী নানা রবে গান করিতেছে—বায়ু মন্দ২ বহিতেছে—যমুনার তরঙ্গ যেন রঙ্গচ্ছলে পুলিনের একাঙ্গ হইতেছে—ব্রজবালক ও ব্রজবালিকারা কুঞ্জে২ পথে২ বীণা বাজাইয়া ভজন গাইতেছে। নিশাবসানে দেবালয় সকলে মঙ্গলারতির সময় সহস্র২ শঙ্খ ঘণ্টার ধ্বনি হইতেছে। কেশী ঘাটে কচ্ছপ সকল কিল্‌কিল্ করিতেছে—বৃক্ষাদির উপরে লক্ষ২ বানর উল্লম্ফন প্রোল্লম্ফন করিতেছে—কখন লাঙ্গুল জড়ায়—কখন প্রসারণ করে—কখন বিকট বদন প্রদর্শনপূর্বক ঝুপ্ করিয়া পড়িয়া লোকের খাদ্য সামগ্রী কাড়িয়া লয়।

নানা বনে শত২ তীর্থযাত্রী পরিক্রমণ করিতেছে—নানা স্থান দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নানা লীলার কথা কহিতেছে। এদিকে প্রখর রবি—মৃত্তিকা উত্তপ্ত—পদব্রজে যাওয়া অতি কঠিন, এ কারণ অনেক যাত্রী স্থানে২ বৃক্ষতলে বসিয়া

বিশ্রাম করিতেছে। মতিলালের মাতা কন্যার হাত ধরিয়া ভ্রমণ করিতেছিলেন, অত্যন্ত শ্রান্তিযুক্ত হওয়াতে একটি নির্জন স্থানে বসিয়া কন্যার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিলেন। কন্যা আপন অঞ্চল দিয়া আক্লান্ত মাতার ঘর্ম মুছিয়া বাতাস করিতে লাগিল। মাতা কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধ হইয়া বলিলেন—প্রমদা! বাছা তুই একটু বিশ্রাম কর—আমি উঠে বসি। কন্যা উত্তর করিল—মা! তোমার শ্রান্তি দূর হওয়াতেই আমার শ্রান্তি গিয়াছে—তুমি শুয়ে থাক আমি তোমার দুটি পায়ে হাত্ বুলাই। কন্যার এইরূপ সস্নেহ বাক্য শুনিয়া মাতা সজল নয়নে বলিলেন—বাছা! তোর মুখ দেখেই বেঁচে আছি—জন্মান্তরে কত পাপ করেছিলাম, তা না হলে এত দুঃখ কেন হবে? আপনি অনাহারে মরি তাতে খেদ নাই, তোকে এক মুটা খাওয়াই এমন সঙ্গতি নাই—এই আমার বড় দুঃখ! এ দুঃখ রাখবার কি ঠাঁই আছে? আমার দুটি পুত্র কোথায়? বৌটি বা কেমন আছে? কেনই বা রাগ করে এলাম? মতি আমাকে মেরেছিল—মেরেইছিল, ছেলেতে আব্দার করে কি না বলে—কি না করে? এখন তার আর রামের জন্যে আমার প্রাণ সর্বদাই ধড়্ফড়্ করে। কন্যা মাতার চক্ষের জল মুছাইয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিল। কিয়ৎ কাল পরে মাতার একটু তন্দ্রা হইল। কন্যা মাতাকে নিদ্রিত দেখিয়া সুস্থির হইয়া বসিয়া একটু২ বাতাস দিতে আরম্ভ করিল। দুহিতার শরীরে মশা ও ডাঁশ বসিয়া কামড়াইতে লাগিল কিন্তু পাছে মায়ের নিদ্রা ভঙ্গ হয় এজন্য তিনি স্থির হইয়া থাকিলেন। স্ত্রীলোকদের স্নেহ ও সহিষ্ণুতা আশ্চর্য! বোধ হয় পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক এ বিষয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ। মাতা নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখিতেছেন যেন একটি পীতবসন নবকিশোর তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিতেছেন—"মা! তুই আর কাঁদিস্ না—তুই বড় পুণ্যবতী—অনেক দুঃখী কাঙ্গালির দুঃখ নিবারণ করিয়াছিস—তুই কাহার ভাল বৈ কখন মন্দ করিস নাই—তোর শীঘ্র ভাল হবে—তুই দুই পুত্র পাইয়া সুখী হইবি।" দুঃখিনী মাতা চম্‌কিয়া উঠিয়া চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখেন কেবল কন্যা নিকটে আছে আর কেহই নাই। পরে কন্যাকে কিছু না বলিয়া তাহার হস্ত ধারণপূর্বক বহু ক্লেশে আপনাদের কুঞ্জে প্রত্যাগমন করিলেন।

মায়ে ঝিয়ে সর্বদা কথোপকথন হয়—মা বলেন, বাছা! মন বড় চঞ্চল হইতেছে, বাড়ী যাব সর্বদা এই ভাবতেছি, কন্যা কিছুই উপায় না দেখিয়া বলিল—মা! আমাদিগের সম্বলের মধ্যে দুই একখানি কাপড় ও জল খাবার ঘটীটি আছে—ইহা বিক্রয় করিলে কি হতে পারবে? কিছু দিন স্থির হও আমি রাঁধুনী অথবা দাসীর কর্ম করিয়া কিছু সঞ্চয় করি তাহা হইলেই আমাদের পথ খরচের সংস্থান

হইবে। মা এ কথা শুনিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নিস্তব্ধ থাকিলেন, চক্ষের জল আর রাখিতে পারিলেন না। মাতাকে কাতর দেখিয়া কন্যাও কাতর হইল। নিকটে এক জন ব্রজবাসিনী থাকিতেন, তিনি সর্বদা তাহাদিগের তত্ত্ব লইতেন, দৈবাৎ ঐ সময়ে আসিয়া তাহাদিগকে দুঃখিত দেখিয়া সান্ত্বনা করণানন্তর সকল বৃত্তান্ত শুনিলেন। তাহাদিগের দুঃখে দুঃখিত হইয়া সেই ব্রজবাসিনী বলিলেন—মায়ী! কি বল্‌ব আমার হাতে কড়ি নাই—আমার ইচ্ছা হয় সর্বস্ব দিয়া তোমাদের দুঃখ মোচন করি, এখন একটি উপায় বলে দি তোমরা তাই কর। শুনিতে পাই এক বাঙ্গালী বাবু চাকরি ও তেজারতের দ্বারা কিছু বিষয় করিয়া মথুরায় আসিয়া বাস করিতেছেন—তিনি বড় দয়ালু ও দাতা, তোমরা তাঁর কাছে গিয়া পথ খরচ চাহিলে অবশ্যই পাইবে। দুঃখিনী মাতা ও কন্যা অন্য কোন উপায় না দেখাতে প্রস্তাবিত উপায়ই অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহারা ব্রজবাসিনীর নিকট বিদায় হইয়া দুই দিনের মধ্যে মথুরায় উপস্থিত হইলেন। সেখানে এক সরোবরের নিকটে যাইয়া দেখেন কতকগুলিন আতুর, অন্ধ, ভগ্নাঙ্গ, দুঃখী, দরিদ্র লোক একত্র বসিয়া রোদন করিতেছে। মাতা তাহাদিগের মধ্যে এক জন প্রাচীন স্ত্রীলোককে জিজ্ঞাসা করিলেন—বাছা! তোমরা কেন কাঁদিতেছ? ঐ স্ত্রীলোক বলিল—মা! এখানে এক বাবু আছেন তাঁহার গুণের কথা কি বলিব? তিনি গরীব দুঃখীর বাড়ী২ ফিরিয়া তাহাদের খাওয়া পরা দিয়া সর্বদা তত্ত্ব লয়েন আর কাহার ব্যারাম হইলে আপনি তার শেওরে বসিয়া সারারাত্রি জাগিয়া ঔষধ পথ্য দেন। তিনি আমাদের সকলের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী। সেই বাবুর গুণ মনে করতে গেলে চক্ষে জল আইসে—যে মেয়ে এমন সন্তানকে গর্ভে ধারণ করিয়াছেন তিনি ধন্য—তাঁহার অবশ্যই স্বর্গ ভোগ হইবে—এমন লোক যেখানে বাস করেন সে স্থান পুণ্য স্থান। আমাদিগের পোড়া কপাল যে ঐ বাবু এখন এ দেশ হইতে চলিলেন—এর পর আমাদের দশা কি হবে তাই ভাবিয়া কাঁদ্‌ছি। মাতা ও কন্যা এই কথা শুনিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন—বোধ হয় আমাদিগের আশা নিস্ফল হইল—কপালে দুঃখ আছে, ললাটের লিপি কে ঘুচাইবে? উক্ত প্রাচীনা তাঁহাদিগের বিষন্ন ভাব দেখিয়া বলিল—আমার অনুমান হয় তোমরা ভদ্র ঘরের মেয়ে—ক্লেশে পড়িয়াছ। যদি কিছু টাকাকড়ি চাহ তবে এই বেলা আমার সঙ্গে ঐ বাবুর নিকট যাবে চল, তিনি গরিব দুঃখী ছাড়া অনেক ভদ্রলোকেরও সাহায্য করেন। মাতা ও কন্যা তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন এবং সেই বৃদ্ধার পশ্চাৎ২ যাইয়া আপনারা বাটীর বাহিরে থাকিলেন, বুড়ী ভিতরে গেল।

দিবা অবসান—সূর্য অস্ত হইতেছে—দিনকরের কিরণে বৃক্ষাদির ও সরোবরের বর্ণ স্বর্ণ হইতেছে। যেখানে মাতা ও কন্যা দাঁড়াইয়া ছিলেন সেখানে একখানি ছোট উদ্যান ছিল। স্থানে২ মেরাপে নানা প্রকার লতা চারি দিকে কেয়ারি ও মধ্যে২ এক২ চবুতারা। ঐ বাগানের ভিতরে দুই জন ভদ্র লোক হাত ধরাধরি করিয়া কৃষ্ণার্জুনের ন্যায় বেড়াইতেছিলেন। দৈবাৎ ঐ দুটি স্ত্রীলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত হওয়াতে তাঁহারা ব্যস্তসমস্ত হইয়া বাগান হইতে বাহির হইয়া তাঁহাদিগের নিকট আসিলেন। মাতা ও কন্যা তাঁহাদিগকে দেখিয়া সঙ্কুচিত হইয়া মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া একটু অন্তরে দাঁড়াইলেন। ঐ দুই জন ভদ্র লোকের মধ্যে যাহার কম বয়েস তিনি কোমল বাক্যে বলিলেন—আপনারা আমাদিগকে সন্তানস্বরূপ বোধ করিবেন—লজ্জা করিবেন না—আপনারা কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছেন, আমাদিগের নিকট বিশেষ করিয়া বলুন, যদি আমাদিগের দ্বারা কোন সাহায্য হইতে পারে আমরা তাহাতে কোন প্রকারে ত্রুটি করিব না। এই কথা শুনিয়া মাতা কন্যার হাত ধরিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রবর্তিনী হইয়া আপন অবস্থা সংক্ষেপে ব্যক্ত করিলেন। তাঁহার কথা সমাপ্ত হইতে না হইতেই ঐ দুইজন ভদ্রলোক পরস্পর মুখাবলোকন করিয়া তাহাদিগের মধ্যে যাহার কম বয়েস তিনি একেবারে মায়াতে মুগ্ধ হইয়া মা মা বলিয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন অন্য আর এক জন অধিকবয়স্ক ব্যক্তি দুঃখিনী মাতার চরণে প্রণাম করিয়া করজোড়ে বলিলেন—মা গো! দেখ কি? যে ভূমিতে পড়িয়াছে সে তোমার অঞ্চলের ধন—সে তোমার রাম,—আমার নাম বরদাপ্রসাদ বিশ্বাস। মাতা এই কথা শুনিবা মাত্রে মুখের কাপড় খুলিয়া বলিলেন—বাবা! তুমি কি বলিলে? এ অভাগিনীর কি এমন কপাল হবে? রামলাল চৈতন্য পাইয়া মায়ের চরণে মস্তক দিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, জননী পুত্রের মস্তক ক্রোড়ে রাখিয়া অশ্রুপাত করিতে২ তাহার মুখাবলোকন করিয়া আপন তাপিত মনে সান্ত্বনাবারি সেচন করিতে লাগিলেন ও ভগিনী আপন অঞ্চল দিয়া ভ্রাতার চক্ষের জল ও গায়ের ধূলা পুঁছাইয়া দিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। এদিকে ঐ বুড়ী বাটীর মধ্যে বাবুকে না পাইয়া তাড়াতাড়ি বাগানে আসিয়া দেখে যে বাবু তাহার সমভিব্যাহারিণী প্রাচীনা স্ত্রীলোকের কোলে মস্তক দিয়া ভূমে শয়ন করিয়া আছেন—ও মা এ কি গো!—ওগো বাবুর কি ব্যারাম হইয়েছে? আমি কি কবিরাজ ডেকে আন্‌ব? বুড়ী এই বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। বরদাপ্রসাদবাবু বলিলেন—স্থির হও—বাবুর পীড়া হয় নাই, এই যে দুইটি স্ত্রীলোক—এঁরা বাবুর মা ও ভগিনী। বুড়ী উত্তর করিল—বাবু! দুঃখী বলে কি ঠাট্টা কর্‌তে হয়? বাবু হলেন

লক্ষ্মীপতি, আর এঁরা হল পথের কাঙ্গালিনী—আমার সঙ্গে এসে কেও হলেন মা কেও হলেন বোন—বোধ হয় এরা কামীখ্যার মেয়ে—ভেল্কিতে ভুলিয়েছে—বাবা! এমন মেয়েমানুষ কখন দেখি না—এদের যাদুকে গড় করি মা! বুড়ী এই রূপ বক্‌তে২ ত্যক্ত হইয়া চলিয়া গেল।

এখানে সকলে সুস্থির হইয়া বাটী আগমন করিলেন তথায় পুত্রবধূকে ও সপত্নীকে দেখিয়া মাতার পরম সন্তোষ হইল, পরে আপনার আর২ পরিবারের কথা অবগত হইয়া বলিলেন, বাবা রাম! চল বাটী যাই—আমার মতি কোথায়—তার জন্য মন বড় অস্থির হইতেছে। রামলাল পূর্বেই বাটী যাওনের উদ্যোগ করিয়াছিলেন—নৌকাদি ঘাটে প্রস্তুত ছিল। মাতার আজ্ঞানুসারে উত্তম দিন দেখাইয়া সকলকে লইয়া যাত্রা করিলেন—যাত্রাকালীন মথুরার যাবতীয় লোক ভেঙ্গে পড়িল—সহস্র২ চক্ষু বারিতে পরিপূর্ণ হইল—সহস্র২ বদন হইতে রামলালের গুণ কীর্তন হইতে লাগিল—সহস্র২ কর তাঁহার আশীর্বাদার্থ উত্থিত হইল। যে বুড়ী বিরক্ত হইয়া গিয়াছিল সে জোড়হাত করিয়া রামলালের মাতার নিকট আসিয়া কাঁদিতে লাগিল, নৌকা যে পর্যন্ত দৃষ্টিপথ অতিক্রম না করিল সে পর্যন্ত সকলে যমুনার তীরে যেন প্রাণশূন্য দেহে দাঁড়াইয়া রহিল।

এদিকে একটানা—দক্ষিণে বায়ুর সঞ্চার নাই—নৌকা স্রোতের জোরে বেগে চলিয়া অল্প দিনের মধ্যেই বারাণসীতে আসিয়া উত্তীর্ণ হইল। বারাণসীর মধ্যে প্রাতঃকালীন কিবা শোভা! কত২ দোবেদী, চৌবেদী, রামাৎ, নেমাৎ, শৈব, শাক্ত, গাণপত্য, পরমহংস ও ব্রহ্মচারী স্তোত্র পাঠ করিতেছেন—কত২ সামবেদী কঠ কৌথুমাদির মন্ত্র ও অগ্নি বায়ুর সূক্ত উচ্চারণ করিতেছেন—কত২ সুরাষ্ট্র, মহারাষ্ট্র, বঙ্গ ও মগধস্থ নানাবর্ণ পট্টবস্ত্র পরিধায়িনী নারীরা স্নাত হইয়া মন্দির প্রদক্ষিণ করিতেছে—কত২ দেবালয় ধূপ, ধুনা, পুষ্প, চন্দনের সৌগন্ধে আমোদিত হইতেছে—কত২ ভক্ত "হর২ বিশ্বেশ্বর" শব্দ করত গাল ও কক্ষবাদ্য করিয়া উন্মত্ত হইয়া চলিয়াছে—কত২ রক্তবসনা ত্রিশূলধারিণী ভৈরবী অট্ট২ হাস্য করত ভৈরবালয়ে ভৈরবভাবিনী ভাবে ভ্রমণ করিতেছে—কত২ সন্ন্যাসী, উদাসীন ও ঊর্ধ্ববাহু জটাজূট সংযুক্ত ও ভস্ম বিভূতি আবৃত হইয়া শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি নিগ্রহে সযত্ন আছেন—কত২ যোগী নিজ২ বিরল স্থানে সমাধি জন্য রেচক, পূরক ও কুম্ভক করিতেছেন—কত২ কলায়ত, ধাড়ি ও আতাই বীণা, মৃদঙ্গ, রবাব ও তানপূরা লইয়া ধ্রুপদ, ধরু, খেয়াল, প্রবন্ধ, ছন্দ, সোরবন্ধ, তেরানা, সমাগম, চতুরং ও নক্সগুলে মশগুল হইয়া আছে। রামলাল ও অন্যান্য সকলে মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নানাদি করিয়া কাশীতে চারি দিবস অবস্থিতি করিলেন। রামলাল মায়ের ও

ভগিনীর নিকট সর্বদা থাকিতেন, বৈকালে বরদাবাবুকে লইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেন। এক দিন পর্যটন করিতে২ দেখিলেন সম্মুখে একটি মনোরম আশ্রম, সেখানে এক প্রাচীন ব্যক্তি বসিয়া ভাগীরথীর শোভা দেখিতেছেন—নদী বেগবতী—বারি তর্২ শব্দে চলিয়াছে—আপনার নির্মলত্ব হেতুক বৈকালিক বিচিত্র আকাশকে যেন ক্রোড়ে লইয়া যাইতেছে। রামলাল ঐ ব্যক্তির নিকট যাইবামাত্রে তিনি পূর্বপরিচিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—কেমন শুকোপনিষৎ পাঠে তোমার কি বোধ হইল? রামলাল তাঁহার মুখাবলোকন করুণানন্তর প্রণাম করিলেন। সেই প্রাচীন কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন—বাবা! আমার ভ্রম হইয়াছে—আমার এক জন শিষ্য আছে তাহার মুখ ঠিক তোমার মত, আমি তাহাকেই বোধ করিয়া তোমাকে সম্বোধন করিয়াছিলাম। পরে রামলাল ও বরদাবাবু তাঁহার নিকট বসিয়া নানা প্রকার শাস্ত্রীয় আলাপ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে চিন্তাযুক্ত এক ব্যক্তি অধোবদনে নিকটে আসিয়া বসিলেন। বরদাবাবু তাঁহাকে নিরীক্ষণ করত বলিলেন—রাম! দেখ কি?—নিকটে যে তোমার দাদা! রামলাল এই কথা শুনিবামাত্রে লোমাঞ্চিত হইয়া মতিলালের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, মতিলাল রামলালকে অবলোকনপূর্বক চমকিয়া উঠিয়া আলিঙ্গন করিলেন। ক্ষণেক কাল নিস্তব্ধ থাকিয়া—"ভাই হে! আমাকে কি ক্ষমা করিবে"—মতিলাল এই কথা বলিয়া অনুজের গলায় হাত জড়াইয়া স্কন্ধদেশ নয়নবারিতে অভিষিক্ত করিলেন। দুই জনেই কিয়ৎক্ষণ মৌন ভাবে থাকিলেন—মুখ হইতে কথা নিঃসরণ হয় না—ভাই যে পদার্থ তাহা উভয়েই ঐ সময়ে বিলক্ষণ বোধ হইল। পরে বরদাবাবুর চরণধূলা লইয়া মতিলাল জোড় হাতে বলিলেন—মহাশয়! আপনি যে কি বস্তু তাহা আমি এত দিনের পর জানিলাম—এ নরাধমকে ক্ষমা করুন। বরদা বাবু দুই ভ্রাতার হাত ধরিয়া উক্ত প্রাচীন ব্যক্তির নিকট হইতে বিদায় লইয়া পথিমধ্যে তাহাদিগের পরস্পরের যাবতীয় পূর্বকথা শুনিতে২ ও বলিতে২ চলিলেন এবং আলাপ দ্বারা মতিলালের চিত্তের বিভিন্নতা দেখিয়া অসীম আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন। পরিবারেরা যে স্থানে ছিলেন, তথায় আসিলে মতিলাল কিঞ্চিৎ দূর থেকে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—"কই মা কোথায়?—মা! তোমার সেই কুসন্তান আবার এল—সে আজো বেঁচে আছে—মরে নাই—আমি যে ব্যবহার করিয়াছি তার পর যে তোমার নিকট মুখ দেখাই এমন ইচ্ছা করে না—এক্ষণে আমার বাসনা এই যে একবার তোমার চরণ দর্শন করিয়া প্রাণ ত্যাগ করি।" মাতা এই কথা শুনিবামাত্রে প্রফুল্লচিত্তে অশ্রুযুক্ত নয়নে নিকটে আসিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রের মুখাবলোকনে অমূল্য ধন প্রাপ্ত হইলেন। মতিলাল মাতাকে দেখিবা মাত্রেই তাঁহার

চরণে মস্তক দিয়া পড়িয়া থাকিলেন। ক্ষণেক কাল পরে মাতা হাত ধরিয়া উঠাইয়া আপন অঞ্চল দিয়া তাহার চক্ষের জল পুছাইয়া দিতে লাগিলেন ও বলিলেন, মতি! তোমার বিমাতা, ভগিনী ও স্ত্রী আছেন তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ কর। মতিলাল ভগিনী ও বিমাতাকে প্রণাম করিয়া আপন পত্নীকে দেখিয়া পূর্বকথা স্মরণ হওয়াতে রোদন করিয়া বলিলেন—মা! আমি যেমন কুপুত্র, কুভ্রাতা তেমনি কুস্বামী—এমন সৎস্ত্রীর যোগ্য আমি কোন প্রকারেই নহি। স্ত্রীপুরুষ বিবাহ-কালীন পরমেশ্বরের নিকট এক প্রকার শপথ করে যে তাহারা যাবজ্জীবন পরস্পর প্রেম করিবে, মহাক্লেশে পড়িলেও ছাড়াছাড়ি হইবে না—স্ত্রীর অন্য পুরুষের প্রতি মনন কখন হইবে না এবং পুরুষেরও অন্য স্ত্রীর প্রতি মন কদাপি যাইবে না—ঐরূপ মনের ঘোর পাপ। এই শপথের বিপরীত কর্ম আমা হইতে অনেক হইয়াছে তবে স্ত্রী কর্তৃক আমি পরিত্যক্ত কেন না হই? আর আমার এমন যে ভাই ও ভগিনী তাহারদিগের প্রতি যৎপরোনাস্তি নিগ্রহ করিয়াছি—তুমি যে মা—যার বাড়া পৃথিবীতে অমূল্য বস্তু আর নাই—তোমাকে অসীম ক্লেশ দিয়াছি—পুত্র হইয়া তোমাকে প্রহার করিয়াছি। মা! এ সকল পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে? এক্ষণে আমার শীঘ্র মৃত্যু হইলে মনে যে দাবানল জ্বলিতেছে তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাই, কিন্তু বোধ করি মৃত্যুর মৃত্যু হইয়াছে কারণ তাহার দূতস্বরূপ রোগের কিছু চিহ্ন দেখি না—যাহা হউক তোমরা সকলে বাটী যাও—আমি এই ধামে গুরুর নিকট থাকিয়া কঠোর অভ্যাসে প্রাণ ত্যাগ করিব।

অনন্তর বরদাবাবু, রামলাল ও তাহার মাতা মতিলালের গুরুকে আনাইয়া বিস্তর বুঝাইয়া মতিলালকে সঙ্গে করিয়া আনিলেন। মুঙ্গেরের নিকট রজনীযোগে নৌকা চাপা হইলে চৌয়াড়ের মত আকৃতি একজন লোক ঘনিয়া২ কাছে আসিয়া "আগুন আছে—আগুন আছে" বলিয়া উঁচু হইয়া দেখিতে লাগিল। তাহার রকম সকম দেখিয়া বরদাবাবু বলিলেন—সকলে সতর্ক হও, তদনন্তর নৌকার ছাতের উপর উঠিয়া দেখিলেন একটা ঝোপের ভিতরে প্রায় বিশ ত্রিশ জন অস্ত্রধারী লোক ঘাপ্টি মারিয়া বসিয়া আছে—ঐ ব্যক্তি সঙ্কেত করিলে চড়াও হইবে। অমনি রামলাল ও বরদাবাবু বাহির হইয়া বন্দুক লইয়া আওয়াজ করিতে লাগিলেন, বন্দুকের আওয়াজে ডাকাইতেরা বনের ভিতর প্রবেশ করিল। বরদা-বাবু ও রামলালের মানস যে তলওয়ার হাতে লইয়া তাহাদিগের পশ্চাৎ২ গিয়া দুই এক জনকে ধরিয়া আনিয়া নিকটস্থ দারোগার জিম্মা করিয়া দেন কিন্তু পরিবারেরা সকলে নিষেধ করিল। মতিলাল এই ব্যাপার দেখিয়া বলিল—আমার বাল্যাবস্থা অবধি সর্ব প্রকারেই কুশিক্ষা হইয়াছে—আমার বাবুয়ানাতেই

সর্বনাশ হইয়াছে। রামলাল কসলৎ করিত তাহাতে আমি পরিহাস করিতাম—কিন্তু আজ জানিলাম যে বালককালাবধি মর্দানা কসলৎ না করিলে সাহস হয় না। সম্প্রতি আমার অতিশয় ভয় হইয়াছিল, যত্তপি রামলাল ও বরদাবাবু না থাকিতেন তবে আমরা সকলেই কাটা যাইতাম।

অল্পকালের মধ্যে সকলে বৈদ্যবাটীতে পৌহুঁছিয়া বরদাবাবুর বাটীতে উঠিলেন। বরদাবাবু ও রামলালের প্রত্যাগমনের সংবাদ শুনিয়া গ্রামস্থ যাবতীয় লোক চতুর্দিক্‌. থেকে দেখা করিতে আসিল—সকলেরই মনে আনন্দের উদয় হইল—সকলেরই বদন আহ্লাদে দেদীপ্যমান হইল—সকলেই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া প্রার্থনা ও আশীর্বাদের পুষ্প বৃষ্টি করিতে লাগিল।

হেরম্বচন্দ্র চৌধুরী বাবু পর দিবস আসিয়া বলিলেন—রাম বাবু! আমি বুঝিতে পারি নাই—বাঞ্ছারামের পরামর্শে তোমাদিগের ভদ্রাসন দখল করিয়া লইয়াছি—আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি যে তোমাদিগের পরিবারকে বাহির করিয়া বাটী দখল লইয়াছি। তোমার অসাধারণ গুণ—এক্ষণে আমি বাটী অমনি ফিরিয়া দিতেছি, আপনারা স্বচ্ছন্দে সেথানে গিয়া বাস করুন। রামলাল বলিলেন—আপনার নিকট আমি বড় উপকৃত হইলাম, যত্তপি আপনার বাটী ফিরিয়া দিবার মানস হয় তবে আপনার যাহা যথার্থ পাওনা আছে গ্রহণ করিলে আমরা বাধিত হইব। হেরম্ববাবু এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে রামলাল তৎক্ষণাৎ নিজ হইতে টাকা দিয়া দুই ভায়ের নামে কওয়ালা লিখিয়া লইয়া পরিবারের সহিত পৈতৃক ভদ্রাসনে গেলেন এবং উর্দ্ধ দৃষ্টি করত কৃতজ্ঞচিত্তে মনে২ বলিলেন—"জগদীশ্বর! তোমা হইতে কি না হইতে পারে!"

অনন্তর রামলালের বিবাহ হইল ও দুই ভাইয়ে অতিশয় সম্প্রীতে মায়ের ও অন্যান্য পরিবারের সুখবর্দ্ধক হইয়া পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। বরদাবাবু বরদাপ্রসাদাৎ বদরগঞ্জে বিষয় কর্মার্থ গমন করিলেন—বেচারামবাবু বিষয় বিভব বিক্রয় করিয়া প্রকৃত বেচারাম হইয়া বারাণসীতে বাস করিলেন—বেণীবাবু কিছু দিন বিনা শিক্ষায় সৌখিন হইয়া আইন ব্যবসাতে মনোযোগ করিলেন—বাঞ্ছারাম বহুৎ ফন্দি ও ফেরেব্বা করিয়া বজ্রাঘাতে মরিয়া গেলেন—বক্রেশ্বর খোসামোদ ও বরামদ করিয়া ফ্যা২ করত বেড়াইতে লাগিলেন—ঠকচাচা ও বাহুল্য পুলিপালমে গিয়া জাল করাতে সেথানে তাহাদিগের বাজিঞ্জির মাটি কাটিতে হয় এবং কিছু দিন পরে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইয়া তাহাদের মৃত্যু হইল—ঠকচাচী কোন উপায় না দেখিয়া চুড়িওয়ালী হইয়া ভেটিয়ারি গান "চুড়িয়ালের চুড়িয়া" গাইতে২ গলি২ ফিরিতে লাগিলেন—হলধর, গদাধর ও আর২ ব্রজবালক মতিলালের স্বভাব ভিন্ন

দেখিয়া অন্যান্য কাপ্‌তেন বাবুর অন্বেষণ করিতে উদ্যত হইল—জান সাহেব ইন-সালবেণ্ট লইয়া দালালি কর্ম আরম্ভ করিলেন—প্রেমনারায়ণ মজুমদার ভেক লইয়া "মহাদেবের মনের কথা রে অরে ভক্ত বই আর কে জানে" এই বলিয়া চীৎকার করিয়া নবদ্বীপে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন—প্রমদার স্বামী অনেক স্থানে পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে শূন্যপাণি হওয়াতে বৈদ্যবাটীতে আসিয়া শ্যালকদিগের স্কন্ধে ভোগ করত কেবল কলাইকন্দ, ঘেয়ারূ, তাজফেনি, বেদানা, সেও ও জলগোজা খাইয়া টপ্পা মারিতে আরম্ভ করিলেন—তাহার পরে যে সকল ঘটনা হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিতে বাকি রহিল—"আমার কথাটি ফুরাল, নটে গাছটি মুড়াল"—

মদ খাওয়া বড় দায়
জাত থাকার কি উপায়

PREFACE.

মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়।

By

TEK CHAND THAKOOR.

Encouraged by the favorable reception of the novel entitled "আলালের ঘরের দুলাল" I now beg to present the Reading community with another little work. It contains several papers which originally appeared in a monthly magazine and which have been now slightly revised. I crave the indulgence of the Reader for the imperfections which this publication contains. It was my wish to have illustrated this work, but finding it impracticable, I have reduced its price.

ভূমিকা

"আলালের ঘরের দুলাল" পরিগৃহীত হওয়াতে কিঞ্চিৎ উৎসাহ পাইয়া আর এক খানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছি। এই পুস্তকের কয়েকটী রচনা পূর্ব্বে প্রকাশ হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা কিঞ্চিৎ সংশোধন পূর্ব্বক ছাপান গেল। গ্রন্থের যে দোষ আছে, তাহা পাঠকবর্গ ক্ষমা করিবেন। বাসনা ছিল যে, দুই তিনটী গল্প তসবিরের সহিত প্রকাশ হইবে, কিন্তু তাহা সুবিধা পূর্ব্বক না হওয়াতে মূল্য অল্প করা গেল॥

শ্রীটেকচাঁদ ঠাকুর।

মদ খাওয়া বড় দায়
জাত থাকার কি উপায়

১ মদ খাওয়া বড় বাড়িতেছে—মাতাল নানারূপী।

কলিকাতায় যেখানে যাওয়া যায় সেই খানেই মদ খাইবার ঘটা। কি দুঃখী, কি বড় মানুষ, কি যুবা, কি বৃদ্ধ সকলেই মদ্য পাইলে অন্ন ত্যাগ করে। কথিত আছে, কোন ভদ্র লোক এক গ্রামে কিছু দিবস অবস্থিতি করিয়াছিলেন; তথায় দেখিলেন, প্রায় সকল লোক অহোরাত্র অবিশ্রান্ত গাঁজা খাইতেছে। এই ব্যাপার দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এ গ্রামে কত লোক গাঁজা খায়। গাঁজাখোরের মধ্যে এক জন উত্তর করিল, আমরা সকলেই গাঁজা খাইয়া থাকি, গ্রামের শালাগ্রাম ঠাকুর ও আমাদিগের টেপিপিসি যাহার বয়স ৯৯ বৎসর কেবল তাঁহারাই খারিজ আছেন। কলিকাতা এক্ষণে প্রায় তদ্রূপ।

মদ্য পানে কি শরীর ভাল থাকে? কোন২ মদ্য পরিমিতরূপে পান করিলে ধাতু-বিশেষে উপকার হয় বটে, ডাক্তারেও ঐরূপ বিধি দেন কিন্তু নিরন্তর পেয়ালা বাজিতে শরীর ত্বরায় নষ্ট হয়। কত২ লোক মদ্য পান করিয়া অধঃপাতে গিয়াছে। যাঁহারা বিয়ার কি শেরি কি পোর্ট কি ক্লারেট অথবা অন্যবিধ নরম গোছের মদ্যের নামও সহ্য করেন না, জল না মিশাইয়া কেবল ব্রাণ্ডি বোতল২ পান করেন—তাঁহারা প্লীহা, পক্ষাঘাত ও অন্যান্য রোগে যে শীঘ্র আক্রান্ত হবেন, তাহাতে আশ্চর্য কি?

মদ্য পানে যে কেবল শরীর নষ্ট হয় এমত নহে; শরীরের সঙ্গে বুদ্ধি ও ধনও যায়। জ্ঞানশূন্য হইয়া ভোঁ অথবা টুপভুজঙ্গ রূপে থাকিলে কি ফল? জ্ঞানকে একেবারে ডুবাইয়া আমোদ করিলে সে আমোদে আমোদ হইতে পারে না, মনকে নির্মল রাখিলে ও সৎকর্ম করিলেই প্রকৃত আমোদ হয়। মদের জোরে লম্প ঝম্প হইতে পারে বটে, কিন্তু সে কতক্ষণ থাকে? অনেক ব্যক্তি মদে আসক্ত হইয়া বুদ্ধিকে একেবারে বিসর্জন দিয়াছে—তাহাদিগের মান সম্ভ্রমও অন্তর্ধান হইয়াছে।

মদের অদ্ভুত শক্তি! যে ব্যক্তি পান করে, সে দুধকে জল বলে ও জলকে দুধ বলে। কলিকাতার কোন বুনিয়াদি মাতালের বাটীতে তাঁহার চাকর প্রস্রাব করিতেছিল, মাতাল বাবুর মস্তকে পড়িলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন আমার

মাথায় কি পড়িল? পরে শুনিলেন—প্রস্রাব। তখন আপনি কহিলেন—তবে ভাল, আমি বোধ করিয়াছিলাম—জল।

কথিত আছে, অন্য এক বুনিয়াদি মাতাল বাবু মদে মত্ত হইয়া দশমীর দিবস প্রতিমা বিসর্জন কালীন নৌকায় দাঁড়াইয়া রোদন করিতে২ বলিয়াছিলেন—"অরে! মা চল্‌লেন—মার সঙ্গে কি কেহ যাবে না, অরে বেটা ঢাকী তুই যা" এই বলিয়া ঢাকীকে ধাক্কা দিয়া জলে ফেলিয়া দেন। ঢাকী ভাসিতে২ বহু ক্লেশে বাঁচিয়াছিল, আর তাঁর বাটীর দিক দিয়াও যাইত না।

অপর শুনা আছে, কোন মাতাল ভোজন করিতে বসিয়াছিলেন, তাঁহার পার্শ্বে জলের ঘটী ছিল না, একটা বিড়াল বসিয়াছিল। মাতাল জলের ঘটী মনে করিয়া বিড়ালকে ধরিলেন। বিড়াল মেও২ করিতে আরম্ভ করিলে, বলিলেন—শ্যালা জলের ঘটী! তুই মেও২ করিয়া কি বাঁচ্‌বি? তোকে এখনই খাব। পরে বিড়ালকে মুখের কাছে তুলিলে বিড়াল আঁচড় কামড় করিয়া পলায়ন করিল।

আর এক ভক্ত মাতালের কথা বড় অদ্ভুত। সেই মাতালের নাম—সিংহ। তাঁহার বাটীতে পূজা হইবে, ষষ্ঠীর রাত্রে উঠিয়া প্রতিমার নিকট বসিয়া কোপে পরিপূর্ণ হইয়া সিংহকে বলিলেন—অরে বেটা সিংহ! তুই নকল সিংহ, আমি আসল সিংহ, তুই বেটা মার পদতলে কেন? এই বলিয়া সিংহকে ভাঙ্গিয়া আপনি চাদর মুড়ি দিয়া সিংহ হইলেন। প্রাতঃকালে পুরোহিত আসিয়া দেখিলেন বাটীর কর্তা স্বয়ং সিংহ হইয়া রহিয়াছেন। তিনি আস্তে ব্যস্তে বলিলেন, মহাশয় ওখানে কেন—মহাশয় ওখানে কেন? কর্তার নেসা ছুটিয়াছিল, সেস্থান হইতে আস্তে২ উঠিয়া অধোমুখে বৈঠকখানায় গিয়া বসিলেন। গুরু পুরোহিত সকলে বলিতে লাগিলেন—কর্তা বড় ভক্ত, না হবে কেন? সিদ্ধ বংশ! এরূপ কর্ম কটা লোকে কর্‌তে পারে—কায়মনোচিত্তে দেবীর উপাসনা করিতে পারিলেই মোক্ষ পদ প্রাপ্ত হয় ও সাধু লোকে এই প্রকারেই সিদ্ধ হন। নিকটে এক জন স্পষ্টবক্তা বসিয়া ছিল, খোসামুদে কথা সহ্য করিতে না পারিয়া বলিল—"সিদ্ধি পূর্বে হইত, এক্ষণে সিদ্ধিও হয় না রস্তুও হয় না, কেবল অ! আ! হয়"।

২ মদে মত্ত হইলে ঘোর বিপদ ঘটে।

দে পাক—দে পাক—ডেডাং ডেঙ্গাং ডেং ডেং। চড়ুকের পিট চড়২ করে তবুও পাহুটী নেড়ে আঙ্গুল ঘুরায়ে এক২ বার বলে, দে পাক—দে পাক। মাতালও সেইরূপ—গলাগলি মদ খেয়ে চুরচুরে হয়েছে—শরীর টলমল কর্‌ছে—কথা এড়িয়ে গেছে—ঝুঁকে২ এদিক ওদিক পড়্‌ছে, তবু বলে—ঢাল২। চড়কের পর

চড়ুকেরা ক্লেশ মনে করিয়া প্রতিজ্ঞা করে, এসে বৎসর আর সন্ন্যাস কর্‌ব না, কিন্তু ঢাকের বাজনা উঠিলেই পিট সড়২ করে। সেইরূপ মাতালও মদ খেয়ে বড় ঢলায়, পরে জ্ঞান হইলে একটুং লজ্জা হয়, পরিবারের মিষ্ট ভর্ৎসনায় মনে২ শপথ করে দূর কর একর্ম আর করব না, কিন্তু লাল জল দেখ্‌লেই প্রাণটা অমনি লাফিয়া উঠে—বোধ করে স্বর্গ হাতে পাইলাম—প্রথম২ আমড়াগেছে রকম এক২ বার বলে, না আমি আর খাব না, পরে একবার আরম্ভ হইলেই শপথ পাঁদাড়ে ছুটে পালায়, ক্রমে বুঁধ হইয়া বসিয়া থাকে।

ভবানীপুরের ভবানীবাবু কালেজে পড়া শুনা করেন। লেখাপড়া শিখিলে সকলেরই একটু হিতাহিত বোধ হইতে পারে বটে, কিন্তু নীতি বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান জন্মাইতে হইলে বিশেষ উপদেশের আবশ্যক হয়, সেরূপ উপদেশ কালেজে হয় না। একে এই ব্যাঘাত, তাতে অল্প বয়সে পিতৃহীন হওয়াতে কতক গুলা বেলেল্লা ছোঁড়ার সঙ্গে সহবাস করিয়া ভবানীবাবু কপ্‌চাতে না শিখিতে২ মদ খেতে আরম্ভ করিলেন। বাটীতে কেহ শাসনকর্তা নাই—আর শাসনকর্তা থাকিলেই বা কি? এতদ্দেশীয় বাবুরা মনে করেন, ছেলেকে কালেজে দিলেই সব হইল—আপনারা অন্য কর্মে ব্যস্ত, ছেলের সদুপদেশ হইতেছে কি না তাহার কিছুমাত্র তদারক করেন না—হয় তো কোন২ মহাশয় কুকর্মেতে ছেলেপুলের চক্ষু আপনি খুলিয়া দেন।

ভবানীবাবুর ক্রমে২ সুখ ইচ্ছা হইতে লাগিল। অতি শীঘ্র কালেজকে জলাঞ্জলি দিয়া বাটীতে বসিয়া নিরবচ্ছিন্ন মদে মত্ত হইলেন। অল্প দিনের মধ্যেই পেয়ালা বাজীতে পেকে গেলেন। কি প্রাতে কি মধ্যাহ্নে কি রাত্রে কখনই বোতল ছাড়া নাই, কেবল মদের কথা—মদের চর্চা—মদের আলাপ—মদের প্রশংসা। মদেতে যে২ দোষ ঘটে—তাহা সকলই ঘটিল। পরিবারের প্রতিও স্নেহ কম হইতে লাগিল—মায়ের কাছে বসা নাই—স্ত্রীর মুখ দেখা নাই—সন্তানাদির তত্ত্ব করা নাই—রাত্রি দুইটা তিনটা পর্যন্ত দশ জন মাতাল লইয়া বৈঠকখানায় কেবল গোলমাল করেন। কেহ কাঁদেন—কেহ হাসেন—কেহ চীৎকার করেন—কেহ গান গান্—কেহ ঢোল পেটেন—কেহ নাচেন—কেহ গালি দেন—কেহ মারেন—কেহ ডিকবাজি খান। বাটীতে এমনি শোরশরাবত হইতে লাগিল যে, পাড়ার নেড়ি কুকুর ও চৌকিদার ভেগে গেল। সন্ধ্যার পর কার সাধ্য সে দিক দিয়া পথ চলে। যখন সকল অবতারগুলি একত্র হন তখন এমনি মেরোয়া হইয়া উঠেন যে, বোধ হয় যেন ইংরাজের কেল্লা গেল। এক দিক থেকে এক জন ঠাকুরুণ বিষয়ের চিতেন ধরেন—অমনি আর এক জন তাঁহার মুখের কাছে হাত নেড়ে

বিরহ গান—আর এক দিক্ থেকে এক জন ধ্রুপদের আলাপ করেন—অমনি আর এক জন তাঁহার ঘাড়ের উপর দুটী পা তুলিয়া দিয়া মুখের সাম্‌নে মুখ রেখে গাধার ডাক ডাকেন। হয় তো কেহ উঠে মাথায় হাত দিয়া বাই নাচ্ নাচেন—আবার অন্য এক জন তাহাকে ঠেলে ফেলিয়া আড়খেম্‌টায় নৃত্য করেন। যে পর্যন্ত ঝিমকিনি ভাবে থাকেন সে পর্যন্ত কেহই স্থির নহেন। নেসাটি—দুধ মরে ক্ষীর হইলেই বৈঠকখানা কুরুক্ষেত্র হইয়া পড়ে—কোন্ দিক থেকে কোন্ বীর কোথায় প'ড়ে যান তার আর খোঁজ খবর থাকে না।

এ ভাব সহজ ভাব, পরব্ সরব্ হইলে নানা ভাবের উদয় হয়। পূজার সময় নবমীর রাত্রে বাটীতে বিদ্যাসুন্দরের যাত্রা হচ্ছে—ভবানীবাবু সমস্ত রাত্রি তাকিয়ার উপর হাত দিয়া ঝিমুচ্ছেন—এক২ বার বোধ হচ্ছে যেন পড়ে গেলেন। ভোরে তোপের শব্দে চমকিয়া উঠিলেন, চোক্ খুলে চারিদিকে ফেল্২ করিয়া দেখ্‌তে২ যাত্রাওয়ালাদের বলিলেন—শ্যালারা! সারা রাত কেবল মালিনীর গান শুনায়ে হাড়েনাড়ে জ্বলিয়েছিস্—কৃষ্ণ বাহির কর—যাত্রাতে কৃষ্ণ নাই? তোবেটাদের থামে বেঁধে মার্‌ব। কৃষ্ণ বাহির করিবার গোল হইতে২ সূর্য উদয় হইয়া পড়িল। নিকটস্থ দুই এক ব্যক্তি বলিল, কৃষ্ণ এ সময় গোষ্ঠে গমন করিয়াছেন—এখন কৃষ্ণ কোথা পাওয়া যাবে? মনেতে এক২ সময়ে এক২ ভাবই থাকে, বাবুর বৈষ্ণব ভাব গেলে শাক্ত ভাব উদিত হইল, প্রতিমার নিকটে আসিয়া গলায় কাপড় দিয়া জোড় হাতে কাঁদ্‌তে২ বল্‌তে লাগিলেন—মা আমাকে বুঝি ছেড়ে যাবি? ছেলে এক বৎসর মাকে না দেখে কেমন করে থাক্‌বে? আমি প্রাণ গেলেও ছেড়ে দিব না—বেটী তুই যা দেখি কেমন করে যাবি? এই বলিয়া দেবীর পা ধরিয়া টানিতে লাগিলেন—টানাটানিতে প্রতিমার অর্ধেক পা ভাঙ্গিয়া গেল। বাটীর সকল লোক হাঁ২ করিয়া আসিয়া ক্ষান্ত করাইতে লাগিল। এইরূপে ভবানীবাবু কালক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। পিতা যৎকিঞ্চিৎ যাহা রাখিয়া গিয়াছিলেন, ক্রমে২ দশ জনে লুঠে পুটে লইতে আরম্ভ করিল। বিষয় আশয়ের দেখা শুনা কিছুমাত্র ছিল না—বাবু যেরূপ ব্যস্ত থাকিতেন তাহাতে দেখা শুনার বড় আবশ্যকও থাকিত না, এই জন্য একেবারে লুটের বিলাত পড়ে গিয়াছিল, অনুগ্রহ করিয়া ফাঁকি দিলেই অক্লেশে হজম হয়্যা যাইত। বিষয় আশয় নষ্ট হইলে পর ভবানীবাবুর টানাটানি হইতে লাগিল। পরিবারেরা সর্বদাই অনুযোগ ও কাঁদা কাটি আরম্ভ করিল, তিনি শুনেও শুনিতেন না। পরিবারের খাওয়া পরা হইল কি না তাহার খোঁজ খবর রাখ্‌তেন না, কিন্তু জায়গা বেচিয়াই হউক, আর২ জিনিস বেচিয়া হউক, মদের কড়িটি শিওরে রাখিয়া শুয়ে থাকিতেন।

মাতালের কাছে যে সকল লোক যায়, তাহারা লক্ষ্মীর বরযাত্রী—মদের লোভেই যায়—মদ না পাইলে সম্পর্ক কি? ভবানীবাবু সকলকে ভাল রকম মদ আর যুগিয়ে উঠ্‌তে পারিলেন না, আপনি বিলাতি রকম খান, অন্যকে ধেনো গোছ দেন। সঙ্গি বাবুদের বরাবর মিছিরি খাইয়া মুখ খারাব হয়েছিল, এখন মুড়ি ভাল লাগ্‌বে কেন? সুতরাং তাহারা ক্রমে২ ছট্‌কে পড়িতে লাগিল। ভবানীবাবুর এমন অভ্যাস হইয়াছিল, কেহ কাছে থাকুক বা না থাকুক আপনি প্রত্যহই পূর্ণ মাত্রাটী লইবেন। এই প্রকার ভাবে কিছুকাল থাকেন, দৈবাৎ একদিন তাঁহার পক্ষাঘাত হইল, এক হাত ও এক পা অবশ হইয়া পড়িল, কেবল কথা এড়িয়ে যায় নাই। এই সংবাদ শুনিবা মাত্র তাঁহার মা ও স্ত্রী ও পুত্রেরা তৎক্ষণাৎ নিকটে আসিয়া অতিশয় উদ্বিগ্ন ও বিষণ্ণ হইয়া বসিলেন, পরে দুই এক জন আত্মীয়ের পরামর্শে ডাক্তর হেয়ার সাহেবকে আনাইলেন। ডাক্তর সাহেব ভবানীবাবুর পিতার মুরুব্বি ছিলেন, তাঁহার পিতার বিষয় কর্ম ডাক্তর সাহেবের সুপারিশে হইয়াছিল, তিনিও নানা প্রকারে সাহেবের নিকট উপকৃত হন। ভবানীবাবু বাল্যাবস্থায় ডাক্তর সাহেবের বাটীতে সর্বদাই যাইতেন, কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর একবারও তাঁহার দ্বার মাড়ান্ নাই। ডাক্তর সাহেব ভবানী-বাবুর সংক্রান্ত সকল কথা শুনিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়া খেদ ও দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ভবানীবাবুর মাতা কাঁদিতে২ ডাক্তর সাহেবের পায়ে জড়িয়া পড়িয়া বলিলেন—বাবা! তোমার অন্নে আমাদের শরীর—এক্ষণে ছেলেটিকে যাতে পাই তা কর। ডাক্তর সাহেব অনেক ভরসা দিয়া বিশেষ মনোযোগী হইয়া দেখিতে লাগিলেন।

কয়েক দিন হইল মদ কেমন ভবানীবাবু চক্ষে দেখেন নাই—মাতাল বাবুদেরও আসা যাওয়া বন্ধ হইয়াছে। আপনি বিছানায় পড়ে—উঠিবার তাকৎ নাই—পরিবারেরা কেহ না কেহ ধরিয়া উঠাচ্ছে—বসাচ্ছে—খাওয়াচ্ছে—শোয়াচ্ছে। তিনি যাহাতে সোয়াস্তি পান—যাহাতে ভাল থাকেন, প্রাণপণে তাহাই কর্‌ছে। এইরূপ স্নেহ দেখিয়া ভবানীবাবুর অন্তঃকরণ এক২ বার নরম হইতেছে—তিনি মনে২ কহিতেছেন—হায়! আমি কি কুকর্ম করিয়াছি! পরিবারকে যৎপরো-নাস্তি ক্লেশ দিয়াছি, তাহাদিগের কথা কখন শুনি নাই, কিন্তু আমার এই অসময়ে তাহারা প্রাণ দিতে উদ্যত। তিন চারি দিবসের পর ডাক্তর সাহেব আসিয়া ভাল করিয়া দেখিয়া বলিলেন—ভবানি! তুমি আরাম হবে, আর কোন ভয় নাই—আমি তোমার কাছে থেকে টাকা কড়ি লব না, তুমি যে ভাল হইলে এই আমার পরম আহ্লাদের বিষয়, কিন্তু আমার একটী কথা

শুনিতে হইবে ; তোমার রোগ মদ খাবার দরুণ—তোমাকে একেবারে মদ ত্যাগ করিতে হইবে—মদ খাওয়াতে তোমার সর্বনাশ হইয়াছে, পুনরায় তোমার এরূপ পীড়া হইলে কোন প্রকারেই বাঁচিবে না। ডাক্তর সাহেব গমন করিলে ভবানীবাবুর মাতা বলিলেন—বাবা! আমার মাথা খাও ডাক্তরের কথাটি শুনিও। আমাকে খেতে পরতে দাও বা না দাও সে ক্লেশ বড় ক্লেশ নহে, তুমি ভাল থাকিলেই আমার লক্ষ লাভ। ক্ষণেক কাল পরে স্ত্রী পায়ে হাত বুলাইতে২ বলিলেন—আমার বড় ভাগ্য যে আবার এ পায়ে হাত দিতে পাইলাম, প্রায় দশ বৎসর হইল বেঁচে আছি কি মরে গিয়েছি একবার জিজ্ঞাসাও কর নাই—বড় অধর্ম না হইলে স্ত্রী জন্ম হয় না—আমরা অবলা—আমাদের কোন চারা নাই—তোমরা যা কর্‌বে তাই সহিতে হবে—কখন আমার মুখ দেখ নাই—বরং সর্বদা গালি দিয়াছ, তাতে আমার খেদ নাই—আমি আর জন্মে যেমন কর্ম করেছি তেমনি ফল হচ্ছে—আমার কপালে সুখ না থাকিলে কোথা থেকে হবে? সে যাহা হউক, এখন এই ভিক্ষা দাও আর বাওগুলি রকমে চলিও না। আমি তোমার কাছে টাকাকড়ি চাই নে—গতর থাক্‌লে দাসীগিরি করিয়া ছেলেদের খাওয়া পরা দিতে পার্‌বো, এই মাত্র চাহি, তুমি ভাল থাক—তোমার রোগ আর যেন আমাকে দেখ্‌তে হয় না। পরে বড় পুত্রটি আসিয়া নিকটে বসিয়া কিছু কাল চুপ করিয়া রহিলেন—ইচ্ছা হইল কিছু বলিবেন কিন্তু মুখ বাধু২ করে, অবশেষে ভরসা করিয়া প্রথমে আদগ২ কহিতে লাগিলেন, পরে বলিলেন—বাবা স্কুলে গেলে সকলে বলে, তুই সেই মাতাল বেটার ছেলে, তুইও বাপের মত হবি, তোর উপরে আমাদের বিশ্বাস কি? আমি সেই জন্য কাহারও কাছে মুখ দেখাতে পারি না। এই সকল কথা শুনিয়া ভবানীবাবু এঁ উঁ করিয়া অন্যান্য কথা ফেলেন, কিন্তু তাঁহার পত্নী তাহাতে ভোলেন না, তিনি আপন কথাই উল্‌টে পাল্‌টে ধরেন। কাণাকে কাণা বল্‌লে বড় রাগে। ভবানীবাবু অমনি ত্যক্ত হইয়া উঠিয়া উত্তর করিলেন—আ! কি আপদেই পড়্‌লাম! পোড়া ঘায় আর লুণের ছিটে কেন দাও? এমত গঞ্জনা খাওয়া অপেক্ষা যে মরা ভাল ছিল!—সে যাহা হউক, আমার বড় দিব্য যদি কখন আর মদ স্পর্শ করি—আজ অবধি শপথ করিয়া ত্যাগ করিলাম।

পীড়া আরাম হইলে ডাক্তর সাহেবের সুপারিশে এক সওদাগরের বাটীতে ভবানীবাবুর একটী কর্ম হইল। যেমন বিষয় কর্মটী হইল অমনি তাঁহার বাটীতে লোকের আমদানি হইতে লাগিল। এ বলে দাদা কেমন আছ—ও বলে, বাবা ভাল আছ তো? এ বলে, তোমার বাপের সঙ্গে আমার হরিহর আত্মীয়তা

ছিল—ও বলে, আমি তোমার খুড়ীর মামাত ভাই, আমাদের দুজনের এক শরীর ও এক প্রাণ ছিল। সাবেক দলেরও দুই এক জন বেলেল্লা আসিয়া তুড়ি মারে, গাল গল্প করে ও টপ্পাটা আষ্টা গায়।

ভবানীবাবু দিনে কুঠি যান—রাত্রে বাটীতে আসিয়া চুপ করিয়া মনমরা হইয়া থাকেন। কিছুই ভাল লাগে না—সব ফাঁক২ বোধ হয়। কখন২ মনে করেন, মানুষের একটা না একটা আমোদ না থাকলে কেমন করিয়া বাঁচ্‌তে পারে? আমি শপথ করেছি বটে আর মদ ছোঁব না, কিন্তু প্রাণটাতো বাঁচাতে হবে? আপনি বাঁচ্‌লে বাপের নাম! যদি এমন নিরামিষ রকমে থাকি তবে হায়োল-দেল হয়্যে মরে যাব, আর আমি বরাবর দেখেছি, একটু লাল জল পেটে না পড়্‌লে মনের স্ফূর্তি হয় না, এবং যাহা খাওয়া যায় ভাল হজমও হয় না। কিন্তু কর্ম্মটি গোপনে করিতে হইবে—প্রকাশ হইলে মা এসে ফেচ্‌২ করিবেন—স্ত্রীর গঞ্জনা সহিতে হইবেক—ছেলেটাও আবার টেঁশ২ কর্‌বে।

এই স্থির করিয়া ভবানীবাবু বারফট্‌কা হইতে লাগিলেন। দশটা বেলার সময় কুঠি যান—দুই প্রহর, বা দুই প্রহর একটা, রাত্রে বাটী আইসেন—দুই এক দিন বা একেবারে আসাই নাই। প্রথম২ পরিবারের মধ্যে কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, কর্ম্মের বড় ভিড়—তিলার্ধ অবকাশ নাই—পরের কর্ম করি, সকল শেষ না করিয়া বাটীতে কেমন করিয়া আসিতে পারি? পরে যখন মাত্রা বাড়িতে আরম্ভ হইল, তখন নিজমূর্ত্তী প্রকাশ হইতে লাগিল। এক২ দিন বাবুর কাপড় চোপড়ে কাদা মাখা—পাগ্‌ড়িটা উড়ে গিয়াছে—চাপকানে একটাও বন্ধক নাই—চাদর খানা লুঠিয়ে যাচ্ছে, বাবু টল্‌তে২ দ্বার ঠেলছেন! এক২ দিন রাস্তায় পড়িয়া গিয়াছেন, শরীরে চোট লেগেছে—এক২ দিন পাল্কি করিয়া আস্‌তেছেন —বেহারারা ডাকাকাকি করছে, বাবু কখনই উঠ্‌বেন না। এক২ দিন গাড়ি করিয়া আসিয়া গাড়িতে একেবারে ঢলে পড়িয়াছেন—মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করিলেও নামেন না, যিনি আন্‌তে যান তাঁকেই দুই একটা ইংরাজী ঘুসা খাইতে হয়।

ভবানীবাবুর এইরূপ বাড়াবাড়ি হওয়াতে পরিবারেরা প্রাণের দায়ে বারম্বার নিষেধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু বাবু আপন দোষ কখনও স্বীকার করেন না, সর্বদাই জাপ্য করেন। পরিবারের মধ্যে যে স্নেহটুকু হইয়াছিল ক্রমে২ গেল, ঐরূপ ক্রমাগত করিতে২ আবার পক্ষাঘাত উপস্থিত হইল, তখন চাকরেরা তাঁহাকে পাঁজাকোলা করিয়া ধরিয়া বাটীর ভিতর লইয়া গেল। বাবু আপন স্ত্রীকে দেখিয়া অতি ক্লেশে বলিলেন—গিন্নি! আমি মরি আমাকে বাঁচাও, এ যাত্রা বুঝি রক্ষা পাইলাম না।

আপন দোষে পীড়া হইলে পরিবারেরা কিছু না কিছু বিরক্ত হয়, বাবুর রোগ দেখিয়া তাঁহার স্ত্রীর দুঃখও হইল রাগও হইল। তাঁহাকে একটু আরাম দেখিয়া গৃহিণী বলিলেন—পুরুষ জাত শিকলি কাটা টিয়া—কারে না পড়্‌লে স্ত্রীকে স্মরণ হয় না—তখন আর২ হোমরা চোমরা লোক পিট্টান দেয়, সুতরাং স্ত্রীর মান বেড়ে উঠে—সে সময় কেবল স্ত্রীই হর্তা, স্ত্রীই কর্তা নতুবা স্ত্রী পায়ের তলায় পড়ে থাকে। তুমি কেবল আপনার দোষে আবার রোগটি ডেকে আনিলে এখন আমার কপালে যা আছে তাই হবে।

পীড়ার সংবাদ শুনিয়া ডাক্তর সাহেব তৎক্ষণাৎ আসিলেন এবং বাবুর মাতার নিকট হইতে সকল কথা অবগত হইয়া ঔষধাদি দিতে লাগিলেন। পরদিন তথায় আসিয়া অনেক বিবেচনা করিয়া রমানাথবাবুকে ডাকাইয়া আনিলেন। রমানাথবাবু ভবানীবাবুর পিসতুতো ভাই, পূর্বে একত্রে থাকিতেন, তিনি প্রথম২ দুই এক কথা টুকেছিলেন, তাহাতে ভবানীবাবু রাগ করিয়া বলেন, তুমি ভাতুড়ে বই তো নও—ছোট মুখে বড় কথা কেন? আপনার চরকায় তেল দাও। রমানাথবাবু সেই অবধি অভিমান করিয়া অন্য স্থানে থাকিতেন। এক্ষণে ডাকিবামাত্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ডাক্তর সাহেব বাহির বাটীর বৈঠক-খানায় তাঁহাকে লইয়া স্থির হইয়া বলিলেন—ভবানীর যেরূপ পীড়া, তাহাতে মারা যাইতে পারেন, কিন্তু আমি প্রাণপণে দেখিব—যদ্যপি ভাল হন, তবে তোমাকে সর্বদা তাঁহার পিছনে লেগে থাকিতে হইবে। বাঙ্গালিরা মদ খাইতে আরম্ভ করিলে প্রায় মদে তাহাদের খায়, কেবল যাঁহার একিদা থাকে, তিনিই বেঁচে যান নতুবা প্রায় সকলকেই হাড়কাটে মাথা দিতে হয়। ভবানী বুদ্ধিমান ও ভাল মানুষ বটে, কিন্তু তাহার কিছুমাত্র একিদা নাই, হাজার বার শপথ করা আর না করা সমান কথা—প্রাতে শপথ করিবেন—রাত্রে শপথ জলাঞ্জলি দিবেন। যেমন পাগল হওয়া একটী রোগ, তেমনি মদ খাওয়াও একটী রোগ, যদি পাগল হইয়া ক্রমাগত ভাবে, তবে তাহার সঙ্গে আহ্লাদ আমোদ করিয়া তাহাকে ভাল করিতে হয়। যে মানুষ মদ খায় সে আমোদের জন্য খায়, মদ বন্ধ করিতে গেলে যাহাতে তাহার আমোদ হইয়া মদকে ভোলে এমত তদ্বির করা উচিত, নতুবা তাহাকে কেবল টাঙ্গিয়া রাখিলে প্রকাশ্য ভাবে হউক বা গুপ্ত ভাবে হউক পুনরায় মদ ধরিবে। মদ ছাড়াইয়া প্রথমে ধর্ম কথা বলিলে মাতাল মুখে হাঁ২ করিবে কিন্তু মনে২ বলিবে এ বেটা উঠে গেলে বাঁচি—চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী। মাতালকে ভাল করা ব্যস্তের কর্ম নহে—এ কর্মটী ধীরে সুস্থে করিতে হয়। প্রথমে দেখিতে হইবে, যে ব্যক্তি মদ ছাড়িবে

তাহার কি প্রকারে আমোদ হইতে পারে। যগুপি গাওনা বাজনা করিলে মদের সোয়াদ মেটে, তবে গাওনা বাজনাতেই ফেলিয়া দিতে হইবেক, নতুবা অন্য প্রকার উপায় করা আবশ্যক। কোন কোন ইংরাজের এইরূপ রোগ হইলে, তাহাদের আপন২ পরিবারের কৌশল দ্বারাই সেরে যায়। সন্ধ্যার পর স্ত্রী কাছে বসিয়া নানা প্রকার সৎ আলাপ করেন, হয় তো বাগ্য বা গান শোনান তাহাতে স্বামির মনে আমোদও হয় এবং স্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রেমও বৃদ্ধি হইতে থাকে। মনের এরূপ গতি হইলে মদের প্রতি স্পৃহা ক্রমে২ ঘুচে যায়, কিন্তু বাঙ্গালিরা স্ত্রীলোক-দিগকে লেখাপড়াও শিখান না ও গান বাগ্যও শিখান না, ইহাদিগের সংস্কার আছে যে, মেয়েমানুষের গান বাগ্য শেখা বড় দোষ। এ বড় ভ্রান্তি! সৎ গান ও বাগ্যেতে মনে সদ্ভাব ও সুমতি জন্মে। ইংরাজদিগের স্ত্রীলোকেরা গানের দ্বারা সর্বদা পরমেশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকেন। শুনতে পাওয়া যায়, অনেক বাবু, লেখাপড়া শিখিয়া রাত্রে পরিবারের নিকট না থাকিয়া কেবল মদ খাইয়া এখানে ওখানে হো২ করিয়া বেড়ান—আবার জাঁকটুকুও করা আছে, আমরা দেশের সকল কুরীতি শোধন করিতেছি। ভবানীও তাহাদিগের মধ্যে এক জন, যগুপি তিনি ভাল হন—তবে তোমাকে তাঁহার উপর সর্বদা নজর রাখিতে হইবেক। প্রথম২ যাহাতে তাঁহার আমোদ হয় এমত করিও, পরে তাঁহার যাহাতে একিদা জন্মে এমন উপায় ক্রমে২ বলিয়া দিব। এ বিষয়ের কিছু সাধারণ নিয়ম নাই—যেমন মনের গতি দেখা যাবে তেমনি করিতে হইবেক। আমার অধিক অবকাশ নাই, তুমি মনোযোগী হইয়া তাঁহাকে আমার বাটীতে সর্বদা লইয়া যাইও। এক্ষণে বাটীর ভিতরে যাই চল, কাল রাত্রে বড় খারাব দেখে গিয়াছিলাম।

ডাক্তর সাহেবের কথা শেষ হইবামাত্র বাটীর ভিতর থেকে চীৎকার শব্দে কান্না উঠিল। ডাক্তর সাহেব ও রমানাথবাবু তাড়াতাড়ি করিয়া দেখেন, ভবানীবাবুর শ্বাস হইয়াছে—নাড়ি নাই—চক্ষু প্রায় স্থির কিন্তু পলক পড়িতেছে—জ্ঞানও একটু২ আছে কিন্তু কথা কহিবার শক্তি নাই। মা ও স্ত্রী গড়াগড়ি দিয়া কাঁদি-তেছেন—জ্যেষ্ঠ পুত্র চক্ষের জল ফেলিতে২ বাতাস করিতেছেন। ছোট পুত্রের নয়ন জলে পিতার পা ভাসিয়া যাইতেছে। ডাক্তর সাহেব হাত দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া থাকিলেন। একটু ভাবিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—ভবানি! তোমার আর উপায় নাই—এক্ষণে পরাৎপর পরমেশ্বরকে স্মরণ কর, আর মনে২ বল—দয়াময়! এ নরাধমকে দয়া কর। এই কথা শুনিবা মাত্র ভবানী দুই হাত জোড় করিয়া চক্ষু মুদিত করিলেন। মুখের ভাবের দ্বারা বোধ হইল, আপন পাপ জন্য যথার্থ সন্তাপ উদয় হইল, ক্ষণেককাল পরে চক্ষু খুলিয়া কথা কহিতে

চেষ্টা করিলেন, কিন্তু না পারাতে নয়নের দুই দিক থেকে হু২ করিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল ও দুই চারি লহমার পরেই প্রাণ বিয়োগ হইল।

৩ নেসাতেই সর্বনাশ।

জয়হরিবাবুর যশোহরে আদি বাস। পিতার লোকান্তর হইলে অর্থ অন্বেষণার্থ কলিকাতায় আগমন করিলেন। যাত্রাকালীন আত্মীয় বন্ধু বান্ধব সকলেই বলিল—জয়হরি! তুমি বালক, কলিকাতা বড় বিট্‌কেল জায়গা—যদি কাহারও কুহকে পড়, একেবারে ধনে প্রাণে মারা যাবে; তাহা অপেক্ষা পৈতৃক ভিটেতে বসিয়া ব্যবসা বাণিজ্য কর অনায়াসে দশটাকা উপায় করিতে পারিবে। জয়হরির কিঞ্চিৎ ইংরাজী পাঠ হইয়াছিল—ইংরাজী রকম সকলই ভাল লাগিত—গ্রামস্থ লোক নিকটে আসিলে বিরক্ত বোধ হইত। তিনি কাহারো পরামর্শ না শুনিয়া পরিবার লইয়া শোভাবাজারে আসিয়া বাসা করিয়া থাকিলেন। কলিকাতায় কাহারো নিকট পরিচিত নহেন—সহায় সম্পত্তিও নাই—কর্ম কাজের যোগাযোগ কি প্রকারে হইবে ভাবিতে লাগিলেন। এদিকে দুই এক জন গালগল্পে উমেদারি গোচের লোক বাসায় আসিতে আরম্ভ করিল, তাহাদিগের সঙ্গে কেবল বাজে কথারই আলাপ হয়—কলিকাতায় শ্রীশ্রী৺পূজার সময় কোন্ বাটীতে কি২ তামাসা হয়—কোন্ বাবুর কত বিষয়—কোন্ বাবুর কোন্২ সময়ে নিদ্রাভঙ্গ হয়—কাহার্ কেমন মেজাজ্—কে কত আহার করে—কে কেমন শৌখিন—কে বা অনুগত প্রতিপালক—কে কোন্২ নেসার ভক্ত—কাহার্ কত ব্যয়—কাহার্ কোন্২ স্থানে বাগান—কে বা বেরাল আমুদে—কে বা জঙ্গুলে ভদ্র—কে বা দাঁড়ে আহ্লাদে, এসব কথারই উলট পালট হয়, আর শতরঞ্চ ও পাশাতেই দিন ক্ষীণ হইয়া যায়। ক্রমে দুই তিন মাস গত হইল। জয়হরি দেখিলেন, আপনার কার্যের সেতুবন্ধন কিছুই হইতেছে না—নিরর্থক সময় ক্ষেপণ ও সঞ্চিত ধনের বিনাশ হইতেছে। বিস্তর তদ্বিরে সদর দেওয়ানির এক জন জজের উপর একখানি সুপারিশ চিঠি বাহির করিলেন—চিঠি পাইবা মাত্র তাঁহার বোধ হইল, এত দিনের পর বুঝি গ্রহবৈগুণ্য কাটিয়া গেল, ইষ্ট সিদ্ধির মুখ-কমল দেখিতে পাইব। পরিবারের অনুরোধে শুভ দিন দেখাইয়া ভাল কাবা ও বাঁধা পাগড়ি পরিয়া এক খান কেরায়া গাড়ি আনাইয়া গমন করিলেন। সাহেবকে কি বলিবেন গাড়িতে বসিয়া জড়ভরতের ন্যায় ভাবিতে লাগিলেন; সাহেব একজন ভারি লোক, তাহাকে দেখিয়া পাছে থতিয়ে যাই ও এক বলতে আর এক বলি—এ চিন্তায় তাঁহার

মন অস্থির হইল। ইতিমধ্যে সাহেবের বাটীর নিকট গাড়ি পৌছিল, আর্দালিরা দূর থেকে হাঁক দিয়া বলিল, গাড়ি তফাৎ রাখ্। পরে চতুর্দিকে ঘিরিয়া বাবুর নাম ধাম ও অভিপ্রায় সংক্রান্ত নানা প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিল। জয়হরি কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া বলিলেন—আমি কি তোমাদের নিকট চৌদ্দপুরুষের শ্রাদ্ধ করিতে আসিয়াছি—এত পেড়াপিড়ির আবশ্যক কি? সাহেবের নামে এক চিঠি আছে, লইয়া গিয়া তাঁহাকে দেও। এই কথা শুনিবামাত্র একজন চোপদার চোক লাল করিয়া গোঁপ ফর২ করিতে২ বলিল—তেরি বাতসে চিঠি দেওঙ্গে? হামলোক বুজসমজকে কাম করেঙ্গে। জয়হরি স্বকার্যার্থ রাগ সম্বরণ করিয়া বলিলেন—বাবু মিছেমিছি তকরার কেন কর, তোমরা যা পেয়ে থাক তাই পাবে। এই কথায় যেন জোঁকের মুখে লুণ পড়িল। তৎক্ষণাৎ আর্দালিরা সুড়২ করিয়া সাহেবের নিকট গিয়া চিঠি দিল। সাহেব কুকুর লইয়া খেলা করিতে-ছিলেন, চিঠি পড়িয়া বাবুকে নিকটে আসিতে অনুমতি দিলেন। যাইবার সময় জয়হরির পা কাঁপিতে লাগিল, বহু কষ্টে সাহস অবলম্বন করিয়া যাইতেছেন, এমত সময় চোপদারেরা চীৎকার করিয়া বলিল—বাবু জুতি খোল্‌কে যাও। জয়হরিকে তাহাই করিতে হইল। পরে সাহেবের নিকট গিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইলে, সাহেব নাকের উপর আই গ্লাস দিয়া চোক ঘুরাইয়া জয়হরির পেনটুলুন কাবা বাঁধা পাগড়ি দেখিয়া একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন—টোম কিয়া মাংতা—টোম কিয়া মাংতা—টোমলোক থোড়া আংরেজি পড় করকে বহুত টেড়ি হোনে চাতা—বাপ দাদাকা পোষাখ কাহে নেহি পেন্‌তা? জয়হরি একেবারে কাষ্ঠ—মুখ দিয়া বাক্য সরে না। সাহেব আবার বলিতেছেন—ওয়েল! টোম কিয়া মাংতা? জয়হরি ইংরাজীতে উত্তর করিতে যান ইতিমধ্যে সাহেব ভূমিতে পদাঘাত করতঃ ত্যক্ত হইয়া বলিলেন—হিন্দি বাত কহ—বাঙ্গালিকা লেড়খা হিন্দি নেহি জান্তা? জয়হরির হিন্দি শিক্ষা ছিল না—সহিসি রকম হিন্দি যাহা জানিতেন তাহাই জোটপাট করিয়া বলিলেন—খোদাবন্দ আমি বেকার, কুচ কর্মকাজ মেলে। সাহেব উত্তর করিলেন, হামারি পাস কাম পৈদা হোতা নেহি, টোম কাহে দেক করতা হেঁয়, এই বলিয়া বারাণ্ডা থেকে কামরার ভিতর গমন করিলেন। জয়হরি ছল২ চক্ষে আস্তে২ গাড়িতে উঠিলেন। নৈরাশ্যের বেদনায় মন বিচলিত হইতে লাগিল। বাটী আসিয়া না রাম না গঙ্গা কিছুই না বলিয়া নীরব ভাবে থাকিলেন। রজনী হইলে নিদ্রা দেবীর আহ্বানার্থ অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু দুর্ভাবনাকে দেখিয়া নিদ্রা নিদ্রিত ভাবেই থাকিল, একবারও তাঁহার দিকে গেল না। বিছানায় এপাশ ওপাশ করিতে২ রজনী

প্রভাত হইল—কাকগুলা কাকা করিতেছে, এমত সময় বাহির বাটীর দ্বার ঠেলিবার শব্দ শ্রুত হইল। জয়হরি ধড়মড়িয়া উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দেখিলেন—সাহেবের চারিজন চোপদার উপস্থিত—জিজ্ঞাসা করিলেন, খবর কি ? তাহারা বলিল, আর খবর কি—মোদের বক্‌শিশ দেও, সাহেব তোমাকে বড় পেয়ার করেছে, মালুম হয় জল্‌দি একটা ভারি কাম দেবে। জয়হরি মনে২ বলিলেন—কি আপদ! মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা, কিন্তু এ বেটারা নেকড়ার আগুন—পুন্‌কে শত্রু—ভাল না করুক, মন্দ করিতে পারে, এ জন্যে চটান ভাল নয়। এই বিবেচনা করিয়া প্রত্যেককে এক২ টাকা দিলেন। চোপদারদের বড় পেট, অল্পে মন উঠে না, টাকা ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া দিয়া বকিতে লাগিল, পরে বিস্তর সাধ্য সাধনায় বিদায় হইল।

অনন্তর অন্যান্য চেষ্টা ও সুপারিশ অনেক হইল, কিন্তু কিছুই সফল হইল না, কোন২ সাহেব দেখাই করে না—কেহ বলে, তুমি স্কুল বয়, আমি প্রবীণ লোক চাই—কেহ বলে, তোমার কেতাবি বিদ্যা, কর্ম কাজ কি জান ?—কেহ দুই এক দিন কর্ম করাইয়া অযোগ্যতা দেখিয়া জবাব দেয়। জয়হরি পুনঃ পুনঃ নিরাশ হইয়া হেদো পুষ্করিণীর তীরে আস্তে২ পাইচারি করিতেছেন, ইত্যবসরে এক ব্যক্তি প্রাচীন তাঁহাকে অন্যমনস্ক দেখিয়া আলাপ করণার্থে নিকটবর্তী হইতে চাহিলেন, জয়হরি তাঁহাকে আড়চোখে দেখিয়া একটু দ্রুত চল্‌তে লাগিলেন, প্রাচীন ক্ষান্ত হইলেন না, কিন্তু ইংরাজী চলন চলিতে না পারিয়া পশ্চাৎ থেকে জিজ্ঞাসা করিলেন—মহাশয় কে গা ? শিষ্টাচার রক্ষার্থ জয়হরি অনিচ্ছায় ফিরিয়া পরিচয় দিলেন। সেই প্রাচীন ব্যক্তি বড় আলাপী—কথার মিষ্টতা দ্বারা অনুসন্ধানের কুরূণী চালাইয়া বাবুতে যে পদার্থ আছে মনে২ তাহা নির্ণয় করিয়া বলিলেন—মহাশয় মহাকুলোদ্ভব—ইংরাজীও ভাল শিখিয়াছেন সত্য, কিন্তু বৈষয়িক উপদেশ অথবা ভারি মুরুব্বি অথবা টাকার জোর কিম্বা দৈব সুযোগ ব্যতিরেকে বিষয় কর্ম হওয়া ভার—কর্ম কাযের যোগ্যতা থাকিলে লোককে প্রায় বসিয়া থাকিতে হয় না, অনেকে ডাকিয়া কর্ম কায দেয়। বিদ্যা শিক্ষার সময় ধর্ম বিষয়ে উপদেশ না হইলে বড় অহঙ্কার হয়, কেবল ইংরাজী চলন ইংরাজী কথোপকথন ও ইংরাজী ভোজন করিতে ইচ্ছা হয়। প্রাচীনের এই সকল কথায় জয়হরি ত্যক্ত হইয়া বলিলেন—কি আমার কর্ম কাযের যোগ্যতা নাই ? আমি কোন্ কর্ম না পারি ? বাবুর এই কথায় প্রাচীন কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া ঐ প্রসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্বক বলিলেন—মহাশয় যে পল্লীতে থাকেন, সেখানে কতক গুলা কুলোক আছে, তাহাদিগকে নিকটে আসিতে দিবেন না। জয়হরি

বিরক্ত হইয়া বলিলেন, এমন লোক কেহ নাই যে আমাকে খারাব করে, বরং মন্দ লোক আমার কাছে এলে ভাল হয়ে যায়। ও কথা যাউক, একটা বরাৎ আছে আমাকে শীঘ্র বাসায় যাইতে হইল, এই বলিয়া জয়হরি মস২ করিয়া চলিয়া গেলেন—প্রাচীন থতমত খাইয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেন। পথিমধ্যে এক নব বাবুর সহিত জয়হরির সাক্ষাৎ হইল। তাহাকে দেখিবামাত্র কাছে গিয়া হস্তস্পর্শ করিয়া বলিলেন—ভাই হে! আজ এক ঘোর যন্ত্রণায় পড়িয়াছিলাম—হেদোর ধারে বেড়াচ্ছিলাম, কোথ্‌থেকে একটা বুড়া গায়ে পড়ে আলাপ করেঁ, কাছে আসিয়া উপদেশ দিতে আরম্ভ করিল—বেটা যেন ভীষ্মদেব! যাহাহউক, আজ অবধি আর হেদোর ধারে বেড়াতে আস্‌ব না, নববাবু বলিলেন, হেদোয় বেড়াবে না কেন? চল না দুজনে গিয়া সে বেটাকে লঙ্গে দি? তাতে কাজ নাই—দূর কর! আবার কি ফৌজদারি বাধ্‌বে—এই বলিয়া দুজনে লর্ড বায়রণের কবিতা আওড়াতে২ স্ব২ আলয়ে গমন করিলেন।

বারম্বার নৈরাশ্য হইতে থাকিলে ধীরতা বিরহে মন একেবারে দমে যায় তখন বিরক্ততার অংশ ক্রমশঃ বৃদ্ধিশীল হইতে থাকে—কাহারো নিকট যেতে অথবা কাহারো সঙ্গে আলাপ কর্‌তে ইচ্ছা হয় না। আর নৈরাশ্যের দুঃখ মোচন অথবা বিপদ সময়ে ধৈর্য অবলম্বন করা বিশেষ ধর্ম উপদেশ ব্যতীত হয় না—কিন্তু জয়হরির ঐরূপ উপদেশ ছিল না—তিনি বিষয় করণার্থ অবিশ্রান্ত যত্ন করিয়াছিলেন, পরে ক্রমাগত নিষ্ফল হওয়াতে অত্যন্ত মনমরা হইতে লাগিলেন। সর্বদা গালে হাত দিয়া ভাবেন ও এক কথা জিজ্ঞাসিলে আর এক কথার উত্তর দেন। বাটীর ভিতর আহার করিতে গেলে ভাতে হাত দিয়াই দুগ্ধের বাটীকে ডালের বাটী বলিয়া পাতে ঢালেন—পরিবারেরা দেখিয়া শুনিয়া উদ্বিগ্ন হইত ও পরস্পর বলাবলি করিত, বাবুর রকম সকম ভাল নয়। জয়হরি এইরূপে কালযাপন করেন—নিকটে উমেদারি রকমের যে দুই চারি জন আসিত, তাহাদিগের মধ্যে ফলহরি শর্মা তাঁহাকে নৈরাশ্য যুক্ত দেখিয়া এক দিন বলিল—বাবু! আপনাকে সর্বদা অন্যমনস্ক দেখি—এটা ভাল নয়—মনটাকে খুশি না রাখ্‌লে শরীরটী খারাব হয়ে যাবে আর পৃথিবীতে আমোদ প্রমোদ করিতেই আসা—কয়লার নৌকা ডুবাইয়া বসিয়া থাকার তাৎপর্য কি? যদি কোন কারণ বশতঃ মন খারাব হইয়া থাকে আমি শুধ্‌রাইয়া দিতে পারি—আমার নিকট ভাল ঔষধ আছে। এই কথা গুলি জয়হরির হৃদয়ঙ্গম হইল। তিনি বলিলেন—ফলহরি! ভাল বল্‌ছ—একটু সরে এস—আমার দুই এক কালেজি দোস্ত বলে, একটু নেসা কর্‌লেঁ মনের দব্‌কা ভাব ছুটে যায়, তাহাতে একটু২ নেসা

আরম্ভ করেছি, কিন্তু পরিবারের জন্যে ঐ কর্মটি ষোল আনা রকমে হইতেছে না—ইহাঁদিগকে বাটী পাঠাইয়া দিতে চাই ইহাঁরা কোনক্রমেই যাইতে চান না। ফলহরি বলিলেন—থাকুন না কেন্—প্যাঁচ কি? তোমাকে এমন এক স্থানে লইয়া যাইতে পারি যে সেখানকার লোকদিগকে দেখিয়া প্রাণ ঠাণ্ডা হবে। আহ্লাদিয়া লোকদের নিকট থাকিলেই আহ্লাদে হয়। কোথায়—কোথায়—কে—কে—বল দেখি, বলিয়া জয়হরি ধেঁসে বসিয়া ব্যগ্রতা পূর্বক জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ফলহরি বলিল, হাতে পাঁজি মঙ্গলবার কেন? যদি তিনটা বাজিয়া থাকে তবে এক খানা চাদর কাঁধে ফেলে উঠ। উন্মত্ততার লোভে উন্মত্ততার আবির্ভাব হইল—জয়হরি তাড়াতাড়ি চাদর ভুলে একখানা পাইড়ওয়ালা ধুতি দোব্‌জা করিয়া হন২ করিয়া চলিলেন। ফলহরি ঈষদ্ধাস্য করত বলিলেন—ও কি? ঠিকে ভুল না কি! রাম! একখানা চাদরই লও।

দ্বিতীয় খণ্ড

আগড়ভম সেন লাউসেনের পৌত্র—তাহার শরীর প্রকাণ্ড—পেটটী একটী ঢাকাই জালা—নাকটী চেপ্‌টা—চোখদুটী মৃদঙ্গের তালা—হাঁ টী বোড়াসাপের মত—দন্ত গুলি মিসি ও পানের ছিবের তবকে চিক্২ করিতেছে—গোঁপ জোড়াটী খাঙ্গরার মুড়া, ও চুলগুলি ঝোটন করিয়া কালা ফিতে দিয়া বান্ধা। নানা প্রকার নেসা করিয়া থাকেন—কোন নেসাই বাকি নাই—প্রাতঃকালাবধি তিন চারিটা বেলা পর্যন্ত নিদ্রিত থাকেন, তাহার পর গাত্রোত্থান করিয়া স্নান আহার করেন, পরে পক্ষিদলের পক্ষিরাজ হইয়া সমুদায় রজনী সজনী২ বলিয়া চীৎকার পুরঃসর সখী-সম্বাদ বিরহ লাহড় খেউড় টপ্পা নক্টা জঙ্গলা গজল ও রেক্তা গাইয়া পল্লিকে কম্পিত করেন। আগড়ভমের প্রধান বন্ধু ডঙ্কেশ্বর—সে ব্যক্তির গুণের মধ্যে নাকটী বড় টেঁকাল, হাসিতে আরম্ভ করিলে হাহা হাহাতে গগনমণ্ডল ফাটিয়ে দেয়। তাহার অল্প বয়সে বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু স্ত্রী গৌরবর্ণা কি শ্যামবর্ণা কিছুই জানিত না। যে সকল লোক ইন্দ্রিয় সুখে মত্ত হয়, তাহারা প্রায় বিষয়কর্ম একেবারে ভুলে যায়। এ বিষয়ে ডঙ্কেশ্বর অসাধারণ ছিলেন। ধড়াস করিয়া যেমন কামান পড়িত অমনি গঙ্গায় পড়িয়া ধাঁ করিয়া একটা ডুব দিয়া পান চিবুতে২ সম্মুখে দুই খান দফ্‌তর সাজাইয়া কিস্তির কর্ম করিতে বসিতেন—দুই তিন ঘণ্টা যাবতীয় বব্ব-লিয়া ও জালাসাচ লোক অথবা ঘাগি ও কুঁজড়া বেশ্যার সহিত বকাবকি করিতেন, পরে নানা প্রকার গল্‌তি কর্মের বেনাকারি ও তদ্বিরে ব্যস্ত থাকিয়া আড্ডায়

আসিতেন। আড্ডায় পা দিবামাত্র ধুনি জ্বালাইয়া দিতেন। তিনি যাহা উপায় করিতেন তাহাতেই আড্ডার খরচ চলিত—আগড়ভম স্থূলত্ব প্রযুক্ত নিজে অচল ও অর্থাভাবে দক্ষিণ হস্তের দফায় প্রায় অচল হইয়াছিলেন, সুতরাং ডক্কেশ্বর তাঁহার চক্ষু স্বরূপ হইলেন। যদিও তাঁহার চর্ম চক্ষু সর্বদাই প্রায় মুদিত থাকিত, তথাচ মনশ্চক্ষু ডক্কেশ্বরের আগমনের আশায় পথ চাহিয়া থাকিত। ডক্কেশ্বর কখনই ডঙ্ক না ধরে তাহার এই বিশেষ চেষ্টা ছিল। পক্ষির দলের আর২ পক্ষিরাই সর্বদা ডানা ধরিত। চরস গাঁজা গুলি ছর্‌রা ও চণ্ডুতে তাহাদের মুণ্ড দিবারাত্রি ঘুরিত, তাহাতে পরিতোষ না হইলে "মধুরেণ সমাপয়েৎ" মধুর চেষ্টা করিত। কিন্তু বহু-মূল্যসুধা কোথা হইতে আসবে? সুতরাং ধেনো রকমেই পিপাসা নিবৃত্তি করিতে হইত—প্রথম তিলকাঞ্চনী রকম আরম্ভ করিয়া বেগুনি ফুলুরি চাউলভাজা ছোলাভাজা দ্বারা ক্রমে২ দান সাগরি গোচ হইত। সন্ধ্যার সময় পক্ষী সকল বোধ করিত, তাহারা যোগ বলে একেবারে আসন ছাড়া হইয়া শূন্যমার্গে উড়িতেছে,—সপ্তলোক তাহাদিগের দৃষ্টিগোচর হইতেছে,—সশরীরে স্বর্গে যাইতেছে। এক২ জন পড়িতে২ উঠিয়া বলিত—আমাকে ধর—আমাকে ধর—আমি স্বর্গে যাই। অমনি আর এক জন জাপ্‌টিয়া ধরিয়া বলিত—না বাবা কর কি, একটু থাম এই ঝুলনটা বাদে যেও। পক্ষিদিগের গান সকল অতি বিচিত্র, সকলে মিলে সর্বদা এই গান গাইত—"বড় বিলের পাখী মোরা ছোটবিলের কে, আধার না পেয়ে পাখী মূলা ধরেছে—কু২ রামশালিকে, কু, কু২ গঙ্গাফড়িং"। পক্ষিরাজ আগড়ভম মন্ত্রী ডক্কেশ্বর ও অন্যান্য দ্বিজ লইয়া আহ্লাদে মগ্ন আছেন—গৃহ ধূমময়, এক২ বার টানের চোটে বাড়ী আলোকময় হইতেছে, খক্২ কাশির শব্দ উঠিতেছে, এমত সময়ে ফলহরি জয়হরিকে লইয়া উপস্থিত হইলেন। ডক্কেশ্বর অমনি তিড়িং করিয়া লাফিয়া উঠিয়া বলিল—আরে বেটা ফলা! তোর চুলের টিকি দেখ্‌তে পাইনে কেন রে? তোবেটাকে আজ জবাই কর্‌বো। ফলহরি বলিল, ফলা মিছামিছি ঘুরিয়া বেড়ায় না—ফলা একটা হলকে বানান করিয়া আনিয়াছে, এখন তোমরা একে চালাও, কিন্তু বাবা একটু থেমে যুক্ত অক্ষর করিও যেন আর্কফলার ভরে ফেঁসে যায় না। শনিবারের মড়া দোসর চায়, ও আপন দল বাড়াইতে কে না ইচ্ছা করে? পক্ষিরা জয়হরিকে লইয়া তাহার হস্তে নাড়া বাঁধিয়া ওস্তাদি কর্মে প্রবৃত্ত হইল। ক্রমে টান টোন ধরণ ধারণ কাটা ছেঁড়া ঢালা সাজা এক মাত্রা দুই মাত্রা শিখাইয়া অবশেষে পূর্ণমাত্রা ধারণ করাইল। তখন মাথায় পাগ্‌ড়ি ও হইয়া তাহার একটু গুমর বাড়িয়া উঠিল এবং এই বোধ হইল, এত দিনের পরে আমি একজন হইলাম, কিন্তু দলস্থ কয়েক জন প্রাচীন

পক্ষি তাঁহাকে অর্ধরথি বলিয়া গণ্য করিত—সময়ে২ তাহারা বলিত, তুমি কিছু দিন কপ্‌চাও আজও তোমার টান দোরস্ত হয় নাই। কি লেখাপড়া—কি খেলাধুলা—কি নেশা—কি অঘোরপান্থি—কি দুষ্কর্মে, সকলেতেই মান অপমান বোধ হয়। আমি সর্বোপরি হইব, এ ইচ্ছা প্রায় সকলেরই হয়। এই কারণে জয়হরি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া প্রাণপণে টানিতে আরম্ভ করিলেন, এক২ টানে কলিকা পটাস্২ করিয়া ফাটিতে লাগিল, তখন পক্ষিরা বলিল, হাঁ বাবা এত দিনের পর তুমি এক জন কৃষ্ণ বিষ্ণু হইলে। পক্ষিদলভুক্ত হইয়া অবধি জয়হরি দিবারাত্রি আড্ডায় পড়িয়া থাকিতেন—পরিবারের কিছুমাত্র তত্ত্বতাবাস লইতেন না—আপন বিষয় আশয়ের দেখা শুনা ক্রমে২ ঘুচিয়া গিয়াছিল—কেবল অহরহ নেসা করিয়া ভোঁ হইয়াই থাকিতেন। জয়হরি কিঞ্চিৎ ইংরাজী লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কিঞ্চিৎ ইংরাজী শিখিলে যে পরিষ্কার বুদ্ধি ও দৃঢ়রূপে অভিষ্ট সাধন ও অনিষ্ট নিবারণের ক্ষমতা হয় এমত নহে, তজ্জন্য বিশেষ উপদেশ ও অভ্যাসের আবশ্যক। সংসারে নৈরাশ্য বিষাদ সন্তাপ বিয়োগ ইত্যাদি নানা উৎপাত ও আপদ সর্বদাই ঘটিয়া থাকে। প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তি তত্তৎ অবস্থায় সুস্থির হইয়া মনঃসংযম করিতে আরো রত হন। তাঁহার দৃঢ় সংস্কার এই যে, পরমেশ্বর কর্তৃক যাহা প্রেরিত, তাহাই মঙ্গলজনক। কেবল সুখ ও সম্পদে মনের সংযম কখনই হইতে পারে না বরং বিপরীত হইয়া উঠে। মধ্যে২ বিপদ হইলে মন অধর্মে বিরত হইয়া ধর্মে রত হয়। প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তি এতদবস্থায় এই সকল সংস্কার সত্বেও সাংসারিক কর্তব্য কর্মে সাধ্যানুসারে যত্ন করেন—কর্মের শুভাশুভ ঈশ্বরের হাত, এজন্য নিরাশ বা নিরুদ্যম হওয়া অনুচিত, এইমতে চলেন। জয়হরির দুর্বল মন সুতরাং যে কোন কর্মে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা সফল না হইলে একেবারে ঢেউ দেখিয়া লা ডুবাইয়া বসিতেন। এইরূপ বারম্বার হওয়াতে তাঁহার উৎসাহ একেবারে গিয়াছিল, এমত ক্ষমতা ছিল না যে অন্যান্য সদুপায়দ্বারা মনের চাঞ্চল্য দূর করেন, এই কারণেই একেবারে নেসার দাস হইয়া পড়িলেন। বাগবাজারের নব্য সম্প্রদায় বড় ত্রপণ্ড। তাহারা সর্বদা কৌতুক ও আমোদ লইয়াই থাকে, আস্ত মানুষকে পাগল করিয়া ছেড়ে দেয়। আগড়ভমের আকার প্রকার ও স্বভাব দেখিয়া তাহারা তাহাকে ঘেঁটু বানাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। একদিন একজন ঘটককে সাজাইয়া তাঁহার নিকটপাঠাইয়া দিল। ঘটক আসিয়া বলিল, সেনজ মহাশয়! বারাকপুরের বলরামবাবুর একটী অবিবাহিতা কন্যা আছে—বাবুর বিষয় আশয় বিলক্ষণ, আপনি সুপাত্র, এজন্য আপনাকে কন্যা দান করিয়া তিনি আপন পত্নীকে লইয়া কাশী গমন করিবেন। তাঁহার বিষয়

আশয় সকলই আপনাকে দেখিতে হইবেক। আগড়ভম বাল্যকালাবধি নেসাখোর ও কুকর্মে রত, এমন হতভাগাকে কে মেয়ে দিবে? কিন্তু তিনি ঐ সংবাদ শুনিবামাত্র একেবারে লাফিয়া উঠিলেন, ঘটককে যৎপরোনাস্তি সমাদর করিয়া বলিলেন, ইহাতে আমার অমত নাই, মেয়েটি দেখ্‌তে কেমন? ঘটক বলিল, কন্যার কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না—সেটী স্বর্গের অপ্‌সরী কি বিদ্যাধরী আমি কিছু বলিতে পারি না। পক্ষিরাজ আহ্লাদে আপন ওষ্ঠ বিস্তীর্ণ করিয়া অন্যান্য দ্বিজোপরি দৃষ্টিপাত করত বলিলেন—তবে ঘটক মহাশয় আমার এক কলম লেখা লইয়া যাউন ও পত্রের দিন স্থির করুন। ঘটক বলিল, মহাশয় গুণের সাগর, আপনার বিদ্যা পরীক্ষা করে এমত কাহার সাধ্য? আমি একেবারেই লগ্নপত্র করিব। ডক্কেশ্বর হাহা করিয়া হাসিয়া বলিল, ঘটক মহাশয়! এমনি আর একটা সম্বন্ধ আমার জন্য করিবেন। জয়হরি বলিল, এমন রকম একটা দাঁও পাইলে আমিও আর একটী বিয়ে করিতে পারি। আন্যান্য পক্ষিরা ঘটককে গুড়ের গাছ পাইয়া বলিল, কুলাচার্য মহাশয়! আমাদিগেরও এই প্রকারে একটা২ যোড়া গাঁথা করিয়া দিবেন। ঘটক বলিলেন, আপনারা সকলেই সুপাত্র ও দেবরাজতুল্য, বিয়ের ভাবনা? কিন্তু একটু স্থির হইতে হইবে সংপ্রতি একটী মেয়ে উপস্থিত—সেটী কুন্তী অথবা দ্রৌপদী হইলেও সকলের মানস সম্পন্ন হইতে পারিবে না। আগড়ভম বলিলেন, ও কি কথা?—ও মেয়েটি আমি একলা বিয়ে কর্‌ব, ইহাদিগের জন্য আপনি অন্যান্য সম্বন্ধ দেখুন। পরে ঘটক উঠিয়া বলিলেন, এক্ষণে গমন করি—আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিব কিন্তু ভবিতব্যই মূল, প্রজাপতি যাহা নিবন্ধন করিয়াছেন তাহাই ঘটিবে।

এদিকে পক্ষিরাজ ডাকযোগে এক পত্র পাইয়া আহ্লাদে মগ্ন হইলেন। ঐ পত্র শ্রীমতী ভুবনময়ীর স্বাক্ষরিত। যে প্রকার রুক্মিনী শ্রীকৃষ্ণকে আপন গলিত অঞ্জনে প্রেমার্দ্রচিত্রে লিখিয়াছিলেন সেই প্রকারে ঐ লিপি বিরচিত। ভুবনময়ী লিখিতেছেন—হে আগড়ভম! তোমার রূপ যৌবন গুণ ঐশ্বর্য জগতে বিদিত—কোন্ অঙ্গনা তাহা শ্রবণ করিয়া মোহিত না হয়? আমার বাল্যাবস্থায় পতি বিয়োগ হইয়াছে, যদিও শাস্ত্রানুসারে ব্রহ্মচর্য অনুষ্ঠান মুখ্য কল্প, কিন্তু মতান্তরে বিধবা বিবাহের নিষেধ নাই। যাজ্ঞবল্ক্য, দেবল ও পরাশরের বচন অনুসারে পুনরায় পতি করিতে ইচ্ছুক হইয়া বহুকালাবিধ সুপাত্র অন্বেষণ করিতেছি—অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ মগধ দ্রাবিড় পর্যন্ত তত্ত্ব করিতে ত্রুটি করি নাই, কিন্তু আপনার তুল্য সুপাত্র চক্ষেও দেখি নাই, কাণেও শুনি নাই—পুস্তকেও পড়ি নাই, ধ্যানেও পাই নাই—তোমা ভিন্ন আর কাহাকে মাল্য প্রদান করিতে পারি? আমার

অসংখ্য ধন আছে—আমি অমুকের কন্যা, কেবল মাতা বর্তমান, আমার বিষয় আশয় রক্ষা করিবার কর্তা নাই, এক দিবস নন্দনবাগানের টোলের নিকট আসিলে সাক্ষাতে সকল কথা বলিব নতুবা প্রত্যুত্তর পাইলে আমার সহচরী রত্নমালাকে আপনার নিকট পাঠাইয়া দিব। পক্ষিরাজ উক্ত লিপি পড়িয়া লোভ ভরে ও উদ্বাহ বাসনায় ডগমগ হইয়া বিরল স্থানে গিয়া বসিলেন, এবং বিগলিত নয়ন বিলোলিত রসনাযুক্ত হইয়া বিবিধ প্রকার ভাবিতে লাগিলেন—আমার কি এত রূপ—এত গুণ—তবে তো আমি আত্মবিস্মৃত—তবে তো আমি অঞ্জনাপুত্র, কি আশ্চর্য! বিধবা বিবাহে কি দোষ?—এখন কি করি?—কোন্ মেয়েটিকে বিয়া করি? একটা কি ডঙ্কাকে দিব? না—ও কি আমার কুলের পুরুত? আমি দুটো মেয়েকেই বিয়ে করে সব শালাকে কলা দেখাইয়া ডেং ডেং করিয়া চলে যাব। যাহাহউক, শেষ দশাটায় কপালে খুব সুখ ছিল—এক পক্ষ বারাকপুরে থাকিব —এক পক্ষ নন্দন বাগানে থাকিব—ঐ দুই স্থান আমার বৈকুণ্ঠধাম হইবে। যদিও দুই পক্ষে দুই স্থানে বাস করিব, কিন্তু কোন পক্ষেই আমার অমাবস্যা হইবে না—আমার দুই পক্ষেই শুক্লপক্ষ—বারমাস বসন্ত—সদাই সুখের ভ্রমর গুন২ রব করিবে—কোকিল কুহু২ করিবে—মলয় পবন সুমধুর বহিবে—ফুলেল আতর ও গোলাপের ছড়াছড়ি হইবে—দিন রাত্রিতে হাজার২ টান মারিবা ছেলেরা বাবা২ করিয়া বুকের উপর ঝাঁপিয়া উঠ্‌বে—এখন বিয়ে দুটা হলে হয়। এই সময়ে "ওমা সিংহ দিয়া অস্থর কামড়ানী—ডঙ্কফোস ধরণী" এই গান পক্ষিরা চীৎকার করিয়া ধরিল, এদিকে ডঙ্কেশ্বর দৌড়ে পক্ষিরাজের নিকট আসিয়া হি২ করিয়া হাসিয়া বলিল—কি বাবা, আজ যে তোমাকে পরমহংস দেখ্‌ছি? পক্ষিরাজের চটক ভাঙ্গিয়া, চল২ বলিতে২ চিঠি খানি বালিশের নীচে গুঁজিয়া রাখিলেন। ও কি আমাকে দেখাও বলিয়া ডঙ্ক ঝুঁকে পড়িল, পক্ষিরাজ বালিশের উপর একেবারে শুয়ে পড়িলেন—সাক্ষাৎ সুমেরু পর্বত—কাহার সাধ্য তাহাকে নাড়ে। পরদিবস ঘটক উপস্থিত হইলে পক্ষিরাজ প্রাণপণে আপন শরীরকে নত করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু স্বীয় ভর সামাল্‌তে না পারাতে একেবারে হুমড়িয়া পড়িয়া গেলেন। হাঁ২ বর পড়িল—বর পড়িল২ এই বলিয়া সকলে চীৎকার করিয়া উঠিল। পক্ষিরাজ কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া স্থির হইয়া বসিলেন এবং আপন সৌন্দর্য প্রকাশার্থ কোঁচার কাপড় দিয়া গোঁপ, ভুরু, নাক ও মুখ পুঁছিতে লাগিলেন। ঘটক বলিল আগামি মাসের পোনেরই উত্তম দিন অতএব ঐ দিবসে একেবারে লগ্নপত্র হইবে—আমার আজ অনেক বরাৎ আছে এক্ষণে উঠিলাম, আর২ পক্ষিরা বলিল, মহাশয়! এঁর তো হল, আমাদের বিষয়

ভুল্‌বেন না। ঘটক বলিল, আমাকে কিছুই বলিতে হইবে না, এমন চাঁদের হাট ছাড়িয়া কোথায় পাত্র অন্বেষণ করিব?

ঘটক গমন করিলে পক্ষিরাজ নির্জন স্থানে বসিয়া ভাবিতেছেন—বারাকপুরণী তো আমার হলেন, এখন নন্দনবাগানীকে কেমন করে পাই। যে পর্যন্ত চক্ষুঃ কর্ণের বিবাদ না ঘুচিয়া যায় সে পর্যন্ত সাতিশয় অস্থির হইতেছি। হায়! আমার চিত্ররেখা নাই, কে তাঁহাদিগের প্রতিমূর্তি লিখিয়া দেখায়? বারাকপুরে এক্ষণে যাইতে পারি না, নন্দনবাগানে আজ সন্ধ্যার অগ্রে যাইব।

প্রবৃত্তিই মূল আর আশা বলবৎ হইলে কি না হইতে পারে? পক্ষিরাজের মন ব্যাকুল—কেবল সূর্য অবলোকন করিতেছেন, বেলা কতক্ষণে অবসান হয়, এক২ বার ইচ্ছা হয় রাবণের ন্যায় দিবাকরকে অস্ত যাইতে আজ্ঞা দেন। অন্যান্য পক্ষিরা ধূম বৃষ্টি করিতেছে, কিন্তু তিনি অতি নরম ভাবে এক২ টান মারিতেছেন ও পাছে চক্ষের ভাবে মনের ভাব প্রকাশ হয় এজন্য নয়ন মুদিত করিয়া আছেন, অন্যান্য দিনের ন্যায় প্রাণ ঠাণ্ডা প্রকরণের কিছুই আদর করিতেছেন না। ক্ষণেক কাল পর দ্বিজ সকল নানা প্রকার মাদকতায় মত্ত হইয়া ডানা ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। পক্ষিরাজ আস্তে২ উঠিয়া চাদর খানা মস্তকে উষ্ণিষ করিয়া বাঁধিয়া একটু আতর লেপন করিয়া হাঁপাতে২ নন্দনবাগানে উপস্থিত হইলেন। পূর্ণিমার চন্দ্র প্রকাশ হইতেছিল, পক্ষিরাজের মনে উদয় হইল, যেন ভুবনময়ী ঐ—জানালায় বসিয়া বদনের বসন খুলিয়া সুধাংশু তুল্য হাস্য করিতেছেন। টোলের প্রান্তভাগে একজন শাঁখা হাতে ছিপি করা কাপড় করা প্রাচীনা স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়ছিল, সে ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল, সেনজ মহাশয়! এত বিলম্ব কেন? আমার নাম রত্নমালা। পক্ষিরাজ থর২ করিয়া কাঁপিতে২ বলিলেন, আমার ভুবনময়ী তো ভাল আছেন? রত্নমালা বলিল, ভাল আর কই? তোমাকে দেখলেই ভাল হবেন। অমনি পক্ষিরাজ সজল নয়নে বললেন, ভুবনময়ীকে গিয়া বল তাঁহার চিহ্নিত দাস আসিয়া চাতকের ন্যায় চাহিয়া আছে, সন্দর্শন বারি প্রদান পূর্বক কিঙ্করের তাপিত মনকে শীতল করুন—ওগো রত্নমালা! যদি এ সম্বন্ধ নির্বন্ধ হয় তবে তোমাকে রত্নমালা দিব। সহচরি বলিল, আপনি স্থির হইয়া ঐ জানালার নীচে বসুন, আমি সেই স্থির বিদ্যুল্লতাকে আনিয়া দেখাই। এই বলিয়া রত্নমালা প্রস্থান করিল। এদিকে পক্ষিরাজ শয্যাকণ্টকির ন্যায় অস্থিরচিত্তে বসিয়া রহিলেন। ক্রমে এক ঘণ্টা, দুই ঘণ্টা, তিন ঘণ্টা গত হইল, কাহারো দেখা নাই—যাবতীয় অপরিষ্কার স্থানের মশা ও ডাঁশ গাত্রে বসিতেছে—তিনি দুইহাত দিয়া গা ও পিট চাপড়াইতেছেন। কাহার উচ্চ বার্তা নাই—কেবল শৃগাল ও কুক্কুর গুলা এক২ বার ডাকিতেছে ও

নিকটস্থ কলুর ঘানি ক্যাঁ২ করিয়া শব্দায়মান হইতেছে। পক্ষিরাজের মন সাতিশয় বিচলিত হওয়াতে গাদা রাগে "কেন আমারে বারে২ বল তুমি তাঁর" এই টপ্পা বিষাদে গান করিতে আরম্ভ করিলেন, ইত্যবসরে জানালার উপর দিয়া টিকা-গোলা আলকাতরা কালি চূণ তাঁহার মস্তকে ছর২ করিয়া পড়িল। পক্ষিরাজ অমনি ধড়মড়িয়া উঠিয়া একি একি বলিয়া উপরে দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না—তাঁহার সমস্ত অঙ্গ বিবর্ণ হইয়া গেল ও গা মাথা আলকাতরায় চট২ করিতে লাগিল। মত্ততার এমনি গুণ যে চক্ষে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলেও দেখে না, পক্ষিরাজের বিবেচনা হইল, উপস্থিত কর্ম শব-সাধনের ন্যায়, প্রথমে ভয় প্রদর্শন চরমে ইষ্ট লাভ হয়। এরূপ কর্মে যে২ মহাত্মা প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কাহার অগ্রে সুখ হইয়াছে? ফরহদ শিরির জন্য কি না করিয়াছিল? লৈলার জন্য মজ্‌নুর জ্ঞান ছিল না—তাহার মাথায় কাকে বাসা করিয়া ডিম পাড়িয়া ছানা করিয়াছিল—তথাপি তাহার চেতনা হয় নাই। স্বয়ং মহাদেব কৈলাস ত্যাগ করিয়া কুচনিপাড়ায় বাস করিয়াছিলেন। এইরূপে মনকে সান্ত্বনা দিতেছেন, ইতিমধ্যে এক ধামা সিমুল তুলা ও চাউলের কুঁড়া মাথায় গায়ে পড়িয়া আলকাতরার সহিত একেবারে লিপ্ত হইয়া গেল, তখন আগড়ভম ভোম হইয়া স্বীয় শরীর ও জানালার প্রতি এক২ বার দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু এক প্রাণীও দৃষ্টিগোচর হইল না, কেবল দূর থেকে খিল২ হাসির শব্দ হইতেছিল। পক্ষিরাজ আস্তে২ উঠিয়া রত্নমালা—রত্নমালা বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু কাহারও উত্তর পাইলেন না। নিকটে বাঞ্ছার মা নামে এক মাগী কেসোরুগী থাকিত, তাহার একটু তন্দ্রা হইতেছিল, পক্ষিরাজের হেঁড়ে গলার শব্দে নিদ্রা ভঙ্গ হওয়াতে সে বিরক্ত হইয়া বলিল—আ মর! তুই বেটা কে রে! এখানে রত্নমালা কোথায়? আমার কানাচে কেন গোল কচ্ছিস? মর্‌তে কি আর জায়গা পাস্‌নে?

পক্ষিরাজ নিস্তব্ধ হইয়া ভাবিতেছেন, এদিগে ডঙ্কেশ্বর হাহা করিয়া হাসিতে২ তাঁহার নিকট দৌড়িয়া আসিয়া কৌতুক ভাবে বলিল—এ কি বরের শয্যা না কি—বিয়ে হল কি? বাবা! ভাল ডুবে জল খাচ্ছ—তোমার পেটে এত বিদ্যা? বালিশের নীচে চিঠি পড়ে হদ্দ হয়েছি। পক্ষিরাজ অতিশয় অপ্রস্তুত হইয়া ডঙ্কেশ্বরের হাত ধরিয়া অধোবদনে নিজালয়ে চলিলেন। রাস্তার দোধারি লোক বলিতে লাগিল, অরে ভাই দেখ্‌সে আয়! একটা ধূম্রলোচন ও চিমাই মোড়ল চলে যাচ্ছে। ডঙ্কেশ্বর পক্ষিরাজের দুর্গতিতে মনে২ তুষ্ট হইয়া মৌখিক ভাবে বলিলেন—সেনজ! বড় উদ্বিগ্ন হইও না—বিলম্বে কার্য সিদ্ধি—ভুবনময়ী

তোমার মন বুঝে দেখ্‌ছেন—যে প্রকার তাঁহার লিপি তাহাতে এক বার আঁখির মিলন হইলেই দুই মন লোহা ও চুম্বক প্রস্তরের ন্যায় একেবারে লেগে যাবে—এই বলিয়া "কলা বউকে জ্বালা দিও না, গণেশের মা" এই গান গাইতে২ চলিতেছেন। পরদিন বৈকালে ঘটক আসিয়া উপস্থিত, অমনি পক্ষিরাজ কোঁচার কাপড় গায়ে দিয়া তাঁহার পায়ের ধুলি মস্তকে ধারণ করত কহিলেন, মহাশয়! কল্য কি পত্র হবে? ঘটক একটু বদন বিকট করিয়া বলিলেন, বাবু একটা গোলযোগ হইয়াছে—পরম্পরায় শুনা যাইতেছে, আপনি ধন লোভে আসক্ত হইয়া একজন বিধবাকে বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাহা হইলে আমি এ কর্মে হাত দিব না—এ পর্যন্ত একথা বলরামবাবুর কর্ণগোচর হয় নাই। পক্ষিরাজ জড়সড় হইয়া জিব কাটিয়া বলিলেন—মহাশয়, একথা কি বিশ্বাস যোগ্য? ভদ্র ঘরে এ সব কর্ম কখনই হইতে পারে না, আমার কুলশীল তো আপনি সকলই অবগত আছেন—আমি লাউসেনের পৌত্র—আর অধিক কি বলিব? ঘটক বলিলেন, তবে ভাল! কিন্তু জানি কি? তুমি সুপুরুষ—জোর কপালে, ধনের গাঁদি লাগা দেখে পাছে তোমার ধাঁদা লেগে যায়—সে যাহা হউক, বাবু তোমার গায়ে কি? কই কি—কই কি—বলিয়া পক্ষিরাজ তুলাগুলা রগ্‌ড়িয়া ফেলিতেছেন ও ভাবিতেছেন, কি বলি। সকলে উপস্থিতবক্তা হয় না ও মিথ্যা সাজানা বড় হনুরি, এদিগে ডঙ্কেশ্বর হা২ করিয়া হাস্য করিতেছে—পক্ষিরাজ তাঁহার ঘরের ঢেঁকি কুমীরে হাসিতে ত্যক্ত হইয়া বদন ও নয়ন ভঙ্গিতে নিবারণ করত বলিলেন—ঘটক মহাশয়, কাল রাত্রে একটা বাতশ্লেষ্মা বেদনা হইয়াছিল, এরগু তৈল ও তুলা দেওয়াতে অনেক বিশেষ হইয়াছে। ঘটক বলিলেন, বাবু! বায়ু প্রবল হইলে তাহার ঔষধই এই—এক্ষণে বারাকপুরে চলিলাম, কল্য লগ্নপত্র হইবে। ঘটককে উঠিতে দেখিয়া অন্যান্য পক্ষিরা বলিল, মহাশয়! আমাদিগের বিষয় ভুলিবেন না—আমরা আপনার গলার দড়ি! ঘটক প্রত্যুত্তর করিলেন, এত দড়ি হইলে আমাকে ত্বরায় কলসি তত্ত্ব করিতে হইবে; আপনারা একটু স্থির হউন—বিবাহের শিলাবৃষ্টি করিব—তোমাদিগের দেখিলে বোধ হয় আকাশে আর নক্ষত্র নাই, এমন সব সোণার চাঁদকে কত লোকে পায় ধরিয়া মেয়ে দিতে পারিলে বাপের সঙ্গে বর্তে যাবে।

পক্ষিরাজ ভাবি সুখে মন মগ্ন করিয়া একলা বসিয়া আছেন, এমত সময়ে এক খান পত্র আসিয়া উপস্থিত—লিপির শিরনামা দেখিবামাত্র তিনি কম্পিত হস্তে গ্রহণ পূর্বক চারিদিকে দৃষ্টিপাত করত মস্তক নত করিয়া বক্ষের নিকট খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। ঐ পত্র ভুবনময়ীর স্বাক্ষরিত। তিনি লিখিতে-

ছেন—"তব দর্শনার্থ সমস্ত রাত্রি জানালার নিকট বসিয়া অতি অসুখে কালক্ষেপ করিয়া ম্রিয়মাণ হইয়া আছি। রত্নমালাকে টোলের নিকট পাঠাইয়াছিলাম কিন্তু কিছুই সমাচার পাই না, অদ্য অবশ্য২ আসিবে—অনেক কথা আছে"। দুই তিন বার পত্র পড়িয়া পক্ষিরাজের মনে হইল। পক্ষিরাজ হইয়া তখনি গমন করেন, কিন্তু সে সময় ঐ বিষয়টি গোপন রাখিবার জন্য স্বীয় মন ও পদদ্বয়কে ক্ষণেক কাল বন্ধন করিয়া রাখিতে হইল। যদিও দুই পা শরীরের ভরে চলৎ শক্তি রহিত হইল, তথাচ মন কোন প্রকারে প্রবোধ মানিল না—তপ্ত ভাতের হাঁড়ির ন্যায় টগবগ করিয়া ফুটিতে লাগিল ও সর্বদাই এই বোধ হইতে লাগিল, যেন নন্দন-বাগান ঐ—গগনমণ্ডলে নবাভ্র বেষ্টিত শশধর ঐ প্রকাশ হইতেছে—ঐ রত্নমালা দাঁড়াইয়া সুমধুর বাণী বলিতেছে—ঐ ভুবনময়ী অলঙ্কৃত হইয়া হাস্যান্বিত বদন বিকশিত করিতেছেন। এক২ বার মনে হইতেছে—এ বন্ধন হইলে বারাকপুরের নিবন্ধন পাছে ফেঁসে যায় কিন্তু লোভের প্রাবল্য হেতু বুদ্ধি অস্থির হইতেছে, কোন্ দিক অবলম্বন করা কর্তব্য কিছুই স্থির হইতেছে না। বিধবা বিবাহ করিয়া কি প্রকারে পরিপাক পাইবে এ ভয় এক২ বার হইতেছে, অমনি উপায়ও উপস্থিত হইতেছে যে, অস্বীকার করিলেই সব দোষ ঢেকে যাইবে।

সন্ধ্যা না হইতে২ পক্ষীরাজ নন্দনবাগানে যাইয়া উপস্থিত। রত্নমালাকে দেখিয়া সজল নয়নে স্বীয় দুর্গতি ব্যক্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কেন ফিরে আইলে না? সহচরী আ মরি আহা২ করিয়া বলিল—আমার মুখে ছাই, সে কথা আর কি বলিব! পথে যাইতে২ আমার পেটের পীড়া হইয়াছিল, সেজন্য ফিরে আসিতে পারি নাই—সে যাহা হউক, আজি পাড়ি জমিয়ে দিব—আমি আগু২ যাই, তুমি পশ্চাৎ২ আইস। এই বলিয়া রত্নমালা ধূমাবতীর ন্যায় চলিল। যদিও কাকধ্বজরথ ও কুলা সঙ্গে ছিল না, তথাচ তাহার হাঁ দেখিলে বোধ হইত বিষ খাইতে উদ্যত হইয়াছে। পক্ষিরাজ হৃষ্টচিত্তে থপ২ করিয়া ধাবমান হইয়াছেন। ক্ষণেক কালের পর একটা ভগ্ন বাড়ীতে পৌঁছিলেন, সেখানে জনমানবের শব্দ নাই, কেবল কতকগুলা গোলা ও গেরওবাজ পায়রা বক বকম২ শব্দে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে ও রাশি২ আরসুলা দ্বিজত্ব অহঙ্কারে উড়িয়া বেড়াইতেছে। একটা অন্ধকার ঘরের ভিতর লইয়া সহচরী কানে২ বলিল—তুমি এইখানে একটু বইস, আমি সমাচার দি। পক্ষিরাজ করযোড় করিয়া বলিলেন—অগো! একটু শীঘ্র আইস—আমাকে যেন ধড়ফড়াতে হয় না। সহচরী বলিল, আমি এলুম বলে তুমি একটু স্থির হও। পক্ষিরাজ আষাঢ়ীয় বেঙের ন্যায় আশা প্রাপ্ত হইয়া ভাবিসুখের ডাঁশা অবলম্বনে কেশ ভুরু মোচ সুচারু বশতঃ স্বীয় শরীরের লাবণ্য

একং বার কটাক্ষ করিতেছেন ও নিজ আকর্ষণীয় রূপ জন্য হাস্য বদনে ক্রীড়া করিতেছেন, আর একং বার চঞ্চল হইয়া কলেবর ঈষদুত্তোলন পূর্বক উঁকি মারিয়া দেখিতেং ভাবিতেছেন, একবার দেখা হইলেই বলিব "দেহি পদপল্লব মুদারং"। কই রত্নমালা—কোথায় গেল, এখনও যে দেখা নাই। এই বলিতেং রত্নমালা একখানা নাটকানের রং করা কাপড় হস্তে করিয়া অতিশয় দ্রুতভাবে উগ্রচণ্ডীর স্বরূপ আসিয়া বলিল—অগো সেনজ! বড় বিপদ—ভুবনময়ীর মামা কেমন করে এ কথা শুনিয়া একটা মস্ত ঠেঙ্গা হাতে করিয়া আসিয়া বড় ধুম করিতেছে, তোমাকে দেখ্‌তে পেলে একেবারে হাড় চূর্ণ করিয়া দেবে। এখন যদি বাঁচ্‌তে চাও তো এই কাপড় খানা পরিয়া মেয়েমানুষের বেশে খিড়কি দ্বার দিয়া পলাও। ইহা শুনিয়া পক্ষিরাজের হরিষে বিষাদ হইয়া যেন দুর্যোধনের ন্যায় মৃতবৎ হইলেন। পরে আস্তেং উঠিয়া সহচরির আনীত শাড়ি পরিয়া কাঁপিতেং দাঁড়াইলেন। রত্নমালা আপন হাত হইতে দুই গাছা পিতলের মর্দ্দানা তাঁহার হাতে পরাইয়া অঞ্চল ও মাথার কাপড় ভাল করিয়া টানিয়া দিয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিল। খিড়কি দ্বারের আয়তন অল্প, এ কারণে নির্গত হইতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইল—বিস্তর কষ্টে উত্তীর্ণ হইয়া আঁস্তাকুড় ও কাঁটাবন দিয়া যাইতেং পক্ষিরাজের মনে হইল, মরি তাহাতে ক্ষতি নাই কিন্তু কাঁটাবন দিয়া গমন করা ততোধিক ক্লেশ। কিঞ্চিৎ কাল পরে, সরে রাস্তার উপর আসিলে রত্নমালাকে সকলে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, এ রূপসী কে গো সহচরী ঈষদ্ধাস্য করিয়া বলিল, ইনি আমার ব্যান। বেশং!—জুতা পরা কেন? এরা বাঢ়দেশের মেয়ে, জুতা পরিয়া থাকে। এইরূপ কথাবার্তা হইতেছে, ইতিমধ্যে ঘটক সম্মুখে আসিয়া পক্ষিরাজকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অমনি পক্ষিরাজ জুতাজোড়া রাস্তায় ত্যাগ করিয়া ঘোম্‌টা একটু টানিয়া দিয়া ল্যাগব্যাগং করিতেং নিকটস্থ একটা মুদির দোকানে প্রবেশ করিলেন। মুদি কাজ্‌লা চাউলের ভাত ও পায়রাচাঁদা মাছের চড়্‌চড়ি দিয়া আহার করিতেছিল, হঠাৎ অদ্ভুত আকার দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—কেগো তুমি—কেগো তুমি? পক্ষিরাজ হাত ও চক্ষের ভঙ্গি দ্বারা তাহাকে চুপ করিতে বলিতেছেন, কিন্তু বস্ত্র অতি ফিন্‌ফিনে ও নিকটে প্রদীপ জ্বলিতেছিল, এজন্য গোঁপ একেবারে দেদীপ্যমান হইল। যদিও তিনি গোঁপের উপর হাত রাখিয়া ভূরিং ও ভূয়ং সঙ্কেত করিলেন, কিন্তু মুদি বলিল—তোমাকে দেখে আমার বড় সন্দেহ হইতেছে, তুমি দোকান থেকে বাহির না হইলে আমি এখনি চৌকিদারকে ডাকিব। এদিগে বাগবাজারের নব্য দল মশাল জ্বালাইয়া নিশান তুলিয়া ঢোল বাজাইতেং "বৌ আস্তে গেছে তারা ঘরে নাই

গো” এই গান গাইতে২ দোকানের নিকট আসিয়া উপস্থিত—পক্ষিরাজ দেখিলেন বিপদ সমূহ—ঘটক মহাশয় চাপাহাসি বদনে গলা খাঁকরি দিয়া অগ্রবর্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সেনজ মহাশয়, ব্যাপারটা কি ? ওদিগ থেকে ডঙ্কেশ্বর সকল পক্ষিকে লইয়া হাহা২ হাস্য করিতে২ বলিল, একি মহাদেবের মোহিনী বেশ নাকি ? বাবা ডুবে জল খুব খেলে, এখন যাদের মড়া তাদের কাছে এস, এই বলিয়া পক্ষিরাজের হাত ধরিয়া লইয়া চলিলেন। পশ্চাৎথেকে হুওর গর্‌রা—হাত্‌তালির চোট—ঢোলের চাটি ও গানের গলাবাজিতে চতুর্দিক কম্পমান হইতে লাগিল, ঘটক দৌড়ে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তবে লগ্নপত্র কি কাল হবে ? ডঙ্কেশ্বর বলিলেন, একেবারে কলসী কাচা ধক্কে ও সুঁদরি কাষ্ঠের সহিত হবে। পক্ষিরাজ বাটীর নেকৃটা নেকৃটি হইয়া রাগ না সম্বরণ করিতে পারিয়া হুম্‌কে ফিরিয়া বলিলেন—বিট্‌লে বামুন, তোর এই কর্ম—র রে বেটা তোর মাথা ভাঙ্গব—তুই জানিস নে আমি লাউসেনের পৌত্র। ঘটক বলিলেন—আরে বেটা তুই যা—আমিও কুমড়ো শর্মার দৌহিত্র।

প্রায় সকলে মনে২ বোধ করে, আমি বড় বুদ্ধিমান। নির্ব্বুদ্ধিতা প্রচার হইলে অহঙ্কারের খর্বতা হয়, তাহার মহা অসুখ হইয়া থাকে। পক্ষিরাজ কিছু দিন ম্লানভাবে থাকিলেন, পরে তাঁহার ও দলস্থ সকলের অতিশয় অনাটন হওয়াতে গাঁতের মাল কিনিতে আরম্ভ করিলেন, এইরূপ দশ দিন করিতে২ এক দিন ধৃত হইয়া বিচারান্তে সকলের সাজা হুকুম হইল। যৎকালীন আদালত হইতে তাঁহারা জেলে যান তৎকালীন যে প্রাচীন ব্যক্তির সহিত জয়হরির হেদোতে সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তিনি রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন—জয়হরিকে দেখিয়া নিকটে আসিয়া দুঃখ প্রকাশ পূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবু এ কি ! তখন জয়হরির একটু চেতনা হইয়াছে, আপন বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিলে প্রাচীন বলিলেন, বাবা ! এক্ষণে উপায় নাই, লোকে সঙ্গ অথবা কর্ম দোষেই মজে যায়, এটি সদা সর্বদা স্মরণ না থাকিলে ভারি বিপদ ঘটে—এক্ষণে জগদীশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করি, তুমি খালাস হইয়া সাধুসঙ্গ করিও এবং মনে রাখিও যে কুসঙ্গ ও নেসাতেই সর্বনাশ।

৪ জাতি মারিবার মন্ত্রণা।

কলিকাতায় শনিবারকে কোন২ বাবু মধুর শনিবার ও কোন২ বাবু সোণার শনিবার বলিয়া থাকেন, কারণ শনিবার রাত্রে নানাপ্রকার আয়েস মজা ও চোহেল হয়। গত শনিবারে ভবশঙ্করবাবু কুঠির কর্ম আস্তে ব্যস্তে শেষ করিয়া

আসিয়া নিজ বাটীর বৈঠকখানায় বসিলেন। সন্ধ্যা না হইতে২ বাবুর পারিষদগণ প্রেমচাঁদ দত্ত, দিগম্বর বাচস্পতি ও হলধর গোস্বামী উপস্থিত হইলেন।

ভবশঙ্কর। (তাকিয়া ঠেসান দিয়া আলবোলার নল ভড়র২ টানিতেছিলেন, পারিষদ্দিগকে দেখিয়া আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইয়া বলিতেছেন)—এত বিলম্ব কেন কেন? অদ্য শনিবার—তোমরা কি ঘুমিয়াছিলে?—অরে—বলা—বলা—বলা!

বলরাম চাকর। এজ্ঞে—এজ্ঞে।

ভবশঙ্কর। আরে বেটা! পাঁচ ডাকের পর আজ্ঞে—নীচে গিয়া দেখ্ দেখি হান্‌পে আসিয়াছে কি না? আর চার পাঁচ বোতল ব্রাণ্ডি ও বরফ শীঘ্র আন।

বলরাম। হানিপ ঝুড়ি ঢাকা দিয়া দাঁড়াইয়া আছে, আর মোশাই কাল বলেছিলি যে হানিপ দাড়ি কামায়ে মালা পরে এস্‌বে—সে সব করেছে—এজ তাকে গোঁসাই গোবিন্দের মত দেখাচ্চে।

ভবশঙ্কর। তবে তাকে আস্তে২ আসিতে বল্, আর তুই বোতল টোতল গুলা এনে দিয়া দোয়ার ভেজাইয়া দাঁড়া। যে আসিবে তাকে বল্‌বি আমার বড় মাতা ধরেছে—বুঝ্‌লি?

বলরাম। এজ্ঞে।

হানিপ টিপি২ বৈঠকখানার ভিতর যাইয়া নানাবিধ মাংসের কাবাব ব্যঞ্জন ও পোলাও ও রুটি উপস্থিত করিয়া দিল, এবং চতুর্দিকে ছুরি কাঁটা ও কাঁচের বাসন ও গ্লাস সাজান হইল।

ভবশঙ্কর। বাচস্পতি দাদা! আসুন ঠাকুরদিগের ভোগ দেওয়া যাউক।

বাচস্পতি। ওহে ভাই! একবার কোশা কুশীটা নেড়ে এলে ভাল হয় না? আমি এ সকল কিছুই মানি না, কিন্তু কি করি—যেখানে যেমন—সেখানে তেমন।

গোস্বামী। আমিও কোশা কুশী গঙ্গায় টেনে ফেলেছি, কিন্তু স্থান বিশেষে বুঝে চলি। খড়দহ প্রভৃতি স্থানে গেলে তিলক করি ও কৃষ্ণ২ বলি, আবার তেমন২ জায়গায় গিয়া রক্তচন্দনের ফোঁটা করি ও দুর্গা২ জপি, কোন২ স্থানে নাস্তিকতা প্রকাশ করি। আমি সকলকে তুষ্ট রাখি—আমার কুহক কেহই বুঝিতে পারে না।

প্রেমচাঁদ। এই তো বটে—বুদ্ধিমান পুরুষ আর কাহাকে বলে? কিন্তু এক্ষণে তো কেহ নাই, তবে সায়ং সন্ধ্যা করিবার আবশ্যক কি?

ভবশঙ্কর। প্রথমে বরফ দিয়া কিছু২ পাকা মাল খাও। পরে প্রত্যেকে তিন চারি গ্লাস ব্রাণ্ডি পান করিয়া মাংসাদি ভোজন করিতে লাগিলেন।

বাচস্পতি। ওহে ভাই সকল—যে শীতল দ্রব্য পান করিলাম ইহা ভুলিবার নয়। চিনির পানা মিছরির পানার মুখে ঝাঁটা মারি। এ সামিগ্রী পেটে গেলে পুত্রশোক নিবারণ হয়।

বলরাম। মোশাই পূজরি বামুন এসেনি—মা ঠাকরুণ বল্‌লে সে বাচ্‌রপতি গিয়া ঠাকুরের আরুতি করুক।

বাচস্পতি। সর্বনাশ! ব্রাণ্ডি আমার মাথায় উঠিয়াছে—আমি দাঁড়াইতে পারি না। তুই বল্‌গে যা—আমি সায়ং সন্ধ্যা করিতেছি, সমাপ্ত হইতে অনেক বিলম্ব আছে, মিঠাই ওয়ালার দোকানে এক জন ব্রাহ্মণ আছে তাকে লয়ে কর্ম শেষ করিয়া দিগে।

ভবশঙ্কর। রাম—বাঁচলুম! কৌশলে বাচস্পতি দাদা বৃহস্পতি!

বাচস্পতি। এক্ষণে সকলে মন দিয়া আমার একটা কথা শুন, হরিনাথ দত্ত ইংরাজদিগের সহিত প্রকাশ্য রূপে খানা খান, বাইবেল পড়েন, ক্রিষ্টিয়েন কি না না তা ঠিক বলতে পারি না কিন্তু আচার ব্যবহার সাহেবদিগের ন্যায়। তাঁহার ভগিনীর বিবাহে যে২ ব্যক্তি নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে বাবুর দলে রাখা উচিত হয় না।

অন্য দুই জন পারিষদ। তার সন্দেহ কি? হরিনাথ দত্ত বেটা কি হিন্দু? আরে বেটা অখাদ্য খাবি ঘরে বসে খা, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে অস্বীকার কর্‌—ইংরাজদিগের সঙ্গে প্রকাশ্যরূপে আহার করিয়া জাতি মজাইবার কি আবশ্যক? সে বেটা যেমন ধাষ্টেমো করে তেমনি তাহার সমুচিত দণ্ড করা কর্তব্য; তাহার নিমন্ত্রণে যে২ ব্যক্তি গিয়াছিল তাহাদিগকে দল হইতে দূর করা উচিত।

ভবশঙ্কর। কিন্তু হরিনাথ দত্ত দেনা পাওনায় ও অন্যান্য ব্যবহারে অতি ভদ্র।

বাচস্পতি। আরে সে বেটার আদৌ হিন্দুয়ানিই নাই, ভদ্রতা কি প্রকারে হইবে?

ভবশঙ্কর। তবে আমি কালই দলের প্রধান২ ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ত্বরায় বৈঠক করিব।

বাচস্পতি। অবশ্য—অবশ্য—, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন সর্বদাই করিতে হইবেক। আপনকার পিতৃ পিতামহ পুণ্যবান ছিলেন। তাঁহাদিগের দেবালয় দ্বাদশ মন্দির অতিথিশালা ঘাট ও অন্যান্য সৎ কর্মদ্বারা আপনার বংশ ধন্য হইয়াছে। হিন্দুয়ানি যাহাতে ভ্রষ্ট হয় এমত করিবেন না। উদ্‌যোগী হউন ও পাপের দণ্ড করুন।

ভবশঙ্কর। আমি অবশ্য যত্নবান হইব—এক্ষণে আর একটু২ কুক্কুটের মাংস আহার কর—তোমাদের যে কিছু খাওয়াই হইল না ?

বাচস্পতি। কুক্কুটের মাংস অতি উপাদেয়, মনু বিধি দেন যে বনকুক্কুট আমাদিগের খাদ্য। পূর্বে ঋষিরা গোমেদ করিতেন—বরাহের মাংসাদিতে শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন হইত। যদ্যপি প্রাচীনকালে চতুষ্পদ পশু আমাদিগের উদরস্থ হইত, বেত দ্বিপদ পক্ষী এক্ষণে কেন অখাদ্য হইবে ?

ভবশঙ্কর। বাচস্পতি দাদা! একটু পায়ের ধূলা দেও—তুমি শাস্ত্রের কল্পতরু, তোমার বালাই লইয়া মরি।

গোস্বামী। আমি আর একটু মদ্য পান করিব, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং মদ্য পান করিতেন। মাংসটা আহার করিতে বড় রুচি হইতেছে না। হান্‌পে বেটা জুতা পায়ে দিয়া আনিয়াছে। সে দিবস উইলসনের হোটেলে মাংস খাইয়াছিলাম, সে বড় উপাদেয়।

প্রেমচাঁদ। তবে তুমিও প্রকাশ্যরূপে আহার কর না কি ?

গোস্বামী। হাঁ বাবা, আমি কি কাঁচা ছেলে। মুখে চক্ষে কাপড় মুড়ি দিয়া এমন২ কর্ম শেষ করিয়া আসিয়াছি যে কাক পক্ষী টের পায় নাই।

প্রেমচাঁদ। তবে ভাল—দেখ যেন ধরা পড়ে মজো না—ভবশঙ্করবাবু বৈঠক করিলে হরিনাথ দত্ত বেটাকে মনের সাধে জব্দ করিব। আমি স্বয়ং গিয়া বক্তৃতা করিয়া ঐ বেটার বাটীতে যে২ গিয়াছিল তাহাদিগের সকলের জাতি মারিব। আমার গলাটা শুকিয়ে উঠিতেছে আর একটু মদ দেও, খাই। আজ রাত্রে আমার বাটী যাওয়া হইবেক না। মুখে কাপড় মুড়িয়া গলির ভিতর দিয়া যেমন করিয়া আসিয়াছি আমিই জানি। এখানে মুড়ি শুড়ি দিয়া এক পার্শ্বে পড়িয়া থাকিব, তাহার পর দেখিব হিন্দুয়ানি থাকে কি না—বাচস্পতি মহাশয় ! কালেতে সব ধর্ম নষ্ট হইল। হায়, হায়, হায় !—আফ্‌শোষ রাখিবার স্থান নাই।

বাচস্পতি। কেন হে বাপু ব্যাপারটা কি ? বাটী যাইবে না কেন ? স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদ হইয়াছে না কি ?

প্রেমচাঁদ। না মহাশয় বাজারের মহাজনের নিকট হইতে জিনিস লইয়া ব্যবসা করিয়াছিলাম, টাকা হাতে আছে কিন্তু দিব না। বিষয় আশয় যাহা করিয়াছি তাহাতে পুরুষানুক্রমে পায়ের উপর পা দিয়া দোল দুর্গোৎসব করিয়া সুখে কাল কাটাইব। সকল বিষয় বিনামি করিয়াছি কাহাকেও এক পয়সা দিব না, এ জন্য আমার নামে গেরেপ্তারি হইয়াছে, কি জানি ধরা পড়িলে জেলে যেতে হইবে।

বাচস্পতি। তা বটে তো—এ বাটী সে বাটী এক—স্বচ্ছন্দে থাক—হানি কি ?

আর কিছু কাল লুকিয়া থাকিলে গেরেপ্তারি কেটে যাবে। তারপর খুব বড়মানুষি করিয়া সব বেটাকে কাণা করিয়া দেও। হাতে টাকা থাকিলে সকলকে পাবে। —"অর্থস্ত পুরুষো দাসঃ"—পুরুষ অর্থের দাস।

গোস্বামী। অরে বলা! অরে একটা বোতল খোল—আমার গলা শুকিয়ে উঠিতেছে।

কথাবার্তা কহিতে২ চারি জনায় ক্রমে২ এত মদ্য পান করিলেন যে সকলেই বেহুঁস ও ভোঁ হইলেন। বাচস্পতি কলিকা হইতে দুই তিন খানা টীকা লইয়া বাতাসা বোধে কচ্‌মচ্‌ করিয়া খাইতে২ বলিলেন, হায়! কলিতে হিন্দুয়ানির সঙ্গে বাতাসার মিষ্টতাও গেল।

প্রেমচাঁদ। দেখো, বৈঠকটা যেন রবিবারে হয়, তা না হইলে আমার আসা ভার।

বাচস্পতি। তুমি না থাকিলে বক্তৃতা কে করে? তোমার তুল্য কৌশল বক্তা কে আছে। বাবা হিন্দুয়ানি যেন যায় না—(দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগানন্তর) "গেল গেল গেল হিন্দুয়ানি"—

প্রেমচাঁদ। মহাশয়, উদ্বিগ্ন হইবেন না, আমার প্রাণ দিয়া হিন্দুয়ানিকে বজায় করিব, আমার ইচ্ছা হইতেছে যে হরিনাথ দত্তের মাথাটা কেটে আনি।

ভবশঙ্কর। গোঁসাই মামা—ভাই একটা যাত্রার গান গাও না। (এই বলিয়া প্রেমচাঁদের পিট টিপ২ করিয়া বাজাইতে লাগিলেন)।

বাচস্পতি। শাস্ত্রব্যবসায়ী হওয়া বড় দায়—অশুদ্ধ শুনিলেই শুদ্ধ করিতে হয়। গোঁসাই মামা বলিয়া কি ভাই বলে? বলিতে হয়—গোঁসাই বাবা—ভাই একটা গান গাও না।

গোস্বামী। আমাকে মামাই বল—বাবাই বল—দাদাই বল, আর কোন মিষ্ট কুটম্বিতার কথা বলিয়া সম্বোধন কর আমি সেই গোঁসাই। আমার জ্ঞান টন্‌টনে —আমি গাই—শুন। এই বলিয়া বাগীশ্বরী রাগীণীতে গম্ভীর স্বরে এক খেয়াল ধরিলেন—মেঁা—য়ে—য়ে—য়ে—য়ে—লা—লা—লা—লা—গি—গি—গি—গি—

বাচস্পতি। আরে বাবু, এ গান বুঝিতে গেলে আকোনের কাছে গিয়া ফার্শি পড়িতে হয়। সাদা সিদে রকম মজাদারি একটা আড়খেম্‌টা যাত্রার গান গাও।

গোস্বামী। যাত্রার গান আরম্ভ করিবামাত্র সকলেই দাঁড়াইয়া ধিং২ করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। নেসার জোরে পা নেটিয়া পড়িল, এজন্য টুপভুজঙ্গ হইয়া পরস্পরের ঘাড়ের উপর পা, পায়ের উপর ঘাড় দিয়া চালচিত্রের পুত্তলিকার ন্যায়

করিয়া পড়িয়া গেলেন ও শিয়াল ডাক কুকুর ডাক বিড়াল ডাক ডাকিতে লাগিলেন। বলরাম এ সকল দেখিয়া প্রদীপ নির্বাণ করণানন্তর দোয়ারে চাবি দিয়া ভোজন করিতে গেল। বাটীর দরওয়ানকে সম্মুখে দেখিয়া বলিল, ভাই পেটের জালায় চাকরি করিতে আসিয়াছি বটে, কিন্তু এ ভণ্ড ব্যলিক বেটার হাত হইতে কবে মুক্ত হইব!

৫ জাতি রক্ষার্থ সভা।

গত রবিবার ভবশঙ্কর বাবুর ভবনে জাতিরক্ষার্থ এক মহা সভা হয়। অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও কায়স্থ মহাশয়েরা উপস্থিত ছিলেন। যে ঘরে বৈঠক হয়, সে ইংরাজী রকম সাজান অর্থাৎ তথায় মেজ, চৌকি, কৌচ ইত্যাদি সকল ছিল।

রামভট্ট দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—আহা কি অপূর্ব সভা হইয়াছে! এ সভা রাজা যুধিষ্ঠিরের সভার ন্যায়—কলিকাতার পুলস্ত অঙ্গিরা গৌতম ভরদ্বাজ যাজ্ঞবল্ক্য ও ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ প্রভৃতি সকলেরই সমাগম হইয়াছে, আর ভবশঙ্কর বাবুর ভবন কৈলাসধাম তুল্য দৃষ্ট হইতেছে।

ভবশঙ্কর। রাজীব—রাজীব—রাজীব!

সভার দশ পোনের জন। অহে রাজীবকে ডাক—রাজীবকে ডাক—কর্তা ডাকিতেছেন।

রাজীব। আজ্ঞে।

ভবশঙ্কর। সভার জন্য সকল চিঠি বাঁটা হইয়াছে?

রাজীব। আজ্ঞে হাঁ—বাঁটা হইয়াছে।

ভবশঙ্কর। কেমন উমাশঙ্করবাবু কি বলিলেন?

রাজীব। আজ্ঞে তাঁহার একটা দেওয়ানি মোকদ্দমা পড়িয়াছে। তিনি দিনরাত সাক্ষিদিগকে তালিম দিতেছেন—তাঁহার তিলার্ধ অবকাশ নাই।

ভবশঙ্কর। কালীশঙ্করবাবু কি বলিলেন?

রাজীব। তিনি দেনা উড়াইবার জন্য চন্দননগরে পটাকশন লইয়া ইনসালবেণ্টের কাগজ তৈয়ার করিতেছেন, আর অদ্য তাঁহার বাটীতে একটা মোয়াফেল হইবে তাহাতেই ব্যস্ত আছেন।

ভবশঙ্কর। তারিণীশঙ্করবাবু কি বলিলেন?

রাজীব। আজ্ঞে, তাঁহার বাগানে অদ্য রাত্রে খ্যাম্‌টার নাচ হইবে এজন্য ছেলে পুলে সকলকে সঙ্গে করিয়া বাগানে গিয়াছেন।

ভবশঙ্কর। রামশঙ্করবাবু কি বলিলেন ?

রাজীব। তিনি মদনমোহন সিংহের কিছু জমি কাড়িয়া লইয়াছেন এজন্য চারেক্টের মোকদ্দমায় পড়িয়াছেন—অদ্য প্রাতে দারোগার নিকট তদ্বির করিতে গেলেন।

ভবশঙ্কর। হরিশঙ্করবাবু কিঁ বলিলেন ?

রাজীব। (কাণে কাণে)তাঁহার বাটীতে সাহেব সুভোদিগের একটা খানা আছে, আর তিনি নেসা করিয়া পড়িয়া গিয়াছিলেন, পা ভাঙ্গিয়া বসিয়াছেন।

ভবশঙ্কর। শিবশঙ্করবাবুর সহিত কি দেখা হইয়াছিল ?

রাজীব। আজ্ঞে তাঁহার মত উল্‌ট—তিনি বলেন আজ্‌কের কালে কে না কি করিতেছে ?—ঠক বাচ্‌তে গাঁ ওজড় হইবে, বরং শাক দিয়া মাছ ঢাকা ভাল—অধিক খোঁচা খুঁচি করিতে গেলে পাছে কেঁচো খুঁড়িতে২ সাপ বেরোয়।

বাচস্পতি। প্রাচীন হইলেই প্রায় বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পায়—হাঁ! তবে তাঁহার মতে নাস্তিকতার দমন করা কর্তব্য নয় ? মরি, কি সার বুঝেছেন! সে যাহা-হউক, এক্ষণে সভার কার্য আরম্ভ করুন।

ভবশঙ্কর সভ্যদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—আমি আপনাদিগের দলপতি, এজন্য দলসংক্রান্ত ভাল মন্দ কথা সকলই আমাকে বলিতে হয়। বাচস্পতি, দাদার মত যে আমাদিগের দল হইতে হরিনাথ দত্তকে বহিষ্কৃত করা কর্তব্য এবং তাঁহার ভগিনীর বিবাহ উপলক্ষে যে২ ব্যক্তি নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন তাঁহাদিগকেও ঠেলা উচিত। হরিনাথ দত্ত সর্ব প্রকারেই উত্তম লোক—শিষ্ট শান্ত নম্র সরল সত্যবাদী মিষ্টভাষী সৎ এবং পরোপকারী বটে—কিন্তু "গুণ হয়ে দোষ হইল বিদ্যার বিদ্যায়" হিন্দু কুলোদ্ভব হইয়া প্রকাশ্য রূপে ইংরাজদিগের সহিত আহারাদি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কেহ নিবারণ করিলে বলেন, আমি হিন্দু ধর্ম কিছু মানি না—আমি কোন দলের তোয়াক্কা রাখি না—আমি কোন বড়-মানুষের খাতির করি না, কেবল সৎ মানুষকেই সম্মান করি—আমার বিবেচনায় যাহা ভাল বোধ হইবে তাহা অবশ্যই করিব। এ সব কথাতো ভাল নয়—এক্ষণে আপনাদিগের মত কি ?

বাচস্পতি। কর্তা বাবু যাহা আজ্ঞা করিতেছেন তাহাতে বিন্দু বিসর্গ ভুল নাই। ভগবান ভবিষ্যৎ পুরাণে বলিয়াছেন—কলিতে অনেক অত্যাচার ও কুরীতি ঘটিবে, কিন্তু আপদ পড়িলে চেষ্টা ব্যতিরেকে কে উদ্ধার হইতে পারে ? অগ্নি গৃহে লাগিলে বিনা জলে কি নির্বাণ হয় ? রোগী পীড়াতে শয্যাগত হইলে বিনা ঔষধে কি আরোগ্য হয় ? তেমনি বিনা উদ্যোগে—বিনা পরিশ্রমে—বিনা যত্নে—বিনা উদ্যমে—বিনা প্রবল শাসনে কি হিন্দুয়ানি রক্ষা করা

যাইতে পারে ? দুষ্ট লোককে শীঘ্রই দমন করা কর্তব্য। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন।

"দুষ্টের দমন হেতু শিষ্টের পালন
যুগে২ জন্ম লই কুন্তীর নন্দন"।

আর২ সকলকে বোঝাতে পারছি না ব্যবহার বিরুদ্ধ কর্ম অতি বড় ভয়ানক। শাস্ত্রে বলে, যদ্যপি ভূত ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানজ্ঞ যোগী যোগ বলে সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে সক্ষম হন তথাপি লৌকিকাচার বিরুদ্ধ কর্ম কখন মনেতেও আনিবেন না।

গোস্বামী। (সমস্ত শরীরে হরিনামের ছাপ—মস্তকে নামাবলি বান্ধা—গলায় তুলসীমালার গোচ্ছা ও হস্তে একটা প্রকাণ্ড কুঁড়াজালি—হাই তুলিতে২ বলিতেছিলেন "কৃষ্ণহে তোমার ইচ্ছা") আহা! বাচস্পতি মহাশয়ের কথা গুলিন বেদবৎ প্রমাণ। কাহ্নর বাপের সাধ্য তাহার তু ব চ কাটে। প্রভু নিত্যানন্দন চৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইলেও হিন্দু ধর্ম রক্ষা হইল না, কিন্তু স্থায়িই বা কি ? যদুপতির সে অযোধ্যা পুরীই বা কোথায় ও রঘুপতির সে উত্তর কোশলই বা কোথায় ? সূর্যের গমনাগমনে প্রতিক্ষণে আমাদিগের আয়ুঃক্ষয় হইতেছে।

প্রেমচাঁদ। গোঁসাই মামার শ্মশান বৈরাগ্য দেখে আমি যে আর বাঁচি না! উপস্থিত বিষয়ে পরামর্শ দেও—এখন উদ্যমের সময়—আপনার কথা বার্তা শুনিলে উদ্যম ছুটে পালায়। হরিনাথ দত্ত ও তাঁহার বাটীতে যে২ গিয়াছিল, সে সব বেটাকে এক ঘরে করা যাউক।

গোস্বামী। ভবশঙ্করবাবুর সহিত আমার কেবল পাক পৈতার ভেদ—আমাদিগের একই মন—একই প্রাণ—তিনি যে পথে যাইবেন—আমিও সেই পথে যাইব—তিনি যা করিবেন—তাহাতেই আমার সম্পূর্ণ মত।

বাচস্পতি। এই তো বটে, না হবে কেন—যেমন বংশে জন্ম সেই মত কথা বার্তা—অহে বলরাম, নস্য দানিটা কোথায় ফেলিলাম ? গলাটা শুষ্ক হইতেছে এক ছিলিম তামাক পাইলে ভাল হইত।

বলরাম। (বাচস্পতির বড় অনুগত, কারণ তিনি কর্তার ডান হাত) মোশায়ের গলা শুংয়েচে এজন্য আমি তাই২ এনেছি।

বাচস্পতি রূপার গ্লাসের ঢাকুনি খুলিয়া দেখেন তাহার ভিতর বরফ ও ব্রাণ্ডি। কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া বলরামকে ইসারা করিয়া লইয়া যাইতে বলিলেন। হেমচন্দ্র দে বাচস্পতির নিকটে বসিয়াছিলেন, তিনি অতিশয় স্পষ্টবক্তা—গ্লাসের ভিতর দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কি ও ?

বাচস্পতি। আমার পৃষ্ঠে একটা বেদনা হইয়াছে এজন্য বলরাম এরণ্ড তৈল ও সৈন্ধব লবণ আনিয়াছিল।

হেমচন্দ্র। ভাল—ভাল—এ যে নূতন রকম এরণ্ড তৈল ও সৈন্ধব দেখিলাম। সংপ্রতি বিলাত হইতে আসিয়াছে বুঝি ?

রাজীব। মহাশয়! হরেকৃষ্ণবাবু ও রাজকৃষ্ণবাবু টুপভুজঙ্গ রকমে দরজায় উপস্থিত হইয়াছেন।

হেমচন্দ্র। টুপভুজঙ্গ কি ?

বাচস্পতি। "ভুজঙ্গঃ পবনাশনঃ" ইত্যমরঃ। টুপভুজঙ্গ অর্থাৎ অতি ভুজঙ্গ অর্থাৎ সর্পের ন্যায় সতর্ক।

রাজীব। (সাদাসিদে লোক—কোর কাপ বুঝে না) আজ্ঞে—তা নয়, টুপভুজঙ্গ অর্থাৎ ভুজঙ্গ ভুজকুড়ি অর্থাৎ মদ্য পানের পর বাক্যশক্তি গতিশক্তি হীন অবস্থাপন্ন, ঐ অবস্থায় শরীর জড়সড় হইয়া থাকে, ঘাড় নেটিয়ে পড়ে ও দুটি চোখ ঝিময় ও মিট২ করে, আর ইচ্ছা হয় যে পক্ষী হইয়া ছাতের উপর হইতে উড়ি। ভোঁ ও টুপভুজঙ্গ এরা মামাতো পিসতুতো ভাই।

বাচস্পতি। (রাগান্বিত হইয়া) তুমি আপনার কর্মে যাও—শব্দের অর্থ করা আমার কর্ম, তুমি বাটীর দেওয়ান, তোমার কর্ম অর্থের শব্দ করা। বড় মানুষের বাটীতে থাকিলে সব ঢেকে ঢুকে চলিতে হয়। পুরুষ সাকুব না হইলে তাহার নানা বিপদ ঘটে।

হরেকৃষ্ণ। (শরীর টলমল রামকৃষ্ণবাবুর কাঁধে হাত) ভবশঙ্করবাবু! আমি তোমার প্রস্তাবে পোষকতা করিব।

রামকৃষ্ণ। (গোলাবি নেসায় খিল২ করিয়া হাসিতেছেন) হরেকৃষ্ণ দাদা কিছু বেহিসিবি রকম গিয়াছেন—পূর্ণমাত্রা রাত্রেতেই লইবে—আমার একটা গান শুন দেখি—"না দেখে বঁধুকে প্রাণ যায়"!—

রামকৃষ্ণ যেমন তেড়ে গান ধরিয়াছেন, হরেকৃষ্ণ অমনি পড়িয়া গেলেন।

প্রেমচাঁদ। তৎক্ষণাৎ সম্মানপূর্বক হস্ত ধরিয়া লইয়া দুই জনকে পার্শ্বের ঘরে শুয়াইয়া রাখিয়া আসিলেন।

হেমচন্দ্র। হরেকৃষ্ণবাবু পড়িলেন কেন ?

বাচস্পতি। তাঁহার মৃগী রোগ আছে।

হেমচন্দ্র। তবে তাঁহাকে স্থানান্তর করা ভাল হইয়াছে, তিনি প্রস্তাব সকলে পোষকতা না করিয়া অগ্রে আপনাকে পোষকতা করুন।

প্রেমচাঁদ। এক্ষণে এই স্থির হইল, হরিনাথ দত্ত প্রভৃতিকে ঠেলা যাইবে।

সীতাপতি। মহাশয়! আমাকে রক্ষা করিতে হইবে, আমি নিমন্ত্রণে যাই নাই।
বাচস্পতি। কেন তুমি তো নিমন্ত্রণে উপস্থিত ছিলে?
সীতাপতি। আজ্ঞা আমি সভা দেখিতে গিয়াছিলাম।
বাচস্পতি। একাদিক্রমে পোনেরো দিবস সেখানে অবস্থিতি হইল কেন?
সীতাপতি। আজ্ঞা ঐটী আমার ভুল—আমাকে ক্ষমা করুন।
প্রেমচাঁদ। আচ্ছা বিষ্ণুস্মরণ করিয়া লিখে দেও। আর২ সকল দোষিরা ঠেলা রহিল—বেটাদের যেমন কর্ম তেমনি ফল।
হেমচন্দ্র। আমার ইচ্ছা ছিল না সভায় কিছু বলি, কিন্তু অন্যায় সহিষ্ণুতা করিতে পারি না। আমি কলিকাতায় অনেক দিন আছি—অনেক লোককে জানি, কিন্তু জাতি কি প্রকারে থাকে ও কি প্রকারে যায় তাহা বুঝিতে পারিলাম না। কলিকাতায় বাটী বাটীতে অন্বেষণ করিলে খানার ও মদের বিল ঝুড়ি২ বাহির হইবে, তবে হরিনাথ দত্তের অপরাধ কি?
বাচস্পতি। তোমার মত জন কয়েক লোক হইলেই হিন্দুয়ানি ত্বরায় অন্তর্ধান করিবে। বড় মানুষে গোপনে কে কি করে তাহার নিকাশ লইবার আবশ্যক কি? হরিনাথ দত্তের ন্যায় প্রকাশ্যরূপে হিন্দুয়ানি ঘাতক কর্ম কে করে? অন্যান্য কর্মে পার আছে, কিন্তু এ কর্মে যে সর্বনাশ উপস্থিত হইবে।
হেমচন্দ্র। তা বটে—এক্ষণে হিন্দুয়ানির মাহাত্ম্য বুঝিলাম। লুকাইয়া খাইলে পাপ নাই—প্রকাশ্যরূপে খাইলেই পাপ। কপটতা পূজ্য—সরলতা নিন্দনীয়। জুয়াচুরি ফ্রেবি জুলম জাল মিথ্যা শপথ এবং পরস্ত্রী হরণ এ সকল কুকর্ম বলিয়া ধর্তব্য নয়—এ সব কর্মে হিন্দুয়ানির হানি হয় না—চমৎকার বিধি! চমৎকার শাসন! ভদ্রলোকে অভদ্র কর্ম করিলে ভদ্র সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হয়। তোমরা যাবতীয় দুষ্কর্ম করিবে—দ্বার বন্ধ করিয়া যবনীয় আহার ও মদ্য পানে উন্মত্ত হইবে—তাহাতে দোষ নাই—তাহাতে অধর্ম নাই, কিন্তু অন্য কেহ দ্বার খুলিয়া ঐ আহার ও পান পরিমিতরূপে করিলে জাতিচ্যুত হইবে—এ রোগের ঔষধ কি?
প্রেমচাঁদ। (কোপিত হইয়া) তোর যত বড় মুখ তত বড় কথা?—মুখ সাম্‌লিয়া কথা কহ—ভদ্রলোকের গ্লানি করিস্? শীতল সিংহ!
হেমচন্দ্র। বিচার কর তো বিচার করি—তোমার গুণাগুণ তো সব জানা আছে—আর ধাঁটাও কেন?—শীতল সিংহকে ডাকিলে আমি গরম সিংহ হইব।
প্রেমচাঁদ। দন্ত কড়মড় পূর্বক মেজে আঘাত করিয়া মার২ বলিয়া হেমচন্দ্রের

উপর পড়িল। হেমচন্দ্র বলবান, প্রেমচাঁদকে দুই তিনটা পদাঘাত করিয়া ভূমিতে ফেলিয়া দিলেন। বাচস্পতি বিপদ দেখিয়া মনে করিলেন, পাছে ফৌজদারি ঘটে এজন্য কর্তা বাবুকে ইসারা করিয়া আপনি বাটীর বাহিরে শিবের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া কোশা কুশী লইয়া বম২ বম২ শব্দ করিতে লাগিলেন—অন্য দিকে দেখেও দেখেন না। ভবশঙ্কর অন্তঃপুরে গিয়া পত্নির অঞ্চল ধরিয়া কম্পান্বিত কলেবরে গবাক্ষ হইতে দেখিতে লাগিলেন। প্রেমচাঁদ ভাবিলেন অদ্য রাত্রে বেলি গারদে থাকিলে কল্য দেওয়ানী মোকদ্দমার গেরেপ্তারিতে জেলে যাইতে হইবে, এ কারণ গায়ের ধুলি ঝাড়িয়া অধোমুখে আস্তে২ প্রস্থান করিলেন। গোস্বামী "কৃষ্ণহে তোমার ইচ্ছা" বলিতে২ সট্ করিরা সরিয়া পড়িলেন। সভার অন্যান্য লোক সকল মারামারি দেখিয়া ভয়ে ছুটে পলাইয়া গেল। হেমচন্দ্র ক্রমে২ সভা শূন্য দেখিয়া হাসিতে২ বলিতে২ চলিলেন—বাবুদের যেমন হিন্দুয়ানি—যেমন ধর্মে মতি—যেমন বিবেচনা—যেমন মন্ত্রণা—তেমন দৃঢ়তা—তেমন একাগ্রতা—তেমন বল—তেমনি সাহস!

৬ জাতি মারিবার বাসি মন্ত্রণা।

একে অমাবস্যার রাত্রি তাতে আকাশমণ্ডল নিবিড় মেঘে আচ্ছন্ন, প্রচণ্ড বায়ুতে বৃক্ষাদি দোদুল্যমান, চতুর্দিকে শিবা সকল শব্দায়মান, রাজা দুর্যোধন যুদ্ধক্ষেত্রে উরুভঙ্গে কাতর ও মনস্তাপে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছেন। পরে অর্ধ রাত্রিযোগে কৃপাচার্য, কৃতবর্মা ও অশ্বথামা নিকটে আসিলে অনেক উৎসাহ ও সান্ত্বনা পাইয়াছিলেন, সেইরূপ ভবশঙ্করবাবুর অবস্থা হইল। তিনি সভানন্তর অভিমান ও অপমানে মৃতবৎ হইয়া বৈঠকখানায় আসিয়া মুখে কাপড় দিয়া শয়ন করিয়া আছেন—প্রদীপ প্রান্তভাগে মিড়২ করিতেছে—বাটী নিঃশব্দ—ভাবনায় বাবুর নিদ্রা হইতেছে না, এপাশ ওপাশ করিতেছেন। ইতিমধ্যে বাচস্পতি, গোস্বামী ও প্রেমচাঁদ আস্তে২ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—মহাশয় কি ঘুমুচ্ছেন?

ভবশঙ্কর। কেমন করিয়া নিদ্রা হইতে পারে?—চিন্তা সাগরে মগ্ন হইয়াছি—তোমরা আমাকে গাছের উপর উঠাইয়া এ কর্ম কেন করাইলে?

বাচস্পতি। তাহাতে হানি কি? আর এমন মন্দই বা কি হইয়াছে? যুদ্ধ করিতে গেলেই যে জয় হয় এমত নিশ্চয় নাই—যুদ্ধে মহা২ বীরও পরাঙ্মুখ হয়, তবে খেদ কেন করেন—উঠিয়া বসুন।

গোস্বামী। তা বটে তো, মাছ ধরিতে গেলেই গায়ে কাদা লাগে—আর কথাই আছে—"আমি তো মদ্য বটি, চিড়ে কুটি, যখন যেমন তখন তেমন"।

প্রেমচাঁদ। ভাল বলিতেছেন—মহাশয় বিস্ময়ান কেন হন্—অপমান তো আমার পিঠের উপর দিয়া গিয়াছে, আমি বেদনায় পিঠ নাড়িতে পারি না, মহাশয় কেন কাতর হন?

ভবশঙ্কর। তা বটে—কিন্তু আমাকে তো পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচাতে হইল—এ কর্ম করিবারই আবশ্যক কি ছিল?

বাচস্পতি। তাতে দোষ কি? দেশ-কাল-পাত্র বুঝিয়া সকল কর্ম করিতে হয়, আপনি উঠিয়া বসুন—মহাশয় দুঃখিত থাকিলে আমরা কিরূপে প্রাণ ধারণ করিব? একটা ব্রত উদ্‌যাপন করাইতে হইয়াছিল, এজন্য আহারের কিছু ব্যতিক্রম হয়—উদরের দোষ জন্মিয়াছে, বলরাম সেই দ্রব্য আনো তো?

বলরাম। (আপনা আপনি বলিতেছে) শালারা মদও খাবে আবার সভাও করবে ও জাত মারবে।

প্রেমচাঁদ। হেমচন্দ্র দে বেটাকে ধরিয়া আনিয়া ঘা কতক দিলে ভাল হয় না?

বাচস্পতি। পল্লীগ্রাম হইলে হইত—সহরে ছুঁতে মাছি কাটে—বাপ রে? এখানে কৌশলের দ্বারা সকল করিতে হইবে—ধরি মাছ, না ছুঁই পানী।

প্রেমচাঁদ। তবে একটা জাল হপ্তম্ করিয়া জব্দ করিলে হয় না?

বাচস্পতি। সে বরং ভাল—কিম্বা মফঃস্বলে দারোগার সঙ্গে যোগ করিয়া কোন ভারি তহমত দাও। "সরলে সরলশ্চৈব শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ" সরল ব্যক্তির সঙ্গে সরল ব্যবহার করিবে, শঠের প্রতি শঠতা করিবে।

বলরাম মদ্য আনয়ন করিয়া দিলে সকলেই প্রচুর পরিমাণে পান করিলেন।

ভবশঙ্কর। গোঁসাই! একটা গান কর দেখি, একটু আনন্দ করা যাউক।

গোস্বামী। ঘাড় বাঁকাইয়া গালে হাত দিয়া ঝিঝিট্ রাগিণীতে গাইতে লাগিলেন "গ্রাস করে কাল পরমায়ু প্রতি ক্ষ—ণে—ণে—"

বাচস্পতি। আর জ্বালাও কেন? পরমায়ু তো অদ্য গ্রাস হইয়াছিল সে কথা আর কেন? এক্ষণে রং দাও।

গোস্বামী। "ওলো আয়রে ব্রজের নারী এনেছি তরী, তোদের পার করি—হুড়ুর হো—হুড় র হো—হুড়ুর হো—"

বাচস্পতির চাদর খানা এক পার্শ্বে পড়িয়াছিল—পৈতেটা কাণে গোঁজা—বাম হাতে হুঁকা - খেম্‌টার চোট সামালিতে না পারিয়া তালে২ নৃত্য করিতে লাগিলেন।

প্রেমচাঁদ। আমি বলি আজ একটা নূতন রকম আমোদ করা যাউক—এ প্রকার আমোদ তো সর্বদাই হইয়া থাকে।

গোস্বামী। আমি সব রকম আমোদ জানি। কৃষ্ণলীলা করিতে চাও তাও আমার তুণ্ডাগ্রে—নবনারী কুঞ্জর হইয়াছিল—এসো তাই হউক।

প্রেমচাঁদ। এখানে নয় জন নারী কোথায় ?

বাচস্পতি। ওহে ! নব নারী ও তিন জন পুরুষ সমান—যদি তা না হয় তবে আমরা কাপুরুষ। কর্তাবাবু স্বয়ং কৃষ্ণ ভগবান হইয়া আমাদের উপর আরোহণ করুন।

এই বলিয়া তিন জন পারিষদ মিলিয়া হস্তী স্বরূপ হইলেন এবং কর্তাবাবু তাঁহাদের উপর বসিলেন। প্রেমচাঁদ করির পৃষ্ঠ হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার নিজের পৃষ্ঠ পদাঘাতের বেদনায় পরিপূর্ণ, কর্তার ভয়ে ভারাক্রান্ত হইয়া—গেলাম্‌রে মলাম্‌রে বলিয়া চীৎকার করিয়া ভুঁয়ে শুয়ে পড়িলেন এবং কর্তাবাবু ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ধরণী তলে ঢীপ করিয়া পড়িয়া গেলেন। বাটীতে গোল হইল কর্তা পড়ে গেলেন। পরিবার সকলে তাড়াতাড়ি করিয়া আসিয়া দেখে, কর্তার পড়া সামান্য পড়া নয়। তিনি প্রফুল্ল মনে ভক্তিতে গদ্‌গদ হইয়া কৃষ্ণ লীলা করিতেছেন।

৭ গরু কেটে জুতা দান।

টোলের পণ্ডিত শ্রীহলধর তর্কালঙ্কার ও কালেজের পণ্ডিত শ্রীহরিশ্চন্দ্র বিদ্যারত্ন যে তর্কবিতর্ক করিয়াছিলেন তাহা প্রকাশ করা যাইতেছে।

বিদ্যারত্ন। আরে তর্কালঙ্কার দাদা যে ? ফরিদপুর হইতে কবে আসা হলো ? আমি দুই তিন বার আপনার তত্ব করিতে টোলে গিয়াছিলাম, সব মঙ্গল তো ? এই বরিষা কাল—এক্ষণে নৌকায় যাওয়া বড় ক্লেশ—কেন এত কর্ম ভোগ করিয়া গিয়াছিলেন ?

তর্কালঙ্কার। ফরিদপুর যাওনে বড় বাঞ্ছা ছিল না। সংসার চলে না কি করি। ওহে ভাই, কলিকাতা এক্ষণে সে কলিকাতা নাই। পিতামহ ও পিতা স্বস্ত্যয়ন শান্তি ব্রত শ্রাদ্ধ ধারকতা ও যাজকতা উপলক্ষে এত কাপড় বাসন ও টাকা পাইতেন যে পরিবারের ভরণ পোষণ হইয়া অনেক উদ্বৃত্ত হইত, এক্ষণে কষ্টে কালযাপন করিতেছি। কলিকাতায় নূতন২ মত—ক্রিয়া কাণ্ড নাই, প্রাপ্তির দফা নবডঙ্গা। ফরিদপুরে রামলাল ঘোষ মাতৃ শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। এমত শ্রাদ্ধ তৎকালে হয় নাই। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও কাঙ্গালিকে টাকা ঢেলে দিয়াছেন। রামলালবাবুর তুল্য লোক দেখিতে পাই না।

বিদ্যারত্ন। হাঁ—

তর্কালঙ্কার। বড় যে হাঁ বলিয়া চুপ করিয়া রহিলে ?

বিদ্যারত্ন। আর কি বলিব, আপনি বলিতেছেন রামলালবাবু বড় ভাল, তাই হউক—সত্য কথা বলা বড় দায়।

তর্কালঙ্কার। আরে বলই না—কথাটাই শুনি।

বিদ্যারত্ন। তবে যদি বলাবে তো বলি। ফরিদপুরে আমি পাঁচ বৎসর ছিলাম। রামলালবাবুকে ভাল জানি। তিনি বর্ধমানের ৺কৃষ্ণানন্দ মল্লিকের স্ত্রীর মোক্তার ছিলেন, লাট ঝুমঝুমির মালগুজারির টাকা লইয়া যান। তিনি জানিতেন ঐ মহলখানি সোণার থাল এজন্য মালগুজারির টাকা আদায় না করিয়া নিলাম করাইয়া আপন নামে মহল খরিদ করেন, তদবধি মহল দখল ও ভোগ করিয়া আসিতেছেন। কৃষ্ণানন্দ মল্লিকের পরিবার অন্নাভাবে দেশান্তরি হইয়া গিয়াছে। উক্ত বিষয় হাতে পাইয়া রামলালবাবু জোলম ও ফেরেবের দ্বারা অনেক২ ব্যক্তির বিষয় কাড়িয়া লইয়াছেন। তাহারা মকদ্দমা করিতে অপারক।

তর্কালঙ্কার। সে যাহা হউক, রামলালবাবু বড় পুণ্যবান। আপন পিতার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে গ্রামের সাত আটটা পুষ্করিণীর মৎস্য ধরাইয়া বৎসর২ গ্রামস্থ লোকদিগকে ভোজন করান ও ব্রাহ্মণদিগকে থাল গাড়ু টাকা দেন। কলিকাতায় কটা লোক তাহার মত হে?

বিদ্যারত্ন। রামলালবাবুর দান করা বড় বিচিত্র নহে। তাহার অনেকগুলি লেঠেল চাকর আছে। গ্রামে যাহাকে শাঁসাল দেখেন তাহারই বাটী লুট করাইয়া যথা সর্বস্ব গ্রহণ করেন ও সর্বদাই দাঙ্গা হাঙ্গামা করিয়া ভূমি ও বিষয়াদি কাড়িয়া লন, আর তাঁহার অধীনে কয়েক জন জালসাজ ও বব্বলিয়া আছে, তাহাদের দ্বারা প্রায় সকল মকদ্দমাই জেতেন। অতএব রামলালবাবু যে ভূরি২ দান করেন তাহা আশ্চর্য নহে।

তর্কালঙ্কার। বড় মানুষ বিষয় কর্মে কে কি করে তাহা জানিবার আবশ্যক নাই, রামলালবাবুর তুল্য দুর্গোৎসব কে করিয়া থাকে? পূজাকালীন সাত গ্রামের লোক এক গ্রামে হয়, কেবল "দীয়তাং ভুজ্যতাং" ব্যতীত অন্য কোন শব্দ শোনা যায় না। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সকলেই তাঁহার প্রশংসা করে।

বিদ্যারত্ন। তিনি কত শত ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্র কাড়িয়া লইয়াছেন, আর বল ও ছল পূর্বক কত২ ভদ্র স্ত্রীলোকের ধর্ম নষ্ট করিয়াছেন। এই সকল মহা পাপ করিয়া কেবল নাম কিনিবার জন্য শ্রাদ্ধ ও পূজায় দান করিলে কি পার পাইবেন? সে কেবল গরু কেটে জুতা দান !!!

৮ কি আজব দেখিলাম সহর কলিকাতায়।

আমার কুঁচবেহারে বাস—ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম। বাল্যাবস্থাবধি নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি—নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি—নানা তীর্থ দর্শন করিয়াছি। পিতা আমাকে বিবাহ করিতে পুনঃ২ অনুরোধ করিয়াছিলেন—মাতাও বলিয়াছিলেন বাছা! সংসারী হও, উদাসীন হওয়া ভাল নয়, আমি কখন পিতা ও মাতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতাম না, এ জন্যে তাহাদের কথায় সংসার আশ্রম করিতে হইয়াছিল। কিয়ৎ কাল পরে পিতা মাতার ও স্ত্রীপুত্রের বিয়োগ হইলে মন অস্থির হইতে লাগিল। দুঃখে না পড়িলে ধর্মের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা হয় না। ইন্দ্রিয় সুখে মত্ত থাকিলে আর কোন বিষয়ে মন যায় না। যাহারা ইন্দ্রিয় সুখে মগ্ন, তাহারা কখন ধর্মের নিকট যাইতে পারে না। এই সকল পর্যালোচনায় মনোমধ্যে বৈরাগ্য জন্মিল ও সাধু সঙ্গ পাইবার জন্য অনেক২ দেশ পর্যটন করিলাম এবং অনেক২ সুপণ্ডিত ব্যক্তির সহিত আলাপও হইল, কিন্তু শুদ্ধচিত্ত লোক কুত্রাপি দৃষ্ট হইল না। অনেকের সহিত আলাপে প্রথম২ ভাল বোধ হয়, কিন্তু কিয়ৎকালের পরই শঠতা প্রকাশ পায়। ধর্মাধর্মের পরীক্ষা স্বার্থ বিষয়েই বুঝা যায়। স্বার্থ ত্যাগ করিয়া ধর্ম বজায় রাখে এমত লোক প্রায় দেখা যায় না। যাহাহউক, আমি বহুকাল ভ্রমণের পর এক দিন নর্মদা তীরস্থ একটা বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া মনে২ ভাবিতেছি—প্রাচীনকালে লোকের সরলতা ছিল এক্ষণে এত কপটতা কেন হইল? কপটতায় সত্য ভ্রষ্ট হয়, অথচ সেই সত্যই পরমেশ্বরের স্বরূপ—যদি সত্য নষ্ট হইল তবে আর ধর্মের উন্নতি কি প্রকারে হইবে? ভাবিতে২ আমার শ্রান্তি বোধ হইল। তখন মন্দ২ বাতাস বহিতেছিল। সন্ধ্যাকাল উপস্থিত—চারিদিক্ নিশঃব্দ হইয়া আসিল। নিদ্রাকর্ষণ হওয়াতে গায়ের চাদর বিছাইয়া সেই তরুতলেই শয়ন করিলাম। ক্ষণেককাল পরে স্বপ্নে দেখিলাম আমার নিকট একটি প্রাচীন যষ্টিধারী ব্যক্তি আসিয়া আস্তে২ বলিতেছেন—"বাবা উঠ—আমার সঙ্গে আইস"। অমনি চমকিয়া উঠিয়া তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম।—বোধ হইল তাঁহার মুখ ব্রহ্মাণ্ডের চিন্তায় মগ্ন রহিয়াছে ও দুই চক্ষু দিয়া সূর্যের প্রভা নির্গত হইতেছে। তাঁহাকে দেখিবামাত্র আমার ভক্তির উদয় হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম, পিতঃ তুমি কে? তিনি উত্তর দিলেন, আমার নাম—জ্ঞান। আমি ইহা শুনিয়া গাত্রোত্থান পূর্বক তৎক্ষণাৎ তাঁহার পশ্চাদগামী হইলাম। নিমেষ মধ্যে দেশ বিদেশ গিরি গুহা বন উপবন উত্তীর্ণ হইয়া স্বর্গের পথ দিয়া চলিতে লাগিলাম। অনেক২ রম্য ও মনোহর দৃশ্য দর্শনগোচর হইল। এক২ স্থানে অপূর্ব কানন—নানা জাতীয়

লতা—নব২ পল্লব—ফুলে ফলে ডগমগ—নানা বর্ণ পুষ্প, সৌরভে চতুর্দিক আমোদিত করিতেছে। এক২ স্থানে লক্ষণীয় সরোবর—স্ফটিকের ন্যায় জল—পবনস্পর্শে দুলে২ যেন হাসিতেছে ও সূর্যের আভা তাহার উপর পড়িয়া ঝগমগ করিতেছে। এক২ স্থানে পক্ষী সকল জলে ও স্থলে কেলি করিতেছে, তাহাদিগের কলরবে কর্ণ কুহর জুড়ায়। এক২ স্থানে প্রস্তরময় অট্টালিকা—মণি মাণিক্যে খচিত—তাহাতে অপ্‌সরা ও কিন্নরেরা সুমধুর স্বরে গান করিতেছে। এক২ স্থানে পীত শ্বেত নীল ও রক্ত বসনা বিদ্যাধরী নৃত্য করিতেছে। এক২ স্থানে যোগীরা নয়ন মুদ্রিত করিয়া যোগাসনে বসিয়া রহিয়াছেন—ত্রৈলোক্য পাইলেও চেয়ে দেখেন না। এক২ স্থানে মুনি ঋষিরা "জয় হরে মুরারে" বলিয়া ভজন করিতেছেন। এই সকল দেখিতে২ এক সহরে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলাম।

ঐ সহর নদীতীরস্থ—সেই নদী জাহাজে পরিপূর্ণ। রাস্তায় নানা জাতীয় লোক গমনাগমন করিতেছে। জিনিসের আমদানি রপ্তানির গোল—গাড়ির শব্দ ও লোকের কোলাহলে কাণ পাতা ভার। আমি অগ্রবর্তী জ্ঞানকে জিজ্ঞাসা করিলাম, পিতা এ কোন্ সহর ? তিনি উত্তর করিলেন, ইহার নাম কলিকাতা, ইহা ভারতবর্ষের রাজধানী। তোমার দিব্য চক্ষু হইলে সহরে অনেক অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে পাইবে। তুমি আমার গায়ে হাত দেও। তাঁহার গাত্র স্পর্শ করিবামাত্র নানা প্রকার বিচিত্র ব্যাপার দেখিতে পাইলাম।

কোনখানে দলপতি বাবুরা রাত্রে খানা ও মদ সেঁটে প্রাতঃকালে মুখ পুছিয়া জাত মারিতে বসিয়াছেন। কোন খানে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা দিনের বেলায় গঙ্গামৃত্তিকার ফোঁটা করিয়া চণ্ডীপাঠ ও যজমানগিরি কর্ম করিতেছেন ও রাত্রে বাবুদিগের সঙ্গে মজায় ও চোংহলে মত্ত হইতেছেন। কোন খানে অধ্যাপকেরা শাস্ত্রকে কল্পতরু করিয়া দোকানদারি করিতেছেন—ফলের দফা কিঞ্চিৎ হইলেই আবশ্যক মতে বিধি দিতেছেন—রাতকে দিন করিতেছেন—দিনকে রাত করিতেছেন।

কোনখানে বলরাম ও রামেশ্বর ঠাকুরের সন্তানেরা শূদ্রের বাটীতে জলস্পর্শ করেন না কিন্তু বেশ্যার ভবনে এমন করিয়া আহার ঠাসিতেছেন যে পাত দেখে বিড়াল লাফ কাঁদিয়া মরে। কোন খানে তিলক নামাবলী সন্ধ্যা আহ্নিকের ঘটা হইতেছে অথচ পরস্ত্রী গমন ও অপহরণে ক্ষান্ত নাই। কোন খানে দালানে পূজা যাগ যজ্ঞ ও ব্রাহ্মণ ভোজনের ধুম লেগে গিয়াছে ও বৈঠকখানায় জাল জুলম ফ্রেব ফন্দির শেষ হইতেছে না। কোন খানে সুশিক্ষিত বাবুরা সাহেব সুবার খাতির রাখিবার ও আপন মানবৃদ্ধি জন্য স্বজাতীয় রীতি ব্যবহার ও ধর্মের বেহিসেবি নিন্দা করিয়া আপন জাতিকে একেবারে ধ্বংস করিতেছেন। কোন খানে কেবল

যাবনিক আহার ও পানেরই আলোচনা হইতেছে, কি মনেতে, কি বাক্যেতে, কি কর্মেতে ঈশ্বরের প্রসঙ্গমাত্র নাই, সকল কর্মের মূল বাহ্যিক বিজাতীয় ভড়ং। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বিষণ্ণ হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, একটু শঠতা দেখিয়া চটে উঠিয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে বোধ হইল যে, এস্থান শঠতা ও অধর্মের সমুদ্র। ইতিমধ্যে এক দিক্ থেকে একটা চীৎকার ধ্বনি উঠিয়া আমার কর্ণগোচর হইল—চক্ষু তুলিয়া দেখিলাম—একটা দামড়াপেটা আদমরা ঘেও গরু গাঁ গাঁ করিতে২ পলাই২ ডাক ছাড়িতেছে ও এক জন তিলকধারী কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ তাহার লেজ ধরিয়া টানিতে২ বলিতেছে—ওরে তুই গেলে আমি কাকে নিয়ে থাক্‌ব ? তবে আমিও প্রস্থান করি, আর মিছে ছেঁড়া চুলে খোঁপা কেন ? তোর জোরেতেই আমার পেট চলে—তুই তো আমার কামধেনু। অন্য এক দিক্ থেকে শ্বেত বসনা ও শান্ত বদনা একটী কন্যা স্বর্গথেকে এক২ বার নামিতেছেন ও বলিতেছেন—জ্ঞান ! আমাকে সাহায্য কর, এখানে স্থির হইয়া থাকিতে পারি না। আমি যোড় হাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—পিতা এ সকল কি ? জ্ঞান উত্তর করিলেন—যে গরুটা পলাই২ ডাক ছাড়্‌ছে, ইহার নাম জাতি, এ অনেক চোট খাইতেছে আর টিক্‌তে পারে না। তাহার লেজ ধরে যিনি টান্‌ছেন উহার নাম হিন্দুগিরি। জাতি গেলে তার গুমর যাইবে এজন্য টানাটানি করিতেছেন। আর ঐ যে কন্যা এক২ বার নাম্‌ছেন ও উঠ্‌ছেন উহার নাম ধর্ম। বঙ্গদেশে এত অধর্ম যে তিনি তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারেন না,এই কারণে আমাকে আনুকূল্য করিতে বলিতেছেন। আমি এই সকল অদ্ভুত ব্যাপার একাগ্র চিত্তে দেখিতে লাগিলাম। জাতি এমনি দৌড়িতেছে যে হাজার টানাটানিতেও থামে না, হিন্দুগিরিও লেজ কসে ধরিয়া পেছনে ঝুলিয়া যাইতেছে। এইরূপে টানাটানি হেঁচড়া হেঁচড়িতে জাতির লেজ পটাস করিয়া ছিঁড়ে গেল ও হিন্দুগিরি বেগে চিৎপটাং হইয়া ঠিকরে পড়লেন ! লেজের জ্বালার চোটে জাতির গাঁ গাঁ হাঁম্মা হাঁম্মা শব্দে পৃথিবী ফাটিয়া যাইতে লাগিল। এই গোলে আমার নিদ্রা ভঙ্গ হওয়াতে দেখিলাম, নর্মদা তীরস্থ সেই বৃক্ষের তলায় পড়িয়া রহিয়াছি, আমার নিকটে কয়েক জন বৈরাগী বসিয়া খঞ্জনী বাজাইয়া গান করিতেছে।

৯ অতি লোভে তাঁতী নষ্ট।

এং যায় বেং যায় খল্‌সে বলে আমিও যাই। কায়েত বামুনেরা জাত মারামারি করে—তাঁতিরা বলে আমরা চুপ করে থাকি কেন ? যাহারা কর্ম কাজ করে তাহাদিগের সময় কাটাইবার উপায় আছে—যাহারা কেবল ঘরে বসে থাকে

তাহারা মোড়লগিরি না করিয়া কি করে ? স্ত্রীর কাছেও বলা চাই আমি হেন্ কর্লাম—তেন্ কর্লাম—আর বাহিরেই বা মান বাড়িবার কি উপায় ? কোন ভাল রকম চর্চা নাই—অথচ সময় কাটানও চাই—গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়লগিরিও করা চাই, এজন্য এখানে খোঁচা ওখানে খোঁচা দিয়া বেড়ায়—একটা গোল বাধিলে ও বকাবকি চলিলে—ঘোঁট চলিল—হতে কর্তে যত দিন যায় তাহার পরে ডিক্রি হউক বা ডিস্‌মিসই হউক, তাতে বড় ক্ষতি নাই।

কলিকাতা নিবাসী অম্বিকা চরণ সেট বাবু লেখাপড়া শিখিয়া দেখিলেন যে বাঙ্গালিরা কলম পিসে২ সারা হয়—কেরানিগিরি২ বই আর কথা নাই এবং আফিস মাষ্টারের চোক্‌রাঙ্গানি ও গালাগালি তাহাদিগের অঙ্গের আভরণ। অর্থ উপার্জন যে কেবল কেরানিগিরিতে হয় তাহা নহে—অর্থ উপার্জন নানা প্রকারে হইতে পারে। চাকরি করা কর্মটী পরাধীন—সওদাগরি করা স্বাধীন, দুয়েরই দোষ গুণ আছে কিন্তু সওদাগরি ভালরূপে শিখে করিতে পারিলে অনেকাংশে ভাল। এই বিবেচনা করিয়া অম্বিকাবাবু কলিকাতায় সওদাগরি কর্ম কিছুকাল দেখিয়া শুনিয়া বিলাতে রেসম ও চা খরিদ করিয়া পাঠাইবার জন্য চীন দেশে জাহাজে গমন করিলেন। যৎকালীন বাবু যাত্রা করেন, তৎকালীন তাঁহার পাল্লায় অনেক টাকা ছিল সুতরাং সকল জ্ঞাতি কুটুম্বেরা আসিয়া বলিলেন, সওদাগরি কর্ম বড় ভাল, দশ জন লোক প্রতিপালন হয়, আর আপনার কর্ম আপনার চক্ষে না দেখিলে হবে কেন ? কিছুকাল পরে কর্মক্রমে বাবুর লোকসান হইল ; তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলে তাঁহার জ্ঞাতি কুটম্বদিগের মধ্যে তাঁহাকে ঠেলিবার ঘোঁট হইতে লাগিল। দলোরা বলিয়া উঠিল, অদি দত্ত জিঞ্জির হইতে ফিরিয়া আইলে তাহার সমন্বয় হইয়াছিল—তিনি যেমন জাহাজে গিয়াছিলেন, অম্বিকাবাবুও তেমনি জাহাজে গিয়াছিলেন, তবে অম্বিকাবাবুকে কেন খারিজ দেওয়া যাইবে ? পৃথিবীর মজা এই যে, এক বিষয়ে প্রায় এক মত হয় না। কয়েক জন দলোর দেখাদেখি ও খাতিরে কতকগুলি তাঁতি তাহাদিগের মতে মত দিলেন—বাকি তাঁতিরা বলিয়া উঠিল, জাহাজে গেলে জাত মারা হইতে পারে না—আমাদিগের পূর্বপুরুষেরা সওদাগরি কর্ম করিতেন। সে পদ বজায় রাখা উচিত—এ দেশ থেকে ও দেশে না গেলে সওদাগিরি কর্ম কেমন করিয়া হইতে পারে ? এক্ষণে প্রায় সকলেই গোলামি করিতেছে অম্বিকাবাবু সওদাগরি কর্মের নিমিত্তে যে অন্য দেশে ক্লেশ স্বীকার করিয়া গিয়াছিলেন এজন্য তাঁহাকে প্রশংসা করা উচিত—তাঁহার জাতি মারিতে গেলে ঘোর তেঁতে বুদ্ধি প্রকাশ পাইবে। দলোরা এ কথায় কাণ দিল না—তাহারা রাত্রি দুই প্রহর পর্যন্ত রুটি, ঘণ্ট,

ফির্ণে ও মেটো ত্যাগ করিয়া শেয়ালের যুক্তি করে—অনেক তর্কবিতর্ক উপস্থিত হয়—অনেক ছিলিম তামাক পোড়ে—অনেক হাত নাড়ানাড়ি ও মাথা বকান হয়—এ একবার চীৎকার করে—ও একবার রাগ করে—কিন্তু কিছুই শেষ হয় না—আসল কথা মাকড় মারিলে ধোকড় হয়। এক দিবস তাহাদিগের নিকটে একজন স্পষ্টবক্তা ব্রাহ্মণ বসিয়াছিলেন—তাহাদিগের পাক চক্র দেখিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন—অগো সেট বাবুরা—অগো বসাখ বাবুরা—এ বুদ্ধি কেন? তোমাদিগের সুখে থাকিতে কি ভূতে কিলয়? আর যদি যথার্থ জাত২ করিয়া বেড়াও তবে আপনাদিগের গায়ে হাত দিয়া কথা কহ—পূর্বে যে সময় ছিল, এক্ষণে তাহা নাই—আপন২ বাটীর ভিতর কি হইতেছে তাহা দেখিয়া চুপ চাপ মেরে থাকাই ভাল—আর কি জাত আছে? জাত গাঁ গাঁ করিয়া পালিয়া গিয়াছে। জাত কি কোন দেশে গেলেই যায়? ব্রাহ্মণের স্পষ্ট কথায় দুই এক জন দলো খেপে উঠিয়া বলিল, বামুন বেটারাই সব সারলে—ঐ বেটারাই আমাদিগের মজাবার মূল। ব্রাহ্মণকে ঘাঁটান বড় দায়—একবার খেপে উঠিলে একটা না একটা কাণ্ড অবশ্যই করে। কিঞ্চিৎ কাল ভাবিয়া ঐ ব্রাহ্মণ হাত নেড়ে২ এই কবিতা পাঠ করিলেন।

খয়ে বন্ধন, ঘোর বন্ধন, কর কাটন গো।
উলুবন, সন্তরণ, কুল পাওন গো।
মশা দর্শন, লাঠি মারণ, হস্ত নাশন গো।
প্রাণি মারণ, গুন্তি করণ, ঠিক দেওন গো।
জাতি মারণ, ধোঁট করণ, খয়ে বন্ধন গো।
তাঁতি জ্ঞান, কিবা জ্ঞান, মশা মারণ গো।

১০ বাহিরে গৌরাঙ্গ অন্তরেতে শ্যাম অবতার।

ফুলে খড়দহ বল্লবী সর্বানন্দি—কি চমৎকার মেল! ইহারা যে চারি বেদ, আর আদান প্রদান উল্‌টি পাল্‌টি কি গৌরবও সুখজনক! অবলা নারীগণ মরুক বা বাঁচুক তাহা বিবেচনা করণের কোন আবশ্যক নাই—তাঁহাদিগের ধর্ম রক্ষা হউক বা না হউক তাহাতে কি ক্ষতি বৃদ্ধি? কৌলীন্য রক্ষা হইলেই পুরুষের মান রক্ষা হইল। লোকসমাজে পৈতের গোচ্ছা বাহির করিয়া আমি কামদেব, রুদ্ররাম, বলরাম অথবা রামেশ্বর ঠাকুরের সন্তান এই পরিচয়েতেই ধর্ম অর্থ কক্ষ মোক্ষ এই চতুর্বর্গ ফল হয়। সৎ চরিত্র ও সদাচার এই দুই প্রকৃত জাতি ও কৌলীন্যের মূল কিন্তু এমত জাতি ও কৌলীন্য প্রায় নির্মূল হইয়াছে। ধনলোভ অথবা

ভ্রমাধীন আত্ম গৌরব রক্ষার্থ কেবল কতক গুলিন কল্পিত ব্যবহার লইয়া গোল-যোগ করিলে কি হইতে পারে? যাহার অন্তরে ভ্রষ্ট মতি তাহার বাহিরে সতীত্ব আচার করিলে ঐ কুটিলতা কি অপ্রকাশ থাকিবে? না সতীত্ব ধর্ম বৃদ্ধি-শীল হইবে?

রঙ্গপুরের রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় বিষ্ণু ঠাকুরের সন্তান। জন্মাবধি পিতাকে কখন দর্শন করেন নাই, লোক মুখে শ্রবণ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার জনক অমুক, সুতরাং সেই মত পরিচয় দিতেন। গ্রামস্থ ভাইপো সম্পর্কীয় কেহ২ ঐ কথা লইয়া ঠাট্টা বিদ্রূপ করিলে তিনি রাগান্বিত হইয়া সে স্থান হইতে উঠিয়া যাইতেন। রামানন্দের বিদ্যা শিক্ষা যৎসামান্য রূপ হইয়াছিল। বাল্যকালে লেখাপড়া করিতে বলিলে অমনি বলিয়া উঠিতেন, আমরা কুলীন লেখা পড়া কেন করিব? বুদ্ধি ও বিষয় না থাকাতে কৌলীন্যের গৌরবে গর্বিত হইতে লাগিলেন। মনে করিতেন, আমি যেখানে যাইব গুরুপুত্রের ন্যায় পূজ্য হইব— লোকে আমাকে টাকা দিতে পথ পাইবে না—বাস্তবিক সমস্ত বঙ্গভূমিই আমার জমিদারী—আমি এমন নিকশ কুলীন যে কশ না থাকিলেই আমার জন্য রস নির্গত হইবে,—আমি যদি দশটা খুন করি তাহাতেও আমার দণ্ড হইবেক না। রামানন্দ এইরূপে মনে২ সদানন্দ হইয়া আত্মমান বৃদ্ধি জন্য সর্বদাই দ্বন্দ্ব করিয়া বেড়ান ও স্বীয় মাহাত্ম্য বিষয়ে অন্যকে অন্ধ দেখিলে বিজাতীয় ক্রোধানলে জ্বলিয়া উঠিয়া বলেন, আমি যে কি পদার্থ তাহা যে না চিনে সে বেটা হিন্দু নহে। গ্রামে ভদ্র২ লোকের বাটিতে তাঁহার নিমন্ত্রণ হয়, তিনি ভবনে উপস্থিত হইলে তাহারা সকলে যৎপরোনাস্তি সম্মান করে। কিন্তু কাহার বাটীতে আহারাদি করা দূরে থাকুক, নূতন ছিলিমে গঙ্গাজল পুরিয়া না আনিয়া দিলে তামুক পর্যন্ত খান না। যদিও কালে ভদ্রে কাহার বাটীতে আহার করিতে সম্মত হয়েন, তথাপি কেবল অনাচমনীয় গ্রহণ করেন ও অপর লোক সম্মুখে উপস্থিত হইলে বলেন—কি করি, আত্মীয়তা অনুরোধে বসিয়াছি, হিসাব মত শূদ্রের জলস্পর্শ করা কর্তব্য নহে, কিন্তু পিরিতে কি না হয়? স্বয়ং রামচন্দ্র গুহচণ্ডালের বাটীতে কেমন করিয়া গিয়াছিলেন। যদি রামানন্দের কেবল এইরূপ ভণ্ডামি থাকিত, তাহা হইলে অন্যান্য লোকে চোকমট্‌কানি, গা টেপাটীপি, মুচ্‌কেহাসি ও সময়ে২ দুই একটা অম্বল মধুর ঠাট্টা করিয়া চুপচাপ রহিত, কিন্তু ভণ্ডামির সহিত ষণ্ডামি থাকাতে আপামর সাধারণ লোকে তাহার কথা সর্বদা আন্দোলন করিত। সকলেরই দৃষ্টি তাহার উপর পড়িয়াছিল, সুতরাং ক্রমে২ তাঁহার গুণা-গুণ প্রকাশ হইতে লাগিল।

রামানন্দের মাতার সেই গ্রামে একজন সপত্নী ছিলেন। যদিও শৈশবাবস্থায় রামানন্দ তাঁহার বাক্যবাণে জর্জরিত হইয়াছিলেন, তথায় ধ্রুব মহাশয়ের ন্যায় গহন বনে কঠোর তপস্যার্থে না গিয়া মাতামহ দত্ত ভিটায় বসিয়া সকলের মামলা মকর্দমা ডিগ্রী ডিসমিস করত কি জাত্যভিমান, কি সরদারিত্ব কি বল বিক্রমে সকলেতেই প্রকাশ করিতেন যে "পদ্মপলাশ লোচন" আমার হাতের ভিতর। আপন বিষয়ের মধ্যে কেবল বিঘে কত জমি—হাজা শুখা না হইলে মাস কয়েকের ধান্যের ঠিকানা হইতে পারিত। সংসারের অন্যান্য খরচ কেবল মুখভারতীতে নির্বাহ হইত। প্রতি দিন বাজারে গিয়া তোলা তুলিতেন ও জিনিষের নমুনা চাই বলিয়া কোন২ সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় অথবা ব্যবহার করিতেন। যদি কোন উঠ্‌নাওয়ালা টাকার তাগাদা করিতে আসিত, তবে তাহার গলায় পইতাটা ও মস্তকে পায়ের ধূলা দিয়া বলিতেন—আমি লোকটা কে জান? আমি বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান। উঠনাওয়ালা বলিতে—মহাশয় বিষ্ণুঠাকুরের সন্তানই হও আর কৃষ্ণঠাকুরের সন্তানই হও আমরা দুঃখী মানুষ, উঠনা খেয়েছ, এত ভাড়াভাড়ি কর কেন? অন্যান্য লোকের নিকট জিনিষপত্রটা চাহিয়া আনিয়া বন্ধক অথবা বিক্রয় করিতেন। তাহারা চাইতে পাঠাইলে রাগান্বিত হইয়া বলিতেন, ভাল—দেওয়া যাবে, এত ব্যস্ত কেন, আমি কি জিনিস লইয়া খেয়ে ফেল্‌লুম? এ প্রকারে অনেকের ঘটীটা বাটীটা তাওয়াখানা ধুতি চাদর রেজাই সাল রুমাল দেখিতে২ উড়াইয়া দিয়াছিলেন। দোকানিপসারিরা তাহাকে দূর থেকে দেখিলে ভয়ে ঝাঁপ বন্ধ করিত। কিছু কাল এইরূপে কাটাইয়া তিনি গুরুমহাশয়গিরি কর্মে প্রবৃত্ত হইলেন। ছেলেদিগের লেখাপড়া যত হউক বা না হউক, তাহাদিগের নিকট হইতে পরব পার্বণে পয়সা ও দ্রব্যাদি লইতে ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু পড়াইবার সময় হইলে যুক্তাক্ষর শব্দের অর্থ অথবা কসামাজাতে ভারি বিপত্তি হইত। পরে আপনার বিদ্যা ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ হইলে পাঠশালা ভাঙ্গিয়া গেলেও কিছু কাল বেত হাতে করিয়া ঢুলিতে২ মশা তাড়াইয়াছিলেন। পিতা পিতামহের ন্যায় স্থানে২ বিবাহ করিয়া ধন সঞ্চয় করিবেন এই মানসে পাণি গ্রহণ করিতেও কসুর করেন নাই, কিন্তু সে পাণি গ্রহণে বাস্তবিক পাণি গ্রহণই হয় নাই। যেখানে যাইতেন সেখানেই তাহার রাত্রিবাস লাভ করণ স্বভাব দেখিয়া প্রায় সকলেই অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া বিদায় করিত। তাঁহার বাটীর নিকটে ভজহরি ঘোষ নামে একজন প্রকৃত মুখ্যী ছিলেন। তিনি সর্বদাই তপ জপ সন্ধ্যা আহ্নিক পুরশ্চারণ উপবাস ব্রত নিয়মে নিযুক্ত থাকিতেন, ও কুলশীলের কথা লইয়া নিকটস্থ লোক সকলকে উপদেশ দিতেন। কে কনিষ্ঠ, কে ছভায়া, কে মধ্যাংশ, কে মধ্যাংশ

দ্বিতীয়পো, কাহার পান দোষ, কাহার পশ্চাৎ দোষ, কাহার দেবীদাস দোষ, কাহার গঙ্গাদাসী দোষ, কে উলই, কে সহজ, কে কোমল, কাহার আদ্দিরসের ঘর, কে গোষ্ঠীপতি, এই সকল কথা লইয়া বিতণ্ডা করিতেন। ভজহরির সর্বাঙ্গে ছাপ, গায়ে নামাবলী, হাতে হরিনামের মালা, দৃষ্টি মাত্রে বোধ হইত তিনি বড় শুদ্ধ চিত্ত লোক, কিন্তু গ্রামের যাবতীয় গল্‌তি কর্মে সংগোপনে স্থলীভাবে থাকিতেন। দালানে আহ্নিক করিতে বসিলে নিকটে নানা প্রকার মন্দ লোক আসিত। আহ্নিক করিবার সময়ে অপর লোক থাকিলে ভঙ্গি ক্রমে পরামর্শ দিতেন নতুবা তাহাদিগের কাণে২ গুরুমন্ত্র প্রদান করিতেন। যদি কেহ ধরা পড়িত অথবা কোন মামলায় দারোগা স্থরৎহাল করিতে আসিত, তিনি জিজ্ঞাসিত হইলে মালা জপিতে২ বলিতেন, আমি ইহার ভাল মন্দ কিছুই জানি না—আমি উদাসীন, কেবল গোবিন্দের চরণারবিন্দ ধ্যান করি। এখন তোমরা এই আশীর্বাদ কর যে, ভবনদী পার হয়ে সেই পাদপদ্ম দর্শন করিতে পাই আর যেন আমাকে জন্ম গ্রহণ না করিতে হয়। এ সব কথা যাহারা শুনিত তাহাদিগের এই বিশ্বাস হইত যে, ঘোষজ সাংসারিক বিষয়ে কোন প্রকারে লিপ্ত নহেন, কেবল পরমার্থিক বিষয়ে আসক্ত। রামানন্দের সহিত ভজহরির ক্রমশঃ বিজাতীয় আত্মীয়তা জন্মিল। দুই জন দুই জাতির টেক্কা কুলীন—দুই জনেরই জাত্যভিমান অসাধারণ—দুই জনেই কপট ভণ্ড ও বিটল—দুই জনেই ধনলোভী—দুই জনেরই অর্থ উপার্জনে ধর্মাধর্ম জ্ঞান নাই, স্থতরাং এত ঐক্যতায় আত্মীয়তা প্রগাঢ় হইতে লাগিল। কি জালে, কি অপহরণে, কি ফেরেবে, কি পরস্ত্রীর ধর্ম নষ্ট করণে, কি মিথ্যা শপথ দেওয়াতে দুই জনেই বিলক্ষণ পটু, কিন্তু এমন বর্ণ চোরা আঁবের মত থাকিতেন যে, কাহার সাধ্য তাহাদিগের প্রতি কোন দোষারোপ করে। পরন্তু গ্রামের যাবতীয় লোক ক্রমে২ টের পাইতে লাগিল। রামানন্দ যণ্ডা ছিল বটে, কিন্তু ভজহরির সহবাসে এক্ষণে অন্তঃসলিলা বহিতে আরম্ভ করিল। দুই জনেই অন্যান্য লোকের সমীপে কেবল কৌলীন্য গৌরব ও বৈষ্ণব তন্ত্রের মাহাত্ম্য আন্দোলন করেন, এবং অশেষ বিশেষ রূপে ইহা প্রকাশ করেন যে, বৈষয়িক ব্যাপারে তাহাদিগের কিছু মাত্র অনুরাগ নাই। তাহাদিগের সচল বচল দেখিয়া আপামর সাধারণ লোকের আরো সন্দেহ জন্মিল ও ঐ মহাত্মাদ্বয়ের বিষয় বিভব বৃদ্ধি হওয়াতে কুমতির বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

নদীতীরে কয়েক ঘর ডোম বাস করিত। রামপ্রসাদ নামে একজন ডোম আপন পরিবার রাখিয়া বিদেশে গমন করিয়াছিল। তাহার পত্নী প্রাতে মজুরি করিতে যাইত। হয় তো দুই তিন দিবস কর্মক্রমে বাটী আসিত না। তাহার এক পরমা-

সুন্দরী বিধবা কন্যা গৃহে থাকিয়া কাটনা অথবা পাট কাটিত। সে প্রায় লোকালয়ে বাহির হইত না ও পুরুষ মাত্র দেখিলে সকলকে বাবা বলিয়া সম্বোধন করিত। আপন বিশ্বাসানুসারে ধর্মকর্মে সর্বদা রত থাকিত ও পিতামাতাকে কি প্রকারে সুখি করিবে তদর্থ প্রাণপণে যত্ন করিত। রামানন্দ ও ভজহরি ঐ যুবতী কন্যাকে কুপথ গামিনী করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কন্যা ঐ প্রস্তাবকে কর্ণে স্থান না দিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিতেন—আমি নীচ জাতি—যখন পতির বিয়োগ হইয়াছে তখনই আমার সংসারের সকল সুখ ঘুচিয়া গিয়াছে ; এক্ষণে উঞ্ছবৃত্তি করিয়া কালযাপন করিতেছি—প্রাণ সত্বে সতীত্ব ছাড়া হইব না—আমাকে ধনলোভ দেখান বৃথা। আমি প্রতিদিন পরমেশ্বরকে বলি প্রভু! আমি অনাহারে মরি সেও ভাল, তবু যেন শুদ্ধ চিত্তে ও পবিত্র শরীরে তোমার চরণ ভাবিতে২ মরি। এই কথা রামানন্দ ও ভজহরি শুনিয়া ঈসদ্ধাস্য করত যুক্তি করিতে লাগিলেন।

রজনী ঘোর অন্ধকার—মেঘ গর্জন করিতেছে—বিদ্যুৎ চমকিতেছে—বজ্র ঝন২ শব্দ করিতেছে। নদীর জল তোলপাড় হইতেছে, নিকটস্থ এক২ টা গাছের উপর নানাজাতি পক্ষী নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে—ডোংগাড়েরা টোকা মাথায় দিয়া তামুক খাইতে২ বলিতেছে, 'সালার বাদল বড় করিলে।' ডোম কন্যা মাতার অনাগমনে অসুখী হইয়া পিতাকে স্মরণ করত আত্ম দুরবস্থায় কাতর হইয়া স্বামির প্রিয় বাক্য মনে করিতেছে ও এক২ বার নয়নবারি অঞ্চল দিয়া মোচন করিতেছে। গৃহমধ্যে মনুষ্যের আগমনের শব্দে চমকিয়া দেখিল, দুই জন চোয়াড় পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে পাঁজাকোলা করিয়া লইয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছে। তিনি কাঁপিতে২ বলিলেন, বাবা তোরা কে? আমাকে কেন ধরিস্? চোয়াড়েরা তাঁহার বাক্যে একটু বিমোহিত হইয়া থম্‌কিয়া পরে পরস্পর মুখাবলোকন করত কিছু উত্তর না করিয়া, ধরিয়া লইয়া চলিল। ডোমকন্যা চীৎকার করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন, তাঁহার ক্রন্দনে নিকটস্থ স্বজাতীয়-দিগের হৃদয় বিদীর্ণ হইল, তাহারা সকলে আস্তেব্যস্তে দৌড়িয়া আসিয়া দুইটা চোয়াড়কে যৎপরোনাস্তি শাস্তি দিল ও কন্যাকে উদ্ধার করিয়া সকলে ঘিরিয়া রহিল। কন্যা উদ্ধৃত হওনকালীন বলিলেন, যাহারা আমার ধর্ম নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছে তাহাদিগের বিচার পরমেশ্বর করিবেন।

দৈবাৎ রামপ্রসাদ ও তাহার স্ত্রী দুই জনেই পরদিন প্রত্যাগমন করিয়া আপনা-দিগের দুঃখিনী কন্যার সকল কথা অবগত হইল। রামপ্রসাদ অত্যন্ত বলবান ও সাহসী, আপন রাগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, রামানন্দ ও ভজহরির নিকটে

আসিয়া উপস্থিত হইল। ভজহরি চরণামৃত পান করিয়া মস্তকে হাত পুছিতেছেন ও রামানন্দ চতুর্দিকে নয়ন দৃষ্টিপাত করত ফুস২ করিয়া মালা জপিতেছেন। রামপ্রসাদ কোন কথা না বলিয়া তাহাদের দুই জনের চুলের টিকি ধারণ পূর্বক জুতার চোটে পিট একেবারে রক্তিমাবর্ণ করিয়া দিল। নিকটে দুই চার জন দরয়ান ছিল তাহারা রামপ্রসাদকে ব্যাঘ্ররূপ দেখিতে লাগিল ও আত্ম রক্ষার্থে অন্তরে পলায়ন করিল। গ্রামের ছেলে বুড় যুবক, যাবতীয় লোক প্রফুল্ল বদনে বলিল—ভাল মোর বাপ রামপ্রসাদ, এত দিনের পর কুলীন মহাশয়দিগের কুল রক্ষা হইল।

লোকের যখন দুর্গতি হয়, তখন নানা প্রকারেই হইয়া থাকে, একবার ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিলে নদীর তোড়ের ন্যায় অচিরাৎ সব ধস্কে দেয়। রামপ্রসাদি পদের পর রামানন্দ ও ভজহরি কোন প্রসাদ অন্বেষণ না করিয়া কিঞ্চিৎ কাল মৌনভাবে থাকিলেন কিন্তু তাহাদিগের কর্তৃক চুপচুপি গলতি কর্ম সমুদ্র বিশেষ—তাহার অসীম নদ-নদী স্রোত ঝিল খাল সেঁাতা চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়াছিল, কখন্ কাহার বাঁধ ভেঙ্গে উপপ্লাবন করে, তাহা অতিশয় অনিশ্চয়। উক্ত দুই কুলীন মহাত্মার এমত ক্ষমতা ছিল না যে, অগস্ত্যর মত এক গণ্ডুষেই উদরস্থ করেন, অথবা পশুপতির ন্যায় জটাজুটের ভিতরে রাখেন। দেখিতে২ একটা জাল মকদ্দমায় তাহাদিগের বেনাকরি প্রমাণ হওয়াতে তাহারা ধৃত হইয়া চালান হইলেন। ঐ সময়ে এক জন ঢুলি রাস্তা দিয়া যাইতেছিল, একটু আহ্লাদিত হইয়া দক্ষে হাত নেড়ে২ বাজাইতে লাগিল "জামাই ভাত খেসে রে, তোর শ্বশুর নাই ঘরে" ও মল্লেশ্বরপুরের ঠাকুর সুপণ্ডিত রমাপতি নিকটে আসিয়া বলিলেন, তোমরা তো চলিলে, এক্ষণে কি লইয়ে যাবে? বিস্তর ভোগ করলে—বিস্তর ভোগ করালে, এক্ষণে কর্মভোগ কে নিবারণ করিতে পারে? তোমরা যে তপ জপ করিয়াছ তাহাতে বোধ হয়, আর ফিরিয়া আসিতে হবে না—ওগো তোমরা প্রকৃত মানুষ নও, তোমরা বাহিরে গৌরাঙ্গ, অন্তরেতে শ্যাম অবতার।

রামায়ঞ্জিকা

PREFACE

রামারঞ্জিকা

By

TEK CHAND THAKOOR

The want of suitable books for the Hindu Females has induced the writer to undertake this little work, the contents of which are as follow. Though he is aware that he has not been able to do justice to the subjects treated of in this publication, he hopes that the imperfections will be overlooked as the book is the first attempt of the kind.

The first sixteen papers are in the form of a dialogue (Household Words) between a Husband and Wife. Papers Nos. 1, 2 and 3 treat of Female Education in an intellectual, moral and industrial point of view. Paper No. 4 treats of the great efficacy of maternal instruction with notices of the mothers of Sir W. Jones, Poet Gray, Bishop Hall, George Herbert, John Wesley and of Queen Victoria. Paper No. 5 treats of Exemplary Female Benefactresses with notices of Mrs. Fry, Margaret Mercer, Hannah More, Florence Nightingale, Mrs. Rowe and Rosa Govana. Paper No. 6 treats of Female Fortitude with notices of Spartan Mothers, Cornelia the mother of the Grachii, Kowsula, Koontee, Seeta, Drowpadee &c. Paper No. 7 is on the Spiritual Culture. Paper No. 8 is on the Government of the Passions. Paper No. 9 is on Self-Examination with notices of the modes followed by Benjamin Eranklin, John Gurney and Pythagoras. Paper No. 10 is on Truth and the Shastrical authorities strongly incalcuting it. Paper No. 11 is on the efficacy of Prayer, on Repentence &. Paper No. 12 is on the Duties of a Faithful Wife as laid down in the Shastra. Papers No. 13 and 14 contain short biographical sketches of distinguished faithful wives, *viz.* Sutee, Seeta, Sabhitree, Damayantee, Lopamoodra, Chinta, Foolara, Khoolana, aud Bahoola. Paper No. 15 is on the Duties of the Husband. Paper No. 16 is on the former state of the Hindu Females considered with reference to the cultivation of letters, marriage, seclusion, and concluded with remarks as to the real advancement of every country depending on the education of Females. Paper No. 17 is on the Japanese Women with notice of a Japanese Lucretia. Paper No. 18 is a Tale illustrative of a Good Wife. Paper No. 19 (A dream) is on the Paths to Virtue and Vice (Choice of Hercules) and Paper No. 20 is a Tale showing what a Holy Woman can do.

রামারঞ্জিকা

(১) গৃহকথা, স্ত্রী শিক্ষা—জ্ঞানকরী বিদ্যা। সংখ্যা ১।

হরিহর ও তাঁহার স্ত্রী পদ্মাবতী আপনাদিগের কন্যার শিক্ষার বিষয়ে যে কথোপ-কথন করিয়াছিলেন, তাহা বিস্তার পূর্বক লেখা যাইতেছে।

পদ্মাবতী। ওগো, আমাদের মেয়ে কামিনীর প্রায় আট বৎসর বয়স হইল, ভাল একটি বর দেখ, বিয়ের সময় হইয়াছে।

হরিহর। বিবাহের জন্য এত ব্যস্ত কেন? কন্যার বয়ঃক্রমই কত, আরও চার পাঁচ বৎসর অপেক্ষা করা যাইতে পারে।

পদ্মাবতী। ওমা আরো চার পাঁচ বছর মেয়েকে কেমন করে আইবড় রাখ্‌বো? বার তের বছরের মেয়ে আইবড় থাকিলে লোকের কাছে কেমন করে মুখ দেখাব? আর ছোট ব্যালা বে দিতে কি তোমার সাদ যায় না? অধিক বয়সে বিয়া দিলে একটা মস্ত দিকৃধাব্‌ড়ে জামাই আস্‌বে, ছেলে ব্যালা বে দিলে ছোট জামাই হবে—দেখ্‌তে ভাল—শুন্‌তে ভাল—যেমন পুতুল খেলার মত।

হরিহর। অল্প বয়সে বিবাহ দেওনের দোষ গুণ পরে বলিব; এখনকার কথা জিজ্ঞাসা করি, মেয়ে কি পর্যন্ত লেখা পড়া শিখিয়াছে বল দেখি। আমি পুনঃ২ তোমাকে কহিয়াছি, বাড়ীর গুরুমহাশয়ের নিকট প্রতিদিন কন্যাকে পাঠাইয়া দেও, পাঠাও কি না?

পদ্মাবতী। গুরুমহাশয়ের নিকট পাঠাইয়াছিনু, মেয়ে বড় অল্‌বড্যা, অস্থির, পাঠশালা হতে পালিয়া আস্‌তো, আর ছেলে মানুষ খেলাতেই মন।

হরিহর। এ বিষয় আমাকে কেন জানাও নাই? এ তো ভাল কর্ম হয় নাই, কন্যার শিক্ষা হইতেছে না, এ যে বড় মন্দ!

পদ্মাবতী। এমন মন্দই বা কি, মেয়ে মানুষ লেখা পড়া শিখে কি কর্‌বে? সে কি চাকরি করে টাকা আনবে? মেয়েছেলে লেখা পড়া শিখলে বরং লোকে নিন্দা করবে। রবিবার দিন দিদির কাছে গিয়াছিনু, সেখানে মাসী মামী পিসী সকলেই আসিয়াছিলেন; তাঁহাদের নিকট মেয়ের লেখা পড়ার কথা উপস্থিত হইলে তাঁহারা সকলে বল্‌লেন মেয়ে মানুষের লেখা পড়া শেখায় কায কি? আবার কেউ২ বল্‌লেন, মেয়ে মানুষ লেখা পড়া শিখলে বিধবা হয়। মাগো মা! সে কথাটা শুনে অবধি-মনটা ধুক পুক করছে। কায নাই বাবু আর লেখা পড়ায়

কায নাই! মেয়ে আমার অমনি থাকুক। যে কয়েক দিন পাঠশালে গিয়াছিল তার দোষ কাটাবার জন্যে ঠাকুরের কাছে তুলসী দেওয়াবো।

হরিহর। লেখা পড়ার প্রতি তোমার এত দ্বেষ কেন? তুমি যে সকল কথা বলিলে ক্রমে২ তাহার উত্তর দিতেছি। শুন—শিক্ষা দুই প্রকার—জ্ঞানকরী ও অর্থকরী*। জ্ঞানকরী শিক্ষাতে সুবিবেচনা ও ধর্মে মতি হয়। অর্থকরী শিক্ষা উপার্জনের পথ। পুরুষের এই দুই প্রকার শিক্ষা পাওয়া উচিত। বল দেখি, উত্তম বিবেচনা ও ধর্মে মতি এবং উপার্জনের ক্ষমতা যে পুরুষের না থাকে, সংসারে তাহার কি গতি হয়?

পদ্মাবতী। এমন পুরুষের কোথাও মান থাকে না। বাহিরে দশ জনার কাছে বস্‌তে পান না, বাড়ীতে স্ত্রী পুত্রও দূর ছি করে। আর২ লোকের কথা কি দশ-বার ডাকিলে চাকরেরাও এক ছিলিম তামাক দেয় না। যেমন আমার বনপো মূর্খ হইয়া গোঁয়ার গাঁজাখোর ও চোর হইয়াছে তাহাকে যে দেখে সেই দূর ছি করে। কিন্তু আমার ভাইপো লেখা পড়া শিখে ভাল হয়েছে ও দশ টাকা উপায় করতেছে। তার কেমন মান সম্ভ্রম! লেখা পড়া না শিখিলে পুরুষের বাঁচা মিথ্যা।

হরিহর। তুমি স্বীকার করিলে পুরুষের শিক্ষা করা আবশ্যক, কেননা তদ্‌ভাবে অবিবেকতা, দুষ্কর্মে প্রবৃত্তি ও অর্থোপার্জনে অক্ষমতা হওয়াতে জীবন বৃথা হয়। তবে স্ত্রীলোকের সদ্বিবেচনা ও ধর্মজ্ঞান হওয়া কি আবশ্যক নহে? যে স্ত্রীলোকের সদ্বিবেচনা ও ধর্মে মতি না হয়, তাহাকে কি তাহার স্বামী ভাল বাসে ও সন্তান সন্ততি কি মনের সহিত সম্মান করে, না তিনি গৃহ ও সাংসারিক কর্ম সকল উত্তমরূপে সম্পন্ন করিতে পারেন? যে গৃহের গৃহিণীর সদ্বিবেচনা ও ধর্মে মতি নাই, সে গৃহ ত্বরায় ছিন্নভিন্ন হইয়া যায় ও সেখানে শীঘ্র অলক্ষ্মীরও দৃষ্টি পড়ে।

পদ্মাবতী। কিসে সদ্বিবেচনা হয় ও সদ্বিবেচনা কাহাকে বল? অনেক মেয়েমানুষ লেখা পড়া করে না বটে, কিন্তু তাহাদিগের বেশ বিবেচনা—যেমন আমার মেজো ভাজ। কেমন আঁটা শাঁটা—সকলকে নিয়ে সংসার করতেছে। সকলেই বলে, তাহার বুদ্ধি শুদ্ধি বড় ভাল।

হরিহর। তোমার মেজ ভাজ শেয়ানা বটে, কিন্তু সর্বপ্রকারে চৌকোস নহে। তিনি চারি আনার বাজারের এক আনা কসুর কাটিয়া বাঁচাইতে পারেন কিন্তু কি প্রকার আহার ও নিয়ম পালন করিলে ও কোন্ স্থানে থাকিলে সন্তান সন্ততি ভাল থাকে—কি প্রকারে তাহাদিগকে লালন পালন ও রক্ষণাবেক্ষণ

* শ্রেণী অল্প করিবার জন্য "জ্ঞানকরীর অন্তর্গত নীতিকরী" করা গেল।

করিতে হয়—কি প্রকারে তাহাদের সদুপদেশ হইতে পারে,—কি প্রকার ব্যক্তির সহিত তাহাদের সহবাস করা উচিত—কি প্রকারে তাহাদিগের সংসারের উন্নতি হইতে পারে এ সকল বিষয়ে তাঁহার কিছু মাত্র বুদ্ধি নাই। তাঁহার তৃতীয় পুত্র পীড়িত হইলে ডাক্তার কহিলেন, শীঘ্র ভাল স্থানে না গেলে আরাম হইবে না। তোমার ভাজ কহিয়া বসিলেন, আমি ছেলেকে কোথাও পাঠাব না—এত কাল কি লোকে বাটীতে থেকে আরাম হয় নাই? তাহাতে তিন মাস পরেই তাঁহার সেই পুত্রটী মরিয়া গেল। অপর তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র যাদবের চট্টগ্রামে উত্তম কর্ম হইয়াছিল, সে যাত্রা করিয়া যায় তিনি কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন—"বাবা রে তোকে না দেখে কেমন করে থাকব", সুতরাং যাদবকে কর্ম পরিত্যাগ করিতে হইল। সে তদবধি নিষ্কর্মা হইয়া ঘরে থাকাতে এমত জড়ভরত হইয়াছে যে, তাহার মাসে ১০ টাকা উপার্জন করা ভার। যদি চট্টগ্রামে যাইত, তবে বিষয় কর্মে পড়ে তাহার বুদ্ধি প্রখর হইত ও ২০০।৩০০ টাকা উপার্জনের ক্ষমতা হইত। অন্যান্য পরিবারেতেও এই রূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি। ভাল শিক্ষা না হইলে ভাল বিবেচনা হয় না। সুবিবেচনা তো গাছের ফল নয় যে হাত বাড়াই-লেই পাবে। তাহা উপার্জন করিতে সাধনার আবশ্যক হয়, সেই সাধনা জ্ঞানকরী বিদ্যা শিক্ষা। তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ সুবিবেচনা কাহাকে বল? তাহার উত্তর এই, যাহাতে দূরদৃষ্টি আছে তাহাকেই সুবিবেচনা বলি। যে কর্মে আপাততঃ লাভ অথবা সুখ, কিন্তু পরে ক্ষতি অথবা ক্লেশ, সে কর্মে দূরদৃষ্টি নাই, সুতরাং তাহা সুবিবেচনা শূন্য।

পদ্মাবতী। তুমি যে সুবিবেচনার কথা বলিলে তাহা পুরুষের পক্ষে আবশ্যক হইতে পারে, মেয়ে মানুষের তাতে কায কি? মেয়ে মানুষ বাট্‌না বাট্‌বে কুট্‌ন কুট্‌বে, দুদ জাল দেবে, রাঁধ্‌বে, বাটা সাজাবে ও ঘর কন্নার আর২ কর্ম কর্‌বে, তাদের দূরদৃষ্টিতে বা কাযই কি ও সুবিবেচনাতেই বা কায কি।

হরিহর। তুমি যে সকল গৃহ কর্মের কথা বলিলে তাহা স্ত্রীলোকের জানা আবশ্যক বটে, কিন্তু কেবল তাহা জানিলেই তো হয় না। পিত্রালয়ে থাকুক অথবা শ্বশুর বাটীতেই থাকুক, সুবিবেচনা থাকিলে কাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা বুঝিয়া করিতে পারে। বিবেচনা পূর্বক অগ্র পশ্চাৎ দৃষ্টি না করিয়া ব্যয় করিলে স্বামির অধিক আয় হইলেও প্রতুল হয় না, এজন্য স্ত্রীলোকের সুবিবেচনা সর্বদা আবশ্যক হয়। অপর স্বামির আয় দেখিয়া কোন্ বিষয়ে ব্যয় কিরূপ ন্যায্য ও কোন বিষয়ে ব্যয় কিরূপ অন্যায় সুবিবেচনা না থাকিলে এসকলও বুঝিতে পারে না। রামহরির মাসিক বেতন ৩০ টাকা, তাঁহার স্ত্রী ধুমধামে এত রত যে

তাহার পুত্রের পুনর্বিবাহ কালীন স্বামিকে ১০০ টাকা কর্জ করাইয়া কর্ম নির্বাহ করেন, কিন্তু যে বাটীতে আছেন তাহা ভগ্ন হইয়া যাইতেছে, একটা ঝড় আসিলেই চাপা পড়িয়া মরিবেন, তাহা ভাল করিতে চাহেন না। রামহরি মাসে২ যে টাকা গুলি পান আনিয়া স্ত্রীর হাতে দেন—তিনি কি করিবেন ? হরিশ্চন্দ্রের স্ত্রীও ঐরূপ। পুত্র কন্যার জন্য সর্বদা জরির পোশাক খরিদ করিতেছেন, কিন্তু বাটীর নিকট একটা নরদমা আছে, তাহাতে ময়লা পোরা, দুর্গন্ধে নিকটে থাকা যায় না, ও পরিবারের পীড়া সর্বদা হইতেছে, পাঁচ টাকা খরচ করিলে তাহা পরিষ্কার হয়, সে ব্যয়ে তিনি অতি কাতর, কেবল জরির কাপড় পরাইয়া দশজনকে ছেলে দেখাইবেন সর্বদা এই সাধ, কিন্তু তাহাদের গা খোস পাঁচড়ায় গলিয়া পড়িয়াছে, কখন পরিষ্কার করান হয় না! প্রতিদিন পাঁচ সাতখানা ব্যঞ্জন প্রস্তুত হয়, কিন্তু পচা সড়া দ্রব্যের কিছুমাত্র বিচার নাই, তাহা অপেক্ষা টাট্‌কা দ্রব্যের দুই একটা ব্যঞ্জন করিলে সন্তানাদি শারীরিকও ভাল থাকে, ও ডাক্তারের ব্যয়ও বাঁচিয়া যায়। সুবিবেচনা থাকিলে এই সকল কর্ম কাহাকেও বলিতে হয় না। এইরূপ আরো অনেক দৃষ্টান্ত দিতে পারি, যাহা বলিলাম তাহাতে স্পষ্টই বোধ হইবেক যে, স্বামির নিকটে থাকিলেও স্ত্রীর সুবিবেচনা ব্যতিরেকে গৃহ কর্ম উত্তমরূপে নির্বাহ হয় না। স্বামী যদি বিদেশে থাকে, অথবা মরিয়া যান, তবে স্ত্রীর সুবিবেচনা নানা বিষয়ে ও নানা প্রকারে সর্বদাই আবশ্যক হয়, তখন স্ত্রীলোককে গৃহিণীর কর্ম করিতে হয় ও কর্তার কর্মও করিতে হয়—তৎকালীন সুবিবেচনা না থাকিলে বিষয় সম্পত্তি নষ্ট হয়, ও গৃহ এলো মেলো হয়ে পড়ে, এবং সন্তান সন্ততিও মন্দ হইয়া উঠে। ইহারও ভূরি২ প্রমাণ দিতে পারি।

পদ্মাবতী। এই কথাটী তুমি সত্য বলিয়াছ। আমার কাকার মেয়ে ৩০ বৎসর বয়সে বিধবা হয়। তাহার স্বামী তাহাকে লেখা পড়া ভাল শিখাইয়াছিল। তাহার ভাশুরপো ও জ্ঞাতিরা তাহাকে ফাঁকি দিবার জন্য কত চেষ্টা করে, কিন্তু সে মেয়ে মানুষ, হিসাব পত্র ভাল বুঝতো ও তাহার বুদ্ধি শুদ্ধি ভাল ছিল, এজন্য এক পয়সাও কেহ ঠকাইতে পারে নাই, কিন্তু আমার মামার মেয়ে কিছুমাত্র লেখাপড়া জানে না, তাহার স্বামী মরিলে পর তাহার ভাই ও দশজনে পড়িয়া চোকে ধূলা দিয়া সব লুটে পুটে লয়েছে, আজ খান এমন যোও নাই।

হরিহর। তবে দেখ দেখি, স্ত্রীলোকের সুবিবেচনা থাকাতে কত উপকার ? ইহা গৃহকর্মে লাগে—স্বামির কর্মে লাগে—সন্তানাদির কর্মে লাগে—নিজের কর্মেতেও লাগে। সুবিবেচনা লেখাপড়ার চর্চার দ্বারাই হয়।

ইউরোপ দেশে মাতাই সন্তানকে প্রথম শিক্ষা দেন। যে শিক্ষা সে কেবল পুস্তকের দ্বারা হয়, এমত নহে। নানা প্রকার স্নেহ ও আদরের কৌশলে মাতা হিতাহিত বাক্য বলেন, ঐ হিতাহিত বাক্য তৎকালে শিশুর মনে যেমন বসে, এমন পাঠশালায় পড়াতে হয় না, কিন্তু এদেশে স্ত্রীলোকেরা লেখাপড়া শিখে না, তাহারা সন্তানকে কেমন করিয়া সৎ উপদেশ দিবে? যে ব্যক্তি নিজে অন্ধ, সে কি অন্য অন্ধের হাত ধরিয়া লইয়া যাইতে পারে? এদেশে যদ্যপি স্ত্রীলোকেরা লেখাপড়া জানিত, তবে সন্তানদিগের সুশিক্ষা অল্প বয়সে অনায়াসে হইত। ও তাহারা যে কুকথা ও কুরীতি শিখিত, ঘরে আসিলে তাহার শোধন হইত। অপর স্ত্রীলোকের লেখাপড়া জানাতে আরও এই এক উপকার যে, জ্ঞানের প্রতি দৃষ্টি হইলে মন আমোদে থাকে, ব্যর্থ কথায় কাল ক্ষেপণ হয় না, এবং সার ও অসার বোধ হয় ও শীঘ্র কুমতি হয় না।

জ্ঞানকরী বিদ্যা শিক্ষায় ধর্মে মতি হয় কি না, ও অর্থকরী বিদ্যা স্ত্রীলোকের শেখা উচিত কি না ইত্যাদি যে তোমার কয়েকটি কথা রহিল তাহা পরে বলিব, অদ্য অধিক রাত্রি হইল।

পদ্মাবতী। খুব ব্যানে লিখাপড়া শিখেছো। আমার বুদ্ধি শুদ্ধি ঘুরিয়ে দিলে—আমাকে নিরুত্তর করিলে। কথা গুলনতো ভাল বলিলে। কাল রাত্রে একটু সকাল২ বল্‌তে আরম্ভ করিও।

(২) গৃহকথা, স্ত্রী শিক্ষা—জ্ঞানকরী বিদ্যা। সংখ্যা ২।

পদ্মাবতী। কাল রাত্রে বলিয়াছ জ্ঞানকরী বিদ্যায় সুবিবেচনা জন্মে, তাহাতে ধর্মে মতি কি রূপে হয় বল দেখি?

হরিহর। ধর্ম দুই প্রকার,—প্রথম পরমেশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি, দ্বিতীয় সংসারে সৎকর্ম করা। পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি জন্য মনের সহিত ধ্যান উপাসনা ও আত্ম স্বভাব শোধনের আবশ্যক। আর যদিও পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি সকল ধর্মের মূল, তথাচ সংসারে সৎ কর্ম করা কি উপায়ে হয় বল দেখি?

পদ্মাবতী। মা খুড়ী ও অন্যান্য দশ জন প্রবীণ মেয়ে মানুষ যেমন করে তেমন করিলেই ভাল কর্ম করা হয়।

হরিহর। তবে ভাল কর্ম করাতে অন্যের উপদেশ অথবা সহবাসের অপেক্ষা হইল। বিনা উপদেশেও কেহ২ আপন সুস্বভাব বশতঃ সৎকর্মে প্রবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু সকলে হয় না। যেমন দশটা বীজের মধ্যে একটা বীজ ভাল—মাটিতে ফেলিলেই অনায়াসে গাছ হয়, কিন্তু সকল বীজের চারা করিতে গেলে জল সেচন ও অন্যান্য

উপায়ের আবশ্যক হয়। যদ্যপি মা খুড়ী ও অন্যান্য স্ত্রীলোক সংসারে সৎকর্মে সর্বদা রত থাকেন তবে, তাঁহাদিগের উপদেশ অথবা সহবাসই শিক্ষা এবং সেই শিক্ষাতেই ধর্মে মতি হয়।

পদ্মাবতী। সংসারে স্ত্রীলোকদিগের ভাল কর্ম করা কাহাকে বল ?

হরিহর। স্ত্রীলোক যাবজ্জীবন আপন সতীত্ব রক্ষা করিবে। স্বামী কৃতী হউক বা অকৃতী হউক তাহাকে অন্তঃকরণের সহিত স্নেহ ও ভক্তি করিবে। অন্য পুরুষের প্রতি মননও মহা পাপ। পতিই জ্ঞান, পতিই ধ্যান, পতিই প্রাণ, অহরহ ইহাই মনে করিবে। এতদ্ব্যতিরেকে পুত্র কন্যাকে সমান রূপে স্নেহ করিবে। পিতা মাতা, শ্বশুর শাশুড়ী, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, ভাশুর ও অন্যান্য গুরুতর লোককে সম্মান করিবে। কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও দেবরাদিকে পুত্রবৎ দেখিবে। দাস দাসীদিগকে কখন নিগ্রহ করিবে না। জ্ঞাতি ও পল্লীস্থ কাহারো হিংসা করিবে না। স্বামী ধনী অথবা কৃতী হইলেও অহঙ্কার করিবে না। ধনৈশ্বর্য সম্পন্ন অথবা বহুমূল্য অলঙ্কারে ভূষিতা হইলেও দম্ভ ত্যাগ করিবে। আপন ক্ষতি হইলে অন্যের সহিত কলহ করিবে না। কাহাকেও কোন প্রকারে বঞ্চনা করিবে না। জ্ঞাতি কুটুম্ব ও সুহৃদগণ ক্লেশে পড়িলে সাধ্যক্রমে সাহায্য করিবে। অনাথ, দীন দরিদ্র লোক দৃষ্টি গোচর হইলে শক্তি অনুসারে দুঃখ মোচন করিবে। কখনো ব্যাপিকা হইবে না, অভিমান প্রকাশ না করিয়া, সকলের প্রতি সর্বদা নম্রভাবে ব্যবহার করিবে। যে স্ত্রীলোক এই সকল সাংসারিক ধর্ম করে, তাহার যশঃ চিরকাল সংকীর্তন হয়,—তিনি পরকালে পরম গতি প্রাপ্ত হন।

পদ্মাবতী। হাঁ, তা বটে তো, এমন তর মেয়ে মানুষ দেখিলে চক্ষু জুড়ায়! আমরা যে সকল মেয়ে মানুষ দেখি, তাদের এ সব ধর্ম দুটা একটা আছে, সব কোথা ? মলো! কেহ বা স্বামিকে দিবারাত্রি কটু বাক্য বলে, কেহ বা ঠেকারে ফেটে মরে, কেহ বা মিথ্যা কথা লইয়া কোঁদোল করিয়া বাড়ী ফাটায়, কেহ বা গুরুতর লোকের সাম্‌নে দম্ভ করে, কেহ বা জ্ঞাতি অথবা অন্যের হিংসাতে শরীর ঢালে, কেহ বা আপনার বেশ ভূষণেই ব্যস্ত থাকে, অন্যে বাঁচলো, কি মরিলো, একবার ফিরিয়াও দেখে না। কিন্তু এসব দোষ কি লেখা পড়া শিখ্‌লে যায় ?

হরিহর। মূর্খতা অথবা অসদুপদেশে মনের প্রকৃত ধর্ম নষ্ট হয়, সুতরাং তাহাতে কুমতি জন্মে, কিন্তু সদুপদেশ ও সাধুসঙ্গ হইলে মনঃ ক্রমে নির্মল হয়, তাহাতে ধর্মে মতি জন্মে। যেমন উত্তম দেশে বাস করিলে—উত্তম বায়ু সেবন করিলে—উত্তম দ্রব্য ভোজন করিলে—নিয়ম পূর্বক থাকিলে শরীর নীরোগ ও বলবান হয়, তেমনি সদুপদেশ পাইলে ও সাধু সঙ্গ করিলে মনঃ বিশুদ্ধ হইয়া ধর্মে রত হয়।

দেখ এদেশে বেশ্যার কন্যা প্রায় বেশ্যাই হয়, কারণ বাল্য কালাবধি কুসঙ্গে থাকে ও অসদুপদেশ পায়, কিন্তু বিলাতে অনেকে বেশ্যার গর্ভে জন্মিয়াও পিতার সদুপদেশে এমত ভদ্র আচার শিখে যে, কত২ ভদ্রলোক তাহাদিগকে বিবাহ করিতে আগ্রহ যুক্ত হয় ; অতএব সদুপদেশ ও সৎসঙ্গের কেমন ফল দেখ।

পদ্মাবতী। ও মা, ভদ্রলোকে বেশ্যার কন্যাকে কেমন করে বে করে গো ! যে বে করে তার জাত যায় না ?

হরিহর। ইংরাজদিগের জাতি কর্মাধীন,—সৎকর্মে থাকে, কুকর্মে যায়। সে যাহা হউক, এ কথার বিস্তার পরে কহিব, সদুপদেশ ও সৎসঙ্গের কত গুণ, দেখ।

পদ্মাবতী। সত্য বটে,—আমার একটা কথা মনে পড়িল, বলি শুন। আমার বাপের বাড়ীর দরয়ান শীতল সিংহের দুটী মেয়ে ছিল, শীতল সিংহ মরে গেলে একটা মেয়ে পাঁচালির দল করিয়া বেশ্যা হইয়াছে, আর একটা আগড়্পাড়ার বিবির স্কুলে পড়িয়া এক জন ঋষি কিষ্টকে বে করেছে। ভাল মন্দ ধর্ম জানেন, কিন্তু শুনিতে পাই, ঐ ছুঁড়ী ভাল আছে, তার ব্যবহার ভদ্রলোকের মেয়েদের মত। আমার বোধ হয়, ভাল উপদেশ পাইয়া ভাল হইয়াছে। ভাল—ভাল উপদেশে কেমন করে ভাল হয় ?

হরিহর। আমাদিগের মন অতি কোমল, যেমন একটি চারাকে যে দিকে ইচ্ছা করি সেই দিকে নোয়াইতে পারি, মনও তদ্রূপ—সুপথে যাইতে পারে, কুপথেও যাইতে পারে। কিন্তু মনকে নিয়ত সুপথ গামি করিতে গেলে বাল্যাবস্থা অবধি সদুপদেশ ও সৎসঙ্গের আবশ্যকতা হয়। নীতিকথা ও ধর্মোপাখ্যান শুনিলে সদ্ভাব ও সুসংস্কার জন্মে এবং সাধুলোকের সহিত সহবাস করিলে ঐ সদ্ভাব ও সুসংস্কার দৃঢ়তর হয়। বিদ্যাসুন্দর দূতীবিলাস চন্দ্রকান্ত ও ঐরূপ পুস্তক পড়িলে সুশিক্ষা বা সদুপদেশ হয় না। কিন্তু উপর উক্ত নিয়মানুসারে যাহার শিক্ষা হয়, সে বালক হউক—অথবা বালিকা হউক অবশ্য তাহার ধর্মে মতি হয়।

পদ্মাবতী। কেন ?

হরিহর। সৎ কথা পুনঃ পুনঃ পাঠ ও শ্রবণ করিলে কুকথা শ্রবণ বা চিন্তন প্রায় রহিত হয়। সংস্কার আভ্যাসাধীন—যেরূপ অভ্যাস করিবে সেইরূপ সংস্কার হইবে, কতককাল ক্রমাগত সদুপদেশে রত থাকিলে অসদুপদেশ প্রায় ভাল লাগে না, সুতরাং ক্রমে২ ধর্মে মতি হইতে থাকে।

পদ্মাবতী। একথা সত্য, কি মিথ্যা, কেমন করিয়া জানিব ?

হরিহর। আপনার মনের ভাব পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই জানিতে পারিবে, যখন সীতার বা সাবিত্রীর বা দময়ন্তীর উপাখ্যান শুন, তখন মন সদ্ভাবে পরিপূর্ণ হয়

কি না ? সে সময় কুকথা শ্রবণে অথবা চিন্তনে ইচ্ছা হয় না, অর্থাৎ সৎকর্ম ব্যতিরেকে সকলই অসার বোধ হয়। যদ্যপি ক্ষণিক সদুপদেশে মনের এতাদৃশ গতি হয়, তবে নিরন্তর নীতি বাক্য ও ধর্মোপাখ্যান পঠনে ও শ্রবণে কি বিপরীত ফল হইতে পারে ?

পদ্মাবতী। বটে, এ কথাটি আমার মনে বড্ডো ভাল লাগ্‌লো।

হরিহর। জ্ঞানকরী বিদ্যাতে কি প্রকারে সুবিবেচনা ও ধর্মে মতি হয় তাহা শুনিলে। স্ত্রীলোকের অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা করা আবশ্যক কি না পরে কহিব, অদ্য রাত্রি অধিক হইল বিশ্রাম করি।

পদ্মাবতী। তুমি কথাগুলা সাজিয়া গুজিয়া বেশ বল, এ সব ইংরাজী পড়িয়া শিখিয়াছ—না ?

(৩) গৃহকথা, স্ত্রীশিক্ষা—অর্থকরী বিদ্যা। সংখ্যা ৩।

পদ্মাবতী। মেয়ে মানুষের অর্থকরী বিদ্যা শিখিবার প্রয়োজন কি ? মেয়ে মানুষ কি জামা জোড়া পরিয়া কুঠি যাবে ?

হরিহর। স্ত্রীলোকের অগ্রে গৃহকর্ম শিখা উচিত কেননা, রন্ধন করা—বাটনা বাটা—কুটনা কোটা—দুধ জাল দেওয়া—বড়ি ও আচার করা—ভাণ্ডারের হিসাব রাখা—দাস দাসীকে শাসনে রাখা ইত্যাদি কর্ম উত্তমরূপে না জানিলে ভালমতে সংসার চলে না। পুরুষ অর্থোপার্জন নিমিত্ত অর্থকরী বিদ্যা অভ্যাস করে বটে কিন্তু স্ত্রীলোকের তাহা জানা ভাল এবং জানিলে অশেষ উপকার দর্শিতে পারে।

পদ্মাবতী। মেয়ে মানুষ আবার কবে রোজকার করিবার বিদ্যা শিখেছে গা ? মেয়েতে কবে পাগড়ি বেঁধেছে ?

হরিহর। স্ত্রীলোকে পাগড়ি বান্ধিয়া কুঠি না যাউক, কিন্তু গৃহে বসিয়া শিল্পকর্ম করিতে পারে, ঐ শিল্পবিদ্যাতে অর্থের উপার্জন হয়, এইকারণ শিল্প বিদ্যাও অর্থকরী বিদ্যার অন্তর্গত। ঐ শিল্পকর্ম নানা প্রকার যথা—সেলাই করা, রিপু করা, কাপড়ে ঝাড়বুটাতোলা, ছাঁচ ঢালা, মোমের ও অন্যান্য দ্রব্যের গড়ন গড়া, খেলনা তৈয়ার করা, নক্সা করা এবং চিত্র করা ইত্যাদি।

বিলাতে ও এ দেশে দীনদুঃখি স্ত্রীলোকেরা শিল্পকর্ম করিয়া কিঞ্চিৎ২ অর্থ উপার্জন করে, তাহাতে তাহাদিগের সংসারে ব্যয়ের অনেক সাহায্য হয়, ইংরাজী পুস্তকে যে ক্ষুদ্র২ ছবি দেখা যায়, বিলাতে প্রথমে তাহা কাষ্ঠের উপর অঙ্কিত করে, পরে দীন দরিদ্র স্ত্রীলোকেরা তাহা খুদিয়া দেয়, এ দেশেও চুব্‌ড়ি, কাঠের ছোট বাটি,

লাটিম ইত্যাদি দুঃখি স্ত্রীলোকেরা প্রস্তুত করে। বিলাতে মধ্যবর্তী লোকের স্ত্রী-লোকেরা সূঁচের কর্ম ও পোষাক তৈয়ার করিয়া বিক্রয় করে, এদেশে ঐ অবস্থার স্ত্রীলোকেরা চরকা ও আসনা সূতা কাটে, গুম্‌সি ভাঙ্গে, চুলের দড়ি প্রস্তুত করে, কাপড়ে বুটা তোলে, পশমের জুতা বোনে ও খয়েরের গড়ন গড়ে।

অপর বিলাতে বড়মানুষের স্ত্রীলোকেরা নানা প্রকার শিল্প ও সংগীত বিদ্যা শিখে এবং অবকাশ পাইলে একটা না একটা ঐ প্রকার প্রকরণে মন নিযুক্ত রাখে। এদেশে ভাগ্যবন্ত মনুষ্যদিগের স্ত্রীলোকেরা ইদানীং শিল্পবিদ্যার কিছু২ চর্চা করেন বটে, কিন্তু তাহাতে যে কি উপকার তাঁহাদিগের বোধগম্য হয় নাই।

পদ্মাবতী। তাহাতে আবার কি উপকার? যে সকল স্ত্রীলোকের অবস্থা মন্দ, তাহাদিগের ঐ শিক্ষায় সংসারের অপ্রতুল ঘুচিতে পারে বটে, কিন্তু বড়মানুষ লোকের মেয়েদের শিখিবার আবশ্যক কি?

হরিহর। স্ত্রীলোক মাত্রেরই পরিশ্রমী হওয়া উচিত, কেবল আড়া গড়া দিয়া, পা টিপাইয়া, হাই তুলিয়া, আলতা পরিয়া, চুল বান্ধিয়া, টিপ কাটিয়া, তাস খেলিয়া কাল কাটান শ্রেয় নহে। ইহাতে অলস স্বভাব হয়, আলস্যেতে নিজের কুমতি ও সন্তানাদির কুউপদেশ হইবার সম্ভাবনা। স্ত্রীলোকের গৃহ কর্ম, পড়া শুনা ও শিল্প বিদ্যারও অনুশীলন করা কর্তব্য, ক্রমাগত এক প্রকার কর্ম ভাল লাগে না। কিছু কাল বা গৃহ কর্ম করিলে, কিছু কাল বা পড়াশুনো করিলে, কিছু কাল বা শিল্প কর্মের চর্চা করিলে। বড়মানুষদিগের স্ত্রীলোকের শিল্প কর্ম শিক্ষা করা অর্থের জন্য নয় বটে, কিন্তু তাহাতে নিযুক্ত থাকিলে শরীর ও মন ভাল থাকে। পল্লী-গ্রামের ভদ্র২ ঘরের স্ত্রীলোকেরা পুষ্করিণী হইতে কলসী করিয়া জল আনে—রন্ধন করে,—ঢেঁকিতে ধান ভানে—চাউল কাড়ে ও যাবতীয় গৃহ কর্ম করে, এবং অবকাশ পাইলে কাপড়ের বুটা তোলে ও অন্যান্য শিল্প কর্ম করে, এজন্য তাহার-দিগের ঔষধের ব্যয় অধিক হয় না এবং লজ্জা ও ধর্ম ভয় বিলক্ষণ থাকে। সহরের বড়মানুষের স্ত্রীলোকেরা পরিশ্রমকে বাঘ দেখেন, সুতরাং ডাক্তার ও কবিরাজ ক্রমাগত লাগিয়া থাকে আর ব্যর্থ কথা লইয়া কাল কাটাইতে হয়।

পদ্মাবতী। তুমি বলিলে যে স্ত্রীলোকে কিছুকাল গৃহ কর্ম করিবে—কিছুকাল পড়াশুনো করিবে—কিছুকাল শিল্প কর্মের চর্চা করিবে। ভাল, জিজ্ঞাসা করি, যে সকল স্ত্রীলোকের দাস দাসী ও রাঁধুনী আছে তাহাদের গৃহ কর্ম করার আব-শ্যক কি?

হরিহর। তোমার এ বড় ভ্রম। গ্রীক ও রোম দেশে ভদ্র২ ঘরের স্ত্রীলোকেরা আপন২ গৃহ কর্ম্ম করিতেন। গ্রীক সেনাপতি ফোশনের স্ত্রী স্বয়ং পুষ্করিণী হইতে

জল আনিতেন—তাঁহার কি দাস দাসী ছিল না ? বিলাতে ইংরাজদিগের ভদ্র২ ঘরের স্ত্রীলোকেরা নিজের পাকশালার তত্ত্বাবধারণ ও অন্যান্য গৃহ কর্ম করিয়া থাকে, ফলতঃ গৃহিণী হইতে গেলে গৃহ কর্ম সকল উত্তমরূপে জানা আবশ্যক ; কেবল দাস দাসীর উপর নির্ভর করিলে ঐ সকল কর্ম কখনই উত্তমরূপে নির্বাহ হইতে পারে না। যদ্যপি দাস দাসী সত্ত্বেও গৃহিণী আপন হস্তে গৃহ কর্ম করেন, তবে তাহাতে তাঁহার নিজের সদভ্যাস ও সন্তানাদির সদুপদেশ হয় এবং দাস-দাসীর কর্মের প্রতি ভয় থাকে। আর তুমি জান উত্তমরূপ রন্ধন প্রশংসনীয় কর্ম, তাহাও এক প্রকার শিল্প বিদ্যা।

পদ্মাবতী। শিল্পবিদ্যা শিক্ষাতে আর কিছু ফল আছে ?

হরিহর। শিল্পবিদ্যা শিক্ষাদ্বারা শরীর ও মন ভাল থাকে ও মেজাজ উত্তম হয়। যে স্ত্রীলোক শিল্প কর্মে নিযুক্ত থাকে তাহার কর্কশ স্বভাব পরিবর্তন হইয়া শান্ত প্রকৃতি হয়, কারণ এক২ টা কর্মে কিয়ৎকাল মন নিবেশ করিলে তাহার সঙ্গে ধৈর্য অভ্যাস হয়। অপর সংসারে নানা প্রকার দুর্ঘটনার সম্ভাবনা আছে, যখন ঐ প্রকার ঘটনা ঘটে, তখন স্ত্রীলোকের পক্ষে মনকে সুস্থির করিবার উপায় নাই এই নিমিত্ত শোক উপস্থিত হইলে স্ত্রীলোকেরা কেবল বিলাপ করে, দীর্ঘকাল গত না হইলে সেই শোকের শমতা হয় না, কিন্তু তাহাদিগের যদি কোন প্রকার শিল্প জ্ঞান থাকে তাহা হইলে, সময়ে২ শিল্প কর্মে মনোনিবেশ করিলে, ক্রমে২ শোক ঢাকা পড়িতে পারে, কারণ তদ্দ্বারা অন্যমনস্কতা হয়। আর ধন চিরস্থায়ি নহে, দৈববশতঃ ধন সম্পদ নষ্ট হইলে যদ্যপি পতি দুরদৃষ্ট অথবা রোগ প্রযুক্ত উপার্জনে অক্ষম হন, অথবা তাঁহার হঠাৎ নিধন হয়, তাহা হইলে ঐ অবস্থায় স্ত্রীলোক শিল্প বিদ্যার দ্বারাও কিছুকাল সংসার নির্বাহ করিতে পারে।

পদ্মাবতী। একথা সত্য বটে। দয়ালবাবু বাণিজ্য করিতেন। তাঁহার হঠাৎ ব্যব-সাতে অনেক লোসকান হইল, তিনি সকল অর্থ হারাইয়া কিছুকাল ক্লেশ ভোগ করিয়া মরিয়া গেলেন। তাঁহার স্ত্রীর এমত যোত্র ছিল না যে সন্তানাদির ভরণ পোষণ করেন—তিনি খয়েরের বাগান করিতে, কাপড়ের বুটা তুলিতে, পশমের জুতা বুনিতে ও অন্যান্য শিল্প কর্ম করিতে জানিতেন। সেই সকল উপায়ের দ্বারা কিছু২ অর্থ উপার্জন করিয়া প্রায় দশ বৎসর সংসার চালাইয়াছিলেন, পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের একটি কর্ম হয় এক্ষণে তাঁহাদের ক্লেশ ঘুচিয়া গিয়াছে। দয়ালের স্ত্রী যদ্যপি শিল্প কর্ম না জানিতেন তবে আপনার ও ছেলেপুলের দশা কি হইত ? তাহাকে কেহ একমুঠা চাউল দিয়াও জিজ্ঞাসা করে নাই।

হরিহর। তবে দেখ শিল্প বিদ্যা শিখিলে কত উপকার। স্ত্রীলোক দীন কিম্বা

মধ্যবর্তী লোকের ঘরে পড়িলে শিল্প কর্মের দ্বারা স্বামীকে সাহায্য করিতে পারে, বড় মানুষের ঘরে পড়িলে তাহার দ্বারা গৃহ কর্ম ভালরূপে নির্বাহ হয়। আপন শরীর, মন ও মেজাজ ভাল রাখিতে পারে, আর দুর্ঘটনা ঘটিলে অন্তঃকরণকে সুস্থির করিতে ও সংসারের ক্লেশ ঘুচাইতে সক্ষম হয়। আমি যাহা বলিলাম, তাহার দৃষ্টান্ত অনেক দিতে পারি।

পদ্মাবতী। আর দৃষ্টান্ত দিতে হবে না, তুমি চকে আঙ্গুল দিয়া বুঝায়ে দিলে। আমি কাল অবধি বোনা টোনা শিখিতে আরম্ভ করিব।

(৪) গৃহকথা, স্ত্রী শিক্ষা, মাতার দ্বারাই সন্তানের প্রকৃত শিক্ষা হয়। সংখ্যা ৪।

পদ্মাবতী। তবে মেয়ে মানুষের শিক্ষা না হইলে ছেলে পুলের শিক্ষা হয় না?

হরিহর। সুমাতা না হইলে সুসন্তান হওয়া ভার। মাতার দ্বারাই সন্তানদিগের মনের কলিকা প্রকাশ পায়—মায়ের যেমন মন প্রায় সন্তানাদির সেইরূপ মন হয়। দেখ কৌশল্যার দয়ালু স্বভাব ছিল, তাহা না হইলে চরুর অংশ সপত্নী সুমিত্রাকে কেন দিবেন। তাঁহার পুত্র রামচন্দ্র কেমন দয়ালু ছিলেন! কুন্তীও বড় দয়ালু ছিলেন—জতুগৃহে চণ্ডালিনী পাঁচটি পুত্র লইয়া ছিল তাহা স্মরণ হয় নাই, পরে উহা যখন মনে হয় তখন জতু গৃহে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে তবুও কাতর হইয়া মধ্যম পুত্রকে বলিয়াছিলেন—বাবা! শীঘ্র যাও, চণ্ডালিনী ও তাঁহার পাঁচটি পুত্রকে উদ্ধার কর। কুন্তীর পুত্র যুধিষ্ঠির সত্য ও দয়াতে বিখ্যাত, আর তাঁহার অন্য পুত্র কর্ণও কম দয়ালু ছিলেন না। গান্ধারী দ্বেষ হিংসায় পরিপূর্ণা ছিলেন—পাণ্ডবদিগের সুখে তাঁহার অতিশয় অসুখ হইত। দুর্যোধন ও দুঃশাসন তাঁহারই মত হইয়াছিল। এইরূপে অনুসন্ধান করিলে উদাহরণ অনেক দেওয়া যাইতে পারে। ভাল হওয়া বা মন্দ হওয়া—এ বিষয়ে সন্তান মায়ের নিকট যেমন শিক্ষা পায় এমন শিক্ষকের নিকট শিখে না। সন্তান দেখিতেছে যে, মাতা মিথ্যা কথা, চুরি, কটু বাক্য কহন, গালাগালি দেওন, পরনিন্দা, পরহিংসা ও পরোপকার করণে অতিশয় বিরক্ত এবং সত্য শিষ্টালাপ, পরোপকার ক্ষমা ও দয়া ধর্মে সন্তুষ্ট। সর্বদা এরূপ দর্শনে সন্তানের মনোমধ্যে যে সদ্ভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় তাহাতে সন্দেহ নাই। বিলাতের ও অন্যান্য দেশের অনেক২ মহৎ ব্যক্তির মহৎ হওয়ার মাতৃ উপদেশই মূল। ঐ উপদেশ যে কেবল পুস্তকের দ্বারা হয় তাহা নহে, মাতার স্বভাব, ব্যবহার ও সচ্চরিত্র হইতেই হইয়া থাকে—

মাতা যেমন মিষ্টালাপ ও হিতাহিত বাক্য দ্বারা সন্তানদিগকে ধর্ম পথে লওয়াইতে পারেন, এমন আর কাহার দ্বারা হয় না।

পদ্মাবতী। কই অন্যান্য দেশের মায়ের দ্বারা শিক্ষিত লোকের কথা বল দেখি।

হরিহর। (১) সার উইলেম জোন্স কলিকাতায় বড় আদালতের এক জন জজ ছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাল জানিতেন। ইংরাজিতে মনুসংহিতা অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার তিন বৎসর বয়ঃক্রম কালে পিতৃবিয়োগ হয়। মাতা বড় বুদ্ধিমতী ছিলেন, পুত্রকে সর্বদা নিকটে রাখিয়া, তাহার জ্ঞান ইচ্ছা উদয়ার্থে নানা দ্রব্য দেখাইতেন। পুত্র স্বভাবতঃ জিজ্ঞাসা করিত—মা এ কি, ও কি ? তখন মাতা অতি সহজে তাহাকে বুঝাইয়া দিতেন। এইরূপ করাতে অল্প দিনের মধ্যে সার উইলেম জোন্স অধিক শিক্ষা করিয়াছিলেন। মাতা বড় ধার্মিক দাতা অথচ পরিমিত ব্যয়ী ও নম্র ছিলেন; তাঁহার সহবাসে পুত্রের সৎ চরিত্র হইয়াছিল ইহাতে আশ্চর্য কি ?

পদ্মাবতী। স্বামী গেলে মেয়ে মানুষের ধৈর্য ধরিয়া এত করা কম কথা নয়।

হরিহর। (২) গ্রে নামে বিলাতে এক জন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। তাঁহার পিতার চরিত্র অতি মন্দ ছিল, আপন স্ত্রীকে অপমান ও প্রহার করিতেন, কিন্তু কেবল সন্তানের সদুপদেশের জন্য সেই সকল অপমান ও প্রহার সহ্য করিয়াও তাঁহার স্ত্রী নিকটে ছিলেন। গ্রের মাতার প্রকৃতি ও চরিত্র উত্তম ছিল, এই কারণে গ্রে সদ্‌গুণ বিশিষ্ট হইয়াছিলেন।

পদ্মাবতী। ও মা তবে নাকি ইংরাজেরা বিবিদের বড় আদর করে—আপনার স্ত্রীকে ধরে মারিত !

হরিহর। ভাল মন্দ লোক সকল জেতেই আছে। উক্ত প্রকার অন্যান্য উদাহরণ আরও বলি স্থির হইয়া শুন। (৩) বিশাপ হাল নামে এক জন বিখ্যাত পাদ্রি ছিলেন। তিনি আপনার পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে মাতার নিকটেই শিক্ষা হয়—তিনি যখন উক্ত উপদেশ দিতেন, তখন তাহার পুত্রের মন একেবারে ঐ উপদেশে সংলগ্ন হইত। (৪) জর্জ হারবর্ট নামে এক জন ধার্মিক লোক ছিলেন। তিনি উপাসনা কালে উত্তম রূপে গান করিতে পারিতেন। চার বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁহার পিতার কাল হয়—তাঁহার মাতা অতিশয় যত্ন পূর্বক তাঁহাকে সদুপদেশ দিয়াছিলেন ও যে২ পাঠশালায় তিনি পড়িতেন, তাহার নিকটে মাতা আসিয়া বাস করিয়া থাকিতেন—মাতা সর্বদা বলিতেন—"যেমন শরীর আহারানুসারে পুষ্ট হয়, তেমনি মন্দ লোকের কথায় ও কর্মে ক্রমশঃ আত্মার পাপ বৃদ্ধি হয়, অতএব পাপ না জানা ধর্ম রক্ষার উপায়

—পাপ জানিলেই পাপে দগ্ধ হইতে হয়"। এ কারণে আপন সন্তানদিগকে শৈশবাবস্থা অবধি সর্বদা নিকটে রাখিয়া খেলা ধূলা ও অহানিজনক কৌতুক ইত্যাদিতে কাল ক্ষেপণ করিতেন।

পদ্মাবতী। একথা মিছে নয়—ছেলে যেমন দেখে, যেমন শুনে, তেমনি শিখে—তার পর আর আর কি আছে বল দেখি—তোমার কথাবার্তা যে দ্রৌপদীর পাকস্থালী—ফুরায় না।

হরিহর। (৫) জন ওয়েস্‌লি বিলাতে এক জন বিখ্যাত লোক হইয়াছিলেন। তিনি সদা ধর্ম পথে চলিতেন। পৃথিবীর সুখ সম্পত্তি অথবা লোকের প্রশংসায় কদাপি মন দিতেন না, কেবল ঈশ্বর উদ্দেশে আপন কর্তব্য কর্মের প্রতি দৃষ্টি করিতেন। তাঁহার যিনি জননী, তাঁহার উনিশ বা কুড়ি বৎসর বয়সে বিবাহ হয়, ক্রমে উনত্রিশটী সন্তান প্রসব করেন, তাহার মধ্যে তেরটী সন্তানকে নিকটে রাখিয়া স্বয়ং শিক্ষা দিতেন। জন ওয়েস্‌লির মাতাকেও গৃহ কর্ম, বিষয় আশয় রক্ষণাবেক্ষণ, অন্যান্য কর্ম দেখিতে শুনিতে হইত, কিন্তু সকল কর্ম নির্বাহ পক্ষে এমন সুশৃঙ্খলা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিজের এমন শান্ত প্রকৃতি ছিল যে, অতিশয় ঝনঝাটেও আপন সন্তানদিগকে উত্তম রূপে শিক্ষা করাইতেন। তাঁহার শিক্ষা করাইবার প্রণালী কি বলিব! কি রূপে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে হয় তাহা পর্যন্ত ও চাকরদিগের প্রতি কি রূপ ব্যবহার করিতে হয় তাহারও কিছু বক্রি রাখেন নাই। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস এই ছিল—যে ছেলেরা যা মনে করিবে তাহা করিতে দিলে তাহাতে সর্বনাশ উপস্থিত হইবে, ঐরূপ স্বভাব দমন না হইলে পরে অধর্মের বৃদ্ধি হইবেক।

পদ্মাবতী। ঐ বিবির স্বামী একুশ বিয়ানের পরে আবার তাঁহাকে বিয়া করে নাই?

হরিহর। সে রীতি ইংরাজদিগের মধ্যে নাই। এখন বলি শুন—অনেক২ মহৎ ব্যক্তির জীবন চরিত্রে মাতৃ কর্তৃক বাল্য উপদেশের বিশেষ উল্লেখ নাই বটে, কিন্তু অন্যান্য আনুসঙ্গিক কথা বিবেচনা করিতে গেলে সুস্পষ্ট বোধ হয় যে জননী সুমধুর ও স্নেহযুক্ত শিক্ষাতেই সন্তানদিগের আসল শিক্ষার মূল বদ্ধ হইয়াছিল। সম্প্রতি আর একটী কথা মনে পড়িল, তাহা বলি শুন।

(৬) ইংলণ্ডের মহারাণী ভিক্টোরিয়া বড় পুণ্যবতী, লোকের সহিত দেখা হইলেও মিষ্টালাপ করিয়া থাকেন। তিনি সামান্য আপন সন্তানাদির সুশিক্ষা বিষয়ে বড় যত্নশীলা, রাজপুত্র ও রাজকন্যা বলিয়া সন্তানেরা দম্ভ না করেন, এজন্য তিনি বিশেষ করিয়া উপদেশ দেন। কথিত আছে, মহারাণীর জ্যেষ্ঠ পুত্র একদিন

পাঠশালা হইতে মাতার নিকট আসিয়া বলিল—মা, আমাকে অমুক বালক প্রহার করিয়াছে। মহারাণীর স্বামী প্রিন্স আলবর্ট রাগান্বিত হইলেন, কিন্তু মহারাণী সুস্থির চিত্তে সেই বালককে ডাকাইয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি রাজপুত্রকে কেন মারিয়াছ? সেই বালক বলিল—আপনার পুত্র আমার নিকট বিজাতীয় অহঙ্কারপূর্বক আমাকে অসম্মান করিয়াছিল—এজন্য আমি প্রহার করিয়াছি। মহারাণী বলিলেন—যেমন কর্ম তেমনি ফল, তুমি উত্তম করিয়াছ, বাটী যাও।

পদ্মাবতী। ওমা, আমরা হলে ইটী করিতে পারিতাম না।

(৫) গৃহকথা, স্ত্রী শিক্ষা, স্ত্রী পরোপকারিণী। সংখ্যা ৫।

পদ্মাবতী। সুমাতা হইলেই সুসন্তান হয়, ও সুমাতা হইতে গেলেই শিক্ষার আবশ্যক হয়, এ কথাটী বুঝলাম। বোধ করি ইউরোপে অনেক সুমাতা আছেন, তাহা ছাড়া বিবিদিগের আর কিছু গুণ আছে কি?

হরিহর। এদেশের স্ত্রীলোকেরা অতিশয় স্নেহযুক্ত ও অনেকেই পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনীর জন্য সর্বদাই যত্নশীল ও অনেকে পরের বিপদ আপদে কায়িক পরিশ্রম করিতে ক্রুটী করেন না, এবং সহমরণের প্রথা থাকাতে যে তাঁহারা পতিপ্রাণা, তাহাতেও কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু সাধারণ উপকারার্থ তাঁহারা তত তৎপর নহেন।

পদ্মাবতী। ওমা, এ কেমন কথা গো! এত ঘাট পুষ্করিণী অতিথিশালা কোথা থেকে হল? এসব কীর্তি যে অনেক স্ত্রীলোকের দ্বারা হইয়াছে? এখন তাদের নিন্দা করলেই কি হল? নিন্দে করতে চাও কর, তাহাদের গায়ে ফোস্কা পড়বে না।

হরিহর। একটু স্থির হও, আমার কথাটা তলিয়ে বোঝ। আমি ভালরূপে অবগত আছি যে, অনেক ঘাট, পুষ্করিণী, তড়াগ, অতিথিশালা, পঞ্চবটী, রাস্তা ইত্যাদি স্ত্রীলোক কর্তৃক হইয়াছে, কিন্তু এ সকল কর্মে কেবল তাহারা ব্যয় করিয়াছেন, কায়িক অথবা মানসিক পরিশ্রম অল্পই। ইউরোপীয় কোন২ বিবিদের বিবরণ শুনিলেন আশ্চর্য হইবে।

পদ্মাবতী। তবে একটা বিবরণ বল দেখি—ঈশ্বর কাণ দিয়াছেন শুনি।

হরিহর। (১) বিলাতে বিবি ফ্রাই নামে এক জন স্ত্রীলোক ছিলেন। বাল্যকালেই তিনি পরোপকারে রত হয়েন। নিকটস্থ দীন দরিদ্র লোকের সন্তানদিগের শিক্ষার্থে পিতৃ আলয়ে একটি পাঠশালা স্থাপন করিয়া অনেক উপকার করেন।

বিশ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। স্বামির নিকট থাকিয়া পল্লীর দুঃখী লোকের বাটী যাইয়া তাহাদের দুঃখ বিমোচন করিতেন। এইরূপে দশ বৎসর গত হইলে নিউগেট নামে জেলে গিয়া দেখিলেন, প্রায় ৩০০ স্ত্রীলোক নানা অপরাধ জন্য কয়েদ আছে। তাহাদিগের চরিত্র শোধনার্থে সর্বদা সেখানে গিয়া বস্ত্রাদি প্রদান পূর্বক ধর্ম উপদেশ দিতে লাগিলেন। তাঁহার ঐ উপদেশ এমত সুমিষ্ট হইত যে, তৎ শ্রবণে তাহাদিগের অশ্রুপাত হইত। পরে উক্ত কয়েদিদিগের কুড়িটী ছেলেকে লইয়া নিত্য শিক্ষা দিবার প্রস্তাব হওয়াতে, জেলের অধ্যক্ষেরা বলিল, ইহাতে কিছু ফল হইবে না ও স্থানও নাই। বিবি ফ্রাই তাহাতে ভগ্নোৎসাহ না হইয়া, একটী অন্ধকার খুপরি ঘরে বসিয়া শিখাইতে লাগিলেন— এইরূপ শিক্ষাতে অনেক কয়েদিদের স্বভাব পরিবর্তন হইল। অনেক২ স্ত্রীলোক, যাহারা পূর্বে কেবল বকাবকি, কচকচি ও গালাগালি করিত, তাহারা এক্ষণে শান্ত হইল। যাহারা বসিয়া থাকিত, আলস্যে তাহারা পাছে বিগড়িয়া যায়, এজন্য তিনি তাহাদিগকে বুনন ও শিলাইয়ে নিযুক্ত করিলেন। পূর্বে কয়েদিদের কর্ম করাইবার ও উপদেশ দিবার প্রথা ছিল না। বিবি ফ্রায়ের দৃষ্টান্তে ইউরোপের অন্যান্য দেশের জেলে ঐ রূপ সুনিয়ম হইতে লাগিল, তাহাতে এই উপকার হইয়াছে যে, জেলে থাকিয়া অনেকে পরিশ্রম দ্বারা আপনার ভরণ পোষণ করণ বিষয়ে সদুপদেশ পাইয়া ভাল হইতেছে। অনন্তর বিবি ফ্রাই ধনশালী ভদ্র লোকদিগকে বুঝাইয়া নিরাশ্রয় ও দরিদ্র ব্যক্তিদিগের আশ্রয় জন্য সভা স্থাপন করান্ ও পরহিতে সর্বদাই রত থাকিতেন। এমন প্রকার হিন্দুদিগের স্ত্রীলোক হইলে হইতে পারে, কিন্তু অদ্যাপি দৃষ্ট হয় নাই।

পদ্মাবতী। তা বটে কিন্তু এমন প্রকার বিবিও দুই এক জন।

হরিহর। (২) মারকিনদেশে মরসর নামে এক জন গবর্নর ছিলেন। কিছু কাল পরে সরকারি কর্ম পরিত্যাগ করিয়া চাসবাস করিতে আরম্ভ করিলেন। মারকিনদেশে অনেকে আফ্রিকা হইতে আনীত হাবসি গোলামের দ্বারা চাসবাস করে। ঐ সকল হাবসি গোলাম ক্রীত, এ প্রযুক্ত কেবল তাহাদিগের খাওয়া পরা লাগে, মাহিনা দিতে হয় না। মরসরের কেবল এক কন্যা ছিল, তাহার নাম মারগেরেট মরসর। পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার সমস্ত বিষয়ের অধিকারিণী হইয়া, তিনি কেবল পরহিতে রত থাকিতেন। প্রথমে দেখিলেন, তাঁহার অধিনে অনেক গোলাম আছে, তাহাদিগকে ক্রয় করিতে বিস্তর ধন ব্যয় হইয়াছে, মনুষ্য যে মনুষ্যের গোলামি করে এবং নিষ্ঠুর রূপে প্রহারিত হইলেও কিছু বলিতে পারে না, ও গোরু ঘোড়ার ন্যায় স্বেচ্ছাক্রমে ক্রীত বিক্রীত হয়, ইহার মূল

কেবল মনুষ্যের অসদ্বিবেচনা, এমত কর্ম ঈশ্বরের প্রীতিজনক কখনই হইতে পারে না, অতএব এ কর্ম পাপ কর্ম বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, পাপ কর্ম পরিত্যাগে যদি সর্বনাশ হয় তাহাও করা বিধেয়। এই বিবেচনায় ঐ অবলা সমস্ত দাসদিগকে নিষ্কৃতি দিলেন। তাহারা পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে অসীম আশীর্বাদ করিতে২ গমন করিল। মারগেরেট মরসরের প্রচুর আয় ছিল, এক্ষণে তাহা ঘুচিয়া যাওয়াতে তাঁহাকে পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতে হইল। এই মহৎ কর্ম করিয়া তিনি এক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন ও যাহাতে তাহাদিগের পরমেশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি হয় এমত উপদেশ দিতে লাগিলেন। এইরূপ পঁচিশ বৎসর পরোপকার করিয়া লোকান্তর গমন করেন। তিনি সর্বদা এই কথা কহিতেন যে, ব্যর্থ কথা লইয়া গোলযোগ অথবা পর দোষানুসন্ধান কিম্বা পরনিন্দা পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়েই করিয়া থাকে—পরহিতে মন নিবেশই ঐ রোগের ঔষধ। যেমন পুষ্পে ফল রক্ষিত হয়, তেমনি ভদ্র আলাপে সুমতি বৃদ্ধিশীল হয়।

পদ্মাবতী। এ দুইটী বিবিই ভাল। ওমা, এমন তর তুমি কত জান গো? তুমি যে ভুষণ্ডী!

হরিহর। (৩) হেনামোর নামে এক জন বিবি ছিলেন। তিনিও পরহিতে সর্বদা রত থাকিতেন। তিনি দোকানি চাষী ও অন্যান্য লোকদিগের জ্ঞানবৃদ্ধি জন্য পুস্তকাদি লিখিয়াছিলেন ও দরিদ্রলোকের সন্তানাদির শিক্ষার্থে পাঠশালা স্থাপন করিয়াছিলেন, ফলতঃ সৎ বিষয়ে ধন ব্যয় করিতে ত্রুটী করেন নাই। যৎকালীন তাঁহার মৃত্যু হয়, তৎকালীন গ্রামস্থ যাবতীয় লোক নিকটে আসিয়া নয়ন বারি নিক্ষেপ পূর্বক আপন২ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিল।

পদ্মাবতী। আর কোন মেয়ে মানুষ এমন প্রকার ছিল?

হরিহর। (৪) ফ্লোরেনস্ নাইটেঙ্গেল নামে একজন অতি বড়মানুষের কন্যা অদ্যাপি আছেন। পিতা মাতা কর্তৃক উত্তম শিক্ষিতা হইয়া তিনি নানা দেশ ভ্রমণ করেন, তাঁহার এমন সৎস্বভাব যে, যাহার সঙ্গে আলাপ হইত তিনি আপ্যায়িত হইতেন। বাল্যাবস্থাবধি তাঁহার দয়ালু স্বভাব প্রকাশ পায়। পিতার জমিদারিতে যে সকল দরিদ্র ব্যক্তি থাকিত, আপনি ক্লেশ স্বীকার করিয়াও তাহাদিগের দুঃখ নিবারণ করিতেন। অনেকেই তাহাকে উপদেশক ও বন্ধু বলিয়া গণ্য করিত। অনন্তর রাইননদী তীরস্থ এক ধর্মশালায় কতিপয় ধার্মিক স্ত্রীলোকের সহিত থাকিয়া, রোগীদিগের সেবা ও তত্বাবধান করেন, তাহার পর বিলাতে প্রত্যাগমন করিয়া দুঃখিনী পীড়িতা নারীগণের আশ্রয় জন্য যে এক ধর্মশালা ছিল

তাহার উন্নতি করেন। এই সময়ে ইউরোপে রুশিয়াদিগের সহিত ইংরেজ ও ফরাসীদের এক ঘোরতর যুদ্ধ ক্রমিয়া নামে স্থানে আরম্ভ হয়। ঐ সংগ্রাম ব্যাপক কাল হইয়াছিল। বিলাত ও ফ্রান্স হইতে অনেক সৈন্য প্রেরিত হয়। ফ্লোরেন্স্ নাইটেঙ্গেল কতিপয় ভদ্র ঘরের কন্যার সহিত ক্রমিয়ায় আসিয়া সৈন্যদিগের ঔষধ পথ্যাদি প্রদান ও ধর্ম উপদেশদ্বারা সান্ত্বনা করণে দিবা রাত্রি অসীম পরিশ্রম করেন। এদিকে যুদ্ধ হইতেছে—গোলার শব্দ—কামানের ধূম—অশ্বের নাদ—সৈন্যের কোলাহল, ওদিকে ঐ দয়াময়ী কন্যা অকুতোভয়ে সস্নেহপূর্বক রোগী-দিগের রোগের যন্ত্রণা নিবারণে নিযুক্তা আছেন। এরূপ কষ্টে তাঁহার জ্বর হয়, তথাপি পরোপকারে বিরত হয়েন নাই। যুদ্ধ সাঙ্গ হইলে তিনি বিলাতে ফিরিয়া আইসেন, তৎকালীন যাবতীয় লোক অসীম সম্মান পূর্বক ধন্যবাদ করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিতে লাগিল। মহারাণী আপন প্রশংসা প্রকাশার্থ এক বহুমূল্য অল-ঙ্কার তাহাকে প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু ফ্লোরেন্স্ নাইটেঙ্গেল আপন কর্তৃক কৃতকর্ম অধিক বোধ না করিয়া সঙ্গিদিগেরই অনেক গুণ বর্ণনা করেন। যথার্থ ধার্মিক লোকেরা ঈশ্বর উদ্দেশ্যেই ধর্ম কর্ম করে—লোক সমাজে যশের জন্য করে না, বরং আপন পুণ্য কর্মের গৌরবে কুণ্ঠিত হইয়া থাকেন।

পদ্মাবতী। আর কোন এমনতর মেয়েমানুষ ছিল?

হরিহর। (৫) বিবি রো নামে একজন অসাধারণ স্ত্রীলোক ছিলেন। তিনি দরিদ্র দুঃখিত ব্যক্তির জন্য সর্বদা কাতর হইতেন। পুস্তকাদি লিখিয়া বিক্রয় করিয়া যাহা উপার্জন করিতেন, তাহা তাহাদিগকে দান করিতেন। একবার হাতে টাকা না থাকাতে, আপনার এক খানা রূপার বাসন বিক্রয় করিয়া পরদুঃখ বিমোচন করিয়াছিলেন। বাহির যাওন কালীন সঙ্গে সর্বদা নানাপ্রকার টাকা থাকিত, দুঃখী দরিদ্র লোক দেখিলেই যে যেমন পাত্র তাহা বিবেচনা করিয়া দান করি-তেন। এতদ্ব্যতিরিক্ত ধর্ম বিষয়ক পুস্তকাদি বিতরণ করিতেন ও বস্ত্রহীন ব্যক্তি-দিগকে বস্ত্র দিবার জন্য স্বহস্তে বস্ত্রাদি বুনিতেন। পরদুঃখ তাঁহার হৃদয়কে এমন বিদীর্ণ করিত যে, তাহা শ্রবণে তিনি রোদন করিতেন অথচ স্বীয় দুঃখ সম্বরণ করণে অসীম সহিষ্ণুতা ছিল। লোক পীড়িত হইলে অথবা বিপদে পড়িলে তাহা-দিগের নিকট যাইয়া তত্ত্বাবধারণ করিতেন ও অনেক২ দুঃখী বালক ও বালি-কাকে আপনি শিক্ষা করাইতেন, অথবা আপন ব্যয়ে শিক্ষা দিতেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে শত২ দুঃখী দরিদ্র লোক বিলাপ পূর্বক তাঁহার গুণকীর্তন করিয়াছিল।

পদ্মাবতী। আহা! এমন সকল মেয়েমানুষের দেব অংশে জন্ম। বাঙ্গালিদিগের মেয়েরা যদি পরহিতে রত হয় তো দ্বেষ হিংসা অনেক ঘুচে যাইতে পারে, আর

অনেক মেয়ে মানুষ বড় কুড়ে ও অলস, কেবল ঘরে বসিয়া২ থাকিয়া সর্বদাই মিছামিছি কথা লইয়া বিবাদ করে।

হরিহর। তবে আর একটি কথা শুন—(৬) ইটালি দেশে রোজাগোভানা নামে একজন বালিকা থাকিতেন। তাঁহার পিতামাতা ছিল না, তিনি উত্তমরূপ সেলাই করিতে পারিতেন, ঐ কর্মের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ হইত। পৃথিবীর সুখ ভোগ অথবা বিবাহ করণে তাঁহার কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। দৈবাৎ এক দিবস একটী দুঃখী অনাশ্রয় বালিকাকে দেখিয়া তাঁহার দয়া হইল। তিনি তাহাকে বলিলেন, তুমি অনাথা—আমি তোমাকে প্রতিপালন করিব—তুমি আমার নিকট থাক। এই প্রস্তাবে ঐ অনাথা বালিকা সম্মত হইলে রোজাগোভানা অন্যান্য অনাথা বালিকা সংগ্রহ করিয়া সকলকে শিল্প কর্ম শিক্ষা করাইতে লাগিলেন। ইহার তাৎপর্য এই যে, ঐ সকল বালিকারা পরে আপন জীবিকা নির্বাহে সক্ষমা হইবে ও পরিশ্রমী স্বভাব হইলে মন্দ পথে যাইবে না। প্রথম২ অনেক২ মন্দ ও লম্পট ব্যক্তি রোজাগোভানার প্রতি পরিহাস ও দোষারোপ করিয়াছিল, কিন্তু পরমেশ্বর উদ্দেশ্য কর্মে চরমে ইষ্ট লাভ অবশ্যই হইয়া থাকে। অল্প দিনের মধ্যে রোজাগোভানার শিল্প কর্মালয় পরিপূর্ণ হইয়া পড়িল ও দেশের অনেক অনাথা বালিকার উপকার প্রাপ্তি দেখিয়া রাজপুরুষেরা বিবিধ উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন। কিছু দিনের পর রোজাগোভানা দুই এক জন শিষ্য লইয়া ঐরূপ শিক্ষালয় অন্যান্য স্থানে স্থাপন করিয়া, একুশ বৎসর পরোপকারার্থ আপনি পরিশ্রম করিয়া আক্লান্ত হইয়া লোকান্তর গমন করিলেন।

পদ্মাবতী। এরূপ প্রকার স্ত্রীলোকেরা স্বর্গ যাইবে তাহার সন্দেহ নাই।

(৬) গৃহকথা—স্ত্রী শিক্ষা, সাহস। ৬ সংখ্যা।

হরিহর। পুরুষের সাহস অত্যাবশ্যক। সাহস অভাবে মানসিক ক্লেশ বৃদ্ধি ও সংসারে নানা উৎপাত ঘটে। যাহারা প্রকৃত সাহসী তাহারা সাহসের আস্ফালন করে না—সর্বদা নম্রভাবে চলে, প্রয়োজন হইলে সাহস প্রকাশ করিয়া কার্য উদ্ধার করে। যাহারা আপন সাহসের আস্ফালন করে তাহারা প্রায় আবশ্যক সময়ে ভীত হয়—তাহাদিগের সাহস কেবল আড়ম্বর মাত্র। যেমন পুরুষের সাহস আবশ্যক,—তেমন স্ত্রীলোকের সাহস কিঞ্চিত প্রয়োজনীয়। সাহস অভাবে বঙ্গদেশের নারীরা আপনারা যেমন ভীত, তেমনি সন্তানদিগকে ভয় দেখাইয়া ভীত করেন।

পদ্মাবতী। তা কি হবে, ছেলে কেঁদে বাড়ী ফাটিয়ে দেয়, ভয় না দেখালে চুপ করবে কেন?

হরিহর। এটী বড় ভ্রম ! ছেলেকে অন্য উপায়ের দ্বারা শান্ত করা উচিত—ভয় দেখাইয়া চুপ করান ভাল নহে। অদ্যাবধি অনেকে ভূত প্রেত মানে না, কিন্তু বাল্য সংস্কারাধীন দুই প্রহর রাত্রের পর ঘোর অন্ধকার স্থানে যাইতে পারে না ও অনেকের বাল্য সংস্কার জন্য এমন ভীরু স্বভাব হয় যে, সাহস সম্বন্ধীয় কর্ম করিতে তাহাদিগের পা কাঁপে। অতএব সন্তানদিগকে ঐ জুজু ঐ কাণকাটা বলিয়া ভয় দেখান কু শিক্ষা তাহাতে সন্দেহ নাই।

পদ্মাবতী। পুরুষ সবল, স্ত্রীলোক দুর্বল—স্ত্রীলোকের সাহস কিরূপে হইতে পারে ?

হরিহর। একথা কতক দূর সত্য বটে, কিন্তু সাহস দুই প্রকার উপায়ে জন্মে। প্রথমতঃ ঈশ্বরের প্রতি নিষ্ঠা—ঈশ্বর উদ্দেশেই সকল কর্ম করিতে থাকিলে আপনাআপনি সাহস হয়। দ্বিতীয়তঃ শরীর পুষ্টি ও বলবান হইলে সাহস জন্মে। এতদ্দেশীয় নারীগণের যে সাহস নাই, এমন বলিতে পারি না, কারণ ঈশ্বর উদ্দেশে পতিপ্রাণা হইয়া মৃত পতির সঙ্গে কোন্ দেশের স্ত্রীলোক পুড়িয়া মরে ? ঐ বিষয়ে হিন্দুজাতীয় স্ত্রীগণের অসীম সাহস। কিন্তু তাহারা বিপদ আপদে ও বিচ্ছেদ বিয়োগাদির শোকে অতিশয় বিহ্বল হয়—ধৈর্য অবলম্বন করিতে পারে না। যেরূপ অভ্যাস, সেইরূপ ফল—দেখ, স্পার্টাদেশে যুবা লোক যখন যুদ্ধ যাত্রা করিত, তৎকালীন তাহাদিগের মাতারা বলিত—দেখো বাবা ! রণে কদাচ পরাঙ্মুখ হইও না—রণস্থল থেকে পলাইয়া আসিবার অপেক্ষা তথায় প্রাণ ত্যাগ করা শ্রেয়, ও যুদ্ধে ভগ্ন হওয়া অপেক্ষা তোমার মৃত দেহ চর্মের উপরে আনীত হওয়া আমার প্রীতিজনক।

পদ্মাবতী। ছি—ছি ! একি মায়ের উপযুক্ত কথা ! পাষাণহৃদয় না হলে এমন কথা বল্‌তে পারে না।

হরিহর। ইহার সিদ্ধান্ত পরে করিব—এক্ষণে আর একটী কথা শুন। রোমদেশে এক জন মহাকুলোদ্ভব ধনির করনিলিয়া নামে কন্যা ছিলেন, তাঁহার দুইটী পুত্র। তাহাদের নাম গ্রেকাই। তিনি পুত্রদিগকে উত্তমরূপে শিক্ষিত করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতেন—আপনার বেশ ভূষায় তাঁহার কিছুমাত্র মনোযোগ ছিল না। দুইটী পুত্রই জননীর সদুপদেশে বিদ্বান ও গুণশালী হইয়াছিল। একদা এক রমণী স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরক, মাণিক্য অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া, তাঁহার নিকট আসিয়া আত্ম সৌভাগ্যে গর্বিতা হইয়া জহরাতের প্রতি দৃষ্টি করিতে কহিলেন। করনিলিয়া তাহাতে চুপ করিয়া থাকিলেন। ইতি মধ্যে তাঁহার পুত্রদ্বয় আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন তিনি উত্তর করিলেন—"দেখ আমার জহরাত এই," এ কথা যাউক। সেই অবলা ঘরে পুত্রদিগকে সর্বদা বলিতেন—লোকে আমাকে

করে তোমাদিগের মাতা বলিয়া ডাকিবে—তোমরা অদ্যাপিও দেশোপকারে বিখ্যাত হইলে না। পরে তাঁহার পুত্রেরা দেশের হিত জনক কর্মে উন্মত্ত হইয়া যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করে ও সেই স্থানে রোমদেশের লোকেরা তাহাদিগের প্রতিমূর্তি নির্মাণ করিয়া রাখে। করনিলিয়া পুত্রদিগের ঐ সদগতিতে কৃতার্থ হইয়া সহরের প্রান্তভাগে গিয়া বাস করেন। আত্মীয়েরা নিকটে গেলে তিনি অশ্রুপাত না করিয়া, ধীরতা পূর্বক আপন তনয় দ্বয়ের গুণ বর্ণন করিয়া মনের তৃপ্তি প্রাপ্ত হইতেন।

পদ্মাবতী। এমন মেয়ে মানুষের কথা কখন শুনি নাই—বোধ হয় তাহার শরীরে মায়া ছিল না।

হরিহর। মূল কথা মনঃ অভ্যাসাধীন, যেরূপ অভ্যাস কর সেই রূপ মনের গতি হয়। স্পার্টা ও রোমদেশে স্ত্রী পুরুষ উভয়েই দেশ রক্ষা ও দেশের মঙ্গল জনক কর্মের অহরহ চিন্তা করিত, যাহার বিপরীত আচরণ দৃষ্ট হইত তিনি জাতিচ্যুত হইতেন, এ কারণ তত্রত্য স্ত্রীদিগের উক্ত প্রকার মনের গতি হইয়াছিল। ভারতভূমিতেও স্ত্রীজাতির এবম্প্রকার সাহসের অভাব নাই। তাড়কা রাক্ষসীর বধ নিমিত্ত কৌশল্যা রাম লক্ষ্মণকে সাজাইয়া বিশ্বামিত্র মুনির সহিত পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। পাণ্ডবেরা একচক্রা নগরে আসিলে, বকা রাক্ষসের নিকট ব্রাহ্মণ-পুত্রের পরিবর্তে কুন্তী স্বয়ং ভীমকে প্রেরণ করেন। রামের সহিত যুদ্ধার্থে সীতা কুশলবকে সজ্জিত করিয়া পাঠাইয়া দিয়া যাত্রা কালীন এইরূপ আশীর্বাদ করেন।

“কায় মনোবাক্যে আমি যদি হই সতী
তোসবার যুদ্ধে কার নাহি অব্যাহতি”॥

দ্রৌপদী আপন পাঁচটী পুত্র লইয়া কুরুক্ষেত্রের শিবিরে ছিলেন। স্বয়ং তাহাদিগকে রণে প্রেরণ করেন। অতএব বীর কন্যা, বীরপত্নী ও বীরমাতার লক্ষণ স্বতন্ত্র। যে স্থলে এমন দৃঢ় বিশ্বাস যে, ঘোর যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারী হইয়া বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হইবে, সে স্থলে সাহস হইবে ইহাতে আশ্চর্য কি? অপর পুরাণাদি পাঠে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, পূর্বকালে লোকে ঐহিক সুখাদিতে মগ্ন হইত না—আত্মার অবিনাশিত্বে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তাহারা কি প্রকারে আত্মার সদ্গতি হইবে তদর্থই অধিক মনোযোগ করিত।

পদ্মাবতী। কথা গুলা বেস বল্‌ছো।

হরিহর। পূর্বকালে ভগবতী প্রভৃতি অবলাগণ স্বয়ং যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অন্বেষণ করিলে এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যাইতে পারে।—সে যাহা হউক। যাহা কথিত হইল তাহাতেই বোধ হইবেক এদেশের রমণীগণের সাহসের অভাব ছিল

না। এক্ষণে এই সিদ্ধান্ত করি, যাহার যাহাতে দৃঢ় বিশ্বাস তাহাতেই তাহার সাহস হইয়া থাকে। অনেকেই স্বীয় সতীত্ব রক্ষণার্থ প্রাণ দিতে প্রস্তুত হয়, তাহার কারণ দৃঢ় বিশ্বাস আছে, সতীত্ব নষ্ট হইলে ঘোর নরকে পড়িতে হইবে —এইরূপ বিশ্বাস সহমরণ ও অনুমরণের মূল। অতএব স্ত্রীলোকদিগের যে সাহস নাই এমন বলিতে পারি না। তাহাদের কর্তব্য যে মনঃসংযম করিয়া বিচ্ছেদ বিপদ ও বিয়োগ কালে সাহস অবলম্বন করিয়া কর্তব্য কর্মে রত থাকেন। সাহসান্বিত মাতা না হইলে সাহসী সন্তান প্রায় হয় না।

(৭) গৃহকথা,—স্ত্রীশিক্ষা, সদভ্যাস। ৭ সংখ্যা।

পদ্মাবতী। সংসারে পুরুষ অথবা স্ত্রীলোকের প্রধান কর্ম কি?

হরিহর। পুরুষএবং স্ত্রীলোকেরপ্রধান কর্ম পরমেশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি ও প্রীতি করা। পরমেশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি ও প্রীতি করার লক্ষণ এই যে, মন শুদ্ধ ও নির্মল হইবে, অর্থাৎ দ্বেষ হিংসা রাগ ইত্যাদি কুমতি মন হইতে বিগত হইবে, ঈশ্বরের অপ্রিয় কর্মাদি, অর্থাৎ কোন প্রকার পাপ কর্ম মনোমধ্যে আসিতে দিবে না, নিষ্কাম হইয়া, অর্থাৎ ফলাভিলাষ না করিয়া কেবল ঈশ্বরোদ্দেশেই নম্র-ভাবে পুণ্য কর্ম করা হইবে ও মনুষ্য মাত্রের প্রতি ভ্রাতৃবৎ ব্যবহার করিবেক, আর অহিংসা পরম ধর্ম এই বাক্য স্মরণ করতঃ ক্ষমাশীল হইয়া শত্রুদেরও মঙ্গল চেষ্টা করিবে। ভগবদ্গীতায় অষ্টমাধ্যায়ে যাহা লিখিত আছে তাহা শ্রবণ কর। "সুহৃৎ এবং মিত্র আর শত্রু* উদাসীন, মধ্যস্থ দ্বেষযোগ্য লোক, কুটুম্ব, সাধু, পাপিষ্ঠ, এ সকলের মধ্যে কাহারও প্রতি যাঁহার রাগ দ্বেষ, না থাকে সেই যোগী সর্বাপেক্ষা প্রধান"।

"যে ব্যক্তি আত্ম দৃষ্টান্তে সর্ব প্রাণিতে সম দৃষ্টি করেন (অর্থাৎ যেমন সুখ আপনার প্রিয় সেইরূপ অন্যেরো প্রিয়, এবং দুঃখ যেমন আপনার অপ্রিয় অন্যেরও সেইরূপ অপ্রিয়, সর্বত্র এই প্রকার সমান দৃষ্টি পূর্বক কাহারো দুঃখের প্রার্থনা না করিয়া সকলেরই সুখ ইচ্ছা করেন) আমার মতে সেই যোগী সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ"।

স্মৃতিতে লেখেন যথা,—

"পরে বা বন্ধুবর্গে বা মিত্রে দ্বেষ্টরি বা সদা।
আত্ম বর্দ্ধিতব্যংহি দয়ৈষা পরি কীর্তিতা"॥

---

* দ্বাদশাধ্যায়ে "যে ব্যক্তির শত্রু মিত্রে সম ব্যবহার" ইত্যাদিতে আরো স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে শত্রুর প্রতিও দ্বেষ করিবে না।

"কি উদাসীন, কি বন্ধুবর্গ, কি মিত্র, কি শত্রু সকলের প্রতি আত্ম দৃষ্টান্তে যে ব্যবহার করা তাহার নাম দয়া।"

উক্ত বচনের দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, সকল মনুষ্যের প্রতিই আত্মবৎ দেখা কর্তব্য ও শত্রুর প্রতিও রাগ দ্বেষ করা কর্তব্য নহে, তাহার কারণ এই যে, রাগ দ্বেষ ইত্যাদি জন্মিতে দিলে মনের বিশুদ্ধতা ভ্রষ্ট হয়। যাহার মনে মালিন্য জন্মে, তিনি পরমেশ্বর হইতে অন্তর হইয়া পড়েন।

ভগবদ্গীতার অষ্টমাধ্যায়ে লিখিত আছে।

"সেই পরম পুরুষ সর্বজ্ঞ অনাদি, জগতের প্রতিপালক, তিনি সূর্যের ন্যায় স্বপর প্রকাশক কিন্তু তাঁহার রূপ অশুদ্ধ চিত্ত ব্যক্তিদের মনঃ ও বুদ্ধির গোচর নহে"। ইংরাজদিগের শাস্ত্রেও লেখে যাঁহার চিত্ত নির্মল, কেবল তিনি পরমেশ্বরকে দেখিতে পান।

পদ্মাবতী। ভাল, গীতার মতে কাহারা মোক্ষ পায়।

হরিহর। ইহা চতুর্দশ অধ্যায়ে দেখিতে পাইবে।

"যে ব্যক্তি একান্ত ভক্তি দ্বারা কেবল পরমেশ্বর সেবা করে, সেই ব্যক্তি তাবৎ গুণাতীত হইয়া মোক্ষ প্রাপ্তির যোগ্য হয়"।

পদ্মাবতী। পূর্বে যে মুনি ঋষিরা তপস্যা করিতেন সে কি?

হরিহর। তাহাও গীতায় সপ্তদশাধ্যায়ে লিখিত আছে।

"মনের নির্মলত্ব এবং অক্রূরতা ও মনন আর আত্মনিগ্রহ অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় দমন আর ব্যবহারে কাপট্য শূন্যতা এই কয়েকটী তপস্যা মনোদ্বারা হয়, অতএব ইহাকে মানস তপস্যা কহেন"।

পদ্মাবতী। তুমি বলিলে পরমেশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি আমাদিগের প্রধান কর্ম ও তাহার জন্য মনকে শুদ্ধ করিতে হইবে, সকল পাপ কর্ম ত্যাগ করিয়া নম্র ভাবে কেবল ঈশ্বর উদ্দেশেই পুণ্য ক্রিয়া করিতে হইবে ও সকল মনুষ্যের প্রতি ভ্রাতৃবৎ ব্যবহার করিতে হইবে, এবং ক্ষমাশীল হইয়া শত্রুরও মঙ্গল চেষ্টা করিবেক—এটি বড় কঠিন কর্ম—কিরূপে হইতে পারে?

হরিহর। ইহার উপায়, অভ্যাস—গীতার ষষ্ঠাধ্যায়ে লিখিত আছে।

"হে অর্জুন! চাঞ্চল্যাদি প্রতিবন্ধক প্রযুক্ত মনকে বশীভূত করণ অসাধ্য যাহা বলিতেছ তাহা যথার্থ বটে, তথাপি অভ্যাসে অর্থাৎ মন যখন যে বিষয়ে ধাবমান হয় তখন সেই বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া পরমেশ্বরেতে অবস্থিত করা আর বিষয় বৈরাগ্য এইরূপে মন বশীভূত হয়"?

পদ্মাবতী। অভ্যাস প্রথমে কিরূপে হয়?

হরিহর। প্রথমে প্রতিদিন মনের সহিত পরমেশ্বরকে ধ্যান ও উপাসনা করিতে হইবে—পরমেশ্বর সৃষ্টিকর্তা—পালনকর্তা—সংহারকর্তা—তিনি সর্বনিয়ন্তা—সর্ব ব্যাপী—সর্বশক্তিমান—সর্বজ্ঞ—অন্তর্যামী— করুণাময়—ক্ষমাময়—নির্মলাত্মা—শিষ্ট পালন ও দুষ্ট দমন। তাঁহার এমনি গুণ যে, তাঁহার ধ্যান ও উপাসনায় মতির ক্রমশঃ উত্তমতা জন্মে। কেবল মুখে ঈশ্বর২ বলিলে কিছুই হইতে পারে না—ধ্যান ও উপাসনা অন্তঃকরণের সহিত করিতে হইবে এবং তদনুযায়ি কর্মের দ্বারাই দেখাইতে হইবেক—ফল কথা পরমেশ্বরের গুন সকল সর্বদা স্মরণ করতঃ সংসারে অর্থাৎ কি গৃহে কি বাহিরে দয়া ধর্ম সত্য ক্ষমা ইত্যাদি অবলম্বন করিতে অভ্যাস করিবেক।

পদ্মাবতী। ধ্যান ও উপাসনা কি প্রকারে করিতে হইবে ?

হরিহর। পরমেশ্বরের শক্তি মহিমা ও গুণাদি চিন্তা করিবে। শিশুরা যে প্রকার অকপটে ও সরল চিত্তে বাপ মার নিকট গিয়া সকল কথা কহে সেইরূপে উপাসনা করিবে—পাপ করিয়া থাক তাহার জন্যে মনের সহিত সন্তাপ প্রকাশ পূর্বক ক্ষমা ভিক্ষা করিবে। সুমতির ও আত্ম বিশুদ্ধতার কারণ প্রার্থনা করিবে—এইরূপ করিলেই পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি ও প্রীতি উদিতা হইবেক।

(৮) গৃহকথা,—স্ত্রীশিক্ষা, মনঃসংযম। ৮ সংখ্যা।

পদ্মাবতী। মনঃসংযম কিরূপে হইতে পারে ?

হরিহর। গীতার মতে মনঃসংযমের উপায় বলিয়াছি—ঐ পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আরও লিখিত আছে "যে পুরুষ নিরন্তর বিষয় ভাবনা করেন তাঁহার সেই সকল বিষয়েতে আসক্তি হইয়া ঐ আসক্তি হইতে অভিলাষ জন্মে, তৎপরে অভিলাষের কোন ব্যাঘাত হইলে সেই অভিলাষে ক্রোধ উপস্থিত করে, ক্রোধ হইলে কার্যাকার্য বিবেচনা হয় না, বিবেচনা শূন্য হইলে শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ এবং আচার্যের উপদেশ বাক্য স্মরণ থাকে না, স্মরণের অভাবে চেতনা ত্যাগ হয়, চৈতন্য শূন্য হইলে সুতরাং মৃত তুল্য হয়। মনকে বশীভূত করিয়া মনের অধীন অথচ রাগ দ্বেষ রহিত যে ইন্দ্রিয় সকল তদ্দারা বিষয় উপভোগ করিলেও শান্তি প্রাপ্ত হয়"।

পদ্মাবতী। এতো শুন্‌লাম—যে ব্যক্তি গৃহী সে বিষয় ভাবনা কেমন করিয়া ত্যাগ করিবে ?

হরিহর। মনঃসংযমই আসল কথা—মনঃসংযম হইলেই রিপু সকল দমন হয়, এটী কেবল অভ্যাসের দ্বারা সাধন করা যাইতে পারে। আমাদিগের মতে মনু-

ষ্যের ছয় রিপু—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য। ইংরাজী মতে ইহার শ্রেণী ভিন্ন, কিন্তু প্রধান রিপু দুই—অন্যান্য রিপু সকল প্রায় ইহাদিগের অন্তর্গত। দেখ, কাম লোভ মোহ ইত্যাদি প্রেমের অন্তর্গত, ক্রোধ মদ মাৎসর্য ইহাদিগের মূল ঘৃণা। প্রেম ও ঘৃণা বস্তু ও ব্যক্তি বিশেষে তারতম্য হইলেই ভাল মন্দ হয়, একারণ ভৌতিক ও অযোগ্য বস্তু এবং ব্যক্তিতে প্রেম না জন্মে ও কাহার উপর ঘৃণা না হয় এমত চেষ্টা পাওয়া কর্তব্য। পরমেশ্বর ও তাঁহার গুণ সকল মনেতে সর্বদা জাগরূক থাকিলে প্রেমের ভাগ তাহাদিগেরই উপর অধিক হইবে—তাহার পর পরিবার বন্ধু বান্ধব ইত্যাদির উপর হইবে। ঘৃণা হইতে অহঙ্কার, দ্বেষ, হিংসা, রাগ, পরদ্রোহিতা ইত্যাদি জন্মে। এই সকল রিপু দমন না হইলে মন শুদ্ধ হয় না।

পদ্মাবতী। দ্বেষ হিংসা কি রূপে দমন হয়?

হরিহর। ইহার উপায় প্রথমে আত্ম গৌরবে রত না হওয়া—আমি ও আমার সম্বন্ধীয় যাহা তাহাই ভাল, পর সম্বন্ধীয় যাহা তাহাই মন্দ, এরূপ চিন্তাতে অহ-ঙ্কার উৎপন্ন হয়। অহঙ্কার উৎপন্ন হইলে পরের প্রতি তাচ্ছীল্যতা ও ঘৃণা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়, সুতরাং তাহাতে দ্বেষ হিংসার প্রাবল্য হইয়া উঠে। আত্মগৌরবে রত না হইবার উপায় ঈশ্বরের মহৎ ও অদ্ভুত সৃষ্টি ধ্যান করত আপনাকে নম্র জ্ঞান করা ও অন্যের দোষ মনে আন্দোলন না করিয়া গুণ গ্রহণ করা এবং আপনার দোষ যথার্থ রূপে অনুসন্ধান করা। যখন দ্বেষ হিংসা মনে উদয় হইবে তখন বিবে-চনা করা কর্তব্য যে, দ্বেষ হিংসা করিলে কি উপকার? তাহাতে মন সুখি হয় না অসুখি হয়? হিংসক চিত্তের দণ্ড এইক্ষণেই হয় ও অন্তে মন্দ গতি প্রাপ্তি হয়। যাহাদিগের প্রতি দ্বেষ হিংসা কর তাহাদিগের যদি কোন গুণ না থাকে তবে তাহাদিগের জন্য দুঃখিত হও, দ্বেষ হিংসা কেন করিবে?

পদ্মাবতী। রাগের শমতা কিরূপে হইতে পারে?

হরিহর। রাগ কতদূর থাকা কর্তব্য—পাপ, কুকর্ম, অত্যাচার, ইত্যাদি দর্শন অথবা শ্রবণে রাগ হওয়া উচিত, কিন্তু সে রাগ এতদূর হওয়া উচিত নহে, যাহাতে মনের মালিন্য জন্মে অথবা অহিতজনক কর্ম করিতে ইচ্ছা হয়। যদি কোন ব্যক্তি আমাদিগকে মারিতে আইসে, তবে অবশ্যই আত্ম রক্ষা করিতে হইবেক, কিন্তু অল্প বিষয় লইয়া রাগ প্রকাশ করা সুবুদ্ধি লোকের কর্ম নহে। রাগ অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হয়—অহঙ্কারের ভাগ অল্প থাকিলে রাগের অল্পতা হইবে। যৎকালীন রাগের উদয় হয় তৎকালীন দমন করিতে চেষ্টা করিলে দমন হইতে পারে—অগ্নির শিখা শীঘ্র নির্বাণ হইতে পারে, কিন্তু প্রজ্জলিত হইয়া

উঠিলে নির্বাণ কষ্ট সাধ্য হয়। রোমদেশের এক জন রাজা রাগের উপক্রম হইলেই বর্ণমালা পাঠ করিতেন। তাহার তাৎপর্য ঐ সময়টুকুতে রাগের খর্বতা হইবে। আমাদিগেরও সেইরূপ চেষ্টা করা উচিত। রাগ উপস্থিত হইলেই একটু থামিয়া গেলে রাগ পড়িয়া যায়। যদি কেহ নিন্দা অথবা অপমানের কথা কহে, তাহা লইয়া আন্দোলন না করিয়া বিস্মৃত হইলেই রাগের অল্পতা হইবেক। যদি "শত্রু মিত্রের" প্রতি সমভাব করা উচিত হয়, তবে রাগ প্রজ্জ্বলিত হইলে সে কার্য কিরূপে নির্বাহ হইবে?—যেমন দ্বেষ হিংসা নম্রস্বভাব দ্বারা খর্ব হয় রাগও তেমনি নম্রতায় বশীভূত হয়—অভ্যাস এ প্রকার করিতে হইবে যেন নম্রভাবে সহিষ্ণুতা পূর্বক পর সম্বন্ধীয় বিষয়ে মন্দ চিন্তা না করিয়া মঙ্গল চিন্তা হয় ও কেবল দয়া সত্য বিস্তীর্ণতা জন্য মনকে সদা নিযুক্ত রাখা যায়।

পদ্মাবতী। ভাল, তুমি সর্বদা বল ছেলেপুলেদিগকে ভয় দেখাইও না—ভয় কি রূপে দমন হইতে পারে?

হরিহর। "ভয় করিলে যারে না থাকে অন্যের ভয়—" এইটী সর্বদা স্মরণ করা কর্তব্য। মনুষ্য যদি ধর্ম পথে থাকে তবে ঈশ্বরের নিকট হইতে অভয় পদ পায়—তাহার আর কি ভয় হইতে পারে? যে মানুষ অধর্মে রত তাহার কি ভয়ের সীমা আছে? সে ব্যক্তি সর্বদাই আতঙ্ক ও ভয়েতে থরথর করিয়া কাঁপে। কিন্তু কতক গুলিন ভয় বাল্যসংস্কারাধীন, যথা অন্ধকার ঘরে থাকা, ভূত প্রেতের আশঙ্কা, জল অগ্নি অথবা কোন্ বৃহৎ বস্তু দেখিলে অস্থির হওয়া। এজন্য শিশুদিগের শিক্ষা সাবধান পূর্বক হওয়া কর্তব্য।

পদ্মাবতী। শোকের শমতা কিরূপে হইতে পারে?

হরিহর। শোকের শমতার জন্য মনে দৃঢ় রূপে বিশ্বাস জন্মান কর্তব্য যে, পরমেশ্বর কর্তৃক যাহা ঘটে তাহা আমাদিগের মঙ্গলের জন্যই হয়—তিনি বিচার ও কৃপার সাগর—যাহা করেন তাহা সম্পূর্ণরূপে যথার্থ ও শুভজনক। আমাদিগের দুর্বল স্বভাব ও ভ্রম বশতঃ তাঁহার কর্মাদি আমরা বুঝিতে পারি না। মনুষ্যের বিপদ ও শোক যদি না হইত, তবে অহঙ্কারের বৃদ্ধি হইত ও ঈশ্বরের প্রতি মনও থাকিত না। সম্পদে মনুষ্য মদবিহ্বল হয়—বিপদে না পড়িলে ধর্ম উপদেশ হয় না। বিপদে পড়িয়া চিত্তের কিঞ্চিৎ অস্থিরতা হওয়া পরিণামে ভাল—এতদবস্থায় উত্তম জ্ঞানের উদয় হয়—এ কারণ ঈশ্বরের সুবিচারে দৃঢ় বিশ্বাসী হইয়া চিত্তকে শান্ত রাখা কর্তব্য। বিয়োগ শোক উপস্থিত হইলে আমাদিগের এই ভাবা উচিত—শরীর বিনাশী, আত্মা অবিনাশী—যখন ঐ আত্মা স্রষ্টার নিকট গমন করিল, তখন মঙ্গলের জন্যই গমন করিল—ঈশ্বর যাহা করেন তাহাই ভাল।

আর ক্রমশঃ কোন২ বিষয়ে নিযুক্ত হইলে শোকের শমতা হইতে পারে, নিরন্তর শোকে নিমগ্ন হইলে শোক বৃদ্ধি হয়।

আমাদিগের যে সকল রিপুর দ্বারা ধর্মের হানি হয়, তাহার দমনের বিশেষ২ উপায় বলিলাম। মনুষ্য যদি সর্বদা ভাবে যে, "গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম-মাচরেৎ", ধর্মকর্ম অনুষ্ঠান জন্য বোধ করিবে মৃত্যু যেন কেশাকর্ষণ করিয়া টানিতেছে ও দেহ শীঘ্র হউক বিলম্বে হউক, অবশ্যই নাশ হইবে, তবে রাগ দ্বেষ হিংসা অহঙ্কার প্রভৃতির প্রাবল্য হইতে পারে না। প্রতিদিন মৃত্যু চিন্তাও ধর্ম পথে যাওনের প্রধান কাণ্ডারী।

(৯) গৃহকথা,—স্ত্রী শিক্ষা, আত্মদোষ শোধন। সংখ্যা ৯।

পদ্মাবতী। তুমি বলিয়াছ—আপনার দোষ অনুসন্ধান করিলে পরের প্রতি দ্বেষ হিংসা খর্বতা হয় ও নম্রতা জন্মে—আত্ম দোষ অনুসন্ধান কিরূপে হয়?

হরিহর। কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক, উভয়েরি ধর্মে বৃদ্ধি হওয়া জীবনের প্রধান কর্ম। পরমেশ্বরের নিকট উপাসনা, সুমতির স্থৈর্য, সাধু সঙ্গ এবং সুবুদ্ধিজনক পুস্তক পাঠ ও সাময়িক আত্ম-চিন্তন প্রয়োজনীয়। চিন্তা করণের তাৎপর্য এই স্বীয় কর্ম ও মনের গতি উল্টেপাল্টে যথার্থ রূপে দেখিলে বোধ হইবে—আপনার কি২ দোষ হইয়াছে, কি কারণে ঐ সকল দোষ জন্মিয়াছে ও কি উপায়ে পুনরায় না হইতে পারে, আর সংকল্পিত ধর্মকর্ম ও মনের সৎ মতি বৃদ্ধি হইতেছে কি না। মনুষ্য স্বভাবতঃ আত্ম অনুরাগী, এজন্য আপনার দোষ দেখেও দেখে না, আত্ম দোষ পরিজ্ঞান ও তৎ শোধন জন্য ঈশ্বরের নিকট উপাসনা করা আবশ্যক —ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন কি হইতে পারে? তাঁহার নিকট এই প্রার্থনা করিতে হইবেক যে, মন যেন কুপ্রবৃত্তির বশীভূত না হইয়া সদ্ভাবে পরিপূর্ণ ও নির্মল হয় ও তাঁহার প্রতি ভক্তি ও প্রীতি অকপট ও যথার্থ হয়, আর প্রাণি মাত্রেতেই যেন দয়া ধর্ম ও প্রেম বাড়িতে থাকে। যে সকল মহাত্মা ব্যক্তি ধর্মে বিখ্যাত হয়েন, তাঁহারা আত্ম দোষানুসন্ধান জন্য আপনাদিগের মন ও কর্মাদি প্রতি দিন পরীক্ষা করিয়া থাকেন।

বেনজামিন ফ্রান্‌কলিন নামে মারকিনদেশে এক জন মহৎ ব্যক্তি ছিলেন, তিনি কহেন, কেবল ধার্মিক হওনের বাঞ্ছা করিলেই ধার্মিক হওয়া যায় না—ধার্মিক হইতে গেলে বিশেষ অভ্যাসের আবশ্যক। তিনি নিম্ন লিখিত তেরটী ধর্ম ক্রমে২ অভ্যাস করিয়া কতকদূর কৃতকার্য হইয়াছিলেন।

১ মিতাহার ও পান।

২ মৌন থাকা অর্থাৎ ব্যর্থ কথা না কহা ও এমন কথা কহা, যাহাতে আপনার অথবা অন্যের অপকার না দর্শে।

৩ শৃঙ্খলা—অর্থাৎ সকল কার্যাদি নিয়মিতরূপে করা।

৪ প্রতিজ্ঞা—যাহা কর্তব্য ও প্রতিজ্ঞেয়, তাহা অবশ্য করা।

৫ পরিমিত ব্যয়—অর্থাৎ এমন ব্যয় করিও না, যাহাতে আপনার ও অন্যের কর্মে না লাগে

৬ পরিশ্রম—মিথ্যা কর্মে সময় ক্ষেপণ না করা।

৭ সরলতা—কপটতা ত্যাগ করা—পরসম্বন্ধীর বিষয়ে মন্দ ও অযথার্থরূপে চিন্তা না করা।

৮ কাহার প্রতি অত্যাচার করিও না ও যাহার প্রতি উপকার করা তোমার কর্তব্য কর্ম তাহা অবশ্য করিবে।

৯ ধৈর্য—অধীরতা ত্যাগ কর—কেহ অপমান অথবা অপকার করিলে যে পর্যন্ত সহ্য সামর্থ্য হয় সে পর্যন্ত সহ্য করা।

১০ পরিষ্কারতা—শরীর বস্ত্রাদি ও বাটী সর্বদা পরিষ্কার রাখা।

১১ স্থিরতা—অল্পেতে অথবা সামান্য কিম্বা অনিবারণীয় ঘটনায় অস্থির না হওয়া।

১২ শুদ্ধতা—অর্থাৎ পরস্ত্রী গমন না করা।

১৩ নম্রতা।

তিনি প্রতি সপ্তাহে এই তেরটী ধর্মের তালিকা করিতেন ও সায়ংকালে যখন আপন মন ও কর্মাদির বিচার করিতেন, তখন যাহা ধর্মের বিপরীত কর্ম হইত তাহার গায়ে কালির দাগ দিতেন। তালিকা পুনঃ২ দেখাতে কোন২ ধর্মে তাঁহার উন্নতি হইতেছে কি না তাহা বোধ হইত ও সেই মত সাবধান হইয়া অভ্যাস করিতেন।

পদ্মাবতী। আর এমনতর লোক কেহ ছিল ?

হরিহর। পূর্বে তোমাকে বিবি ফ্রাইয়ের কথা বলিয়াছি। তাঁহার ভ্রাতা গরনি সচ্চরিত্রশালী ও পরোপকারী ছিলেন। তিনিও প্রতি রাত্রে আপনাকে এইরূপ পরীক্ষা করিতেন।

১ আজ কি সকল কথাবার্তা ভদ্ররূপে কহিয়াছি ? তাহা কি সত্য নির্মল ও পর সম্পর্কীয় সদ্ভাব বিশিষ্ট হইয়াছিল ?

২ অন্য মনুষ্য, যাহাকে ভ্রাতৃবৎ জ্ঞান করা উচিত, তাহার প্রতি ভ্রাতৃবৎ ভাব কি আমার মনে উদয় হইয়াছিল ?

৩ পরের প্রতি যে২ কর্ম করিতে হয় তাহা কি আমি করিয়াছি ?

৪ সকল বিষয়ে কি সুস্থির ভাবে ছিলাম—আমার কি কোন অন্যায় বাসনা ও চিন্তা হয় নাই ?

৫ কর্ম কি মনোযোগ পূর্বক করিয়াছি—অদ্য কি বিদ্যাভ্যাস জন্য প্রকৃত সময় দিয়াছি ?

৬ পরমেশ্বরের ভয় ব্যক্তিরেকে আমার মনে অন্য ভয় কি উদয় হইয়াছিল ?

৭ অদ্য কি আমি সম্পূর্ণ নম্র ভাবে চলিয়াছিলাম—অর্থাৎ ঈশ্বরের সাহায্য ব্যতি-রেকে কিছুই হইতে পারে না, এই কি মনে হইয়াছিল ?

৮ ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে কি সকল কর্ম করিয়াছি ?

৯ তাঁহাকে কি প্রাতে ও সায়াহ্নে ভজনা করিয়াছি ?

পদ্মাবতী। এরূপ উপদেশ আর কাহার আছে ?

হরিহর। গ্রীসদেশে পাইথেগোরস নামে এক জন বিজ্ঞ ব্যক্তি লিখিয়াছেন—"নিদ্রা যাওনের অগ্রে দিবসে যাহা২ করিয়াছ তাহা এইরূপ পর্যালোচনা কর। যথার্থ কর্মের বিপরীত আমি কি করিয়াছি ? আমি কি করিয়াছিলাম ? যে২ কর্ম সম্পন্ন করা কর্তব্য তাহা কি না করিয়াছি ? এই প্রকার প্রথম কর্ম ধরিয়া পরীক্ষা সমাপ্ত হইলে, যাহা মন্দ করিয়াছ তাহার জন্য দুঃখিত হও এবং যাহা ভাল করিয়াছ তাহার জন্য তুষ্ট হও"।

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ব্রাহ্ম সভায় পঠিত সপ্তম ব্যাখ্যানে লিখিয়াছেন, "পুরুষের উচিত যে আপনার অন্তঃকরণগত দোষের অন্বেষণে বিশেষ চেষ্টা এবং তাহার উপশমার্থ সর্বদা যত্ন করেন। এই সকল অন্তঃকরণগত অনিষ্টকারি ও ইষ্টকারি ধর্ম মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ এবং আমাদিগের পরীক্ষার নিমিত্তে হইয়াছে"।

ফলতঃ ধর্মেতে বর্ধিত হইতে গেলে নির্জনে বসিয়া আত্মার সারত্ব ও ঐহিক সুখের অসারত্ব পুনঃ২ ধ্যান করা আবশ্যক, তাহা করিলে রিপু সকল বশীভূত হইয়া আইসে এবং মনঃসংযমার্থ মনোজ ও কর্মজ পাপের দৈনিক অনুসন্ধান ও নিবারণের চেষ্টা করিলে ক্রমশঃ মনের বিশুদ্ধত্ব হয়। মনুষ্যেরা সংসার মধ্যে বিষয় ব্যাপারে ও ইন্দ্রিয় সুখে নিমগ্ন, সুতরাং অধিকাংশ লোক এ প্রকার সাধনায় মনঃনিবেশ করে না। মনঃসংযম সাধনের উপায় এই যে, মনকে এমত রূপে রাখিতে হইবে যে, কোন প্রকার মন্দ চিন্তা অথবা অপরিমিত বাসনা মনের মধ্যে উদয় অথবা স্থায়ি না হয়। যদি উদয় হয়, তবে তৎক্ষণাৎ দূর করা কর্তব্য নতুবা কোন সময়ে না কোন সময়ে তাহাতে হানি হইবেক।

আত্ম দোষানুসন্ধান ও আত্মদোষশোধনের প্রধান ব্যাঘাত এই যে মনুষ্য আত্ম-গৌরবে এমন রত হয় যে আপন দোষ দেখিয়াও দেখে না এবং অন্যে উল্লেখ

করিলে বিরক্ত হইয়া উঠে ; এই কারণে সংসারে তোষামোদের প্রাবল্য হইয়াছে কিন্তু ধর্মব্রতী ব্যক্তি স্বীয় দোষ অন্য কর্তৃক কথিত হইলে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করেন। যে ব্যক্তি আপন দোষানুসন্ধানে নিযুক্ত থাকেন, তাঁহার আত্ম-গৌরবী জন্য অন্ধতা ক্রমশঃ নষ্ট হয়।

(১০) গৃহকথা,—স্ত্রীশিক্ষা, সত্য কথন। ১০ সংখ্যা।

পদ্মাবতী। তুমি বলিয়া থাক সর্বদা সত্য কহিবে—এক্ষণে তাহার উল্লেখ কেন করিলে না?—শাস্ত্রেতে কি বিধি আছে?

হরিহর। আমি পূর্বে বলিয়াছি যে "ঈশ্বরের অপ্রিয় কর্মাদি অর্থাৎ কোন প্রকার পাপ মনেতেও আনিবে না"। মিথ্যা কহা পাপ কর্ম অতএব কদাপি কহা কর্তব্য নহে। এক্ষণে শাস্ত্রানুসারে সত্য কত আদরণীয় তাহা শুন।

সত্যমেব জয়তে নানৃতং।
সত্য বাক্যের দ্বারা ইহামুত্র জয় হয়, মিথ্যায় কখন হয় না।
শ্রুতিঃ।

সত্যমায়তনং।
যে ব্যক্তি সত্য বাক্য কহেন তিনি ব্রহ্মবিদ্যার আধার হন।
কেন শ্রুতিঃ।

মৌনাৎ সত্যং বিশিষ্যতে।
মৌনব্রত অপেক্ষা সত্য কথন শ্রেষ্ঠ। মনুসংহিতা।

সকল ধর্ম শ্রেষ্ঠত্বাৎ সত্যস্য পৃথগুপাদানং।
সত্য সর্ব ধর্মের শ্রেষ্ঠ একারণ পৃথক গৃহীত হইয়াছে।
কুল্লূকভট্ট।

যমো বৈবস্বতো দেবো যস্তবৈষ হৃদি স্থিতঃ।
তেন চেদবিবাদ স্তে মা গঙ্গাং কুরূন্ গমঃ।

সকলের নিয়ম কর্তা ও পাপের দণ্ড দাতা, প্রকাশ স্বরূপ, পরমাত্মা, যিনি তোমার অন্তঃকরণে অন্তর্যামি রূপে আছেন, মিথ্যা কথনের দ্বারা তাঁহার সহিত বিরোধের সম্ভাবনা, যেহেতু তিনি সত্যস্বরূপ হয়েন, মিথ্যা তাঁহার বিরোধী ধর্ম হয়, অতএব সত্য কথনের দ্বারা তাঁহার তুষ্টি জন্মাইলে তুমি তদ্দারাই নিষ্পাপ হইবে, সুতরাং পাপ ক্ষয়ের নিমিত্ত গঙ্গা ও কুরুক্ষেত্রে গমনের প্রয়োজন নাই।
মনুসংহিতা।

সত্যই যাহার ব্রত এবং সর্বদা দীনেতে যাহার দয়া এবং কাম ক্রোধ যাঁহার অধীন, তাঁহার দ্বারা তিন লোক জিত হয়। ব্রাহ্মধর্ম।

সত্য কথা কহ, যে ব্যক্তি মিথ্যা কহে সে সমূলে শুষ্ক হয়।　　ব্রাহ্মধর্ম।

সত্য পালন যে পরম ধর্ম তাহা যে রূপ শাস্ত্রে আছে সেই রূপ লোকের বিশ্বাস ও সংস্কারও ছিল। সত্য পালনার্থ রাজা হরিশ্চন্দ্র রাজ্য ত্যাগ ও স্ত্রীপুত্র বিক্রয় করিয়া শূকর চরাইয়াছিলেন,—সত্য পালনার্থ মহাবীর ভীষ্ম দারপরিগ্রহ করেন নাই,—সত্য পালনার্থ রামচন্দ্র বনে গমন করেন—সত্য পালনার্থ পাণ্ডবেরা দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাত বাস স্বীকার করেন,—সত্য পালনার্থ কর্ণ আপন পুত্রকে বিনাশ করেন,—সত্য পালনার্থ অর্জুন দ্বাদশ বৎসর অরণ্যচারী হয়েন। শকুন্তলা পুত্রের সহিত তুষ্মন্ত রাজার নিকটে গিয়া যখন আপন পরিচয় দিয়াছিলেন, তখন রাজা তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই এবং বলিলেন, তুমি তপস্বিনী, তোমাকে আমি বিবাহ করি নাই। শকুন্তলা সক্রোধে বলিলেন।

মিথ্যা হেন বল রাজা কভু ভাল নহে।
মিথ্যাতুল্য পাপ নাহি সর্ব শাস্ত্রে কহে॥
সত্য সম পুণ্য রাজা না পাই তুলনা।
মিথ্যা হেন পাপ নাহি কহে মুনি জনা॥
হেন মিথ্যা বাদী তুমি হইল নিশ্চয়।
তোমার নিকটে রহা উচিত না হয়॥　　আদিপর্ব।

ধনপতি সৌদাগর সিংহলে যাইয়া শালবান রাজাকে বলিয়াছিলেন কালিদহে কমলে কামিনী দেখিয়াছি, সিংহলাধিপতি তাঁহার কথায় অবিশ্বাস করত কাণ্ডারিদিগের সাক্ষ্য লওন কালীন বলেন।

সত্য বাক্যে স্বর্গে যায় মিথ্যা যদি নয়।
হেন মিথ্যা হেতু কেহ নাহি করে ভয়॥
তীর্থ যজ্ঞ দানে হয় পিতার উদ্ধার।
মিথ্যা বাক্যে নরকে নাহিক প্রতিকার॥
পড়িয়া শুনিয়া পুত্র হয় সুপুরুষ।
গয়ায় করে পিণ্ড দান ধরে তিল কুশ॥
সেই ফল পায় যেবা কহে সত্য বাণী।
কহিল পুরাণে শুক ব্যাস মহামুণি॥
সত্য বাণী সম ধর্ম না শুনি শ্রবণে।
অসত্য সমান পাপ নাহি ত্রিভুবনে॥
অবনী বলেন আমি সবাকারে বই।
মিথ্যা যেবা বলে তার ভার নাহি সই॥　　কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

রাজা যুধিষ্ঠির বিখ্যাত সত্যপরায়ণ ছিলেন। ব্যাসের বাক্যানুসারে তিনি সত্য কথন জন্য সশীরে স্বর্গে গমন করেন কিন্তু তাঁহারও একবার নরক দর্শন হইয়াছিল, কারণ দ্রোণ বধ কালীন ছলে মিথ্যা কহিয়াছিলেন। সত্য ঈশ্বরের অংশ, সত্য ভ্রষ্ট হইলেই অনর্থ ঘটে।

পদ্মাবতী। তবে তো সত্য পরম পদার্থ! সকল মাতার কর্তব্য যে শৈশবাবস্থা অবধি শিশুদিগকে সত্য পালনের অভ্যাস করান।

(১১) গৃহকথা,—উপাসনা, মোক্ষ এবং প্রায়শ্চিত্ত। ১১ সংখ্যা।

পদ্মাবতী। আমরা সকলে উপাসনা করি বটে কিন্তু আমরা যাহা চাহি ঈশ্বর তাহা কি দেন?

হরিহর। উপাসনা করাই আমাদিগের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম। ইহাতে কাহারো উপদেশ অপেক্ষা করে না—আপনা আপনি মনে উদয় হয়। পরমেশ্বর সর্বশক্তিমান—আমাদিগের সৃষ্টিকর্তা—পালনকর্তা—সংহারকর্তা—তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই করিতে পারেন। এমন দেশ নাই যেখানে ঈশ্বরের সত্তা ও সর্বশক্তিমত্তা স্বীকৃত না হয়, এই জন্যে নানা দেশের লোকেরা নানা প্রকারে উপাসনা করে এবং নাস্তিক ভিন্ন বিপদে পড়িলে তাঁহাকে সকলেই ডাকে। লোকে আপন২ প্রবৃত্তি অনুসারে নানা প্রকার প্রার্থনা করে, সেটি আমাদিগের স্বভাব কিন্তু ঈশ্বরের বিবেচনায় যাহা বিচার সংগত তাহাই গ্রাহ্য হয়।

পদ্মাবতী। যদি ঈশ্বর যাহা ভাল বুঝেন তাহাই করেন তবে উপাসনার ফল কি?

হরিহর। এ কথাটি অনেকে বলিয়া থাকে। উপাসনার প্রধান ফল এই যে ঈশ্বরকে পুনঃ২ ধ্যান করিলে মনের স্থিরতা, শান্তি ও সদ্গতি হয়। আমাদিগের মন রিপু সম্বন্ধীয় কুপ্রবৃত্তির মালিন্যে পরিপূর্ণ। এই সকল মলা যিনি পবিত্রাধার তাঁহার পবিত্রদ আনুকূল্য ব্যতিরেকে কি প্রকারে নষ্ট হইতে পারে? ঈশ্বরের উপাসনা ব্যতিরেকে ধর্ম বৃদ্ধি হওনেরও অন্য উপায় নাই, মনের ভাব সরল চিত্তে মুখে পুনঃ পুনঃ প্রকাশ করিলে সেই ভাব মনে বৃদ্ধিশীল হয়। মনুষ্য মনের সহিত পরমেশ্বরের শক্তি ও গুণাদি যত ধ্যান করে ততই নম্রতা, সত্য, সরলতা, দয়া, ক্ষমা, শুদ্ধতা ইত্যাদি ধর্ম বৃদ্ধি পাইতে থাকে। আর সাংসারিক বিষয় জন্য প্রার্থনা করাও আবশ্যক কারণ তাহাতে প্রার্থিত বিষয়ে উদ্যম জন্মে। উদ্যম ও চেষ্টা ব্যতিরেকে সাংসারিক কর্ম নির্বাহ হয় না। যদি কৃষক কহে পরমেশ্বর দয়ালু, আমাকে অবশ্য আহার দিবেন—ভূমি কর্ষণ করণে কি প্রয়োজন? তবে শস্যাদি কিরূপে উৎপন্ন হইতে পারে? সৃষ্টির নিয়ম এই যে, উৎসাহী ও উদ্যোগী

না হইলে কৃতকার্য হওয়া যায় না। এ স্থলে একটা সামান্য কথা আছে তাহা বলা আবশ্যক। এক গাড়োয়ান গাড়ি চালাইতেছিল, দৈবাৎ তাহার গাড়ি নরদমায় পতিত হইল। গাড়োয়ান জোড় হস্তে দেবতার আরাধনা করিতে লাগিল, দেবতা উপস্থিত হইয়া বলিলেন—আমি আনুকূল্য করিতেছি কিন্তু তুমি নিজে গাড়িতে কাঁধ দিয়া তুলিতে চেষ্টা কর। সাংসারিক বিষয়ের জন্য প্রার্থনার সেইরূপ ফল।

পদ্মাবতী। ভাল—মোক্ষ কি ?

হরিহর। এক মতে মোক্ষের অর্থ নির্বাণ অর্থাৎ জীবাত্মার পরমাত্মাতে লীন হওন, কিন্তু যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে দ্বাদশ সর্গে লেখেন "মনের শান্তি হইলেই জ্ঞানিরা তাহাকে মোক্ষ কহেন" এবং পঞ্চদশ সর্গে লেখেন "ভোগ ত্যাগের নাম মোক্ষ জানিবা"। বোধ হয় ইহার তাৎপর্য ইন্দ্রিয়াদি নিগ্রহও মনঃসংযম, যেহেতু ঐ গ্রন্থের চতুর্থ সর্গে লেখেন "কায় ক্লেশ কাতরতা এবং তীর্থ স্থানাশ্রয় এতদ্বারা ব্রহ্ম পদ প্রাপ্তির কোন উপকার দর্শে না কেবল মনোজয় দ্বারাই ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়" এবং উনবিংশ সর্গে লেখেন "ইনি বন্ধু, ইনি বন্ধু নহেন, এইরূপ গণনা ক্ষুদ্র চিত্ত অজ্ঞানি লোকের হয়, উদার চরিত্র জ্ঞানির পক্ষে জগতের সকল লোকই কুটুম্ব"। এবং চতুর্বিংশতিতম সর্গে লেখেন "যে জ্ঞানী আত্মার ন্যায় সকল প্রাণিকে দর্শন করেন এবং পর দ্রব্য স্বভাবতঃ লোষ্ট্র ন্যায় বোধ করেন, কেবল ভয়ক্রমে করেন এমত নহে, সেই ব্যক্তিই যথার্থ দর্শন করেন"। অতএব এই সকলই "মনের শান্তির" লক্ষণ বলিতে হইবে।

পদ্মাবতী। পাপ কর্ম করিলে কোন্ প্রায়শ্চিত্ত উত্তম ?

হরিহর। অকপটে সন্তাপ ও পাপ না করণের দৃঢ় প্রতিজ্ঞাই পাপশান্তির উত্তম প্রায়শ্চিত্ত। রাজা পরীক্ষিত এই প্রস্তাব করিলে শুকদেব কহেন।—

রাজন্! চান্দ্রায়ণাদি যে সকল প্রায়শ্চিত্ত, তদ্বারা পাপের একেবারে মূল সহিত উচ্ছেদ হইবেক এমত বাঞ্ছা কখন হইতে পারে না, কারণ প্রায়শ্চিত্তের অধিকারী যে সকল অবিদ্বান্ পুরুষ, তাহাদের অবিদ্যা বিনাশ না হওয়াতে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা একবার পাপ ক্ষয় হইলেও সংস্কার বশতঃ পুনরায় পাপান্তরের প্ররোহ হইয়া থাকে। রাজন্! আমার এই কথায় এখন যদি জিজ্ঞাসা কর তবে মুখ্য প্রায়শ্চিত্ত কি ? তাহার উত্তর এই, জ্ঞানই মুখ্য প্রায়শ্চিত্ত। (১০) কিন্তু নিত্য অপ্রমত্ত হইয়া যত্ন করিলে ক্রমে২ ঐ জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়, একেবারে লভ্য হয় না, যেমন যে ব্যক্তি নিত্য কেবল পথ্য অন্নই আহার করিয়া থাকে তাহাকে অভিনব করিতে ব্যাধি সকল ক্রমে অসমর্থ হয় তাহার ন্যায় নিয়মকারী পুরুষও ক্রমে২ তত্ত্বজ্ঞানার্থ সমর্থ হইয়া থাকেন। (১১) ফলতঃ ধর্মজ্ঞ ধীর পুরুষ শ্রদ্ধান্বিত

হইয়া তপস্যা (মন ও ইন্দ্রিয় সকলের একাগ্রতা) ব্রহ্মচর্য, শম (মনের নিগ্রহ) দম (বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহ) দান, সত্য, শৌচ, যম (অহিংসা) অথবা নিয়ম (জপাদি) দ্বারা কায় মনোবাক্য কৃত সুমহৎ দুষ্কৃতকেও, অগ্নির দ্বারা বেণুগুল্ম নাশের ন্যায়, সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়া থাকেন। (১২) অতএব ঐ প্রকার প্রায়শ্চিত্তই মুখ্য। পরন্তু তদ্ব্যতিরিক্ত অন্য প্রায়শ্চিত্তও আছে। অর্থাৎ বাসুদেব পরায়ণ কোন২ ব্যক্তি দিবাকরের কিরণে নীহার বিনাশের ন্যায় কেবল ভক্তি দ্বারা সমুদায় কলুষ সম্পূর্ণরূপে উন্মূলিত করিয়া থাকেন। (১৩)

হে কৌরবরাজ! এই ভক্তিমার্গ জ্ঞানমার্গ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, যেহেতু পাপী পুরুষ ভগবানে মনঃ সমর্পণ পূর্বক ভগবদ্ভক্ত পুরুষদিগের সেবা করিয়া যেমন পবিত্র হইতে পারে তপস্যাদি দ্বারা তদ্রূপ তাহার পবিত্রতা জন্মে না। (১৪) অতএব ইহলোকে ভক্তিমার্গই সমীচীন পথ এবং পরম কল্যাণদায়ক, এই পথে কোন প্রকার বিঘ্নাদি সম্ভাবনাও নাই। ফলতঃ সুশীল দয়ালু নিষ্কাম ও নারায়ণপরায়ণ সাধুগণ এই বর্ত্মে নিত্য বর্তমান, এই কারণেই জ্ঞানমার্গের ন্যায় এই মার্গে সহায়তার অভাব নিমিত্ত ভয় অথবা কর্মমার্গের ন্যায় মৎসরান্বিত পুরুষ হইতে বিঘ্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। (১৫) শ্রীমদ্ভাগবত, ষষ্ঠ স্কন্ধ।

(১২) গৃহকথা—পতিব্রতার লক্ষণ। সংখ্যা ১২।

পদ্মাবতী। শাস্ত্রে পতিব্রতা বিষয়ে কি লেখে?

হরিহর। সে বিষয়ে যাহা লিখিত আছে তাহা সকল উপস্থিত নাই যাহা স্মরণ হইতেছে তাহা শুন।

পতিং যা নাভিচরতি মনোবাগ্‌দেহসংযতা।
সা ভর্তৃলোকানাপ্নোতি সদ্ভিঃ সাধ্বীতি চোচ্যতে॥ মনুসংহিতা।

যে সৌভাগ্যবতী স্ত্রীর মনঃ কখন পতি ভিন্ন অন্য পুরুষে কামনা না করে, যাহার বাগিন্দ্রিয় অসদ্বুদ্ধিতে পরপুরুষের নামোচ্চারণ না করে, যাঁহার দেহ কখনই পর-পুরুষ স্পর্শ করে না, তাহাকেই সাধু পুরুষেরা পতিব্রতা বলিয়া সম্বোধন করেন, তিনিই পতির সহিত অনন্ত স্বর্গ সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকেন।

অনুকূলা নাবাগ্‌দুষ্টা দক্ষা সাধ্বী পতিব্রতা। এভিরেব গুণৈর্যুক্তা শ্রীরেব স্ত্রী ন সংশয়ঃ।
যা হৃষ্টমানসা নিত্যং স্থানমানবিচক্ষণা। ভর্তুঃ প্রীতিকরী নিত্যং সা ভার্য্যা হীতরা জরা॥ দক্ষসংহিতা।

যে স্ত্রী স্বামীর বশীভূতা, প্রিয়বাদিনী, গৃহকার্যে নিপুণ, সদাচার যুক্তা, পতিব্রতা ও গুণ যুক্তা হয়েন তিনি গৃহস্থাশ্রমের লক্ষ্মী স্বরূপ, ইহাতে কোন সংশয় নাই। যে পতিব্রতা স্ত্রী স্বামীর অবস্থা ও সম্মানের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সন্তুষ্ট মনে সর্বদা প্রিয় কার্য সাধনে তৎপরা হয়েন, তাঁহাকেই যথার্থ রূপে ভার্যা বলা যায়, তদ্ভিন্ন ভর্তৃ বিদ্বেষিণী অপতিব্রতা স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধে ভার্যা না হইয়া কেবল জরা স্বরূপ হয়।

মনুসংহিতায় ও কাশীখণ্ডে লেখেন, যে গৃহে পতি পত্নী উভয়ে প্রেমরসে নিমগ্ন থাকে সে গৃহ মঙ্গলের আবাস হয়। কাশীখণ্ডে আরও লেখেন যে স্বামী অন্য স্ত্রীতে উপগত হইলেও পতিব্রতা পত্নী ধৈর্যাবলম্বনপূর্বক তাঁহার প্রতি অনুকূল হইবেন। যাহা মনুসংহিতায় লেখা আছে তাহাও শুন।

"বিশীলঃ কামবৃত্তো বা গুণৈর্ব্বা পরিবর্জিতঃ।
উপচর্য্যঃ স্ত্রিয়া সাধ্ব্যা সততং দেববৎপতিঃ।

যদি দৈবযোগে স্বামী সদাচারশূন্য কিম্বা পরস্ত্রীতে আসক্ত, অথবা পতির যে সকল গুণ আবশ্যক সেই সকল গুণে বিহীন হয়েন, তথাপি পতিব্রতা স্ত্রী তাঁহাকে অবজ্ঞা না করিয়া দেবতার ন্যায় পূজা করিবেন।

পদ্মাবতী। তবে মেয়ে মানুষকে এক প্রকার বেঁধে মারা। স্বামী গুণী হউক বা নির্গুণ হউক, তাঁহাকে সর্বতোভাবে ভক্তি করা উচিত বটে কিন্তু অধার্মিক হইলে কি তত ভক্তি থাকে?

হরিহর। আমি কি বলিব?—যাহা শাস্ত্র তাই বলিতেছি কিন্তু পতি ধর্মচ্যুত হইলে পূজ্য হইতে পারে না এজন্য পতিরও কর্তব্য যে কোন অংশে পতিত না হয়েন।

পদ্মাবতী। ভাল পতিব্রতা স্ত্রীর আর কি লক্ষণ?

হরিহর। ব্যাস সংহিতায় লেখেন।

নোচ্চৈর্ব্বদেন্ন পরুষং ন বহুন্ পত্যু রপ্রিয়ন্।
নচ কেনাপি বিবদেব দপ্রলাপ বিলাপিনী॥
প্রমাদোন্মাদরোষের্ষ্যা বঞ্চনঞ্চাভিমানিতাং।
পৈশুন্যহিংসাবিদ্বেষমোহাঙ্কারধূর্ত্ততাঃ॥
নাস্তিক্যসাহসস্তেয় দম্ভান্ সাধ্বী বিবর্জয়েৎ।

পতিব্রতা স্ত্রী উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিবেন না, নিষ্ঠুর বাক্য ব্যবহার করিবেন না, কোন ব্যক্তির সহিত বিবাদ করিবেন না, কাহারো সহিত নিরর্থক কোন কথা কহিবেন না, পতির ধর্মার্থ বিষয়ে কোন বিরুদ্ধাচরণ করিবেন না, এবং নিরর্থক

বাক্য, উন্মত্ততা, ক্রোধ, ঈর্ষা, ছল, অভিমান, খলতা, হিংসা, দ্বেষ, অহঙ্কার, শঠতা, নাস্তিকতা, দুঃসাহস, চৌর্য, দম্ভ এই সকল মহানিষ্টকর দোষ একেবারে পরিত্যাগ করিবেন।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে লেখেন ভার্যা স্বামির প্রতি সমান উত্তর করিবেক না ও প্রহারিত হইলেও ক্রোধ করিবেক না, যেহেতু "পতিই বন্ধু, পতিই গতি, পতিই ভরণ পোষণ কর্তা, পতিই দেবতা, পতিই গুরু, সকল গুরু হইতে পতি গুরুতর, পতি হইতে অধিক গুরুতর কেহ নাই।"

নারদ মুনি রাজা যুধিষ্ঠিরকে স্ত্রীধর্ম যাহা বলিয়াছিলেন তাহাও শুন।

হে রাজন্! অতঃপর স্ত্রীধর্ম বলি শুন। পতিশুশ্রূষা, পতির অনুকূলবর্তিনী হওয়া, পতি বন্ধুর অনুবৃত্তি করা, নিত্য পতির নিয়ম ধারণ, এই চারিটী পতিব্রতা স্ত্রীদিগের লক্ষণ ও ধর্ম। (২৪) এই ধর্ম চতুষ্টয় বিশিষ্টা সাধ্বী নারী সদা মণ্ডিতা হইয়া সম্মার্জন, উপলেপন, গৃহমণ্ডন এবং গৃহ সুগন্ধীকরণ তথা উচ্চাবচ কাম, বিনয়, দম, সত্য অথচ প্রিয় বাক্য এবং প্রেম এই সকল দ্বারা সময়ে২ পতিসেবা করিবেক আর গৃহের উপকরণ সকল সর্বদা পরিষ্কার করিয়া রাখিবেক। (২৫) অপিচ যথালাভে সন্তুষ্টা হইবেক, তাবন্মাত্র ভোগেও লোলুপা হইবেক না, সদা অনলসা ও ধর্মজ্ঞা হইবেক, সর্বদা সত্য অথচ প্রিয়বাক্য কহিবেক, সর্ববিষয়ে অবহিতা, সদা শুচি এবং স্নিগ্ধা হইয়া মহাপাতক শূন্য ভর্তার ভজনা করিবেক। (২৬) হে রাজন্! যে নারী লক্ষ্মীর ন্যায় তৎপরা হইয়া হরিভাবে পতির সেবা করেন তিনি লক্ষ্মী তুল্য হরিস্বরূপ সেই পতির সহিত হরিলোকে আমোদিতা হইয়া থাকে। (২৭) শ্রীমদ্ভাগবত, সপ্তম স্কন্ধ।

এতদ্ব্যতিরিক্ত পতিব্রতা স্ত্রীর সদা পতি সেবা এবং বিদেশে গেলে বিশেষ২ নিয়ম পালন করিতে হয়, সে সকল বিস্তার পূর্বক বর্ণনা করিতে গেলে বাহুল্য হইয়া পড়িবেক।

পদ্মাবতী। পতিব্রতার লক্ষণ যাহা শুনিলাম তাহা আমি কতক২ জানিতাম। যাহাহউক, পুরুষ জাতি আপন সুবিধা ভাল বুঝে।

(১৩) গৃহকথা—পতিব্রতা স্ত্রী। ১৩ সংখ্যা।

পদ্মাবতী। পতিব্রতার লক্ষণ তো শুনিলাম, এখন দুই এক জন পতিব্রতা স্ত্রীর উপাখ্যান বল দেখি।

হরিহর। (১) দক্ষের কন্যা সতী বিখ্যাত পতিব্রতা। পিতার মুখে শিব নিন্দা শুনিয়া সহ করিতে না পারিয়া আপন দেহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

তিনি তৎকালীন এই বলেন।

গুরুজন নিন্দা নাহি করিবে শ্রবণ।
যেই নিন্দা করে তারে করিব শাসন॥
সেই স্থান ছাড়ি কিম্বা যাই অন্য স্থান।
পাপ প্রতিকার হেতু ত্যজিব পরাণ॥ কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

পদ্মাবতী। তাঁহার কথা ছেড়ে দেও, তিনি নামেতেও সতী কর্তব্যেতেও সতী।
হরিহর। (২) সীতাও বড় পতিব্রতা ছিলেন। তাঁহার বিবরণ রামায়ণে বিস্তার পূর্বক লিখিত আছে, অতএব বাহুল্যরূপে বলিবার আবশ্যক নাই। কেবল পতিব্রতাসংক্রান্ত প্রমাণ দিতেছি। সীতার কিরূপ শিক্ষা হইয়াছিল তাহা কিছু পাওয়া যায় না কিন্তু সুশিক্ষা না হইলে এত গুণ কি প্রকারে হইল ? রামচন্দ্রের বিবাহের পর বিদায় কালীন।

"লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিয়া বদন কমলে।
জানকীরে জনক করিয়া কোলে বলে॥
করিলাম বহু দুঃখে তোমাকে পালন।
বারেক মিথিলা বলি করিহ স্মরণ॥
শ্বশুর শাশুড়ী প্রতি রাখিও সুমতি।
রাগ দ্বেষ অসূয়া না কর কার প্রতি॥
সুখ দুঃখ না ভাবিও যা থাকে কপালে।
স্বামি সেবা সীতা না ছাড়িও কোন কালে"॥ আদিকাণ্ড।

রামচন্দ্র পিতৃ সত্য পালনার্থ চোদ্দ বৎসরের জন্যে বনে যাইতে উদ্‌যোগ করিতে ছিলেন সেই সময় পত্নীকে মাতার নিকটে রাখিয়া যাইবার কথা প্রস্তাব করাতে সীতা উত্তর দেন। স্বামি বিনা আমার কিসের গৃহ বাস।

তুমি সে পরম গুরু তুমি সে দেবতা।
তুমি যাও যথা প্রভু আমি যাই তথা॥
স্বামি বিনা স্ত্রীলোকের আর নাহি গতি।
স্বামির জীবনে জীবে মরণে সংহতি॥
প্রাণনাথ! একা কেন হবে বনবাসী ?
পথের দোসর হব করে লও দাসী॥
বনে প্রভু ভ্রমণ করিবা নানা ক্লেশে।
দুঃখ পাসরিবা যদি দাসী থাকে পাশে॥

যদি বল সীতা বনে পাবে নানা দুঃখ।
সব দুঃখ ঘুচিবে যদি দেখি তব মুখ॥
তোমার কারণ রোগ শোক নাহি জানি।
তোমার সেবায় দুঃখ স্থখ হেন মানি॥ অযোধ্যাকাণ্ড।

বনে রামচন্দ্র বনিতা ও অনুজ সহ কিছুকাল ভ্রমণ করত অত্রি মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। মুনিপত্নী পতিব্রতা, সীতাকে দেখিয়া বলিলেন, মা! তুমি রাজকন্যা! এত স্থখ ভোগ ত্যাগ করিয়া স্বামির সঙ্গে যাইতেছ ইহাতে তুমি পিতৃ ও শ্বশুর দুই কুল উজ্জ্বল করিলে—জানকী তুমি ধন্য, রাম বহু তপস্যায় তোমাকে পাইয়াছেন।

সীতা কহিলেন মা সম্পদে কিবা কাম।
সকল সম্পদ মম দুর্বাদল শ্যাম॥
স্বামি বিনা স্ত্রীলোকের কার্য কিবা ধনে।
অন্য ধনে কি করিবে পতির বিহনে॥
জিতেন্দ্রিয় প্রভু মম সর্ব গুণে গুণী।
হেন পতি সেবা করি ভাগ্য হেন মানি॥
ধন জন সম্পদ না চাহি ভগবতী।
আশীর্বাদ কর যেন রামে থাকে মতি॥ অরণ্যকাণ্ড।

পরে পঞ্চবটী বনে রাবণ কর্তৃক সীতা হৃত হয়েন এবং দুরাচার রাক্ষসরাজ তাঁহাকে সর্বোপরি মহারাণী করণের প্রস্তাব করে, জনক দুহিতা তাহাতে কোপান্বিতা হইয়া তিরস্কার করেন। দশানন বারম্বার ধনৈশ্বর্য প্রদর্শন করিয়া সীতার মনোলোভ জন্য চেষ্টা পাইয়াছিল কিন্তু পতিব্রতা স্ত্রী স্বামী ব্যতিরিক্ত আর কাহাকেও জানে না—এমত রমণীর মন ধনে বা ঐশ্বর্যে কিম্বা পরপুরুষের সৌন্দর্যে চঞ্চল হইতে পারে না। রাবণ সীতাকে লইয়া অশোকবনে রাখিয়াছিল ও তাঁহার মন পরিবর্তন জন্য চেড়ী দ্বারা প্রহার করাইত, কিন্তু তাহাতে কোন উপকার হয় নাই, অতএব পরে স্বয়ং যাইয়া নানা প্রকার লোভ দেখাইয়া বিস্তর কাকুতি বিনতি করে। তাহাতে সীতা উত্তর করেন।

কি হেতু রাবণ মোরে বলিস্ কুবাণী।
তোর শক্তি ভুলাইবি রামের ঘরণী?
রাম প্রাণনাথ মোর রাম সে দেবতা।
রাম বিনা অন্য জন নাহি জানে সীতা॥ স্থন্দরাকাণ্ড।

অনন্তর রাম সাগর বন্ধন পূর্বক লঙ্কায় আসিয়া রাবণকে বধ করেন। সীতার

উদ্ধার হইলে রাম তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন কি না এই সন্দেহ প্রকাশ হইলে জানকী অতিশয় দুঃখিত হইয়া বলিয়াছিলেন।

জনক রাজার বংশে আমার উৎপত্তি।
দশরথ হেন শ্বশ্রূ তুমি হেন পতি॥
ভালমতে জান প্রভু আমার প্রকৃতি।
জানিয়া শুনিয়া কেন করিছ দুর্গতি?
বাল্যকালে খেলিতাম বালক মিশালে।
স্পর্শ নাহি করিতাম পুরুষ ছাওয়ালে॥
সবেমাত্র ছুঁইয়াছি পাপিষ্ঠ রাবণে।
ইতর নারীর মত ভাব কি কারণে? লঙ্কাকাণ্ড।

সীতার পরীক্ষা হইলে অনুজ সহিত রামচন্দ্র স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন, এবং কিছু কাল রাজ্য করিয়া সীতার সতীত্ব বিষয়ে লোকে পুনর্বার সন্দেহ জন্মাইয়া দিলে তৎক্ষণাৎ ছল পূর্বক তাঁহাকে বনবাস দেন। বাল্মীকির তপোবনে উপস্থিত হইয়া লক্ষ্মণ সীতাকে রামচন্দ্রের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া জানকী এমত কাতর হন যে, সকল যন্ত্রণা ঘুচাইবার জন্য আপন প্রাণ বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কেবল সসত্ত্বা প্রযুক্ত তাহাতে ক্ষ্যান্ত হন। স্বামী কর্তৃক অপমানিত ও ক্লেশে পতিত হইয়াও তিনি দুঃখে রোদন করিতে২ বলিয়াছিলেন।

রাম হেন স্বামী হোক জন্ম জন্মান্তরে।
আমা হেন কোটি নারী মিলিবে তাঁহারে॥ উত্তরাকাণ্ড।

ঐরূপ পতিব্রতাত্ব ও ক্ষমাশীলত্ব শুনিলে কে না আশ্চর্যেতে মগ্ন হয়? অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব ধৃত হইলে পিতা পুত্রে ঘোর যুদ্ধ হয় পরে পুত্রদ্বয় বাল্মীকির সহিত রামচন্দ্রের নিকট আসিয়া রামায়ণ গান করে, তখন তাহাদিগের পরিচয় লইয়া রামচন্দ্র সীতার জন্য বিলাপ করত তাঁহাকে আনয়ন করিতে আদেশ দেন। সেই সংবাদ শুনিয়া সীতা অভিমান ত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ স্বামীর নিকট আসিয়া প্রণাম করেন; তখন রামচন্দ্র তাঁহাকে সভার মধ্যে পুনর্বার পরীক্ষা দিতে আদেশ করেন। সীতা সেই প্রস্তাবে অতিশয় বিরক্ত হইয়া অন্তর্ধান হন ও প্রস্থান কালীন বলেন;—

জন্মে২ প্রভু মোর তুমি হও পতি।
আর কোন জন্মে মোর না কর দুর্গতি॥ উত্তরাকাণ্ড।

পদ্মাবতী। সীতার নাম প্রাতে স্মরণ করিলে সে দিন সুখে যায়।

(১৪) গৃহকথা—পতিব্রতা স্ত্রী। সংখ্যা ১৪।

পদ্মাবতী। আর২ পতিব্রতাদের কথা বল দেখি।

হরিহর। যে২ পতিব্রতা নারীর কথা স্মরণ হয় তাহা ক্রমে২ বলিতেছি।

(৩) অশ্বপতি নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার সাবিত্রী নামে এক কন্যা ছিল। ঐ কন্যা পরম সুন্দরী এবং

রূপের সমান তাঁর গুণের গণনা।
শুদ্ধমতি সকল শাস্ত্রেতে বিচক্ষণা॥
কদাচ না হয় অন্য মতি ধর্ম বিনা।
নানাবিধ শিল্প কর্মে অতি সুপ্রবীণা॥
প্রিয় বাক্যে বাদিনী সকল ভূতে দয়া।
অশ্বপতি হৃষ্টমতি দেখিয়া তনয়া॥ বনপর্ব।

সাবিত্রীর "পবিত্র আচার" দেখিয়া তাঁহার জনক তাঁহাকে সখীগণ সঙ্গে রথ আরোহণ করাইয়া আপন রাজ্যে ভ্রমণ করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন। এক দিবস বন পর্যটন করিতে২ সাবিত্রী এক মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন, তথায় একটী রাজকুমারকে দেখিয়া তাঁহার পরিচয় লইয়া বাটী প্রত্যাগমন করিয়া জননীকে বলিলেন—মা! অমুক ঋষির আশ্রমে সত্যবান নামে এক রাজপুত্র আছেন, আমি তাঁহাকে মনে২ বরণ করিয়াছি। মাতা ইহা শুনিয়া রাজাকে জানাইলেন। পরে তাঁহারা পরস্পর বলাবলি করিলেন, সত্যবানের কোন্ বংশে জন্ম ও তাহার কি ধর্ম, আমরা কিছুই জানি না—কন্যারও বয়স অল্প, "যোগ্য অযোগ্য, ভাল মন্দ" কিছুই বিবেচনা করিতে পারে না। এই রূপ আন্দোলন করিতেছেন ইতি মধ্যে একজন মুনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন সত্যবান কুলে শীলে ও রূপে গুণে সর্বপ্রকারেই শ্রেষ্ঠ কিন্তু তাঁহার এক বৎসরের পর ফাঁড়া আছে এবং এক্ষণে তাহার পিতা রাজ্যচ্যুত হইয়া অরণ্যে বাস করিতেছেন, এজন্য ঐ সম্বন্ধ ভদ্র নহে। পিতা মাতা উভয়েই ঐ কথা শুনিয়া তনয়াকে বলিলেন—সাবিত্রী! ঐ মানস ত্যাগ কর, আমরা তোমাকে স্বয়ম্বরা করাইয়া পৃথিবীর যাবতীয় রাজকুমারকে আনয়ন করাইব, তোমার আর যাহাকে ইচ্ছা হয় তাহাকে বরণ করিও, বিধবা আশঙ্কা জানিয়া শুনিয়া আমরা তোমার কথায় কেমন করিয়া সম্মত হইতে পারি? সাবিত্রী করযোড়ে বলিলেন।

শুনহ জনক মম সত্য নিরূপণ।
কদাচিত নয়নে না হেরি অন্য জন॥

যখন মানসে তাঁরে বরিয়াছি আমি।
জীবন মরণে সেই সত্যবান স্বামী॥
বিধবা যন্ত্রণা যদি থাকে মোর ভোগ।
খণ্ডন না যাবে পিতা দৈবের সংযোগ॥
অনিত্য সংসার হবে অবশ্য মরণ।
না মরিয়া চিরজীবী আছে কোন্ জন?
অসার সংসার মাত্র আছে এক ধর্ম।
তাহা ছাড়ি কি মতে করিব অন্য কর্ম?
ধিক২ সে ছার সুখের অভিলাষ!
ধর্ম ছাড়ি অধর্মে যে করে সুখ আশ॥
কি করিবে সুখে পিতা কত কাল জীব?
কু কর্মে আজন্মকাল নরকে থাকিব॥ বনপর্ব।

পরে রাজা সত্যবানকে আনয়ন করাইয়া তাঁহার সহিত সমারোহ পূর্বক তনয়ার বিবাহ দিলেন। অনন্তর সাবিত্রী পিতার নিকট হইতে বিদায় হইয়া স্বামির আশ্রমে থাকিলেন। সত্যবান বনে যাইয়া সর্বদা ফল-মূল কাষ্ঠ আহরণ করেন এবং তাঁহার সর্বভূতে দয়াবতী ভার্যা গৃহকর্মে নিযুক্তা থাকেন। এক দিন দুই-জনে বনে প্রবেশ করিয়াছেন—নানা স্থানে নানা প্রকার রম্য দৃশ্য দর্শন করিতে-ছেন, ইতিমধ্যে সত্যবানের শিরঃপীড়া উপস্থিত হওয়াতে তিনি অতিশয় অস্থির হইতে লাগিলেন। সাবিত্রী চতুর্দিকে অন্ধকার দেখিয়া আপন উরুতে পতিকে শোয়াইলেন কিন্তু রোগের শমতা না হইয়া ক্রমে২ বৃদ্ধি হইয়া অবশেষে তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইল।

পুরাণে কথিত আছে যে তাঁহার নিকটে যম স্বয়ং উপস্থিত হইলেন ও পারমার্থিক বিষয়ে সাবিত্রীর সহিত তাঁহার যে কথোপকথন হইয়াছিল তদ্বিষয় কিঞ্চিৎ বলি—যমকে তিনি বলেন।

মায়াতে মোহিত সব কেবা কার পতি।
সবে সত্য ধর্মমাত্র অখিলের গতি॥
সুখ দুঃখ ধর্মাধর্ম সদা অনুগত।
পূর্বাপর নিয়মিত আছে শাস্ত্রমত॥
একারণে প্রাণপণে করিবেক ধর্ম।
সৎসঙ্গ সঙ্গতি হৈলে করে নানা কর্ম॥ বনপর্ব।

সাবিত্রীর এবম্প্রকার নানা রূপ সৎ কথা শ্রবণ করিয়া যম তুষ্ট হইয়া অনেক আশীর্বাদ পূর্বক সত্যবানের জীবন প্রদান করেন।

পদ্মাবতী। সাবিত্রীর কথা শুনিলে মন পবিত্র হয়—এমন মেয়ে মানুষ কি আর হবে?

হরিহর। (৪) দময়ন্তীর উপাখ্যান অবশ্য শুনিয়াছ—তিনিও বড় পতিব্রতা ছিলেন। যখন পুষ্কর নলের রাজ্য লন তখন দময়ন্তী পিতার আলয়ে না গিয়া স্বামির দুঃখে দুঃখিনী হইয়া তাঁহার সহিত বনে গমন করিয়াছিলেন—অরণ্য মধ্যে নল তাঁহাকে নিদ্রিত অবস্থায় ত্যাগ করিয়া গেলে তিনি জাগরিত হইয়া ধূলায় ধূসর অঙ্গ পাগলিনী প্রায় রোদন করিতে লাগিলেন।

লুক্কায়িত আছ কোথা দেও দরশন।
দুঃখ সিন্ধু মধ্যে প্রভু কেন দেও দুঃখ?
অতিশীঘ্র এস নাথ দেখি তব মুখ॥
ক্ষুধার্ত ফলের হেতু গিয়াছ কি বনে।
তৃষ্ণার্ত হইয়া কি বা গেলে জল পানে?

পদ্মাবতী। আহা! পুরুষ জাতি কি নিষ্ঠুর!

হরিহর। এইরূপ শোকে বিহ্বলা হইয়া কিঞ্চিদ্দূর যাইয়া এক মুনিকে দর্শন করিয়া—

দময়ন্তী বলিলেন পতি বিরহিণী।
এই বনে হারালাম মম পতিমণি॥
অন্বেষণ করি তারে করি সেই ধ্যান।
হারা ধন পাই যদি তবে রহে প্রাণ॥ বনপর্ব।

পরে দময়ন্তী সুবাহু নগরে সৈরিন্ধ্রী বেশে কিছু দিবস অবস্থিতি করিয়া পিত্রালয়ে গমন করেন ও মাতাকে আপন মনের দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন।

জীয়ন্তে যে আছি আমি নাহি কর মনে।
কেবল আছয়ে তনু নল দরশনে॥
নিশ্চয় নলের যদি না হয় উদ্দেশ।
অনলের মধ্যে আমি করিব প্রবেশ॥ বনপর্ব।

দুহিতার কাতরতা দেখিয়া পিতা মাতা নানা দেশে নলের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ও তাহাকে শীঘ্র আনয়ন জন্য কন্যার ভৌতিক পুনঃ স্বয়ম্বর হওন সমাচার ঘোষণা করাইয়া দিলেন। নল ছদ্মবেশে অশ্বশালে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন এই সংবাদ শুনিয়া দময়ন্তী অশ্রুবারি মুছিতে২ প্রাণেশ্বরের মুখচন্দ্র দর্শন করত পূর্ব দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। নল পত্নীকে বলিলেন "যেই

নারী পতিব্রতা, না ধরে স্বামির কথা, স্বামি দোষ নয়নে না দেখে”—পরে জিজ্ঞাসা করিলেন এখন তুমি কোন বরকে মাল্য দিবে ?

দময়ন্তী জোড় করে বলিলেন—প্রাণনাথ! কেবল তোমার জন্যই কুল-লাজ ত্যজিয়া এই কর্ম করিয়াছি—অনেক স্থানে দূত গেল, অনেক স্থান হইতে অনেক সংবাদ পাইলাম—কিছুতেই নির্ণয় না হওয়াতে অবশেষে মনে বিচার করিলাম যে এই কৌশল করিলে তোমাকে পাইব। তোমার প্রতি আমার মন যেরূপ তাহা পরমেশ্বর জানেন—তোমা ভিন্ন অন্য পুরুষকে আমি নয়নের কোণেও কখন দেখি নাই—

“যদি কর পাপ জ্ঞান, তোমার সাক্ষাতে প্রাণ, বাহির হউক এইক্ষণে”।

অনন্তর নল স্ত্রীর পতিব্রতাত্ব নিশ্চয় জানিয়া প্রেমার্দ্রচিত্তে তাহার বারম্বার মুখ-চুম্বন করত স্বদেশে গমন করিলেন।

(৫) লোপামুদ্রা অগস্ত্যের স্ত্রী, তিনিও বড় পতিব্রতা ছিলেন। কাশীখণ্ডে তাঁহার যেরূপ বর্ণনা আছে তাহা বলি শুন।

লোপামুদ্রা পতিব্রতা পতি আজ্ঞাকারি।
পতি সেবা নিযুক্ত সতত স্থআচারি॥
পতি সুখে সুখী পতি দুঃখে অভিমানী।
ছায়া যেন পতি সঙ্গে চরণ চারিণি॥
পতির অধিক কার প্রতি নাহি জ্ঞান।
পতিকে পরম জ্ঞান মনে করে ধ্যান॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আদি যত দেবগণ।
পতির অধিক নাহি হয় কোন জন॥

(৬) প্রাগ্‌জোতিষ দেশে শ্রীবৎস রাজার স্ত্রী চিন্তা বড় পতিব্রতা ছিলেন। শ্রীবৎস রাজা নলের ন্যায় রাজ্যচ্যুত হইয়া পত্নী সহ বনে গমন করেন। সম্মুখস্থ এক নদী দিয়া এক সদাগর বাণিজ্য করিতে যাইতেছিল দৈবাৎ তাহার নৌকা চড়ায় আটক হয়। বনের কাঠুরে রমণী সকলকে আনাইয়া তরী তুলিতে চেষ্টা করিয়া-ছিল কিন্তু তাহাতে নিষ্ফল হওয়াতে চিন্তা আসিয়া নৌকা উদ্ধার করেন। ইহা দেখিয়া সদাগর বুঝিল এই স্ত্রীলোকের নৌকা উদ্ধার করণের বিশেষ ক্ষমতা আছে, এই সংস্কারে চিন্তাকে বল পূর্বক আপন নৌকায় উঠাইয়া নিলেন। শ্রীবৎস পত্নী এই বিপদে পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন ও আপন প্রার্থনা অনুসারে মনঃ পীড়া হেতু জরাযুক্ত হইলেন অনন্তর বহুদিবস পরে পতি দর্শনে পুনরায় যৌবন প্রাপ্ত হয়েন।

(৭) ফুল্লরা কালকেতু ব্যাধের পত্নী ছিলেন। কালকেতু ধন প্রাপ্ত হইয়া গুজরাট দেশে বাস করিলে, কলিঙ্গ রাজা হিংসা প্রযুক্ত সৈন্য প্রেরণ করিয়া তাহাকে বন্ধন করেন। ঐ সময়ে ফুল্লরা ব্যাকুল হইয়া বলেন।

না মার২ বীরে শুনহে কোটাল।
গলার ছিঁড়িয়া দিব শতেশ্বরী হার॥
কারো নাহি লই রাজ কারো এক পণ।
বুঝিয়া গণিয়া লহ যত আছে ধন॥
নিশ্চয় বধিবে যদি বীরের পরাণ।
অসিঘাত করি আগে ফুল্লরাকে হান॥
তবে সে করিবে তুমি বীরে প্রাণ দণ্ড।
পিতৃ পুণ্যে জ্বালি মোরে দেহ অগ্নি কুণ্ড॥ কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

(৮) পতিব্রতা স্ত্রী নীচ জাতিতেও জন্মে, তাহার প্রমাণ দর্শাইলাম আরও এক প্রমাণ দিতেছি।

খুল্লনা ইছানি নগরের লক্ষপতি বণিকের কন্যা—তাঁহার রূপের তুলনা নাই। বাল্যকালে সখী সহিত ধূলা খেলা করিতেছিলেন, এমত সময়ে একটা পারাবত ভীত হইয়া তাঁহার অঞ্চলে পড়িল। খুল্লনা ঐ পক্ষিকে বস্ত্র আচ্ছাদন করিয়া লইয়া যাইতেছেন ইতিমধ্যে উজানি নগরের ধনপতি বণিক দনাই পণ্ডিত সহ শীঘ্র আসিয়া বলিলেন সুন্দরি! এ পারাবত আমার, ইটি আমাকে দেও। খুল্লনা প্রত্যুত্তর করিলেন—পায়রা প্রাণ ভয়ে আমার শরণ লইয়াছে, আমার কর্তব্য প্রাণ দিয়া শরণাপন্ন প্রাণিকে রক্ষা করা একারণ পায়রা কখনই দিব না। পরে ঐ অবলার সৌন্দর্য ও সৎস্বভাব দেখিয়া ধনপতি তাঁহাকে বিবাহ করেন এবং অচিরাৎ রাজকার্য জন্য গৌড় দেশে যান। খুল্লনা স্বীয় সপত্নী লহনার নিকট থাকেন। হিংসায় প্রজ্জলিত হইয়া লহনা খুল্লনাকে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ দেন—তাঁহাকে প্রহার করিয়া অঙ্গ হইতে সকল অলঙ্কার লইয়া খুঞা পরাইয়া ছাগ রক্ষণার্থ নিযুক্ত করেন ও কেবল খুদ সিদ্ধ আহার দিয়া অর্ধাশনে রাখেন। খুঞাতে সকল অঙ্গ আচ্ছাদন হইত না তাহাতেই সারিয়া লইয়া ছাট হস্তে ও পাত মাথায় পাগলিনী প্রায় খুল্লনা ছাগের পশ্চাৎ২ গমন করিতেন। চতুর্দিকে নবং কুসুম,—শস্য সকল লাবণ্যে ভাযয়মান—গো মহিষ মেষের ধ্বনিতে দ্বীপান্ত সকল প্রতিধ্বনিত—দূরস্থ নব মেঘে সুশোভিত পর্বত, নানা পক্ষির কলরব—এই সকল দর্শন ও শ্রবণ করত খুল্লনা যাইতেছেন। মধ্যে২ ছাগ সকল স্বাধীনত্ব আনন্দে এক২ বার দৃষ্ট অগোচর হইতেছে ও রক্ষক যেন অমূল্য ধন হারা হইয়া

প্রাণ ভয়ে পর্বতোপরি উঠিয়া "সর্বশী"২ বলিয়া এক২বার ডাকিতেছেন ও এক২ বার নিম্নে আসিয় জ্ঞান শূন্য হইয়া তরু গুল্ম লতাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আমার "সর্বশীকে" তোমরা কি লুকাইয়া রাখিয়াছ? বসন্তের আগমন—নব২ পল্লব সকলের কিবা শোভা! অশোক কিংশুক কেতকী ধাতকী জাতি জুতী শেফালিকা চন্দ্রমল্লিকা জবা—সহস্র২ নানা বর্ণ ও গন্ধযুক্তপুষ্প বিকশিত হইয়াছে —অজয়ের নীর তীরে আসিয়া ক্রীড়া করিতেছে—সুশীতল বায়ু যেন জীবন উদ্দীপন করিতেছে, খুল্লনা ক্লেশশ্রান্তি ও দুঃখে কাতর হইয়া চতুর্দিকে দৃষ্টি করিতেছেন ও পতি বিরহে মনঃ সঞ্চিত খেদসিন্ধু নেত্রকমণ্ডলু হইতে নির্ঝরিত হইতেছে। জনকের আলয় নিকটেই ছিল কিন্তু পতিপ্রাণা, পতি ধ্যানী, পতি নিমিত্ত উন্মাদিনী হইয়া এইরূপ ক্লেশে কালযাপন করত অবশেষে পতি প্রাপ্ত হন। যদিও খুল্লনা যৌবন কালে সপত্নীর তাড়না বশতঃ গৃহ ত্যাগ পূর্বক একাকিনী বনে২ ভ্রমণ করিয়াছিলেন তথাপি তাঁহার মন এমন পবিত্র ও চরিত্র এমন উত্তম যে সকলেই তাঁহাকে পতিব্রতা বলিয়া জানিত। কিছু দিন পরে রাজ আজ্ঞায় ধনপতি সিংহলে গমন করেন ও তাঁহার উদ্দেশ না হওয়াতে খুল্লনার পুত্র শ্রীমন্ত সিংহলে যাইয়া পিতাকে উদ্ধার করত তাঁহাকে লইয়া বাটী প্রত্যাগমন করেন। যে পর্যন্ত পতি অনুপস্থিত ছিলেন সে পর্যন্ত খুল্লনা গৃহে ম্রিয়মাণা হইয়াছিলেন।

(৯) আর এক জন পতিব্রতার উপাখ্যান বলি, সে গল্প কিছু অসম্ভব বটে কিন্তু পতিব্রতার উদাহরণ পক্ষে ভাল। বেহুলা নিছানি নগরের শাঁই বণিকের কন্যা। চম্পক নগরের চাঁদ বণিকের পুত্র নখিন্দরের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। নখিন্দরকে বাসর ঘরে সর্পে দংশন করে। বেহুলা মৃত পতির দেহ কলার মান্দাসে লইয়া ভাসিতে২ দেশান্তর যান। যাত্রা কালীন সকলেই নিবারণ করে কিন্তু ঐ অবলা কাহারো কথা না শুনিয়া হয় পতিকে পুনর্বার পাইব নতুবা জীবনে জীবন ত্যাগ করিব এই প্রতিজ্ঞা করেন। পথে স্থানে২ দুষ্টলোকে তাঁহার অনুপম রূপে মোহিত হইয়া পরিহাস ও মনোলাভার্থ নানা ছলনা করে কিন্তু ঐ দৃঢ়ব্রতা ধর্মপরায়ণা কোন কথা কর্ণে না দিয়া আপন ইষ্টদেবতার ধ্যান ও পতি প্রাপ্তির নিরন্তন প্রার্থনা করেন। পরে পতি জীবিত হইলে তাঁহাকে লইয়া প্রথমে পিতার আলয়ে ছদ্মবেশে যান অবশেষে শ্বশুরের ভবনে গমন করেন।

(১৫) গৃহকথা—স্বামির কর্তব্য। ১৫ সংখ্যা।

পদ্মাবতী। স্ত্রীর যাহা কর্তব্য তাহা তো শুনিলাম—স্বামির কি করা কর্তব্য বল দেখি।

হরিহর। এই প্রশ্নে আমি বড় আহ্লাদিত হইলাম, এক্ষণে বলি শুন। মহানির্বাণ তন্ত্রে লেখেন।

ন ভার্য্যাং তাড়য়েৎ ক্বাপি মাতৃবৎ পালয়েৎ সদা।
ন ত্যজেৎ ঘোর কষ্টেঽপি যদি সাধ্বী পতিব্রতা॥
যস্মিন্নরে মহেশানি তুষ্টা ভার্য্যা পতিব্রতা।
সর্ব্বো ধর্ম্মঃ কৃত স্তেন ভবতি প্রিয় এব সঃ॥

ভার্যাকে কদাপি তাড়না করিবে না এবং মাতার ন্যায় প্রতিপালন করা উচিত এবং সাধ্বী ও পতিব্রতা হইলে ঘোর কষ্টেও ত্যাগ করা কর্তব্য নহে। হে মহেশানি! যে ব্যক্তি পতিব্রতা ভার্যাকে তুষ্ট রাখে তাহা কর্তৃক সকল ধর্ম কর্ম কৃত হয় এবং তিনি সকলের নিকটে প্রিয় হয়েন।

শকুন্তলা যাহা দুষ্মন্ত রাজাকে বলিয়াছিলেন তাহাও শুন।

অর্ধেক শরীর ভার্যা সর্ব শাস্ত্রে লেখে।
ভার্যা সম বন্ধু রাজা নাহি কোন লোকে॥
পরম সহায় সখা পতিব্রতা নারী।
যাহার সহায় রাজা সর্ব কর্ম কারী॥
ভার্যা বিনা গৃহ শূন্য অরণ্যের প্রায়।
বনে ভার্যা সঙ্গে থাকে গৃহস্থ বলায়॥ আদিপর্ব।

স্বামী প্রাণপণে স্ত্রীকে সুখি করিবেন। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য স্ত্রীর সুখ কি রূপে হইতে পারে? ইহার উত্তর—স্বামী সচ্চরিত্রযুক্ত ও ধর্ম পরায়ণ হইলে স্ত্রীর যেমন সুখ হয় এমন বস্ত্র অলঙ্কার ও ধন প্রদানে হয় না। যেমন স্ত্রীর কর্তব্য যে আপন সতীত্ব প্রাণপণে রক্ষা করে—সেইরূপ স্বামিরও এই ধর্ম যে "মাতৃবৎ পরদারেষু"—পরের দারাকে মায়ের ন্যায় জ্ঞান করে।

যিনি সৎ স্বামী হন তিনি পরের স্ত্রী পরমা সুন্দরী হইলেও কথন মনেতেও অভিলাষ করেন না।

রাবণ বধের পর বিভীষণ রামচন্দ্রকে ক্লান্ত দেখিয়া বলিয়াছিলেন—হে রঘুনন্দন! আপনি অনেক দিন অনাহার আছেন—আপনকার অনেক ক্লেশ হইয়াছে কিঞ্চিৎ কাল লঙ্কায় অবস্থিতি করিয়া শ্রান্তি দূর করুন। দাসীগণ কস্তুরী সুগন্ধি চন্দন দ্বারা আপনার কোমল তনুকে নির্মল করুক এবং সহস্র২ যুবতী কন্যা আপনার সেবাতে নিযুক্তা হউক। রামচন্দ্র উত্তর করেন।

লোকে বলে বিভীষণ তুমি ধর্ম ময়।
পরনারী চোর তুমি মম মনে লয়॥

পর পত্নী নাহি দেখি নয়নের কোণে।
স্পর্শ সুখ দূরে যাক না চাই নয়নে॥
কোটি কোটি দেব কন্যা এক ঠাঞি করি।
সীতা তুল্য তারা কেহ না হয় সুন্দরী॥

নেপলিয়ন বোনাপার্টি ফরাস দেশের রাজা ছিলেন, সেই সময়ে মাদাম ডাস্তাল নামে এক পরমা সুন্দরী ও সুপণ্ডিতা নারী তাঁহার রাজ্যে থাকিতেন। তিনি আপন সৌন্দর্য মদগর্বিতা হইয়া একদা রাজার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন —রাজন! আপন রাজ্যে পরমা সুন্দরী রমণী কে? রাজা উত্তর করিলেন আমার চক্ষে আমার প্রিয় পত্নীই পরমা সুন্দরী।

যেরূপ সাধ্বী স্ত্রী আপন স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষকে সুন্দর দেখেন না, সেইরূপ সৎ স্বামীও আপন স্ত্রী ব্যতিরেকে অন্য স্ত্রীকে সুন্দরী দেখেন না।

পদ্মাবতী। ধর্মশীল স্বামী হইলে স্ত্রী যেমন সুখী হয় এমন বস্ত্র অলঙ্কারে হয় না এটি সত্যি বটে কিন্তু স্বপত্নী গলগ্রহেও বড় অসুখ।

হরিহর। যিনি সৎ স্বামী তাঁহার এক স্ত্রী ব্যতিরেকে দুই স্ত্রীতে কখনই মতি হইতে পারে না। পুরুষের এক বই আর দুই মন নহে—মনের ভাগাভাগি হইলে ষোলআনা ভালবাসা হওন অসাধ্য। মিতাক্ষরার বচন অনুসারে দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ স্বেচ্ছাক্রমে হইতে পারে না। যদি প্রথম স্ত্রী সুরাপানে রত, ব্যধিত, ধূর্ত, বন্ধ্যা, অপ্রিয়বাদিনী অথবা কেবল কন্যা প্রসব করেন—এইরূপ কয়েক অবস্থাতেই তাঁহার অনুমতিক্রমে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণীয় হইতে পারে, কিন্তু অভিনব বল্লালীয় কুলধর্ম প্রাচীন স্মৃতিকে একেবারে জলাঞ্জলি দিয়াছে। সে যাহা হউক, মূল কথা যথার্থ পত্নীপ্রেমানুরাগির এক বই দুই পত্নী কখনই হইতে পারে না। যিনি বলেন যে দুই স্ত্রীকে তুল্য ভাল বাসেন তিনি অসম্ভব কথা সম্ভব করিতে অনর্থক চেষ্টা করেন।

পদ্মাবতী। তোমার কথাবার্তা শুনে আমার বড্ডো ভর্যা হল—এত দিনের পর জানলাম যে তুমি আর বিয়ে করবে না।

(১৬) গৃহকথা—স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব অবস্থা। ১৬ সংখ্যা।

পদ্মাবতী। পূর্বে স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা কিরূপ ছিল?

হরিহর। পুরাণ ও কাব্য পুস্তকাদি পাঠে বোধ হইতেছে যে স্ত্রীলোকেরা পূর্ব-কালে লেখা পড়া শিখিতেন। কুমারসম্ভব ও বিক্রমোর্বশী নাটকে প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে, স্ত্রীলোকেরা ভূর্জপত্রে পত্রাদি লিখিতেন। রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণকে যে

পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার বিশেষ বিবরণ শ্রীমদ্ভাগবতে আছে। ভাস্করাচার্যের কন্যা লীলাবতী পাটীগণিত ও বীজগণিত এই দুই গ্রন্থ লেখেন। শঙ্করাচার্যের সহিত মণ্ডনমিশ্রের তর্কবিতর্ক কালীন মণ্ডনমিশ্রের স্ত্রী লীলাবতী মধ্যস্থ হইয়াছিলেন। তৈলঙ্গ দেশীয় ভগবান নামে এক ব্রাহ্মণের চারি কন্যা ছিল। তাঁহারা বিবিধ বিষয়ে বিবিধ গ্রন্থ লিখিয়াছেন। কালিদাসের ও কর্ণাট রাজার পত্নী, যাজ্ঞবল্ক্যের স্ত্রী গার্গী, বাহ্বটের কন্যা, এবং অত্রিমুনির বনিতা, ইঁহারা সকলেই বিদ্যাবতী ছিলেন। অতএব স্ত্রীলোকেরা যে পূর্বকালে বিদ্যাশিক্ষা করিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ মহানির্বাণ তন্ত্রে বলেন,

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়া তু যত্নতঃ।

কন্যাকেও পুত্রবৎ পালন ও যত্নপূর্বক শিক্ষদান করা কর্তব্য।

এক্ষণে অল্প বয়সে বিবাহ দেওনের প্রথা হইয়াছে ইহাতে বড় অনিষ্ট হইতেছে। পূর্বে রাজকন্যাদিগের যৌবনাবস্থায় বিবাহ হইত ও স্বয়ম্বরার প্রথা থাকাতে তাঁহারা আপন স্বেচ্ছাক্রমে পতি বরণ করিতেন। পিতা মাতা অথবা অন্যান্য লোক দ্বারা রাজপুত্রদিগের আহ্বান করিলে বিবাহের দিবস ধাত্রী কন্যাকে লইয়া পরিচয় দিত, কন্যা সকল কথা কর্ণে শুনিয়া ও আপন চক্ষে দেখিয়া যাহার প্রতি মনঃ হইত তাঁহার গলায় বরমাল্য দিতেন। এইরূপে কুন্তী দময়ন্তী ইন্দুমতী ও ভানুমতী প্রভৃতির বিবাহ হইয়াছিল। ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে সময়ে২ এইরূপ পণ হইত যে বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ করিতে পারিবে সেই কন্যা পাইবে। শ্রীরাম ধনুক ভঙ্গ করিয়া সীতাকে পান। অর্জুন লক্ষ্যভেদ করিয়া দ্রৌপদীকে লাভ করেন। ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে আর এক প্রথা ছিল যে কন্যার যাহার প্রতি মনঃ হইত তাহাকেই বিবাহ করিতেন এবং সেই ব্যক্তি হরণ করিলে ঐ বিবাহ অসিদ্ধ হইত না। কাশী রাজার তিন কন্যাকে ভীষ্ম অন্যান্য রাজার সহিত সংগ্রাম করিয়া হরণ করিয়া লইয়া যান। জ্যেষ্ঠ কন্যা অম্বা হস্তিনায় যাইয়া বলিলেন আমি শল্ব রাজাকে মনে২ বরণ করিয়াছি অন্যকে বিবাহ করিতে পারি না; তৎক্ষণাৎ ভীষ্ম তাঁহাকে বিদায় করিয়া দেন। শিশুপালের সহিত রুক্মিণীর বিবাহ স্থির হইয়াছিল কিন্তু রুক্মিণীর মনঃ কৃষ্ণের প্রতি ছিল এই জন্য কৃষ্ণ তাঁহাকে হরণ করেন। বলরামের বাসনা ভদ্রাকে দুর্যোধনকে দিবেন, কৃষ্ণের ইচ্ছা তাঁহাকে অর্জুন বিবাহ করেন এবং ভদ্রারও মনঃ অর্জুনের প্রতি ছিল এজন্য অর্জুন তাঁহাকে হরণ করেন এবং হরণ কালীন অর্জুনকে যদুদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে হয়, ও ভদ্রা স্বয়ং সারথির কর্ম করেন।

ক্ষত্রিয়দিগের পক্ষে মনু বচন অনুসারে এই নিয়ম ছিল যে তাহারা মহাকুল প্রসূতা

মনোহারিণী স্বরূপা গুণবতী ভার্যাকে বিবাহ করিবে। এক্ষণে কুলীনেরা যেরূপ পণ গ্রহণ করেন পূর্বে এ প্রকার প্রথা নিন্দনীয় ও নিষিদ্ধ ছিল। মনুর ৯ অধ্যায়ে লেখেন শূদ্রেরাও কন্যা দানকালে পণ গ্রহণ করিবেক না।
মহানির্বাণ তন্ত্রে বলেন "দেয়া বরায় বিদুষে" অর্থাৎ সুপণ্ডিত পাত্রে কন্যা দান করিবেক। মনুসংহিতাতেও লেখেন যে উৎকৃষ্ট ও স্বরূপ বরকে কন্যা দান দিবেক ও অপাত্রে সম্প্রদান অপেক্ষা কন্যাকে চিরকাল গৃহে রাখা শ্রেয়ঃ।

স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা শিক্ষা ও বিবাহ বিষয়ে পূর্বে যেরূপ প্রথা ছিল তাহা সংক্ষেপে লিখিত হইল। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে পূর্বে স্ত্রীলোকেরা কি অন্তঃপুরে রুদ্ধ থাকিত? আর সকল লোকের কি এই সংস্কার ছিল যে স্ত্রীলোককে রুদ্ধ না রাখিলে তাহাদিগের ধর্ম রক্ষা হইতে পারে না? মনু ৯ অধ্যায়ে বলেন।

অরক্ষিতা গৃহে রুদ্ধাঃ পুরুষৈ রাপ্তকারিভিঃ।
আত্মন মাত্মনা যাস্ত রক্ষেযুস্তাঃ স্বরক্ষিতাঃ॥

স্ত্রীলোকেরা আপ্ত পুরুষদের কর্তৃক গৃহে রুদ্ধ হইলেও রক্ষিত নহে। যাহারা আপনা হইতে আপনাকে রক্ষা করে তাহারাই স্বরক্ষিত।
এবং ঐ অধ্যায়ের ৪৮ শ্লোক পাঠে বোধ হয় যে পূর্বে স্ত্রীলোকেরা নাট্যশালা প্রভৃতি স্থানে গমন করিত। অন্যান্য গ্রন্থ পাঠেও প্রতীয়মান হইতেছে যে স্ত্রীলোকেরা উৎসব অথবা অন্যান্য সময়ে অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আসিত ও বনে মৃগয়ায় এবং যুদ্ধে ও তীর্থে স্বামী সঙ্গে গমন করিত এবং কুটুম্ব ভিন্ন অপর২ ব্যক্তিও অন্তঃপুরে যাইতে পারিত। পূর্বে বলিয়াছি যে সাবিত্রী সখী সঙ্গে রথারূঢ়া হইয়া পিতার রাজ্যে ভ্রমণ করিতেন। সুভদ্রা হৃতা হইয়া আসিতে২ রথে অর্জুনকে পরিচয় দেন।

এই রথে সত্যভামা রুক্মিণীর সঙ্গে।
ভ্রমিতেন তিন পুর ইচ্ছামত রঙ্গে॥
স্নেহে মোরে সত্যভামা সঙ্গে করি লয়।
সারথি হইয়া আমি চালাইব হয়॥ আদিপর্ব।

যখন রাজকুলীয় নারীরা ঐ প্রকার ভ্রমণ করিতেন তখন এ প্রথা অবশ্যই চলিত ছিল। বিশেষ২ সময়ে প্রকাশ্য স্থানে রাণী রাজার নিকটে বসিতেন, আর রাজকুমার না থাকিলে কুমারীই রাজ্যাভিষিক্ত হইতেন। পরন্তু হিন্দুদিগের রাজত্ব সময়েই স্ত্রীলোকদের ঐ প্রকার অবস্থা ছিল। মুসলমানদিগের রাজ্যাবধি তাহাদের দৌরাত্ম্য জন্য এখানকার অঙ্গনারা অন্তঃপুরে রুদ্ধ হয়েন।

অপর পূর্বকালে স্ত্রীলোকদের বিলক্ষণ সম্মান ছিল। স্ত্রীলোকের সতীত্ব হরণ অথবা প্রাণ হরণ করিলে প্রাণ দণ্ড হইত আর যদি কেহ কোন কুমারীর কুমারীত্বের প্রতি দোষারোপ করিত তবে তাহারও দণ্ড হইত। শাস্ত্রে পরপত্নীকে "সুভগে ভগিনি" বলিয়া সম্বোধন করিবার বিধি আছে কিন্তু মাতৃ সম্বোধনের প্রথাই সাধারণ রূপে প্রচলিত ছিল, কারণ তাহা অদ্যাপিও চলিত আছে এবং অভ্যর্থনা ও শিষ্টাচারে স্ত্রীলোকের মান্যতার ত্রুটি কোন অংশে ছিল না ; আর স্ত্রীলোকের রক্ষার্থ প্রাণি বধ অথবা প্রাণ দান করণ প্রশংসনীয় জ্ঞান হইত। ঐ প্রথা ইংরাজদিগের ব্যবহারের সদৃশ। তাঁহারা রমণীগণকে এমন সমাদর করেন যে আবশ্যক মতে আপন প্রাণ দিতে প্রস্তুত হয়েন ও যে ব্যক্তি এরূপ ব্যবহার না করে সে ভদ্র সমাজে হেয় বলিয়া গণ্য হয়।

যে দেশে স্ত্রীলোক মান্য সে দেশে সভ্যতার উন্নতি হয়। যে দেশে স্ত্রীলোক অমান্য ও দাসীর ন্যায় গণ্য সে দেশের লোকের সভ্যতা ও ধর্মবৃদ্ধি হইতে পারে না। স্ত্রীলোক সুশিক্ষিত ও সম্মানিত হইলে পুরুষের চিত্তোৎকর্ষক স্বরূপ হয়—এমত স্ত্রীলোকের নিকট প্রশংসা প্রাপ্তি জন্য পুরুষ সর্বদা যত্নবান ও মন্দ কর্ম করণে সর্বদা ভীত হন। তাঁহার মনে এই ভয় হয় যে এ কর্ম করিলে পরিবারের নিকট কেমন করিয়া মুখ দেখাইব এবং এই রূপ মনের ভাব সর্বদা হওয়াতে সচ্চরিত্র হওনের অভ্যাস হইয়া পড়ে। সুশিক্ষিতা স্ত্রী পুরুষের এক প্রকার শাস্তা ও উপদেষ্টা এজন্য স্ত্রীশিক্ষা না হইলে পুরুষের শিক্ষা প্রকৃত রূপে হইতে পারে না। যে গৃহে সুশিক্ষিতা ও ধর্মপরায়ণা নারী থাকে সে গৃহে সন্তান সন্ততি কি মন্দ চিন্তা কি মন্দ কথা কি মন্দ কর্ম কখনই শিখিতে পারে না।

(১৭) জাপানদেশের স্ত্রীলোক।

জাপানদেশ চীনদেশের নিকটবর্তী। ঐ দেশের লোকেরা পুত্র ও কন্যাকে সমানরূপে শিক্ষা দেয়। যে পাঠশালায় তাহারা প্রথমে প্রেরিত হয় তথায় লিখন পঠন এবং স্বদেশের পুরাবৃত্ত শিক্ষা করে। যাহারা মজুরি করিয়া দিনপাত করে তাহাদিগের কন্যারাও ঐরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। যে সকল লোকের অবস্থা ভাল অথবা যাহারা ভদ্র লোক বলিয়া গণ্য, তাহাদিগের দুহিতারা প্রথমে উক্ত প্রকার শিক্ষা পাইয়া অন্যান্য বিদ্যালয়ে গমন করে ও সেখানে নীতি, শিষ্টাচার, এবং ব্যক্তি বিশেষে বিশেষ২ ভদ্র ব্যবহার, জ্যোতিষ, শিল্পবিদ্যা, গৃহকর্ম নির্বাহক বিদ্যা এবং গৃহিণী ও মাতার প্রয়োজনীয় কর্ম সকল শিক্ষা করিয়া থাকে।

শিক্ষকেরা বালকদিগকে নীতি ও ধর্ম বিষয়ে যত্নপূর্বক উপদেশ প্রদান করেন

এজন্য স্ত্রীলোকদিগের ভদ্র স্বভাব ও ভদ্র ব্যবহার হয়, যদিও তাহারা ইংরাজদিগের বিবিদের ন্যায় অন্তঃপুরে রুদ্ধ থাকে না, নাট্যশালা প্রভৃতি স্থানে গমন করে, তথাপি ধর্মজ্ঞান প্রভাবে তাহাদিগের মধ্যে ভ্রষ্টা প্রায় নাই। জাপানদেশের লোক-দিগের স্ত্রীলোকের প্রতি এত বিশ্বাস যে কাহার স্ত্রীর অসতীত্ব প্রকাশ হইলে তাহারা আশ্চর্য হয়। ধর্মের মূল পরমেশ্বরের প্রতি দৃঢ়তর বিশ্বাস—ঐ মূল ভাল রূপ হইলে কোন উৎপাতেই ব্যাঘাত হয় না। জাপানদেশের লোকেরা পৌত্তলিক বটে কিন্তু সকলেই ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগী। যৎকালীন জাপানদেশের লোকেরা বন্ধু বান্ধব লইয়া পরিবার সহিত সদালাপ করে তখন স্ত্রীলোকদিগের শিল্প গঠন সকল বড় আমোদজনক হয়। সুন্দর২ বাক্স, নানা প্রকার ফল, বিচিত্র পাখা, এবং পক্ষী ও জন্তুর চিত্র, পাকেট বহি, ছোট২ বেটুয়া, চুল বাঁধিবার দড়ি ইত্যাদি দ্রব্যের দোষ গুণ আলোচনায় নারীদিগের শিল্পবিদ্যানুশীলনে উৎসাহ প্রদত্ত হয়। জাপানদেশের স্ত্রীলোকেরা যেমন গুণবতী তেমনি সুন্দরী কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে স্বামী স্বেচ্ছাক্রমে অন্যান্য স্ত্রীলোককে স্ত্রীবৎ ভাবে প্রধানা স্ত্রীর নিকট রাখিতে পারেন এবং স্ত্রীর এমন সাধ্য নাই যে আপন ভর্তাকে বিষয়াশয়ের কথা কিছু জিজ্ঞাসা করেন। স্ত্রীলোকেরা স্বামীর সঙ্গের সঙ্গী, দুঃখের দুঃখী এবং সুখের সুখী অতএব যে২ বিষয়ে পরামর্শ দিতে সক্ষম, সেই২ বিষয়ে পরামর্শ কেন না দিবেন? এ বিষয়ে জাপানদেশের লোকদিগের সভ্যতা সম্পূর্ণ হয় নাই।

যাহাহউক জাপানদেশের স্ত্রীলোকের মধ্যে অনেকে উত্তম২ ইতিহাস, নীতিশাস্ত্র ও কাব্য গ্রন্থ লিখিয়াছেন, ফলতঃ তাঁহারা সকলেই বিদ্যার আলোচনা করিয়া থাকেন।

জাপানদেশের একজন স্ত্রীলোক সতীত্ব বিনষ্টহইলে কি করিয়াছিল তাহার বিবরণ নিম্নে লিখিত হইতেছে।

এক জন ভদ্র ব্যক্তি বিদেশে গমন করিলে কোন এক সম্ভ্রান্ত পরাক্রমশীল ব্যক্তি তাঁহার পত্নীকে নষ্ট করিবার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করে কিন্তু কৃতকার্য হইতে না পারাতে অবশেষে ছলক্রমে ইষ্ট সিদ্ধি করে। সেই স্ত্রীর ভর্তা প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহার মুখ ম্লান দেখিয়া বলিলেন—প্রিয়ে! তোমার বদনের ভাবে প্রকাশ পাই-তেছে তুমি বড় অসুখী আছ—ইহার কারণ কি? পত্নী উত্তর করিলেন—নাথ! অদ্য ক্ষান্ত হও, কল্য যৎকালীন কুটুম্ব ও দেশের প্রধান২ লোককে নিমন্ত্রণ করিবে তৎকালে আত্ম মনঃ পীড়ার কথা ব্যক্ত করিব। পরদিন নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা উপস্থিত হইলে ছাতের উপর ভোজ হইল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে ঐ দুরা-চার সম্ভ্রান্ত পরাক্রমশীল ব্যক্তিও উপস্থিত ছিল। আহার সমাপ্ত হইলে সেই

অবলা উত্থান পূর্বক বলিলেন—নাথ! এই স্থানের এক মহাপাপী দুরাত্মা ছল ও প্রতারণা করিয়া আমার ধর্ম নষ্ট করিয়াছে, পরমেশ্বর তাহার দণ্ড করিবেন—আমার দেহ অপবিত্র—আমি তোমার সহবাসের যোগ্য নহি—আমার জীবনে আর সুখ নাই—মন অহরহ জলন্ত অগ্নির তাপে তাপিত হইতেছে—নিধন না হইলে নিষ্কৃতি হইবে না—এক্ষণে আমাকে সংহার কর। স্বামী ও অন্যান্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা বলিল—ভদ্রে! একটু সুস্থির হও—তোমার দেহ অপবিত্র হইয়াছে বটে কিন্তু মন অপবিত্র হয় নাই—যে ব্যক্তি এ দুষ্কর্ম করিয়াছে তাহারই প্রাণদণ্ড করা কর্তব্য। পত্নী সকলকে নমস্কার করিয়া স্বামীর গলা ধরিয়া রোদন করিতে লাগিলেন, স্বামীও তাঁহার গলায় হাত দিয়া তাঁহাকে সুস্থির করিতে চেষ্টা করিলেন। পত্নী সস্নেহে আপন ভর্তার মুখচুম্বন করণান্তর দৌড়িয়া গিয়া ছাতের আলসিয়ার উপর হইতে পতিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন। এই গোলযোগে ঐ দুরাত্মা সন্তাপিত হইয়া নীচে আসিয়া আপনি আপন প্রাণ বিনাশ করিল।

(১৮) সৎস্ত্রীকে স্বামী কখন ভুলিতে পারে না।

আমার পিতা সওদাগরি কর্ম করিতেন। এজন্য তাঁহাকে অনেক স্থানে ভ্রমণ করিতে হইত, তাঁহার সঙ্গে সর্বদা থাকিয়া২ দৌড় ধাপ আমাকে বড় ভাল লাগিত। ঘরে বসিয়া কেবল গুড়ুক টানা ও ফাল্‌ত গাল গল্প করায় দেকসেক বোধ হইত। পিতার লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে আমি নানা দেশ ভ্রমণ করিতে লাগিলাম—নানা দেশ ভ্রমণ করাতে নানা প্রকার নূতন২ বস্তু দেখিতে পাইলাম নানা প্রকার নূতন২ বস্তু দেখিতে২ নানা প্রকার বিষয়ে বিবেচনা হইতে লাগিল। এই প্রকারে অনেক স্থান পর্যটন করিয়া বারাণসীতে উপস্থিত হইলাম। তথায় কিছুদিন অবস্থিতি করিতে হইয়াছিল, তাহাতে কালভৈরবের গলিস্থ এক বাটীতে থাকিয়া প্রতিদিন বৈকালে চৌষট্টিযোগিনীর ঘাটের নিকট বেড়িয়া বেড়াইতাম ঐ ঘাটের উপরে একজন পরমহংস শাস্ত্র পাঠ করিতেন, অন্য এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট বসিয়া নিস্তব্ধ হইয়া শুনিতেন। দিবা অবসান হইলে পরমহংস সায়ংসন্ধ্যার উদ্‌যোগ করিলে ঐ শ্রোতা তাহাকে প্রণাম করিয়া আধোমুখে ভাবিতে২ বাটী যাইতেন ও পথিমধ্যে এক২ বার দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেন। ঐ ব্যক্তিকে কয়েক দিবস ঐরূপ দেখিয়া তাহার সহিত আলাপ করিতে আমার বড় ইচ্ছা হইল, অতএব তদবধি এক২ দিন তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইতাম কিন্তু তিনি আমাকে দেখিয়াও দেখিতেন না—পাশ দিয়া চলিয়া যাইতেন। এক দিবস তাঁহার পশ্চাৎ২ গমন করিয়া বরাবর তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইলাম।

তিনি আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞেসা করিলেন—আপনি কে ? আমি আপন পরিচয় দিয়া বলিলাম আপনকার সহিত আলাপ করিতে আমার বড় ইচ্ছা হইয়াছে এনিমিত্ত এপর্যন্ত আসিলাম। তিনি আমার হাত ধরিয়া বসাইয়া যথেষ্ট সমাদর করিলেন। তাহার পরে নানা বিষয় সংক্রান্ত কথাবার্তা হইল, তাঁহার কথায় আমার বোধ হইতে লাগিল যে আমার সহিত আলাপে তাঁহার তুষ্টি জন্মিতেছে। এই অবকাশে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম মহাশয়ের পূর্ব বৃত্তান্ত কি ? আপনি সর্বদা অন্যমনা থাকেন কেন ? আমি এই প্রশ্ন করিবামাত্রে তিনি নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আপন বস্ত্র দিয়া নয়নের জল মুছিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া আমি কুণ্ঠিত হইলাম। কিছু কাল পরে তিনি একটু সামালিয়া বলিলেন—মহাশয় ! পরিচয় কি দেব ? আমার নাম কৃষ্ণকিশোর দেব—আমি অতি দুর্ভাগ্য—বোধ করি আমার মত দুরদৃষ্ট নর সংসারে দ্বিতীয় নাই। আমার আদি বাসস্থান কৃষ্ণনগর। বিশ বৎসর বয়সের সময় পিতা মাতার কাল হয়—বিষয় আশয় অনেক ছিল কিন্তু আমার অপ্রবীণতা প্রযুক্ত ক্রমে২ নষ্ট হইতে আরম্ভ হয়, টাকা হাতে পাইয়া আমি মত্ত প্রায় হইয়াছিলাম। আমার পিতা বহু পরিশ্রমে বিষয় আশয় করিয়াছিলেন। তিনি সাংসারিক বিষয় সকল ভাল বুঝিতেন ও সর্ব বিষয় বহুদর্শী ছিলেন। আমার বিবাহের সম্বন্ধ অনেক ভারি২ জায়গা থাকিয়া আসিয়াছিল কিন্তু তিনি অনেক বিবেচনা করিয়া একজন মধ্যবর্তী ভদ্র লোকের কন্যার সহিত আমার বিবাহ দেন। আমার শ্বশুরের যেমন সঙ্গতি, তেমনি বরাভরণ দানসামগ্রী ও সামাজিক দিয়াছিলেন। আমার মাতা তাহাতে বিরক্ত হইয়া পিতাকে অনুযোগ করেন। পিতা উত্তর করেন—পাওনা থোওনায় বড় আইসে যায় না—ভদ্র ঘরের মেয়ে আনাই আসল কথা—অনেক অনুসন্ধান করিয়া মেয়ে আনিয়াছি—যদি কিছু কাল বেঁচে থাক তবে এ কর্মটি কেমন হইল তাহা দেখিবে। বলতে কি—পিতার কথা প্রথমে আমার বড় ভাল লাগে নাই, কিন্তু সেটি ছেলেবুদ্ধি—ছেলেকালের ধর্ম এই যে সকল কর্মই ধুমধামে হইবে—যদি বিবাহ হয় তো খুব বড় মানুষের ঘরে হবে—শ্বশুর শাশুড়ী খুব দেবে থোবে—তত্ত্ব তাবাস— ঘন২ আসিবে ও জামাই লয়ে সর্বদা সাদ আহ্লাদ করিবে। পরন্তু কিছুকাল পরে আপন স্ত্রীর কথা বার্তা শুনিয়া ও রীতি ব্যবহার দেখিয়া মনে২ পিতাকে অনেক প্রশংসা করিতে লাগিলাম। পিতা মাতার লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে স্ত্রী বাটীর গৃহিণী হইয়া গৃহকর্ম সকল এমত সুচারু রূপে করিতে লাগিলেন যে বর্ণনা করিতে পারি না। বসতবাটী সর্বদা পরিষ্কার রাখিত—বিছানা ও বস্ত্রাদি কখন অপরিষ্কার হইত না—দ্রব্যাদি যথাযোগ্য স্থানে শৃঙ্খলাপূর্বক থাকিত গোলমাল কোন প্রকারেই হইত না।

ভাণ্ডারের চাবি আপনি রাখিতেন—যখন যে দ্রব্যের প্রয়োজন হইত আপনি বাহির করিয়া দিতেন, দ্রব্যাদি যাহা খরিদ হইত তাহা ভালই হইত, অথচ দর বেহিসাবি হইত না ও জিনিসপত্র অকারণে নষ্ট কিম্বা তছরূপাৎ কোন প্রকারে হইত না অথচ পরিবারের ও চাকর দাসীদিগেরও পরিতোষ রূপ ভোজন হইত। রান্না বান্না আপন হস্তে করিতেন, পচা মাছ, পচা তরকারি, কিম্বা অন্য কোন দুর্গন্ধ দ্রব্য বাটীর ভিতর আনিতে দিতেন না। সকল হিসাব কিতাব স্বহস্তে করিতেন, গোরুর ও ঘোড়ার খোরাক প্রতি দিন আপন চক্ষে দেখিয়া দিতেন। আমার পিতা যে২ বিষয় আশয় রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহার সবিশেষ সকলই জানিতেন, আমি যে ঐ বিষয় আশয় পাইয়া বাবু হইয়া উঠিয়াছি তাহা দেখিয়া ভঙ্গিক্রমে শান্ত ভাবে মধ্যে২ আমাকে দুই এক কথা এমত করিয়া কহিলেন যে তাহা শুনিয়া আমার সাময়িক চট্‌কা হইত।

কালক্রমে আমার দুই পুত্র ও এক কন্যা জন্মিল। সন্তানদিগের যে প্রকার লালন পালন ও শিক্ষা হইতে লাগিল তাহা কি বলিব? আমার স্ত্রী প্রতি দিন প্রত্যূষে দুই এক জন লোক দিয়া ছাওয়ালদিগকে নদীতীরে পাঠাইয়া দিতেন। ছেলেরা হাওয়া খাইয়া ও খেলা করিয়া আসিয়া ঘরের গাইর দুধ ও রুটি খাইত। তিনি তিনটী ছেলেকে সর্বদা আপনার নিকট রাখিতেন, চাকর দাসীর সঙ্গে বড় সহ-বাস করিতে দিতেন না, কারণ চাকর দাসীতে ছেলে পুলেকে ভয় দেখাইয়া অথবা কুকথা শিখাইয়া প্রায় নষ্ট করে। আপনার ভোজনের পর ছেলেদের লইয়া মিষ্ট বাক্যে স্নেহ ও কৌশলের দ্বারা নানা প্রকারে সৎ উপদেশ দিতেন, শিশুরাও জননীর এইরূপ শিক্ষাতে কাহাকে মন্দ বলে তাহার নামও জানিত না। তাহারা খেলা ধূলা করিত ও গুরুমহাশয়ের কাছে লেখা পড়া শিখিত কিন্তু খেলা ধূলা ও লেখা পড়া অপেক্ষা মায়ের কাছে থাকিতে অধিক ভাল বাসিত। মায়ের সৎ উপদেশে কখনই পরস্পর গালাগালি অথবা কলহ করিত না—পর-স্পর এমনি ভাল বাসিত যে একটী কোন ভাল মন্দ জিনিস পাইলে আর দুটীকে না দিয়া খাইত না ও একটীর কোন অসুখ হইলে আর দুটী আনা গোনা করিয়া এবং ভাবিয়া ও সেবা করিয়া সারা হইত। তাহাদিগের মধ্যে কেহই এমত বলিত না যে অমুক জিনিসটী কিম্বা খেলেনাটী কেবল আমাকে দাও। এক জন কোন বিষয়ে বঞ্চিত হইলে আর দুই জন বড় অসুখী হইত। ছেলে বয়স পর্যন্ত এইরূপ অভ্যাস হইলে ক্রমে পরোপকারক স্বভাব হয় কিন্তু এই প্রকারে নীতি দেওয়া সৎ মাতা ব্যতীত অন্য কাহা হইতেও হয় না।

অপর আমার স্ত্রী দাস দাসী যাহাতে ভাল থাকে সর্বদাই এমত চেষ্টা করিতেন,

তাহাদিগের ব্যামোহ হইলে কাছে বসিয়া ঔষধ পথ্য দিতেন ও পাড়ার গরিব দুঃখি লোকদের সতত তত্ত্ব লইতেন। তিনি কখনই কাহার সহিত উচ্চ কথা কহিতেন না, যদ্যপি কেহ অকারণে বিবাদ করিতে আসিত তাহাতে কিছু উত্তর করিতেন না। কিছুকাল পরে ভাল কথার দ্বারা তাহাকে শান্ত করিতেন। তিনি সর্বদা নম্রভাবে চলিতেন—অহঙ্কার কাহাকে বলে তাহা জানিতেন না।

আমার কিছু বিষয় থাকাতে কড়ির গন্ধে অনেক পারিষদ জুটিয়াছিল, তাহাদের কুহকে পড়িয়া আমার পেয় দোষ উপস্থিত হইল। সরাবে যে প্রকার মত্ততা ও দোষ জন্মে তাহা আমার সম্পূর্ণ হইল। আমি বিষয় আশয় ও পরিবারকে একেবারে জলাঞ্জলি দিয়া ইন্দ্রিয় সুখে উন্মত্ত হইলাম। এই বিপদ দেখিয়া আমার স্ত্রী প্রতি-দিন সন্ধ্যার প্রাক্‌কালীন আমাকে ডাকাইয়া আহার করাইতেন, তৎপরে সেবা করিতে২ বাক্য কৌশলে একটী২ নীতি বিষয়ক মনোরম্য গল্প কহিতেন। তিনি জানিতেন ভাল গল্প শুনিতে আমি বড় ভাল বাসিতাম। এক২ দিন গল্প শুনিতে২ অনেক রাত হইত তাহাতে পারিষদেরা আমাকে না দেখিতে পাইয়া বাটী ফিরিয়া যাইত। কিছু কাল এইরূপ করিতে২ মদ্য পান ইত্যাদির উপর একেবারে আমার ইচ্ছা ঘুচিয়া গেল। তখন আমার চৈতন্য হইলে ভাবিতে লাগিলাম কি কুকর্ম করিয়াছিলাম! আমি স্ত্রীকে কত কুকথা বলিয়াছি কিন্তু তিনি তাহা কিছু ধর্তব্য না করিয়া আমাকে কি দায় থেকে মুক্ত করিলেন!

অবকাশ পাইলেই আমার ভার্যা শিল্প কর্ম করিতেন এবং কন্যাকেও শিখাইতেন। এক দিবস জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি সূঁচ সূতা লইয়া এত ক্লেশ কেন কর?—এসব জিনিস দরকার হইলে কি বাজারে মেলে না? তিনি আমাকে বিরক্ত দেখিয়া সূঁচ সূতা রাখিয়া বলিলেন শিল্প কর্ম শিখাতে অনেক উপকার আছে। ইহাতে মনঃ সুস্থির থাকে ও ঠাণ্ডা মেজাজ হয় আর দুরবস্থায় পড়িলে কর্মে লাগে।

কিছু কাল পরে পত্নী এক দিবস বলিলেন—দেখ ছেলে দুটীর লেখা পড়া এক রকম হইতেছে কিন্তু মেয়েটির একটী ভাল শিক্ষক হইলে উত্তম হয়। আমি তাহাকে কিছু২ শিখাইয়াছি কিন্তু শিখিবার অনেক বাকি আছে। এই কথা শুনিয়া আমি পরিহাস করিয়া বলিলাম মেয়ের শিক্ষা দিবার জন্য টাকা নষ্ট করার তাৎপর্য কি? আজ আছে কাল পরের ঘরে যাবে, কড়ি খরচ করিয়া মেয়েকে শিখাইলে কি লাভ হইবে? আমার এই কথাতে পত্নী ঘাড় হেঁট করিয়া থাকিলেন। তাঁহাকে ঐ রূপ দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—তুমি কি বিরক্ত হইলে? তিনি উত্তর করিলেন—না বিরক্ত হই নাই—স্বামীর উপরে কি কখন

স্ত্রী বিরক্ত হইতে পারে ? কিন্তু এবিষয়টি তোমাকে কি প্রকারে বুঝাইব তাহাই ভাবিতেছি। আমার একটী কথা শুন দেখি। বাপ মার কর্মই এই যে ছেলে মেয়ে উভয়কেই সৎ উপদেশ দিবে। যদি কন্যার উপদেশ না হয় তবে তিনি সংসারে কোন্ কর্মের যোগ্য হইতে পারেন ? না গৃহকর্ম ভাল করিয়া জানিতে পারেন—না সন্তানাদির লালন পালন করিতে পারেন—না স্বামী ও পরিবারস্থ অন্যান্যকে সুখী করিতে শক্ত হয়েন—না তাঁহার ধর্মের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস হয় ? এই বিষয়ে আমার বোধ শোধ পূর্বে তোমার মত ছিল কিন্তু আমার উপদেশ জন্য বাবা ব্যয় করিতে কসুর করেন নাই। আমার ভাগ্য ক্রমে এক জন ইংরাজি বিবি আমাকে পড়াইতে আসিতেন—সেই বিবির যেমন শান্ত স্বভাব ও ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি এমন কোন মেয়েমানুষের অদ্যাপি আমি দেখি নাই, তাঁহার সহিত সহবাসে আমার অনেক উপকার হইয়াছে, এই জন্যে মেয়েটির শিখিবার কথা বলিতেছি, বাপ মাকে ছেলে পুলের বিবাহ দিতে হয় বটে কিন্তু বিবাহ দেওয়া অপেক্ষা সৎ করা অধিক আবশ্যক কর্ম।

স্ত্রীর এই সকল কথা আমার উপদেশ স্বরূপ বোধ হইল, তৎক্ষণাৎ কন্যার শিক্ষার উপায় করিলাম।

আমি পত্নীকে যত দেখিতাম ততই তাঁহার প্রতি আমার প্রেম বাড়িত। তিনি প্রতি দিন প্রাতে বিছানা হইতে উঠিতেন, সূর্য উদয় হইলে আমি উঠিতাম। দৈবাৎ এক দিবস প্রাতে উঠিয়া বাহিরে যাই সেই সময়ে তিনি অন্তরে বসিয়াছিলেন। আমার সন্দেহ হইল তাঁহার কোন পীড়া হইয়াছে। আস্তে২ নিকটে আসিয়া দেখিলাম স্থির চিত্তে দুই নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধ্যান করিতেছেন। পরমেশ্বরের প্রেমে তাঁহার মন এমনি আর্দ্র হইয়াছে যে মধ্যে২ দুই চক্ষু দিয়া প্রেমাশ্রু বহিতেছে, পত্নীর এইরূপ ভক্তি দেখিয়া আপনার প্রতি ঘৃণা জন্মিল, এবং এই ধিক্কার হইতে লাগিল আমি অতি পাষণ্ড, ঈশ্বরের উপাসনা কখনই করি না এই জন্য আমার চিত্ত এত অপবিত্র ও অধর্মে অহরহ প্রবৃত্ত হয়।

পূর্বেই বলিয়াছি আমার বিষয় আশয়ের রক্ষণাবেক্ষণ বড় ভাল হইত না, অতএব ক্রমে২ আমাকে জড়িয়ে পড়িতে হইল। অর্থের হ্রাস দেখিয়া পাওনা ওয়ালা সকলে চাগিয়া উঠিয়া আমার নামে আদালতে এক তর্ফা ডিগ্রি করিতে লাগিল। আমি যৎকালে বাবু হইয়া উঠিয়াছিলাম তৎকালেই জমী জেরাৎ বন্ধক পড়ে, ভদ্রাসন বাটীও ডিগ্রির মধ্যে লেখা ছিল। এই সকল বিষয় দখল লইবার হুকুম হইলে উকিলেরা আমাকে পরামর্শ দিল যে ভদ্রাসন বাড়ী খানা তোমার স্ত্রীর নামে পূর্ব তারিখের বন্ধকি খত বানাইয়া রাখিলে রক্ষা হইতে পারে। এই

কথা শ্রবণ করিয়া আমি ভার্যার সহিত পরামর্শ করিতে গেলাম। আমার স্ত্রী এই সকল কথা শুনিয়া ধীরতাপূর্বক বলিলেন এত দিনের পর ঘোর বিপদে পড়িতে হইল—বোধ করি অন্ন বস্ত্রের জন্যে লালায়িত হইতে হইবে। পরমেশ্বরের যা ইচ্ছা, তাই হবে, কিন্তু আমার নামে মিথ্যা বন্ধকি খত করিও না, এমত জুয়াচুরি করা কখনই উচিত হয় না। হাতে দুগাছা পিতলের বালা পরিয়া থাকব, আমার যে কিছু অলঙ্কার পত্র আছে বিক্রয় করিয়া তোমার ও সন্তানদিগের ভরণ পোষণ করিব—তাহা গেলে পর তোমার ও সন্তানদিগের জন্য দাসীবৃত্তি করিতে হয় তাহাও করিব কিন্তু অধর্ম পথে যাওয়া হইবে না। স্ত্রীর এই কথা শুনিয়া আমি চমৎকৃত হইয়া থাকিলাম। কিছু দিন পরে পাওনা ওয়ালারা সকল বিষয় আশয় দখল করিয়া লইয়া ভদ্রাসন বাটী হইতে আমাদিগের হাত ধরিয়া বাহির করিয়া দিল। স্ত্রী ও সন্তানদিগকে লইয়া একখানি কুঁড়েঘর ভাড়া করিয়া থাকিলাম। দুরবস্থায় পড়িয়া অতিশয় কাতর হইলাম কিন্তু এরূপ অবস্থা হও-য়াতে অনেক উপদেশ পাইলাম। আত্মীয় কুটুম্ব কেহ একবার তত্ত্বও করিল না, যে সকল লোক আমার চাকর ছিল তাহারাও নিকটে আইল না। আমি কর্ম-কাজ করিতে শিখি নাই ও কর্মকাজ করিয়া দেয় এমন কেহ মুরব্বিও ছিল না। রাতদিন স্ত্রী পুত্রের নিকট বসিয়া থাকিতাম এবং কেবল তাঁহারদিগের মুখ দেখিয়া দুঃখ দূর করিতাম, কাহারো সহিত দেখা করিতে ইচ্ছা হইত না। স্ত্রী আপন অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া শিল্প কর্মের দ্বারা কিছু দিন ভরণ পোষণ করিলেন, মেয়ে মানুষের শিল্প কর্ম শিখিবার উপকার আমার তখন বোধগম্য হইল। অবশেষে পত্নীর সহিত পরামর্শ করিয়া এই স্থির করিলাম স্বদেশ ত্যাগ করিয়া কানপুর অথবা মিরাটে গিয়া এক খানি ছোট খাট দোকান করিলে জীবিকা নির্বাহ হইতে পারিবে। এই অভিপ্রায়ে নৌকা ভাড়া করিয়া পরিবার সকলকে লইয়া রাহি হইলাম। রাজমহল বরাবর পৌঁহুছিলে একটা ঘোরতর ঝড় উঠিল—নিমেষ মধ্যে নৌকা টলমল করিয়া উল্‌টিয়া গেল—নৌকার তক্তা ভিন্ন ভিন্ন হইতে লাগিল। স্বচক্ষে দেখিলাম আমার দুইটী সন্তান চীৎকার করিতে২ ডুবিয়া পড়িল। আমার স্ত্রী কোলের ছেলেটি লইয়া কিয়ৎকাল আঁকু পাঁকু করিয়াছিলেন কিন্তু জলের তোড় এমনি হইতে লাগিল যে তিনিও শীঘ্র দৃষ্টির অগোচর হইলেন —আমি না মরিয়া ভাসিতে২ কিনারায় উত্তীর্ণ হইলাম। মনে হইল যদ্যপি পরমেশ্বর আমাকে কাণা করিতেন তবে চক্ষু দিয়া এসকল দেখিতে হইত না— সমস্ত রাত্রি রোদন করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইয়াছিল—যে পরমহংসের নিকট প্রতিদিন বৈকালে যাই তিনি আমাকে নিবৃত্ত করাইয়া এই ধামে সঙ্গে

করিয়া আনিয়া নানা প্রকারে সান্ত্বনা করিতেছেন। আমার দুর্বল চিত্ত—সর্বদাই প্রাণ কেঁদে উঠিতেছে—সন্তানেরা বা কোথায় গেল? আর আমার সেই প্রাণেশ্বরীই বা কোথায় গেলেন? * * *

(১৯) ধর্ম ও অধর্মের পথ—স্বপ্ন।

আমি টোলে অধ্যয়ন করি। পাঠ অভ্যাস নিমিত্ত রাত্রি জাগরণ করিতে হয়। দৈবাৎ এক দিন রাত্রে শ্রান্তি বোধ হওয়াতে মাথায় পুস্তক দিয়া আলস্য দূর করিতে২ নিদ্রিত হইলাম। ক্ষণৈক কাল পরে স্বপ্ন দেখিতেছি—যেন ভ্রমণ করিতে২ এক দেশে উপস্থিত হইলাম—স্থানে২ নদ নদী গিরি গুহা হাট মাঠ পশু পক্ষী ও নানা জাতীয় মনুষ্য। গমন করিতে২ অন্বেষণ নামক পর্বতের উপর উঠিয়া দেখিলাম দুই দিকে দুই পথ—সেই দুই পথে দুইটী কন্যা দাঁড়াইয়া আছেন। জিজ্ঞাসা করিলাম আপনারা কে? উত্তর দিক্‌স্থ কন্যা বলিলেন আমার নাম ধর্ম ও দক্ষিণ দিক্‌স্থ কন্যা কহিলেন আমার নাম অধর্ম। আমি কিঞ্চিৎ কাল তাহাদিগকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলাম। ধর্ম নামিকা কন্যা শ্বেতবসনা—শান্তবদনা—মৃদুহাসিনী—স্নেহভাষিণী ও কৃপাবলোকিনী। অধর্ম রক্তবস্ত্রা—নানালঙ্কারে ভূষিতা—সুগন্ধি চন্দনে চর্চিতা ও হাব ভাব কটাক্ষে সম্পূর্ণা। ধর্ম আমাকে বলিলেন বাছা তুমি যে দেশে আসিয়াছ ইহার নাম সংসার—এইদেশের এই দুইটী পথ ব্যতীত অন্য পথ নাই। যে পথ আমি দেখাইতেছি যদি এই পথে আইস তাহা হইলে তোমার ইহকাল ও পরকাল উভয় কালেরই মঙ্গল। কিন্তু আমার পথগামী হইলে অনেক পরিশ্রম ও কঠিন২ নিয়ম পালন করিতে হইবে। এই সকল করিতে কিঞ্চিৎ ক্লেশ হইবে বটে কিন্তু তাহাতে প্রকৃত সুখ প্রাপ্ত হইবে। কোন২ সময়ে ঐ ক্লেশ অসহ্য হইলেও হইতে পারে ও সাংসারিক অনেক উৎপাতও ঘটিতে পারে—অর্থ নাশও হইতে পারে, মানের খর্বতাও হইতে পারে—স্ত্রী পুত্র বন্ধু বিয়োগ জন্য শোকও ঘটিতে পারে কিন্তু উক্ত প্রকার উৎপাতে পতিত হইলেও আমাকে স্মরণ করিয়া সুস্থির হইয়া থাকিও। এই রূপ করিলে তোমার চিত্ত ক্রমশঃ নির্মল ও দৃঢ়তর হইবে, চিত্তের মালিন্য বিগত হইলেই পরম গতি প্রাপ্ত হইবে।

এই সকল কথা আমার মনে ভাল লাগাতে আমি ধর্মের পথে গমন করিতে উদ্যত হইলাম। এমন সময়ে অধর্ম হাস্য করিতে২ বলিলেন—অরে ব্রাহ্মণ পুত্র! বুঝে শুঝে যাও। ধর্মের পথে গেলে কষ্টে প্রাণ যাবে—আমার পথটা একবার চেয়ে দেখ—বসন্ত চির দিন বিরাজমান—মলয় পবন মন্দ২ বহিতেছে—তরু সকলের

সদাই নব২ পল্লব—সুবর্ণবর্ণ পক্ষির সুমধুর কলরব—স্থানে২ অমৃত কুণ্ড—মনোহর সরোবর—নর্তকীগণ নাচিতেছে—কিন্নরসকল গান করিতেছে—দিবা রাত্রি উল্লাস ও আমোদ প্রমোদের ধ্বনি হইতেছে। আমার পথে শ্রম নাই, কষ্ট নাই, কঠোর নাই, ভাবনা নাই,—লোকে কেবল চক্ষু মুদিত করিয়া সদানন্দে সদাই সুধামৃত পান করিতেছে—এ পথে আশু সুখ পাওয়া যায়।

অধর্মের প্ররোচনায় আমার মনঃ ফিরিয়া গেল, ধর্মের পথ ছাড়িয়া অধর্মের পথে গমন করিতে যাই এমন সময় এক জন জীর্ণ শীর্ণ প্রাচীন ব্যক্তি আমাকে টানিয়া বলিলেন—বাছা ফের, আমার নাম বিবেচনা—লোকে অস্থির হইলে আমি পরামর্শ দিই। অধর্মের কথায় ভুলিও না—অধর্মের পথে গেলে ইহকালও যাবে—পরকালও যাবে। ঐ পথে আপাততঃ সুখ আছে বটে কিন্তু সে সুখ প্রকৃত সুখ নহে, তাহাতে শরীর ও মনঃ ক্রমশঃ অসার হইয়া পড়ে। ধর্মের পথে গেল শরীর ও মনঃ বলবৎ হয়, তাহাতে ইহকালে প্রকৃত সুখ ও পরকালে পরম গতি পাওয়া যায়।

এই কথা শেষ হইবা মাত্রেই কাক গুলা কা কা করিয়া ডাকিয়া উঠিল, নিদ্রা ভঙ্গ হওয়াতে উঠিয়া দেখিলাম রাত্রি প্রভাত হইয়াছে।

(২০) ধর্মপরায়ণা নারী।

রজনী ঘোর। ভূচর জলচর খেচর সকলই নিস্তব্ধ। আকাশ নিবিড় মেঘে আচ্ছন্ন। বায়ু যেন আয়ু সংহারক ভাবে প্রচণ্ড ও বেগবান হইয়া উঠিতেছে। বৃক্ষ অট্টালিকাদি দোদুল্যমান। নদীর সলিল কল২ রবে বিশাল তরঙ্গাকৃতি মেরু চূড়ার ন্যায় হইয়া বহিতেছে। চতুর্দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন—মধ্যে তড়িৎ প্রকাশমান। বৃষ্টি অবিশ্রান্ত পড়িতেছে, বজ্রের ঝন্২ শব্দে রজনীর বদন ভীষণ বোধ হইতেছে। ফলতঃ অতিশয় ভয়ানক রাত্রি—এ রাত্রিতে কে বাহিরে যাইতে পারে? কিন্তু বিপদ কি সুবিধার সময়ে ঘটে?

মাসাবধি জগন্নাথবাবুর ব্যামোহ হইয়াছে। চিকিৎসা নানা প্রকার হইয়াছে কিন্তু পীড়ার কিছুই শমতা হয় নাই। নিকটে পত্নী দ্রবময়ী, দুই পুত্র, এক কন্যা ও অন্যান্য পরিবার সকলে বসিয়া আছেন। এক জন প্রাচীন বৈদ্য মুহুর্মুহু হাত দেখিতেছেন ম্লান বদনে অন্তরে যাইয়া বসিতেছেন। দ্রবময়ী অতি সুশীলা ধীরা ও ধর্মপরায়ণা। রূপ অনুপম—স্বভাবতঃ হাস্য-বদনা—কুরঙ্গ-নয়নী—গৌরাঙ্গী—সুগঠনা—সুকেশী। পতির পীড়ায় পীড়িতা—পতির শুশ্রূষায় একান্ত রতা—পতির আরামে আনন্দিতা—পতির ক্লেশে মৃতকল্পা—পতি সেবা নিমিত্ত আহার নিদ্রা

ত্যাগ করিয়া দিবারাত্রি ব্যস্ত—একটু মঙ্গল চিহ্ন দেখিলে বদন ভর্ষার প্রভায় ভাসমান হয়, আবার পীড়া বৃদ্ধি শুনিলেই ঘোর মনঃপীড়ায় নয়ন ও বদন ম্লান হয়। কবিরাজ বলেন মা দেখ কি ? আর বিলম্ব নাই, তখন দ্রবময়ী—এলোকেশী ও দীর্ঘশ্বাসিনী হইয়া কষ্টে দুঃখ সম্বরণ করত অঞ্চল দিয়া অশ্রুবারি মুছিতে২ স্বামির নিকটে বসিয়া ক্ষণেক কাল চক্ষু মুদিত করিয়া থাকিলেন! নিকটস্থ লোক-দিগের বোধ হইল যেন সাক্ষাৎ অরুন্ধতী বা সাবিত্রী উপস্থিত হইয়াছেন। দ্রব-ময়ী ভক্তিতে দ্রব হইয়া আস্তে২ স্বামির গাত্রে হাত দিয়া বলিলেন—নাথ। আমার কপালে যাহা আছে তাহা হইবে—এক্ষণে তুমি জগৎ পিতা পরমেশ্বরকে স্মরণ কর ও আমি যাহা বলি তাহা শুন। পরে নয়ন মুদিত করত করযোড়ে বলিতে লাগিলেন—হে পরম কারুণিক পরমেশ্বর! তুমি করুণানিধান! তোমাকর্তৃক যাহা হয় তাহা অবশ্যই মঙ্গলজনক। আমরা দুর্বল স্বভাব ও অল্প বুদ্ধি, এজন্য তোমার সকল কর্মের মর্ম বুঝিতে পারি না, সেই কারণেই শোক সম্বরণ করণে অশক্ত। যদিও এক্ষণে দুঃখে আমার চিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল ও স্ত্রীলোকের পতি বিয়োগ যন্ত্রণা ঘোর যন্ত্রণা তথাচ ইহার কারণ এ অবলার বোধগম্য হওয়া সুকঠিন। প্রভো! তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক! এক্ষণে এই কৃপা কর আমার পতির যেন সদ্গতি হয় ও আমার মনঃ যেন তোমাতে সম্পূর্ণ রূপে থাকে।

এই আরাধনা করিয়া দ্রবময়ী পুনঃ২ পতির মুখ চুম্বন করিয়া অস্থির হইয়া পড়ি-লেন। অল্প ক্ষণের পরেই জগন্নাথবাবুর প্রাণ বিয়োগ হইল।

পল্লীর কোন২ রমণীরা বলিল দ্রবময়ীর কাণ্ড দেখিয়া আমাদিগের পেটের ভাত চাউল হইয়া গেল। ধন্য মেয়ে মানুষ মা! ঐ সময়ে কি মুখে কথা আইসে ?—চোকের জলেই ভেসে যায়। অন্যান্য প্রবীণা অবলারা বলিল দ্রবময়ী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী—দুঃখ ও শোকের সময় এত ধীর হইয়া পরমেশ্বরকে স্মরণ ও ধ্যান করা অল্প ক্ষমতার কর্ম নয়। এইরূপ নানা কথা হয় কিন্তু তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া দ্রবময়ী আপন স্থৈর্য জন্য উপাসনা ও কর্তব্য কর্মের চিন্তা করেন ও মনোমধ্যে এই ভাবেন শোক ও দুঃখ ভোগ কে না করে ; যদিও তাহাতে আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হয় কিন্তু শোক ও দুঃখ না হইলে মনের সদ্ভাব প্রগাঢ় হইতে পারে না। কিছু দিন পরে তাঁহার মাতা দুহিতার বৈধব্য দুঃখে বিহ্বলা হইয়া নিকটে উপস্থিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কন্যা প্রাচীনা মাতাকে অতিশয় কাতরা দেখিয়া বলিলেন মা! তোমার কান্না দেখিয়া আমার শোক উথলিয়া উঠে, যদিও শোক নিবারণ করা বড় কঠিন কিন্তু ব্যাকুল হইলে কি হইবে ? এই রূপ সান্ত্বনা পাইয়া চক্ষের জল চক্ষে রাখিয়া মাতা কিঞ্চিৎ স্থির ভাবে

থাকেন। কন্যাকে অন্যমনস্ক দেখিয়া এক দিন নির্জনে জিজ্ঞাসা করিলেন—বাছা! তুই বসিয়া২ কি ভাবিস? কন্যা বলিলেন মা! দুঃখ বিপদ ও শোকের ঔষধ ঈশ্বরের ধ্যান—ইহা ব্যতিরেকে মনকে শান্ত করিবার আর কোন উপায় নাই। আমি এই জন্যে অহরহ তাঁহাকেই স্মরণ করি। শরীর আজ হউক কাল হউক দশ দিন পরে হউক অবশ্যই বিনষ্ট হইবে কিন্তু আত্মা অমর। আত্মাকে ধর্ম কর্মের দ্বারা উত্তর২ নির্মল করাই প্রধান কর্ম। সংসারে মুগ্ধ হইয়া এটী ভুলিলে কি গতি হইবে?

অসার সংসার এই মায়ামদে মজে।
সকল করয়ে নষ্ট ধর্ম পথ ত্যজে॥
আমার আমার বলে কেহ কার নয়।
কস্য মাতা কস্য পিতা শাস্ত্রে এই কয়॥
কেবা কার পতি পুত্র কেবা বন্ধু জন।
মায়া বদ্ধ হয়্যে প্রাণী করিছে ভ্রমণ॥
আপনার রক্ষাহেতু যদি রাখে ধর্ম।
আপনার নাশ হেতু করয়ে কুকর্ম॥ বনপর্ব।

এই বলিয়া কি পরিবারের প্রতি ভগ্নস্নেহ হবে তাহা নহে। যাহার প্রতি যাহা কর্তব্য তাহা করিবে—তাহা না করিলে অধর্ম হইবে। কিন্তু মা! সাংসারিক সুখ দুঃখ ক্ষণিক, ও ঈশ্বরের নিয়ম এমন নহে যে প্রাণী নিরন্তর কেবল দুঃখ অথবা কেবল সুখ ভোগ করিবে তাহা হইলে মনের শিক্ষা ও পরীক্ষা হইতে পারে না। আমাদিগের চিত্ত দুর্বল এই জন্য আমরা শোকে কাতর হইয়া ঈশ্বরকে ভুলি কিন্তু মহাত্মা ব্যক্তিরা ঘোর বিপদে পড়িলেও ধীরতা সহিষ্ণুতা নম্রতা পূর্বক তাঁহার প্রেমে আরো প্রেমী হয়েন এবং বিপদকে চিত্তনির্মলকারক জানিয়া সম্পদ বলিয়া গণ্য করেন। মহাত্মা ব্যক্তিরা ভাল রূপে জানেন যে পরমেশ্বর করুণাময়—তাঁহা হইতে মন্দ কখনই হইতে পারে না। তিনি যাহা করেন তাহা আমাদিগের অবশ্য মঙ্গল জনক কিন্তু তাহা আপাততঃ আমাদিগের বুদ্ধি গোচর না হইলেও হইতে পারে।

জ্ঞানবান লোকে যে কাতর নাহি হয়।
স্থির হয়ে ধর্ম করে ঈশ্বরেতে রয়॥ বনপর্ব।

অতএব শোকে মগ্ন হইয়া কি পরকাল হারাইব? মাতা বলিলেন—ধ্রব! তোমাকে সার্থক গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম। তোমার কথা বার্তা শুনিয়া আমারও ধর্মে মতি হয়। কন্যা বলিলেন মা! আমাকে এমন করিয়া বলিও না।

তোমার এ প্রকার প্রশংসাতে আমার অহঙ্কার হইতে পারে, তাহাতে চিত্তের শান্তি নষ্ট হইবার সম্ভব। চিত্তে নম্রতা না থাকিলে পরমেশ্বরের পথে যাওয়া যায় না। তিনি দয়াময়—যে অকপট ও নম্রভাবে তাঁহার তত্ত্ব করে সে তাঁহারই হয়—তাঁহার প্রতি মনঃ যত হইবে ততই মনঃ নির্মল হইবে ও মনঃ যতই নির্মল হইবে ততই তাঁহার নিকটবর্তী যাওয়া হইবে। ঈশ্বরের অদ্ভুত গুণ। ঐ সকল গুণই গ্রহণ করা ধর্ম ও তাহা অভ্যাসেতেই মনঃ নির্মল হয়। অন্যান্য দ্রব্য ব্যয় করিলে ক্ষয় হয় কিন্তু তাঁহার গুণ অভ্যাস করিয়া যত ব্যয় করিবে ততই বাড়িবে। যে রূপ পর্বতের ঝর্ণা দিয়া জল পড়িয়া নদ নদী হইয়া সমুদ্রে গমন করে, পুনর্বার বৃষ্টি দ্বারা ঐ ঝর্ণা পরিপূরিত হয়, সেইরূপ দয়া ধর্ম ইত্যাদি যত ব্যয় করিবে ততই মন ঐ সকল গুণে সঞ্চারিত হইবে। এ রূপ ব্যয়ী জন কখন দরিদ্র হয় না—যত ব্যয় করিবেন তাহার পুঁজি ততই বাড়িবে। এই প্রকারে মাতা ও কন্যা দুই জনে ধর্ম বিষয়ে কথোপকথন করিয়া কালযাপন করেন।

জগন্নাথবাবুর বাটী ভাগলপুরে—সম্মুখে গঙ্গা—চারিদিগে বৃহৎ২ ঝাউ ও দেবদারু বৃক্ষ, তাহার ভিতরে ময়দানের ন্যায় প্রশস্ত ভূমি—স্থানে২ তরকারি ফল ফুলের গাছ, তন্মধ্যে সরোবর ও ঝিল। সীমার নিকটেই কতকগুলি দুঃখী লোক বসতি করিত, খিড়কি দ্বার দিয়া তাহাদিগের কুটীরে যাওয়া যাইত। দ্রবময়ী অতি প্রত্যূষে উঠিয়া আহ্নিক সমাপ্ত্যনন্তর দুইটী পুত্র ও কন্যাকে লইয়া উদ্যানে আসিয়া তাহাদিগের সাহায্যে নিড়ন জলসেচন ইত্যাদি করিতেন ও বৃক্ষের পত্র ফুল ফল দেখাইয়া স্রষ্টার অসীম শক্তির আলোচনায় মগ্ন হইতেন। ছোট মেয়েটি বলিত—মা! একটী বীচি পুতিলেই গাছ হয় আবার সেই গাছের পাতা হইয়া ফুল ফল হয়,—আহা ফুল গুলির কত রং!—এ সব কে করে মা? মাতা বলিতেন—বাছা! যিনি জগৎ পিতা, তিনিই করেন। তিনি এই আকাশ চন্দ্র সূর্য বায়ু মনুষ্য পশু পক্ষি পতঙ্গ বৃক্ষ সকলই করিয়াছেন। মেয়েটি অমনি জানিতে ইচ্ছা করিয়া বলিত—তিনি এমন, মা! কোথায় আছেন? একবার দেখাও। মাতা উত্তর করিতেন—বাছা! তিনি সর্বত্রে আছেন কিন্তু চিত্ত পরিষ্কার না হইলে তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না—আপনার মনের সহিত তাঁহাকে প্রতি দিন স্মরণ কর—এই রূপ করিতে২ তোমাদিগের চিত্ত পরিষ্কার হইবে। ছোট পুত্রটি এক২ দিন জিজ্ঞাসা করিত—মা! গাছ কাটিলে বোধ হয় যেন রস উঠিতেছে ও নামিতেছে—এ কি? মাতা বলিতেন—বাবা! যেমন শিকড় দিয়া রস উঠে আবার ডাল পালা পাতা হইতে রস শিকড়ে যায় এই প্রকার হওয়াতেই গাছ জীবিত থাকে। বাহ্যবস্তুর বিচারেও বিলক্ষণ দেখা যাইতেছে যে

দান নিষ্ফল হয় না, যেমন দিবে তেমনি পাবে কিন্তু পাব বলে দিও না। সন্তান-দিগের সহিত এরূপ কথাবার্তা কহিয়া, দ্রবময়ী বাটী আসিয়া গৃহকর্ম করিতেন ও স্বহস্তে পাক করিয়া পরিবারদিগের সকলকে খাওয়াইতেন। পরে প্রাচীনা মাতাকে আহার করাইয়া তিনি বিশ্রাম করিতে গেলে খিড়কি দ্বার দিয়া পল্লীর দুঃখী লোকদিগের কুটীরে গমন করত সকলের তত্ত্ব লইতেন। যে অনাহারী থাকিত তাহাকে আহার দিতেন, যে বস্ত্রহীন তাহাকে বস্ত্র দিতেন, যে রোগী তাহাকে ঔষধ ও পথ্য প্রদান করিতেন, যে বিপদ্‌গ্রস্ত তাহাকে সুপরামর্শ ও সাহস দিতেন, যে শোকান্বিত তাহাকে সান্ত্বনা ও ধর্ম উপদেশ প্রদান করিতেন, যে দুঃখান্বিত তাহার দুঃখে দুঃখিত হইতেন, যে আনন্দিত তাহার আনন্দে আনন্দিত হইতেন। বহুকাল এই রূপ অনাড়ম্বর সদ্ব্যবহারে কুটীরস্থ কি বালক কি বৃদ্ধ কি যুবা সকলেই তিনি উপস্থিত হইলে অকপট কৃতজ্ঞ চিত্তে বলিত—“অরে ঐ দয়াময়ী মা এলেন আর আমাদিগের দুঃখ নাই”। দ্রবময়ী মধ্যাহ্ন সময়ে বাটী আসিয়া কেবল জীবন ধারণ জন্য কিঞ্চিৎ আহার করিতেন কিন্তু যদিস্যাৎ ঐ সময়ে অতিথি বা অভ্যাগত উপস্থিত হইত তাহাদিগের প্রতি আতিথ্য না করিয়া আপনি ভোজন করিতেন না। আহারান্তে আপন বিষয় কর্ম দেখিতেন। জগন্নাথ অপ্রবীণতা হেতু সকল বিষয় নষ্ট করিয়া গিয়াছিলেন, কেবল কিছু রাইয়তি জমি ছিল ও সুন্দরবনে এক খানি আবাদ রাখিয়া গিয়াছিলেন কিন্তু বাঁধ ভাঙ্গাতে প্রজাবিলি হয় নাই সুতরাং ঐ বিষয় সংক্রান্ত যে ব্যয় হইয়াছিল তাহাতে কোন উপকার দর্শে নাই। ভর্তার মৃত্যুর পর দ্রবময়ী বড় ক্লেশে পড়িয়াছিলেন, সংসার নির্বাহ হওয়া বড় কঠিন হইয়াছিল তথাচ স্বামী নিন্দা এক দিনও করেন নাই, আপন অলঙ্কারাদি বন্ধক অথবা বিক্রয় করিয়া স্বীয় কর্তব্য কর্ম করিতেন। মাতা মধ্যে২ বলিতেন—দ্রব! বাছা দান ধ্যান একটু কমাও, সময় হলে ভাল করিয়া করিও। কন্যা উত্তর করিতেন—আমার কি শক্তি যে দান করি কিন্তু অন্যের ক্লেশ দেখিলে আমি অস্থির হইয়া পড়ি। আপনি উপবাসি থাকি সেও ভাল কিন্তু অন্যের কাতরতা দেখিতে পারি না, আর রাজা যুধিষ্ঠির যাহা বলিয়াছিলেন তাহা আমার মনে সর্বদা স্মরণ হয়।

ধার্মিক না ছাড়ে ধর্ম যদি হয় ক্লেশ। সভাপর্ব।

আমি কিছু আপনাকে ধার্মিক বলিয়া গণ্য করি না কিন্তু ধর্ম কর্ম না করিলে জীবন বৃথা। শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাও মনে পড়িতেছে—

যতেক দেখহ কর্ম, সকলের সার ধর্ম,
ধর্মবলে ধর্মী বলবন্ত।

অধর্মী যে জন হয়, চিরদিন নাহি রয়,
অল্প দিনে অধর্মির অন্ত ॥
ইহা জানি ধর্মরাজ, সাধিয়া আপন কায,
সত্যে না হইবে বিচলিত।
পূর্বে মহাজন যত, সবাকার এক পথ,
কেহ নাহি করিয়া বিনীত ॥ বনপর্ব।

সন্ধ্যার প্রাক্‌কালীন সন্তানদিগের সহিত বাগানে আসিয়া বসিতেন। সুশীতল সমীরণে উচ্চ বৃক্ষাদির চূড়া সকল পরস্পর আলিঙ্গন করিত—পুষ্করিণীর বারি যেন সহাস্যবদনে ক্রীড়ায়মান হইত—নানাজাতীয় পুষ্পের আঘ্রাণে স্থানটী আমোদিত হইত—পক্ষি সকলের কলরবে প্রতিধ্বনিত হইত। অমনি দ্রবময়ী বলিতেন,—দেখ, এই সকল সুখের মূল কেবল তিনিই।

সন্ধ্যা হইলে আহারাদি প্রস্তুত করিয়া সন্তানদিগকে লইয়া পরমেশ্বরের উপাসনা নীতি ও বিদ্যা বিষয়ক কথোপকথন করিতেন ও সময়ে২ দুঃখী দরিদ্র লোকের জন্য শীতবস্ত্র আপন হস্তে প্রস্তুত করিতেন। কন্যার অবিশ্রান্ত পরিশ্রম দেখিয়া মাতা এক২ বার বলিতেন—দ্রব! একটু২ বিশ্রাম কর, এমন করে খাটিলে আবার একটা কি রোগে পড়িবে? কন্যা মাতাকে বলিতেন—মা! আমার জন্যে চিন্তিত হইও না। আলস্যকে আমি বড় ভয় করি। আলস্যেতে মনে কুপ্রবৃত্তি না জন্মিবার দুই উপায়। প্রথমতঃ মনকে সর্বদা শান্ত রাখা ও অভ্যাসের দ্বারা কুচিন্তা ও দুষ্টমতি নিবারণ করা—এটি বড় কঠিন কর্ম, সংসারে নানা প্রকার বিষয় দর্শন ও শ্রবণে মনের গতি চঞ্চল হইয়া পড়ে, অর্থাৎ দ্বেষ হিংসা লোভ ইত্যাদি জন্মে। যখন চলবিচলের উপক্রম হয় তখন সতর্ক হওয়া কর্তব্য, তাহাতে যদি অশক্ত হয় তবে অনুতাপ ও প্রতিজ্ঞা দ্বারা চলবিচলকে নিবারণ করা কর্তব্য। যে সর্বদা পরকাল ভাবে তাঁহার মনঃ প্রায় অহরহ শান্ত থাকে। দ্বিতীয়তঃ সর্বদা কায়িক ও মানসিক পরিশ্রমে নিযুক্ত থাকিলে মনে কুচিন্তা বা কুপ্রবৃত্তি উদয় হয় না। ফলতঃ মনের সংযম বড় আবশ্যক—কুচিন্তা হইতে হইতেই কুকথা হয়, কুকথা হইতে হইতেই কুকর্ম হয়। মাতা বলিলেন—দ্রব! তোর কথা গুলিন শুনিলে প্রাণ জুড়ায়, তোর এত ধর্ম জ্ঞান কোথাথেকে হইল? কন্যা কহিলেন—মা! আমাকে এমন করে কেন বল?

দ্রবময়ী সন্তানদিগকে লইয়া রাত্রে কথাবার্তা কহেন। এক দিন জ্যেষ্ঠ পুত্র এক জন চাকরকে রাগ প্রযুক্ত গালাগালি দিয়াছিলেন। মাতা অনুযোগ করাতে তিনি অস্বীকার যান, পরে তাহার দোষ সপ্রমাণ হইলে মাতা দুঃখান্বিত হইয়া বলিলেন

—বাবা! তোরা দুঃখিনীর সন্তান, আমার ধন নাই, ও ধনের প্রার্থনাও করি না কিন্তু আমি কায় মন বাক্যে নিয়ত প্রার্থনা করি যে তোরা সর্ব প্রকারে সৎ হ। মিথ্যা কথা কহা বড় পাপ।

আর যত ধর্ম কর্ম সত্য সম নহে।
মিথ্যা সম পাপ নাহি সর্ব শাস্ত্রে কহে॥ আদিপর্ব।

এক দিবস মাতা পাকশালায় ব্যস্ত আছেন এমন সময়ে এক জন দরিদ্র ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হইল। একে শীত কাল তাতে প্রবল উত্তরে বাতাস, ঐ বস্ত্রহীন ব্যক্তি শীতে থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। দুই পুত্র ও কন্যা দ্বারে ছিল তাহাদিগের মধ্যে কন্যা অতিশয় কাতরা হইয়া আপনার গায়ের দোলাই খুলিয়া তাহাকে দিল। দরিদ্র ব্যক্তি বিস্তর আশীর্বাদ করিয়া চলিয়া গেল। ভ্রাতারা বলিল—দোলাই খানা দিলি একবার মাকে জিজ্ঞাসা করলি না? কন্যা কিছু ভীত হইয়া ভ্রাতাদ্বয় সঙ্গে জননীর নিকট যাইয়া সকল কথা বলিল। মাতা কন্যাকে কোলে লইয়া মুখ চুম্বন করিতে২ কহিলেন তুমি খুব করেছ, আমি বড় তুষ্ট হইলাম—"দরিদ্রের প্রতি দান, বিভব সত্বেও শান্তি, যুবার তপস্যা, জ্ঞানবানের মৌন, সুখোচিত ব্যক্তিদের সুখ ভোগে অযত্ন এবং সর্বভূতে দয়া, এই সকল গুণ স্বর্গসাধক হয়।" বানর্যষ্টক।

মেয়েটি অমনি মায়ের কোল থেকে হাত তালি দিতে২ বাহির বাটীতে দৌড়ে আসিয়া আপনা আপনি বলিতে লাগিল—মা আমাকে আদর করেছে আমি এখন গরীব দুঃখি দেখিলেই খুব দিব। এই কথা শুনিয়া ভ্রাতারা তাহাকে পরিহাস ছলে বিরক্ত করিতে চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিল। ঐ বালিকা অমনি দৌড়িয়া যাইয়া মাতার নিকট আবেদন করিল। ভ্রাতারা আস্তে২ পশ্চাতে যাইয়া অন্তরে দাঁড়াইয়া শুনিল। মাতা ঈষদ্ধাস্য করত বলিলেন—তুই ওদের কথায় খেপিস্ কেন? ওরা তোকে খেপাচ্ছে, কিন্তু এই কথাটি স্মরণ রাখিস্।

নীতিজ্ঞ লোকেরা নিন্দাই করুন অথবা প্রশংসাই করুন, লক্ষ্মী থাকুন অথবা যথেচ্ছ ত্যাগ করিয়া যাউন, অদ্যই মরণ হউক কিম্বা যুগান্তেই হউক, ধীর জনেরা কিছুতেই ন্যায় পথ হইতে বিচলিত হন না। নীতিশতক।

এক দিন আবাদের কর্মচারী আসিয়া ছেলেদিগের নিকট বলিল, ভেড়ি বন্ধি এক্ষণে অল্প ব্যয়ে হইতে পারে ও প্রজা বিলিরও সোপান হইতেছে, অন্যের কয়েক বিঘা জমি নিকটে আছে তাহা অনায়াসে সীমার ভিতর সংলগ্ন করিয়া লওয়া যাইতে পারে ও লইলে তাহার নালিস ফৈরাদ হইবে না। ইটি হইলে বিষয়টি বড় গুল্‌জার হইবে। ছেলেরা এই কথা শুনিয়া মাতার নিকটে যাইয়া

বলিল। মাতা বিরক্ত হইয়া বলিলেন—তোদের কি বল্‌বো যে এ কথা আমাকে আবার শোনাস্! তোমরা কি জান না যে পরের দ্রব্য গ্রহণে মহাপাপ? ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে বলিয়াছিলেন—

পর দ্রব্য দেখি হিংসা না করে যে জন।
স্বধর্মেতে সদা বঞ্চে সন্তোষিত মন॥
স্বকর্মে উদ্যোগ করে পর উপকার।
সদা কাল সুখে বঞ্চে কি দুঃখ তাহার? সভাপর্ব।

গান্ধারীও আপন স্বামীকে বলিয়াছিলেন—

অধর্মে অর্জিত লক্ষ্মী সমূলেতে যায়।
মহা দুঃখ পায় প্রভু দুষ্টের আশ্রয়॥ সভাপর্ব।

শ্রীকৃষ্ণও বলরামকে বলিয়াছিলেন—

পাপেতে পাপির ধন বৃদ্ধি হয় নিতি।
পশ্চাতে হইবে সমূলেতে বিনশ্যতি॥
কালেতে অবশ্য জয় লভে ধর্ম জন।
সুখ দুঃখ কত কাল দৈবের লিখন॥ আদিপর্ব।

শ্রীকৃষ্ণও যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন—

অধর্মী জনার সুখ কভু সিদ্ধ নয়।
জোয়ারের জল প্রায় ক্ষণেকেতে রয়॥ বনপর্ব।

অতএব পরের দ্রব্য ডেলার ন্যায় জ্ঞান করিবে ও ধর্ম পথে থাকিয়া আপন পরিশ্রম দ্বারা যাহা উপার্জন কর তাহাতেই সন্তুষ্ট হইবে।

পল্লিতে বলরামবাবু সর্বদাই অন্যের উপর পীড়ন করেন, তাঁহার কথা উল্লেখ করাতে মাতা বলিলেন "যে সকল ব্যক্তি স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া পরের হিত সম্পন্ন করেন তাঁহারাই সৎ পুরুষ। যাঁহারা আপন হিতের আধিরোধে অন্যের হিত করেন তাঁহারা মধ্যম। যাহারা আপনার লাভার্থে অন্যের হিত নষ্ট করে তাহারা মানুষ রাক্ষস। কিন্তু যাহারা নিরর্থক পরহিত রহিত করে তাহারা কে আমরা জানিতে পারিলাম না।" নীতিশতক।

সন্তানেরা জিজ্ঞাসা করিল সৎ পুরুষের লক্ষণ কি? মাতা উত্তর করিলেন, তাহা ঐ নীতিশতকেই আছে—"তৃষ্ণাচ্ছেদন, ক্ষমা অবলম্বন, মত্ততা ও পাপে রতি ত্যাগ, সত্য কথন, সাধুজনের পদবীর অনুগমন, বিদ্বজ্জনের সেবা, মান্য জনে মান দান, শত্রুরও অনুনয় করণ, আত্মগুণ গোপন, কীর্তি পালন এবং দুঃখিতে

দয়া এই সকল সাধু জনের কর্ম।" কিন্তু সাধুজনের মূল লক্ষণ ঈশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি ও তাঁহার প্রিয়কার্য সাধন করা।

মাতা সন্তানদিগকে লইয়া কথাবার্তা কহিতেছেন ইত্যবসরে এক জন দাসী আসিয়া বলিল—মাঠাকুরাণি! আমি তোমার ভেয়ের বাড়ী হইতে আসিয়াছি—তাঁর তো আর চলা ভার—তাই তোমার কাছে পাঠাইয়া দিলেন। নিকটে এক জন প্রাচীন চাকর ছিল সে বলিল—মামা বাবু যদি বুঝেশুঝে চল্‌তে পারতেন তো এমন ক্লেশ কেন হবে? একদফা তহবিল তচরূপাত করেন তাতে আমাদের বাবু জামিন থাকাতে একেবারে মজেন তার পরে আবাদের হিসাবে অনেক টাকা লন সে টাকার নিকাস কিছুই দেন নাই আর এই বিপদটা গেল একবার উঁকি-টাও মারলেন না। সন্তানেরা মাতার মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন—মাতা অধোবদনে থাকিয়া বলিলেন—যা হবার তা হইয়াছে এক্ষণে তাঁহাকে আমার নিকট আসিতে বলিবে। দাসী এই সংবাদ লইয়া যায় এমত সময় ঐ প্রাচীন চাকর বলিতে লাগিল—মাঠাকুরাণীর কি দয়ার শরীর! আমি ভূষণ্ডি—সব জানি। ছেলে-বেলা বাপের বাটীতে মামা বাবু মাঠাকুরাণীকে "দূর, ছি, পোড়ার মুখী" বই আর ভাল কথা এক দিনও বলেন নাই ও বাপমায়ে ভাল মন্দ দ্রব্য দিলে হিংসায় ফেটে মরতেন, তারপর ভগিনী বড় হলে ভগিনীপতির দশটাকার যোত্র দেখিয়া তাহার সহিত মিলিয়া তাঁহাকে নানা প্রকারে নাস্তানাবুদ খানেখারাব করিয়া একেবারে ডুবিয়া চলে যান। তাঁহার বিপদে একবার তত্ত্বও লন নাই ও তাঁহার কাল হইলে ভগিনী ও ভাগিনেয়রা বেঁচে আছে কিনা তাহা কিছুই খোঁজ খবর লন নাই, এত দিনের পর মামা বাবুর ঘুম ভাঙ্গিল। হায়! হায়! মানুষ গরজে কি না করে।

অল্প দিনের মধ্যে মামা বাবু ফটাস২ করিয়া অসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভাগিনেয়-দ্বয় ও ভাগিনীকে দেখিবামাত্রেই এমনি মায়া প্রকাশ করিলেন যেন দরিদ্র রত্ন লাভ করিল। বাটীর ভিতরে তাহাদিগের হাত ধরিয়া লইয়া যাইয়া ভগিনীকে দেখিয়া সাতিশয় বিলাপ করিতে লাগিলেন। দ্রবময়ীর মাতা অন্তরে ছিলেন, পুত্রের গুণে জর্জর, তবু নিকটে আসিয়া বলিলেন—বাবা! আমার দ্রবর এত বিপদ গেল একবার একটা লোক পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করলে না? মামা বাবু বলিলেন—মা জানওতো আমার কত ঝঞ্চট, আর বলিতে কি ভগিনীর জন্যে আমি এত কাতর যে আস্তে পা এগোয় না। প্রাচীন চাকর দূরে থেকে আস্তে আস্তে আপনা আপনি বলিতেছে—মামা বাবু রাবণের বা দুর্যোধনের মামা ছিলেন। বেটা বড় কাতর, শোকে শয্যাগত ছিলেন, গলা দিয়া জল ওলে নাই, এক্ষণে কেবল আবাদের ভাল খবর শুনিয়া দাঁত করবার পন্থায় আসিয়াছেন। দ্রব-

ময়ী ভ্রাতার সকল কথা শুনিয়া বলিলেন—এক্ষণে ভোজনের সময় হইল, আপনি স্নান আহ্নিক করুন, দাদা! তোমার ক্লেশের কথা শুনিয়া বড় ব্যাকুল হইলাম, আমি যাহা পারিব তাহা অবশ্যই করিব—এস্থলে করিলে যশ নাই, না করিলে পাপ। তা বটেতো—তা বটেতো, আমাকে এক মুটা না দিয়া তুমি কেমন করে খাবে? দ্রব! বেলা হল আমি বাহিরে যাই, একটু আফিং আনিতে পাঠাইয়া দেও, দুই একটা গুলি না টেনে এলে ভাত গলাদিয়া গুল্‌বে না। দ্রবময়ী এই কথা শুনিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া থাকিলেন। এদিগে সন্তানেরা মামাকে বাহিরে রাখিয়া আসিয়া মাতার নিকট আবার আইল। কনিষ্ঠ পুত্র বলিল—মা! মামাকে কি মাস২ টাকা দিবে? তাঁহার যেরূপ ব্যবহার তাহাতে কিছুই দেওয়া কর্তব্য নহে। মাতা উত্তর করিলেন—বাবা! ঈশ্বর দয়াময় ও ক্ষমাশীল, আমাদিগেরও দয়া ও ক্ষমা অভ্যাস করা কর্তব্য। যে ব্যক্তি মহাপাপী সেও যদি ক্লেশে বা রোগে পড়ে তাহারও মঙ্গল চেষ্টা করা কর্তব্য, তাহার কি কারণে ক্লেশ বা রোগ হইয়াছে তাহা অনুসন্ধানে আবশ্যক নাই, কিন্তু তাহার ক্লেশ অথবা রোগ যাহাতে কমে এই চেষ্টাই করিবে।

রাত্রে মাতা ও সন্তানেরা উত্তম২ বিষয় লইয়া সদালাপ ও কথোপকথন করেন। কখন উদ্ভিজ্জের গুণ—কখন কোন২ পশু পক্ষি পতঙ্গের অদ্ভুত স্বভাব ও বুদ্ধি—কখন বিশেষ২ ধাতুর উপকারকশক্তি ও পৃথিবীর গর্ভস্থ অন্যান্য বস্তুর গুণ—কখন মানব শরীরের অন্তরস্থ ক্রীয়া ও ঐ শরীর রক্ষা ও পুষ্টি করিবার সুনিয়ম কি,—কখন চন্দ্র সূর্য ও নক্ষত্রের গতি ও তথায় অন্যান্য লোকের বসতির সম্ভাবনা ও যেমত সূর্য রাশিচক্রে ধাবমান পৃথিবী চন্দ্র গ্রহাদির নিয়ন্তা সেইরূপ কোটি২ নক্ষত্রের সতন্ত্র২ তাদৃশ নিয়ামক ক্রীয়া,—কখন সৃষ্টি প্রকরণ অসীম ও অসংখ্যা ও কি জলে কি স্থলে কি বায়ুতে কি প্রস্তরে কি বৃক্ষেতে, কি শরীর মধ্যে নানা প্রকার প্রাণি বিরাজ করিতেছে,—কখন মানব স্বভাব কি প্রকারে উত্তম হইতে পারে ও জীবের মোক্ষ কর্ম কি, এবং ধার্মিক না হইলে কেবল বিদ্যা শিখিলে উৎপাত ঘটে—কখন জ্ঞান ও ধর্ম বৃদ্ধি জন্য স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই বিদ্যা শিক্ষা করা আবশ্যক—এই সকল নানা প্রশ্ন লইয়া সন্তানেরা মাতৃ উপদেশ গ্রহণ করে। একদা জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিহরবাবুর কথা প্রসঙ্গ করেন। ঐ বাবু জগন্নাথবাবুর নানা প্রকারে হিংসা ও অপকার করিয়াছিলেন ও তাহাতে বিস্তর ক্ষতি হয়। দ্রবময়ী সকলই জ্ঞাত ছিলেন। হরিহরের কথা উপস্থিত হওয়াতে তিনি বলিলেন—বাবা! তাহার কথা ভুলিয়া যাও। সকল লোকের সর্বসময়ে সুমতি হয় না ও লোকে দুর্মতেই কুকর্ম করে। আমাদিগের কর্তব্য তাহাদিগের প্রতি কি মনের

দ্বারা কি বাক্যের দ্বারা কি কর্মের দ্বারা কোন প্রকারেই দ্বেষ ও হিংসা না করা, চিত্তের শান্তি নষ্ট করিও না শত্রু মিত্রকে সমভাবে দেখিও। যাহারা তোমাদিগের মন্দ করে তাহাদিগেরই অগ্রে শুভানুধ্যায়ী হইও এবং ভাল করিও এমত করিলে চিত্তে দ্বেষ হিংসা জন্মিবে না—চিত্ত উত্তর২ নির্মল হইবে এবং ঈশ্বর তোমাদের সদয় হইবেন।

দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরের ঘোর শত্রু ছিলেন—অসীম হিংসা ও অত্যাচার করিয়া ছিলেন কিন্তু যখন প্রভাসতীর্থে চিত্রসেন গন্ধর্ব দুর্যোধনকে বন্ধন করিয়া কুরুপত্নীদিগকে অপহরণ করেন তখন যুধিষ্ঠির ব্যগ্রতা পূর্বক তাঁহাকে ঐ দায় হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। অতএব ক্ষমা সহিষ্ণুতা ও প্রেম সকলের প্রতি প্রকাশ করার বাড়া আর ধর্ম নাই। মাতার এরূপ কথায় সন্তানদিগের উত্তর২ চমৎকার হইতে লাগিল। অনেকেই ভাল উপদেশ দিতে পারে বটে কিন্তু কর্মের সময় তাহাদিগের ব্যবহার বিভিন্ন হইয়া পড়ে। দ্রবময়ীর ধর্ম বিষয়ে এমত দৃঢ়তা ছিল যে তাঁহার বাক্য হইতে কর্মেতে অধিক শুদ্ধমতি দেখা যাইত। তিনি অকারণে কাহার নিকট আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেন না—স্বাভাবিক মিতা বাচী, কেবল সন্তানেরা অথবা অন্য কেহ জিজ্ঞাসা করিলে অথবা আবশ্যক সময়ে আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেন।

বাটীতে একটা অল্প বয়োসী চাকর ছিল তাহার হঠাৎ ঘোরতর জ্বর বিকার হইয়া ব্যামোহ ভয়ানক হইয়া উঠে। দ্রবময়ী অতিশয় ব্যাকুলা হইয়া সমস্ত রাত্রি তাহার নিকট বসিয়া থাকিয়া ঔষধ পথ্য প্রদান করেন। পীড়া কিঞ্চিৎ উপশম হইয়াছে এমত সময়ে ঐ চাকরের মাতা একেবারে জ্ঞানশূন্যা হইয়া আস্তে আস্তে আসিয়া দেখিল যে তাহার পুত্রের মস্তক দ্রব্যময়ীর ক্রোড়ে স্থিত আছে ও তিনি তাহার শুশ্রূষার জন্যে স্বয়ং পাকা হাতে করিয়া বাতাস করিতেছেন। চাকরের মাতা এই দেখিয়া গলায় বস্ত্র দিয়া বলিল—"মা! তোমার এত দয়া!—এর ফল তুমি অবশ্যই পাবে"। দ্রবময়ী তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন—তুমি স্থির হও, পীড়া কমিয়াছে—ভয় নাই।

কিয়ৎকাল পরে আবাদের সুগতিক হওয়াতে আয় বৃদ্ধি হইতে লাগিল। দুই পুত্র ও কন্যা মাতার সদুপদেশ পাইয়া ও তাঁহার সৎচরিত্র দেখিয়া প্রকৃত ধার্মিক ও ঈশ্বর পরায়ণ হইল। তাহারা কেবল বিদ্যাভ্যাস ও ঈশ্বর আরাধনা করে এবং সদভ্যাস ও ধর্মানুষ্ঠানের দ্বারা চিত্তকে শান্ত ও বিমল ভাবে রাখে। কোন মন্দ কথা শুনে না, মন্দ কথা বলেও না ও মন্দ লোকের সহিত সমসর্গ করে না। তাহারা সকলই বিজাতীয় পরোপকারী হইল—পরের দুঃখে দুঃখী—পরের সুখে

সুখী ও কি অনুরোধের দ্বারা কি পরামর্শের দ্বারা কি পরিশ্রমের দ্বারা কি অর্থের দ্বারা সাধ্যানুসারে পরোপকারে কোন অংশেই ক্রটী করে না। এবং কি প্রাতে কি মধ্যাহ্নে কি সায়াহ্নে কি রাত্রে সকল সময়ে তাহারা পরোপকারে সযত্নবান ও আগ্রহায়ক। কালক্রমে তাহাদিগের সকলেরই বিবাহ হইল ও ভাগ্য বশতঃ দুইটি পুত্রবধূ ও জামাতা সর্বাংশেই উৎকৃষ্ট হইল। আপন আয় বৃদ্ধি দেখিয়া দ্রবময়ী সন্তানদিগকে বলিলেন এই সময়ে বড় সাবধান হওয়া কর্তব্য—ধনেতে মত্ততা জন্মাইয়া সর্বনাশ করে, যুধিষ্ঠির দুর্যোধনকে যে পরামর্শ দিয়াছিলেন তাহা সর্বদা স্মরণ করিবে—

বিশেষে বৈভব কালে ধর্ম আচরণ।
ধন হলে নাহি করে ধর্মেতে হেলন॥ বনপর্ব।

দুইটী সুশীলা পুত্রবধূ হওয়াতে দ্রবময়ী গৃহকর্মে কিঞ্চিৎ অবকাশ পাইলেন এবং অর্থের বিষয়ের টানাটানি শৈথিল্য হওয়াতে তাঁহার ধর্মানুষ্ঠানে মতি আরো বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তিনি মনে এই বিবেচনা করিলেন যে, জীবন জলবিম্ববৎ এবং "শুভস্য শীঘ্রং"—আর যে পর্যন্ত পরিবারের অপ্রতুল থাকে সে পর্যন্ত তাহাদিগের ক্লেশ বৃদ্ধি করিয়া অপরের জন্য ব্যয় করা বিধেয় নহে কিন্তু যে স্থলে অপ্রতুল নাই, সে স্থলে পুণ্য কর্মে পূর্বাপেক্ষা অধিক ব্যয় কেন না হইবে? এই বিবেচনা করিয়া তিনি আপন আবাদে একটী পাঠশালা স্থাপন করিলেন, তথায় অনেক প্রজার ছেলেরা পড়িতে লাগিল, এবং ঐ সকল বালকদিগের বিদ্যা বিষয়ে মনোনিবেশ হওন জন্য পুস্তক, বস্ত্র ও টাকা সময়ে২ প্রদান করিতেন। মিটা জল পাইবার জন্য আবাদের মধ্যস্থলে দুই তিনটী পুষ্করিণী খনিত হইল এবং প্রজাদিগের প্রতি কোন প্রকারে অত্যাচার না হয়, এজন্য বিশেষ২ হুকুম জারি হইল। চতুষ্পার্শ্বে লবণাক্ত ভূমি জন্য অনেকের পীড়া হইত। পীড়া শীঘ্র আরোগ্য হয়, এই অভিপ্রায়ে তিন চারি জনা বৈদ্য নিযুক্ত হইল, তাহারা আপামর সাধারণকে অবৈতনিক চিকিৎসা করিতে লাগিল।

এদিগে ভদ্রাসনের বাগানের ভিতর একখানি আটচালা প্রস্তুত হইল। তাহার চারিদিগে এতদ্দেশীয় ও বিদেশীয় ফুলগাছের শোভায় স্থানটী অতি রমণীয় বোধ হইত। কোন খানে বেল, জুঁই, মল্লিকা, মালতী, শেফালিকা, চাঁপা, গন্ধরাজ, নাগকেশর অপরাজিতা—কোন খানে অলিয়া ফ্রেগেন্স এমহরষ্টিয় নোবেলিস, বিগনোনিয়া ভিনিষ্টা, বিউগান ভেলিয়া স্পেকটিবিলিস, পিত্রিয়াষ্টিপেলি, হার্টসাইজ, সুইট ব্রায়ার, পোনসেটিয়া পলকরিমা, ইয়ফরবিয়া জেপনিফোরা, কেমিজিয়া ইত্যাদি—কোন খানে তরুলতা, ঝুমকলতা, মাধবীলতা, কুঞ্জলতা,

রাধালতা। এই সকল নানা পুষ্পের নানা বর্ণ ও নানা গন্ধে চক্ষেন্দ্রীয় ও ঘ্রাণেন্দ্রীয় মোহিত হইত ও সময়ে২ সুশীতল বায়ুর সঞ্চারণে যখন গন্ধ সকল মিলিত হইয়া মন্দ২ গতিতে বহিত, তখন ঐ বন সাক্ষাৎ নন্দনবন জ্ঞান হইত। আটচালা প্রস্তুত হইলে ব্রবময়ী বিবেচনা করিলেন যে, এমন রমণীয় স্থানে যদি ভগবান বিষয়ক কর্ম না হইল তবে ইহা বৃথা ও কেবল ইন্দ্রিয় ভোগার্থে এখানে আগমন করা আমার কর্তব্য নহে।

এই পর্যালোচনা করিয়া ঐ স্থানে পল্লীর বালিকাগণকে আপন ব্যয়ে পাল্কি করিয়া আনয়ন করত প্রতিদিন বৈকালে শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন। পুস্তকের দ্বারা যত হওক বা না হওক ব্রবময়ী আদর স্নেহ সদালাপ ও গল্প ছলে উত্তম২ নীতি উপদেশ দিতেন ও বালিকাদিগের ক্রমে২ বোধ হইতে লাগিল যে তাহাদিগের কর্তব্যকর্ম কি—ঈশ্বরের প্রতি বা কি করিতে হইবে ও সংসারে বা কি করিতে হইবে। পরোপকার নানা প্রকারে কৃত হইয়া থাকে কিন্তু যে পরোপকারের দ্বারা অন্যের ধর্মজ্ঞান হয়, চিত্ত শুদ্ধ হয় ও পরকাল ভাল হয় তাহার তুল্য পরোপকার আর নাই। ব্রবময়ীর এই সংস্কার বিশেষরূপে ছিল। ঐ বালিকাদিগের মধ্যে একটি বালিকা বিবিয়ানা গোছে চলিত—কাপড় চোপড়ের উপর অধিক মনোযোগ করিত। কিন্তু ইহাতে তাহার দোষ নাই—ছেলের জাত যাহা দেখে তাহাই শিখে। ঐ বালিকার পিতা সাহিবি চালে চলিতেন ও সময়ে সময়ে২ গোপনে স্ত্রীকে গৌন পরাইতেন ও সর্বদাই বলিতেন "বেঙ্গালি মেয়েদের পোশাকটা বদল হইলেই সভ্যতা হইবে।" এইরূপ বাহ্যিক ইংরাজি নকলগ্রাহী হইয়া প্রায় "সর্বস্ব বিক্রয় করিয়া" একটি পিয়ানাফোর্ট ক্রয় করিয়া ঘরে আনিয়া রাখিয়াছিলেন। সময়ে২ স্ত্রীকে লইয়া টনর২ করিয়া এক২ বার বাজাইতেন। কিন্তু ইংরাজি সঙ্গীতের সারিগমই সাধেন নাই। সঙ্গীত বাস্তবিক নিন্দনীয় নহে—ইহার দ্বারা চিত্তের উৎকর্ষতা ও প্রফুল্লতা জন্মে কিন্তু মন শোধনের আসল উপায় কিছুই হইতেছে না কেবল একটা পিয়ানাফোর্ট ও গৌন লইয়া কি হইবে। ব্রবময়ী ঐ বালিকাটীর সকল বিষয় অবগত হইয়া বহু ক্লেশে তাহার সংস্কার ভিন্ন করিয়া দিলেন ও অবশেষে সকল বালিকারই দৃঢ়রূপে এই সংস্কার জন্মিল যে বিদ্যাশিক্ষার প্রধান তাৎপর্য ধর্মপরায়ণ হওয়া এবং বিদ্যাশিক্ষা না হইলে সুবুদ্ধিও হয় না এবং সাংসারিক কর্ম উত্তমরূপে নির্বাহ হইতে পারে না।

কয়েক বৎসর অসীম পরিশ্রম করিয়া ব্রবময়ী পল্লীর অনেক বালিকাকে ধর্মপরায়ণা গুণবতী ও বুদ্ধিমতী করিলেন ও তাহারা যে সৎকন্যা, সৎভগিনী, সৎস্ত্রী, সৎগৃহিণী, সৎমাতা, সৎ জ্ঞাতিনী, সৎ কুটুম্বিনী ও সৎমৈত্রয়নী হইবে তাহা সম্পূর্ণ-

রূপে সম্ভব বোধ হইল ও এই সমভাব্য সুখ চিন্তনে দ্রবময়ী মুহুর্মুহু পুলকিত হইতেন। পুণ্যকর্ম করণে তৃষ্টা মিটে না, যত কর ততই করিতে আকাঙ্ক্ষা হয়। অনন্তর বাটীর নিকট এক অতিথি শালা এবং ঔষধালয় স্থাপিত হইল তথায় সহস্র২ ক্ষুধার্ত, তৃষ্টার্থ, দুঃখী, দরিদ্র অনাশ্রয়ী, অন্ধ, অথর্ব, খঞ্জ, রোগী পরিত্রাণ পাইয়া কৃতজ্ঞ চিত্তের ভাবে পরিপূর্ণ হইত। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মামা বাবু বারম্বার ভগিনীকে বলিতেন—এ বেটাদের জন্যে এত টাকা ব্যয় করার কি আবশ্যক? এরা আমাদের মাসীর মার কুটুম? দ্রবময়ী প্রায় উত্তর করিতেন না —একদা বলিলেন,

ভীতে ক্ষুধার্তে বিকলান্তরাংতরে
রোগাভিভূতে বহু দুঃখিতান্তরে
দয়ান্তরং যঃ পুরুষো ন সেবেতে
বৃথান্তরং তস্য নরস্য জীবিতং। শুকোপনিষৎ।

এইরূপ কয়েক বৎসর শুদ্ধচিত্তে নানা প্রকারে পরোপকার করিয়া দ্রবময়ী আক্রান্ত হইয়া পীড়িতা হইলেন। তাঁহার ব্যামোহের সংবাদ শুনিয়া সকলেই শশব্যস্থ হইল ও বাটীতে লোকে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল।

তপনের তাপ তাপিত হইয়া সন্ধ্যার ক্রোড়ে বিলীন হইতেছে—সৃষ্টির উজ্জলবর্ণ নভোবর্ণ হইতেছে—পশ্চিম দিগস্থ আকাশ স্বর্ণের শয্যা হইতেছে—মেরু সকলের উষ্ণীক বিচিত্র আভাতে শোভিত—মেঘ সকল যেন মণিমাণিক্যে ভূষিত হইয়া উড্ডীয়ন করিতেছে—নিবিড় বনোপবনের মরকতমুখাবরণ যেন অরুণ উত্তোলন-পূর্বক চুম্বন করত বিদায় হইতেছে—সুরধুনীর নীর স্থির হইয়া সমীরণের আলিঙ্গন আহ্বান করিতেছে—গোমহিষপালক গোচারণানন্তর প্রেমপূর্ণ গৃহে প্রত্যাগমনের কৌতূহলে ধাবমান হইয়াছে—দৃঢ়বৃত বৈদান্তিক গদগদ ভক্তিতে বেদধ্বনি করিতে উদ্যত হইয়াছেন—সন্ন্যাসী উদাসীন হরি সংকীর্তনে নিমগ্ন হইতেছে—দূরস্থ দেবালয়ের বাদ্যোদ্যমের লহরী আরব্ধ হইতেছে। এই গোধূলি সময়ে দ্রবময়ী জাহ্নবী তীরে আনীত হইলেন—তটের উপর শাখা বিশিষ্ট বৃক্ষতে আচ্ছাদিত, তাহার ভিতর দিয়া দিনমণির হিঙ্গুলবর্ণ ললিত আভা তাঁহার মুখোপরি চপলিত হইতেছে। ঐ পুণ্যবতীর তখনও এমন সৌন্দর্য যে সকলেই দেখিতেছেন যেন সাক্ষাৎ রাজরাজেশ্বরী শায়িনী হইয়াছেন। যে পরমাত্মাকে যক্ষ কিন্নর গন্ধর্ব যোগী দেবতা সকলে অসীম ধ্যানেও পায় না, তাঁহারই প্রেমে ঐ ধর্মপরায়ণার প্রেমাশ্রু বহিতেছে। দ্রবময়ীর চতুষ্পার্শে পুত্র, জামাতা, পৌত্র, দৌহিত্র ও পল্লীস্থ যাবতীয় লোক শোকে নিমগ্ন এবং শত২ বালক বালিকা যুবা

বৃদ্ধ অবলা হাহাকার রবে বলিতেছে—"এতদিনের পর আমরা সকলে মাতৃহীন হইলাম আর আমাদিগের এমন দয়া কে করিবে ?" সরল চিত্তের অমূল্য অতুল্য বিগলিত রত্ন নেত্রবারি—সেই বারি শ্রাবণের ধারার ন্যায় শত২ চক্ষু দিয়ে অবিশ্রান্ত বহিতেছে। ব্রবময়ীর জ্ঞানের বৈলক্ষণ কিছুই হয় না—তিনি বলিতেছেন তোমরা রোদন করিও না, এক্ষণে আমার কর্ণকুহরে ভগবানের নামামৃত শ্রবণ করাও। এই শুনিয়া সকলেই ঈশ্বরের নাম ডাকিতে লাগিল ও সন্ধ্যা হয়২ এমত সময়ে বোধ হইল যেন তাঁহার নয়ন দিয়া আত্মা ব্যোম পথে গমন করিল ও কেবল তাঁহার নিষ্পাপ পবিত্র দেহ নিকটস্থ সকলের দুঃখ ও খেদজনক হইয়া পড়িয়া থাকিল।

ত্রাণকর পরমেশ্বর। ভবের ভৌতিক ভাব ভাবিয়া কাতর
দয়াকর মোর প্রতি, আমি অতি মূঢ় মতি, করজোড়ে করি স্তুতি,
পাপে জর জর।
চঞ্চলিত সদা মন, বিষয়েতে উচাটন, তুমি হে অমূল্য ধন,
সারাৎসার পরাৎপর॥

কৃষিপাঠ
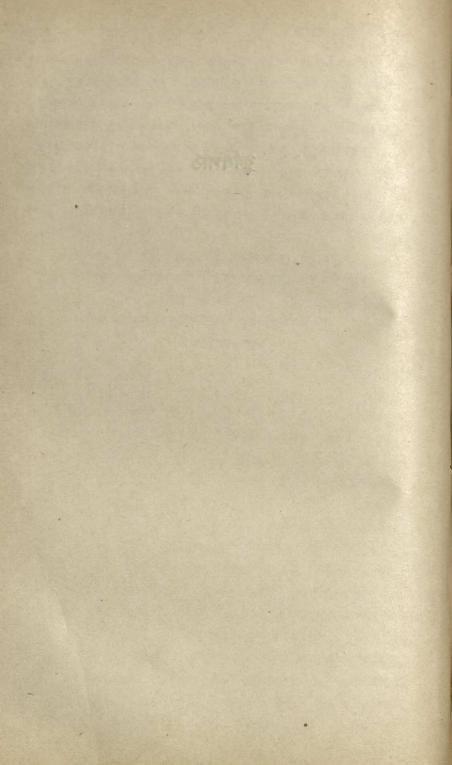
PREFACE

The Krishi Patha, or the Agricultural Readings, printed on account of the Agricultural and Horticultural Society of India, consist of the following papers, reprinted from the Agricultural Miscellany, with a few alterations, and also of original articles.

1. On Teak (Translation of Dr. Roxburgh's Paper, Transactions of the Agricultural and Horticultural Society, vol. II.)

2. On Shafflower (Translation of Mr. French's Paper, Agricultural and Horticultural Society's Journal, vol. VII.)

3. On Sugar Cane, written by the Compiler for the Miscellany.

4. On the Cultivation of Flax, do. do.

5. On Silk and Paper from the Mulberry Bark, do. do.

6. On Arrowroot (Translation of Mr. C. K. Robinson's Paper, Transaction, vol. II.)

7. Tapioca (Translation of Mr. J. Bell's Paper, Transactions, vol. II.)

8. On the Muddar Plant, written by the Compiler for the Miscellany.

9. On Tobacco (Translation of Mr. Rehling's Paper, Journal, vol. V.)

10. On the Cultivation of Cotton, written specially for this work.

11. On Date Tree (from Mr. S. H. Robinson's Prize Eassy.)

12. On Guinea Grass (Translation of Mr. John Bell's Directions, Transactions, vol. III.)

—o—

The object of this little compilation is to draw the attention of tha Zeminders, Planters, and specially of the Rural Community, to the several important subjects of agricultural interest mentioned above, and if this attempt be attended with the promotion of enquiry and interest, the Compiler will consider himself amply repaid. The Compiler is indebted to Mr. A. H. Blechynden, Secretary of the Agricultural and Horticultural Society of India, for the assistance he has received from that gentleman.

কৃষিপাঠ

১। সেগুন গাছ রোপণের প্রণালী

ইংলণ্ডদেশে ওক কাষ্ঠের ন্যায় ভারতবর্ষে সেগুন কাষ্ঠ নানা বিষয়ে ব্যবহার্য হয় ; এ দেশে ওক গাছ জন্মিয়া বৃদ্ধিশীল হইবার সম্ভাবনা নাই সুতরাং ওক ও সেগুনের গুণের তারতম্য বিবেচনা করা অনাবশ্যক। এ দেশে কেবল জাহাজ নির্মাণার্থ সেগুন কাষ্ঠ উপযোগী হয় এমত নহে, ঘরের কড়ি এবং অন্যান্য যে সকল গঠনে শক্ত টেকসই অথচ হাল্‌কা কাষ্ঠ আবশ্যক হয় সমুদায়ই সেগুন দ্বারা উত্তম ও পরিষ্কাররূপে নির্মিত হইতে পারে, অতএব এই কাষ্ঠের বিষয়ে আমাদিগের মনোযোগ করা উচিত। যে দেশে এই মহামূল্যবৎ বৃক্ষ স্বভাবতঃ জন্মে না সেখানে ইহার চাষ করা আবশ্যক, এই বাঙ্গালা দেশে ইহা উত্তমরূপে বৃদ্ধিশীল হইতে পারে ও অনেক কর্মে আইসে, ইহাতে এদেশে ইহার কৃষি বাহুল্য করা অত্যন্ত আবশ্যক।

গবর্ণমেন্ট এতদ্বিষয় অবগত হইয়া বহুকাল হইল ঐ গাছ এদেশে বাহুল্যরূপে উৎপন্ন করিবার নিমিত্ত উৎসাহ দিয়াছেন বটে, কিন্তু এবিষয়ে সকলের প্রবৃত্তি জন্মে একারণ সর্বসাধারণকে বিশেষতঃ এদেশের জমিদারদিগকে জানান আবশ্যক যে এই গাছ উৎপন্ন করিলে প্রচুর লাভ সম্ভাবনা আছে।

এই গাছ অতিশীঘ্র বাড়িয়া উঠে এবং নানা প্রকার পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে সকল অবস্থাতেই ইহার কাষ্ঠ কর্মণ্য হয়। সেগুন গাছ যে শীঘ্র বৃদ্ধিশীল হয় তাহার এক প্রমাণ এই, ইংরাজী সন ১৭৮৭ সালে রাজামন্ত্রি সরকার নামক স্থান হইতে কয়েকটা চারা আনাইয়া কোম্পানীর বাগানে রোপিত হইয়াছিল, সেই সকল গাছ বৃদ্ধিশীল হইলে ১৮০৪ সালে পরিমাণ করিয়া দেখা যায় যে, ভূমি হইতে সাড়ে তিন ফিট করিয়া গুঁড়ি সকল উচ্চ হইয়াছিল আর তাহাদের বেড় ৩।৪ ফিট করিয়া মোটা হয়। বৃক্ষের এই উচ্চতা পরিমাণানুসারে অবশ্য সমধিক হইয়াছিল বলিবার আবশ্যক নাই।

ঐ সকল চারা এক বৎসর মাত্র বয়ঃক্রমের সময় রাজামন্ত্রি সরকার হইতে আনীত হয়, তাহাতে ১৭ বৎসর মধ্যে ঐ প্রকার বৃদ্ধিশীল হইয়া উঠে। অতএব এতাদৃশ স্বল্পকালের মধ্যে যদিস্যাৎ ঐ গাছ এবম্প্রকার বৃদ্ধিযুক্ত হইয়া জাহাজ নির্মাণের উপযোগী হইল তবে ইংলণ্ডের ওক গাছের সহিত ইহার তুলনা করিয়া ইহার বিষয়ে মনোযোগ ও উৎসাহ দেওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। এই গাছের চারা বীজ

হইতে কি প্রকারে উৎপন্ন হয় আদৌ তদ্বিষয়ে কিঞ্চিদ্বক্তব্য আছে, যেহেতু বারম্বার দেখা গিয়াছে এক গাছের বীজ লইয়া বপন করতঃ কেহ বা কৃতকার্য হয়েন কাহারও বা যত্ন নিতান্ত বিফলে যায়।

সেগুনের ফল অতিশয় শক্ত, তাহার মধ্যে চারিটা করিয়া গহ্বর আছে, প্রত্যেকে এক একটা বীজ থাকে। সেই বীজ ভূমির মধ্যে বপন করিলে ১৮ মাস পর্যন্ত তাহা হইতে গাছ উৎপন্ন হইতে পারে। সেগুনের বীজ অক্টোবর মাসে সুপক্ব হয়; সেই সময় গাছ হইতে তুলিয়া লইয়া তাহার পর বর্ষার প্রারম্ভে অথবা উত্তরপশ্চিম দিকে বায়ু বহিতে আরম্ভ হইলে রোপণ করিতে হয়। যদিস্থাৎ ঐ সময়ে বীজ বপন করা যায় (ঐ সময়ের পূর্বে রোপণ করিলে আরো ভাল হয়) তাহা হইলে চৌকার উপরি আচ্ছাদন দিয়া ছায়া করিয়া তন্মধ্যে এক২ ইঞ্চ অন্তর করিয়া পুঁতিবে ও তাহার উপরে এক ইঞ্চের চতুর্থ ভাগ পরিমাণে মৃত্তিকা দিয়া আচ্ছাদন করিয়া দিবে, পরে পচা খড় অথবা ঘাস সেই মৃত্তিকার উপর ছড়াইয়া দিবে, অপর শুখার সময়ে সর্বদা জল দিবে, তাহা হইলে মৃত্তিকা সরস থাকিবে। এইরূপ করিয়া বপন করিলে চারি সপ্তাহের পর আট সপ্তাহ মধ্যে ঐ সকল বীজের প্রত্যেক হইতে এক অবধি চারিটা পর্যন্ত চারা হইবে। কখন২ এরূপ ঘটনা হয় যে অনেক বীজ উক্ত নিয়মিত সময়ের মধ্যে অঙ্কুরিত না হইয়া দ্বিতীয় বা তৃতীয় বৎসরে অঙ্কুরিত হয়; যদিও এরূপ ঘটনা সর্বদা হয় না বটে, তথাপি এমত ভূমিতে বীজ বপন করা কর্তব্য যাহা পর বৎসরের বর্ষাপর্যন্ত অঙ্কুর হইবার অপেক্ষায় রাখা যাইতে পারে। এবিষয়ে প্রণিধান না করাতে অনেক ব্যক্তি ইহার কোন২ বীজ অকর্মণ্য বোধ করিয়া সেই ভূমি খনন পূর্বক তাহাতে অন্য শস্য বুনিয়া পরিশ্রম বিফল করেন।

সেগুনের চারা উৎপন্ন হইবার সময় অতি ক্ষুদ্র থাকে, কপিশাকের চারা প্রথমতঃ যেরূপে বাহির হয় প্রায় তদ্রূপ হইয়া থাকে, কিন্তু অতি অল্পকাল মধ্যে বাড়িয়া উঠে। চারা সকল বাহির হইয়া এক বা দুই ইঞ্চ উচ্চ হইলে তুলিয়া লইয়া অন্য স্থানে ছয়২ ইঞ্চ অন্তরে এক একটা করিয়া পুঁতিয়া দিতে হয়, সেখানে আগামি বর্ষা পর্যন্ত থাকিবে। এক বৎসর পরে তথা হইতে তুলিয়া লইয়া যেখানে বরাবর থাকিবে সেই স্থানে পুঁতিয়া দিবে। মধ্যে একবার অন্য স্থানে না পুঁতিয়া চারা সকল দুই বা তিন ইঞ্চ উচ্চ হইলে যেখানে বৃদ্ধিশীল হইবে একেবারে তথায় রোপণ করিলেও গাছ হইতে পারে, কিন্তু এপ্রকারে রোপণ করা বড় ভাল নহে এতদপেক্ষা পূর্বোক্ত নিয়ম উত্তম, কেননা এক স্থানে থাকিয়া চারা-সকল তিন চারি ইঞ্চ উচ্চ হইলে তাহাদিগকে স্থানান্তরে রোপণ করিতে অনেক ব্যাঘাত

হইবার সম্ভাবনা আছে, অর্থাৎ মূল শিকড় নষ্ট হইতে পারে তাহাতে চারার বৃদ্ধি বিষয়ে হানি এবং কখন২ গাছ শুষ্ক নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভব।

কলিকাতার চতুর্দিকে এই গাছ অতিশয় বাড়িয়া উঠে, পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, যৎসামান্য তদারক করাতে কোন২ বৃক্ষ বিশেষ বৃদ্ধিশীল হইয়াছে কিন্তু এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে নিম্ন অথবা জলপ্লাবিত ভূমিতে ইহার বীজ বপন অথবা চারা রোপণ করিলে ফল দর্শে না। অপর যে স্থানে চারা পুঁতিবে তথায় বন্য বৃক্ষ বা তৃণাদি না জন্মে এ বিষয়ে সর্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে ও শুখার সময় প্রথম বৎসরে অল্প২ জল দিবে। যে সকল ভূমি উত্তম এবং যাহাতে উলু অধিক না জন্মে সেই সমস্ত জমিই সেগুন চারা রোপণের উৎকৃষ্ট স্থান, ঐ প্রকার ভূমিতে চারা রোপণ করিয়া ছয় মাস তদারক করিলে তাহার পরে আর ঐ সকল চারার প্রতি সাবধান করিতে হয় না, অঙ্কুর হওয়া অবধি দুইবার দুই স্থানে রোপণ করাতে সে সময় তাহাদের বয়ঃক্রমও ১৮ মাস হয়। ঐ সময় চারা সকল ভূমির উর্বরত্বের তারতম্যানুসারে ৫ অবধি ১০ ফিট পর্যন্ত উচ্চ হয়, সুতরাং কেবল উত্তর পশ্চিমা বায়ু ব্যতীত অন্যান্য উৎপাত হইতে আপনা হইতেই রক্ষিত হয়।

সেগুন গাছের চারা যেখানে থাকিয়া বৃদ্ধিশীল হইবে তথায় কত অন্তর করিয়া চারা সকল রোপণ করিবে—এতদ্বিষয়ে উপদেশ দিবার আবশ্যক নাই, কৃষিকারীরা স্ব২ বুদ্ধিতে তাহা স্থির করিতে পারিবেন। ফলতঃ ওক গাছ যে প্রকার অধিক অন্তর করিয়া রোপণ করিতে হয় সেগুনের চারা তদ্রূপ অধিক অন্তর করিয়া রোপণ করিতে হয় না; ওক গাছের শাখা সকল বক্র হয় এবং তাহা বাঁকা করা আবশ্যকও বটে, কেননা তাহা জাহাজ ইত্যাদির বাঁকা কর্মে লাগে। কিন্তু সেগুন গাছ স্বভাবতঃ সরল হয় এবং বঙ্গদেশে প্রায় সকল প্রকার সরল গঠনাদিতেই ব্যবহার্য হয়। এদেশের বাঁকা গঠনে প্রায় শিশুকাষ্ঠ ব্যবহার করিয়া থাকে অতএব সেগুন কাষ্ঠ যত সরল হয় ততই কর্মণ্য হইতে পারে, ইহাতে এই গাছের চারা অধিক অন্তর করিয়া রোপণ করিবার আবশ্যক নাই। ৮।১০ ফিট অন্তর পাঁচ পাঁচটি গাছ অর্থাৎ চারিদিকে চারিটি ও মধ্যে একটি করিয়া পুঁতিলেই হইবে। ফলতঃ চারা সকল ঐরূপে পরস্পরের সন্নিকটে রোপণ করিলে গাছ অধিক সরল হইতে পারিবে, ইহাতে অপর লভ্য এই যে, চারা সকল ক্ষুদ্রতাবস্থায় ঝড় ও উত্তর পশ্চিমা বায়ু হইতে পরস্পর রক্ষিত হইতে পারিবেক। ঐ সকল চারা বাড়িয়া উঠিলে কতক গাছ কাটিয়া পাতলা করিয়া দিতে পারা যায়, সেই সকল কাটা গাছের কাষ্ঠ বৃথা নষ্ট হয় না, অনেক কর্মে লাগে। এ দেশে

সেগুনের বীজ যথেষ্ট পাওয়া যায় এবং এক শত বিঘা ভূমির মধ্যে বহু শত গাছ হইতে পারে, সুতরাং কতক গুলা ছোট গাছ কাটিয়া ফেলিলেও ক্ষতি বোধ হইবেক না, আর বীজ সুলভ, এ প্রযুক্ত অপকৃষ্ট ভূমিতেও অধিক চারা রোপণ করিলে হানি নাই।

যদিস্যাৎ ১০ ফিট অন্তর করিয়া পাঁচ২ চারা পূর্বোক্ত প্রকারে শ্রেণীপূর্বক রোপণ করা যায় তাহা হইলে বাঙ্গালা এক২ বিঘা ভূমিতে ১৪৪টা গাছ থাকিতে পারিবে। প্রথম বৎসরে ঐ সকল গাছের অর্দ্ধেক কাটিয়া ফেলিতে হইবে, কেননা তাহা না করিলে অবশিষ্ট বৃক্ষসকল বৃদ্ধির নিমিত্ত স্থান পাইবেক না, কিন্তু সে সময়ে ঐ সকল গাছ এক একটা এক২ টাকায় বিক্রয় হইতে পারিবে।

তদনন্তর দশ অবধি বিশ বৎসরের মধ্যে অবশিষ্ট গাছের অর্দ্ধেক কাটিয়া ফেলিতে হইবে, কেননা তাহা না করিলে তদবশিষ্ট বৃক্ষ সকল যথেষ্ট স্থান পাইয়া সমধিক বৃদ্ধিশীল হইতে পারিবেক না, কিন্তু তৎকালে ঐ সকল বৃক্ষের এক একটা চারি টাকা মূল্যে বিক্রীত হইতে পারিবে।

তৎপরে বিশ অবধি পঁচিশ বৎসরের মধ্যে তদবশিষ্ট গাছেরও অর্দ্ধাংশ কাটিয়া ফেলিবে তাহা হইলে প্রথম রোপিত চারার অষ্টম ভাগ মাত্র থাকিবে এবং সে সকল প্রচুর স্থান পাইয়া উত্তমরূপে বৃদ্ধিশীল হইবে, কিন্তু তৎকালে যে সকল বৃক্ষ কাটা যাইবে তাহার প্রত্যেকটা আট টাকা মূল্যে বিক্রয় হইতে পারিবে। অবশিষ্ট যে সকল গাছ বৃদ্ধির নিমিত্ত থাকিবে সে সকল সম্পূর্ণরূপে বড় হইলে তাহাদের গুঁড়ি ৩০ ফিট উচ্চ ও ৪ ফিট মোটা হইবে, তাহাতে কাষ্ঠ ব্যবসায়িদিগের পরিমাণানুসারে ১২ ইঞ্চ ইস্কোএর কাষ্ঠ হইবে। এইরূপ হইলে গাছের দৈর্ঘ্যাদি সমুদায় ত্রিশ কিউবিক ফিট অথবা ওজনে প্রায় ৩৬।৩৭ মোন হইবে, যদিস্যাৎ এক কিউবিক ফুটের মূল্য গড়ে এক টাকা হয় তাহা হইলে এক২ গাছে ৩০ টাকা হইতে পারিবে। সেগুন কাষ্ঠ এদেশে যে প্রকার বিবিধ কার্যে লাগে তাহাতে কস্মিন্ কালে ইহার মূল্য ন্যূন হইবে এমত বোধ হয় না। এতদ্দেশে বাণিজ্য কার্যের বৃদ্ধি হওয়াতে ক্রমে জাহাজ নির্মাণ অধিক হইবে তাহাতে ইহার মূল্য বরং বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা, আর যদিস্যাৎ ন্যূন মূল্যই ধরা যায় তাহা হইলেও প্রত্যেক ইস্কোএর বিঘায় যে ৪২টা করিয়া গাছ অবশিষ্ট থাকিবে তাহার এক একটার মূল্য অন্ততঃ ২০ টাকাও হইতে পারিবেক।

অতএব এক বিঘা জমিতে সেগুন গাছ রোপণ করিলে ত্রিশ বৎসরে নিম্ন লিখিত প্রকার লভ্য হইবেক।

প্রথম দশ বৎসর মধ্যে ১৭০ টা গাছ কাটিতে হইবে, তাহার প্রত্যেকের
মূল্য এক টাকার হিং ১৭০
দ্বিতীয় দশ বৎসর মধ্যে আর ৮৫ টা বৃক্ষ ছেদন করিতে হইবে, তাহার
এক একটার মূল্য ৪ টাকার হিং ৩৪০
তদনন্তর পাঁচ বৎসর পরে ৪৩ টা কাটা যাইবে তাহার প্রত্যেকের মূল্য
৮ টাকার হিং ৩৪৪
শেষে ত্রিশ বৎসর পরে অবশিষ্ট ৪২ টা গাছ ন্যূনকল্পে ২০ টাকার
হিসাবে বিক্রীত হইলে ৮৪০

অতএব এক বিঘা ভূমি হইতে ত্রিশ বৎসর পরে সমুদায়ে লভ্য
... ... টাকা ১৬৯৪

কেবল গুঁড়ি হইতে উক্ত প্রকার লভ্য হইতে পারিবে, তদ্ভিন্ন গাছের বৃহৎ ২ শাখা সকল অনেক কর্মে লাগিবাতে সে সকল বিক্রয়েও অধিক আয় হইতে পারিবেক।

উক্ত ষোল শত টাকা হইতে ভূমির ত্রিশ বৎসরের খাজানা ও বৃক্ষ রোপণ, বেড়া দেওন এবং প্রথম ২ কয়েক বৎসর তত্বাবধারণের খরচা বাদ পড়িবেক।

জমীর খাজানা এদেশে উচ্চকল্পে বিঘাপ্রতি তিন টাকার অধিক নহে
অতএব বিঘাপ্রতি তিন টাকা খাজানা ধরিলে ত্রিশ বৎসরে সমুদায়
রাজস্ব ৯০
বৃক্ষ রোপণ ও বেড়া দেওনের খরচ অনুমান ২০
প্রথম পাঁচ বৎসর তত্বাবধারণ নিমিত্ত এক জন লোকের বেতন শালিয়ানা
৩৬ টাকার হিং ১৮০
তদনন্তর ২৫ বৎসর এক ব্যক্তি তিন বিঘা জমীর গাছ তাদারক করিতে
পারে তাহাকে বিঘা প্রতি শালিয়ানা ১২ টাকা অথবা ৩৬ টাকার
হিসাবে মাহিয়ানা দিলে ত্রিশ বৎসরে ৩০০

অতএব এক বিঘা ভূমির নিমিত্ত ত্রিশ বৎসরে সমুদায় খরচ ... ৫৯০

যে ভূমিতে সেগুন গাছ রোপণ করা যায় তাহাতে গাছ ক্ষুদ্র থাকিবার সময় প্রথম কয়েক বৎসর গাছের মধ্যে২ আলু, কলাই, লাউ ইত্যাদি রোপণ করা যাইতে পারে, তাহা হইতে যে আয় হয় তদ্দ্বারা ঐ সময়ে গাছের প্রতি পরিশ্রমের বেতন পোষাইবার সম্ভব। তদনন্তর আর কোন খরচ নাই কেবল পশ্বাদির নিবারণার্থ একটা বেড়া করিয়া দিতে হইবেক।

সেগুন গাছ ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত থাকিতে পারে এই অনুমান করিয়া তদনুসারে

তাহার মূল্য নির্ধারণ করা গেল, কিন্তু ঐ কাল অপেক্ষাও অধিক বৎসর ঐ গাছ থাকিতে পারে তাহাতে গাছের পরিমাণ বৃদ্ধি হইলে সুতরাং মূল্যেরও বৃদ্ধি হইতে পারিবেক।

থোমেস বারনেট সাহেব গবর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটরি জি. এইচ. বারলো সাহেবকে ইংরাজী ১৭৯৯ শালে ৮ নবেম্বরে যে এক পত্র লিখিয়াছিলেন, পূর্বোক্ত বিবরণ সঙ্গে তাহার তাৎপর্য যোগ করা উপযুক্ত বোধ হওয়াতে নিম্নে তন্মর্ম প্রকাশ করা যাইতেছে।

"কিয়দ্বৎসর গত হইল এদেশের ভিন্ন২ প্রদেশে সেগুন গাছ উৎপন্ন করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের আদেশে কতকগুলা সেগুনের চারা নানা স্থনে প্রেরিত হইয়াছিল, সেই সময়ে জেলা রামপুর বোয়ালিয়াতেও কতক চারা পাঠান যায়। কিন্তু এই শেষোক্ত স্থানে ঐ সকল চারা অতি আশ্চর্য প্রকারে বৃদ্ধিশীল হইয়াছে—এখন সে সকলের উচ্চতা বিশ ত্রিশ ফিট ও বেড় প্রায় এক ফুট হইবে, ঐ সকল কাষ্ঠ অতিশয় শক্ত, এক্ষণে এমত বোধ হয় যে তাহা পেগু দেশের সেগুন কাষ্ঠ অপেক্ষা ভাল।"

২। কুসুম ফুলের চাস এবং বাণিজ্যার্থ বড়ি প্রস্তুত করিবার প্রণালী

ঢাকা অঞ্চলে কুসুম ফুলের চাস কিপ্রকারে হইয়া থাকে এবং বাণিজ্যার্থ তাহার বড়ি কিরূপে প্রস্তুত হয় তদ্বিষয় বর্ণনা করিতেছি।

অনেক দিনের পুরাতন চর ভূমি কিম্বা উচ্চ জমি যেখানে বৎসর২ বন্যার জল আসিয়া প্লাবিত করে এরূপ তেজাল বালুকাময় ভূমিই কুসুমফুল চাসের উপযুক্ত। ঐ জমিতে বন্যার জল শুকাইয়া গেলে দুই তিন বার লাঙ্গল দিবে, পরে মই দিয়া মাটি সমান করিয়া দিবে, তদনন্তর ঐ মাটিতে যে সকল ক্ষুদ্র গাছ এবং পূর্ব ফসলের গোড়া থাকে তাহা উত্তমরূপে বাছিয়া ফেলিবে, তৎপরে তাহাতে বীজ ছড়াইবে। ১০২ হাত লম্বা এবং ৮৫ হাত চৌড়া এমত এক বিঘা জমিতে ছয় সের বীজ হইলে যথেষ্ট হইবে। বীজ ছড়ান হইলে আর এক বার লাঙ্গল দিতে হইবে তাহার পর এক বার এইরূপে মই দিবে যেন তাহার দ্বারা বীজ সকল দুই তিন ইঞ্চ মাটির নীচে পড়ে। এই প্রকারে বীজ বপন হইলে অল্প দিনের মধ্যেই চারা বাহির হইবে, তাহার পর যেপর্যন্ত চারা সকল ১০ বা ১২ ইঞ্চ উচ্চ না হয় তাবৎপর্যন্ত তাহার মধ্যস্থ গাছ গাছড়া নিড়াইয়া দিতে হইবেক। চারা দশ বারো ইঞ্চ বড় হইলে তাহার মধ্যে অন্য গাছ জন্মিতে পারে

না, কেবল চারাই বৃদ্ধিশীল হইতে থাকে অতএব তাহার পর নিড়াইবার আবশ্যক নাই। কার্তিক মাসের পহিলা অবধি অগ্রহায়ণ মাসের দশই পর্যন্ত অথবা ইংরাজী অক্টোবর মাসের মধ্য হইতে নভেম্বর মাসের শেষ পর্যন্ত বীজ বপনের উত্তম সময়, ঐ সময়ের মধ্যে যত অগ্রে বীজ বপন হইবে ততই ফসলের পক্ষে মঙ্গল, কেননা প্রথম২ রোপণ করিতে পারিলে ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে অথবা মার্চ মাসের প্রথমে যে উত্তর পশ্চিমা বাতাস বহে তাহাতে ফসলের হানি হইতে পারিবে না। বৃষ্টির সময় ফুল তুলিতে গেলে অত্যল্প ফুল পাওয়া যায় এবং তাহার গুণও ভাল হয় না। ঝড় বাতাস দ্বারা কুসুম ফুলের যে হানি হয় তাহার প্রতীকারের উপায় আছে এবং ঐ ক্ষতি শুধরান যাইতে পারে, কিন্তু শিলাবৃষ্টি হইলে সমুদায় ফসল নষ্ট হইয়া যায়, তাহা শুধরাইবার উপায় মাত্র নাই। যাবৎ গাছে কুঁড়ি থাকে তাবৎ পর্যন্ত ফুল তোলা ও তদ্দারা বড়ি প্রস্তুত হইতে পারে, পরন্তু যদিস্যাৎ ভাল সময় হয় তাহা হইলে মে মাস পর্যন্ত ঐ২ কর্ম হইতে পারে।

জানুয়ারি মাসের মধ্যভাগেই কুসুম ফুলের গাছে কুঁড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। এই সময় হইতে এক ২ দিন অন্তর ফুল তুলিবে, ফুল তুলিবার সময় কৃষিকারিকে আপনার কোমরে এক খান কাপড় জড়াইয়া কোঁচড় করিতে হইবে, ডাইন হাতের দুই তিনটী আঙ্গুল দিয়া ফুলের পাবড়ীগুলি আস্তে ২ তুলিয়া কোঁচড়ে রাখিবে এবং পাবড়ীর সঙ্গে বোঁটা অথবা শুক্না পাতা কোন প্রকারে না আসিতে পারে এবিষয়ে বিশেষ সাবধান হইবে। এইরূপে ফুল তোলা হইলে সন্ধ্যাকালে সে সকল একত্র করিয়া জল দিয়া ঈষৎ ভিজাইয়া পিষিবে, পরে একটা চৌড়া গামলায় ফেলিয়া রাখিবে এবং তাহার উপরে অনুমান করিয়া এত জল দিবে যেন প্রাতঃকাল পর্যন্ত ভিজা থাকিতে পারে। পর দিন প্রাতঃকালে ঐ সকল পিষ্ট কুসুম ফুলের অনাবশ্যক জরদা রঙ্গের রস ঝরাইবার নিমিত্ত একখান দরমা এক দিকে কিছু উচ্চ করিয়া পাতিবে এবং গামলা হইতে ঐ পেষা ফুল লইয়া তাহার উপরে ফেলিবে, এক২ খান দরমায় আধ গামলা পেষা ফুল ধরিতে পারে, ঐ পরিমাণে ঐ পিষ্ট ফুল দরমায় রাখিয়া দুই হাতে দুইটা কাঠি ধরিয়া তাহার উপর ভর দিয়া সেই পেষা ফুল পদদ্বারা মর্দন করিতে থাকিবে। ঐরূপে মাড়াইতে২ সমুদায় জরদা রঙ্গের রস নির্গত হইয়া পড়িয়া যাইবে, রস গড়াইয়া শুষ্ক হইলে তাহার উপর জল ছিটাইয়া পুনর্বার সরস করতঃ মাড়াইতে থাকিবে, কেননা এইরূপ করিলে সমুদায় জরদা রঙ্গ নিঃশেষ রূপে নির্গত হইবে। এই প্রকারে জরদা রঙ্গ নিঃশেষ রূপে নির্গত হইবে। এই

প্রকারের জরদা রঙ্গ নির্গত হইয়া গেলে ঐ পিষ্ট ফুলে আকরোটের মত বড় করিয়া বড়ি পাকাইবে এবং পাকাইবার সময় হাত দিয়া চাপিয়া অবশিষ্ট রসও নির্গত করিবে। পরে গুনচটে অথবা দরমার উপরে চেপটা করা বড়ি ফেলিয়া শুকাইলেই বাণিজ্যের উপযুক্ত কুসুমফুলের বড়ি হইবে। কুসুমফুলের চাষ করিয়া বিঘা প্রতি যদিস্যাৎ ৮ বা ৯ সের ঐরূপ বড়ি পাওয়া যায় তাহা হইলে উত্তম ফসল হইল।

রাইয়তদিগের পক্ষে কুসুম ফুলের চাস অধিক লভ্যদায়ক, কেননা এই চাসে উচ্চকল্পে ৭ বা ৮ মাস মাত্র জমি আবদ্ধ থাকে তাহার পরে সেই ভূমিতে বর্ষার ফসল আমন ধান্য হইতে পারে। কুসুম ফুলের চাস করিলে ফুল অপেক্ষা বীজই অধিক হয় বটে, কিন্তু সে সকল বীজ বৃথা যায় না। বাজারে এক২ মোন এক২ টাকা মূল্যে বিক্রয় হয়, যে সকল বীজ মন্দ, পর বৎসরে বুনানীর যোগ্য না হয় তাহা একত্র করিয়া কুটিয়া সিদ্ধ করিলে তাহা হইতে এক প্রকার তৈল বাহির হয়, কিন্তু ঐ তৈল দুর্গন্ধ, তাহাতে খাদ্য সামগ্রী পাক করা হইতে পারে না, কেবল জ্বালানি হইয়া থাকে। অপর বীজের ছাল সকলও নষ্ট হয় না, তাহা গোবৎসাদি পশুর ও হাঁস মুরগি ইত্যাদি পক্ষীর আহার হয়, আর কুসুম ফুলের শুক্না কাঠি সকলও ব্যর্থ নষ্ট হয় না, তাহা দীন দরিদ্র লোকের জ্বালানি কাষ্ঠ হয়।

কলিকাতা নগরে কুসুম ফুলের বাণিজ্য বৃদ্ধি হওয়াতে কয়েক বৎসরাবধি উহার চাস অধিক এবং মূল্যের বৃদ্ধি হইয়াছে, অনেক অনেক বাণিজ্য-কারিদিগের মোক্তিয়ারেরা যেখানে কুসুম ফুলের চাস ও বড়ি প্রস্তুত হয় তথায় গিয়া ক্রয় করিবার নিমিত্ত উপস্থিত থাকে, যেমন প্রস্তুত হয় ক্রয় করিয়া লয়। গত বৎসর যে ফসল হইয়াছিল তাহার মধ্যে উত্তম প্রকার ফসলের মোন পঞ্চাশ অবধি পঞ্চান্ন টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে। কুসুম ফুলের সকল প্রকার বড়ির গুণ সমান দেখা যায় না, ভিন্ন২ হইয়া থাকে; তাহার কারণ এই এদেশের কৃষি-জীবিরা তাহাতে ভেজাল দেয়। নীলকরেরা যেমন নিজ চাস করে তাহার মতে কোন২ বাণিজ্যকারী স্বয়ং ঐ চাসে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের লভ্য হয় নাই, ফলতঃ প্রস্তুত করা কুসুম ফুলের বড়ি ক্রয় করিতে যত লাগে নিজে চাস করিয়া বড়ি প্রস্তুত করিলে অধিক খরচা পড়ে। তুলা, মরিচ, শণ এবং অন্যান্য বাঙ্গালা চাস রাইয়তেরা নিজে করিলে তাহাতে তাহাদের লাভ হয়, কেননা সপরিবারে চাসের কার্য করিয়া থাকে, তাহাদের নিজ চাসে গাছ নিড়ান ও ফুল তোলা এই দুই কর্ম স্ত্রীলোকদের হইতেই হয়, অপর সপরিবারে

সর্বদা ক্ষেত্রের প্রতি মনোযোগী থাকাতে গোরু বাছুরে হানি করিতে পারে না, ফলতঃ এই সকল কারণেই চাসারা নিজে চাস করিলে তাহাদের লভ্য হয়, ইংরাজেরা চাস করিতে গেলে তাঁহাদের ক্ষতি হইয়া থাকে। পূর্বে কুসুম ফুল কেবল হরিদ্রা রঙ্গের জন্য প্রস্তুত হইত, তাহার সারভাগের গুণ অজ্ঞাত থাকাতে তাহা সিটার ন্যায় ফেলিয়া দিত।

৩। ইক্ষুর চাস

ফাল্‌গুন ও চৈত্র মাসের দশ বারো দিনের মধ্যে জমিতে চাস দিতে হইবেক। লাঙ্গল চারি বারের কম হইবেক না, অধিক দিতে পারিলে ভাল। তাহার পরে খইল, গোবর ও দেয়াল ভাঙ্গা মাটি জমিতে মিশাইয়া আবার লাঙ্গল দিবে। তাহার পরে মই দিয়া জমি তৈয়ার করিতে হইবে। এইরূপ করিলে মাটি ধূলার ন্যায় হইবে তাহার পরে জমিতে দাঁড়া টানিতে হইবে তাহা হইলে দাঁড়ার মধ্যে২ এক২ জোল হইবে, সেই জোলের মুটম হাত অন্তরে ইক্ষুর বীজ পুঁতিতে হইবে। বীজ পুঁতিবার সময় খইলকে ঢেঁকিতে কুটিয়া মিহিন করিয়া এক২ খাদে এক২ পোয়া দিবে। বীজ পোতা হইলে তুই সপ্তাহ পর্যন্ত রোজ ২ এক ২ সের জল এক ২ গাছের গোড়ায় দিতে হইবে। পোনর দিন পরে গোবরের সার ও খইল মিশাইয়া গাছের গোড়ায় দিয়া মাটি খুঁচিতে হইবে। ঐ বীজের গোড়া চারি পাঁচ দিন শুক্‌না করিতে হইবেক, শুষ্ক হইলে পরে জল সেঁচিয়া দিতে হইবে। জল মাটিতে টানিয়া আসিলে দাঁড়ার মাটি বীজের গোড়ায় দিতে হইবে। এইরূপ করিলে ইক্ষুর প্রথম পাইট হইবে। এই প্রকার সেঁচ ও দাঁড়া টানা তিন বার করিতে হইবে। এই রূপ করিলে গাছ যদ্যপি গজিয়া না উঠে তবে পুনরায় সেঁচ দিতে হইবে যখন তুই ফুট আন্দাজ গজিয়া উঠিবে তখন পাতা বান্ধিতে ও ভাঙ্গিতে হইবে ও ক্ষেতের মধ্যে ঘাস পালা সাফ করিতে হইবে ও ইক্ষু শুষ্ক হইলে সেঁচ দিতে হইবে। এরূপ করিলে গাছে পোকা ধরিতে পারিবে না। ফাল্‌গুন মাসে আউক কাটিবার লায়েক হইবে। এক ফসল বাদে আউকের মুড়ি রাখিলে আর এক ফসল হইতে পারে। কিন্তু সে ফসলের নিমিত্ত অধিক পাইট দরকার করে না। আউক কাটা হইলে ঘাস পালা সাফ করিয়া গাছের গোড়ায় এক ২ সেঁচ জল দিতে হইবে তাহার পর জমিতে কোপ দেওয়া আবশ্যক। পরে সার মাটি দিতে হইবেক ও মাসে ২ একটা ২ সেঁচ দিতে হইবেক। উপরোক্ত প্রকারে পাতা ভাঙ্গিয়া ও বান্ধিয়া দিতে হইবেক।

ইক্ষুর চাস জন্য উচ্চ দো আঁসলা মাটি চাই। এক বিঘা জমিতে চাস করিতে

গেলে ২৫। ৩০ টাকা খরচ পড়ে। তাহাতে প্রায় ৬০। ৭০ টাকার ইক্ষু তৈয়ার হইতে পারে। সেই ইক্ষুকে মাড়িয়া গুড় করিলে ১০০ টাকা হইতে পারে।

উপরে কেবল দেশী আউকের সংক্রান্ত বিষয় বলা গেল। দেশী আউকের অপেক্ষা ওটাহিটি ও চিনদেশের আউকে অধিক গুড় পাওয়া যায়। ওটাহিটি আউক মোটা ও আবাদ করিতে গেলে অনেক জায়গা লাগে। চিনের আউক সরু সুতরাং কম জায়গা লয়। কিন্তু এক বিঘা জমির ওটাহিটি ও চিনের আউকের গুড় বাহির করিলে চিনের আউকের গুড় ওজনে ভারি হইবে, এইজন্য চিনের আউক আবাদ করিলে অধিক লাভ হইতে পারে। চিনদেশের আউক বড় শক্ত, এ কারণ তাহাতে পোকা লাগিতে পারে না ও অধিক তাত হইলেও হানি হয় না। এক বিঘাতে ঐ আউক চাস করিলে ২০০ মোন আউক পাওয়া যায়। দেশী আউকেতে ১৫০ মোনের অধিক হয় না। চিনের আউক হইতে যে গুড় হয় তাহার ছিবড়ের সহিত ওজন করিলে গুড়ের ওজন অর্দ্ধেকের অপেক্ষা ভারি হইবে। চিনের আউক সরু বটে, কিন্তু লম্বে দশ বারো ফিট হয় ও কাটা হইলে এক২ আউকের গোড়া হইতে প্রায় কুড়িটা আউকের চারা হইতে পারে।

ইংরাজী ১৮৫৪ সালের জুলাই মাস অবধি ১৮৫৫ সালের জুন মাস পর্যন্ত কলিকাতা হইতে বিলাত ও অন্যান্য দেশে ১২৮৯৫৪৩ মোন আউকো ও খেজুরে চিনি রপ্তানি হইয়াছে তাহার মধ্যে বিলাতে ৮৮২৪৯৯ মোন গিয়াছে। বিলাতে ১১৭৬০০০০ মোন চিনি বৎসর ২ খরচ হয়। এদেশ হইতে যত চিনি রপ্তানি হয় বোধ হয়, তাহার চারি পাঁচ গুণ অধিক এখানে জন্মে ও খরচ হয়।

৪। ফ্লাক্সের চাস।

যে গাছে তিসি হয় সেই গাছে ডাঁটার আঁষে ফ্লাক্স তৈয়ার হইয়া থাকে। বিলাতে প্রতি বৎসর ২২৫২৬৮ টন অর্থাৎ প্রায় এক ক্রোর মোন ফ্লাক্স আমদানী হয়। তথায় ঐ দ্রব্য নানা কর্ম্মে লাগে কিন্তু খরচার পড়্তা অধিক হয় অতএব অনেকে তাহাতে কেবল পরিবার কাপড় তৈয়ার করিয়া থাকে। ফ্লাক্সে যে সকল কাপড় প্রস্তুত হয় কাপাসের কাপড় অপেক্ষা সে সকল অধিক দামে বিক্রয় হইয়া থাকে।

ইদানিং এদেশের অনেকস্থানে ফ্লাক্সের গাছের চাস হইয়াছে, কিন্তু চাসী লোকেরা তাহাতে কি প্রকারে অধিক তিসি জন্মিবেক এই বিষয়েই ব্যস্ত থাকে, ফ্লাক্স তৈয়ার করণের বিষয়ে মনোযোগ করে না। কিয়ৎকাল হইল ইংরাজ ও ফরাসিদের রুশিয়ার সহিত লড়াই হওয়াতে রুশিয়া দেশ হইতে বিলাতে তিসির

আমদানী প্রায় বন্ধ হইয়াছিল। এদেশ হইতে যে তিসি রপ্তানি হইত তাহাতেই বিলাতে কর্ম চলিয়াছিল, স্থতরাং এখানকার লোকদের তিসির ব্যবসাতে কয়েক বৎসর অধিক লাভ হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে যুদ্ধের নিষ্পত্তি হওয়াতে রুশিয়া হইতে পূর্বের ন্যায় বিলাতে তিসির আমদানী হইবে অতএব এখন এদেশের চাসী লোকদের কেবল তিসির উপর নির্ভর করা উচিত হয় না। এক্ষণে তিসির গাছ হইতে ফ্লাক্স তৈয়ার করিতে মনোযোগ করিলে ভাল হয়। ফ্লাক্স তৈয়ার করণে অধিক যত্ন করিলে তিসি অপেক্ষা তাহাতে অধিক লভ্য হইবেক। যদিও রুশিয়া ও অন্যান্য দেশ হইতে বিলাতে ফ্লাক্স অমেদানী হইতেছে, তথাচ সেখানে ঐ দ্রব্য দিন ২ নানা কর্মে অধিক ব্যবহার হওয়াতে তাহার খরচ বৃদ্ধি হইতেছে, অত-এব ভালরূপে তৈয়ার করিয়া তথায় পাঠাইলে অলাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। ভাল রকমের ফ্লাক্স বিলাতের সকল স্থানেই দামে বিক্রয় হয়, ঘেটে রকমের ফ্লাক্স যদিও তথায় অধিক কাটে না তথাচ ডণ্ডি* দেশের কলে তাহারও অধিক কাট্‌তি আছে।

এদেশে এক্ষণে যে ভালরূপ ফ্লাক্স তৈয়ার হয় না তাহার কারণ এই, যে ক্ষেতে বীজ বুনিয়া ফ্লাক্সের গাছ করে সেই ক্ষেতে সরিষা ও অন্যান্য রবিশস্য বুনিয়া থাকে। সঙ্গে২ ঐ সকল গাছ হওয়াতে ফ্লাক্সের গাছের তেজ থাকে না, স্থতরাং তাহা হইতে ভাল আঁষ হইতে পারে না।

যদি ভালরূপে ফ্লাক্স তৈয়ার করা অভিপ্রায় হয় তাহা হইলে ক্ষেতে কেবল তিসির বীজ ঘন২ করিয়া পুঁতিবে। গাছ ঘন২ না হইলে চারিদিকে অনেক ডাল পালা বাহির হইবে তাহাতে গাছ উচ্চ হইয়া উঠিবে না। গাছ তিন চারি ফিট উচ্চ হয় এবং ডাল পালা না জন্মে ও ডাঁটা খুব সরু হয়, তাহা হইলেই ভাল ফ্লাক্স হইবেক। এদেশে অক্টোবর মাসে তিসির বীজ পুঁতিবেক তাহাতে মার্চ মাসে গাছ তৈয়ার হইবেক। ফ্লাক্সের ক্ষেত উচ্চ করিবে, উচ্চ জমিতেই বীজ পুতিবে; যে জমিতে জল পড়িলে বাহির হয় না তাহাতে কখন ফ্লাক্সের গাছ হইতে পারে না, অতএব ঐরূপ ভূমিতে কখন বীজ বুনিবেক না। ফ্লাক্সের গাছের নিমিত্ত অধিক সার দিয়া জমি তৈয়ার করিতে হইবেক, ঐ প্রকার তৈয়ারী জমিতে বীজ পুঁতিলেই গাছ তাজা হইয়া উঠিবে। কিন্তু যে জমিতে একবার ফ্লাক্সের চাস হইবেক তাহাতে সে বৎসর আর ফ্লাক্স দিবেক না, অন্য কোন দ্রব্যের চাস করিবে। তাহার পর বৎসরে ঐ জমিতে ফ্লাক্সের চাস হইতে পারিবে। অপর ফ্লাক্স চাসের নিমিত্ত জমিটি কিছু আঁটাল করা আবশ্যক, কারণ নরম মাটি

*এই সহর স্কটলণ্ড দেশে আছে—স্কটলণ্ড ইংলণ্ডের নিকটস্থ।

থাকিলে ঝড়ে ও বৃষ্টির ঝাপটে চারা সকল পড়িয়া যাইতে পারে, চারা একবার পড়িয়া গেলে তাহাকে খাড়া করা বড় কঠিন। জমিতে ফ্লাক্সের বীজ বুনা হইলে এক মাস না হইতে২ নিড়াইতে হইবেক, গাছে তিসি জন্মিয়া যখন তাহা পুষ্ট হইবে তখন তিসি পাকিবার ও পাতা ঝরিয়া পড়িবার অগ্রে জমি হইতে গাছ সকল তুলিয়া দিবেক। পরে যে প্রকারে পাট কাটিয়া জলে ফেলিয়া তাহা হইতে পাট তৈয়ার করে, সেই প্রকারে ঐ সকল গাছ জলে পচাইয়া তাহা হইতে আঁষ বাহির করিবেক। পচাইবার সময় এই বিষয়ে অধিক সাবধান হইতে হইবেক যেন গাছ অধিক না পচে, কারণ অধিক পচিলে আঁষ সকল শক্ত হইবেক না। বিলাতে সামান্য ফ্লাক্সের দর ফি টন ৩৫ পৌণ্ড হইতে ৫০ পৌণ্ড পর্যন্ত অর্থাৎ প্রতি সাতাশ মোন দশ সেরের দাম ৩৫০ টাকা অবধি ৫০০ টাকা পর্যন্ত হইয়া থাকে।

কিয়ৎকাল গত হইল বেহার অঞ্চলে ফ্লাক্স উৎপন্ন করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু ফ্লাক্স প্রস্তুত করণ বিষয়ে যত যত্ন হইয়াছিল চাসের বিষয়ে তত মনোযোগ হয় নাই এবং কল ইত্যাদি খরিদ করিতে অনেক ব্যয় হইয়াছিল, এই কারণে ঐ চেষ্টায় কোন ফলোদয় হয় নাই।

পরে পঞ্জাবদেশে ফ্লাক্সের যেরূপ চাস হইয়াছিল তাহাতে বোধ হইতেছে ঐ দেশে ভাল রকম ফ্লাক্স উৎপন্ন হইতে পারিবে। বাঙ্গালা অপেক্ষা পঞ্জাব দেশে যে অধিক ফ্লাক্স হইবে তাহাতে সন্দেহ মাত্র হয় না, কারণ পঞ্জাবে শীত অধিক এবং শীত অধিক দিন থাকে। কিন্তু অপকৃষ্ট রকমের ফ্লাক্স বাঙ্গালায় অনায়াসে জন্মিতে পারে, বিলাতে ঐ প্রকার ফ্লাক্সেরই অধিক কাট্‌তি।

৫। তুতগাছের ছাল হইতে রেসম ও কাগজ প্রস্তুত করণ।

সকলেই অবগত আছেন যে নানা প্রকার জঙ্গলিয়া ও ঘরে রাখা পোকা হইতে রেসম উৎপন্ন হয়। যে রেসম সওদাগরি কর্মে লাগে তাহা ইউরোপ ও এসিয়াস্থ তুতের পাতা খেকো অনেক রকম পোকা হইতে হয়। তুতগাছের ছাল হইতে যে রেসম হয় তাহা প্রায় ২৫০ বৎসর হইল প্রকাশ হইয়াছে। সম্প্রতি ইটেলি দেশস্থ লটিরাই নামক এক ব্যক্তি ইউরোপীয় তুতের নরম ছাল হইতে উত্তম রেসম ও ঐ ছাল জলে ভিজাইয়া অনায়াসে কাগজ তৈয়ার করিয়াছেন। ইউ-রোপীয় তুতবৃক্ষ এদেশের তুতবৃক্ষ হইতে বড়। এদেশে গাছ ছয় মাস বড় না হইতে২ পাতা সকল ছাঁটা হয় ও তিন বৎসরের পরে গাছ উপড়িয়া ফেলা হয়, একারণে গাছ প্রায় বার ফিট উচ্চ হয় ও গুঁড়ির পার্শ্বস্থ ডাল সকল সরু হইয়া

পড়ে। ইউরোপে পাতা খুব তেজাল না হইলে ছাঁটা হয় না, বৎসর ২ নূতন নূতন পাতা জন্মে, আর গাছ ৩০।৪০ ফিট উচ্চ হয় ও পার্শ্বস্থ ডাল পালা ঘন হয়। এক২ বৎসর অন্তর ঐ সকল ডাল পালা কাটিয়া জ্বালানি কাষ্ঠ হইয়া থাকে। ঐ ডাল পালার ছাল হইতে রেসম ও কাগজ তৈয়ার করা যাইতে পারে।

তুতগাছের ছালের রেসম ও কাগজ এগ্রিকলচরেল সোসাইটিতে লাটিরাই সাহেব পাঠাইয়াছিলেন। সওদাগরিতে যে রকম রেসমের কাট্‌তি, সেই প্রকার রেসম তুত গাছের ছাল হইতে প্রস্তুত হইতে পারে কি না তাহা এক্ষণে নিশ্চয়রূপে বলা যায় না, কিন্তু লিনেনের নেকড়া অপেক্ষা ঐ ছালের দ্বারা কাগজ সস্তায় তৈয়ার হইতে পারে। কয়েক বৎসর হইল বিলাতে কাগজ তৈয়ার করা অধিক হইয়াছে, কিন্তু যে ২ দ্রব্যে কাগজ প্রস্তুত হয় তাহার সংখ্যা অল্প, এ কারণ উক্ত ছালের দ্বারা কাগজ করিলে বড় কর্ম্মে আসিতে পারিবে। ইউরোপে যে তুত গাছ আছে তাহার ডাল পালাতে প্রতি বৎসর ২৫০০০০০ মোন জ্বালানি কাষ্ঠ হইতে পারে ও কাগজ করিবার জন্য ছয় লক্ষ মোন ছাল পাওয়া যাইতে পারে।

এক্ষণে এ দেশের লোকদের এই বিবেচনা করা কর্তব্য যে চারা গাছের পাতা-খেকো পোকা হইতে রেসম বাহির করিলে সে রেসম বিলাতীয় রেসমের ন্যায় ভাল হইতে পারে না। গাছ তাজা ও বড় করিলে যে পোকা তাহার পাতা খাইবে তদ্দ্বারা ভাল রেসম হইবে সেই গাছের ছাল হইতে কাগজও হইতে পারিবে।

৬। আরোরুট নামক পাল প্রস্তুত করিবার বিষয়।

ভারতবর্ষীয় আরোরুট বহুকালাবধি ওয়েষ্ট ইণ্ডিস্ দেশের উদ্যান ও শস্য ক্ষেত্রে রাশি ২ পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। একজন প্রধান কৃষক উক্ত পাল উত্তম রূপে প্রস্তুত করিবার পশ্চাল্লিখিত ধারা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

"রোপণ করিবার এক বৎসর পরে মৃত্তিকা হইতে মূল বাহির করিয়া জলেতে উত্তম রূপে ধৌত করতঃ ঢেঁকিতে কুটিয়া শাঁসের ন্যায় নরম করিতে হইবেক। অনন্তর ঐ শাঁস একটা বড় টবের মধ্যে পরিষ্কার জলে ভিজাইয়া রাখিয়া তাহাতে যে ছিবড়া থাকে তাহা নিংড়িয়া ফেলিয়া দিবে। পরে ঐ শাঁস মিশান শাদা জল মোটা কাপড়ে ছাঁকিয়া স্থির হইতে দিবে। জল স্থির হইলে পর তলস্থ শুভ্র সার জল হইতে পৃথক্ করিয়া পুনশ্চ তাহা জলে মিশাইয়া ছাঁকিতে হইবেক। অবশেষে তাহা পাতের উপরে রাখিয়া রৌদ্র দিয়া শুষ্ক করিলে ব্যবহারের যোগ্য হইবে।"

এই পাল জলেতে সিদ্ধ করিলে পরিষ্কার সুখাদ্য মণ্ড হয় তাহা সাগু এবং টেপি-

ওকা হইতে উত্তম, প্রধান ২ বৈদ্যেরা কহিয়াছেন যে উক্ত পাল বালক এবং রোগির পক্ষে উত্তম পথ্য। ঐ মণ্ড পশ্চাল্লিখিত ধারাতে প্রস্তুত করা যায়, যথা এক মধ্যম চামচ পূর্ণ আরোরুট লইয়া শীতল জলেতে ভিজাইয়া তাহাতে তিন ছটাক ফুটন্ত উষ্ণ জল ঢালিয়া শীঘ্র২ ঘুঁটিয়া অল্পক্ষণ সিদ্ধ করিলে পরিষ্কার মণ্ড হইবে। বয়ঃপ্রাপ্ত লোক দুর্বলাবস্থায় তাহা সেবন করিলে যৎকিঞ্চিৎ চিনি এবং শেরি শরাব মিশ্রিত করা ভাল, কিন্তু শিশুদের নিমিত্তে দুই এক ফোঁটা মৌরি কিম্বা দারুচিনির আরক দেওয়া কর্তব্য, কেননা শরাব দিলে শিশুদের উদরে অম্ল হয় এবং তৎপ্রযুক্ত রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা। আরোরুট প্রস্তুত করণে জলের পরিবর্তে শুদ্ধ দুগ্ধ অথবা জল মিশ্রিত দুগ্ধ ব্যবহার করা যাইতে পারে। অতিশয় ক্ষীণ লোকের জন্য বিশেষতঃ দুর্বল শিশুদের নিমিত্তে আরোরুটেতে হরিণ শৃঙ্গের চাঁচনী মিশ্রিত করিলে শুদ্ধ আরোরুট অপেক্ষা অধিক পোষক খাদ্য হয়। তাহা এই রূপে করা যাইতে পারে। প্রকৃত হরিণ শৃঙ্গের চূর্ণ এক কাঁচ্চা পরিমাণে এক পাইণ্টবোতল জলেতে পঞ্চদশ মিনিট পর্যন্ত সিদ্ধ করিয়া, তাহা ছাঁকা দুই চামচ এক বাটী জলেতে উত্তম রূপে মিশ্রিত করিয়া চূর্ণ পাল তাহাতে সংযুক্ত করিয়া যথেষ্ট রূপে নাড়িয়া কতিপয় মিনিট পর্যন্ত তাহা সিদ্ধ কর। শিশুর উদরে যদি অধিক বায়ু জন্মিয়া থাকে তবে তিন চারি অথবা পাঁচ ছয় ফোঁটা মৌরির আরক অথবা জায়ফল চূর্ণ সংযুক্ত করা যাইতে পারে, কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত লোকদের পক্ষে পোর্ট শরাব অথবা ব্রাণ্ডিই উত্তম হয়। এইপ্রকার পথ্য দ্বারা এমত অনেকানেক শিশুর পোষণ করা গিয়াছে যাহারা কেবল স্তন্য দুগ্ধ পান করিলে অথবা মাংসের যুষ প্রভৃতি ভক্ষণ করিলে কখন বাঁচিত না। কোনএকজন ভদ্র কুলোদ্ভবা নারীর পাঁচ সন্তান তড়কা এবং উদরাময় বশতঃ নষ্ট হইবার পর অপর দুই শিশুকে উক্ত রূপ পথ্য প্রদান করাতে তাহারা এক্ষণে সুস্থ শরীরে জীবিত আছে।

ডাক্তার কাডোগান নিজপ্রণীত শিশু চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে শিশুদের পক্ষে তরকারির সহিত মাংস যুষ সংযোগ করিলে ভাল হয়, তিনি যথার্থতঃ কহেন যে শিশুদের অধিকাংশ রোগ কেবল অধিক তরকারি আহার করাতেই হয়। পূর্বোক্ত ধারায় তরকারিতে মাংসের স্বত্ব মিশ্রিত করিলে তাহা গর্ভধারিণীর দুগ্ধ তুল্য হয়, বরং তাহা রোগগ্রস্তা প্রসূতির দুগ্ধ অপেক্ষাও উত্তম।

জেমেকা উপদ্বীপের হেনেরি স্টর্ণ নামক সাহেব যিনি বহুকালাবধি আরোরুট এবং আরোরুট চূর্ণ প্রস্তুত করণে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন, তিনি লণ্ডন নগরীয় ব্যবসায়িরা ঐ দ্রব্য কৃত্রিম করিত ইহা নিশ্চয় জানিয়া সেই সময় হইতে এই প্রতিজ্ঞা করেন যে, এক পোয়া অবধি এক সের পর্যন্ত পরিমিত আরোরুট আধারে-

বদ্ধ করিয়া স্বয়ং জেমেকা হইতে ইংলণ্ডে পাঠাইবেন। আধারের উপর আপনার নাম স্বাক্ষর করিতেন সুতরাং তাহা কেহ আর কৃত্রিম করিতে পারিত না এবং তাঁহারও যথার্থ, সুখ্যাতির হানি সম্ভাবনা হইত না। স্টর্ন সাহেবের স্বাক্ষর সহিত ঐ প্রকার আরোরুট চারি টাকায় সের পাওয়া যাইতে পারে। কোন২ ধন প্রয়াসি ব্যবসায়িরা উৎকৃষ্ট আরোরুট বলিয়া যাহা তিন টাকায় সের বিক্রয় করে তদপেক্ষা ঐ আরোরুট যে উত্তম তাহার সন্দেহ নাই।

৭। টেপিওকা।

আমি টেপিওকা পৌডর প্রস্তুত করিয়া সোসাইটীতে নমুনা পাঠাইতেছি, যদিও সামান্য ক্যাশবা ফ্লাওয়ার ও বাণিজ্য সম্বন্ধীয় টেপিওকা এই দুয়ের গুণ ধারণ করে, তথাপি যে প্রণালীতে প্রস্তুত করিয়াছি তাহাতে সাধারণ ক্যাশবার গুঁড়া ও বাণিজ্য সম্বন্ধীয় টেপিওকা এই দুইয়ের কোনটার মধ্যে ইহা গণ্য হইতে পারে না, অতএব ইহার নাম টেপিওকা পৌডর রাখিয়াছি।

কিয়ৎকাল গত হইল আমি মেং এন্‌ড্রু সাহেবের নিকট হইতে ক্যাশবার কাটী কলম আনিয়া হাল্কা বালুকাময় উর্বর ভূমিতে পাঁচ২ ফিট অন্তর করিয়া রোপণ করিয়াছিলাম তাহাতে প্রচুর শস্য প্রাপ্ত হইয়াছি। যদিস্যাৎ আমি আপনার আবাদ বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষায় সময়ে২ মূল বৃক্ষসকলের শাখাসকল কাটিয়া না দিতাম তাহা হইলে আরো অধিক শস্য পাইতে পারিতাম, কিন্তু সর্বদা শাখাচ্ছেদনে বৃক্ষ সকল সম্পূর্ণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হওয়াতে তাহাদের হানির সঙ্গে ফল হানি হইয়াছিল। ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়াতে যে সকল টেপিওকার মূল দেখিয়াছিলাম, আমার রোপিত টেপিওকা বৃক্ষের মূলও আকারে তদ্রূপ হইয়াছিল। আমি ঐ সকল মূল তুলিয়া লইয়া অগ্রে জল দিয়া ধৌত করি, পরে ছাল ফেলিয়া দিয়া পেষণ করিয়াছিলাম। তদনন্তর সেই সকল পেষণ করা পাল বস্ত্রে বাঁধিয়া নিষ্পীড়ন করাতে তাহার বিষাক্ত রস নির্গত হয়। ঐ নিষ্পেষিত পাল সকলে কদর্য রসের কতক অংশ উক্ত প্রকারে নির্গত হইয়া গেলে পর কয়েক ঘন্টা রৌদ্রে রাখিয়া শুষ্ক করিয়াছিলাম, তাহাতে অবশিষ্ট রস সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়াছিল। তৎপরে ঐ সকল পাল জলে মিশ্রিত করিয়া আরোরুটের ন্যায় ছাঁকিয়া সিটা সকল ফেলিয়া দিলাম এবং দুগ্ধের মত যে ভাল সার অবশিষ্ট থাকিল তাহা থিতুইতে লাগিল। ঐ সার ভাগ থিতুইলে তাহার উপরের নির্মল জল তুলিয়া ফেলিয়া দিলাম। পরে সেই সার ভাগে বারম্বার জল মিশাইয়া যাবৎ সম্পূর্ণ খাঁটি এবং একান্ত শুভ্র না হইল তাবৎ ঐরূপে ধৌত করিলাম, শেষে সূর্যের আতপে শুষ্ক করিয়া ভাল মলমল কাপড়ে ছাঁকিয়া লইয়াছি।

উক্ত প্রকার টেপিওকা পৌডর প্রস্তত করণে অতি সামান্য পরিশ্রম লাগে ; এই দ্রব্যের যেরূপ গুরুতর মূল্য এবং টাট্‌কা ও খাঁটি টেপিওকার পালযেরূপ দুষ্প্রাপ্য, তাহা বিবেচনা করিলে আমার বোধ হয় ভারতবর্ষের মধ্যে টেপিওকার চাস আরব্ধ হইলে যথেষ্ট উপকার দর্শিবে। এখানে উহার চাস হইলে অতিশয় পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যদায়ক টাট্‌কা পাল কি ধনী কি নির্ধন সকলের পক্ষে সুলভ হইতে পারিবে। এক্ষণে ঐ দ্রব্য ভিন্নদেশীয় বাণিজ্যালয় মাত্রে প্রাপ্য হওয়াতে এ দেশের সহস্র২ রোগী ও শিশু সহজে পাইতে পারে না ; যদিস্যাৎ কেহ আপনার আয়ের দিকে দৃষ্টি না করিয়া তদর্থ অধিক ব্যয় স্বীকার করেন তাহা হইলেও অত্যল্প মাত্র প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

এই টেপিওকার পৌডর এইরূপে ব্যবহার করিতে হয়, যথা—অগ্রে এক বড় চামচা নির্মল জল দিয়া গুঁড়াসকলকে মণ্ডের মত করিয়া পরে তাহাতে উষ্ণ জল ঢালিয়া নাড়িতে হয়, তাহার পরে কেবল তিন মিনিট কাল অগ্নির উত্তাপে রাখিলে পরিষ্কৃত মোরব্বার মত হয়। কিন্তু যে সকল টেপিওকা দানাদার, তাহা জাল দিয়া গলাইতে অনেক কাল বিলম্ব হয়।

পুং, রোপণ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, উর্বর অথচ ভারি মৃত্তিকাতে টেপিওকা পুঁতিলে কৃতকার্য হওয়া যায় না।

৮। আকন্দ গাছ।

আকন্দ গাছ অনেকের বাগানে ও বাটীর নিকট হইয়া থাকে, ঐ গাছ নানা কর্মে লাগে। উহার শিকড়, ছাল প্রভৃতিতে অনেক ঔষধ প্রস্তত ও দুগ্ধ জমাইয়া রাখিলে গেটাপার্চার ন্যায় অনেক কর্মে আসিতে পারে। গেটাপার্চা ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফের তারে জড়ান যায়, সে কর্মে উক্ত জমা দুগ্ধ লাগিতে পারে না।

এ গাছ আরো যে এক কর্মে লাগে তাহা মেজর হালিংস সাহেব কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ১২ অথবা ১৮ ইঞ্চি লম্বে ইহার ডাল কাটিতে হইবে তাহারপরে তাহা-দিগের ছাল ভাল করিয়া ছাড়াইয়া ফেলিয়া ভিতরে যে তুলা থাকিবে তাহা একত্র করিবে। তুলার দুই পার্শ্বে সূতা দিয়া রগড়াইলে অথবা মিজিলে সেই তুলা একেবারে সূতা হইবে। যেমন দর্জিতে সেলাইয়ের জন্য তুলা মিজিয়া সূতা করে সেই মত করিতে হইবে। এই কার্যে জল আবশ্যক হইবেক না কেবল হাতের দ্বারাই সম্পন্ন হইবে। কেহ২ বলে আকন্দের সূতা ভিজাইলে শক্ত হয়।

মেজর হালিংস আকন্দের সূতার কাপড় ও দড়ি যাহা সোসাইটিতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন তাহা শক্ত অথচ পাতলা বোধ হয়। যে২ কর্ম ফ্লাক্সেতে হয়, আকন্দ সূতার দ্বারা তাহা হইতে পারে।

আকন্দ শূঁটী কাপাসের শূঁটীর ন্যায়, সুতরাং ইহার শূঁটী হইতেও তুলা পাওয়া যায়। কাপাসের তুলা যেমন শক্ত, আকন্দের তুলা তেমন নহে কিন্তু সহজে রং হয়। পঞ্জাবের এক জন লোকের দ্বারা মেজর হালিংস আকন্দের তুলায় এক খানি ছুলিচা তৈয়ার করিয়াছেন তাহা বড় উত্তম হইয়াছে, যদি বিলাতের লোকের ন্যায় এদেশের লোকের যন্ত্র আদি ভাল হইত ও কিমিয়া বিদ্যা ভাল জানিত, তবে বোধ হয় এ সকল কর্ম আরো উত্তম রূপে হইতে পারিত।

বঙ্গদেশে আকন্দ গাছ যত বড় হয় পঞ্জাবে তাহা অপেক্ষা অধিক বড় হয়। ঐ দেশে লোকেরা আকন্দ গাছের বড়২ শিকড়কে ফাঁপা করিয়া সেতারের লাও করে, পাতা লইয়া জলে ফেলিয়া কষ করিবার কর্মে লাগায় ও কাষ্ঠ পোড়াইয়া বারুদের কয়লা করে।

দয়াময় পরমেশ্বরের অনেক দ্রব্য হেয় কর্মেও ব্যবহার্য হয়। পঞ্জাবে উক্ত গাছের দুগ্ধ লইয়া দাইয়েরা আপন স্তনে দিয়া কন্যা সন্তানদিগকে পান করাইয়া নষ্ট করে।

৯। তামাকু।

মৃত্তিকা এবং সার।—রংপুর জিলায় বিশেষতঃ তত্রত্য নগরের নিকটবর্ত্তী স্থানে এবং তাহার ঠিক উত্তর পশ্চিম এবং পূর্বভাগস্থ অঞ্চলে যে সকল উচ্চ বালুকাময় প্রান্তর আছে তাহাতে তামাকুর বাহুল্যরূপ চাস হইয়া থাকে। দক্ষিণ ভাগে অত্যল্প পরিমাণে জন্মে এবং তাহা স্থানীয় লোকদের ব্যবহারেই শেষ হয়। তামাকু চাসের নিমিত্তে উর্বরা বালিয়া মাটী অতিশয় উপযোগী যেহেতু, যে পর্যন্ত চারা পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত না হয়, সে পর্যন্ত উক্ত মৃত্তিকা তাহাকে স্নিগ্ধ ও আর্দ্র রাখে, পরন্তু গাছ প্রস্তুত ও পাতা সকল পক্ক হইলে তাহা নীরস হইয়া যায়। এই চাসের জন্য ভূমিতে উত্তমরূপে সার মিশ্রিত করা কর্তব্য। সচরাচর গোময় এবং নীল খাগড়ার সার দেওয়া যায়, কিন্তু শেষোক্ত সারের বিশেষ আদর আছে কারণ তদ্দারা বহুতর বিস্তীর্ণ বালুকাময় মরুভূমি কৃষি কার্যের যোগ্য হইয়াছে। তাহা এইরূপে ব্যবহার হয়, যথা—প্রথমতঃ লাঙ্গল দ্বারা ক্ষেত্র সকল কর্ষিত করিয়া হৌজ হইতে নিক্ষিপ্ত আর্দ্রীভূত নীল খাগড়া সকল লইয়া ক্ষুদ্র২ স্তূপাকারে মৃত্তিকার তেজ বিবেচনা করিয়া কিঞ্চিৎ২ অন্তরে রাখিতে হইবেক। পরে ঐ সকল স্তূপের উপরে এক২ চাগড়া মৃত্তিকা দিবেক। অনন্তর কিঞ্চিৎ কালান্তে তাহা পচিয়া উঠিলে হলচালনা করিলে চারা রোপণার্থ মৃত্তিকা প্রস্তুত হইবেক।

চারা উৎপাদনের প্রকরণ।—সচরাচর আগষ্ট মাসের শেষে অথবা সেপ্টেম্বরের

প্রথমে বীজ বপন হয়। বীজের কেয়ারী সকল উত্তম মৃত্তিকায় উচ্চ করিয়া সুন্দররূপে নির্মিত করিবে যে তাহাতে কাঠী বা কোন কঠিন দ্রব্য না থাকিতে পায়, অপর অতি গভীর স্থানে বীজ বুনিতে হইবেক। যদি ভারি বৃষ্টি হয়, তবে তাহার ক্ষতিকর উৎপাত হইতে চারা সকলকে রক্ষা করণার্থ ক্ষুদ্র২ তৃণাচ্ছাদিত চালা অগ্রে প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হইবেক। কেহ২ এরূপ করে, যে পর্যন্ত চারা সকল ভূমি হইতে উত্থিত না হয় তাবৎ পর্যন্ত পাতলা করিয়া পোআলীর ছাউনী দ্বারা আচ্ছাদন দেয়। বীজ বুননের ১৫ বা ২০ দিবস পরে চারা বহির্গত হয়। অপর কেয়ারীতে যখন চারা বৃদ্ধি হইবে তখন তৃণাদি নিড়াইয়া সর্বদা পরিষ্কার রাখিতে হইবে এবং বৃষ্টির বিড়ম্বনা হইতেও রক্ষা করিতে হইবে।

চারা রোপণ এবং তদনন্তর যেরূপ বিধান করা আবশ্যক তদ্বিবরণ।—অক্টোবর মাসের প্রথম ক্ষেত্রে চারা লইয়া রোপণ করণের উপযুক্ত কাল। তখন চারাতে ৫টি কিম্বা ৬টি পাতা ধরে। এইরূপ রোপণের কার্য ডিসেম্বরের মধ্যভাগে সম্পূর্ণ হয়। তৎপরে যাহা রোপিত হয় তাহাতে উত্তম ফসল জন্মে না, যেহেতু সে সময়ে মৃত্তিকা অতিশয় শুষ্ক হয় সুতরাং তাহাতে নবীন বৃক্ষের শিকড় প্রবিষ্ট না হওয়াতে তাহা বৃদ্ধি পায় না। এরূপ দেখা গিয়াছে যে নিম্ন জলাভূমিতে জানুয়ারি মাস পর্যন্ত রোয়া হইয়াছে ; কিন্তু এ প্রকার ভূমিতে মধ্যম প্রকার তামাকুও জন্মে না। নীলকাঠি এবং গোবরের দ্বারা উক্তমত উত্তমরূপে সার দিয়া ক্ষেত্রে ভাল করিয়া লাঙ্গল দিতে হয়, এবং যে প্রকার শাকাদি জন্মাইবার নিমিত্ত উৎকৃষ্টরূপে মৃত্তিকার পাট হইয়া থাকে, তামাকুর ক্ষেত্রেও তদ্রূপ যত্ন করিতে হয়। ২।৩ ফিট অন্তরে চারার শ্রেণী সকল স্থাপন করিবেক এবং প্রতি শ্রেণীতে এক চারা হইতে অপর চারা উক্তরূপ অন্তরে রোপণ করিবেক। যদি মৃত্তিকা শুষ্ক হইয়া যায় তবে যে পর্যন্ত শিকড় না নামিবেক তাবৎ পর্যন্ত জল দিতে হইবে। রৌদ্র হইতেও চারাসকলকে রক্ষা করা পরামর্শ সিদ্ধ। এ নিমিত্ত কাঁচা কলা গাছের বাক্‌ড়া এক২ ফুট লম্বা করিয়া কাটিয়া দেয়, তদ্দারা অতি পরিপাটীরূপে সূর্যাতপ হইতে কোমল চারা সকল রক্ষিত হইয়া থাকে। এ স্থলে ইহাও বক্তব্য, যে কপির চারা স্থানান্তর করিবার সময়েও উক্ত প্রকারে আচ্ছাদন দিয়া থাকে। পরে চারা সকল বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে মৃত্তিকা উত্তমরূপে খুসিয়া ও বনগাছ নিড়াইয়া সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার রাখা কর্তব্য, এই কার্য সহজে সাধনার্থ এক খানা ক্ষুদ্র বিদাকাঠী উভয় শ্রেণীর মধ্য দিয়া উভয় দিকে অর্থাৎ উত্তর হইতে দক্ষিণ এবং পূর্ব হইতে পশ্চিমে সঞ্চালিত হয়। তাহাতে উক্ত যন্ত্র মূল স্পর্শ না করিয়া কিঞ্চিৎ অন্তর দিয়া চলিয়া যায়। এই প্রকরণ পুনঃ২ করিতে হয়। বিদাকাষ্ঠ

দ্বারা যে সকল আগাছা উৎপাটিত না হয় সে সকল পেষণ অথবা নিড়ানী দ্বারা নিরাকৃত হইয়া থাকে। যদি মৃত্তিকায় উপযুক্ত মত সার দেওয়া না হয় তবে খলী ও গোময় একত্র করিয়া তাহার গুঁড়া মূলের চতুষ্পার্শ্বে দিয়া মৃত্তিকায় মিশ্রিত করিয়া দিতে হয়। যে সময়ে চারায় বড়২ পাঁচ ছয়টা পাতা বাহির হয় সেই সময় তাহার বৃদ্ধি নিবারণ নিমিত্ত পুষ্প মঞ্জরী সকল ভাঙ্গিয়া দেওয়া কর্তব্য তাহাতে নূতন২ ফেঁকড়ী ও পল্লব গজিয়া উঠিবে, সে সমুদায় নির্গত হইবা মাত্র যত্ন পূর্বক ভাঙ্গিয়া দিতে হইবেক। এরূপ করণের ফল এই যে তদ্দ্বারা অতি দীর্ঘ ও উত্তম গুণশালী পত্র সকল পাওয়া যাইবেক, যেহেতু চারার সমুদায় রস পত্র নিকরেই উত্থিত হয়। উক্ত প্রকরণ সমাপ্ত হইলে চারার নীচে যে সকল ক্ষুদ্র২ পাতা থাকে, তত্তাবৎ ভাঙ্গিয়া লইয়া কিয়দ্দিবস মৃত্তিকার উপর রাখিয়া শুখাইয়া ছোট২ আটী বাঁধিয়া ছাদের নিম্নে ঝুলাইয়া রাখা যায়। এই সকল পাতা দুঃখী লোকেরা হুঁকায় সাজিয়া খায়।

পাতা কাটুনী ও প্রস্তুত করণ। যখন পত্র সকল সুপক্ক অর্থাৎ হরিদ্বর্ণের পরিবর্তে ঈষৎ পীতবর্ণ ও আশু ভঞ্জনীয় হয় এবং তাহার সমুদয়াংশ অসমান তথা কঞ্চিত হয়, তখনি কাটুনির কর্মারম্ভ হইয়া থাকে। কাটিবার সময় কিঞ্চিৎ২ বৃক্ষের ছাল সুদ্ধ কাটিয়া লইতে হয়। পরে পত্র সকল কাটা হইলে ভূমির উপর এরূপ নিয়মে বিস্তৃত করিয়া শুখাইতে হইবেক যে, তাহাদিগকে নোয়াইলে না ভাঙ্গে অর্থাৎ মড়্মড়িয়া না হয়। অনন্তর সে সকল লইয়া ছাওয়ায় রাখিবেক। পরন্ত প্রয়োজনানুসারে ২ কি ৪ টা করিয়া পাতা লইয়া আটি বাঁন্ধিয়া বাখারির উপর হাল্সি গাঁথিয়া পুনশ্চ তত্তাবৎ স্বল্প তৃণাচ্ছাদিত চৌড়া চালের নীচে ঝুলাইয়া রাখিতে হইবেক, তথায় ঈষৎ পিঙ্গলবর্ণ হইলে সে সকল লইয়া এক গৃহের চালের নীচে ঊর্ধ্ব স্থান হইতে অধোভাগ পর্যন্ত একটার পর আর একটা, এইরূপ সারি করিয়া সাজাইতে হইবেক। সেখানে সে সকল উত্তম রূপে শুষ্ক হইলে নামাইয়া লইয়া নানাবিধ আকারে আটি বদ্ধ করে কিন্তু ঐ বিষয়ে এরূপ সতর্কতার আবশ্যক যেন মেঘাচ্ছন্ন দিনে এই কর্ম সম্পন্ন হইতে পারে,যেহেতু রৌদ্রের সময় পত্র সকল শুখাইলে ঠুনকা হইয়া উঠিবাতে নষ্ট হয়। এ দেশে পাতা ঘামাইবার ও গাঁজিবার প্রথা নাই কিন্তু এখানে যে সামান্য নিয়মে পাতা নির্দোষ করা যায়, তৎপরিবর্তে কিউবা দেশের প্রচলিত নিয়মাবলম্বন করিলে অত্যুৎকৃষ্ট তামাকু উৎপন্ন হইতে পারে। অপর আটি বাঁধিবার সময় নূতন বিচালীর লঘু আচ্ছাদন ব্যবহার করা যায়।

কৃষি এবং উৎপত্তির পরিমাণ প্রভৃতি। এবিষয়ের পরিমাণ নিশ্চয় রূপে স্থির করা

যায় না, অনুমান হয়, প্রতি বৎসর লক্ষ মোন উৎপন্ন হয়। এতৎ পরিমাণ বিঘা করিয়া অবধারিত হইল। এই জিলায় আনুমানিক তিন লক্ষ বিঘায় তামাকু চাষ হয়; তামাকুর সহিত নীল চাসের তুলনা করাতে দেখা গিয়াছে, যেস্থলে নীলের চাস এক বিঘা সে স্থলে তামাকুর চাস তিন বিঘা ভূমিতে আছে সুতরাং ঐ জিলায় নীলের চাস এক লক্ষ বিঘায় হইয়া থাকে। সেরাজগঞ্জ, পাবনা, কালনা এবং বাঙ্গালা দেশের নিম্ন প্রদেশের যাবতীয় বন্দর ও গঞ্জের মহাজনদিগের হস্তেই রঙ্গপুরীয় তামাকুর ব্যবসা রহিয়াছে, তাহারা বর্ষাকালে বড়২ নৌকা করিয়া আসিয়া ভরপুর বোঝাই লইয়া উপরি উক্ত স্থান সকলে লইয়া যায়। মগেরাও নৌকা করিয়া আসিয়া বহুল পরিমাণে ক্রয় করে। উৎপত্তি এবং অন্যান্য কারণানুসারে ২ টাকা হইতে ৩ টাকা পর্যন্ত বাজার দরে প্রত্যেক মোনের মূল্যের ন্যূনাতিরেক হয়। যদবধি ঐ জিলার নীলের ব্যবসা চলিয়াছে তদবধি নীল খাগড়ার উর্বরাকরত্ব গুণ বিধায় প্রচুর পরিমাণে সার পাওয়াতে তামাকুর চাস বৃদ্ধি হইয়াছে। প্রজারা এই দ্রব্যের কৃষির নিমিত্ত দিবারাত্রি পরিশ্রম করে। তাহাতেই তাহারা ভূম্যধিকারি এবং মহাজনদিগের গুরুতর দাবী দিতে সক্ষম হয়। কোন্ সময়ে তামাকু এদেশে চলিত হইয়াছে তাহা নিশ্চয় বলা যায় না, কিন্তু বাঙ্গালা তামাকু শব্দের সহিত পর্তুগীস তাবাকা শব্দের ঐক্য বিধায় বোধ হয় পর্তুগীস জাতিরাই আনিয়া থাকিবেক। পাতা পাকিবার সময় যদি ঐ জিলায় ভারি শিলা বৃষ্টি হয় তাহা হইলে তামাকুর পত্র আশু ভঞ্জনীয় বিধায় অত্যন্ত ক্ষতি হইয়া থাকে, তাহাতে অনেক প্রজার সর্বনাশ হইয়া যায়।

১০। তুলা।

বিলাতে নানা প্রকার কাপড় প্রস্তুত হয়, এজন্য তুলার খরচ অধিক। মার্কিন দেশে উত্তম তুলা জন্মে। সে দেশ হইতে বিলাতে বৎসর ২প্রায় ১৪ ক্রোর মোন তুলা আমদানী হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতিরিক্ত অন্যান্য দেশ হইতে বিলাতে তুলা আইসে।

যে তুলা টানিলে শীঘ্র না ছিঁড়ে ও যাহার নাম লাংষ্টেপেল তাহারি কাট্তি অধিক। এইরূপ তুলা ধারওয়ার ও নাগপুরে জন্মে।

মার্কিন দেশীয় তুলা এতদ্দেশীয় তুলা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও তাহার চাস এখানে করাতে লাভজনক হইতে পারে। নিউ আরলিন্স নামে মার্কিন দেশীয় যে তুলা তাহার বীজ সবুজ ও ঐ বীজ হইতে তুলা সহজে ছাড়ান যায় না। ঐ তুলার চাস বেহার, উপর বঙ্গদেশ ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে ভাল হইতে পারে। সি আইলেণ্ড

নামক যে মার্কিন দেশীয় তুলা তাহার বীজ কাল এবং ঐ বীজের গায়ে তুলা কেবল লেগে থাকে, ও তাহা অতি সহজে ছাড়ান যাইতে পারা যায়। ঐ তুলার চাস স্থন্দরবনে এবং বে আব বেঙ্গলের দুই ধারে উত্তম রূপ হইতে পারে।

মারকিন দেশীয় তুলার চাস করিতে গেলে ফেব্রুয়ারি অথবা মার্চ মাসে জমি তৈয়ার করিতে হইবে। জমিতে ভাল করিয়া লাঙ্গল দিতে হইবেক ও আগাছা পরগাছা সকল পরিষ্কার করিতে হইবেক। সারের মধ্যে গোবর ও গাছপচা তুলার চাসের পক্ষে উত্তম সার। লাঙ্গলের পরে জমিতে চারি২ ফিট অন্তর আল বাঁধিয়া দিতে হইবেক, কিন্তু শুষ্ক মৃত্তিকায় আল দিবার আবশ্যক নাই একারণ বেহার পর্যন্ত মাটিতে আল করা চলিতে পারে। তুলার চাস জন্য এমত উচ্চ বেলে মাটি চাই, যাহাতে শিশির বড় না থাকে ও যদিও মধ্যে২ বৃষ্টির আবশ্যক তথাপি নীচু সেঁতসেঁতে স্থানে ইহার চাস করা অকর্তব্য।

মে অথবা জুন মাসে আলের উপর ২। ৩ ফিট অন্তরে তাজা বীজ ৩ নাগাদ ৬ টি ১। ২ ইঞ্চি অন্তর একটি২ গর্তের ভিতর পুঁতিবে। যখন এক২ স্থানে দুইটি বীজের অঙ্কুর হইবে তাহাদের তিনটি বা চারিটি পাতা বাহির হইলে গাছ ঘরে নাড়িয়া রাখিবে—আলের অন্য গর্তে প্রয়োজন হইলে তথায় বসাইয়া দিবে। দশ দিন পরে ঐ দুইটি অঙ্কুরিত বীজের মধ্যে একটিকে নাড়িতে হইবে, ফলতঃ এক২ গর্তে একটী২ অঙ্কুরিত বীজ থাকিবে। বীজ তাজা হইলে, এবং বৃষ্টি না হইলে এক সপ্তাহের মধ্যে অঙ্কুরিত হয়। যখন চারা গজিয়া উঠিবে তখন জমি পরিষ্কার ও নরম রাখিবার জন্য কোদাল দিতে হইবেক। জমি আল্‌গা রাখা বড় আবশ্যক, কারণ তাহা হইলে শিকড় জোরে প্রবেশ করে ও শিকড় এরূপ প্রবেশ করিলে চারা সকল নিম্ন মাটির রস পাইয়া অনাবৃষ্টি ইত্যাদি হইতে রক্ষিত হইতে পারে। যখন চারা ১৮ ইঞ্চি উচ্চ হইয়া উঠিবে, তখন জমিতে বনাজ পরিষ্কার করিয়া পুনর্বার কোদাল দিতে হইবেক এবং ডাঁটার নিম্ন পার্শ্বে মাটি দিতে হইবেক।

বীজ বপন করিবার তিন মাসের মধ্যে ঝড় বৃষ্টি না হইলেও মাটি ভাল হইলে চারা তিন ফিট হইয়া ফুল ধরিতে আরম্ভ করিবে। ৬। ৮ সপ্তাহের মধ্যে অর্থাৎ অক্টোবর মাসে যখন বৃষ্টির শেষ ও অধিক শিশির জন্য চারার হানির সম্ভব নাই, কতকগুলিন শুঁটী পাকিবে। এ সময় দেখিতে হইবে যে ডাল পালা অথবা পাতার দ্বারা ফুলের এবং শুঁটীর হানি হইতেছে কি না—যদি হয় তবে চারার মাথা দুই এক ইঞ্চি কাটিয়া দিতে হইবেক।

শুঁটী পাকিলে বড় সাবধানে তুলিয়া আনা আবশ্যক। কৃষকের তিনটি থলিয়া লইয়া যাওয়া উচিত। উত্তম মধ্যম ও অধম শুঁটী দেখিয়া থলিয়াতে স্বতন্ত্র করিয়া

রাখিতে হইবেক। শূঁটী সংগ্রহ করণের সময় এই সাবধান হওয়া কর্তব্য যে, শুষ্ক পাতা ইত্যাদি তাহার সহিত না মিশ্রিত হয় কারণ এই সকল দ্রব্য শূঁটীর সঙ্গে মিশ্রিত হইলে তুলা নরম হইয়া পড়ে। শূঁটী সংগ্রহ করণের যে পর্যন্ত শেষ না হয় সে পর্যন্ত দিন২ সংগ্রহ করা করা উচিত। শূঁটীর মুখ খুলিতে আরম্ভ হইলে শীঘ্র তুলিয়া না লইলে শিশির ও রৌদ্রদ্বারা শুষ্ক ও শক্ত হয়। শূঁটী সংগৃহীত হইলে তৃতীয় খলিস্থ যে সকল বিবর্ণ শূঁটী সে সকল বাহির করিয়া বাকি ভাল শূঁটি অন্য দুই খলির শূঁটীর সঙ্গে মিশ্রিত করিতে হইবে। পরে কিছু কাল রৌদ্রে দিয়া তুলা বাহির করিতে হইবেক।

তুলার চাস করিতে গেলে যে ব্যয় হয় তাহার বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

তিন শত বিঘার খাজানা এক টাকার হিং ··· ···	৩০০৲
জমি প্রস্তুতকরণের খরচ ফি বিঘা ৫৲ টাকার হিং ···	১৫০০৲
বীজের মূল্য, ফি বিঘা ।০ হিং ··· ··· ···	৭৫৲
৩০০ মোন তুলা পরিষ্কার করিবার ব্যয় ··· ···	৪৫০৲
মোড়াই করিবার খরচ ফি মোন ।০ হিং ··· ···	৭৫৲
কলিকাতায় আনয়ন খরচ আন্দাজ ··· ··· ···	৪৫০৲
অন্যান্য বাজে খরচ ··· ··· ···	২২৫৲
	৩০৭৫৲

তিন শত বিঘায় ৩০০ মোন তুলা হইতে পারে, তাহা ২০ টাকা মোনে বিক্রয় হইলে ৬০০০ টাকা হইবেক। যে জমিতে এক বৎসর তুলার চাস করা হইবেক তাহাতে পর বৎসর অন্য ফসল করিতে হইবেক। তুলা যে২ দরে বিলাতে বিক্রীত হইয়া থাকে তাহার তালিকা দেওয়া যাইতেছে।

বোম্বে তুলা	৪ । ৫	পেন্স*	ফি পৌণ্ড*।
মান্দ্রাজ তুলা	৫ । ৬	ঐ	ঐ
বাঙ্গালা তুলা	৪ । ৪॥	ঐ	ঐ
মারকিন তুলা	৬ । ৯	ঐ	ঐ

এখান হইতে বিলাতে তুলা পাঠাইতে গেলে রপ্তানি খরচ জাহাজের ভাড়া বিমা ও সেখানকার সকল খরচ ফি পৌণ্ড ১॥ পেন্স পড়তা হয়। এতদ্দেশীয় তুলার মধ্যে ধারওয়ার, নাগপুর ও তিনিবেলির তুলা বিলাতে ভাল বিক্রয় হয় বটে, কিন্তু মারকিন দেশীয় তুলাতে সর্বপ্রকার বস্ত্রাদি প্রস্তুত হয়। এতদ্দেশীয় তুলায়

* এক পেনি আড়াই পয়সা ও এক পৌণ্ড প্রায় অর্ধ সের।

কেবল ঘেটে গোচের কাপড় চোপড় তৈয়ার হয়। এদেশে তুলা ভাল যে না জন্মিবে তাহার কিছু কারণ নেই। মারকিন দেশে অতিশয় যত্নে তুলার চাস হয় তাহার প্রণালী পূর্বে উক্ত হইয়াছে। এখানে হাত দিয়া বীজ ছড়ান হয় তাহাতে চারার এমন ঘেঁস হয় যে কোদাল দিবার, পরিষ্কার করিবার অথবা ডাল পালা কাটিবার স্থান থাকে না। আর এক প্রধান দোষ এই যে এদেশে বীজের পরিবর্তন হয় না, মারকিন দেশে পাঁচ বৎসরের পর এক রকম বীজ ব্যবহার হয় না। মারকিন দেশে তুলার গাছ ৫ ফিট লম্বা হইয়া উঠে।

গঙ্গা ও যমুনার মধ্যে যে দেশ তথা হইতে তুলা পূর্বে রপ্তানি হইত কিন্তু এক্ষণে যে তুলা উৎপত্তি হয় তাহা তথায় খরচ হয়। পূর্বাপেক্ষা এতদ্দেশীয় তুলার রপ্তানি বিলাতে অধিক হইতেছে বটে, কিন্তু এক্ষণে মারকিন দেশে ঘরাও বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে সেখান হইতে বিলাতে তুলার রপ্তানি অল্প হইতে পারে, অতএব এদেশে তুলার চাস বিবেচনা পূর্বক করিতে পারিলে লাভের সম্ভাবনা বোধ হই-তেছে।

১১। খেজুরিয়া গুড়।

এপ্রেল অথবা মে মাসে কিঞ্চিৎ বৃষ্টি হইলে খেজুর গাছের চারা ১০।১২ ফিট অন্তর২ পুঁতিবে। গাছ পুঁতিলে পরে সার দেওয়া অথবা অন্য কোন ব্যয়ের আবশ্যক নাই। গাছের মধ্যে২ সরষে তিসি ইত্যাদির ফসল হইতে পারে। এক বিঘাতে ১০ ফিট অন্তর করিয়া গাছ পুঁতিলে ১৫০টী গাছ হইবে। ইহার পাঁচ বছরের ব্যয় আন্দাজি কোং সিক্কা ১০৲০। পাঁচ বৎসরের পর রস বাহির করিলে ভাল হয়। তিন বৎসরের পর কেহ২ রস বাহির করিয়া থাকে কিন্তু তাহাতে অধিক রস পাওয়া যায় না। এক বিঘায় ১৫০টী গাছ হইতে ৭৮৭॥০৮/০ বাজার মোন রস জন্মে এবং ঐ রসে ৮৭৮/০ বাজার মোন গুড় হয়। গুড় করিবার ব্যয়ের সহিত ১০৮০ একত্র করিলে কোং সিক্কা ৫৯।০ অথবা এক২ মোন গুড়ের খরচা ৮০ পড়তা হয়। খেজুরিয়া গুড় কোং সিক্কা ২৮০। ৩ টাকায় সচরাচর বিক্রয় হইয়া থাকে, খেজুর গাছের চাস বাহুল্যরূপে করিলে অর্থাৎ ১০০০।২০০০ বিঘায় চাস করিলে বিলক্ষণ লাভের সম্ভাবনা। গাছ গুলিন শ্রেণী পূর্বক পুঁতিলে রস সংগ্রহ অল্প ব্যয়ে হইতে পারে।

১২। গিনি ঘাস।

গিনি ঘাস গো মহিষাদির পক্ষে অতি উপকারক বিশেষতঃ দুগ্ধবতী গাভীর পক্ষে ইহার ন্যায় আর খাদ্য নাই।

প্রাতঃকালে রৌদ্র না লাগে এমত একটা স্থান আয়ত্ত করিয়া লইয়া তাহার মৃত্তিকা প্রথমতঃ সুন্দর রূপ গুঁড়া করিয়া প্রচুর রূপে বীজ ছড়াইয়া দিতে হয়, পরে মালী ঐ গুড়া মাটী হস্ত দ্বারা উপরে২ চালিয়া দিয়া সেই সমস্ত বীজ যাহাতে আলগা মাটীতে চাপা পড়ে এমত করিয়া দেয়, গ্রীষ্ম বাহুল্য হইলে জল সেক না করিয়া দিন কয়েক ঐ স্থান কেবল দরমা চাপা দিয়া আচ্ছাদিত কয়িয়া রাখিয়া দিতে হয়। এইরূপ করাতে যথেষ্ট ঘাস জন্মিয়াছে, কখন কোন ব্যাঘাত হয় নাই, নূতন২ ঘাস যখন তিন অঙ্গুলি পরিমাণ উচ্চ হইয়া উঠে তখন গোড়া নষ্ট না হয় এমত করিয়া প্রত্যেক গাছ অতি সাবধানে মাটী সুদ্ধ তুলিয়া লইয়া দুই ফিট অন্তরে রীতি পূর্বক রোপণ করিয়া কয়েক দিবস পর্যন্ত সায়ংকালে গোড়ায় জল দিতে২ ক্রমশঃ সেই নূতন মাটিতে শিকড় বদ্ধ হইয়া বসিয়া যায়।

সম্পূর্ণ

গীতাঙ্কুর

গীতাঙ্কুর
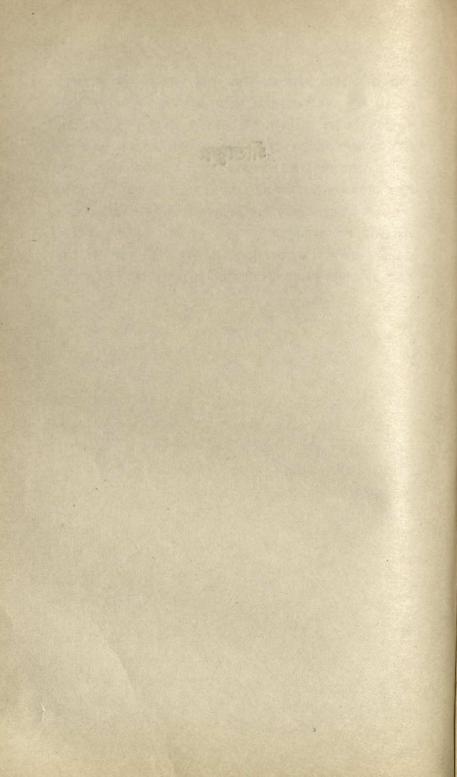
১। রাগিণী রামকেলী—তাল কাওয়ালি।

ত্রাণ কর পরমেশ্বর, ওহে বিশ্বেশ্বর।
ভবের ভৌতিক ভাব ভাবিয়া হই কাতর।
দয়া কর মোর প্রতি, আমি অতি মূঢ়মতি,
করজোড় করি স্তুতি, সদা পাপে জরজর।
মন সদা উচাটন, বিষয়েতে সদা মন,
তুমি হে অমূল্য ধন, সারাৎসার পরাৎপর॥

২। রাগিণী বিভাস—তাল আড়া।

মনোযোগে মনোযোগ কর হে সাধন।
এ নয় অসাধ্য সাধন।
কি প্রয়োজন আসন, কি প্রয়োজন বন্ধন,
রেচক পূরকে নাহি কিছু প্রয়োজন।
অনুতাপ-অগ্নি জ্বালি, চিত্ত মধ্যে দেহ ঢালি,
শ্রদ্ধা ভক্তি হবি দিয়া কর হে দাহন।
মন অতি সমল, কর তারে নির্মল,
পাইবে হে বিমল, অমূল্য রতন॥

৩। রাগিণী সোহিনীবাহার—তাল আড়া।

প্রেমময় পাবে যদি, হও প্রেমময়।
প্রেম গতি প্রেম মুক্তি প্রেম সর্বাশ্রয়।
সৃজন পালন, জীবন মরণ, তারণ কারণ সব প্রেমময়।
কোথায় অশিব, সর্বত্রেতে শিব, এ প্রেমে কি জীব, উদ্ধার না হয়।
যিনি প্রেমাধার, নিকটে তাঁহার, মাগ প্রেমধার, পাইবে নিশ্চয়।
পাপ বিসর্জন, অকপট মন, তাঁহাতে অর্পণ কর বিনিময়।
আত্মবৎ ভাব, হইবে স্বভাব, মনের কুভাব, যাইবে নিশ্চয়।
কামাদি প্রবল, দেখি প্রেমবল, ক্রমশঃ দুর্বল, হবে অতিশয়।
মরণের ভয়, হইবে অভয়, সব সুখময়, পাইবে আলয়॥

৪। রাগিণী ঝিঁজিট—তাল আড়া।

তব অর্চণার কি ফল, মন শান্ত হয় আর বাড়ে ধর্মবল।
ত্রাসিত তাপিত মন, সুখী না হয় কখন,
লইলে তব স্মরণ, আনন্দ বিমল।
শোকেতে মোহিত জীব, তব ধ্যানে সজীব,
চিত্তের সান্ত্বনা শিব, তোমাতে কেবল।
মানবের যত ক্লেশ, তুমি হে করহ শেষ,
কৃপাকর কৃপাশেষ, দেহ কৃপাবল।
পাপেতে পতিত অতি, অগতির তুমি গতি,
কি হইবে মম গতি, ভাবিয়া বিহ্বল।
তব প্রেমে এ নয়ন, যেন করে বরিষণ,
ভক্তি অশ্রু নিরঞ্জন, নিষ্পাপ নির্মল॥

৫। রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল চৌতাল।

মন শোধন সাধন কর সযতন।
চিত্ত নির্মল হইলে ব্রহ্ম দরশন।
কামের কুমতি নানা, পাইবে ঘোর যন্ত্রণা,
নির্মল না হলে নির্মল পাইবে কেমন।
কর্মজ পাপ যেমন, মনজ পাপ তেমন,
কায় মনে শুদ্ধ হয়ে কর তাঁর স্মরণ।
ক্রোধ প্রতি কর ক্রোধ, ক্ষমা অস্ত্রে কর রোধ,
নম্রতার অগ্রে অহঙ্কারের মরণ॥

৬। রাগিণী ঝিঁজিট—তাল আড়া।

বৃথা গেলরে জীবন।
কি বলিব জিজ্ঞাসিলে জীবনের জীবন।
পেয়ে বুদ্ধি বল অর্থ, করিলাম অনর্থ,
বল বুদ্ধি গেল ব্যর্থ, গেল সব ধন।
ইন্দ্রিয় সুখেতে কাল, গেল মোর সব কাল,
অবশেষে হলো কাল, কাল দরশন।
না হইল পরহিত, যা হইল অনুচিত,
পাইবে হে সমুচিত, দহে মম মন।

নাহি কিছু সম্বল, ধ্বংস হলো বুদ্ধি বল,
কি করি এখন বল, নিকট নিধন,
খেদ সম্বরহ নর, ভাব সেই পরাৎপর,
অপার করুণা তাঁর, দারিদ্র্য ভঞ্জন ॥

৭। নানা রাগ মিশ্রিত গীত—তাল আড়া।

এ মন কল্যাণ হইবে কেমন।
কেমনে করি আমি এই সাধন। ১।
কে দারা কে সুত গায়া অঞ্জন।
সংসার অসার ভ্রম দরশন। ২।
বিহাগ ত্যাগ অসার চিন্তন।
চরমে ইষ্ট লাভ কর মনন। ৩।
ভৈরব ধ্যানে কর তাঁহার ধ্যান।
ভক্তি শ্রদ্ধা প্রেম কর অনুষ্ঠান। ৪।
ললিত স্তবে গলিত হও মন।
প্রেম উদয়ে সুখের আগমন। ৫।
বিভাস প্রকাশ সেই নিরঞ্জন।
মুদিত নয়নে কি হবে দরশন। ৬।
গৌড় সারঙ্গে তাঁর সংকীর্তন।
এক মন হয়ে কর পুনঃপুন। ৭।
মূলতান অকপট আচরণ।
গ্রাম স্বর মান নাহি প্রয়োজন। ৮।
পূরিয়া মনের সাধ সংপূরণ।
হৃদি চিত্ত মন কর হে অর্পণ ॥ ৯।

৮। রাগ মালকোষ—তাল আড়া।

ভ্রান্ত অশান্ত নর কভু না পায় অন্ত।
দুরন্ত কৃতান্ত ভয়ে সর্বদা প্রাণান্ত।
জীবের নিধন, সম্ভবে কেমন,
অবশেষে জীব শিব হইবে নিতান্ত।
কে বলে মরণ, লোকান্তে গমন,
মনের অগোচর নহে এ বৃত্তান্ত।

পাপ পুণ্য ফল, ভিন্ন ভিন্ন স্থল,
শুভাশুভ কর্ম গুণে পাইবে অভ্রান্ত।
ভাই বন্ধু যত, হবে সমাগত, মিলিবে তাঁহারা যদি হয় একান্ত।
ধর্মের কি ভয়, হবে সদা জয়,
নিশ্চয় পাইবে সুখ অসীম অনন্ত।
পাপী স্বীয় পাপ, দহি অনুতাপ,
তাঁহার কৃপা-গুণে শেষে হবে ক্ষান্ত।
দুঃখ অকারণ, কর কি কারণ,
ভজি সত্য নিরঞ্জন, নাশ হে কৃতান্ত ॥

৯। রাগিণী ঝিঁজিট—তাল আড়া।

বিপদ কে বলে বিপদ।
বুঝিলে বিপদ নহে প্রকৃত সম্পদ।
তুমি হে প্রেম আধার, প্রেম করহ বিস্তার,
চরমে হবে নিস্তার, এ জন্য বিপদ।
কত রাগ কত দ্বেষ, অহঙ্কার অশেষ,
পাপের দারুণ ক্লেশ, বাড়ায় সম্পদ।
বিপদ ঔষধি ধন, মন কর সংশোধন,
করিয়া পাপ নিধন, দেয় নিরাপদ্।
তুমি হে মঙ্গলায়ন, এ পামরে কর ত্রাণ,
বিপদে সম্পদে যেন, ভাবি ঐ পদ ॥

১০। রাগিণী ঝিঁজিট—তাল আড়া।

কে গো রোদন করে।
সকঙ্কণ করে মারে মস্তক উপরে।
একাকিনী চন্দ্রাননী, উন্মাদিনী পাগলিনী,
এ ধ্বনি করে কে ধনী, পরাণ শিহরে।
সিন্দূর অঞ্জন মিশি, মেঘে তড়িতের হাসি,
ধারা বহে পড়ি খসি, নয়নের নীরে।
এলোকেশী এলোমনা, বিগত-ধৈর্য-বন্ধনা,
শোকেতে হয়ে উন্মনা, মগনা কাতরে।

জিজ্ঞাসিলে রামা কহে, পতি শোকে হৃদি দহে,
কেন শ্বাস আর বহে, এ মিথ্যা শরীরে।
পতি মোর প্রাণধন, বৃথা মোর এ জীবন,
মরিলে বাঁচে জীবন, এ শোক সাগরে।
স্থির হও গুণবতী, পিতা পুত্র ভাই পতি,
ব্রহ্মাণ্ডের তিনি পতি, ভাবহ তাঁহারে।
জগৎ পতি করি পতি, হর স্বীয় দুর্গতি,
পুনর্বার পাবে পতি, গেলে লোকান্তরে॥

১১। রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।

দেখি ঘোর অন্ধকার।
তরজে গরজে তম-মেঘ বারম্বার।
পাপ প্রচণ্ড পবন, ছিন্ন ভিন্ন করে মন,
মত্ততা-তড়িতে বাড়ে কুমতি বিকার।
অহঙ্কার বজ্র শব্দ, নম্রতা হইছে স্তব্ধ,
শিহরে শুদ্ধতা ভয়ে হইয়া অসার।
কত কুসঙ্গ তরঙ্গ, উঠিছে যেন মাতঙ্গ,
এ আতঙ্ক করে ভঙ্গ ভরসা আমার।
বিপদের নাহি পার, কেমনে হইব পার,
তোমার কৃপা অপার, তুমি কর্ণধার॥

১২। রাগিণী পরজ—তাল আড়া।

কেমনে পাইব সে আলোক।
যে আলোকে পরিত্রাণ হয় ইহ লোক।
যে আলোকে লয়ে যায়, দেয় সত্য প্রেমালয়,
সে আলয়ে বিরাজে যতেক পুণ্যশ্লোক।
কিন্নর অপ্সর নানা, সিদ্ধ সাধু অগণনা,
সুখ রসে ভাসে সদা নাহি দুঃখ শোক।
সবাকার এই চিত, কিসে হবে পরহিত,
প্রেম বিগলিত হয়ে ভ্রমে ঐ লোক।

হলে প্রেমের প্লাবন, করে তারা দরশন,
নিষ্কল নির্মল ব্রহ্ম আলোক আলোক।
যদি চাহ সে আলোক, ভাব সদা পরলোক,
কি হইবে ভাবিলে কেবল ইহলোক ॥

১৩। রাগিণী খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

আর কেন হও বিমোহিত, মদে পতিত।
কাল কাল না দেখিবে কর যা উচিত।
মুখেতে বলা ঈশ্বর, যদিও এ শুভ কর,
কেবল এই রবে না হইবে রক্ষিত।
কি করিবে দারা পুত্র, চিত্ত কর্ম মূল সূত্র,
চিত্তের সরল গুণে তরিবে নিশ্চিত।
অকপট ভক্তি কর, ত্যজ বাহ্য আড়ম্বর,
ইহাতে তাঁহার প্রীত, এই হে বিহিত ॥

১৪। রাগিণী ললিত—তাল আড়া।

কর স্তব নব সব কর তাঁর সংকীর্তন।
সেই নামে পরিণামে জুড়াইবে এ জীবন।
সমীরণ মন্দ মন্দ, বহে হয়ে সানন্দ,
বিকশিত পুষ্প গন্ধ, করে বিতরণ।
বন উপবন শোভা, মিলিত অরুণ আভা,
কি আশ্চর্য মন লোভা, নয়ন রঞ্জন।
ডাকে নানা পক্ষিগণ, কত স্বর আলাপন,
যোগীর ধ্যান-ভঞ্জন, শ্রবণ মোহন।
আকাশের রম্য দৃষ্টি, প্রেমে পুলকিত সৃষ্টি,
দেখি এত প্রেম বৃষ্টি, স্থির কি কারণ।
উঠ উঠ সব নর, করপুটে স্তব কর,
সেবিলে সে বিশ্বাধার, সুখেতে মরণ ॥

১৫। রাগিণী আলাইয়া—তাল আড়া।

ওহে ধর্ম্ম ব্রত জন মৌন দেখি কি কারণ।
চিত্তের অস্থৈর্য তুমি আশু কর নিবারণ।
দেখি পাপের উন্নতি, পুণ্যের অধম গতি,
বুঝি হইতেছে মতি, ধর্ম্মের কি প্রয়োজন।
পাপী নানা সুখ ভোগে, আনন্দে বাড়ে অরোগে,
সদা থাকে যোগে যাগে, শুষ্ক ধর্ম্ম পরায়ণ।
কিন্তু দেখ মনে ভেবে, আত্মা নাহি ধ্বংস হবে,
থাকিলে পুণ্য প্রভাবে, পাবে সুখ-নিকেতন।
পাপ পুণ্য ফলাফল, এখানে নহে কেবল,
এ হয় পরীক্ষা স্থল, এই এর নিদর্শন।
সব দণ্ড পুরস্কার, এখানে নহে বিস্তার,
এ লোকে হলে নিস্তার, পরলোক কি কারণ।
ক্লেশে থাকে যেই জন, ধর্ম্ম তাঁর আভরণ,
মনের সন্তোষ ধন, কভু না হয় নিধন।
বাড়িলে সে ধনাকর, শোভাকর মনোহর,
দুঃখ শোক নাশকর, সুখকর অনুক্ষণ।
কঠোরেতে বাড়ে ধর্ম্ম, বৈভবে বৃদ্ধি অধর্ম্ম,
পরি দৃঢ়তার বর্ম্ম, ক্লেশ কর সম্বরণ।
ক্লেশ ধর্ম্ম পুরস্কার, ধন পাপ তিরস্কার,
এই পরিষ্কার, সদা ধর্ম্মে দেও মন॥

১৬। রাগিণী আড়ানা বাহার—তাল তেওট।

সাজ সাজ সাজ সমরে!
আত্মা ভিতরে প্রবেশে পাপ পিশাচ সত্বরে।
কুপ্রবৃত্তি সেনাপতি, সঙ্গেতে দুর্ব্বল মতি,
ধাইছে বেগেতে অতি, মারে ছলনা শরে।
পশ্চাতে আইসে কাম, সদা ব্যস্ত নিজ কাম,
অশুদ্ধতা অবিরাম, সকটাক্ষে বিস্তারে।
ক্রোধ চলে তার পর, ভয়ানক ঘোরতর,
কম্পান্বিত কলেবর, মার মার চীৎকারে।

লোভ যাহা পায় ধরে, একেবারে গ্রাস করে,
কর দিয়া স্বউদরে, মুখ সদা প্রসারে।
মদ মত্তে হয়ে মদ, উন্মত্ত স্ব সম্পদ,
পান করি মদমদ, করে করে প্রহারে।
শেষে আসে অহঙ্কার, উগ্র মূর্তি ভয়ঙ্কর,
ব্রহ্মাণ্ডই তুচ্ছ তার, তার শক্তি কে ধরে।
উঠ উঠ কর রণ, এ নহে সামান্য রণ, এ রণে
হলে মরণ হারাইবে অমরে।
শরীর হলে পতন, সে পতন কি পতন,
আত্মার হলে পতন, মজিবে একেবারে।

১৭। রাগিণী বারোঁয়া—তাল ঠুংরি।

ওহে কেন অচেতন।
জাননা কি কালান্তরে লোকান্তরে গমন।
কেন অলস বিলাস, কেন লালস অভ্যাস,
কেন নিশ্বাস বিশ্বাস, প্রকাশ সার চিন্তন।
কেন হে ভৌতিকামোদ, কেন মদে গদ গদ,
কেন ত্যজ সারাস্বাদ, সর্ব-শান্তি ব্রহ্ম জ্ঞান।
কেন বাহ্য আড়ম্বর, কেন অসারে তৎপর,
কেন সেই পরাৎপর, না কর হৃদয় ধ্যান॥

১৮। রাগিণী বিভাস—তাল মধ্যমান।

আর কেন নয়ন মুদিত। চল চল ধর্মক্ষেত্রে করা যা উচিত।
কোথায় বা অনাহার, জীর্ণ শীর্ণ কলেবর,
ভ্রমে প্রাণী শীত বৃষ্টি হয়ে আচ্ছাদিত।
কোথায় বা স্বামী হীনা, ভোগে রমণী যন্ত্রণা,
কোথায় বা পিতৃমৃত্যে শিশু অনাশ্রিত।
কোথায় বা রোগ ক্লেশ, অনুপায়ে অবিশেষ,
কোথায় কুটীর চাল অনেকে বঞ্চিত।
কোথায় বা শোকানল,দহে সদা হৃদিদল,
শ্রাবণের ধারা বহে চক্ষু বিমোহিত।

কোথায় কলুষ রাশি, গ্রাস করে ধর্মশশী,
কোথায় মূর্খতা জন্য কর্ম বিপরীত।
দান শ্রম উপদেশ, ক্লেশ-বিঘ্ন-পাপ-শেষ,
সাধনা হইবে হলে চিত্তেতে পীড়িত।
পরদুঃখ পরসুখ, আত্মদুঃখ আত্মসুখ,
এ বিধায় অনুষ্ঠানে স্বর্গীয় পীরিত॥

১৯। রাগ ভৈঁরো—তাল আড়া।

জ্ঞানময় নিরাময় সুখময় সর্বাশ্রয়।
বিচিত্র রচনা তব প্রেমময় অভিপ্রায়।
দেখিলে নভোমণ্ডল, এ আশ্চর্য ভূমণ্ডল,
জ্ঞান হয় কুমণ্ডল, এক পার্শ্বে রয়।
কত গ্রহ দিবাকর, কত তারা শশধর,
কত কেতু জ্যোতিষ্কর, সব প্রাণিময়।
কি কৌশলে নিরমিত, কি কৌশলে নিয়োজিত,
কি কৌশলে নির্বাহিত, বদ্ধ শৃঙ্খলায়।
করিয়াছ যে নিয়ম, নাহি তার ব্যতিক্রম,
তোমার নিয়ম-ভ্রম, দৃষ্টি নাহি হয়।
সৃষ্টি অসংখ্য অসীমা, অপার তব মহিমা,
তোমাতে তব উপমা, সর্ব-শক্তিময়।
অগণ্য তব সৃজন, অগণ্য তব পালন,
অগণ্য কৃপা অর্পণ, কর কৃপাময়।
কত ক্ষমা কর দান, মানবের নাহি জ্ঞান,
তোমাতে ক্রোধ বিধান, তুমি ক্ষমাময়।
ক্লেশ রোগ মৃত্যু শোক, শিব পায় এই লোক,
না ভাবিয়া পরলোক, সুস্থির ত্বরায়।
কত কর পর্যটন, দিতে সুখ অনুক্ষণ,
তব নিয়ম ভঞ্জন, ক্লেশ নর পায়।
সব জীবে ক্রোড়ে কর, মাতাধিক স্নেহ ধর,
মহা পাপীকে উদ্ধার বিহিত সময়।
মানবের হিত জন্য, দেহ করিয়াছ জন্য,
দিবে সুখ অসামান্য, গেলে স্বর্গালয়॥

২০। রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।

একি দেখি ভয়ঙ্কর।
যেন কে প্রহারে মোরে কাঁপি থরথর।
মনজ কর্মজ পাপ, দেয় নিদারুণ তাপ,
আপন স্মরণ হলো ঘোর দণ্ডধর।
যাহা ছিল অপ্রকাশ, সে এক্ষণে সপ্রকাশ,
এ জানিলে কে করিত পাপ ঘোরতর।
পর বনিতা গমন, পর বিষয় হরণ,
পর পীড়নে পীড়ন, সদা জরজর।
যেমন মন আমার, তেমন হলো আকার,
সঙ্গিগণে দেখি যেন হর-অনুচর।
ভয়ানক এই লোক, আর কোথায় নরক,
অসহ্য যন্ত্রণা ভোগে অসীম কাতর।
চারি দিক অন্ধকার, কেমনে হবে সুসার,
অসার কর্মের ফল অবশ্য অসার।
উর্ধ্বেতে করে গমন, পুণ্যবান্ এক জন,
নিকটে আনিয়া বলে হয়ে স্থিরতর।
অন্যের পাপ মোচন, অন্যকে পুণ্য প্রদান,
কাহার ক্ষমতা নাহি সৃষ্টির ভিতর।
শুদ্ধচিত্ত শুদ্ধাচার, ইহাতে আশু নিস্তার,
তা না হলে কর্ম দোষে যন্ত্রণা বিস্তর।
দয়াময় ক্ষমাসিন্ধু, দেন সবে কৃপা ইন্দু,
এ কারণ পাপী তাপী হয় কালান্তর।
হয়ো না সান্ত্বনান্তর, ভবান্তর গত্যন্তর,
যদি পাবে হও নিরন্তর তাপান্তর॥

২১। রাগিণী ঝিঁজিট—তাল আড়া।

কত পাইবে রতন, ওহে ধর্মপরায়ণ,
যখন হইবে মুক্ত শরীরবন্ধন।
প্রজ্জলিত অনুতাপ, নাশিয়াছে তব পাপ,
এমন পুণ্য প্রতাপ, সুখেতে গমন।

দূরে যাবে রোগ শোক, সুখময় নানা লোক,
শোভিত সত্য আলোক, হবে দরশন।
কেহ নাহি করিবে রোধ, ন বিবাদ ন বিরোধ,
পরহিত অনুরোধ, সদা বরিষণ।
কত দৃশ্য মনোহর, কত ধ্বনি সুখকর,
কত গন্ধ মত্তকর, পাবে অনুক্ষণ।
যেমন হয়েছ নত, হইবে হে উন্নত,
জ্ঞান প্রেমে ক্রমাগত, ক্রমশঃ বর্ধন।
দয়ালু দেবতা যত, মিলিবে প্রফুল্ল চিত,
সঙ্কীর্তন প্রেমামৃত, থাকিবে মগন।
দেখিবে হে নিরঞ্জন, সর্ব তাপ বিমোচন,
দুর্লভ হৃদয় ধন, রতন-রতন॥

২২। রাগিণী মূলতান—তাল আড়া।

সুখ ধামে যাবে যদি কর আয়োজন।
ভক্তি কাণ্ডারী হইলে অভ্রান্তে গমন।
ভক্তি কভু নহে বাম, মননেত্রে অবিরাম,
এই খানে সেই ধাম, করাইবে প্রদর্শন।
ভক্তির করহ যুক্তি, ভক্তির অপার শক্তি,
ভক্তিতেই পাবে মুক্তি, এই স্থির কর মন॥

২৩। রাগিণী গৌড় সারঙ্গ—তাল মধ্যমান।

কৃপাময় কৃপা কর এ অভাজনে।
অন্তরেতে সুখস্রোত ভাসমান তব ধ্যানে।
নানা তরঙ্গের রঙ্গ, একাগমে অন্য ভঙ্গ,
ছাড়িলে তোমার সঙ্গ, কুরঙ্গ তাড়িত বনে॥

২৪। রাগিণী আড়ানা বাহার—তাল মধ্যমান।

মন্‌জেল মন্‌জেল চলে চল ভাই।
মনে করো না আগে মন্‌জেল নাই।

যত মন্‌জেল যাবে, দুখ বিগত হইবে,
সুখাকাশ প্রকাশিবে, দিবা রাত্র নাই।
ছাড়িলে পার্থিব ভাব, ঘুচিবে সব অভাব,
ভব ভাবাতীত ভাব, বাড়িবে সদাই॥

২৫। রাগিণী সুরট—তাল আড়া।

কেন বাহিরে ভ্রমণ ? ইদং তীর্থমিদং
কার্যং নানা ধর্ম স্বজন।
অন্তরেতে প্রবেশিলে ভাবাতীত দরশন।
মত বিশ্বাসের শেষ, কে করিতে পারে শেষ,
বাহ্য গুরু আচার্যের নানা মত বরিষণ।
নানাত্ব একত্ব হবে, আত্মময় হবে যবে,
আত্মারি স্বর্গেতে হবে তর্ক, নরক বিলীন।
অনন্তং সত্যং জ্ঞানং, অনন্তং সত্যং ধ্যানং,
অনন্ত আত্মার শক্তি স্বশক্তিতে বর্ধন।
হইলে হে জীব শিব, দেখিবে হে সব শিব,
পরমশিবত্ব তত্ত্ব নিয়ত নিধিধ্যাসন॥

২৬। রাগিণী সুরট—তাল আড়া।

মঙ্গল সাধন কর ভাবিয়া মঙ্গলময়।
মঙ্গলে পূরিবে চিত্ত দূরে যাবে দুরাশয়।
পর দুঃখ বিমোচন, পর সুখ বিবর্ধন,
প্রকৃত মঙ্গল এই চরমে সম্বল হয়।
আর যা ভাব মঙ্গল, সে কেবল অমঙ্গল,
অনিত্য সুখেতে নিত্য না পাবে আনন্দালয়।
কি মঙ্গল বরিষণ, করিছেন নিরঞ্জন,
স্ব অঞ্জন নাশ কর লইয়ে তাঁর আশ্রয়॥

২৭। রাগিণী বিভাস—তাল আড়া।

তব জ্যোতি অতি মনোহর। হে বিশ্বধর !
স্বকৃত প্রকৃত শুভ্র সর্ব লোক শান্তি কর।

দিবাকর দিবাকর, শশধর শশধর,
কোটী তারা কোটী সৃষ্টিধর দীপ্তিকর।
নীল পীত নানা বর্ণ, জলে স্থলে পরিপূর্ণ,
কি প্রভা কি আভা শোভা কানন ভিতর।
সুশোভে তব বদন, সত্য-প্রেম-প্রস্রবণ,
বিকাশে হৃদি আকাশে যেন হিতকর।
হলে পাপের বিনাশ, পুণ্যমুখে সপ্রকাশ,
নয়নের নয়ন নহে নয়নগোচর।
কুরূপা কুৎসিতা রামা, তার জ্যোতি অনুপমা,
পতিব্রতা পবিত্রতা যদি চিত্তাকর।
সদা ভাবি তব জ্যোতি দয়া কর মোর প্রতি,
দেখিতে দেখিতে যেন যাই লোকান্তর॥

২৮। রাগিণী খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

নও তুমি কেবল কাশীবাসী, বিশ্বেশ্বর হে!
যেখানে ভ্রমণ করি সেই বারাণসী।
তব রাজ্য সম্পূর্ণ, নানা রত্নে পরিপূর্ণ,
প্রকৃত অন্নপূর্ণা তুমি ব্রহ্মাণ্ড-নিবাসী।
স্থান তীর্থ নাহি দেখি, চিত্ত তীর্থে সদা সুখী,
ধন মান চাহি না হে শান্তি অভিলাষী॥

২৯। রাগিণী ঝিঁজিট—তাল মধ্যমান।

কি দিব তোমারে বল না হৃদয়ের ধন!
কেবল সম্বল মোর তব আরাধনা।
প্রদান করহ চিত, তাপিত বিশুদ্ধ নত,
হলে তোমায় অর্পিত, পূরিবে বাসনা।
যত স্নেহ প্রেম ধরি, কৃপা করি লও হরি,
আর কেন পাপে মরি ঘুচাও যন্ত্রণা॥

৩০। রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল ঝাঁপতাল।

মন তো দুর্বল নহে যদি থাকে প্রকৃত।
পাপেতে দুর্বল মতি পাপে করে বিকৃত।

পরিষ্কার সংস্কার আবিষ্কার হে কত।
নিরঞ্জন সযত্ন মনে হয় আবৃত।
সারজ্ঞান দূর জ্ঞান সদা মনে উদিত।
সৃষ্টি কার্য সব ধার্য বিনাচার্য গৃহীত।
ভবভাব ব্যর্থ ভাব ক্রমে ক্রমে দূরিত।
সারভাব শুদ্ধভাবে ভাবেতে হয় ভাবিত।
ব্রহ্মানন্দ প্রেমানন্দ সদানন্দ অমৃত।
করি গান পায় ত্রাণ ভোগে সুখ অচ্যুত।

৩১। রাগিণী সুহিনী—তাল মধ্যমান।

কত পাপ করিয়াছি তোমার নিকট ;
তথাপি না ত্যাগ করে রেখেছ নিকট।
করে ধরি কুসন্তান, ক্রোড়ে মাতা দেন স্থান,
সান্ত্বনা-সুধাতে দূর করেন সঙ্কট।
ততোধিক তব দয়া, দিয়া স্বীয় পদ-ছায়া,
কালে নাশ কর তাপ পাপ বিকট॥

৩২। রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল আড়া।

তবে কেন নয়নের বারি নিবারি।
যদি এই বারিতে পাই সেই রূপের মাধুরী
রোদনে কর শোধন, নিরন্তর অন্তর ধন ;
নাশিবে শান্তি তপন, পাপ সর্বরী।
পরে পাইবে যে হাস্য, সে হাস্য নয় উপহাস্য,
সদা আনন্দ প্রকাশ্য, সুধা সর্বোপরি॥

৩৩। রাগিণী গৌড় সারঙ্গ—তাল মধ্যমান।

তব অধীন মোরে কর, ওহে বিশ্বধর।
তোমা ছাড়ি স্বাধীনতা অতি ভয়ঙ্কর।
গতি শক্তি জীবন, সকলের তুমি জীবন,
ইচ্ছা মোর কর প্রভো যে ইচ্ছা তোমার।

৩৪। রাগিণী ঝিঁজিট—তাল আড়া।

ওরে বৃন্দাবনের লোক।
দেখারে আমাকে তোরা আলোকের আলোক।
যত্নপতি, ব্রজপতি, কভু নহে সে মূরতি,
দেখারে সে হৃদিপতি, ভূলোক দ্যুলোক॥

৩৫। রাগ শ্রী—তাল কাওয়ালি।

প্রেম নগরে চল যাই।
সেই প্রেমময় প্রেমেশ্বরের দিব হে দোহাই।
প্রেমেতে মগন হব, প্রেমামৃত পান করিব,
প্রেমানন্দ হইয়া ভ্রমিব ঠাঁই ঠাঁই।

যৎকিঞ্চিৎ

যৎকিঞ্চিৎ

১ অধ্যায়। ঈশ্বরের অস্তিত্ব।

ভাব সেই একে।
জলে স্থলে শূন্যে যে সমান ভাব থাকে॥
রামমোহন রায়।

ঢং—ঢং—ঢং। হি—স, হি—স। ছোট২ রেলগাড়ি যায়। ওহে ভুবন উঠেছ—ও ভুবন! এখানে স্থান নাই, ঐ গাড়ীতে যাও। পুনর্বার হি—স, হি—স, অমনি হুড়াহুড়ি, দৌড়াদৌড়ি, ঠেলাঠেলি, ঘেঁসাঘেঁসি, হইতে লাগিল। এদিকে গাড়ির দ্বার সকল ঝনাৎ ঝনাৎ শব্দে বন্ধ হইল ও গাড়ি ঢক ঢক শব্দে যেন মত্ত হস্তীর ন্যায় চলিল। গাড়ির প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্লাস—সকলেতেই লোক পরিপূর্ণ। কাহার গাত্রে বস্ত্র আছে—কাহার গাত্রে বস্ত্র নাই,—কেহবা আপন লম্বোদর নিরীক্ষণ পূর্বক দণ্ডায়মান,—কেহবা চাপকানের দুই পাকেটে দুই হাত দিয়া শিষ দিতেছেন,—কেহবা নাসিকার উপর আই গ্লাস দিয়া দূরস্থ বস্তু সকল দৃষ্টি করিতেছেন। একখানি দ্বিতীয় ক্লাস গাড়িতে দুই জন ব্যক্তি বসিয়াছেন—ইঁহারা অতি শান্ত, মিতাবাকী ও অনন্যমনা। সূর্য অস্তমিত হইতেছে—আকাশে কি চমৎকার শোভা! সকল কোলাহল যেন স্থৈর্যসাগরে নিমগ্ন হইয়াছে—বায়ুর মন্দমন্দ গতি—এই সকল একত্রিত হওয়াতে বৈকালিক মাধুর্য প্রকৃত শান্তি-দায়িনী হইয়াছে। ঐ দুই ব্যক্তি একএক বার নভোমণ্ডল দর্শন করিতেছেন এবং একএক বার দর্শনোদ্ভব আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। ইঁহারা কে? ইঁহারা দুই ভ্রাতা—জ্ঞানানন্দ ও প্রেমানন্দ, দুই জনেই ঈশ্বরপরায়ণ ও ধর্মানুরাগী, ভ্রমণার্থে দেশান্তর যাইতেছেন। যাঁহারা সৎ চিন্তায়, সৎ ভাবে, সৎ আলাপে, সৎ কর্মে সদা রত তাঁহারা ব্যর্থ ও অলীক বিষয়ে কাল যাপন করেন না, ও তাঁহাদিগের নিকটে ভিন্ন প্রকার লোক সুতরাং আপ্যায়িত হইতে পারে না। কিন্তু উক্তপ্রকার একমনা লোকের সম্মেলন হইলেই সদালাপের স্রোত আপনা আপনি প্রবাহিত হয়। জ্ঞানানন্দ ও প্রেমানন্দ শান্ত হইয়া বসিয়া অন্তরের আনন্দে আনন্দিত আছেন—গাড়ির অন্যান্য লোক বলাবলি করিতেছে—এ দুটা গুঁম অবতার কোথা হইতে এল? বোধ হয় অজ পাড়াগেঁয়ে অথবা জঙ্গুলে।

পর দিবস রেলের গাড়ি ভগলপুরে উপস্থিত হইল। জ্ঞানানন্দ ও প্রেমানন্দ নামিয়া নগরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। স্নান আহার করিয়া বৈকালে ক্লিবলেণ্ড

উচ্চ গৃহের নিকটস্থ সুরম্য উদ্যানে ভ্রমণ করিতে গেলেন। সেই উদ্যানে কতগুলি নব বাবুরা একত্র বসিয়া ধর্ম বিষয়ক নানা তর্ক করিতেছেন। এক এক বার এমনি গোল উঠিতেছে যে হাতাহাতির বড় বিলম্ব নাই। তাহারা উক্ত ভ্রাতা দ্বয়কে দেখিয়া বলিলেন—আস্তে আজ্ঞা হউক, আপনারা ধর্ম বিষয় কিছু জানেন? আমাদিগের মতের স্থির কিছুই হইতেছে না, আমরা চার্বাক প্রভৃতি গ্রন্থ ও বিশেষ বিশেষ ইংরাজি পুস্তকও অনেক পড়িয়াছি—আমাদিগের কাহার কাহার মত যে ঈশ্বর আছেন ও কাহার কাহার মত ঈশ্বর নাই, সকলেই স্বভাবত হইতেছে। আপনারা কি বলেন?

জ্ঞানানন্দ সকলকে মিষ্ট বাক্য দ্বারা শান্ত করিয়া বলিলেন—সত্য অন্বেষণার্থে উগ্র ভাব ত্যাগ পূর্বক শান্ত ভাব অবলম্বন আবশ্যক। আপনারা কেহ কেহ বলিতেছেন ঈশ্বর আছেন—কেহ কেহ বলিতেছেন ঈশ্বর নাই, এবিষয়টি আপনা আপনি শান্ত হইয়া না বুঝিলে কেহও বুঝাইয়া দিতে পারে না। যদ্যপি অনুমতি করেন তবে আমি কিঞ্চিৎ বলি। নব বাবুরা সকলেই বলিলেন—মহাশয় বলুন, ভাল দেখি আপনকার কি নূতন কথা আছে।

জ্ঞানানন্দ। কথা নূতন কিছুই নাই, কথা বুঝিলেই নূতন বোধ হয়।

নাস্তিক বাবুরা। এত ক্ষণের পর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন এলেন—দেখা যাউক এঁর তর্জন গর্জন কত দূর।

জ্ঞানানন্দ শান্তভাবে ঈষদ্ধাস্য পূর্বক বলিলেন—সংশয় এই যে সৃষ্টির স্রষ্টা নাই। "একমেবাদ্বিতীয়ং"—একই অদ্বিতীয় ঈশ্বর যে আছেন এই জ্ঞান তিনি কৃপা পূর্বক মনুষ্য জাতিকে প্রদান করিয়াছেন। আমাদিগের ন্যায় পশুদিগের রাগ, কাম, স্নেহ, কৃতজ্ঞতা, স্বাভাবিক বুদ্ধি, দূরদৃষ্টি ও আন্যান্য ভাব ও শক্তি আছে কিন্তু তাহাদিগের ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান নাই। ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান যে আমাদিগের জ্ঞান অর্থাৎ ঈশ্বর কর্তৃক প্রদত্ত তাহা আপন আপন আত্মার পরিচয়ে সপ্রকাশ। যেমন মার্জনা করিবে তেমনি ঐ জ্ঞান বৃদ্ধি হইবে, কিন্তু এ জ্ঞানের অঙ্কুর-শূন্য কোন মনুষ্যই নাই। শিশুর সুমিষ্ট বাণী উচ্চারিত হইতে হইতেই—অবলা কোন উপদেশ না পাইয়াও কিরূপে এ জ্ঞান প্রকাশ করে? যদি বল এটি সংস্কারাধীন, তাহারা যেমন দেখে, যেমন শুনে তেমনি বলে, তবে যে সকল জাতি নিবিড় অরণ্যে বাস করে, যাহারা আহারে, পরিচ্ছদে, এবং গৃহ ও সামাজিক কর্মে সম্পূর্ণ অসভ্য—যাহারা জ্ঞানালোক কাহার কর্তৃক প্রাপ্ত হয় নাই, তাহারা এ জ্ঞান কি রূপে প্রকাশ করে? আরব দেশে এক জন মূর্খ লোক জিজ্ঞাসিত হয়, পরমেশ্বর আছেন তাহা তুমি কি রূপে জান? ঐ ব্যক্তি

উত্তর করে "যেমন বালুকার উপর পায়ের চিহ্ন দেখিয়া আমি জানি যে পশু কি মনুষ্য তাহার উপর দিয়া গিয়াছে সেই রূপ।"* সুমেট্রা উপদ্বীপে দুই জন বন্য লোক একটী ঘড়ি দেখিতেছিল। এক জন বলিল সূর্য এই রূপ ঘড়ি। অন্য জন জিজ্ঞাসিল, সূর্যকে ঘড়ির ন্যায় কে ফিরাইয়া দেয়? ঐ ব্যক্তি উত্তর করিল—আর কে আল্লা!† কোন কোন ভ্রমণকারী কোন কোন দেশ ভ্রমণ করিয়া এমন লিখিয়া থাকেন যে ঐ দেশীয় লোকদিগের ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান কিছু মাত্র নাই। এসকল কথা অতি সাবধানতা পূর্বক গ্রহণ করা কর্তব্য, কারণ বিশেষ অনুসন্ধানে ইহার অসত্যতা প্রমাণ হয়। এরূপ পূর্বেও ঘটিয়াছে এবং এক্ষণেও ঘটিতেছে। এণ্ডামন উপদ্বীপে এক জন ডাক্তার গমন করেন। তিনি বর্ণন করেন যে ঐ উপদ্বীপের লোকদিগের ঈশ্বর জ্ঞান নাই। পরে আর এক জন ডাক্তার যাইয়া ঐ অসভ্য জাতির সহিত ব্যাপক কাল সহবাস করিয়া দেখিলেন যে তাহারা চন্দ্রকে ঈশ্বর স্বরূপ উপাসনা করে। অতএব ঈশ্বরজ্ঞানরহিত জাতি বর্ণন ভ্রমণকারীর ভ্রম হইতে উৎপন্ন হয়। যে জ্ঞান করুণাময় ঈশ্বর প্রদান করিয়াছেন তাহা সর্ব স্থানেই এক প্রকার না এক প্রকার ভাবে অবশ্যই প্রকাশ হইবে, —একেবারে নির্বাণ কখনই হইতে পারে না। যে সকল জাতি অসভ্য ও প্রাথমিক অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থায় আছে, তাহাদিগের মধ্যে উক্ত জ্ঞানের চিহ্ন বিশেষ রূপে দৃষ্ট হইয়াছে। যে যে স্থানে বাণিজ্য এবং ইন্দ্রিয় সুখের প্রাবল্য অথবা উক্ত জ্ঞানকে মূল না করিয়া অন্যপ্রকার জ্ঞানের আলোচনা ও সুতরাং কেবল পাণ্ডিত্যের আধিক্য, সে সকল স্থানে ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান যেন লুকায়িত ভাবে থাকে; এজন্য নাস্তিকতার বৃদ্ধি আত্মার নিগূঢ় তত্ত্ব অনুসন্ধান অল্প হইয়া থাকে—কেবল বাহ্য ক্রিয়া, বাহ্য উন্নতি, বাহ্য সুখ একারণ আত্মার বাণীকে শুনে ও সৃষ্টির বিষয়ও বা কে আলোচনা করে? মেডাগস্কর উপদ্বীপের লোকেরা অসভ্য বলিয়া গণ্য। সেখানে বাণিজ্য বা ইন্দ্রিয় সুখ বা পাণ্ডিত্যের আধিক্য নাই। দেখ কি রমণীয় স্তোত্রে ‡ তাহারা ঈশ্বরের উপাসনা করে। একাত্ম প্রত্যয়সারং। মাণ্ডুক্য। এক আত্মপ্রত্যয়ই তাঁহার অস্তিত্বের প্রতি প্রমাণ হইতেছে।

* Md' Arvieux's Travels in Arabia.

† Marsden's Sumatra.

‡ O Eternal ! have pity on me because I am transitory ; O Infinite because I am but an atom ; O Almighty because I am weak ; O source of light because I am drawing nearer to the grave ; O thou who seest all things because I am in darkness ; O all bounteous because I am poor ; O all sufficient because I am nothing. *Flancourt's Madagascar, 14th Chap.*

আত্মার প্রত্যয়েই সকল দেশীয় লোকেরা এক প্রকার না এক প্রকারে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ দিতেছে। এপর্যন্ত শুনা যায় নাই যে অবনীমণ্ডলে এমত জাতি আছে যাহারা প্রকৃত নাস্তিক। যদিও এমত জাতি থাকে তাহা কোন কারণ বশতঃ হইতে পারে কিন্তু এজন্য ঈশ্বরের অস্তিত্বের জ্ঞান যে স্বভাবসিদ্ধ নহে তাহার প্রামাণ্য হইতে পারে না। এক জন জন্মান্ধ থাকিলে সকলেই জন্মান্ধ হয় না।

নাস্তিক বাবুরা। আপনি বল্‌ছেন ঈশ্বরের অস্তিত্বের জ্ঞান আপন আপন আত্মা দ্বারা পাওয়া যায়। কই মহাশয়! আমরা আত্মাকে নেড়ে চেড়ে দেখিয়াছি, কিছুই তো পাই না?

জ্ঞানানন্দ। (মৃদুভাবে) একটী গল্প স্মরণ হইতেছে আপনারা অনুগ্রহ করিয়া শুনুন। এক জন নাস্তিক ও এক জন আস্তিক দুই জনে এক জাহাজে গমন করিতেছিল। দুই জনে ঘোর বিচার করিতেছে, গজকচ্ছপের ন্যায় কেহই কাহাকে পরাজয় করিতে পারে না। দৈবাৎ আকাশ ঘন মেঘে পূর্ণ হইল—বায়ু ঘোরতর প্রচণ্ড হইতে লাগিল,—তরঙ্গ যেন মাতঙ্গের ন্যায় ভয়ঙ্কর হইল—জাহাজ ডুবুডুবু হয় এমত সময়ে নাস্তিক প্রাণভয়ে অতিশয় ব্যাকুল হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—"পরমেশ্বর রক্ষা কর।" কিয়ৎকাল পরে বায়ু শান্ত হইলে, আস্তিক নাস্তিককে জিজ্ঞেস করিল—মহাশয়, ঈশ্বরের অস্তিত্ব বারম্বার অস্বীকার করিয়াছেন তবে কেন তাঁহাকে ডাকেন? নাস্তিক কহিল, আমি ইচ্ছা পূর্বক ডাকি না—কে যেন আমাকে ডাকালে। বোধ হয় বিপদে পড়িলে সকলে এইরূপ করে।

নাস্তিক বাবুরা। আপনি বলেছেন ভাল, আর কি আছে বলুন।

জ্ঞানানন্দ। যে জ্ঞান স্বভাব সিদ্ধ সে জ্ঞান কখনই অসত্য হইতে পারে না। ঐ জ্ঞানকে মূল করিয়া আনুসংগিক জ্ঞানের প্রকৃত পরিচালনা না হইলে আনুসংগিক জ্ঞানের ভ্রম অবশ্যই হইবে কিন্তু যে জ্ঞান স্বভাবসিদ্ধ তাহা অভ্রান্ত রূপে থাকিবে। এক ঈশ্বর আছেন তাহা সকলেই স্বীকার করিতেছে কিন্তু তিনি কিরূপ এই আনুসংগিক জ্ঞান যাহার যেমন শিক্ষা, সংস্কার ও সৃষ্টি প্রকরণ বুঝিবার ক্ষমতা তাহার তেমনি বোধ। আমাদিগের স্বভাবসিদ্ধ যে জ্ঞান সে কি? কার্য কারণ ব্যতিরেকে হইতে পারে না—সৃষ্টির স্রষ্টা অবশ্যই আছেন ও যখন নানা কার্য এক অভিপ্রায় সিদ্ধার্থে হইতেছে তখন এক বিশিষ্টজ্ঞানময় কারণ অবশ্যই আছেন। যেমন শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া হস্তপদাদি কিরূপে পরিচালিত হয় তাহা না জানিয়া স্বভাবত হস্ত পদাদি পরিচালনা করে; সেই রূপ কার্য দেখিলেই কোন বিবেচনা বা অনুসন্ধান ব্যতিরেকে কর্তার জ্ঞান স্বভাবত আত্মাতে উদয় হয়।

ত্রিযামা উপস্থিত। নয়ন উন্মীলন করিয়া নভোমণ্ডল অবলোকন কর। অসংখ্য তারা অসংখ্য সূর্যস্বরূপ অসংখ্য সৃষ্টির নিয়ামক। এক এক তারা নিরীক্ষণে বহুধা বোধ হইবে। একটী একটী তারা আমাদিগের সূর্যের ন্যায় গ্রহাবৃত ও সকল গ্রহ রাশিচক্রে ধাবমান। দূরবীক্ষণ যতই দৃষ্টিক্ষম হইতেছে ততই নূতন২ তারা প্রকাশ হইতেছে। আমাদিগের সূর্যের অনুগত যে যে গ্রহ জানা ছিল তাহা অপেক্ষা নূতন নূতন গ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। তারাগণ ও গ্রহাদি সকলই প্রাণিময় ও সৃষ্টি অনন্ত। পৃথিবী রাশিচক্রে ধাবমান হইতেছে—সূর্যের তারতম্যে ঋতুর পরিবর্তন ঋতুর পরিবর্তনে শস্যের উৎপত্তি—শস্যের উৎপত্তিতে জীব জন্তুর পালন। সূর্যের উদয় ও অস্তমিতিতে দিবা রাত্রি—দিবা রাত্রিতে উদ্ভিদের বর্ধন ও জীব নকলের শ্রম ও বিশ্রামের উপযোগিতা। সূর্যের তেজে সকল বস্তু হইতে বারি আকর্ষিত হইতেছে ও ঐ বারি ধূমবৎ হইয়া মেঘাকৃতিতে গগন ভূষিত করিতেছে এবং ঐ মেঘ সকল বারিত্ব প্রাপ্ত হইয়া বৃষ্টি স্বরূপে পতিত হইতেছে। যে সকল পর্বত বারিতে পরিপূর্ণ হইতেছে সেই সকল পর্বত হইতে নদ নদী প্রবাহিত হইতেছে। নদ নদীর জল চন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্র হইতে আসিতেছে। বায়ুর এক গতি নহে, দিনে দিনে—সময়ে সময়ে গত্যন্তর হইতেছে। উক্ত কারণ সকল জন্য কৃষি ও বাণিজ্যের কি মহৎ উপকার এবং কৃষি ও বাণিজ্যের মঙ্গলে আমাদিগের কি মঙ্গল! বাহ্য সৃষ্টির প্রকরণ যতই বিবেচনা কর ততই এই নিশ্চয় জানিবে যে, ঐ সকল প্রকরণে আমাদিগের শারীরিক ও মানসিক মঙ্গল। এই অদ্ভুত ব্যাপারে কি অদ্ভুত শক্তি ও জ্ঞান দৃষ্ট হয় না? এ কি নিয়ন্তা ব্যতিরেকে হইতে পারে? কার্য কারণ ব্যতিরেকে কি রূপে সম্ভবে? কোন গ্রন্থ লেখক ব্যতিরেকে হইতে পারে? কোন চিত্রপট, চিত্রকর ব্যতিরেকে হইতে পারে? কোন মূর্তি, নির্মাতা ব্যতিরেকে হইতে পারে? এই যে অসংখ্য অচেতন ও চেতন বস্তুর কি আদি কারণ নাই? কাহার দ্বারা সমস্ত সৃষ্টি নির্বাহিত হইতেছে। কে সকলকে পালন ও রক্ষা করিতেছে? এই সকল কার্য কি আপনা আপনি হইতে পারে? যদি এ সম্ভবে, তবে সূর্য ব্যতিরেকে আলোক, চন্দ্র ব্যতিরেকে জ্যোৎস্না, অগ্নি ব্যতিরকে দাহিকা শক্তি, বায়ু ব্যতিরেকে শীতলতা, বাষ্প ব্যতিরেকে মেঘও হইতে পারে। আমরা ঈশ্বরকে দেখিতে পাই না এ জন্য কি ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার্য? যদি সূর্য কোন কারণ বশতঃ অদৃষ্ট হইত ও কেবল তাহার তেজ প্রকাশ হইত তবে অদর্শন জন্য ঐ তেজের কারণ কি অবিশ্বাস্য হইত?

ঈশ্বরের অস্তিত্ব জ্ঞান যে স্বাভাবসিদ্ধ ও দিগ্‌দর্শন শলাকার ন্যায় আত্মা ঈশ্বরেতে ধাবমান তাহা আমরা নানা প্রকারে দেখিতেছি। যখন ঘোর বিপদ, বিষাদ বা

শোক উপস্থিত হয়—যখন এমত অবস্থায় পতিত যে আর কোন উপায় নাই—যখন কোন নিদারুণ ক্লেশ জন্য শরীর হইতে যে প্রাণ বিয়োগ হয়—যখন পাপে এমত পরিপূর্ণ যে আপনার প্রতি আপনার ঘৃণা হইতেছে—যখন মৃত্যু উপস্থিত ও পূর্ব কর্মাদি স্মরণে চিত্ত দাহ্যমান হইতেছে, তখন আত্মা কাহাকে চিন্তা—কাহাকে স্মরণ করে ? প্রকৃত অবস্থায় না পড়িলে প্রকৃত ভাবের প্রকাশ হয় না। এক্ষণে বিনীত ভাবে সেই কৃপাময়কে সর্বদা স্মরণ করিয়া যে জ্ঞান তিনি প্রদান করিয়াছেন তাহার উন্নতিতে যত্নবান হও।

প্রেমানন্দ করজোড়ে উর্ধ্বে দৃষ্টি করত এই উপাসনা করিলেন। হে পরমাত্মন! তুমি স্বর্গের স্বর্গে বিশেষ রূপে বিরাজ করিতেছ। অসংখ্য দেবতারা সুমধুর সংকীর্তনে মগ্ন থাকিয়া তোমার অভিবাদন ও প্রেমানন্দ উপভোগ করিতেছেন। তুমি সামান্যরূপে সকল বস্তু ও জীবে আছ। তুমি জ্যোতি স্বরূপ, গতি স্বরূপ, আকর্ষণ স্বরূপ, শক্তি স্বরূপ, সম্মেলন স্বরূপ, সৌন্দর্য স্বরূপ, সুগন্ধ স্বরূপ, সুরম্যধ্বনি স্বরূপ। তুমি সর্বনিয়ন্তা—সর্বসুখদাতা। বাহ্য রাজ্যে যেমন দিবাকর প্রজ্বলিত ; তেমনি অন্তর রাজ্যের তুমি সূর্য। তোমার জ্যোতিতে আত্মার মালিন্য ও তিমির তিরোহিত হয়—যে আত্মা নত, পরিশুদ্ধ ও জ্ঞানে ও প্রেমেতে পূর্ণ, সেই আত্মাতেই তুমি বিশেষ রূপে বিরাজ কর, তখন সেই আত্মাই তোমার স্বর্গের স্বর্গ হয় ! তোমার অস্তিত্ব প্রত্যেক নিশ্বাসে, প্রত্যেক দৃষ্টিতে, প্রত্যেক ঘ্রাণে, প্রত্যেক ধ্যানে, প্রত্যেক ভাবে জাজ্বল্যমান। এতদ্বিষয়ক মানব কুসংস্কার ও দুর্বলতা পরিহার কর ও যাহাতে তব সম্বন্ধীয় জ্ঞান-জ্যোতিতে আমাদিগের চিত্ত উজ্বলিত হয়, এই কৃপা কর।

২ অধ্যায়। ঈশ্বর কিরূপ, তাঁহার সহিত কি সম্বন্ধ।

"পরিপূর্ণমানন্দম্ ॥"

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কালীপ্রসন্ন বাবু বড় পরোপকারী—ক্লেশ ও ক্ষতি স্বীকার করিয়া পরের সুখ বর্ধনে সর্বদা যত্নবান। তাঁহার ভবনে জ্ঞানানন্দ ও প্রেমানন্দ আসিয়া সাতিশয় আদরণীয় আতিথ্য পাইয়াও অনেক সদালাপানন্তর শুভ নিদ্রাতে নিদ্রিত আছেন। রাত্রি প্রভাত হয় নাই—চন্দ্রমার শুভ্রতা দিনমণির আগমন জন্য যেন চঞ্চল হইতেছে। উত্থানের উদ্যম সকল মনুষ্যতেই উদয় হয়, অমনি মন্দ মন্দ সমীরণ আচ্ছন্নতা ও নাসাগর্জন বৃদ্ধি করে। পক্ষী সকল স্বীয় স্বীয় পক্ষের সপক্ষতা প্রত্যাশায় গতিবিপক্ষ রাত্রির হ্রাস অবলোকন করিতেছে। দোকানি পসারি আপন আপন

গাত্র দীর্ঘীকরণ পূর্বক আলস্য সম্পূর্ণ ত্যাগ না করিয়া শুয়ে শুয়ে বলিতেছে—"ওহে ভজহরি ! ওহে রামচন্দ্র ! উঠ, আর রাত নাই, এক ছিলিম তামাক সাজ।" ভজহরি ও রামচন্দ্র আলস্যের উপদেশ গ্রহণ পূর্বক হাই তুলিতে তুলিতে বক্রীকৃত হইয়া বলিতেছে "রও মোশাই, কোথায় আগুন, কোথায় টিকা একটু ফরসা হউক।" নিকটে একজন ভট্টাচার্য স্নানে যাইতেছিলেন, তিনি বলিতেছেন কথাটি যে ভাল বলিলে না—অগ্নি হইলেই টীকা হয়। শ্রীধর স্বামীর চিত্ত অগ্নি বিশেষ, তিনি কি টীকা ও টিপনী প্রকাশ করিয়াছেন ! ভজহরি ও রামচন্দ্র বলিল—অগো বামুন ঠাকুর, তুমি সেই টিপনী-ডিপনি খেতে খেতে স্নানে যাও। এদিকে কালীপ্রসন্ন বাবুর সদর দ্বার ঠেলাঠেলি হইতেছে। মহাশয় উঠেছেন কি—মহাশয় উঠেছেন কি ? কেও ? আজ্ঞে আমি রামানন্দ নাস্তিক। সদর দ্বার খুলিবা মাত্রই রামানন্দ, জ্ঞানানন্দ ও প্রেমানন্দের পদতলে পড়িয়া রোদন করিতে লাগিল। হাঁ ! হাঁ ! ব্যাপারটা কি ? রামানন্দ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন আপনাদিগের গত কল্যের কথাবার্তা শুনিয়া সমস্ত রাত্রি ছটফট করিয়াছি—একবারও চক্ষু মুদ্রিত হয় নাই। আপনকার পূর্ব কথা সকল স্মরণ করি ও আপনা আপনি বলি—আমি কি করিয়াছি ও আমার দশা কি হইবে ! কত জঘন্য কর্ম—কত পাপ যে আমাদ্বারা কৃত হইয়াছে তাহা কহিতে পারি না ! ঈশ্বর চর্চা একবারও করি না, কেবল ঐহিক সুখ ভোগে মত্ত ও তাহা সাধনে আমি কি না করিয়াছি ! সঙ্গ দোষে আমার সর্বনাশ হইয়াছে, এক্ষণে আপনাদিগের সঙ্গ লইব—এই নরাধমকে রক্ষা কর—আপনাদিগের বিনা আমি আর কাহাকেও জানি না, যেখানে আপনারা যাবেন, সেই খানে আমি যাব। ঈশ্বরের অস্তিত্বেতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে, এক্ষণে ঈশ্বর কিরূপ ও তাঁহার সহিত আমাদিগের কি সম্বন্ধ তাহা কৃপা করিয়া বলুন।

জ্ঞানানন্দ কিঞ্চিৎ কাল স্বাগত ভাবে কৃতজ্ঞতা ও প্রেমেতে ভাসমান হইয়া বলিলেন—রামানন্দ ! তোমার কথা শুনিয়া আমি অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম। আমি যাহা জানি তাহা তোমাকে অবশ্য সরল ভাবে সকল বলিব—শ্রবণ কর, ভগবৎ কথা এসময়েই বিশেষ আনন্দীয়।

আমি কোন্ কীটস্থ কীট যে ঈশ্বরকে সুন্দর রূপে জানিব।

যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি নূনং ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণোরূপং। তলবকার।

যদি এমন মনে কর যে আমি ব্রহ্মকে সুন্দর রূপে জানিয়াছি তবে নিশ্চয় তুমি ব্রহ্মের স্বরূপ অতি অল্প জানিয়াছ।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব জ্ঞান আমাদিগের স্বভাবসিদ্ধ কিন্তু তিনি এমত মহৎ—এমত

শ্রেষ্ঠ যে তাঁহাকে সম্পূর্ণ রূপ অনুভব করা যায় না। এ জ্ঞান ক্রমশঃ উন্নত হয় ও যাহার যেরূপ সাধারণ জ্ঞান ও প্রীতির বৃদ্ধি তাহার সেই রূপ উক্ত জ্ঞানের বৃদ্ধি। যে সকল সাধুগণ ঈশ্বর জন্য সর্বদা ব্যাকুল, সত্যকামা ও সর্বত্যাগী, তাঁহারা ইহ-লোকে ঐ জ্ঞান প্রচুর রূপে লাভ করেন কিন্তু যেখানে বিশেষ ভ্রমজনক সংস্কার ও বিশেষ ভ্রমবিশিষ্ট শাস্ত্রীয় বা দেশীয়, রীতি, যেখানে উক্ত জ্ঞান বিস্তীর্ণ হওনের বিশেষ বাধা। প্রাচীন ও বর্তমান কালের ইতিহাস পাঠ করিলে বিলক্ষণ বোধ হয় যে ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান ক্রমশঃ প্রকাশিত ও উন্নত হইয়া আসিতেছে। কালে কালে এক এক জন মহাত্মা প্রেরিত হইতেছে, যিনি দিবাকরের ন্যায় জ্যোতি প্রদান করিতেছেন ও ঐ জ্যোতি কালেতে অজ্ঞানতার তিমির নাশক হইতেছে। প্রায় সকল জাতির এক প্রকার না এক প্রকার ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান আছে ও ঐ জ্ঞান বিষয়ক যে শাস্ত্র তাহাকেই ধর্মশাস্ত্র বলে। যে যে জাতির উক্ত শাস্ত্র আছে তাহাদিগের এই বিশ্বাস যে, ঐ শাস্ত্র ঈশ্বর কর্তৃক প্রদত্ত, সুতরাং মিথ্য হইতে পারে না; কিন্তু ঐ সকল শাস্ত্রেতে ঈশ্বর মানব রূপে বর্ণিত—মানব দুর্বলতা সংযুক্ত, এ জন্য কি প্রকারে সম্পূর্ণ রূপ গ্রাহ্য হইতে পারে? ঐ সকল শাস্ত্রাদিতে আমাদিগের অনেক উপকার হইয়াছে, কারণ তাহাতে অনেক উদ্বোধক ও উপদেশক কথা আছে এবং ঐ সকল শাস্ত্রাদি ঈশ্বর বিষয় জ্ঞানের সোপান স্বরূপ গণ্য হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান দায়ক নহে। নানা জাতীয় ধর্ম শাস্ত্র অধিকাংশ শাব্দিক প্রমাণের উপর নির্ভর করে কিন্তু শাব্দিক প্রমাণ অপেক্ষা আত্মা ঘটিত প্রমাণ উচ্চতর ও অকাট্য। কেহ কেহ কহিয়া থাকেন যে আত্মার উপদেশে চলা শ্রেয় নহে, ইহাতে ভ্রম হইতে পারে, লিখিত ধর্মশাস্ত্র ঈশ্বর দত্ত—ইহাই প্রকৃত নিয়ামক। এ কথা বলাতে ঈশ্বরকে অবহেলা করা হয়। মানব আত্মাতে ঈশ্বর স্বয়ং বিরাজ করিতেছেন। যাহা কিছু একেবারে জানি—চিন্তা করি—বিচার করি ও যে সকল সদ্ভাবে ভাবী হই, তাহা তাঁহা কর্তৃক। যদিও বাহ্যেন্দ্রিয় লব্ধ জ্ঞানে ভ্রম হইতে পারে কিন্তু আত্মা ঘটিত জ্ঞানে ভ্রম কখনই হইতে পারে না। আত্মা ঘটিত জ্ঞান পাইবার জন্য যে সকল বাহ্য ও আন্তরিক বিঘ্ন তাহা সত্যকাম হইয়া দূরীকরণ করিতে হয় ও আত্মার বিকার নষ্ট হইলে আত্মা ঘটিত জ্ঞান তুল্য আর জ্ঞান নাই। আত্মা অদ্ভুত পদার্থ—উদ্দী-পন, অনুশীলন ও সদভ্যাসে ইহার প্রকৃত ভাব প্রকাশ পায়। যে সকল ধর্মশাস্ত্র আছে, তাহা কোন না কোন মহাত্মা কর্তৃক বলা বা লিখিত হইয়াছে, ঐ সকল মহাত্মাদিগের যেরূপ আত্মা উচ্চ হইয়াছে, সেই রূপ ধর্মশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠতা, কিন্তু ধর্ম শাস্ত্র আত্মা হইতে উৎপন্ন, আত্মা ধর্মশাস্ত্র হইতে উৎপন্ন নহে। কোন কোন

মহাত্মার আত্মা কোন কোন সময়ে সমাধি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে সুতরাং তৎ-কালীন ঐ মহাত্মার বাণী ঈশ্বরবাণী স্বরূপ কিন্তু তাঁহার সকল বাণী ঈশ্বরের বাণী স্বরূপ নহে ও কোন্ বাণী ঈশ্বরের বাণী স্বরূপ ও কোন্ বাণী ঈশ্বরের বাণী স্বরূপ নহে, তাহা আপন আপন আত্মার পরিচয়ে জানা যায়। যে সকল বাণী ঈশ্বরের বাণী স্বরূপ তাহা একবার শুনিলেই হৃদয়ঙ্গম হয়—তাহা লইয়া কেহ আর তর্ক বিতর্ক করে না ও যদি কেহ তর্ক বিতর্ক করে, তবে তিনি সত্যকাম হইয়া বুঝিলে অনায়াসে বুঝেন। যাহা সত্য তাহা আত্মা অবশ্যই গ্রহণ করিবে, তাহাতে আত্মা অবশ্যই পরিতৃপ্ত হইবে। যাহা মিথ্যা তাহার সহস্র টীকা প্রকাশ হইলেও কখনই গ্রাহ্য হইবে না ও যদি কোন কারণ বশতঃ গ্রাহ্য হয় তবে শীঘ্র হউক বা বিলম্বে হউক পরিত্যক্ত হইবে।

ঈশ্বর যে কেমন তাহা সৃষ্টি ও আত্মার দ্বারা জানা যায় ও তাহা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। তাঁহার সত্তাদি ও শক্তি, তাঁহার জ্ঞান ও তাঁহার ধর্ম।

(১) তাঁহার সত্তাদি ও শক্তি। তিনি "একমেবাদ্বিতীয়ং" তিনি একই এবং সম্পূর্ণ। অস্তিত্বে ও স্বতন্ত্রত্বেতে তিনি সম্পূর্ণ—তিনি স্বয়ংভূ অনাদি ও অনন্ত ও সকল কারণের আদি কারণ। তিনি এক অথচ সর্বব্যাপী—ও ভূমা। তিনি সর্বশক্তিমান্—যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই করিতে পারেন। তাঁহার নিয়মাদি তাঁহার ইচ্ছার অধীন—তাঁহার ইচ্ছাই তাঁহার নিয়ম কিন্তু তিনি তাঁহার নিয়মাদির অধীন নহেন। যদি তিনি তাঁহার নিয়মাদির অধীন হয়েন তবে কি প্রকারে তিনি সর্বশক্তিমান্ হইতে পারেন? তিনি যে সর্বশক্তিমান তাহা তাঁহার সৃষ্টিতেই জাজ্বল্যমান।

(২) তাঁহার জ্ঞান সম্পূর্ণ। আমরা দৃষ্টি করিয়া, স্মরণ করিয়া, তুলনা করিয়া, বিবেচনা করিয়া, জ্ঞান প্রাপ্ত হই। তাঁহার জ্ঞান স্বাভাবিক এবং সম্পূর্ণ—তিনি বর্তমান ভূত ভবিষ্যৎ সকলই জানেন—তিনি সকলের অন্তর্যামী ও তাঁহার জ্ঞান আপনা আপনি তাঁহা হইতে প্রস্রবণ হয়। এই জ্ঞানের রেণু মাত্র মানব আত্মাতে তিনি প্রদান করিয়াছেন কারণ তাঁহার অস্তিত্ব জ্ঞান, আত্মার অবিনাশত্ব জ্ঞান, ও সাধারণ হিতাহিত জ্ঞান আত্মা হইতে স্বভাবত প্রকাশ হইতেছে।

(৩) তাঁহার ধর্ম। আমাদিগের ধর্ম আত্মলাভ, ভয় ও আশার অধীন ও সম্পূর্ণ-রূপে রিপু শূন্য নহে এবং আমাদিগের প্রেম সকলেতে সমান হয় না। ঈশ্বরের ধর্ম কোন কারণ বশতঃ নহে, তিনি রিপু শূন্য—তাঁহার রাগ দ্বেষাদি নাই—তাঁহার স্নেহ ও প্রেম বস্তু বা ব্যক্তি বিশেষে নহে এবং ঐ স্নেহ ও প্রেম বর্ধন জন্য কোন কারণের প্রয়োজন নাই। তাঁহার স্নেহ ও প্রেম সম্পূর্ণ—চিরকাল এক

ভাবে থাকে ও তিনি সকলকে সমভাবে প্রীতি করেন। মনুষ্য সম্পূর্ণ ন্যায়বান—পবিত্র ও ক্ষমাশীল নহে, কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ ন্যায়বান, সম্পূর্ণ পবিত্র, সম্পূর্ণ ক্ষমাশীল ও সম্পূর্ণ সুন্দর। সৌন্দর্য, নির্দোষতা, প্রেম, ন্যায্যতা, পবিত্রতা ও ক্ষমার ছবি। যে ব্যক্তি অতিশয় সুন্দর, সে যদি উক্ত গুণ রহিত ও পাপে ও গ্লানিতে জড়িত হইয়া মণি মাণিক্যে বিভূষিত হয়, তাহার সৌন্দর্য কোথায়? কিন্তু উক্ত গুণে ভূষিত কদাকার ব্যক্তির মুখের জ্যোতি কি রমণীয়! অতএব ঈশ্বরই সম্পূর্ণ সুন্দর। এতদ্ব্যতিরেকে ঈশ্বরেতে যে সকল চমৎকার গুণ আছে তাহা আমরা এখানে জানিতে পারি না। আমরা উদ্যানের কীট স্বরূপ। কীট যেমন পুষ্পের নিকট থাকিয়াও পুষ্পের সকল গুণ জানিতে পারে না, সেই রূপ মনুষ্য। আমরা যে পর্যন্ত বুঝিতে পারি তাহাতে এই উপলব্ধ করিতেছি—যে প্রকারে, যে ভাবে, ঈশ্বরকে জানিতে চেষ্টা করি, সেই প্রকারে—সেই ভাবে তাহাকে সম্পূর্ণ ও অসীম দেখি। তিনি আপন অভিপ্রায়ানুসারে সৃষ্টি করিয়াছেন, কি বৃহৎ কি ক্ষুদ্র সকল সৃষ্টিতেই তাঁহার অসীম শক্তি, জ্ঞান ও প্রীতি প্রকাশ। যেমন তাঁহার সৃজন অদ্ভুত, তেমনি তাঁহার নিয়ন্তৃত্ব অদ্ভুত। কি অচেতন, কি চেতন, কি জড়, কি জীব, সকল রাজ্যের কার্যে যে সুশৃঙ্খলতা, যে সামঞ্জস্য, যে ইষ্টসাধক প্রণালী, যে মাঙ্গলিক পর্যবসান, তাহাতেও তাঁহার অসীম শক্তি, জ্ঞান ও প্রীতি দেদীপ্যমান। তিনি জগৎপিতা—জগন্মাতা, কারণ পিতা ও মাতা দুয়ের গুণের সম্পূর্ণতা তাঁহাতে দৃষ্ট হয়। তাঁহার সাধারণ ও বিশেষ নিয়ম একই নিয়ম ও একই নিয়মে স্বীয় মঙ্গল ভাব সর্ব স্থানে, সর্ব কার্যে, সর্ব জড়ে, সর্ব জীবে, ইহ কালে ও পরকালে প্রকাশ করিতেছেন। যাঁহারা মহানুভাব—যাঁহারা মুক্তাত্মা ধীর, তাঁহারাই ঈশ্বরকে আত্মার আত্মা শক্তির আধার, জ্ঞানের আধার, ধর্মের আধার ও মঙ্গলের আধাররূপে নিশ্চয় জানেন। পরমেশ্বর সম্পূর্ণ স্রষ্টা—তিনি যে অভিপ্রায়ে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ অর্থাৎ সে অভিপ্রায়ে সম্পূর্ণ প্রেম—যে অভিপ্রায়ে সৃষ্টি নিয়োগ করিতেছেন তাহাও সম্পূর্ণ অর্থাৎ সম্পূর্ণ সাধারণ মঙ্গল—যে নিয়মাদিতে সৃষ্টি নির্বাহিত হইতেছে তাহাও সম্পূর্ণ, কারণ ঐ নিয়মাদি সম্পূর্ণ জ্ঞান ও প্রেম হইতে প্রসূত হইয়াছে।

এই যে ঈশ্বরের অপরিমিত সম্পূর্ণ অসীম ও অনন্ত ভাব ইহা কোন লিখিত ধর্ম শাস্ত্রে সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায় না। অল্প হউক বা অধিক হউক ঐ সকল ধর্ম শাস্ত্র ঈশ্বরকে দুর্বল মানব প্রকৃতি প্রয়োগ করে।

পরমেশ্বর রাগের দেবতা নহেন, ভয়ের দেবতা নহেন, অনুরোধের দেবতা নহেন, উত্তরসাধকতা দেবতা নহেন, তিনি প্রেমের দেবতা। কি ধনী কি নির্ধনী কি

জ্ঞানী কি অজ্ঞানী, কাহাকেও তিনি বলেন না যে আমার নিকট আসিবার জন্য এ প্রকার বাহ্য পূজা চাই, এ প্রকার বলি চাই, এ প্রকার অনুরোধ চাই, এ প্রকার উত্তরসাধকতা চাই। যে ব্যক্তি অকপট, সরল, ও নম্র চিত্তে তাঁহার প্রতি ভক্তি ও প্রেমে মগ্ন হয়, তিনিই পরমেশ্বরকে লাভ করেন।

সকলের সহিত সম্বন্ধ কালেতে বিলুপ্ত হইবে কিন্তু ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ চিরকাল থাকিবে। যদি আমরা পরিষ্কার রূপে বুঝিতেপারি যে ঈশ্বর কেমন, তবে তাঁহার প্রতি আমাদিগের কি কর্তব্য তাহা অনায়াসে স্থির হয়। ঈশ্বরের প্রতি যে কর্তব্য তাহা দ্বিবিধ।

(১) ঈশ্বরের অস্তিত্বে দৃঢ়রূপে বিশ্বাস, ঈশ্বরের সহিত আমাদিগের চির সম্বন্ধে দৃঢ়রূপে বিশ্বাস, সর্ব বস্তু ও ব্যক্তি অপেক্ষা ঈশ্বরকে অসীম রূপে ভক্তি ও প্রেম করা, ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ রূপে বিশ্বাস করা, ও তিনি যাহা করেন তাহাই মঙ্গল ও এই নিশ্চয় করা যে তাঁহা হইতে কিছুমাত্র অমঙ্গল হইতে পারে না এবং ঈশ্বর ধ্যানে তাঁহার অসীম শক্তি জ্ঞান ও প্রেম দর্শনে ও চিন্তনে ও তাঁহার প্রিয়কার্য সর্বদা সাধনে সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হওয়া।

(২) ঈশ্বর যে সকল দৈহিক ও মানসিক বৃত্তি দিয়াছেন সে সকল বৃত্তিকে প্রকৃত ও সুন্দর রূপে পরিচালনা করা। ইহা করিলে ঈশ্বরের প্রতি কি কর্তব্য ও মনুষ্যের প্রতি কি কর্তব্য এই জ্ঞান ও ধর্ম ক্রমশঃ বর্ধনশীল হয়। ঈশ্বরের যে আদেশ তাহা সৃষ্টিতে ও মানব শরীরে ও আত্মাতে মুদ্রাঙ্কিত আছে। প্রকৃতি ভাবেরই বর্ধন তাঁহার অভিপ্রায়। কুশিক্ষা ও কুসংস্কারে আমরা বিকার প্রাপ্ত হই। ঐ বিকার শরীরে ও আত্মাতে যাহাতে না জন্মে এই জীবনের উদ্দেশ্য। শরীর আত্মার উন্নতি সাধন জন্য, অতএব শরীরকে রক্ষা করিয়া আত্মার বৃত্তি সকল উদ্দীপন, উন্নত ও উচ্চ করাই প্রকৃত ধর্ম।

রামানন্দ।—এই মনোহর সময়ে ঈশ্বরকে ধ্যান কর। তিনি

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।
অনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।
শান্তং শিবমদ্বৈতং। তৈত্তিরীয় শ্রুতি।
যোবৈ ভূমা তৎসুখং। ছান্দোগ্য।
ধর্মাবহং পাপনুদং ভগেশং। শ্বেতাশ্বতর।

তিনি "শুদ্ধমপাপবিদ্ধং," ও "পরিপূর্ণমানন্দম্"।

এতদ্দেশীয় ব্রহ্মবাদিরা ধন্য যে তাঁহাদিগের ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান এত উচ্চ ছিল— তাঁহারা সম্পূর্ণ রূপে অদ্বৈতবাদী ও তাহাদিগের এ বিশ্বাস ছিল না যে ঈশ্বর

ভয়ানক ও তিনি পাপীদিগকে অনন্ত কাল নরকে দগ্ধ করিবেন। তাঁহারা ঈশ্বরকে সত্যং জ্ঞানং শান্তং শিবং আনন্দরূপং বলিয়া জানিতেন।

রামানন্দ মুগ্ধ হইয়া উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন ও প্রেমানন্দ এই গান করিতে লাগিলেন।

রাগ ভঁওরো—তাল আড়া।

জ্ঞানময় নিরাময় সুখময় সর্বাশ্রয়।
বিচিত্র রচনা তব অভিপ্রায় প্রেমময়॥
দেখিলে নভোমণ্ডল, এ আশ্চর্য ভূমণ্ডল,
জ্ঞান হয় কুমণ্ডল, এক পার্শ্বে রয়।
কত গ্রহ দিবাকর, কত তারা শশধর,
কত কেতু জ্যোতিষ্কর, সব প্রাণিময়॥
কি কৌশলে নিয়মিত, কি কৌশলে নিয়োজিত
কি কৌশলে নির্বাহিত, বদ্ধ শৃঙ্খলায়।
করিয়াছ যে নিয়ম, নাহি তার ব্যতিক্রম,
তোমার নিয়ম ভ্রম, দৃষ্টি নাহি হয়॥
সৃষ্টি অসংখ্য অসীমা, অপার তব মহিমা,
তোমাতে তব উপমা, সর্ব শক্তিময়।
অগণ্য তব সৃজন, অগণ্য তব পালন,
অগণ্য কৃপা অর্পণ, কর কৃপাময়॥
কত ক্ষমা কর দান, মানবের নাহি জ্ঞান,
তোমাতে ক্রোধ বিধান, তুমি ক্ষমাময়।
ক্লেশ রোগ মৃত্যু শোক, শিব পায় এই লোক,
না ভাবিয়া পর লোক, অস্থির ত্বরায়॥
কত কর পর্যটন, দিতে সুখ অনুক্ষণ,
তব নিয়ম ভঞ্জন, ক্লেশ নর পায়।
সব জীবে ক্রোড়ে কর, মাতাধিক স্নেহ ধর,
মহাপাপীকে উদ্ধার, বিহিত সময়।
মানবের হিত জন্য, দেহ করিয়াছ ধন্য,
দিবে সুখ অসামান্য, গেলে স্বর্গালয়॥

গীতাঙ্কুর।

৩ অধ্যায়। আত্মার অবিনাশিত্ব।

মালকোষ—তাল আড়া।

ভ্রান্ত অশান্ত নর কভু না পায় অন্ত।
দুরন্ত কৃতান্ত ভয়ে সর্বদা প্রাণান্ত॥
জীবের নিধন, সম্ভবে কেমন, অবশেষে জীব শিব হইবে নিতান্ত।
কে বলে মরণ, লোকান্তে গমন, মনের অগোচর নহে এ বৃত্তান্ত॥

গীতাঙ্কুর।

ওহে রামানন্দ! বাসাটি ভাল, গঙ্গা সম্মুখ—চতুর্দিকস্থ দৃশ্যও মনোহর। মুংগের উত্তম স্থান। সীতাকুণ্ড কত দূর?

রামানন্দ। আজ্ঞা বড় দূর নহে, সীতাকুণ্ডের জল চমৎকার।

জ্ঞানানন্দ। ঈশ্বর কত প্রকারেই আমাদিগের মঙ্গল করেন তাহা জ্ঞানাগম্য।

ঘোর অন্ধকার—রজনী যেন ভীষণ বদন ধারণ করিয়াছে। তড়িৎ মধ্যে মধ্যে চমকিয়া ত্রাস উৎপাদক হইতেছে। বজ্রের নিনাদ ভয়ানক ও বর্ষার ধারা অজস্র ধারে পড়িতেছে। গমনাগমন স্থগিত ও সকলেই গৃহে রুদ্ধ। এক এক বার বৃষ্টির ও বায়ুর শব্দ অল্প হয় আর নিকটস্থ এক ভবন হইতে রোদনের ধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবেশানন্তর হৃদয় বিদীর্ণ করে।

প্রেমানন্দ অস্থির হইয়া বলিলেন এ রোদন কোথা হইতে আসিতেছে? চল সকলে যাইয়া দেখি।

জ্ঞানানন্দ ও রামানন্দ ছত্র লইয়া তাঁহার সহিত গমন করিতে করিতে যে বাটীতে ক্রন্দন হইতেছিল সেই বাটীতে উপস্থিত হইলেন। গৃহস্বামী বড় ধর্মপরায়ণ—ধ্যানাবস্থায় ছিলেন—উক্ত তিন জন ব্যক্তি তাঁহার নিকটবর্তী হইবা মাত্রেই তিনি চমকিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনারা কে ও কি নিমিত্ত এখানে আগমন?

প্রেমানন্দ বলিলেন—আমরা ভ্রমণকারী—এই স্থানে অদ্য উত্তীর্ণ হইয়াছি—রোদন শুনিয়া কাতর হইয়া আসিয়াছি। গৃহস্বামী কৃতজ্ঞ ভাবে বলিলেন—আপনারা অতি সাধু—এই দুর্যোগ! এত ক্লেশ স্বীকার করিয়া এখানে আসা বড় অল্প কথা নহে। আমার পুত্রের সাংঘাতিক পীড়া—রক্ষা পাওয়া ভার, উপায়শূন্য হইয়া সর্বাশ্রয়দাতার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি—তিনি মঙ্গলময়, তাঁহার যে ইচ্ছা তাহাই শুভদায়ক অতএব তাঁহার যে ইচ্ছা তাহাই হউক। এই কথা শেষ হইবা মাত্রেই রোদনবৃদ্ধি হইতে লাগিল, অমনি সকলে আস্তে ব্যস্তে বাটীর ভিতর যাইয়া দেখিলেন—রূপযৌবন লাবণ্যসম্পূর্ণ ষোড়শবর্ষীয় বালক মুমূর্ষু হইয়াছে,

সম্মুখে প্রদীপ, দুঃখিনী জননী শোকার্ণবে নিমগ্ন ও রোরুদ্যমান। পুত্র অতি ক্লেশে মাতাকে সান্ত্বনা প্রদান করিতেছেন, মাতার তাহাতে শোক বৃদ্ধি হইতেছে। পিতাকে নিকটে দেখিয়া পুত্র করজোড়ে বলিলেন—বাবা! আমি দিব্য ধামে গমন করিতেছি।

নামুত্রহি সহায়ার্থং পিতা মাতা চ তিষ্ঠতঃ। ন পুত্র দারং ন জ্ঞাতি ধর্ম স্তিষ্ঠতি কেবলঃ।—মনু।

পর লোকে সহায়ের নিমিত্তে পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র জ্ঞাতি বন্ধু কেহই থাকেন না; কেবল ধর্মই থাকেন।

আপনি শৈশব কালাবধি আমাকে অনেক ধর্ম উপদেশ দিয়াছেন এজন্য আমি ধর্মানুরাগী হইয়াছি, এক্ষণে আমি সুখেতে পর লোকে গমন করিতেছি, যাহাতে আমার সদ্গতি হয় এবং লোকান্তরে সাধু সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া প্রেমামৃত পানে মগ্ন থাকি এজন্য করুণাময় পিতার নিকট প্রার্থনা করুন ও আমার মস্তকে চন্দন দিয়া ব্রহ্মনাম লিখিয়া দিন, এবং যে পর্যন্ত আমার প্রাণ বিয়োগ না হয় সে পর্যন্ত ঐ নামামৃত আমার কর্ণকুহর পান করুক। গৃহস্বামী স্বীয় অশ্রু বিমোচন করিয়া বিমল হৃদয়ে ও অকপট ভক্তিতে এই রূপ উপাসনা করিলেন।

হে মঙ্গলময় পরমেশ্বর! এই নিদারুণ শোকে আমার চিত্ত যেন শান্ত ও সমাহিত থাকে ও তোমার মঙ্গলময় কার্যের প্রতি বিশ্বাসের কিঞ্চিন্মাত্র হ্রাসতা না জন্মে। আমার প্রিয় পুত্র প্রাণধন আমার প্রকৃত প্রাণধন ছিল। ইনি আমার নয়নের নয়ন ও জীবনের যষ্ঠি। এত দিনের পর দৃষ্টিহীন ও গতির আশ্রয় বিহীন হইলাম। যদিও পুত্র অতি প্রিয় কিন্তু তুমি প্রিয়তম।

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা। —বৃহদারণ্যক।

সর্বাপেক্ষা অন্তরতর যে এই পরমাত্মা, ইনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, আর আর সকল হইতে প্রিয়।

এই ভাব যেন চিত্তে অহরহ থাকে ও আমার পুত্রের যাহাতে ঊর্ধ্বগতি হয় এই কৃপা কর।

কিয়ৎকাল পরে পুত্রের বিয়োগ হইল। জ্ঞানানন্দ, প্রেমানন্দ ও রামানন্দ যথা বিহিত উপাসনানন্তর তাঁহার সৎকার করিয়া গৃহস্বামীর নিকট সর্বদা ঈশ্বরপ্রসঙ্গ লইয়া কিছু কাল যাপন করেন। সময়ে গৃহস্বামীর শোক খর্ব হইয়া আসিতে লাগিল কিন্তু তাঁহার পত্নী বিলাপে মগ্ন—আহার নিদ্রা ত্যাগ। তাঁহাকে অতিশয় কাতরা দেখিয়া জ্ঞানানন্দ অনুজ সহিত গৃহস্বামীর সহিত নিকটে বসিয়া বলিলেন

—মা! তোমার মনঃপীড়ায় আমি অতিশয় মনঃপীড়া পাইতেছি—তোমার বিলাপে আমার বিলাপ উপস্থিত হয়—তোমার অশ্রুপাতে আমার অশ্রুপাত হয়, কিন্তু মঙ্গলময় পিতাকে ধ্যান করিয়া ধৈর্য অবলম্বন কর—তিনি মন্দ ও অমঙ্গল কি তাহা জানেন না, তোমার পুত্র বিনষ্ট হয়েন নাই—তিনি পরলোকে আনন্দে বিরাজ করিতেছেন। যখন তুমি ঐ লোকে গমন করিবে তখন পুনর্বার আপন পুত্রকে পাইবে। গৃহস্বামিনী আস্তে ব্যস্তে উত্তর করিলেন—আমি কি আবার প্রাণধরকে পাইব? আমি কি আবার সেই চাঁদমুখ দেখিব? এ কথাটি শুনলেও প্রাণ শীতল হয়। বাবা! হৃদয় শোকের দাবানলে জ্বলিতেছে—কেমন করে নির্বাণ হবে? কোথা গেলে আমি প্রাণধনকে পাইব? মৃত্যুর পর কি আর কাহাকে পাওয়া যায়? জ্ঞানানন্দ বলিলেন—মা স্থির হও—আমি যা বলি তাহা মন দিয়া শুন।

আত্মার বিনাশ নাই—আত্মা অভয় ও এই সত্য শাস্ত্রীয় প্রমাণ, শাব্দিক প্রমাণ, উপমেয় ও সম্ভাব্য প্রমাণ ও আত্মা ঘটিত প্রমাণে সংস্থাপিত হইতেছে।

(১) শাস্ত্রীয় প্রমাণ। যে সকল জাতি ধর্মচর্চা করিয়াছে, সে সকল জাতির জ্ঞানী লোকেরা আত্মার অবিনাশিত্ব স্থির করিয়াছে। কি হিন্দু, কি গ্রিক, কি রোমান, কি ইহুদি, কি খ্রীষ্টিয়ান সকলেরই এবিষয়ে এক অভিপ্রায়। এদেশে আত্মার অবিনাশিত্ব ও পরলোকে বিশ্বাস দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইয়াছে। কি বেদ, কি উপনিষদ, কি পুরাণ, কি তন্ত্র, কি সাহিত্য, কি দর্শন সকলেই কিছু না কিছু ইহার প্রমাণ আছে। মুমূর্ষু ব্যক্তি গঙ্গাতীরে কি জন্য আনীত হয় এবং বিয়োগ হইলে কি অভিপ্রায়ে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া ও শ্রাদ্ধ হইয়া থাকে? নারীগণ কি জন্য সহমরণ ও অনুমরণ করিত? বীরেরা রণস্থলে কি কারণে প্রাণ দিতে উদ্যত হইত? যোগী উদাসীন মুনি ঋষিরা সংসার আশ্রম ত্যাগানন্তর অরণ্যে যাইয়া অসীম কঠোরতা কেন সহ্য করিত? ধর্ম রক্ষার্থে ধার্মিকেরা ইন্দ্রিয় সুখ সাধনে কি জন্য হেয় জ্ঞান করিতেন? যদ্যপি উক্ত বিশ্বাসের এতাদৃশ প্রমাণ অন্যান্য কারণ বশতঃ অধুনা কার্যেতে না দৃষ্টি হয় তথাপি স্থানে স্থানে, সময়ে সময়ে কতক প্রমাণ অবশ্যই পাওয়া যায়। গ্রন্থাদিতে যে প্রমাণ উপস্থিত হয় তাহা বলি শুন।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি। তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী। —ভবগদ্গীতা।

লোকেরা যেরূপ জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ পূর্বক নবীন বস্ত্র পরিধান করেন, আত্মা সেই রূপ জীর্ণ দেহ ছাড়িয়া অভিনব শরীর গ্রহণ করিয়া থাকেন।

হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতং। উভৌ তৌ বিজানিতো নায়ং হন্তি ন নহন্যতে। —কঠোপনিষৎ।

যে হন্তা সে যদি হনন করিতে ইচ্ছা করে, যে হত সে যদি আপনাকে হত মনে করে তাহারা উভয়েই ভ্রান্ত। ইনি হনন করেন না হতও হয়েন না।

একঃ প্রজায়তে জন্তরেক এব প্রলীয়তে। একো নুভুঙক্তে সুকৃতমেক এবতুদুষ্কৃতং।
—মনু।

একাকী মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করে একাকী হত হয়, একাকীই স্বীয় পুণ্য ফল ভোগ করে এবং একাকীই স্বীয় দুষ্কৃতি ফল ভোগ করে।

মৃতংশরীর মুৎসৃজ্য কাষ্ঠলোষ্ট্রসম ক্ষিতৌ। বিমুখ বান্ধবা যান্তি ধ [illegible]ত্তমনুগচ্ছতি।
—মনু।

বান্ধবেরা ভূমিতলে মৃত শরীরকে কাষ্ঠ লোষ্ট্রবৎ পরিত্যাগ করিয়া বিমুখ হইয়া গমন করেন; ধর্ম তাহার অনুগামী হয়েন।

(২) শাব্দিক প্রমাণ। যেমন পুরাণেতে বর্ণন যে রাজা যুধিষ্ঠির সশরীরে স্বর্গে যান, তেমনি বাইবেলে লেখে যে ইনক ও ইলায়জা দেহ ত্যাগ না করিয়া লোকান্তরে গমন করেন। যেমন আশ্রমিকা পর্বের বর্ণন যে বেদব্যাস যোগবলে রাজা যুধিষ্ঠির প্রভৃতিকে যাবতীয় মৃতবীর সকলকে দেখান, তেমনি ক্রাইষ্ট এক পর্বতের উপর হইতে মোজেস্ এবং এলায়জা আপন শিষ্যদিগের দৃষ্টিগোচর করেন। বাইবেলে আরও লেখে ক্রাইষ্ট মৃত লেজারসকে সমাধি হইতে উত্থান করেন ও আপনি মৃত্যুর পরে সপ্রকাশ হয়েন।

কয়েক বৎসরাবধি মারকিন বিলাত জরমেনি ফরাসিস ও অন্যান্য দেশে মৃত লোকদিগের সহিত আলোচনা বিদ্যার সাতিশয় অনুশীলন হইয়াছে। এতদ্বিষয়ে অনেকে গ্রন্থ লিখিয়াছেন ও মৃত ব্যক্তিদিগের সহিত যে আলাপ হইতে পারে তাহা অসংখ্য লোক বিশ্বাস করে। যে যে প্রকারে উক্ত আলাপ হইতে পারে তাহার বিশেষ বিশেষ পুস্তক আছে ও যে সকল লোক এই জ্ঞান প্রাপ্ত হইতে বাঞ্ছা করেন তাহাদিগের সর্বপ্রকারে শুদ্ধাচারী হইতে হয়। বিলাতে যে সকল ব্যক্তি উক্ত বিষয়ের বিশ্বাসী তাহার মধ্যে বিজ্ঞবর হোইট সাহেব বিখ্যাত। তিনি যাহা কহেন তাহা অদ্ভুত—তিনি অশরীরী আত্মাদিগের বাদ্য শুনিয়াছেন —তাহাদিগের হস্ত দেখিয়াছেন এবং যে হস্ত দেখিয়াছেন ও বারম্বার স্পর্শ করিয়াছেন, সেই হস্ত দ্বারা পুষ্প ও লতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।*

* We had the clearest and most prompt communications on different subjects through the alphabet and flowers which were taken from a bocquet on a chiflonier at a distance and brought and handed to each of us. Mrs. Howitt had a sprig of Geranium handed to her by an invisible hand which we have planted and is growing, so that it is no delusion, no fairy money turned into dross or leaves. I saw a spirit hand as distinctly as I ever saw my own.

সর্বদেশে ভূতের গল্প আছে। অনেকে বলেন যে তাঁহারা স্বচক্ষে ভূত দেখিয়াছেন ও অনেকে কহেন যে তাঁহারা অতি বিশ্বাসী লোকের মুখে শুনিয়াছেন। নিম্ন লিখিত গল্প লইয়া বড় আন্দোলন হয় ও তাহা এক্ষণে যেরূপ বর্ণিত তাহা কহি। ইংরাজি ১৮৫৭ সালে এদেশে শিপাই কর্তৃক রাজবিদ্রোহিতা হয়। ঐ সময়ে এক জন সাহেব আপন বিবিকে বিলাতে রাখিয়া এখানে ইংরাজি সৈন্যের সহিত যুদ্ধে গমন করে। ১৮৫৭, ১৪। ১৫ নবেম্বরের মধ্যে যে রাত্রি সেই রাত্রি শেষ হয় হয় এমত সময়ে ঐ বিবি স্বপ্নে স্বামীকে ক্লান্ত ও পীড়িত দেখেন। তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইলে তিনি অস্থির হইতে লাগিলেন। এদিকে চন্দ্রমার উজ্জল কিরণ হই-তেছে, বিবি আপন মস্তক উত্থান করত ভর্তাকে শয্যার নিকট দেখিলেন—স্বামীর পরিচ্ছেদ যুদ্ধ পরিচ্ছেদ—হস্ত বক্ষের উপরি,—কেশ অসজ্জীভূত,—বদন নীরক্ত,—চক্ষু স্ত্রীর উপর পতিত,—দৃষ্টি ব্যাকুল। স্বামী এক নিমেষ থাকিয়া অন্তর্ধান হইলেন। বিবি আপনি জাগ্রত বা নিদ্রিত অবস্থায় আছেন তাহার নানা পরীক্ষা করিয়া স্থির করিলেন যে, তিনি স্বামীকে জাগ্রৎ অবস্থায় দেখিয়া-ছেন। পর দিবস এই কথা আপন মাতার নিকট ব্যক্ত করিয়া সকল আহ্লাদ আমোদ বিসর্জন দিলেন। ১৮৫৭, ডিসেম্বর মাসীয় এক মঙ্গলবারে বিলাতের কাগজে প্রকাশ হইল যে, অমুক কাপ্তেন ১৫ নবেম্বর মাসে লক্ষ্ণৌএর নিকট হত হয়েন। ঐ কাপ্তেনের উকিল উইলেমসন সাহেব বিবির নিকট আইলে, বিবি কহিলেন যে তাঁহার স্বামীর মৃত্যু ১৫ নবেম্বরে কখনই হয় নাই। উকিল সাহেব ওয়ার আফিস হইতে যে সার্টিফিকেট পাইলেন তাহাতে মৃত্যুর তারিখ ১৫ নবেম্বর। অনন্তর উকিল সাহেব অন্য এক জন বিবির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানিলেন যে ১৪ নবেম্বরের রাত্রিতে ৯ ঘণ্টার সময়ে তিনি ও তাঁহার স্বামী উক্ত মৃত কাপ্তেনকে আপন ভবনে দেখেন। পরে এদেশ হইতে বিলাতে এক চিঠি যায়, ও ঐ চিঠিতে লেখে যে ঐ কাপ্তেন ১৪ নবেম্বর বৈকালে এক গোলা খাইয়া প্রাণ ত্যাগ করেন এবং দেলকোসায় তাঁহার সমাধি হয়। তখন ওয়ার আফিসের সার্টিফিকেটের পরিবর্তন হয় ও তাহা উক্ত ঘটনা না হইলে হইত না।*

(৩) উপমেয় ও সম্ভাব্য প্রমাণ। বাহ্য বস্তু সকলই রূপান্তর ও ভাবান্তর হইতেছে কিন্তু এক পরমাণুরও বিনাশ নাই। ধূমবৎ দ্রববৎ ও অদ্রববৎ সকলই পর্যায় ক্রমে হইতেছে ও তেজ বারি বিদ্যুতীয় পদার্থে নানা পরিবর্তন হইতেছে। পর্বত

I touched one several times, once when it was handing me the flower. W. Howitt, British Controvertialist for 1861, p. 89.

* Owen's Footfalls on the Boundary of another World.

পতিত হইয়া চূর্ণ হইতেছে—নদীর জল শুষ্ক হইয়া মৃত্তিকা হইতেছে—বারি বাষ্প হইয়া ঊর্ধ্বে গমন করিতেছে ও পুনর্বার বর্ষার ধারা হইয়া নিম্নে প্রত্যাগমন করিতেছে। এক এক বার ভূমিকম্প হইতেছে ও সমস্ত দেশ ছিন্ন ভিন্ন হইতেছে। এক এক বার পর্বতীয় অগ্নি বাহির হইতেছে ও সমস্ত বন উপবন ছারখার হইতেছে। কিন্তু ঐ চূর্ণ মৃত্তিকা ও ভস্ম রাশি ব্যর্থ হইতেছে না, তাহা কোন না কোন কার্যোপযোগী হইয়া অন্যরূপ ধারণ করিতেছে। যে সকল পুরীষ ও বিষ্ঠা ঘৃণিত ও পরিত্যক্ত ও অসার তাহাও সার স্বরূপ হইয়া শস্যাদি উৎপাদক হইতেছে। বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ জীর্ণ হইতেছে ও তাহার বীজ হইতে অন্য বৃক্ষাদি জন্মিতেছে।

মনুষ্যের বিয়োগ পরে তাহার শরীর ভস্মময় বা মৃণ্ময় হইতেছে ও ঐ ভস্ম ও মৃত্তিকা অন্য গঠনাবৃত হইতেছে। এক যাইতেছে—এক হইতেছে ও যে যাইতেছে তাহার অন্য রূপান্তর হইতেছে কিন্তু কিছুই বিনাশ পাইতেছে না।

জীবেরও ক্রমশঃ উন্নতি দেখা যায়। গুটিপোকা প্রথমে ডিম্ব স্বরূপ জন্মে, পরে ঐ ডিম্ব হইতে শুঁয়া পোকা উৎপত্তি হয়। অনন্তর ঐ শুঁয়া পোকা গুটিপোকা হইয়া চিত্র বিচিত্র প্রজাপতি রূপে ঊর্ধ্বে গমন করে। মেগট বিটন ভূমির ভিতর বাস করে সেখানেই ইহার ডিম্ব ও শাবক হয়, ঐ শাবকের গাত্র হইতে প্রতি বৎসর চর্ম খসিয়া পড়ে ও চতুর্থ বৎসরে তাহাদিগের পাখা হইলে তাহারা আকাশে ভ্রমণ করে।

মনুষ্য কি কেবল শুঁয়াপোকা ভাবে থাকিবে, না প্রজাপতিত্ব প্রাপ্ত হইবে ?

সকল সৃষ্টি অপেক্ষা মনুষ্য প্রধান সৃষ্টি। ধাতু উদ্ভিদ ও পশু পদার্থ সকলই মনুষ্যেতে পাওয়া যায় অর্থাৎ এই তিনই মনুষ্য গ্রহণ ও ধারণ করিতে পারে। মনুষ্যের গঠন সর্বাপেক্ষা উত্তম ও তাহার শরীর নির্বাহক আন্তরিক ব্যাপার চমৎকার। এবম্প্রকার বিস্তার পূর্বক নিয়ম ও প্রণালী অন্য জীবে দৃষ্ট হয় নাই। এই আন্তরিক ব্যাপারের প্রধানতার প্রমাণ মস্তিষ্ক। ঐ মস্তিষ্কই আত্মার নিকেতন রূপে বর্ণিত হয়, যেরূপ মাতৃগর্ভে থাকিয়া শিশু পুষ্ট হইয়া ভূমিষ্ট হয়, সেইরূপে আত্মা মস্তিষ্কে থাকিয়া পক্কতা প্রাপ্ত হয়। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে মানব শরীর শ্রেষ্ঠ ও মানব মস্তিষ্ক শ্রেষ্ঠ। মানব শরীরের শ্রেষ্ঠতা মানব মস্তিষ্ক জন্য। যেমন মস্তিষ্ক শরীরের সারাভাগ, তেমনি আত্মা মস্তিষ্কের সারভাগ, এজন্য শরীর আত্মার উন্নতি সাধন জন্য হইতেছে। শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ উত্তমরূপ রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করিলে আত্মার উন্নতি সাধন হয় অর্থাৎ আত্মার বৃত্তি সকল উদ্দীপন-উপযোগী হয়, এজন্য শরীর ও আত্মার সহিত নিকট সম্বন্ধ কিন্তু শরীর আত্মার

জন্য, আত্মা শরীর জন্য নহে। সকল বাহ্য বস্তু হইতে আত্মা অতি সংশোধিত ও সূক্ষ্ম পদার্থ, এ জন্য কেবল বাহ্য ক্রিয়াতে আত্মার উৎকর্ষ বৃদ্ধি হয় না।

আত্মার নানা নাম। কেহ বলেন মন, কেহ বলেন প্রাণ, কেহ বলেন জীবন, কেহ বলেন চিৎ কিন্তু একই পদার্থ। যে পদার্থের দ্বারা জানা যায় যে আমরা জীবিত আছি, আমরা চিন্তা করিতেছি ও নানা ভাবে ভাবুক হইতেছি তাহাই আত্মা। আত্মা শরীর হইতে পৃথক কারণ শরীর পরিমিত, আত্মা অপরিমিত ও যখন শরীরের গতি স্থগিত তখন আত্মার গতি স্থগিত নহে। স্বপ্নাবস্থায় শরীরের কিছু কার্য হইতেছে না কিন্তু আত্মার কার্য হইতেছে। যদি বল আত্মা পৃথক বটে কিন্তু শরীর ঘটিত, ও শরীরের সহিত আত্মা বিলীন হয়। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে এক পরমাণুর নাশ নাই, সকলই রূপান্তর ভাবান্তর ও পরিবর্তন হইতেছে ও ভৌতিক পদার্থ ভৌতিক পদার্থের সহিত মিলিত হয়, সৃষ্টির এইই অভ্রান্ত নিয়ম। কিন্তু আত্মা ভৌতিক পদার্থ নহে তাহাও পূর্বে ব্যক্ত হইয়াছে। যদি আত্মা ভৌতিক পদার্থ হইতে পৃথক—আত্মা ভৌতিক পদার্থ হইতে শ্রেষ্ঠ, তবে ভৌতিক পদার্থে আত্মা কি প্রকারে মিলিত হইতে পারে ও যদি এক পরমাণুর বিনাশ নাই তবে আত্মার বিনাশ কি রূপে সম্ভবে?

আত্মার নানা বৃত্তি। যেমন আমাদিগের বহিরিন্দ্রিয় তেমনি অন্তরিন্দ্রিয়। আমরা যখন যাহা মনে করি তখন তাহা করি কিন্তু এই যে ইচ্ছা ইহা আত্মা হইতে উৎপন্ন। এই ইচ্ছাই গতিশক্তির মূল। এই গতিশক্তির ইচ্ছার তাৎপর্য কি? স্রষ্টার অভিপ্রায় যে আমরা নানা দেশ ভ্রমণ করিব ও ভ্রমণ করিয়া তাঁহার অপার মহিমা দর্শন ও গ্রহণ করিব। পৃথিবীতে ভ্রমণ করিয়া আমাদিগের গতি শক্তির কতক দূর পরিতৃপ্তি হয় কিন্তু ঈশ্বরের সৃষ্টি কেবল এই পৃথিবী নহে— সৃষ্টি অনন্ত তাহা এক্ষণে কেবল আত্মার দ্বারা কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতেছি ও যাহা উপলব্ধি করিতেছি তাহা কেবল ছায়া স্বরূপ কিন্তু এই ছায়া বাস্তবিক কি তাহা কি বিশেষ রূপে দৃষ্ট হইবে না?

চক্ষু কর্ণ ঘ্রাণ জিহ্বা ও হস্ত দ্বারা এখানে কতক জ্ঞান লব্ধ হইতেছে কিন্তু প্রবল দূরবীক্ষণ দ্বারাও সকল দৃষ্টি হইতেছে না। যেরূপ সমুদ্রের বালুকা সেই রূপ স্বর্গের তারা ও অনেক তারা কেবল ধূমবৎ বোধ হয়। অতিশয় মনোযোগেও সকল শ্রবণ করা যায় না, ও সকল আস্বাদন ও স্পর্শ করণে আমরা অশক্ত সুতরাং বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা সকল জ্ঞেয় জ্ঞাত হইতেছে না। যে স্থলে সৃষ্টি অনন্ত ও দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য ঘ্রাণীয় আস্বাদনীয় ও স্পর্শীয় অসীম সে স্থলে এই সকল অন্তরিন্দ্রিয়ের উপযোগিতা থাকাতেই কি অন্তরিন্দ্রিয়ের বিনাশ হইবে, না ক্রমশ বর্ধন হইবে?

বহিরিন্দ্রিয় অন্তরিন্দ্রিয়ের উৎকর্ষের উপযোগী। স্রষ্টার এই অভিপ্রায় যে, আমাদিগের ক্রমশঃ উন্নতি হইবে। এক কালে সকল পাইলে আমরা নম্রতায় বৃদ্ধি হইতে পারি না। যতটুকু এক কালে আমরা ধারণ করিতে পারি ততটুকু ঈশ্বর প্রদান করেন।

আত্মার অন্য এক বৃত্তি স্মরণ শক্তি। এখানে কতকগুলিন সত্য স্মরণ রাখিতে পারি কিন্তু স্মরণ মনোযোগের উপর নির্ভর করে। যাহা ভাল মনোযোগ পূর্বক শুনি কিম্বা দেখি বা গ্রহণ করি তাহাই মনে থাকে। স্মরণ শক্তি প্রকৃত রূপে পরিচালিত হইলে জ্ঞানের বিশেষ বৃদ্ধি কিন্তু ইহাতে প্রতিবন্ধক বিস্তর ও রোগেতে এবং বয়োবৃদ্ধিতে ইহার খর্বতা। এই শক্তিরও পরিসীমা কি এই খানে, না ইহা পরেতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে?

বিজ্ঞান-শক্তি আত্মার অন্য এক বৃত্তি। কার্য দেখিয়া কারণ স্থির করা; কারণ দেখিয়া কার্য স্থির করা ও এক প্রকার অনেক বিষয় বা ঘটনা দেখিয়া তাহার যথার্থ উপসংহার করা বিজ্ঞান-শক্তির কার্য। মনোনিবেশ না হইলে এই শক্তির প্রকৃত পরিচালনা হয় না। মন এক বিষয়ে নিমগ্ন, ইতিমধ্যে অন্য এক বিষয় উদয় হইলে বা আদিম বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তাহার আনুসঙ্গিক বিষয়ে মন ধাবমান হইলে বা কাহার কথায়, বা কি কোন ধ্বনিতে বা অন্য কোন কারণে মন অন্যমন হইলে আদিম বিষয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব পাওয়া দুঃসাধ্য। এ হেতু অনেক গ্রন্থে গ্রন্থকারদিগের অনেক বিষয়ে মত পর্বতাশূন্য। এক বিষয়ই ক্রমাগত ভাবিয়া তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব বাহির করা ও মনকে অন্য বিষয়ে না যাইতে দেওয়া ও যদি যায় তবে তৎক্ষণাৎ মনকে প্রস্তাবিত বিষয়ে আনা বিজ্ঞান-শক্তির প্রকৃত পরিচালনা—ইহাতেই আত্মার চাঞ্চল্য দূর হয় ও এই সংযমেই আত্মা ঈশ্বর উপাসনার উপযোগী হয় ও সত্যকে লাভ করে। উক্ত চাঞ্চল্য ব্যতিরেকে সংস্কারও বিজ্ঞানশক্তির বৃদ্ধির প্রতিবন্ধক। বিশেষ বিশেষ দেশীয় জাতীয় শ্রেণীয় সংস্কার এরূপ প্রবল যে বিজ্ঞান-শক্তি তাহাতে অধিক হউক বা অল্প হউক অবশ্যই আবৃত হইবে ও সত্য অন্বেষণ কালে কি সত্য কি অসত্য তাহা নির্ণয় করা ভার হয়। এ দুর্বলতা সকলেরই আছে—কাহার অধিক, কাহার অল্প। এমন এমন মহাত্মা ব্যক্তি সময়ে সময়ে দেখা যায় যে সর্বভয়, সর্বলোভ, সর্বকামনা ত্যাগ করিয়া কেবল সত্য পালনে প্রাণপণে যত্নবান ও তিনি যে সত্য প্রাপ্ত হয়েন তাহাই পরে জগতে বিস্তীর্ণ হয় কিন্তু এরূপ লোক অতি দুর্লভ। ফলতঃ বিজ্ঞান-শক্তি এখানে সম্পূর্ণরূপে পরিচালিত হইতে পারে না। ইহার উত্তর উত্তর বৃদ্ধি হইতেছে বটে, তাহা নানা প্রকার জ্ঞানের আবিষ্কারে প্রতীয়-

মান কিন্তু ঐ বৃদ্ধির পরিসীমা নাই ; তাহা আমরা নানা প্রকার আবিষ্কারেই উপলব্ধি করিতেছি ও যদি ঐ বৃদ্ধির পরিসীমা নাই তবে কি এখানেই ইহার সমাপ্তি ও লোকান্তর ইহার উন্নতি সাধন-প্রতিবন্ধক না অধিক উপযোগী ?

আর দেখ কতক গুলিন জ্ঞেয় বস্তু যথা পদার্থের নিগূঢ় জ্ঞান ও ঈশ্বরের রাজ্য-বিষয়ক সকল সামঞ্জস্য তাহা মহা২ পণ্ডিতেরাও নিশ্চয়রূপ স্থির করিতে পারেন না। এতদ্বিষয়ে অনেকের সাধারণ জ্ঞান আছে বটে কিন্তু বিশেষ বিশেষ জ্ঞান নাই। এই বিশেষ জ্ঞান কি আমরা প্রাপ্ত হইব না ? অবস্থা অনুসারে আমাদিগের জ্ঞান বৃদ্ধি। শরীর ধারণ করিয়া যতদূর জ্ঞান পাইতে পারি ততদূর পাইতেছি। ক্রমাগত চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া জ্ঞান অন্বেষণ করিতে গেলে শরীরের পীড়া জন্মে। আত্মা শরীর হইতে বিগত হইলে এ বিঘ্নের আধিক্য না অল্পতা সম্ভব ? অধিক অভ্যাসানন্তর কোন কোন উচ্চ আত্মা কিছু চিন্তা না করিয়া সত্যকে যেন একেবারে ধ্যান মাত্রেই ধৃত করে। যখন শরীর হইতে আত্মা বিগত ও উক্ত অভ্যাস জন্য শারীরিক পীড়া প্রতিকূল নহে তখন জ্ঞেয় জ্ঞাত হওন অধিক সহজ না অধিক কঠিন ?

আত্মা পরমাত্মার প্রতিবিম্ব ও ইহার নানা বৃত্তি। কিন্তু প্রধান বৃত্তিদ্বয় জ্ঞান ও প্রেম। বহিরিন্দ্রিয়, অন্তরিন্দ্রিয়, স্মরণশক্তি, বিজ্ঞানশক্তি ইত্যাদি জ্ঞান বর্ধক। জ্ঞানেতে ধার্য হয়, প্রেমেতে কার্য হয়। ইচ্ছা যাহা পূর্বোক্ত হইয়াছে তাহা প্রেমের অন্তর্গত। জড় বস্তুতে আকর্ষণ স্বরূপ প্রেম প্রদত্ত হইয়াছে। পশু রাজ্যেও প্রেমের অল্পতা নাই। কিন্তু পশুদিগের শাবক অন্তর হইলে শাবকের প্রতি প্রেমের বিরাম। যে প্রেম মনুষ্যেতে প্রদত্ত সেই প্রেমের অন্ত নাই—যতই ইহার পরিচালনা, ততই ইহার বৃদ্ধি ও কতই ইহার বৃদ্ধি তাহা আমাদিগের জ্ঞানের অগম্য। পরমাত্মার প্রেম অসীম—আত্মারও প্রেম অসীম। জ্ঞান তৃষ্ণার শেষ নাই, প্রেম পিপাসার অন্ত নাই। প্রেম নির্মল পদার্থ, যখন ঈশ্বরেতে অর্পিত হয় ও যখন ঈশ্বর সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম বোধ হয়—যখন ঈশ্বর বিত্ত অপেক্ষা, পুত্র অপেক্ষা, জীবন অপেক্ষা প্রিয়তম, তখন প্রেমের প্রকৃত পরিচালন হয়, তখন সেই প্রেম গৃহে, সমাজে, দেশে, বিদেশে প্রকৃত ভাব প্রকাশ করে, তখন সেই প্রেমের জঘন্যতা ও স্বার্থভাব তিরোহিত হয়, তখন ইহার যথার্থ শুভ্র জ্যোতি ও বিমল কোমলতা প্রেমীর বদনে ভাসমান হয়, তখন অন্যের দুঃখ বিপদ শোক বিমোচনে ও অন্যের সুখ বর্ধনে ঐ প্রেম প্রেমীকে ব্যাকুল করে, ও দয়া, স্নেহ, বদান্যতা, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, নম্রতা নানারূপে প্রকাশ পায়। এরূপ প্রেম ক্বচিৎ—এখানে মানে, পদে, আত্মগৌরবে ও ইন্দ্রিয়সুখে

প্রেমের আধিক্য ও এই ইহার প্রাথমিক অবস্থা। এ অবস্থা হইতে উক্ত উচ্চ অবস্থা যে হইতে পারে তাহা কোন কোন মহাত্মার চিত্তে ও কার্যে প্রতীয়মান। কিন্তু ঐ রূপ মহাত্মারাও স্বীয় প্রেম প্রকাশে পরিতৃপ্ত হয়েন না, তাঁহাদিগের ইচ্ছা যে আরও প্রেমরসে নিমগ্ন হয়েন তবে প্রেমের কি এই খানে শেষ হইবে, না ইহার ক্রমশঃ উন্নতি ?

এখানে পাপ পুণ্যের সম্পূর্ণ ফল ভোগ হয় না। হয়তো পাপী পাপ করিয়া অন্ত কারণবশাৎ কেবল মনেতে ক্লেশ পাইয়া বাহ্ সুখ বৃদ্ধি হয় এবং পুণ্যবান ব্যক্তি স্বীয় ধর্মার্থে অনেক দুঃখ অপযশ ও অপমান ভোগ করে। যদি লোকান্তরে সাধু ও অসাধুর প্রকৃত পুরস্কার ও দণ্ড না হয় তবে ঈশ্বরের বিচার কোথায় ? যদি পর কাল না থাকে তবে যাহাদিগের অকাল মৃত্যু হয়, যাহারা দরিদ্রতাবশাৎ রোগ-বশাৎ কুসঙ্গবশাৎ জ্ঞান ও ধর্মের আলোচনা কিছুই করিতে পারিল না, তাহা-দিগের দশা কি হইবে ? তাহাদিগের এখানে যাহা হইল, তাহাই কি হইল, না তাহারা পরকালে উন্নত অবস্থা পাইবে ? যদি না হইল, তবে সুবিচার কি রূপে হইল ? ঈশ্বর সুবিচারক ও সর্ব মঙ্গলকারী। তিনি পুণ্যবান, পাপী, সবল, দুর্বল, জ্ঞানী, অজ্ঞানী, রোগী, অরোগী, শিশু, যুবক ও প্রাচীন সকলেরই ঈশ্বর। সকলেই তাঁহার নিকট হইতে কৃপা ও ক্ষমা সংযুক্ত বিচার পাইবে। সকলই জ্ঞানেতে ধর্মেতে ও পবিত্রতাতে উন্নত হইবে ও কি বিলম্বে কি আশু বিহিত কালে সকলেই আনন্দসুধা পান করিবে। পরলোক এই জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। ইহলোক শরীরময় —পরলোক আত্মময়—ইহলোক পরলোকের সোপান,—ইহলোকে প্রথমাবস্থা প্রস্তুতকরণ অবস্থা, পরলোক সংশোধন বর্ধন ও আনন্দাবস্থা।

(৪) আত্মাঘটিত প্রমাণ। যেমন ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বভাবসিদ্ধ তেমনি আত্মার অবি-নাশিত্ব জ্ঞান ও সাধারণ হিতাহিত জ্ঞান স্বভাবসিদ্ধ। এই তিন জ্ঞান ঈশ্বর যেন মনুষ্যের আত্মাতে অক্ষয় অক্ষরে লিখিয়া দিয়াছেন। এই জন্য সর্ব দেশে ও সর্ব জাতির মধ্যে এই কয়েক জ্ঞানের চিহ্ন ও প্রমাণ পাওয়া যায়। ঈশ্বর কি রূপ তাহা যেমন আত্মা জ্ঞানেতে ও প্রেমেতে উচ্চ হইবে তেমনি স্থির হইবে, সেই রূপ লোকান্তর গমন করিলে আত্মার কি রূপ গতি হইবে তাহাও আত্মার উচ্চতানুসারে কত দূর জানা যায়।

(১) আত্মার অবিনাশিত্ব জ্ঞান যে আত্মার দ্বারা জানা যায় তাহার প্রমাণ কি ? ক্ষুধা ও তৃষ্ণা শরীর রক্ষার্থে প্রদত্ত হইয়াছে। আত্মার বাসনা ও প্রকৃত ভাব আত্মার পোষণার্থে অর্পিত হইয়াছে। পরমেশ্বর সত্য—তিনি যাহা করিয়াছেন তাহাই সত্য, মিথ্যা কখনই হইতে পারে না। তিনি চক্ষু দৃষ্টির জন্য করিয়াছেন,

কর্ণ শ্রবণ জন্য করিয়াছেন, নাসিকা ঘ্রাণ জন্য করিয়াছেন, জিহ্বা আস্বাদন জন্য করিয়াছেন, ও ত্বক্ স্পর্শ জন্য করিয়াছেন। যাহা দিয়াছেন তাহার উপযোগিতা অবশ্যই আছে, তাঁহার সৃষ্টি অপ্রয়োজনীয় ও ব্যর্থ কখনই হইতে পারে না। পরলোকে সুখভোগ আত্মার প্রকৃত বাসনা ও ভাব,—তাহা যদি না হয় তবে পারলৌকিক সুখার্থে এত যত্ন, এত পরিশ্রম, এত কঠোরতা, এত ব্যাকুলতা, এত ব্যগ্রতা কেন? লোকে কেন সংসার ত্যাগ করে? কেন ধন মান ও পদ বিসর্জন দেয়? কেন অরণ্যে বাস করিয়া কঠোরতা সহ্য করে? কেন তীর্থাদি ভ্রমণ করে? কেন নিরাহারী থাকে? কেন অসীম অপমান ও ক্লেশ স্বীকার করে? কেন সর্বস্ব পণ করে? কেন আপন জীবন প্রদানে উদ্যত হয়? উক্ত বাসনা ও ভাব সকলেতে সমান হয় না কিন্তু কাহার ইচ্ছা নয় যে পরলোকে সুখ ভোগ করিব? বিশেষত নারীগণকে দেখ—ইহারা পুরুষ অপেক্ষা অকপট, ইহাদিগের মধ্যে এ বাসনা ও ভাব কি প্রবল? যাহারা বেভিচারিণী তাহারাও পাপ বিমোচনার্থে পূজা করে ও তীর্থাদি ভ্রমণ করে। পাপীরাও পরকাল চিন্তনে ক্ষান্ত নহে যে সকল মনুষ্য পাপাচারী তাহারাও পূজা আহ্নিক যাগ যজ্ঞ কেন করে?

(২) আত্মার আর কি ভাব? পাপ করিলে আত্মা ভয়, গ্লানি ও যন্ত্রণায় কেন দগ্ধমান হয়? যদি আত্মা অমর নহে তবে ভাবি ক্লেশের ভাবনার কি প্রয়োজন? পাপীদিগের অনেক পাপ প্রকাশ হয় না ও রাজপুরুষদিগের নিকটে দণ্ডনীয় না হইতে পারে তথাচ যখন পাপীরা বিরলে থাকে তখন তাহারা কেন অস্থির হয় —কেন তাহারা এক এক বার কদলী বৃক্ষের ন্যায় কম্পমান, কেন তাহারা নিদ্রান্বিত থাকিয়াও মধ্যে মধ্যে চমকিয়া উঠে—কেন তাহারা সদা অন্যমনা ও চাঞ্চল্যে পরিপূর্ণ?

যাহা সর্ব দেশে সর্ব জাতির বিশ্বাস্য, যাহা আত্মার প্রকৃত বাসনায় ও ভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাই সত্য। তাহা যদি মিথ্যা বল তবে পরমেশ্বরের কার্য মিথ্যা। যদি উপরোক্ত অন্যান্য প্রকারপ্রমাণ অগ্রাহ্য হয় তথাচ আত্মাঘটিত প্রমাণ অগ্রাহ্য হইতে পারে না। আত্মাঘটিত প্রমাণ সর্বাপেক্ষা প্রবল। যদি সম্মুখে মৃত ব্যক্তি দণ্ডায়মান হয় তাহাও অগ্রাহ্য হইতে পারে কারণ চক্ষুর ভ্রম হইলে হইতে পারে কিন্তু আত্মার দ্বারা যাহা আমি জানি ও আমার ন্যায় অন্যান্য লোকে জানে ও সমস্ত জগৎ জানে তাহা অকাট্য, তাহাই ধ্রুব, তাহাই নিশ্চিত।

আত্মার অবিনাশিত্ব আত্মার অন্যান্য গতি ও শক্তির দ্বারা প্রমাণ হইতেছে—আত্মার যে অদ্ভুত শক্তি তাহা ক্রমশঃ প্রকাশ পাইতেছে। প্রথমে এমন এমন অনেক ঘটনা হইয়াছে যে মনুষ্য নিদ্রিত অবস্থায় ভ্রমণ ও অন্যান্য কার্য করিত।

যদি চক্ষু মুদ্রিত, তবে কাহার দ্বারা দৃষ্ট হয় ? ইহাকে ইংরাজিতে সম্নেম্বিউলিজম্ বলে। তাহার পর ক্লারভোএন্স আবিষ্কৃত হয়। এ অবস্থায় শারীরিক কার্য স্থগিত, চক্ষুও নিমীলিত কেবল মনোনেত্রের দ্বারা নিকট ও দূর বস্তু সকল দর্শন হয়, অন্যের মনের কথা জানা যায়, বর্তমান ভূত ও ভবিষ্যৎ ঘটনা ব্যক্ত হয়, এবং আপনার ও অন্যের শারীরিক অবস্থা যথার্থ বোধ হয়।* এই ক্লারভোএন্স দ্বারা অনেক পাপকারী ধৃত হইয়াছে ও রোগী আরোগ্য হইয়াছে। এ শক্তি বিশেষ বিশেষ লোকের আছে কিন্তু কি প্রকারে ইহার উদ্দীপন হয় তাহা বলিতে অক্ষম।† যখন কোন ব্যক্তি এই অবস্থা প্রাপ্ত হয় তখন শরীরের চেতনা থাকে না, শরীরেতে অগ্নি অথবা অস্ত্র প্রয়োগ করিলে, ক্লেশ বোধ হয় না। পূর্বকালে যোগীরা এই ক্লারভোএন্স অবস্থা প্রাপ্তির জন্য সোমলতা‡ পান করিতেন। যোগের অভিপ্রায় সমাধি অর্থাৎ বাহ্য বস্তু হইতে অন্তর হইয়া পরমাত্মাতে মন সংযোগ করা§।

---

* Dr. Gregory's Letters on Animal Magnetism

† "Somnambulism is a phenomenon still more astonishing (than dreaming). In this singular state a person performs a regular series of rational actions, and those frequently of the most difficult and delicate nature; and what is still more marvellous, with a talent to which he could make no pretention when awake. (Cr. Ancillon, Essais Philos, ii. 161,) His memory and reminiscence supply him with recollections of words and things which, perhaps, never were at his disposal in the ordinary state—he speaks more fluently a more refined language. And if we are to credit what the evidence on which it rests hardly allows us to disbelieve, he has not only perception of things through other channels than the common organs of sense, but the sphere of his cognition is amplified to an extent far beyond the limits to which sensible perception is confined. This subject is one of the most perplexing in the whole compass of philosophy; for, on the one hand, the phenomena are so remarkable that they cannot be believed, and yet, on the other, they are of so unambiguous and palpable a character, and the witnessess to their reality are so numerous, so intelligent, and so high above every suspicion of deceit, that it is equally impossible to deny credit to what is attested by such ample and unexceptional evidence."—*Sir W. Hamilton*'s *Lectures on Metaphysics and Logic, vol. ii. p.* 274.

‡ Prepared partly from Asclepias acida or Cyanchum Viminale. See Vorgt's Hortus Suburbanus Calcuttensis.

§ According to Colebrooke, the spirit so long as the doors, or senses of the body are open, has no essential personality, for the senses are divided and act separately, but so soon as these are closed the soul retires to the cordaic region, there awakes and its faculties become one common sense which perceives and converses with Deity.

Howitt's History of the Supernatural.

যোগ অভ্যাসে আত্মার যে অদ্ভুত শক্তি হয় তাহা যোগ শাস্ত্র না পড়িলে বিশ্বাস হয় না কিন্তু অন্যান্য জাতীয় লোকেরা যে সাক্ষ্য দেন তাহাও আশ্চর্য। যখন এপলনিয়স ও ডেমিস এ দেশে আসিয়াছিলেন তখন তাহারা কোন কোন ব্রাহ্মণকে বায়ুতে ভ্রমণ করিতে দেখিয়াছিলেন। এরূপ এক ঘটনা মান্দ্রাজে হয়, সেখানে একজন প্রাচীন ব্রাহ্মণ গবর্ণরের সম্মুখে বায়ুতে চল্লিশ মিনিট স্থিতি করেন।* যোগের দ্বারা ভবিষ্যৎ জ্ঞানের প্রমাণ পাওয়া যায়। কেলেনস চিতারোহণ করিয়া আলিক্জণ্ডরকে বলেন যে আমার মৃত্যুর পর তিন দিবসের দিন পুরলোকে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। ইংরাজি ১৭৬৬ সালে ফারবস সাহেব বোম্বে যান,† তৎকালে হাজেস কোন দোষ জন্য কোম্পানির কর্মচ্যুত হন। তিনি একজন ধার্মিক ব্রাহ্মণের সহিত আত্মীয়তা করিয়াছিলেন, ঐ ব্রাহ্মণ তাঁহাকে সর্বদা ধর্মপথ অবলম্বন করিতে অনুরোধ করেন ও বলেন যে তিনি তিলিচেরি ও স্থরাটের কালেক্টর ও পরে বোম্বের গবর্ণর হইবেন। হাজেস এই কথা সকলকে বলিতেন কিন্তু মনে বিশ্বাস করিতেন না। পরে হাজেস সাহেব তিলিচেরি ও স্থরাটের কালেক্টর হয়েন কিন্তু স্পেনসর সাহেব বোম্বের গবর্ণর হওয়াতে হাজেস সাহেব কর্মচ্যুত হয়েন, তখন অতিশয় ভগ্নাশ হইয়া বিলাত যাইবার উপক্রম করিলেন ও ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া বলিলেন তুমি যাহা বলিয়াছিলে তাহা কই ঘটিল? ব্রাহ্মণ বলিলেন যাহা বলিয়াছি তাহাই ঘটিবে। অনন্তর বিলাত হইতে স্পেনসর কর্মচ্যুত হইলেন ও হাজেস বোম্বের গবর্ণর পদ পাইলেন। ১৭৭১ সালের পর হাজেস সাহেবের কি হইবে তাহা ব্রাহ্মণ ব্যক্ত করেন নাই, জিজ্ঞাসিত হইলেও উত্তর দিতেন না। ঐ সালেতেই হাজেসের হঠাৎ মৃত্যু হয়। ফারবস ঐ ব্রাহ্মণের আর এক কথা লেখেন তাহাও শুনা কর্তব্য। বিলাত হইতে এক জন সাহেব আপন বিবি লইয়া বোম্বে আইসেন। আপন পত্নী এক বন্ধুর নিকট রাখিয়া স্থরাটে গমন করেন। যে দিবসে ঐ বিবি আপন স্বামীর নিকট যাইবেন তাহার পূর্ব রাত্রে বিবির সম্মানার্থে উক্ত বন্ধু কতক গুলিন লোককে নিমন্ত্রণ করেন, তাহাদিগের মধ্যে ঐ ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিলেন। তিনি পরিচিত হইলে জিজ্ঞাসিত হন যে এই সাহেব ও বিবি যাঁহারা সম্প্রতি বিলাত হইতে আসিয়াছেন, ইহাদিগের ভাবি ঘটনা কি হইবে? ব্রাহ্মণ নিরীক্ষণ করত কহিলেন—এই বিবির স্থখের শেষ হই-

---

* I have seen, said Appollonius, the Brahmins of India dwelling on the earth and not on the earth. Damis says he had seen them elevated two cubits *above the surface of the earth, walk in the air.*

Howitt's History of the Supernatural.

† Forbes' Oriental Memoirs, London, 1813.

য়াছে এক্ষণে যে দুঃখ উপস্থিত হইবে তাহার জন্য প্রস্তুত হওয়া কর্তব্য। অনন্তর বিবি সংবাদ পাইলেন যে তাঁহার স্বামীর ঘোরতর পীড়া, ও যখন তিনি নিকটে উপস্থিত হইলেন তখন তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইল।*

যোগের দ্বারা আত্মার স্বতন্ত্রত্ব ও প্রাধান্য তাহাও ইংরাজি সাক্ষ্য দ্বারা সংস্থাপিত হইতেছে। পঞ্জাবে কাপটান আসবরণ সাহেব স্বয়ং দাঁড়াইয়া এক জন ফকিরকে বাক্সের ভিতর পুরিয়া ভূমির ভিতরে গাড়ান এবং সমাধির উপর যব বুনাইয়া দেওয়ান। ঐ যব পক্ক হইলে কাটা হয়, তাহার পর উক্ত সাহেব স্বয়ং উপস্থিত হইয়া ঐ বাক্স তোলান ও ফকিরকে জীবিত দেখেন। †

পূর্বে এদেশে যেরূপ যোগ বা সমাধি অবস্থায় যোগী আনন্দিত থাকিয়া অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব জানিতেন সেইরূপ বর্ণন অন্যান্য দেশেও পাওয়া যায়। বিলাতে ডাক্তার হেডক সাহেবের বাটীতে এক বিবি থাকিতেন, ‡ তাঁহার লেখা পড়া যৎসামান্য কিন্তু তাঁহার ক্লারভোএন্ট অবস্থা হইত, ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তিনি নানা প্রকার ঐহিক ও পারত্রিক কথা বলিতেন। পরলোক বিষয়ক তিনি এই এই বলেন যে স্ত্রী পুরুষ মৃত্যুর পর স্বীয় স্বীয় আকার ধারণ করে ও আপন আপন স্বভাব অনুসারে সংযুক্ত হয় অর্থাৎ যে উত্তম সে উত্তমের সহিত মিলে, যে অধম সে অধমের সহিত মিলে। যে সকল শিশু এখান হইতে গমন করে তাহারা লোকান্তর শীঘ্র বর্ধনশীল ও শিক্ষিত হয়। পরলোক অধিক দূরে নয়,—পৃথিবীর নিকটেই। বাহ্য জ্ঞান শূন্য ও আন্তরিক জ্ঞান উজ্জ্বল হইলে ঐ লোক দৃষ্ট হয়। পরলোক উত্তর উত্তর শ্রেণীতে বিভক্ত। যিনি সেখানে গমন করেন তিনি আনন্দ পূর্বক আহূত হয়েন কিন্তু অধম উত্তম লোকের সহিত সহবাস করিতে পারে না, তাহারা আপনা আপনি নামিয়া আইসে। এইরূপ অনেক কথা আছে। সকলে সকল বিশ্বাস করে না কিন্তু যাহা এক্ষণে অবিশ্বাস্য, পরে তাহা বিশ্বাস্য ও যে সকল লোক পাণ্ডিত্য অভিমানে কোন কোন কথা লইয়া পরিহাস করে, তাহারাই সময়ে সময়ে ঐ অভিমান শূন্য অর্থাৎ প্রকৃত অবস্থায় সেই সকল কথা প্রকারান্তরে কিছু না কিছু মান্য করে।

মা! উত্থান কর। শান্ত ও সমাহিত হও। বিয়োগ ক্ষণিক, সংযোগই দীর্ঘ কালের

---

* The length of time for which he can remain in his aerial station is considerable. The person who gave the above account says that he remained in the air for twelve minutes, but before the Governor of Madars he continued on his baseless seat for *forty minutes*. *Asiatic Monthly Journal for March 1829.*

† Osborne's Court and Camp of Runjeet Singh.

‡ Haddock's Somnolism and Psycheism,

জন্য। যে কিছু পদার্থ ছিন্ন ভিন্ন হইতেছে, কত শীঘ্র তাহা সংযুক্ত হইতেছে। সংযোগেতেই এই অনন্ত সৃষ্টি নিয়োজিত হইতেছে। কোটি কোটি পুষ্প প্রস্ফুটিত হইতেছে ও ঐ সকল পুষ্পের রেণু বায়ু দ্বারা সহস্র সহস্র ক্রোশান্তরে প্রেরিত হইতেছে, তথাচ ঐ রেণু সকল যে পুষ্পকে ফলবান্ করিতে পারে তাহাতেই বায়ু দ্বারা আবার সংযুক্ত হইতেছে। যখন সেই প্রেমাধার পুষ্প রেণুর প্রেম পরিতৃপ্তি করিতেছেন তখন তুমি কি নয়ন বারি প্রদান করিয়া সান্ত্বনা বারি পাইবে না? তোমার পুত্র জন্য স্নেহ, প্রেম ও রোদন কি ব্যর্থ হইবে? তুমি অবশ্যই আপনার অঞ্চলের ধন পাইবে—তুমি তোমার পুত্র জন্য ব্যাকুল কিন্তু তোমার পুত্র আনন্দ নিকেতনের অধিকারী হইয়া তোমার আনন্দের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন ও বলিতেছেন—মাতা রোদন করিও না, মৃত্যুতে আমার লাভ,—আমার আনন্দ—আমার সুখ।

এই সকল কথা শেষ হইলে প্রেমানন্দ করজোড়ে উপাসনা করিলেন।

হে মঙ্গলদাতা! আমাদিগের কি সাধ্য যে তোমার সকল কার্যের মর্ম বুঝিতে পারি কিন্তু এই আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস যে তুমি যাহা কর তাহা আমাদিগের মঙ্গল জন্য। শোক যাহা প্রেরণ কর তাহা এক ভাবে থাকিলে আমরা ক্ষিপ্ত হইতে পারি কিন্তু কালেতে তাহার উগ্রতা খর্ব কর ও ঐ শোকের দ্বারা আত্মার গম্ভীর ভাব উদ্দীপন করিয়া দেও, তখন যে পিপাসা উৎপত্তি হয় তাহার পরিশান্তি কেবল তোমার ধ্যান। যদি আমরা কেবল ইহলোক জন্য সৃষ্ট হইতাম, তবে বিপদ, বিষাদ, রোগ, শোক ভয়ানক ও অসহ্য হইত কিন্তু তুমি আত্মার দ্বারা উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছ—বৎস, ভীত হইও না। তোমরা অমর, মৃত্যু মৃত্যু নহে, মৃত্যু পুনর্জন্ম। ভূমণ্ডলে রাখিয়া তোমাদিগকে দিব্য ধাম জন্য প্রস্তুত করিতেছি, আমার কার্য পর্যায়ক্রমে। তোমাদিগের নানা প্রকারে সুখী করিয়াছি। দুঃখ যাহা পাইতেছ তাহা তোমাদিগকে চেতন জন্য, শিক্ষা জন্য, সংশোধন জন্য, উন্নতি জন্য, মঙ্গল জন্য। এই দুঃখে পতিত হইয়া ঐ সকল ফল লাভ কর ও অকপট ও বিনীত চিত্তে আমাকে স্মরণ করিয়া আমার নিয়মিত ধর্ম পালনে যত্নবান হও। পরে আমি সকল দুঃখ, সকল ক্লেশ, সকল শোক বিমোচন করিব, তোমাদিগের হৃত ধন তোমাদিগের হস্তে পুনর্বার দিব ও যে ধামের তোমরা অধিকারী সেই ধামই পাইবে, সেখানে আনন্দ প্রবাহিত হইতেছে ও আত্মার সকল কামনা, সকল ক্ষুধা, সকল তৃষ্ণা ক্রমে পরিতৃপ্ত হইবে।

৪ অধ্যায়। পরলোক।

রাগিণী মূলতান।—তাল আড়া।

সুখধামে যাবে যদি কর আয়োজন।
ভক্তি কাণ্ডারী হইলে অভ্রান্তে গমন ॥
ভক্তি কভু নহে বাম, মননেত্রে অবিরাম, এইখানে সেই ধাম,
করাইবে প্রদর্শন।
ভক্তির করহ যুক্তি, ভক্তির অপার শক্তি, ভক্তিতেই পাবে মুক্তি,
এই স্থির কর মন ॥

রাগিণী পরজ।—তাল আড়া।

কেমনে পাইব সে আলোক, যে আলোকে পরিত্রাণ হয় ইহলোক।
যে আলোকে লয়ে যায়, দেয় সত্য প্রেমালয়, সে আলয়ে বিরাজে
যতেক পুণ্যশ্লোক ॥
কিন্নর অপ্সর নানা, সিদ্ধ সাধু অগণনা, সুখ রসে ভাসে সদা
নাহি দুঃখ শোক।
সবাকার এই চিত, কিসে হবে পরহিত, প্রেমে বিগলিত হয়ে
ভ্রমে ঐ লোক ॥
হলে প্রেমের প্লাবন, করে তাঁরা দর্শন, নিষ্কল নির্মল ব্রহ্ম,
আলোক আলোক।
যদি চাহ সে আলোক, ভাব সদা পরলোক, কি হইবে ভাবিলে
কেবল ইহলোক। গীতাঙ্কুর ॥

গৃহস্বামিনী অতিগুণবতী ধীরা ও ভর্তাকর্তৃক সদুপদেশ পাইয়া সুশিক্ষিতা হইয়াছিলেন। সদালাপে তাঁহার সর্বদাই অনুরাগ ছিল এবং যাহা শ্রবণ করিতেন তাহার মর্ম গ্রহণ করিতেন। গত কল্যের সকল কথা শুনিয়া তাঁহার মনেতে নানা ভাব উদয় হইতে লাগিল। এক এক বার মৃত পুত্রকে যেন সম্মুখে দেখেন ও বোধ করেন যে পুত্র জীবিত আছে—এক এক বার মনে স্থির হয় যে পুত্র আর নাই ও শোকেতে নিমগ্ন হয়েন—এক এক বার ধৈর্য অবলম্বন করিয়া চিন্তা করেন পুত্র তো ঈশ্বর-আদেশে দিব্য ধামে গমন করিয়া সুখে আছেন ও যাহা ঈশ্বর করেন তাহা কখনই অমঙ্গল হইতে পারে না, এই বিশ্বাসে যদি আমাদিগের ইচ্ছা তাঁহার ইচ্ছার অধীন না হয় তবে আর তাঁহার প্রতি কি ভক্তি করিলাম? এই সকল ভাব দুঃখিনী মাতার চিত্তেতে উদয় হইতেছে, ইত্যবসরে গৃহস্বামী

জ্ঞানানন্দ ও প্রেমানন্দকে লইয়া পত্নীর নিকট উপস্থিত হইলেন। জ্ঞানানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন—মা! কেমন আছ? আমি অহরহ প্রার্থনা করিতেছি যে তুমি সান্ত্বনা প্রাপ্ত হও। গৃহস্বামিনী অঞ্চল দিয়া চক্ষের জল বিমোচন করত বলিলেন—বাবা! তোমরা এ দুঃখিনীর জন্য যে কাতর তাহাতে মনে হয় যেন আমার হৃত ধন পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছি। তোমাদিগের মুখ দেখিলে ও কথা শুনিলে আমার হৃদয় শীতল হয়। ভাল বাবা, পরলোক কোথায়, ইহা কি কেহ স্থির করিয়াছে?

জ্ঞানানন্দ বলিলেন—মা! এ প্রশ্ন কঠিন কিন্তু দুই একজন বিজ্ঞ লোক যাহা লেখেন তাহা বলি শুন। অদ্য রাত্রিতে মেঘ নাই—তারা সকল হীরকের ন্যায় প্রজ্বলিত। দেখ ঐ দিকে কতকগুলি তারা আকাশ ব্যাপিয়া আছে তাহাদিগের নাম গেলক্সি বা মিল্কিওয়ে অথবা ছায়াপথ। খগোল-বেত্তারা দূরবীক্ষণ দ্বারা এই তারার মধ্যে যে সকল তারা কোন ক্রমে আবিষ্কার করিতে পারেন নাই, তাহাদিগকে দিব্যধাম বোধ করেন।*

যাঁহারা পরলোক বিষয় চর্চা করিয়াছেন তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ কহেন যে পরলোক নানা শ্রেণীতে বিভক্ত—যত উচ্চ ততই জ্ঞানময়, ততই প্রেমময়, ততই পবিত্র, ততই রমণীয়। যেমন আত্মা সূক্ষ্ম পদার্থ তেমনি পরলোক সমস্ত বাহ্য বস্তুর সূক্ষ্ম পদার্থে নির্মিত এবং এমন অপূর্ব ও মনোহর যে চক্ষে কখন দেখে নাই—কর্ণে কখন শুনে নাই। ঈশ্বর স্বীয় অভিপ্রায়ানুসারে সৃষ্টি করিয়াছেন ও যাহার যে উপযোগিতা তাহা তাহাকে দিয়াছেন। মীনকে জল দিয়াছেন, পশুকে বন দিয়াছেন, উদ্ভিদকে ভূমি দিয়াছেন, শরীরকে পৃথিবী দিয়াছেন ও আত্মাকে পরলোক দিয়াছেন। ঈশ্বরের সৃষ্টি যেন এক সোপানের উপর আর এক সোপান। কোন কোন প্রস্তর কিঞ্চিৎ রূপান্তর হইলে উদ্ভিদের ন্যায় বোধ হয়—কোন কোন উদ্ভিদ পশু রাজ্যেতে মিলিত হয় এবং কোন কোন পশু বুদ্ধিতে মনুষ্যের শ্রেণী প্রায় প্রাপ্ত হয়। উচ্চতা ক্রমশঃ কিন্তু মনুষ্যের পর যদি ঈশ্বর হয়েন তবে ব্যবধান কি অসীম! মনুষ্যের পর মধ্যবর্তী লোক অবশ্যই আছে অতএব পরলোক যে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত তাহা সৃষ্টির উপমিতি প্রমাণে স্পষ্ট বোধ হয়। যাঁহারা বলেন যে পরলোক সূক্ষ্ম পদার্থে নির্মিত তাঁহাদিগের মর্ম এই যে চেতন ও অচেতন সকল বস্তুতেই অদৃষ্ট ভাবে এক এক সূক্ষ্ম পদার্থ আছে। অগ্নি অন্যান্য বস্তুকে স্ফীত করে, লৌহ চুম্বক পাতরের সহিত সংযুক্ত হইলে বিশেষ শক্তি প্রাপ্ত হয়—চুম্বক পাতর দূরস্থ লৌহকে আকর্ষণ করে। যে বিদ্যুৎ মেঘের দ্বারা প্রকাশিত হয় সেই বিদ্যুৎ

* Nichol's Architecture of the Heavens and Davis' Harmonia vol. V.

সমুদ্রের কোন কোন মৎস্য জলকে আঘাত করিয়া প্রকাশ করে। এই রূপ সৃষ্টির সকল বস্তুতে এক এক সূক্ষ্ম পদার্থ আছে। এই সূক্ষ্ম পদার্থের দ্বারা বাহ্য রাজ্যের নানা কার্য হইতেছে এবং ইহার পর্যবসান পরলোকই সম্ভব। পরলোকই আত্মার প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। যেমন দিক্‌দর্শন-শলাকা দিক্‌দর্শন করায় তেমনি পরলোক যে আত্মার মাতৃদেশ তাহা আত্মার ভাবেতেই জানা যায়। যখন আমরা কোন মনোহর স্থানে গমন করি, ও নানা রম্য দৃশ্য দেখি—নীলাবৃতগিরি, হরিৎ বর্ণ শস্যতে পরিপূর্ণ প্রশস্ত ভূমি, সুচারু বৃক্ষাদি মরকত পল্লবে শোভিত ও নানা বর্ণ ফুলে ও ফলে আবৃত,—সুরম্য সরোবর, নির্মল বারি, সমীরণে আনন্দিত,—সূর্য অস্তমিত হইতেছে, আকাশ গলিত স্বর্ণ বিশেষ—মেঘ সকল যেন মণি মাণিক্য সাগরে স্নাত হইয়া ক্রীড়মান—যখন আমরা এই সকল রম্য দৃশ্য দেখি, তখন আমরা বলি—আহা! এই স্থান স্বর্গ বিশেষ। যখন আমরা কোন অপূর্ব সংগীত শ্রবণ করি যে সংগীত শ্রবণে আত্মা ভক্তি ও প্রেমে প্লাবিত হয় তখন আমরা বলি যে এই সংগীত প্রকৃত স্বর্গীয় সংগীত—দেবতারা বুঝি এই রূপ গান করিয়া থাকেন। যখন আমরা ঈশ্বর বা ধর্ম বিষয়ক কোন উপদেশ শুনি ও সেই উপদেশ যদি চিত্ত উৎকর্ষক হয় অর্থাৎ তাহাতে চিত্তের গভীর ও গম্ভীর ভাব উদিত হয়, তখন আমরা বলি এই উপদেশ স্বর্গীয় উপদেশ—ইহা দেববাণী। যখন আমরা কোন ধর্মপরায়ণকে ধর্মে মগ্ন দেখি—ঈশ্বর প্রেমে উন্মত্ত, পরহিতার্থে ব্যাকুল, পবিত্র চিন্তা, পবিত্র বাক্য ও পবিত্র কার্যে রত তখন আমরা বলি এই ব্যক্তি স্বর্গীয় লোক। যখন আমরা কপটতাশূন্য, ঈশ্বরের প্রতি প্রেমে প্রেমী, সদা সন্তুষ্ট, সকলেরই প্রতি প্রীতি ভাব ধারণ করি তখন স্বর্গের অস্তিত্ব আত্মাতেই প্রতীয়মান। স্বর্গ ই আত্মার প্রকৃত নিকেতন—স্বর্গ ই আত্মার স্বদেশ। ভ্রমণকারী অনেক দেশ ভ্রমণ করেন—কত কত নদ নদী, গিরি গুহা, বন উপবন, কানন, উদ্যান, উচ্চ উচ্চ অট্টালিকা মানমন্দির, সুড়ঙ্গ, নানা প্রকার পশু, নানা প্রকার পক্ষী, নানা প্রকার পতঙ্গ, নানা প্রকার উদ্ভিদ বৃক্ষ লতা গুল্ম, নানা প্রকার পৃথিবীর গর্ভস্থ বস্তু,—সকলই স্রষ্টার অপার মহিমা প্রকাশক, এই সকল দেখিয়া ও নানা জাতীয় রীতি নীতি ও ব্যবহার অবলোকন করিয়া ভ্রমণকারী জ্ঞান সংগ্রহে নিমগ্ন থাকেন। মধ্যে মধ্যে স্বদেশের চিন্তা ও আপন পরিবারের কথা স্মরণ করিয়া ব্যাকুল হয়েন। যখন স্বদেশের প্রত্যাগমনের সময় উপস্থিত তখন তাঁহার চিত্ত কি রূপ হয়? সর্বদাই মনে হয় কবে যাত্রার দিবস হইবে? যানে আরূঢ় হইলে তাহার মনচক্ষু স্বদেশে ধাবমান হয়। কতক্ষণে সেখানকার ঘাট অট্টালিকা ও মন্দির নয়নগোচর হইবে, এই অহরহ চিন্তা এবং যখন স্বদেশ দৃষ্টি-

গোচর হয় তখন কি আনন্দ! আত্মার স্বদেশ স্বর্গ। যখন আত্মা শরীর হইতে বিমুক্ত হয় তখন তাহার সে রূপ আনন্দ। মৃত্যু কালে শারীরিক পীড়া জন্য শারীরিক ক্লেশ হইতে পারে কিন্তু পবিত্র আত্মার বিয়োগে প্রকৃত আনন্দ ও প্রায় সকলকারই মৃত্যুর অগ্রে শারীরিক ক্লেশ বিগত হয়। যেমন জলের সহিত জলের মিলন, তৈলের সহিত তৈলের মিলন, ধাতুর সহিত ধাতুর মিলন, বায়ুর সহিত বায়ুর মিলন, অগ্নির সহিত অগ্নির মিলন, তেমনি আত্মার সহিত পরলোকের মিলন।

পূর্বে বলিয়াছি মৃত্যু জীবনের রূপান্তর। সন্তান মাতৃগর্ভে থাকে। যখন মাতা ঐ সন্তানকে গর্ভে ধারণ না করিতে পারেন তখন সন্তান প্রসব হয়। আত্মা তেমনি শরীরে থাকে। শরীর আত্মাকে ধারণ করে, অশক্ত হইলে আত্মা শরীর হইতে প্রসবিত হয়। সন্তানের প্রসব আমরা দেখিতে পাই। আত্মার প্রসব আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হয় না কিন্তু যাহা অদ্রষ্টব্য তাহা অবিশ্বাস্য হইতে পারে না। যাঁহাদিগের অন্তর দৃষ্টি প্রকাশিত তাঁহারা অশরীর আত্মার গতি দৃষ্টি করিলে করিতে পারেন। ঈশ্বর যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা চিরস্থায়ী। শরৎকালে বৃক্ষ পল্লবহীন ও বসন্তে পুনঃ পল্লবিত। যখন বৃক্ষ ক্ষয়শীল তখন যে পদার্থে সচেতন ছিল, যাহার দ্বারা ইহার পল্লব, ফুলে ফলে সুশোভিত সে পদার্থ কি নষ্ট হয় না? শুষ্ক পল্লবাদি বিনাশ প্রাপ্ত হয়? চেতন পদার্থের নাশ নাই—অচেতন পদার্থেরও নাশ নাই। চেতন পদার্থ অদৃষ্ট ভাবে থাকিয়া অন্যান্য বীজকে অঙ্কুরিত করে ও অচেতন পদার্থ মৃত্তিকারূপ ধারণ করিয়া অন্যান্য উদ্ভিদের সহিত মিলিত হয়। এক বস্তুর সহিত অন্য এক বস্তুর যে সম্বন্ধ কেবল তাহারই পরিবর্তন ও সে পরিবর্তনও ক্ষণিক। অদ্য কল্য, প্রাতঃকাল সন্ধ্যা, আরম্ভ শেষ, এই সকল আমাদিগের অল্প জ্ঞান জন্য আমরা প্রভেদ করিয়া থাকি। ঈশ্বরের সময়ের—কালের কিছুই ভিন্নতা নাই—তিনি অনাদি অনন্ত,—তাঁহার সর্বকাল সম কাল। অনন্তকালের সাগর তাঁহার করতালিতে—তিনি কিছুই বিনাশ করেন না ও যাহা আমরা মৃত্যু বলি তাহা জীবনের রূপান্তর। পূর্বে বলিয়াছি যে আত্মা অমর। যদি আত্মা অমর তবে তাহার বাসস্থান কি নাই? যদি আত্মার বাসস্থান না থাকে তবে আত্মার অবিনাশিত্বের কি প্রয়োজন? আত্মার উন্নতি সাধন জন্যই আত্মার বাসস্থানের আবশ্যক। আত্মার অবিনাশিত্ব স্বীকার করিলে, পরলোক মানিতে হইবে নতুবা মৃত ব্যক্তিরা কোথায় গমন করে ও পরে তাহাদিগের কি গতি হয়? পরলোকের অস্তিত্ব সকল জাতিতে স্বীকার করে, কিন্তু তদ্বিষয়ক জ্ঞান সকলের সমান নহে। মৃত্যুর পর আত্মা কি কাল নিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকিবে ও

বহু কালের পর চেতনা পাইয়া মৃতশরীর সহিত সংযুক্ত ও পাপ পুণ্যের ফল-ভোগী হইয়া হয়তো অনন্ত নরক নয়তো অনন্ত স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে ? যেরূপ পরমেশ্বরের ভাব সে অনুসারে ইহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। পরমেশ্বরের সৃষ্টি ক্রমশঃ উন্নত। পঞ্চ ভূত, ধাতু, উদ্ভিদ, পশু, মনুষ্য, সাধু, দেবতা ইত্যাদি। তিনি এমনি দয়ালু যে তাঁহার সর্বদাই এই বাসনা যে একটি প্রাণীও অসুখী না হয়। এজন্য পুণ্যকর্মের ফল নির্মল আনন্দ ও পাপ কর্মের ফল ঐ আনন্দের ক্ষতি ও আন্তরিক তাপ বিধান করিয়াছেন। যে ব্যক্তি এখানে পাপ করণানন্তর অনুতাপিত হয় তাহার আত্মা পুণ্য ভাব ধারণ করে। পাপ মানসিক পীড়া, অনুতাপ মানসিক ঔষধ, অনুতাপে আত্মা ধৌত ও পরিষ্কৃত হয়। যাহার অনুতাপ এখানে কোন মতে না জন্মে তাহার অনুতাপ পরলোকে অবশ্যই হইবে। এই কারণে মৃত্যুর সৃষ্টি হইয়াছে। মৃত্যুতে পুণ্যবানের সাংসারিক দুঃখ ও শোকের শেষ ও প্রচুর আনন্দ লাভ এবং পাপীর শিক্ষা ও সংশোধন ও ক্রমে ধর্মে উন্নতি। যে পর্যন্ত আত্মা মৃত শরীর সংযুক্ত না হয় সে পর্যন্ত আত্মা কি ভাবে থাকিবে ? যদি এরূপ ধার্য হয় যে আত্মা পাপ পুণ্য ফল ভোগ বিচারের দিবসে উত্থান করিবে তবে পরলোকে আত্মার উন্নতি সাধন কিরূপ হইল ? পরমেশ্বর যেরূপ ও তাঁহার অভিপ্রায় যেরূপ তাহাতে আত্মার উক্ত প্রকার গতি সম্ভবে না। তিনি যাহাই করেন তাহাতেই অসীম বিচার, অসীম জ্ঞান, অসীম প্রেম ও অসীম ক্ষমা প্রকাশিত। তাঁহার সকল কার্যে উন্নত গতি। নিদ্রা ও মৃত্যু ক্ষণিক ও তাহাও উন্নতির প্রতিপালক, কারণ নিদ্রা না হইলে বিশ্রাম হয় না ও বিশ্রাম না হইলে শ্রম হয় না এবং মৃত্যু না হইলে লোকান্তর গমন হয় না ও লোকান্তর গমন না হইলে উন্নতি হয় না। পরলোক কেবল ফলাফল ভোগার্থে সৃষ্ট হয় নাই। পরলোক উন্নতি সাধনার্থে সৃষ্ট হইয়াছে ও উন্নতি সাধনের সহিত ফলাফল ভোগ। পরলোকে পুণ্যবান ও পাপীর অবস্থিতি কি রূপে হইবে ? যে স্থানে পুণ্যবান গমন করেন সে স্থানে পাপী অবশ্যই যাইতে পারে না। এরূপ সংমিলন এখানেও হয় না। ইহলোক পরলোকের আদর্শ—এখানে পুণ্যবানের পুণ্যবানের সহিত মিলন, পাপীর পাপীর সহিত মিলন। ধর্মবন্ধনই প্রধান বন্ধন। এ বন্ধন না থাকিলে কি স্ত্রী স্বামী, কি পিতা পুত্র, কি ভ্রাতা ভ্রাতা পরস্পর কাহার সহিত প্রকৃত বন্ধন হইতে পারে না। যদি ইহলোকে স্ত্রী ধার্মিকা ও স্বামী পাপী হয় তবে পরলোকে তাহাদিগের কেবল সাক্ষাৎ হইবে কিন্তু আপন আপন চিত্ত ও কর্মানুসারে যথা যোগ্য স্থান পাইবে।

পাপীরা কি অনন্ত নরক ভোগ করিবে ? নরক শব্দ পরিষ্কার রূপে বুঝা কর্তব্য

লিখিত ধর্ম শাস্ত্রেতে নরকের বর্ণনা বর্ণন ভয়ানক। বোধ হয় লেখকদিগের এই অভিপ্রায় যে এরূপ বর্ণনে পাপীদের ত্রাস জন্মিবে। কিন্তু ভয়ে ধর্ম বৃদ্ধি হয় না, প্রেমেতেই ধর্ম বৃদ্ধি হয়, আর এই বিবেচনা করা কর্তব্য যে ঈশ্বর সর্বব্যাপী ও সর্বনিয়ন্তা—তিনি স্বর্গেতেও আছেন, নরকেও আছেন, তাঁহা ছাড়া কিছুই নাই। যদি নরক তাঁহা ছাড়া হইত তবে উক্ত বর্ণন সম্ভব হইতে পারিত। যখন তাহা নহে তখন এরূপ নরক কি সেই দয়াময় পরমেশ্বর কর্তৃক হইতে পারে? তাঁহার কি এত রাগ, এত দ্বেষ যে পাপ জন্য আমাদিগকে অনন্ত কাল পর্যন্ত ঐ ভয়ানক নরকে অগ্নিতে দগ্ধ করিবেন ও অসীম যন্ত্রণা দিবেন? যদি এরূপ স্থির হয় তবে মনুষ্য অপেক্ষা ঈশ্বরকে জঘন্য জ্ঞান হইবে। কুপুত্র হইলেও কোন্ পিতা ঐ পুত্রকে জীবনাবধি দণ্ড করেন? যিনি জগৎপিতা—জগন্মাতা, যিনি ঐহিক পিতা মাতার হৃদয়ে স্বীয় কণা মাত্র স্নেহ ও প্রেম প্রেরণ করিয়াছেন, যিনি স্বয়ং স্নেহ, প্রেম, সহিষ্ণুতা ও ক্ষমার আধার, তিনি কি আমাদিগকে অনন্ত কাল পর্যন্ত দণ্ড করিবেন? পূর্বেই বলিয়াছি যে পর্যন্ত ঈশ্বরের অপরিমিত, অসীম ও সম্পূর্ণ ভাব গৃহীত না হয় সে পর্যন্ত লিখিত ধর্মশাস্ত্রের তিমিরাতীত হওয়া যায় না। এজন্য ঈশ্বরের গুণাদি এবং আত্মার প্রকৃত ভাবাদি বিবেচনায় যে উপদেশ পাওয়া যায় সেই উপদেশ ধর্ম বিষয়ের অভ্রান্ত নিয়ামক। তবে যে স্থানে পাপীরা গমন করিবে সে কি রূপ হইতে পারে? সে স্থান শিক্ষালয় বা চিকিৎসালয় এই রূপই হইবে। এতদ্ব্যতিরেকে যে ভয়ানক হইবে এমত সম্ভবে না। এখানে যেমন মূর্খ পুত্র জন্য পিতার অধিক ভাবনা—ও ভাবনা জন্য দুঃখ ও দুঃখ জন্য কৃপা, জগৎ পিতার পাপীদিগের প্রতি ততোধিক কৃপা। তাঁহার এমত অভিপ্রায় কখনই হইতে পারে না যে পাপীরা চিরকাল ক্লেশ পায়। তিনি যাহা ক্লেশ ও দণ্ড প্রদান করেন তাহা তাহাদিগের মঙ্গল ও কিছু কালের জন্য। তিনি পাপী ও পুণ্যবানকে, শিশির, আলোক, বায়ু, বৃষ্টি সমভাবে প্রেরণ করিতেছেন। তাঁহার বিচার আমাদিগের বিচারের ন্যায় নহে, তাঁহার জ্ঞান আমাদিগের জ্ঞানের ন্যায় নহে, তাঁহার প্রেম আমাদিগের প্রেমের ন্যায় নহে। তিনি সকলেরই চির মঙ্গল দাতা—তিনি সকলকেই ক্রোড়ে করিয়া লইয়া আছেন—কাহাকেই পরিত্যাগ করেন না। পাপী পাপ জন্য স্ত্রী কর্তৃক পুত্র কর্তৃক পিতা কর্তৃক মাতা কর্তৃক সকল লোক কর্তৃক পরিত্যক্ত হইতে পারে কিন্তু ঈশ্বর তাহাকে কখন পরিত্যাগ করেন না। ঈশ্বর তাহাকে বলেন—বৎস তুমি মলিন ও জঘন্য বটে এজন্য সকলেই তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে কিন্তু তুমি আমার সন্তান, আমার ক্রোড়ে আইস, আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিব না। কোন্ কোন্ ঘটনার দ্বারা ঐ পাপী তাপী হইবে

তাহা তিনি ভাল জানেন ও বিহিত সময়ে সেই ঘটনা প্রেরিত হয়। পাপী রোগেতে জর্জর—মৃত্যুকাল উপস্থিত, জীবনাবধি ঈশ্বর চিন্তা করেন নাই, উপায় শূন্য, তখন আপন অকপট আত্মার বাণী প্রকাশ করে "দীননাথ! রক্ষা কর যা কর তুমিই।" যদি ঈশ্বর পরিত্রাণ না করিবেন তবে অনাশ্রয়ী পাপীর অকপট মনে এমত আশা কেন হয়?

যেরূপ ঈশ্বরের কৃপা ও ক্ষমা তাহা ধ্যান করিলে কাহার না বোধ হইবে যে পাপীও বিহিত কালে পুণ্যবান হইবে ও তৎপর দেবত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে। কিন্তু যেমন উপর্যুপরি দুই সরল রেখা চিরকাল টানা গেলেও কখনই একত্র হইবে না, তেমনি আত্মা ঈশ্বরত্ব কখনই প্রাপ্ত হইতে পারে না কিন্তু চিরকাল স্বতন্ত্র থাকিয়া জ্ঞানেতে, প্রেমেতে, পবিত্রতাতে, নম্রতাতে ও ঐশ্বরিক গুণে ক্রমশঃ বর্ধনশীল ও উন্নত হইবে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, যদি পাপীর অনন্ত কাল পর্যন্ত দণ্ড না হইল তবে পাপীরই তো জয়? এটি বড় ভ্রম। পাপ অর্থাৎ ঈশ্বর আদেশের বিপরীত কর্ম করা অতি ক্লেশ দায়ক। সাধারণ হিতাহিত জ্ঞান আত্মাতে আছে। পাপ করিলেই আত্মার যন্ত্রণা হইতে থাকে, সে যন্ত্রণা সাংসারিক গোলযোগে, আমোদ প্রমোদে ঢাকা থাকিতে পারে কিন্তু সময়ে সময়ে বিরল স্থানে ও নিদ্রা-কালে পাপীকে অবশ্যই অস্থির করে। পুণ্যবান অসীম সাংসারিক ক্লেশ পাইয়াও পুণ্য কর্ম করা অর্থাৎ ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে চলার যে আনন্দ লাভ করেন তাহার কণা মাত্রও পাপীর হৃদয়ে প্রবেশ করে না ও পরলোকে পুণ্যবান যে স্থানে গমন করেন পাপী তাহার নিকটে থাকিতে পারে না। এখানে আনন্দ লাভ ও অন্তে ঊর্ধ্ব গতি এ কি অল্প ফল? পাপী আনন্দ শূন্য মনপীড়ায় দহ্যমান, অনুতাপিত, শিক্ষিত—এই প্রকারেই বহুকাল যাপন করিবে। পুণ্যবান উচ্চ-পদাভিসিক্ত, জ্যোতির্ময়, আনন্দে পরিপূর্ণ, আপন জ্ঞান বর্ধন ও প্রেম বর্ধন পুণ্যবান যেখানে থাকেন সেখানেই পূজ্য। পাপী সর্ব স্থানেই হেয় ও পরিত্যক্ত। আহ্লাদে নিমগ্ন। পুণ্যবান ব্যক্তিরা লোকান্তর গমন করিলে তাঁহাদিগের নাম ও কীর্তি জগতে দৃষ্টান্ত ও উপদেশের স্থল হয়—তাঁহাদিগের জ্যোতি ও উন্নত ভাব অন্যান্য আত্মাতে প্রেরিত হয়। পাপীদিগের নাম ও কর্মাদি শুনিলে কত ঘৃণা ও দুঃখ উপস্থিত হয়!

পাপের পরিত্রাতা কে? পাপের পরিত্রাতা জগদীশ্বর। তিনি অনুতাপ ঔষধেতে পাপ বিষকে ক্রমে ধ্বংস করেন। পাপ আত্মঘটিত এজন্য আত্মঘটিত ঔষধের আবশ্যক। পাপী আপন পাপ জন্য ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা পূর্বক রোদন

করিবে—আপনাকে জঘন্য জ্ঞান করিবে—পাপ হইতে ক্ষান্ত হইয়া পুণ্য কর্মে রত হইবে, তবে তাহার আত্মা পুনসংস্কৃত হইবে। কেবল মৌখিক অনুতাপে পাপ বিমোচন হয় না। পাপ পুণ্য ইচ্ছাধীন, ইচ্ছার পরিবর্তনই অগ্রে প্রয়োজন। সে পরিবর্তন যিনি পতিতপাবন কেবল তাঁহারই ধ্যান ও উপাসনা প্রসাদে জন্মে। কেহ কেহ কহেন পাপী তাপী হইল বটে কিন্তু তাহার পূর্ব পাপ জন্য কি হইবে? পাপ করিলেই যন্ত্রণা ও যে পর্যন্ত পাপের স্মরণ থাকে সে পর্যন্ত যন্ত্রণার শেষ নাই। ইহলোকে হউক বা পরলোকেই হউক যে অবধি অনুতাপ ঔষধ ও পুণ্য জ্যোতিতে আত্মা ধৌত, পরিষ্কৃত, সংস্কৃত ও সংশোধিত না হয় সে অবধি পাপের ক্লেশ পাপী অবশ্য ভোগ করিবে। যেমন শরীরের পীড়া না গেলে শরীর আরোগ্য হয় না, তেমনি আত্মার মালিন্য তিরোহিত না হইলে আত্মার শুদ্ধতা হয় না কিন্তু এই শুদ্ধতা আত্মা সম্বন্ধীয় কার্যের দ্বারা হইবে। ইহা কোন বাহ্য অথবা ঈশ্বর ব্যতিরেকে অন্য কাহাকে পরিত্রাতা জ্ঞানে কি রূপে হইতে ঈশ্বর রাগের দেবতা নহেন যে কোন বলিদানে তিনি প্রসন্ন হইবেন বলেন যে বলিদানে ঈশ্বর বশীভূত হয়েন তাঁহারা ঈশ্বরকে জঘন্য রূপে করেন। চিত্তের কুপ্রবৃত্তি, কেবল তাহাই বলিদান দিতে হইবে। মনু কহেন—

কৃত্বা পাপংহি সন্তপ্য তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে। নৈব কুর্য্যাং পুনরিতি নিবৃত্ত্যা পূয়তে তু সঃ।

পাপ করিয়া তন্নিমিত্ত সন্তাপ করিলে সেই পাপ হইতে সে মুক্ত হয়। এমত কর্ম আর করিব না এ প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলে সে পবিত্র হয়।

আত্মা অনুতাপিত হইয়া ঈশ্বরের সহিত সংযুক্ত হইলে আত্মার বিশ্বাস, কৃতজ্ঞতা ও প্রেমে প্রবল হয়, তখন পূর্বকৃত পাপ জন্য ঘৃণা ও দুঃখ দুর্বল হইয়া পড়ে। যেমন এক স্থানে এক বস্তু ব্যতিরেকে অন্য এক বস্তু থাকিতে পারে না, তেমনি আত্মাতে এক কালীন এক ভাব ব্যতিরেকে অন্য ভাব স্থায়ী হয় না। যখন আত্মা ঈশ্বরের প্রেমে সদা আনন্দিত তখন অন্য ভাব সুতরাং বিগত হয়, তখন আত্মার যাবতীয় বৃত্তি ঐ আনন্দের বর্ধক হয়। যদি আত্মার এরূপ গতি না হইত তবে কি আর দুঃখের অন্ত থাকিত? ঈশ্বর প্রেমময় ও তাঁহার কার্যও প্রেমময়। আমাদিগের সহস্র সহস্র অপরাধ হইলেও সংশোধনার্থে যথা বিহিত দণ্ড করিয়া তিনি আমাদিগকে চিরসুখ দিবেন—চির দুঃখ কখনই দিবেন না।

প্রেমানন্দ বলিলেন—মা! পরলোক বিষয়ক কথা শুনিলে, এক্ষণে আমার স্তোত্র শুন। হে সম্পূর্ণ ও অসীম শক্তি, জ্ঞান ও প্রেম! তুমি আমাদিগের অন্তরে ও

বাহিরে বিরাজ করিতেছ। তুমি সর্ব গঠনে, সর্ব ক্রিয়াতে, সর্ব গতিতে, সর্ব সংযোগে, সর্ব বিয়োগে আছ। চন্দ্রমার শুভ্র জ্যোতিতে নভোমণ্ডল আলোকিত। অসংখ্য তারাতে অসংখ্য সৃষ্টি প্রকাশিত। সকল তারা যেন গম্ভীর মৃদু গতিতে শৃঙ্খলবদ্ধ হইয়া ভ্রমণ করিতেছে। এক সূর্য, এক চন্দ্র আমাদিগের দৃষ্টি গোচর কিন্তু তোমার রাজ্যে অসংখ্য সূর্য ও অসংখ্য চন্দ্র। সূর্যের দ্বারা গ্রহাদি উৎপত্তি হইতেছে—গ্রহাদির দ্বারা ক্ষুদ্র গ্রহাদি উৎপত্তি হইতেছে এবং ক্ষুদ্র গ্রহাদির দ্বারা অতি ক্ষুদ্র গ্রহাদি (asteroid) উৎপত্তি হইতেছে। এক অন্যের উৎপাদক ও নিয়ামক অথচ পরস্পর সকলই সংযুক্ত—সংবদ্ধ। এই অনন্ত সৃষ্টি প্রাণীতে পরিপূর্ণ—কি আকাশ, কি বায়ু, কি জল, কি ভূমি সকল স্থানই জড় ও জীবে জ্ঞারিপূর্ণ—সকলই তোমার কৃপাধীন ও যে কীট ক্ষুদ্রতা হেতুক আমাদিগের উন্নত অগোচর তাহারও প্রতি তোমার কৃপা দৃষ্টি এক নিমিষও ক্ষান্ত নহে। এক্ষণে িগের সুখের জন্য তুমি কি না করিয়াছ? মানব শরীর রক্ষার্থে বাহ্য পাপীরই কি সুচারু নিয়ম! মানব শরীর বর্ধন জন্য কত প্রকার আহারের সৃষ্টি! করা রোগ শান্তি জন্য কত প্রকার ঔষধের সৃষ্টি! মানব শ্রেষ্ঠতা সংস্থাপন জন্য আত্মার কি স্বাভাবিক জ্ঞান! মানব জ্ঞান ও প্রেম বৃদ্ধি জন্য কি চমৎকার উপযোগিতা ও উৎকৃষ্ট প্রণালী! মানব শ্রেষ্ঠতা এখানে শেষ হয় না এজন্য আত্মা অমর ও পরলোক ইহার সুখ বৃদ্ধির আবাস। তোমার সমস্ত রাজ্য প্রেম ডোরে বদ্ধ। প্রেমই আদি, প্রেমই অন্ত, প্রেমই জীবন, প্রেমই গতি, প্রেমই মুক্তি। হে কৃপাময়! যাহাতে আমরা তোমার প্রেমের কণামাত্র আপন আপন হৃদয়ে গ্রহণ, ধারণ ও বর্ধন করিতে পারি এই কৃপা কর।

৫ অধ্যায়। ঈশ্বরের রাজ্যের নিয়ম।

রাগিণী সুরট।—তাল আড়া।

মঙ্গল সাধন কর ভাবিয়া মঙ্গলময়।
মঙ্গলে পূরিবে চিত্ত দূরে যাবে দুরাশয়।

পরদুঃখ বিমোচন, পরসুখ বিবর্ধন; প্রকৃত মঙ্গল এই চরমে সম্বল হয়।
আর যা ভাব মঙ্গল; সে কেবল অমঙ্গল; অনিত্য সুখেতে নিত্য
না পাবে আনন্দালয়।
কি মঙ্গল বরিষণ; করিছেন নিরঞ্জন; স্ব অঞ্জন নাশ কর লইয়ে
তাঁর আশ্রয়।

বাঙ্কিপুর উত্তম স্থান—জল ও বায়ু ভাল কিন্তু তথায় মধুমক্ষিকার চাকের ন্যায় বসতি। কৃষ্ণমঙ্গল বনগ্রাম হইতে বাণিজ্যার্থে উক্ত স্থানে গমন করিয়াছিলেন—দশ টাকা লাভ করিয়া আনন্দে গান করিয়া যাইতেছেন।

এক সুখের কথা কইতে আলাম, বাবুগো! মোশাইগো! তোমাদের লগে।

গুপ্তিপাড়া নিবাসী এক ব্যক্তি চীৎকার করিয়া কহিতেছে—ওহে সুখ এখানে কোথা পাবা?

কলিকাতা নিবাসী এক ব্যক্তি ব্যঙ্গচ্ছলে বলিতেছে—যদি না পাবা, তো কি খাবা, আর কোথায় যাবা?

ঢাকানিবাসী কালীকান্ত রায় বলিতেছেন—সুখ দুঃখ সকলই বোলানাথ ও বোগবতীর হস্তে। কোন কর্মে মত্ত হইলে লোকে শীঘ্র ক্ষান্ত হয় না। কৃষ্ণমঙ্গল কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া মস্তকে হাত দিয়া নাচিতে নাচিতে গান করিতে লাগিলেন—

বুড়ার মচাঙ্গে কেন গাড়ুম গুড়ুম বাজেরে?

গানে উন্মত্ত, কোন দিক্ দৃষ্টি করা নাই। দক্ষিণ দিক বন্য বৃক্ষে আবৃত, সেই দিক হইতে একটা কেউটিয়া সর্প বেগে আসিয়া কৃষ্ণমঙ্গলকে দংশন করাতে অমনি কৃষ্ণমঙ্গল ভূমে পতিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। নিকটস্থ যাবতীয় লোক হাহাকার রবে খেদ করিতে লাগিল। জ্ঞানানন্দ, প্রেমানন্দ ও রামানন্দ এই ঘটনায় চিন্তিত হইয়া চলিয়াছেন। ইতিমধ্যে ঘোরতর ঝঞ্ঝাবায়ু উঠিল—গঙ্গা সম্মুখে, নৌকা সকল উৎপতিত ও পতিত হইতে লাগিল—নাবিকেরা সামাল সামাল রব করিতেছে—যাত্রীরা ত্রাহি ত্রাহি বলিতেছে। দেখিতে দেখিতে পাল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া এক খানা নৌকা ডুবিল, ষোল জন যাত্রীর মধ্যে পনের জন সন্তরণ করিতে লাগিল কিন্তু তরঙ্গ ও বায়ু এমনি প্রবল যে তাহারা সকলেই অচিরাৎ জলমগ্ন হইল ও যে জন সন্তরণ জানিত না সে ব্যক্তি জলে পতিত হইয়া অন্য এক নৌকার দাঁড় ধরিয়া অতি ক্লেশে তাহার উপর উঠিয়া বাঁচিল। এদিকে গ্রামের ভিতর কতকগুলি কুটীরে অগ্নি লাগিয়াছে। লোকে আস্তে ব্যস্তে প্রাণ ভয়ে পলাইতেছে। প্রাচীন প্রাচীনা অকম্পিত যষ্টি ধরিয়াও কম্পিত হইতেছে—মাতা স্বীয় স্বীয় বৎসকে বক্ষে কক্ষে বিলগ্ন করিবার জন্য ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছে—পতিপরায়ণা পতির ছায়াস্বরূপা এই ভাবিতেছে—যদি পতি দগ্ধ হন তবে সহমরণের আর বিলম্ব কেন ওরে জল নিয়ায়—জল নিয়ায়, গেলরে, গেলরে, কি সর্বনাশ, কি সর্বনাশ! কেবল এই শব্দ চতুর্দিক হইতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কাহার সাধ্য যে নিকটে যায়? অগ্নি হু হু করিয়া গ্রাস করত স্বীয় বীর্য ও

কেহ কেহ কহেন যে ঈশ্বর সৃষ্টির নিয়মাদি করিয়া ক্ষান্ত রহিয়াছেন অথবা অন্যকে নির্বাহের ভার অর্পণ করিয়াছেন। আমাদিগের দুর্বলতা এই যে আমরা আপন স্বভাব ও কার্য অনুসারে ঈশ্বরের স্বভাব ও কার্য নির্ণয় করি। আমরা সকল কার্য স্বয়ং নির্বাহ করিতে পারি না ও করিবার সময় অথবা বল অথবা ক্ষমতা না থাকিতে পারে এবং আমরা সকল কার্যে উপস্থিত থাকিতে পারি না, কিন্তু ঈশ্বর সর্বব্যাপী—সর্বজ্ঞ, তিনি সকল স্থানেই আছেন, সকলই জানেন। তাঁহার প্রেম এমন অসীম যে তিনি আপনি ধারণ না করিতে পারিয়া সৃষ্টিতে বিস্তীর্ণ করিয়াছেন ও আমাদিগের আনন্দ ও সুখেতেই তাঁহার আনন্দ ও সুখ। "তিনি আনন্দরূপে ও অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন"। এজন্য সর্ব স্থানে, সর্ব কার্যে, সকলের উপর তাঁহার চক্ষু উন্মীলিত আছে ও যেরূপ যত্ন ব্যগ্রতা স্নেহ ও প্রেমে মাতা শিশুর প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখেন, ঈশ্বরের দৃষ্টি আমাদিগের প্রতি ততোধিক। কি বৃহৎ কি ক্ষুদ্র কার্যে ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্ব সকলেই বিশ্বাস করে। যে যে কর্ম করে সে সেই কর্ম সম্পাদনার্থে ঈশ্বরকে ডাকে। যাহারা চোর, ডাকাত ও ঠগ তাহারাও ঈশ্বরকে স্মরণ করে কারণ তাহাদিগেরও এই বিশ্বাস যে ঈশ্বর তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন। ঈশ্বরের অজ্ঞাত কোন কার্য নহে ও তিনি সকলকেই আশ্রয় প্রদান করেন এই আপামর সাধারণের বিশ্বাস। ঈশ্বর বর্তমান ভূত ও ভবিষ্যৎ সকলই জানেন, যে যাহা করিবে ও যাহার যাহা ঘটিবে তাহা তাঁহার কিছুমাত্র অগোচর নহে। কেহ কেহ বলেন যে আমরা যন্ত্র মাত্র, যাহা ঘটে তাহা পূর্বের নির্ধারিত আছে। যেরূপ মতি ঈশ্বর দেন সেইরূপ আমাদিগের মতি হয়, যেরূপ তিনি আমাদিগের বলান সেইরূপ আমরা বলি, যেরূপ তিনি আমাদিগের কার্য করান সেইরূপ আমরা করি, সকলেতেই তিনি, আমরা কেবল যন্ত্র মাত্র। কেহ কেহ কহেন, যে সকল ঘটনা ঘটে তাহা ঈশ্বর অবশ্যই জানেন ও তিনি ইচ্ছাক্রমে পরিবর্তন করিতে পারেন কিন্তু আমাদিগের মঙ্গলার্থে ঐ সকল ঘটনা ঘটিতে দেন, কারণ তাহা না দিলে মানব স্বাধীনতা কিছুমাত্র থাকে না ও স্বাধীনতা না থাকিলে পাপ পুণ্যের প্রভেদ হয় না। জড়রাজ্য ও পশুরাজ্য যন্ত্রবৎ হইতে পারে কিন্তু মানব রাজ্যে স্বাধীনতা আছে। এই মতানুসারে সমাজে ও বিচারালয়ে সকল কার্যে বিবেচিত হয় অর্থাৎ কর্মানুসারে কর্তার প্রশংসা বা অপ্রশংসা, নির্দোষ বা দোষ নির্ধারিত হয়। এই দুই মতের পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক বক্তব্য কিন্তু সূক্ষ্ম বিবেচনা করিলে এই স্থির হয় যে মনুষ্য কেবল যন্ত্র মাত্র নহে ও কেবল স্বাধীনও নহে।

কোন কোন লোকের সংস্কার যে ঈশ্বর সাধারণ ও বিশেষ নিয়মে সকল কার্য

করেন। যাহা সৃষ্টি কালে নির্ধারিত, তাহা সাধারণ নিয়ম। যাহা বিশেষ সময়ে ও বিশেষ কার্যার্থে প্রেরিত তাহা বিশেষ নিয়ম। যাহারা এরূপ কহেন তাঁহারা প্রকারান্তরে ঈশ্বরের সম্পূর্ণ জ্ঞান অস্বীকার করেন ঈশ্বরের জ্ঞান আমাদিগের জ্ঞানের ন্যায় নহে—সে জ্ঞান কালেতে বৃদ্ধি হয় না, সর্বকালেই সম্পূর্ণ। সে জ্ঞান হইতে যে নিয়ম প্রসূত হয়, সে নিয়ম সমস্ত সৃষ্টির, সমস্ত জড় ও জীব ও প্রত্যেক জড় ও জীবের প্রত্যেক অবস্থা সাধারণ অবস্থা ও বিশেষ অবস্থার সম্পূর্ণ উপযোগী। আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধি হেতু বলি এই নিয়ম সাধারণ, এই নিয়ম বিশেষ। সেই সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ও প্রেমাধারের নিয়ম এমনি সর্বব্যাপক, সর্বাচ্ছাদক, সর্ব অভাব মোচক, সর্বসংশোধক ও সম্পূর্ণ যে পরমাণু অবধি দেবতা পর্যন্ত এক মাঙ্গলিক শৃঙ্খলায় বদ্ধ। কখনই কাহার এমত অবস্থা না যে সে অবস্থায় আশা শূন্য, উপায় শূন্য ও উন্নতি শূন্য। কাহার কি ঘটিবে, কোন ঘটনা শুভ, কোন ঘটনা অশুভ, তাহা সকলই ঈশ্বর জানেন কিন্তু এমত কোন ঘটনা নাই যাহাতে কেবল অমঙ্গল ও যে ঘটনা আপাতত অশুভ, তাহা চরমে অবশ্যই শুভ।

জগতে ভয়ানক ঘটনা ঘটিতেছে। প্রবল বায়ু উঠিতেছে—ভয়ঙ্কর বজ্রপাত হইতেছে—অগ্নি দিগ্‌দাহ করিতেছে—ভূমিকম্পে সমস্তদেশ ছিন্ন ভিন্ন হইতেছে—জলপ্লাবনে অসীম ক্ষতি ও দুঃখ উৎপত্তি হইতেছে—দেশব্যাপক পীড়ায় সহস্র সহস্র লোকের মৃত্যু হইতেছে। আবার কত কত লোক পাপে মগ্ন—কেবল পাপচিন্তা, পাপালাপ, পাপ কর্ম—অথচ তাহাদিগের সমুচিত প্রতিকার হইতেছে না ও নির্দোষী ব্যক্তিও দণ্ডনীয় হইতেছে। এই সকল দেখিয়া হঠাৎ লোকে মনে করে যে ঈশ্বরের রাজ্যের নিয়ম নাই। কোন কোন জ্যোতির্বেত্তারাও আপন পাণ্ডিত্য জন্য অস্থির। তাহারা বলেন পৃথিবী জ্বলিয়া যাইবে কারণ সূর্যের নিকটবর্তী হইতেছে ও সূর্যের গতি স্থির নহে। যাঁহারা ঈশ্বরের মঙ্গল ভাব গ্রহণ ও ধারণ করিয়াছেন, তাঁহারা কোন কার্যেই তাঁহার বিপরীত ভাব দেখেন না। ঘটনা ভয়ানক হইতে পারে ও ঐ সকল ঘটনায় হয়তো বাহ্য বস্তুর রূপান্তর ও মনুষ্যের এক লোক হইতে অন্য লোকে গমন। পাপীর পাপেতে মত্ত থাকা পুনঃসংস্কারের প্রাক্‌কালীন অবস্থা, তাহা পরে ব্যক্ত হইবে। নির্দোষীর দণ্ড তাঁহার ধর্মের পরীক্ষা জন্য হইতে পারে। জ্যোতির্বেত্তারা কেবল জ্যোতিঃশাস্ত্র আলোচনা করেন কিন্তু স্রষ্টার অসীম জ্ঞান বিবেচনা না করাতে এরূপ উপসংহার ব্যক্ত হয়।

মনুষ্য অনায়াসে জ্ঞান লাভ করে না, যে জ্ঞান দুঃখের সহিত সংযুক্ত হয় সে জ্ঞান

মনে দৃঢ় রূপে লগ্ন হয়। অতএব দুঃখ সাধারণ মঙ্গলার্থে প্রেরিত। দুঃখ দুই প্রকার, শরীর সম্বন্ধীয় ও আত্মসম্বন্ধীয়। যাহা স্রষ্টার অভিপ্রায় তাহা জানত বা অজানত অবহেলা বা ভঙ্গ করিলে দুঃখ উৎপত্তি হয় ও সেই দুঃখই আমাদিগের সুখের সোপান। সূর্য গ্রহাবৃত হইয়া সৌর সৃষ্টির নিয়ামক। গ্রহাদির দুই গতি—এক উন্মার্গ গতি ও এক সন্নিকর্ষ গতি। এই দুই গতিতেই গ্রহাদি সুন্দর রূপে রক্ষিত হইতেছে। মনুষ্যের উন্মার্গ গতি ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের বিপরীত ও সন্নিকর্ষ গতি ঈশ্বরের অভিপ্রায় অনুযায়ী কার্য করা। সন্নিকর্ষ গতিতে সুখ, উন্মার্গ গতিতে দুঃখ। আমাদিগের স্বাধীনতা এই পর্যন্ত যে আমরা উত্তম গতি অবলম্বন না করিয়া অধম গতি, অথবা অধম গতি অবলম্বন না করিয়া উত্তম গতি অবলম্বন করিতে পারি, কিন্তু জগৎ পিতার নয়ন আমাদিগের উপরে সর্বদাই উন্মীলিত ও তাঁহার নিয়ম এমনি সুন্দর যে যদি আমরা উন্মার্গ গতি অবলম্বন করি তবে আমাদিগের দুঃখ অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে ও দুঃখ-ঔষধের দ্বারাই আমরা সন্নিকর্ষ গতি প্রাপ্ত হই। অতএব দুঃখ আমাদিগের অজ্ঞানতাবশাৎ, দুর্বলতাবশাৎ ও কর্মবশাৎ।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে ঈশ্বর দুঃখ কেন সৃষ্টি করিলেন? তিনি কি একে বারে আমাদিগকে আপনার ন্যায় সম্পূর্ণ করিতে পারিতেন না? তিনি স্রষ্টা—আমরা সৃষ্ট। তাঁহার সম্পূর্ণ জ্ঞানানুসারে আমরা যতদূর উচ্চ হইতে পারি ততদূর তিনি করিয়াছেন। আমাদিগের অসম্পূর্ণ জ্ঞান তাঁহার সম্পূর্ণ জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে, তবে এই অসম্পূর্ণ জ্ঞানে তাঁহার সম্পূর্ণ জ্ঞানের প্রতি কি কারণে দোষারোপ করি? সৃষ্ট স্রষ্টার ন্যায় কখনই হইতে পারেন না, সুতরাং স্রষ্টার যে নিয়ম উপাদেয় তাহাই বিধেয় হইয়াছে। যখন সৃষ্টের জন্য দুঃখ প্রেরিত হইয়াছে তখন এই বুঝিতে হইবে যে দুঃখ অনিবার্য নতুবা দুঃখ কখনই প্রেরিত হইত না। যদি আমরা একেবারে সম্পূর্ণ হইতাম, তবে সৃষ্টির উন্নত অবস্থা কি রূপে থাকিত? সৃষ্টির উন্নত অবস্থা না থাকিলে সৃষ্টি কি রূপে নির্বাহিত হইত?

বাস্তবিক বিবেচনা করিতে গেলে দুঃখ গত্যন্তর ভাবান্তর। দুঃখ জড় রাজ্যেও আছে ও জীব রাজ্যেও আছে। পরমাণুর বিচ্ছেদ ও পরিবর্তন ও জীবের গত্যন্তর ও ভাবান্তর, ইহাকেই দুঃখ বলা যায়। এক্ষণে এই বিবেচ্য যে দুঃখের ভাগ অল্প না সুখের ভাগ অল্প? জড় রাজ্যে দেখ—সংমিল, সংযোগ ও বর্ধনই সাধারণ দৃশ্য। পশু রাজ্যে দেখ—নানা জাতীয় পশু, নানা জাতীয় পক্ষী, নানা জাতীয় কীট, নানা জাতীয় পতঙ্গ সুখে কাল যাপন করিতেছে—আহার বিহারে সকলেই আনন্দিত। যাহার যে খাদ্য, যে স্থান যাহার বাসীয়, যাহার যে অবস্থায় যাহা

বিধেয় তাহা তাহারা সকলই স্বভাবতঃ জ্ঞাত। মানব রাজ্যে দেখ—অধিকাংশ সুখী। যে দুঃখ প্রেরিত হইতেছে, তাহাতে পরে সুখের উৎপত্তি—সে দুঃখ দুঃখের জন্য নহে, সে দুঃখ সুখের জন্য এবং দুঃখের পরিমাণও অল্প ও স্থায়িত্বও অল্প। মনুষ্য জন্মাবধি যে সুখ ও দুঃখ ভোগ করে, তাহা পরিগণিত হইলে সুখের ভাগই অধিক ও দুঃখের ভাগ অল্প ও যে কিছু অল্প দুঃখ উপস্থিত হয় তাহাতেই পরে সুখ।

দিবদাস জন্মগ্রহণ করিলে কখন তাহার সুস্থতা বা পীড়া হইবে, কখন তাহার কি শিক্ষা, কি সংসর্গ, কি প্রবৃত্তি হইবে, কখন তাহার পাপেতে বা পুণ্যেতে মতি হইবে—কখন তাহার কুকর্ম বা সুকর্ম হইবে, কখন তাহার ধন ক্ষতি ও কখন তাহার ধন লাভ, কখন তাহার দুঃখ ও কখন তাহার সুখ হইবে, তাহা ঈশ্বর সকলই জানেন। মনুষ্য নিতান্ত যন্ত্র নহে। মনুষ্যেতে আত্মা আছে, আত্মা থাকিলেই ইচ্ছা, ইচ্ছা থাকিলেই দৈহিক অবস্থায় যতদূর স্বাধীনতা হইতে পারে ততদূর স্বাধীনতা ও ঐ পরিমিত স্বাধীনতা থাকাতে, মতির ও কার্যের ব্যতিক্রম ও উন্মার্গ গতি অবলম্বনের সম্ভব ও উন্মার্গ গতি অবলম্বনে দুঃখের আবশ্যক। দুঃখ না হইলে আত্মাতে গ্লানি হয় না, আত্মাতে গ্লানি না হইলে অনুতাপ হয় না, অনুতাপ না হইলে সংশোধন হয় না, সংশোধন না হইলে উন্নতি হয় না, উন্নতি না হইলে সুখ হয় না। তবে দুঃখ যাহা প্রেরিত হইতেছে তাহাতে আমাদিগের মঙ্গল না অমঙ্গল? আমাদিগের পরিমিত জ্ঞান জন্য সৃষ্টির সহজাবস্থা দেখিয়া ও ভাবিয়া কি কর্তব্য তাহা সর্বদা স্থির করিতে পারি না ও যদি স্থির করিতে পারি তবে তদনুযায়িক কার্য করিতে পারি না। ঈশ্বরের অপার মহিমা একটি পুষ্পেতেই ভাসমান কিন্তু বিদ্যুৎ বজ্র ভূমিকম্প ঝঞ্ঝাবায়ু প্রভৃতিতেই চেতনা জন্মে। এই দুর্বলতা জন্য আমাদিগের মঙ্গলার্থে দুঃখ প্রেরিত হইতেছে।

দুঃখ না হইলে অভাব বোধ হইত না ও অভাব বোধ না হইলে শারীরিক ও মানসিক বৃত্তির চালনা হইত না। অভাব মোচনার্থে নানা খাদ্য ও বস্ত্র উপযোগী দ্রব্যাদির অন্বেষণ ও প্রস্তুত করণ, কৃষি ও শিল্প ও বাণিজ্যের বৃদ্ধি ও নানা বস্তুর গুণ নির্ণয়, নানা মৃত্তিকার উৎপাদকতার বিবেচনা, নানা ধাতুর খনন, নানা বিদ্যার আলোচনা, নানা দেশে শীঘ্র গমনের উপায় প্রকাশ, ও যাহাতে মানব সুবিধা ও সুখ বৃদ্ধি, তাহারই অনুসন্ধান ও আবিষ্কার ক্রমে হইতেছে। নৌকা জাহাজ, গাড়ি, রেল ও ইলেকট্রিক্ টেলিগ্রাফ্ সকলই অভাব মোচনার্থে। এই সকল চর্চাতে যেমন অভাবের মোচন হইতেছে, তেমনি অনেক বিষয়ের বিশেষ

জ্ঞানের উন্নতি হইতেছে ও জ্ঞানই প্রকৃত বল তাহাও সংস্থাপিত হইতেছে। কারণ কি জল কি আকাশ কি বায়ু কি অগ্নি সকলেই যেন জ্ঞানের বশীভূত হইতেছে ও যাহা সহজে অদ্রষ্টব্য তাহাও দ্রষ্টব্য হইতেছে।

দুঃখের দ্বারা কেবল অভাব মোচন ও জ্ঞান বৃদ্ধি হয়, তাহা নহে। দুঃখ দ্বারা ভ্রমের নিবারণ, ভাবী আপদের চেতনা, পাপের প্রতিকার ও ধর্মের বৃদ্ধি। যে কর্ম করাতে অধিক ক্ষতি ও ক্লেশ তাহা আর অনেকে করে না। যে কর্ম করিলে পুনর্বার বিপদে পড়িতে হইবে সে কর্ম করিতে কাহার ইচ্ছা? যে পাপে পতিত হইয়া অসীম ক্লেশ ভোগ হইয়াছে সে পাপে সকলে পতিত হইতে ভীত হয়। সৃষ্টির অমঙ্গলে মঙ্গল হইতেছে—একের পাপে অন্যের ধর্ম বৃদ্ধি হইতেছে। অবিচার না থাকিলে, সহিষ্ণুতার অভ্যাস হইত না, পরপীড়ন না থাকিলে, ক্ষমার অভ্যাস হইত না, অহঙ্কার না থাকিলে নম্রতার অভ্যাস হইত না, দুর্বলতা ও অধীনতা না থাকিলে কাতরতা ও বদান্যতার অভ্যাস হইত না, প্রলোভন না থাকিলে মানসিক বল, ত্যাগ ও ধর্মের জয় পূজ্য হইত না। কার্য ক্ষেত্রে আত্মা নানা তরঙ্গে পতিত হইতেছে—নানা পরীক্ষায় পরীক্ষিত হইতেছে ও যেরূপ এই সকল পরীক্ষা হইতে আত্মা উত্তীর্ণ হইবে সেই রূপ ইহার বল ও পক্কতা বৃদ্ধি হইবে। যেমন রাত্রি না হইলে দিবার গৌরব হইত না ও অন্ধকার না হইলে আলোকের গৌরব হইত না, তেমনি পাপ না হইলে পুণ্যের গৌরব হইত না। পাপ যাহা হয় তাহা আমাদিগের কৃত, কিন্তু ঈশ্বরের এমনি কৃপা যে তাঁহার রাজ্যে পাপেতেও সাধারণ মঙ্গল হইতেছে ও যে পাপী তাঁহারও মঙ্গল চরমে হইবে। অতএব দুঃখের সৃষ্টি যে ভাবেই দেখ সেই ভাবেতেই আবশ্যক ও মঙ্গলজনক। ইহার পরিমাণ অল্প, স্থায়িত্ব অল্প, ও যে ভোগ করে সে প্রায় অল্প কালের জন্য ভোগ করে অর্থাৎ সে অধিকাংশ সুখী ও অল্পাংশ দুঃখী ও দুঃখ যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ ইহা চেতনা বৃদ্ধি করে, দৃঢ়রূপে উপদেশ দেয়, ভাবী অভাবের মোচন উপযোগী, ও শীঘ্র হউক বা বিলম্বে হউক শারীরিক বা মানসিক মঙ্গল প্রদান করে। যাহারা পাপাচরণ করে তাহারাই যে দুঃখ ভোগ করে এমত নহে। ধার্মিক অধার্মিকও হইলে তাহাকেও দুঃখ ভোগ করিতে হয় ও যে পর্যন্ত তিনি পাপ হইতে ক্ষান্ত না হয়েন সে পর্যন্ত দুঃখ হইতে তিনি পরিত্রাণ পায়েন না।

কোন কোন লোক অর্থ, পদ বা মান শূন্য হইয়া জীবনকে ঘৃণা করে কিন্তু ঐ অবস্থায় আত্মদোষ শোধন, নম্রতার বৃদ্ধি ও আত্মাকে উচ্চ করা কি সহজে হইতে পারে। তখন আত্মা কেবল ঈশ্বরেতে ধাবমান হওন সম্ভব ও যখন আত্মা কাতর ভাবে ঈশ্বরেতে সংযুক্ত, তখন সাংসারিক ক্ষতি অপেক্ষা এই লাভ কি

অমূল্য! ধন, পদ ও মান আমাদিগের নিকট আদরণীয়, কিন্তু যাহাতে আত্মার উন্নতি হয় তাহাই স্রষ্টার প্রিয়। তাঁহার যে উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্য অনুসারে তাঁহার কার্য—তাঁহার নিয়ম। যদি দুঃখ না প্রেরণ করিয়া সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত তবে দুঃখ প্রেরিত হইত না।

সকল দুঃখ হইতে পাপ-দুঃখ অতিশয় দুঃখ, কিন্তু এই পাপ-দুঃখেতেই কত পাপী তাপী হইয়া কেমন ধর্ম পরায়ণ হইতেছে! যদিও পাপ অতি জঘন্য ও ভয়ানক কিন্তু ঈশ্বরের নিয়ম এমনই সুন্দর যে পাপেতেও পাপীর চির অমঙ্গল হইতেছে না। পাপের আধিক্য হইলেই অনুতাপ জন্মিতেছে—অনুতাপেই পুণ্যভাব ধারণ হইতেছে। যাহা অতিশয় তাহা চিরস্থায়ী হয় না। অতিশয় রৌদ্রের পর শীতলতা, অতিশয় প্রবল বায়ুর পর শান্ত ভাব, অতিশয় বৃষ্টির পর বৃষ্টির বিরাম, অতিশয় ক্ষতির পর একপ্রকার না একপ্রকার লাভ, অতিশয় অত্যাচারের পর সদাচার, অতিশয় গ্লানির পর রোগের সমতা বা মৃত্যু, অতিশয় পাপের পর অনুতাপ, অতিশয় অনুতাপের পর সুখ। আমাদিগের সুখ ঈশ্বরের প্রধান অভিপ্রায় ও যাহা তাঁহা হইতে প্রসূত হয় তাহা ঐ অভিপ্রায় পোষক ও বর্ধক। ঈশ্বরের নিয়মের এমনি পারিপাট্য যে জড় রাজ্যে জীব রাজ্যে ও অন্তর রাজ্যের ইহকালে ও পরকালে যে কিছু ব্যতিক্রম হয় তাহা বিহিত কালে অবশ্যই সংশোধিত হইবে। এক পরমাণু অবধি দেবতা পর্যন্ত কাহার কখন কি ব্যতিক্রম হইবে তাহা তিনি সকলই জানেন ও ঐ ব্যতিক্রমের বিহিত উপায় বিহিত কালে অবশ্যই প্রেরিত হয়।

লোকে ঈশ্বরের প্রতি দোষ নানা প্রকারে দিতেছে। পাপী ধনে, পদে, মানে বৃদ্ধি হইতেছে। ধার্মিক অতিশয় ক্লেশ পাইতেছে। একজন হঠাৎ ধনী হইতেছে, অন্য এক জন বলিতেছে ঈশ্বর আমাকে কেন ধন দিলেন না—আমি ধন পাইলে অন্য অপেক্ষা অনেক সৎকর্ম করিতাম। ধার্মিকের ক্লেশ পাপীর ধন পদ ও মান বৃদ্ধি হওন অপেক্ষা সুখজনক ও মঙ্গল ও কাহার ধন পদ ও মান পাইলে মঙ্গল বা অমঙ্গল ও কাহার কি প্রাপ্ত হওয়া উচিত তাহা ঈশ্বর ভাল জানেন। সকলের মতি ও প্রবৃত্তি সমান নহে। শারীরিক রোগ নানা প্রকার, ঔষধও নানাপ্রকার মানসিক রোগও নানা প্রকার ও ঔষধও নানা প্রকার। কোন্ পীড়ার কি ঔষধ আবশ্যক—কোন্ অবস্থার কি উপযোগী, কে কি পাইতে যোগ্য ও কাহার কিসে ভাল, তাহা সকলই ঈশ্বর জানেন ও আপন অসীম বিচার অনুসারে কার্য করেন।

সুখ ও দুঃখ অনেক স্থলে সংস্কারাধীন। যাহা এক জন দুঃখ জ্ঞান করে, অন্যের তাহা বোধ হয় না। ধনী চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় গ্রহণান্তর পুষ্প শয্যায় শয়ন

করিয়াও সুখী নহে। দরিদ্র অর্দ্ধ সিদ্ধ তণ্ডুল তৃপ্তি পূর্বক ভোজন করিয়া সুখে নিদ্রা যায়। যে কর্মে এক জনের অসুখ, অন্যের তাহা বোধ না হইতে পারে ও যে কর্ম আপাততঃ অসুখ তাহা অভ্যাসে সেরূপ থাকে না। এই বলিয়া দুঃখ নাই তাহা অস্বীকার করি না। দুঃখ যাহা আছে তাহা প্রত্যেক জীব, প্রত্যেক মনুষ্য, প্রত্যেক শ্রেণী, ও প্রত্যেক রাজ্যের সুখের সহিত তুলনা করিলে অল্প। দুঃখ অল্প ভাগে অবশ্যই প্রেরিত হইবে কারণ যিনি প্রেরণ করেন তিনি আমা-দিগের-চিরমঙ্গল দাতা। দুঃখ প্রেরিত না হইলে আমাদিগের চেতনা হইত না, অভাব মোচন হইত না, জ্ঞান বৃদ্ধি হইত না, ধর্ম বৃদ্ধি হইত না ও পাপ হইতে পরিত্রাণ হইত না।

দুঃখের দ্বারা পাপের পরিত্রাণ এই বিচার করিয়া ও ঈশ্বরের সম্পূর্ণতা বিবেচনা করিয়া পাপীর অনন্ত কাল পর্যন্ত দণ্ড কখনই হইতে পারে না তাহা পূর্বে বলি-য়াছি। দুঃখের নিয়মেতেই স্রষ্টার মাঙ্গলিক অভিপ্রায় দেদীপ্যমান ও পাপীর আশা অটল। সৃষ্টির প্রকরণ যে যতই পর্যালোচনা করিবে তাহার অবশ্যই এই সংস্কার দৃঢ় হইবে।

এমন এমন লোক থাকিতে পারে যাহারা জন্মাবধি দুঃখ ভোগ করিতেছে অথচ তাহারা স্বয়ং কিছু ভ্রম করে নাই—কিছু পাপ করে নাই। এই সকল বিশেষ স্থলে বিশেষ বিশেষ অনুসন্ধান না করিলে প্রকৃত সিদ্ধান্ত করা যায় না ও সকল সিদ্ধান্ত আমরা করিতে অক্ষম, কারণ আমাদিগের তাদৃশ জ্ঞান নাই কিন্তু এই বিবেচ্য যে পাপী পাপ করিয়া তাপী হইতেছে ও তাপী হইয়া পুনঃ সংস্কৃত হই-তেছে, তবে যাহারা এখানে জন্মাবধি আপন ভ্রম ও পাপ না থাকাতে দুঃখ ভোগ করিতেছে, তাহাদিগের জন্য পরলোকে ঐহিক দুঃখ অনুসারে সুখের ভোগ কি সঞ্চিত নাই? পূর্বেই বলিয়াছি যে ঈশ্বরের নিয়ম এক দিক থেকে দেখিলে তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব পাওয়া যায় না।

ইহলোক ও পরলোক এই দুই লোকের কার্য একত্র করিয়া সকল বিবেচনা করিতে হইবেক, নতুন উত্তর বিষয়ক ও তাঁহার নিয়ম বিষয়ক জ্ঞান প্রশস্তরূপে উপলব্ধ হইবে না।

প্রেমানন্দ—হে জগৎ পিতা—জগৎ মাতা! সকল জীব, সকল আত্মা, কি শরীরী কি অশরীরী সকলই তোমার সৃষ্ট। সকল চরমে আনন্দ প্রাপ্ত হইবে এই তোমার অভিপ্রায়—এই অভিপ্রায় অনুসারে তোমার সকল কার্য, সকল নিয়ম, সকল ঘটনা। যেমন ঘন মেঘে আকাশ মধ্যে মধ্যে পূর্ণ হইয়া ত্রাস উপাদন করে ও ঐ মেঘ বিগত হইলে আকাশ স্বাভাবিক রমণীয় মাধুর্য ধারণ করে এবং সৃষ্টির বদন

যেন জ্যোতিতে আবৃত হয়, তোমার কার্য সেইরূপ। যখনই দুঃখ প্রেরণ কর, তখন এই নিশ্চিন্ত যে ঐ দুঃখ সুখের অগ্রবর্তী—ঐ দুঃখ সুখের বর্দ্ধক। তোমার সম্পূর্ণ শক্তি, সম্পূর্ণ জ্ঞান, সম্পূর্ণ প্রেম সর্বদা ধ্যান করিয়া তোমার মঙ্গল ভাবের প্রতি আমাদিগের বিশ্বাস যেন দিন দিন বৃদ্ধি হয় ও বিপদ্ উপস্থিত হইলে তাহাকে যেন সম্পদ্ জ্ঞান করিতে সক্ষম হই।

রাগিণী ঝিঁজিট।—তাল আড়া।

বিপদ কে বলে বিপদ।
বুঝিলে বিপদ নহে প্রকৃত সম্পদ॥

তুমিহে প্রেম আধার, প্রেম করহ বিস্তার, চরমে হবে নিস্তার, এ জন্য বিপদ।
কত রাগ কত দ্বেষ, অহঙ্কার অশেষ, পাপের দারুণ ক্লেশ, বাড়ায় সম্পদ॥
বিপদ ঔষধ ধন, মন করি সংশোধন, করিয়া পাপ নিধন, দেয় নিরাপদ।
তুমি হে মঙ্গলায়ন, এ পামরে কর ত্রাণ, বিপদে সম্পদে যেন ভাবি ঐ পদ॥

গীতাঙ্কুর।

৬ অধ্যায়। উপাসনা।

রাগিণী ঝিঁজিট।—তাল আড়া।

তব অর্চনার কি ফল।
মন শান্ত হয় আর বাড়ে ধর্ম বল॥

ত্রাসিত তাপিত মন, সুখী না হয় কখন, লইলে তব স্মরণ, আনন্দ বিমল।
শোকেতে মোহিত জীব, তব ধ্যানে সজীব, চিত্তের সান্ত্বনা শিব তোমাতে কেবল॥
মানবের যত ক্লেশ, তুমি হে করহ শেষ, কৃপাকর কৃপাশেষ, দেহ কৃপাবল॥

গীতাঙ্কুর।

কি চমৎকার উদ্যান! চতুর্দিকে উচ্চ উচ্চ বৃক্ষের ছায়া, মৃত্তিকা শুষ্ক, মধ্য স্থলে হর্ষজনক সরোবর, কোলাহল কিছু মাত্র নাই, পুষ্পের গন্ধ বায়ুর সহিত মিলিত—আহা! এই স্থানই উপাসনার যোগ্য স্থান, এই স্থানেই আত্মার ভক্তি ও প্রেম প্রকাশ কর। দিনমণি উদিত—কি সুন্দর জ্যোতি! যদি এই জ্যোতি এত সুন্দর তবে সেই জ্যোতির্ময়ের জ্যোতি কত সুন্দর ও রমণীয়। ভাই! তোমার সেই গানটী গান কর।

প্রেমানন্দ প্রেমে আনন্দিত হইয়া এই গান করিলেন।

রাগিণী বিভাস।—তাল আড়া।

তব জ্যোতি অতি মনোহর। হে বিশ্বধর!
স্বকৃত প্রকৃত শুভ্র সর্ব লোক শান্তি কর॥

দিবাকর দিবাকর, শশধর শশধর, কোটি তারা কোটি সৃষ্টিধর দীপ্তিকর।
নীল পীত নানা বর্ণ, জলে স্থলে পরিপূর্ণ, কি প্রভা কি আভা শোভা কানন ভিতর॥
সুশোভে তব বদন, সত্য প্রেম প্রসরণ, বিকাশে হৃদি আকাশে যেন হিতকর॥
হলে পাপের বিনাশ, পুণ্য মুখে সপ্রকাশ, নয়নের নয়ন নহে নয়নগোচর।
কুরূপা কুৎসিতা রামা, তার জ্যোতি অনুপমা, পতিব্রতা পবিত্রতা যদি চিন্তাকর।
সদা ভাবি তব জ্যোতি, দয়া কর মোর প্রতি, দেখিতে দেখিতে যেন যাই লোকান্তর॥

জ্ঞানানন্দ ও প্রেমানন্দ দুই জনে শান্তভাবে সুখাসীন হইয়া পরমাত্মাতে আত্মা সমাধান করিতে লাগিলেন, বাক্য কিছু প্রয়োগ করিলেন না, কেবল করজোড়ে মস্তক নত করিয়া থাকিলেন। ধ্যানে তাঁহাদিগের আত্মা যেন স্বর্গ বিশেষ হইতেছে, তাহা বদনেতেই ভাসমান হইল। বদন আত্মার আদর্শ, আত্মাতে যে ভাব উদয় হয় তাহা বদনে কিছু না কিছু অবশ্যই প্রেরিত হয়। ভ্রাতাদ্বয়ের বদন ঐ সময়ে কি রূপ দৃষ্ট হইল? ভক্তি প্রেম, শুদ্ধতা ও নম্রতায় পরিপূর্ণ ও এই সকল ভাব একত্র হওয়াতে আত্মা ধারণ করিতে অসক্ত হেতু চক্ষু দিয়া বিনির্গত হইতে লাগিল। রামানন্দ এই সকল দেখিয়া স্বীয় জঘন্যতা চিন্তনে চিন্তিত হইলেন। কিছু কাল পরে উপাসনা সাঙ্গ হইলে রামানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন—মহাশয়! উপাসনা করা কি আবশ্যক ও উপাসনার ফল কি?

জ্ঞানানন্দ বলিলেন—এ প্রশ্ন অতি উত্তম এ সময়ের উপযোগী। উপাসনা দ্বিবিধ—কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি প্রকাশ ও অভাব ও প্রার্থনা প্রকাশ। যাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও তাঁহার অসীম শক্তি, জ্ঞান, প্রেম, ও নিয়ন্তৃত্ব স্বীকার করেন—যাঁহারা আত্মার অবিনাশিত্ব ও পরকাল বিশ্বাস করেন, তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে ঈশ্বর পূজ্যতম ও তাঁহার প্রতি আমাদিগের কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি বৃদ্ধি করা কর্তব্য, কারণ তাঁহা হইতে আমাদিগের সকলি ও তিনি আমাদিগের সর্ব মঙ্গল ও চিরমঙ্গল দাতা। যাহারা নাস্তিক তাহাদিগের সহিত উপাসনার কথা অগ্রে কহা ব্যর্থ কিন্তু এমন এমন অনেক শুষ্ক আস্তিক আছে যাহারা বলিয়া থাকে উপাসনা অনাবশ্যক ও কেবল বাহ্যাড়ম্বর। এরূপ অভিপ্রায়ে আত্মার

স্বাভাবিক ভাবের কিছু মাত্র ব্যতিক্রম হয় না। কারণ উপস্থিত হইলে আত্মাতে খেদ উদয় হইবে, আহ্লাদ উদয় হইবে, আশ্চর্যতা উদয় হইবে, কৃতজ্ঞতা উদয় হইবে ও ভক্তি উদয় হইবে। কারণ উপস্থিত হইলে আত্মা বিধি বা নিষেধ মানে না—যাহা উদয় হইবে তাহা কিছু না কিছু অবশ্যই প্রকাশ হইবে। কপটতা অভ্যাসে আত্মার প্রকৃত ভাব কতক দূর লুক্কায়িত হইতে পারে কিন্তু সময়ে সময়ে অবশ্যই প্রকাশিত হইবে। উপকার হইলে আত্মাতে কৃতজ্ঞতা উদয় হইবে ও উপকারক যদি সাধু হয়েন তবে তাঁহার প্রতি ভক্তিও উদয় হইবে। যদি আমরা একটি মিষ্ট বাক্য শ্রবণ করি অথবা একটি সামান্য উপকার প্রাপ্ত হই, তখন অন্তরে কি ভাব জন্মে? যে ভাব জন্মে তাহা রোধ করিলে করিতে পারা যায়। কিন্তু যদি উপকারের পর উপকার ক্রমাগত প্রাপ্ত হই, তখন আত্মার ভাব প্রকাশ না করা অতি কঠিন। এরূপ উপকৃত ব্যক্তি অবশ্যই মনে ভাবেন যে উপকারীর পদতলে গিয়া পড়ি ও যদি আমাকে বিক্রয় করিলে ঋণ পরিশোধ হয়, তাহাতেই আমি স্বীকৃত। যদি পরিমিত উপকার জন্য আত্মার এই প্রকার ভাব, তবে অপরিমিত, নিরন্তর, অসীম ও অনন্ত উপকারের জন্য আত্মার কত উচ্চ ও প্রগাঢ় ভাব হইতে পারে? যাঁহারা তাঁহার অপার মহিমা ও মাঙ্গলিক অভিপ্রায় ধ্যান করেন না, তাঁহারা তাদৃশ কৃতজ্ঞ না হইতে পারেন ও তাঁহাদিগের আত্মার এরূপ অবস্থা বিকৃত অবস্থা অবশ্যই বলিতে হইবেক। যাহা বিকৃত তাহা স্বভাবের বিপরীত সুতরাং ঈশ্বরের অভিপ্রায়েরও বিপরীত এবং যাহা অস্বাভাবিক তাহা অসাধারণ। কিন্তু যাহাদিগের এই বিকার নাই, যাহাদিগের আত্মার বৃত্তি ও ভাব সকল প্রকৃত রূপে পরিচালিত ও অভ্যাসিত হইতেছে, যাহারা কৃতজ্ঞতা, ভক্তি ও প্রেমের দ্বারা কি রূপে অবরোধ করিবে? কাহার সাধ্য যে বায়ুর ব্যজন নিবারণ করে? কাহার সাধ্য যে বেগবতী স্রোতস্বতীর গতি অবরোধ করে? কাহার সাধ্য যে বজ্রের পতন স্থগিত করে? কাহার সাধ্য যে ভাব ভারাক্রান্ত আত্মার স্রোত শোষণ করে? উপাসনা আবশ্যক বা অনাবশ্যক এ বিবেচনা করা বৃথা, কারণ আত্মা থাকিলেই ঈশ্বর জ্ঞান, ঈশ্বর জ্ঞান সর্ব আত্মাতে মুদ্রিত; ও ঈশ্বর জ্ঞান থাকিলেই, সে জ্ঞান অথবা সে ভাব প্রকাশক এক প্রকার না এক প্রকার উপাসনা অনিবার্য। যদি উপাসনা আত্মার স্বাভাবিক ভাব, তবে উপাসনাতে আমাদিগের উপকার না অপকার সম্ভব?

আত্মার ভাব সকল অনুধাবন করিলে বোধ হইবে, যে উপকার জন্য কৃতজ্ঞতা, কৃতজ্ঞতা জন্য ভক্তি ও প্রেম, ভক্তি ও প্রেম জন্য ক্রমশঃ উচ্চতা ও উচ্চতার আনন্দ অর্থাৎ ঈশ্বর লাভ। পরমেশ্বর আপন অস্তিত্ব জ্ঞান, আত্মার অবিনাশিত্ব

জ্ঞান ও সাধারণ হিতাহিত জ্ঞান মানব আত্মাতে প্রদান করিয়াছেন এবং কৃপা পূর্বক মানব আত্মার বৃত্তি ও ভাব এমনি করিয়াছেন যে তাঁহা হইতে আমরা অন্তর না হই, তিনি যে পরিমিত স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন, তাহার ব্যতিক্রম কিছু না করি ও যদি করি তবে একেবারে বিনষ্ট না হই, পুনর্বার তাঁহার নিকটে ফিরিয়া আসিতে পারি। এ কার্য কি রূপে সম্পন্ন হইতে পারে? এ কেবল উপাসনার দ্বারা হইতে পারে। উপাসনা আত্মার মাতৃদুগ্ধ—উপাসনাতেই আত্মা বিকারশূন্য ও বলিষ্ঠ হয়। উপাসনাতে আত্মার বল কি প্রকারে হয়? বল, জ্ঞান ও ধর্মের আধার ঈশ্বর। উপাসনা না করিলে তাঁহার সহিত বন্ধন থাকে না—সংযোগ থাকে না। উপাসনার দ্বারাই তাঁহার সন্নিকর্ষ হইতে পারি—তাঁহা হইতে বল, জ্ঞান ও ধর্ম আকর্ষণ করিতে পারি, নতুবা উন্মার্গ গতিতে ভ্রাম্যমান হইয়া ভ্রম ও দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। উপাসনা দ্বারাই যে ঈশ্বরের সহিত সংযোগ থাকিতে পারে তাহা ঈশ্বরই মানব আত্মার প্রকৃত ভাবের অভ্রান্ত বাণীতেই প্রকাশ করিতেছেন। বিপদে পতিত, অজ্ঞানতায় পতিত, শোকে পতিত, মোহে পতিত, পাপে পতিত, আশ্রয় বিহীন, উপায় বিহীন, চতুর্দিক অন্ধকার, কাহার নিকট আত্মা যাইবে—কোথায় শান্তি পাইবে? এই সকল অবস্থায় আত্মা কি বিবেচনা করে যে কোথায় যাইব? যেমন ব্যাঘ্র মৃগশাবকের পশ্চাৎ ধাবমান হইলে, শাবক প্রাণভয়ে অচিরাৎ মাতৃক্রোড়ে পলায়ন করে, সেই রূপ আত্মা দহ্যমান হইলে অবিলম্বে ঈশ্বরেতে ধ্যানাবৃত হইয়া শান্তি প্রাপ্ত হয়। আত্মা সাধারণ অবস্থায় ঈশ্বরকে স্মরণ করে ও বিশেষ অবস্থায়ও ঈশ্বরকে স্মরণ করে। ঈশ্বর ব্যতিরেকে আত্মার আর আশ্রয় নাই; ঈশ্বরই আত্মার আত্মা—ঈশ্বরই আত্মার বল—ঈশ্বরই আত্মার জ্ঞান—ঈশ্বরই আত্মার গতি—ঈশ্বরই আত্মার মুক্তি। যদি ঈশ্বর স্মরণ ব্যতিরেকে আত্মার আর অন্য উপায় নাই, তবে আত্মার ঈশ্বরকে স্মরণ করা স্বাভাবিক ও ঈশ্বর প্রেরিত কার্য। উপাসনা বন্ধন দ্বারা আমরা অসীম ফল লাভ করিতেছি। কার্যক্রমে—ঘটনাক্রমে—আত্মাতে নানা তরঙ্গ উঠিতেছে। কখন ভয়, কখন অহঙ্কার, কখন মত্ততা, কখন ক্রোধ, কখন লোভ, কখন কাম, কখন মোহ, এক এক রিপুর প্রাবল্য ভয়ানক ও এক এক রিপুর আধিক্যে অসীম পাপ ও অমঙ্গল হইতেছে। যদি আত্মা ঈশ্বরকে স্মরণ না করে, বিনীত ভাবে ঈশ্বরের চরণে পতিত না হয় ও বিলগ্ন হইয়া তাঁহার মঙ্গল বারিতে সিক্ত না হয়, তবে কি প্রকারে ইন্দ্রিয় সংযম হইবে—কি প্রকারে বল ও শান্তি প্রাপ্ত হইবে ও কি প্রকারে এই ভয়াবহ সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইবে? ঈশ্বর স্মরণে ও ধ্যানে যে আত্মার আশু শান্তি তাহা আপন আপন আত্মার পরি-

চয়ে কে না জানে ? যখন কোন কারণ বশাৎ আত্মাতে মালিন্য জন্মে, সে মালিন্য কাঁহাকে ধ্যান করিলে আশু তিরোহিত হয় ? যদি এক বার ধ্যানে এই ফল, তবে সর্বদা ও বিশেষ রূপে ধ্যানে কত ফল ? ঈশ্বর বিনা আত্মার মঙ্গল নাই— উপায় নাই—পরিত্রাণ নাই—উন্নতি নাই—সুখ নাই। কৃপাময় এই জন্য উপাসনা অস্ত্র আমাদিগকে দিয়াছেন। তিনি ভাল জানেন যে আমাদিগের জ্ঞান ও ধর্ম পরিমিত ও আমরা বারম্বার ভ্রমেতে, মোহেতে ও পাপেতে পতিত হইতে পারি এ জন্য উপাসনাই আমাদিগের উপায়—উপাসনাই আমাদিগের আশ্রয়—উপাসনাই আমাদিগের অসি—উপাসনাই আমাদিগের চর্ম।

পূর্বে বলিয়াছি যে উপাসনা কৃতজ্ঞতা ভক্তি, অভাব ও প্রার্থনা প্রকাশক। যে পর্যন্ত উপাসনা কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি প্রকাশক তাহা ব্যক্ত হইল ও উপাসনা আত্মার স্বাভাবিক ভাব ও উপাসনাতে আত্মার উন্নতি শান্তি ও সুখ তাহাও বলিলাম। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, তিনি আমাদিগের অভাব ও প্রার্থনা সকলই জানেন ও আমাদিগের জন্য তিনি তাঁহার নিয়ম পরিবর্তন করিতে পারেন না, তবে আপন আপন অভাব ও প্রার্থনা প্রকাশ করা কি প্রয়োজন ? আর সকলের প্রার্থনা গ্রাহ্য হইতে পারে না। চোর চুরি করণ জন্য প্রার্থনা করিতেছে ও গৃহস্থ আপন রক্ষার্থে প্রার্থনা করিতেছে ; অথবা পর্বতোপরিস্থ কৃষক অনাবৃষ্টি ক্ষতি ভয়ে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করিতেছে ও পর্বতের নিম্নস্থ কৃষক অতি বৃষ্টির বিরামের জন্য প্রার্থনা করিতেছে—কাহার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইবেক ? প্রার্থনা অভাব জন্য, অভাব বাসনা জন্য। বাসনা শূন্য মানুষ নাই সুতরাং সকলেরই এক প্রকার না এক প্রকার প্রার্থনা অবশ্যই হইবে। প্রার্থনা দুই প্রকার। আত্মার উন্নতি জন্য প্রার্থনা ও সাংসারিক দুঃখ বিমোচন অথবা সুখ জন্য প্রার্থনা। আত্মার উন্নতি ও শান্তি উপাসনা ব্যতিরেকে হইতে পারে না তাহা পূর্বে বলিয়াছি। এক্ষণে বিবেচ্য এই যে সাংসারিক দুঃখ বিমোচন ও সুখ জন্য কি আমাদিগের উপাসনা করা কর্তব্য ? যে সকল বিষয় তর্ক ও বিচারাধীন সে সকল বিষয়ে তর্ক ও বিচার করিতে পারা যায় কিন্তু যে সকল বিষয় তর্ক ও বিচারাতীত ও সে সকল বিষয় তর্ক ও বিচারের কি আবশ্যক ? যখন আমরা ঈশ্বরের সম্পূর্ণ অধীন ও তিনি যাহা করেন তাহাই হয়, তখন তাঁহা ব্যতিরেকে কাহার নিকট আমরা আপন আপন অভাব ব্যক্ত করিব ও কাহার নিকট আমরা প্রার্থনা করিব ? আত্মা অভাবের ভারে পূর্ণ হইলে কি রূপে মুক্ত হইবে ? আত্মা প্রপীড়িত হইলে আপন পীড়া প্রকাশ না করিলে কি প্রকারে সুস্থ হইবে ? অতএব যাহার যে প্রবল বাসনা সে সেই বাসনা অবশ্যই প্রচার করিবে কিন্তু ঈশ্বর

যাহা ভাল বুঝেন তাহাই করেন। তিনি আমাদিগের প্রার্থনা অনুসারে কার্য করেন না। তিনি আপন সম্পূর্ণ জ্ঞান ও আমাদিগের মঙ্গল অনুসারে সকল কার্য করেন। আমাদিগের অনেক প্রার্থনা আপাততঃ মঙ্গল ও পরে অমঙ্গল—আমাদিগের অনেক প্রার্থনা অচিরাৎ ভয়ানক হানি জনক কিন্তু আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে শুভ, এ সকল প্রার্থনা কি গ্রাহ্য হইতে পারে? তাঁহার নিয়মের এমনি সুশৃঙ্খলতা যে যাহাতে মঙ্গল ও যে অবস্থার যাহা উপযোগী ও উপকারক তাহাই হইবে কিন্তু তাঁহার নিকটে সকল অভাব ও সকল প্রার্থনা প্রকাশ করা নিষ্ফল নহে। এরূপ করাতে আত্মার চাঞ্চল্য বিগত হয়, ধীরতা জন্মে ও যাহা প্রাপ্য তাহার উপায় ক্রমে উপস্থিত হয় ও যাহা অগ্রাহ্য তাহাও ক্রমে প্রকাশ পায়। সৃষ্টির প্রকরণই এই যে বাসনাতে প্রার্থনা, প্রার্থনাতে উপায় চিন্তা, উপায় চিন্তাতে বিধেয় কার্য ও বিধেয় কার্যেতে সফলতা, যে যাহা লাভ করিতে ইচ্ছা করে সে যদি বিধিপূর্বক যত্নবান হয় তবে সে অবশ্যই লাভ করিবে। দিবদাস ধন পাইবার জন্য প্রার্থনা করেন। ধন লাভ জন্য দিবদাস বাটীতে বসিয়া কেবল রোদন করিলে অথবা স্বর্ণ মুদ্রার থলি নিকটে কেহ আনিল কি না কেবল এই প্রত্যাশায় থাকিলে কি হইতে পারে? উপাসনা করিতে করিতে তাঁহার এই বোধ হইবে যে আয় অনুসারে ব্যয় করা, অন্যান্য লোক কি প্রকারে ধন পাইয়াছে, ও যাহাদিগের ক্ষতি হইয়াছে তাহাদিগের ক্ষতি কি কারণে হইয়াছে এই সকল ভালরূপে জানা ও আপনি পরিশ্রমী সত্যবাদী সৎ ও শান্ত হওয়া কর্তব্য। এই রূপ করিলে তাঁহাকে অন্যান্য লোক বিশ্বাস ও সাহায্য করিবে এবং তাঁহার প্রার্থনা শীঘ্র হউক বা বিলম্বে হউক নিষ্ফল হইবে না। সাংসারিক বিষয়ক যে সকল প্রার্থনা হয়, তাহার বিধি পূর্বক কার্য করিলে এক প্রকার না এক প্রকার ফল লাভ অবশ্যই হইবে। যে সকল প্রার্থনা ধর্ম বিরুদ্ধ সে সকল প্রার্থনা গণ্য ও গ্রাহ্য কখনই হইতে পারে না কিন্তু কৃপাময়ের এমনি সুন্দর নিয়ম যে মন্দ প্রার্থনা করিতে করিতে মন্দ হয় ও প্রার্থক তখন মন্দ প্রার্থনা পরিত্যাগ করে এবং কি কর্তব্য তাহার চেতনা ক্রমে জন্মে। যখন আত্মা উপাসনার দ্বারা বলীয়ান হয় তখন উপাসনা আপনা আপনি ভিন্ন প্রকার হইয়া পড়ে।

অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে। কঠ।

ধীর ব্যক্তিরা ধ্রুব অমৃতত্বকে জানিয়া সংসারে তাবৎ অনিত্য পদার্থের মধ্যে কিছুই প্রার্থনা করে না।

উপাসনা আত্মার স্বাভাবিক ভাব ও উপাসনাতে আমাদিগের অসীম মঙ্গল। আমাদিগের সকল প্রার্থনা গ্রাহ্য হইতে পারে না, যাহা ঈশ্বর ভাল জ্ঞান করেন,

তাহাই গ্রাহ্য হয়। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য ঈশ্বর কি আপন নিয়ম পরিবর্তন করিয়া আমাদিগের প্রার্থনা গ্রাহ্য করেন ? ঈশ্বরের নিয়মের পরিষ্কার জ্ঞান আমাদিগের নাই। বাহ্য রাজ্য ও অন্তর রাজ্য কারণের শৃঙ্খলায় বদ্ধ। অন্বেষণ করিলে কতকগুলি কারণ নির্ণীত হইতে পারে কিন্তু সকল কারণ স্থির করা অসাধ্য। ইহলোক ও পরলোক সংবদ্ধ, ও সকল সংযোগ শৃঙ্খল কি রূপে আবদ্ধ তাহা আমরা জানি না। আর এই বিবেচনা করা কর্তব্য যে ঈশ্বরের নিয়ম ঈশ্বরের ঈশ্বর নহে, ঈশ্বরই আপন নিয়মের ঈশ্বর। যখন তিনি সর্বশক্তিমান্ তখন তাঁহার অসাধ্য কি? তিনি আপন নিয়ম পরিবর্তন না করিয়া অদ্ভুত কার্য করিতে পারেন এবং তাঁহার কোন কার্যে নিয়মের পরিবর্তন ও তাঁহার কোন কার্যে নিয়মের পরিবর্তন নহে, তাহা স্থির করা অতি কঠিন।

জগতে অদ্ভুত ঘটনা হইতেছে। রোগী সুপণ্ডিত বৈদ্য কর্তৃক পরিত্যক্ত—আরোগ্যের আশা নাই, দৈবাৎ কোন সন্ন্যাসী বা উদাসীনের জড়ি বা ভস্মে আরোগ্য হইতেছে। দরিদ্র বনে পড়িয়া আছে, অনাহারে প্রাণ বিয়োগ হয়, এমত সময়ে কেহ না কেহ আসিয়া আহার প্রদান করিতেছে। ভ্রমণকারী মরুভূমে ভ্রমণ করিতেছে, পিপাসায় প্রাণ যায়, জল পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই, হঠাৎ পানীয় প্রাপ্ত হইতেছে। বিষয়ী কার্য ক্রমে সময়ে সময়ে অর্থ বিহীন, অপমানিত হয় এমত সময়ে দৈবযোগে তাহার মান রক্ষা হইতেছে। কত কত লোক আগামী কল্য কি আহার করিবে তাহার কিছুই উপায় নাই ও উপায় বিহীন হইয়া চিন্তিত ইতিমধ্যে খাদ্য পাইতেছে। জীবনের প্রতি ঘৃণা করিয়া ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া কেহ জীবন বিনাশ করিতে উদ্যত, অমনি কোন দূরস্থ বন্ধু যাহার আসিবার কোন সম্ভাবনা নাই ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া ঐ ভয়ানক ঘটনা নিবারণ করিতেছে। পরস্ত্রীর ধর্ম নষ্টকরিবার জন্য পাপী উদ্যত ও প্রস্তুত, অমনি তাহার মতির পরিবর্তন হইতেছে। কত কত লোক শুভ কার্য করণে আশ্রয় বিহীন ও তাহাদিগের সংকল্প নষ্ট হয় ইত্যবসরে কেহ না কেহ তাহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিতেছে। এইরূপ ঘটনা অসংখ্য—প্রতিদিন ঘটিতেছে। আবশ্যক মতে অভাবনীয় বন্ধু উপস্থিত—আবশ্যক মতে অভাবনীয় উপায় প্রকাশিত—আবশ্যক মতে অভাবনীয় দ্রব্যের লাভ—আবশ্যক মতে অভাবনীয় জ্ঞান বা ধর্মের উদ্দীপন। মূল কথা আমানিগের ধর্ম ঈশ্বরের উপাসনা করা ও তাঁহার স্বভাব আমাদিগের কৃপা করা। ঐ কৃপা কখন সম্ভব, কখন অসম্ভব রূপে অর্পিত হইতেছে। সকল প্রার্থনার উত্তর শীঘ্র পাওয়া যায় না। যে প্রার্থনার যে বিহিত উত্তর, সে বিহিত কালে প্রেরিত হয়। সে উত্তর হয়তো আত্মাতে উদয় হয়—

হয়তো ঘটনায় প্রকাশ পায়। অনন্যমনা হইয়া বিবেচনা করিলে এই স্থির হইবে যে কি ক্ষুদ্র কি বৃহৎ সকল কার্যেতেই ঈশ্বর—তাঁহা ব্যতিরেকে কোন কার্য নাই—যাহার যে অবস্থার যাহা বিধেয় তাহাই ঘটে ও যাহা ঘটে তাহা সে অবস্থার উপযোগী ও মঙ্গল।

আমাদিগের এই বিশ্বাস দৃঢ় হওয়া কর্তব্য যে ঈশ্বর আমাদিগকে কখনই পরিত্যাগ করেন না—তিনি সকলকেই সমভাবে দয়া করেন, আমাদিগের চিত্ত ও কর্মানুসারে ফলাফল ও যে তাঁহার যথার্থ অনুগত, তাহার কিছু অভাব বোধ হয় না—যাহার ভাব যত উচ্চ হইবে, তাহার অভাব তত বিগত হইবে।

যেমন আত্মা উচ্চ হয়—যেমন ঈশ্বর কি রূপ ও তাঁহার সহিত সম্বন্ধ কি প্রকার, আত্মা অমর ও ধর্মই আত্মার সহগামী ও সুহৃৎ ও ঈশ্বরই আত্মার আত্মা, আনন্দ ও সুখ,—যেমন এই জ্ঞান ও ভাবেতে আত্মা উচ্চ হয়, তেমনি উপাসনাও উচ্চ হইবে। যেমন সাকার পূজা ঈশ্বর জ্ঞানের প্রথমাবস্থা, তেমনি সাংসারিক বিষয়ার্থে উপাসনা উপাসনার প্রথমাবস্থা। যেমন আত্মার বাহ্য দৃষ্টি বিগত হইবে ও অন্তর দৃষ্টির বৃদ্ধি হইবে, তেমনি, আত্মার স্বভাবতঃ এই ভাব হইবে—

যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং। বৃহদারণ্যক।

যাহার দ্বারা আমি অমর না হই, তাহাতে আমি কি করিব।

তখনই তেমনি আত্মার স্বভাবতঃ এই ভাব হইবে।

এষাস্য পরমা গতিরেষাস্য পরমা সম্পদেষোস্য পরমোলোক এষোস্য পরমানন্দঃ। বৃহদারণ্যক।

ইনি এই জীবের পরম গতি, ইনি এই জীবের পরম সম্পদ্, ইনি ইহার পরম লোক, ইনি ইহার পরমানন্দ।

যাঁহাদিগের আত্মা উচ্চতা প্রাপ্ত হয়, তাঁহারা সাংসারিক অভাব বা সুখের জন্য উপাসনা করেন না—তাঁহারা সে উপাসনাকে সামান্য উপাসনা জ্ঞান করেন। তাঁহারা যাহাতে পাপ, দুর্মতি ও দুর্বলতা হইতে বিরত হইতে পারেন—যাহাতে আত্মা শান্ত ও সমাহিত হয়, যাহাতে ঈশ্বর জন্য ত্যাগী হইতে পারেন, ঈশ্বরের বলে বলীয়ান, ঈশ্বরের জ্ঞানে জ্ঞানী, ঈশ্বরের প্রেমে প্রেমী, ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন হইতে পারেন—যাহাতে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হয় ও তাঁহার অপার মহিমা ও প্রীতি দর্শন ও ধ্যানোদ্ভব আনন্দে আনন্দিত হইতে পারেন—যাহাতে আত্মা দৈনিক উন্নতি সাধন করিতে ও ঈশ্বরের সন্নিকট হইতে পারে, এই তাঁহাদিগের মুখ্য উপাসনা। উপাসনার যে অনন্ত ফল তাহা ধার্মিকেতেই দৃষ্ট হইতেছে। কোন্ ধর্মপরায়ণ উপাসনাবিহীন ও কোন্ ব্যক্তি ঈশ্বরেতে আত্মা সমা-

ধান না করিয়া ধর্মপরায়ণ হইতে পারে ? যে ধর্ম কর্ম ঈশ্বরকে স্মরণ, মূল ও উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে হয় তাহা বল শূন্য ও অস্থায়ী।

কেহ কেহ কহেন যে ঈশ্বর অন্যের দ্বারা কার্য করান ও যে সকল লোক লোকান্তরে গমন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের দ্বারাও ঈশ্বর ঐহিক ও পারলৌকিক মঙ্গল সাধন করান। এরূপ কার্য ইহলোক ও পরলোকের উপকারক। গৃহীতা না থাকিলে দাতা হয় না ও দাতা থাকিলেই গৃহীতার আবশ্যক। কার্য না করিলে অভ্যাস হয় না ও অভ্যাস না করিলে উন্নতি সাধন হয় না। ইহ কালে যেমন সদভ্যাস সুখের মূল, পর কালে তেমনি সদভ্যাস সুখের মূল। জ্ঞান ও ধর্ম যেমন লব্ধ হয়, তেমনি পরিচালিত ও বিস্তৃত না হইলে বৃদ্ধি হয় না—জ্ঞান ও ধর্মের যত ব্যয় হইবে ততই বৃদ্ধি হইবে এ জন্য আত্মসুখ ও পরসুখ এক জ্ঞান হওয়া আত্মার লক্ষ্য। পরপাপ বিমোচনে আপন পুণ্য বৃদ্ধি—পরদুঃখ বিমোচনে আপন সুখ বৃদ্ধি ; যে পর্যন্ত আত্মম্ভরিত্ব পরিত্যক্ত না হয় ও আত্মসুখ ও পরসুখ এক জ্ঞান না হয় সে পর্যন্ত আত্মা দেবত্ব প্রাপ্ত হয় না। শরীর ধারণ করিয়া এরূপ অবস্থা হওয়া অতি কঠিন কিন্তু পরলোকবাসী সাধু ও দেবতারা প্রেমে সর্বদা বিগলিত, সুতরাং তাঁহারা যে আমাদিগের মঙ্গলার্থে নিযুক্ত হইবেন তাহা কি অসম্ভব ?

প্রেমানন্দ করজোড়ে এই উপাসনা করিলেন। পরমকারুণিক পিতা ! মানব কর্তৃক যে কিছু পুণ্য কৃত হয় তাহার মূলাধার তুমি। অধর্ম ও পাপ যাহা আমরা করি তাহা আমাদিগের মূঢ়তা বশাৎ—তাহার মূলাধার আমরা। যে পরিমিত স্বাধীনতা দিয়াছ সেই পরিমিত স্বাধীনতার ব্যতিক্রমেই আমাদিগের অধর্ম ও পাপ উৎপন্ন হইতেছে। অধর্মে ও পাপে পতিত হইয়া চিরকাল দুঃখ ভোগ না করি এ জন্য উপাসনা উপায় কৃপাপূর্বক প্রদর্শন করিতেছ। সাংসারিক সুখ ও দুঃখ যাহা যাহার বিধেয় তাহা প্রেরিত হইতেছে ও যাহার যাহাতে মঙ্গল হয় তাহা অবশ্যই হইবে। আত্মার উন্নতিই মূল্য লক্ষ্য। এক্ষণে এই প্রার্থনা করিতেছি —যে যখন তোমার উপাসনা করি, তখন যেন একমনা হইয়া তোমাকে বাহিরে ও অন্তরে দৃষ্টি করি—তখন যেন আত্মা অকপট ভক্তি, কৃতজ্ঞতা, প্রেম, নম্রতা, পবিত্রতা ও ত্যাগে প্লাবিত হয়—তখন যেন আমাদিগের ইচ্ছা তোমার ইচ্ছাধীন হয়—তখন যেন শত্রু মিত্রকে সমভাবে দেখি—তখন যাহারা আমাদিগের অমঙ্গলকারী তাহাদিগের মঙ্গল ইচ্ছুক হই ও এই ভাব সকল যেন নিরন্তর আমাদিগের সকল কার্যের উদ্বোধক, নিয়ামক ও সম্পাদক হয়।

৭ অধ্যায়। ঈশ্বর কি প্রকারে উপাস্য।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল মধ্যমান।

নও তুমি কেবল কাশীবাসী, বিশ্বেশ্বর হে! যেখানে ভ্রমণ করি সেই বারাণসী।
তব রাজ্য সম্পূর্ণ, নানা রত্নে, পরিপূর্ণ, প্রকৃত অন্নপূর্ণা তুমি ব্রহ্মাণ্ড-নিবাসী॥
স্থান তীর্থ নাহি দেখি, চিত্ত তীর্থে সদা সুখী, ধন মান চাহি না হে শান্তি
অভিলাষী।

বারাণসী কি অপূর্ব ধাম! কত কত মন্দির—কত কত দেবালয়! চতুর্দিক থেকে হর হর বিশ্বেশ্বর শব্দ প্রতিধ্বনিত হইতেছে। শৈব ধর্মের কি প্রাবল্য বিশ্বাসে কি না হয়! বিশ্বাসই মূল।

রামানন্দ। মহাশয় ঈশ্বরকে উপসনা করিতে গেলে কি প্রতিমূর্তির আবশ্যক?

জ্ঞানানন্দ। যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে। তলবকার।

যিনি বাক্যের বচনীয় নহেন, বাক্য যাঁহার দ্বারা প্রেরিত হয়, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান; লোকে যে কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে তাহা কখন ব্রহ্ম নহে।

যত্ত্ কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহেতুকং। অতত্ত্বার্থ বদল্পঞ্চ তত্তাম সমুদাহৃতং। ভগবদ্গীতা।

আর প্রতিমা প্রভৃতি এক এক পদার্থে সম্পূর্ণরূপে পরমেশ্বর আছেন অতএব ইনিই পরমেশ্বর, এই রূপ নিশ্চয় যুক্ত অথচ অবাস্তবিক এবং অযৌক্তিক তুচ্ছ যে জ্ঞান সে তামস জ্ঞান

কিং স্বল্পতপসাং নৃণামর্চ্চাযাং দেবচক্ষুষাং দর্শনস্পর্শন প্রশ্ন প্রহ্ব পাদার্চ্চনাদিকং। শ্রীমদ্ভাগবতঃ।

প্রতিমাদিতে দেব বুদ্ধি বিশিষ্ট অল্প তপঃ সম্পন্ন মনুষ্যদিগের সম্বন্ধে যোগেশ্বর দর্শন, স্পর্শন, প্রশ্ন, প্রণাম ও পাদার্চ্চনাদি কি সম্ভাবিত হয়?

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ। যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষভিজ্ঞেষু সএব গোখরঃ। শ্রীমদ্ভাগবতঃ।

বাতপিত্তশ্লেষ্মময় শরীরে যাহার আত্ম জ্ঞান, পুত্র কলত্রাদিতে যাহার আত্মীয় জ্ঞান, মৃত্তিকাবিকারে যাহার দেবতা ও জলের যাহার তীর্থ জ্ঞান এবং সাধু জনেতে যাহার সেই সকল জ্ঞান নাই সে ব্যক্তি গোতৃণবাহী গর্দভ স্বরূপ।

ত্বামাত্মানং পরং মত্বা পরমাত্মানমেবহ, আত্মা পুনর্বহির্মৃগ্য অহোজ্ঞজনতাজ্ঞতা। শ্রীমদ্ভাগবতঃ।

প্রভো তুমি আত্মা তোমাকে পর (দেহাদি) জ্ঞান করিয়া অর্থাৎ আত্মাতে দেহাদি অধ্যাস করিয়া অজ্ঞ লোকেরা এই দেহের মধ্যে নষ্ট আত্মার অন্বেষণ বাহির করে,—এ কি চমৎকার !

তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি অন্যের নিকট শরাণার্থে উপাসনা করে, সে অতি অজ্ঞ যেহেতু কুকুরের লাঙ্গুল অবলম্বন করিয়া সাগর পার হইতে তাহার ইচ্ছা। শ্রীমদ্ভাগবত, স্কন্ধ।

এই প্রকার অনেক শ্লোক শাস্ত্রে আছে কিন্তু যাহা উপরে উক্ত হইল তাহাতে প্রতীয়মান হইতেছে যে প্রতিমার দ্বারা উপাসনা প্রকৃত উপাসনা নহে। উপাসনা আত্মার স্বাভাবিক ভাব—অজ্ঞানতায় আবৃত থাকিলে, চন্দ্র, সূর্য, বায়ু, কাষ্ঠ, লোষ্ট্র ঈশ্বর জ্ঞান হইবে। যেমন অজ্ঞানতা যাইবে তেমনি ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান বৃদ্ধি হইবে ও ঐ জ্ঞান বৃদ্ধি ক্রমশঃ উচ্চ উপাসনাতে প্রকাশ পাইবে। এই প্রকার সর্ব দেশে হইয়া থাকে কিন্তু এ দেশে ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান আলোচনা বিশেষ রূপে হইয়াছিল। যদিও জাতিভেদ স্বভাবতঃ বিপরীত ও হানিজনক কিন্তু এই জাতিভেদ জন্যই ব্রাহ্মণেরা সর্বদাই জ্ঞান ও ধর্ম আলোচনা করিতেন কারণ এই তাঁহাদিগের প্রধান কর্ম ছিল। হোম, যজ্ঞ, উপবাস, হটযোগ, রাজযোগ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, মনঃসংযম সকলই পর কালে সুখার্থে সকলই ঈশ্বর লাভার্থে কৃত হইত। যে স্থলে সাংসারিক সুখ ত্যাগ ও অসীম কঠোরতা অভ্যাস ও ঈশ্বর পাইবার জন্য এত মগ্নতা সে স্থলে আত্মা জ্ঞানেতে ও প্রেমেতে অবশ্যই উন্নত হইবে। বেদাদি পাঠে বোধ হয় প্রথমে ঋষিরা যদিও অদ্বৈতবাদী ছিলেন, তথাচ তাঁহারা ঈশ্বরের উপাসক না হইয়া ভৌতিক পদার্থের উপাসনা করিতেন—বায়ু, অগ্নি, সূর্য যাহা দ্বারা বাহ্য ইন্দ্রিয় আকৃষ্ট হইত, তাহা ঈশ্বর গুণ স্বরূপে ঈশ্বর বোধ হইত। পরে যখন উপনিষদাদি প্রকাশ হইতে লাগিল তখন এ সংস্কার দূরীকৃত হয়।

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে সম্ভূতি মুপাসতে। ঈশ।

যাঁহারা পরমাত্মার শক্তিকে উপাসনা করেন, তাঁহারা অজ্ঞান রূপ অন্ধকারে আবৃতি যে লোক তাহাতে গমন করেন।

উপনিষদাদিতে ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ক অনেক আশ্চর্য ও উচ্চ উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। একই ঈশ্বর তিনি কিরূপ ও কি প্রকারে তাঁহাকে লাভ করা যায় এতদ্বিষয়ে যে অভিপ্রায় ব্যক্ত আছে, বোধ হয় তৎসাময়িক অন্যান্য দেশের কোন গ্রন্থে দুষ্প্রাপ্য।

কত দিন পর্যন্ত প্রতিমা পূজার প্রথা ছিল না তাহা স্থির করা ভার। সুরথ রাজা বনে সমাধির আদেশে ভগবতীর প্রতিমা বালুকায় নির্মাণ করত পূজা

করিয়াছিলেন। কোন কোন মতে রামচন্দ্রও ভগবতীর প্রতিমা করিয়া পূজা করেন। যুধিষ্ঠিরের সময়ে এ প্রথা ছিল, পাণ্ডবেরা ও ভীষ্ম প্রভৃতি কৃষ্ণকে ঈশ্বর জ্ঞান করিতেন। কৃষ্ণ কখন কখন শিবকে ঈশ্বর জ্ঞান ও শিব কৃষ্ণকে ঈশ্বর জ্ঞান করিতেন। কিন্তু শিব যোগী ও উপাসক রূপে বিখ্যাত ও বেদব্যাস যিনি কৃষ্ণকে শ্রীমদ্ভাগবতে ঈশ্বর স্বরূপ বর্ণন করিয়াছিলেন, তিনি আবার কৃষ্ণকে পর ব্রহ্মের উপাসক বলিয়া ঐ গ্রন্থে বর্ণন করেন—"ওরে (শ্রীকৃষ্ণ) নির্মল জলে স্নান করিয়া শুক্ল বাসদ্বয় পরিধান পূর্বক যথাবিধি সন্ধ্যোপাসনাদি ক্রিয়া কলাপ সমাপন করত অনুদয়ে অনলে আহুতি প্রদানান্তর বাগ্‌যত হইয়া গায়ত্রী জপ করিতে আরম্ভ করিলেন"।

ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞানাভাবে প্রতিমা উপাসনার প্রথা প্রচলিত হওয়া আশ্চর্য নহে ও যাহারা সরল চিত্তে এই উপাসনা করে তাহাদিগের প্রতি আমাদিগের দ্বেষ করা অকর্তব্য। এ দেশে সর্ব প্রথমে প্রতিমা উপাসনা হয় নাই—তবে ইহা কেন হইল? অনুমান করি তন্ত্র উপনিষদের পর হয় কিন্তু পুরাণাদি যে উপনিষদের পরে লিখিত হয় তাহা রচনার দ্বারা ও রীতি নীতি বর্ণনে স্পষ্ট বোধ হইতেছে। পুরাণ লেখকদিগের এই অভিপ্রায় ছিল যে আপামর সাধারণ লোক নিরাকার ঈশ্বরকে ধ্যান করিতে অক্ষম একারণ তাঁহাকে অবতার রূপে বর্ণন ও কর্মকাণ্ডের বিধান না করিলে নাস্তিকতার বৃদ্ধির সম্ভব। যে ঘটনা ঘটে তাহাতে কেবল মন্দ কখনই হয় না—তাহার আনুসংগিক দোষ গুণ অবশ্যই আছে। পুরাণাদিতে ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞানের প্রশস্ততা অনেক খর্ব হইয়াছে কিন্তু বোধ হয় ঈশ্বরের প্রতি প্রেমের বৃদ্ধি হইয়াছে। অনেক লোক এখনও আছে যাহারা উপনিষদের মর্ম গ্রহণ করিতে পারিবে না কিন্তু পুরাণ শ্রবণে অশ্রুপাত করিবে। ঈশ্বরের কার্য যাহা হইয়াছে ও হইতেছে তাহাই উত্তম।

যদি প্রতিমা উপাসনা প্রকৃত উপাসনা নহে, তবে ঈশ্বর কি প্রকারে উপাস্য?

নতস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্‌যশঃ। শ্বেতাশ্বতর।

তাঁহার প্রতিমা নাই, তাঁহার নাম মহদ যশ।

তদেতৎ সত্যং তদমৃতং তৎ বেদ্ধব্যং সৌম্য বিদ্ধি। মাণ্ডূক্য।

তিনিই সত্য, তিনি অমৃত, তিনি আত্মার দ্বারা বেধনীয়।

অতএব হে প্রিয় শিষ্য! তোমার আত্মার দ্বারাও তাঁহাকে বিদ্ধ কর।

অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি। কঠ।

ধীর ব্যক্তি পরমাত্মাতে স্বীয় আত্মার সংযোগে অধ্যাত্ম যোগে সেই পরম দেবতাকে জানিয়া হর্ষ শোক হইতে মুক্ত হয়।

অথাধ্যাত্মং যদেতদগচ্ছতীব চ মনোনেন চৈতদুপস্মরত্য ভীক্ষ্ণংসংকল্পঃ। কেন।
অধ্যাত্ম বিষয়ক উপদেশ এই, মন যেন ব্রহ্মের নিকট গমন করেন, মনের দ্বারা উপাসক ব্যক্তি তাঁহাকে সমীপস্থ করিয়া স্মরণ করেন, উপাসকের ইহাই সংকল্প।
তামাত্মস্থং যেহুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং। কঠ।
তাঁহাকে যে ধীরেরা স্বীয় আত্মাতে সাক্ষাৎ দৃষ্টি করেন, তাঁহাদিগের নিত্য শান্তি হয় অপর ব্যক্তিদিগের তাহা কদাপি হয় না।
আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত। স য় আত্মানমেব প্রিয় মুপাস্তে ন হাস্য প্রিয়ং প্রমাযুকং ভবতি। বৃহদারণ্যক।
পরমাত্মাকে প্রিয় রূপে উপাসনা করিবেক। যিনি পরমাত্মাকে প্রিয় রূপে উপাসনা করেন, তাঁহার প্রিয় কখন মরণশীল হয় না।
নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষবৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাং। কঠ।
অনেক উত্তম বচন দ্বারা, বা মেধা দ্বারা, অথবা বহু শ্রবণ দ্বারা, এই পরমাত্মাকে লাভ করা যায় না ; যে সাধক তাঁহাকে প্রার্থনা করে, সেই তাঁহাকে লাভ করে, পরমাত্মা এরূপ সাধকের সন্নিধানে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন। উপরোক্ত উপনিষদ্ পাঠে যে উপদেশ প্রাপ্ত হইতেছি তাহা সকলেরই গ্রাহ্য হইবে। ঈশ্বর চক্ষুর অগোচর, পৃথিবীতে যত শক্তি, জ্ঞান ও ধর্ম স্বতন্ত্র রূপে আছে তাহা একত্র করিলেও ঈশ্বরের শক্তি, জ্ঞান ও ধর্মের কণা মাত্র হইতে পারে না। পৃথিবীতে যত জ্যোতি, পবিত্রতা ও সৌন্দর্য বিস্তীর্ণ তাহা একত্রিত হইলেও তাঁহার বিমল জ্যোতি, অসীম পবিত্রতা ও অনুপম সুন্দরতার রেণুর স্বরূপ পরিগণ্য হইতে পারে না। ঈশ্বর সর্ব প্রকারে, সর্বভাবে, সর্ব গুণে, সর্ব কালে অসীম অনন্ত সম্পূর্ণ। তাঁহাকে সম্পূর্ণ রূপে ধ্যানেও পাওয়া যায় না—এমত অনুপমের প্রতিমা কে নির্মাণ করিতে পারে ? তিনি পরমাত্মা—আত্মার আত্মা তাঁহার রেণু স্বস্বরূপ এ জন্য কেবল আত্মার দ্বারা তাঁহাকে জানা যায়। তিনি ওতপ্রোত ও দগ্ধ দারু নিঃসৃত অগ্নির ন্যায় আচ্ছন্ন প্রচ্ছন্ন রূপে সমস্ত সৃষ্টিতে আছেন অথচ স্বতন্ত্র এবং এক—তিনি আমাদিগের চেতন, শক্তি ও গতি, তাঁহা ছাড়া, কিছুই হইতে পারে না। মানব আত্মা অন্যান্য বস্তু অপেক্ষা অতি সূক্ষ্ম বস্তু—মানব আত্মা ঐশ্বরিক শক্তি ও ভাবের অঙ্কুর ধারণ করে একারণ তাঁহার সহিত সংমিলিত হইতে পারে। আত্মার দ্বারা পরমাত্মাকে কি প্রকার লাভ করা যাইবে ? প্রিয় রূপে উপাসনা দ্বারা—পরমেশ্বরের অসীম শক্তি, জ্ঞান, কৃপা ও ক্ষমা পুনঃ পুনঃ ধ্যান করিয়া তাঁহাতে প্রেম, ভক্তি ও শ্রদ্ধা অর্পণ করিতে হইবেক—অধিক বচন

বা মেধা দ্বারা প্রিয় রূপে উপাসনা হয় না। উপাসনা কালে যদি আত্মাতে প্রীতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা না উদয় হয় তবে সে উপাসনা শব্দাড়ম্বর। উপাসনার অন্য কোন প্রকরণ নাই—"যে সাধক তাঁহাকে প্রার্থনা করে সেই তাঁহাকে লাভ করে।" সত্য কথন দ্বারা, মনের একাগ্রতা দ্বারা, সম্যক জ্ঞান দ্বারা, ক্ষীণ দোষ যত্নশীলতা দ্বারা, হৃদগত সংশয় রহিত বুদ্ধি দ্বারা, শুদ্ধ জ্ঞান দ্বারা, শুদ্ধতার দ্বারা সেই "সর্বস্য শরণং সুহৃৎকে" লাভ করা যায়*। অর্থাৎ তাঁহাকে পাইবার জন্য দৃঢ় বিশ্বাস, সত্য কামনা, শুদ্ধজ্ঞান, শুদ্ধ ভাব ও শুদ্ধাচারের আবশ্যক। কেবল জ্ঞান হইলেই হয় না।

নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসোবাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নয়াৎ। কঠ।

যে ব্যক্তি দুষ্কর্ম হইতে বিরত হয় নাই, ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য হইতে শান্ত হয় নাই, যাহার চিত্ত সমাহিত হয় নাই এবং কর্ম ফল কামনা প্রযুক্ত যাহার মন শান্ত হয় নাই; সে ব্যক্তি কেবল জ্ঞান মাত্র দ্বারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয় না।
ঈশ্বর উপাসক হইতে গেলে যে বনে গমন করিতে হয় এমত নহে।

মৌনান্ন স মুনির্ভবতি নারণ্যবসনান্মুনিঃ। মনুঃ।

মৌন থাকা প্রযুক্ত কেহ মুনি হয় না, অরণ্য বাস প্রযুক্ত কেহ মুনি হয় না। সংসার বন অপেক্ষা আত্মোন্নতি সাধনের অধিক উপযোগী। বনেতে আত্মার সদ্ভাবের উদয় ও ধারণ হইতে পারে কিন্তু সংসারে সেই সকল ভাবের কার্য ও পরীক্ষা ও প্রগাঢ়তা জন্মে।
তপস্যা দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয় কিন্তু তপস্যা কি?

যে পাপানি ন কুর্ব্বন্তি মনোবাক্ কর্ম্ম বুদ্ধিভিঃ।
তে তপন্তি মহাত্মানো ন শরীরস্য শোষণং। মনুঃ।

যাঁহারা মন, বাক্য ও কর্ম ও বুদ্ধি দ্বারা পাপাচরণ না করেন, সেই মহাত্মারাই তপস্যা করেন; যাঁহারা শরীর শোষণ করেন তাঁহারা তপস্যা করেন না।

ন কায় ক্লেশ বৈধুর্য্যং ন তীর্থাযতনাশ্রয়ঃ।
কেবলং তন্মনো মাত্র জয়েন সাদ্যতেপদং। যোগবাশিষ্ঠ।

---

* সত্যেন লভ্য স্ত সা হ্যেষ্য আত্মা সম্যক্ জ্ঞানেন—মণ্ডূক।
হৃদা মনীষা মনসাভিক্লপ্তোয এনমেবম্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।—কঠ।
যৎপশ্যন্তি যত্তয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ।—মণ্ডূক।
জ্ঞান প্রসাদেন বিশুদ্ধ সত্ব স্তত তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ।—মণ্ডূক।

কায় ক্লেশ কাতরতা এবং তীর্থ স্থানশ্রয় এতদ্বারা ব্রহ্ম পদ প্রাপ্তির কোন উপকার দর্শে না, কেবল মনোজয় দ্বারাই পর ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়।

আত্মার দ্বারাই পরমাত্মার প্রকৃত উপাসনা। উপাসনায় বিশ্বাসই মূল—ভক্তিই মূল। যেমন বিশ্বাস ও ভক্তির বৃদ্ধি, তেমনি জ্ঞানের বৃদ্ধি, তেমনি আত্মপ্রসাদ লাভ—তেমনি আনন্দের বৃদ্ধি। "ভগবদ্বিষয়া ভক্তি অন্য ভক্তির তুল্য নহে, ভগবানের প্রতি ভক্তি যোগ বিহিত হইলে তাহা সম্যক্ প্রকারে বৈরাগ্য এবং জ্ঞান উৎপন্ন করে, সেই ভক্তি যোগ একান্ত দুর্লভ নহে, যে ব্যক্তি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া নিত্য শ্রবণ ও অধ্যয়ন করে তাহার সম্বন্ধে ভগবান অচ্যুতের কথা আশ্রয় করিয়া তাহা অচিরেই উৎপন্ন হয়।" শ্রীমদ্ভাগবত ৪ স্কন্ধ।

"অপর দান, তপস্যা, যজ্ঞ, শৌচ ও ব্রত, এ সকল ভগবানের প্রীতির কারণ নহে, কেবল নিষ্কাম ভক্তির দ্বারাই ভগবান্ প্রীত হয়েন, ভক্তি ব্যতীত অন্য সকল নাট্যমাত্র।" ৭ স্কন্ধ।

প্রেমানন্দ—"হে কৃপাময় এই কৃপা কর যে আমাদিগের মানসিক ও দৈহিক বৃত্তি সকল তোমার কার্যে সদা নিযুক্ত থাকে। আমাদিগের বাক্য আপনকার গুণ কীর্তনে রত থাকুক, আমাদিগের শ্রবণ আপনকার কথা শ্রবণে আসক্ত হউক, আমাদিগের হস্ত আপনকার কর্মে ব্যাপৃত হউক, আমাদিগের মনঃ আপনকার চরণারবিন্দ স্মরণে নিবিষ্ট থাকুক, আমাদিগের মস্তক আপনকার নিবাসভূত জগতের প্রণামে নিযুক্ত হউক এবং আমাদিগের দৃষ্টি আপনকার মূর্তি স্বরূপ সাধুজনের দর্শনে তৎপর হউক।" যে শান্ত সমাহিত ও পরিশুদ্ধ হইয়া তোমাতে আত্মা সমাধান পূর্বক প্রীতির সহিত উপাসনা করে সেই বিমল আনন্দ উপভোগ করে ও সে যে আনন্দ লাভ করে তাহাতে তাহার এই বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হয় যে তুমি "আনন্দময়"—তুমি "শুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতি," তুমি—"সত্যং শিবং সুন্দরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং" ও আত্মা ও পরমাত্মার ব্যবধান ও সংযোগের শৃঙ্খল কেবল প্রেমার্দ্র ভক্তি এবং নিরন্তর প্রেমার্দ্র ভক্তিতেই নিরন্তর অন্তঃশীতলতা*।

রাগিণী ঝিঁঝিট।—তাল মধ্যমান।

কি দিব তোমারে বল না, হৃদয়ের ধন! কেবল সম্বল মোর তব আরাধনা॥
প্রদান করহ চিত, তাপিত বিশুদ্ধ নত, হলে তোমায় অর্পিত, পুরিবে বাসনা।
যত স্নেহ প্রেম ধরি, কৃপা করি লও হরি, আর কেন পাপে মরি, ঘুচাও যন্ত্রণা॥

* অন্তঃশীতলতা যাসৌ সমাধি রিতি কথ্যতে। যোগবাশিষ্ঠঃ।

৮ অধ্যায়। পরমেশ্বরের প্রতি বিশ্বাস।

রাগিণী জয়জয়ন্তী।—তাল ঝাঁপতাল।

মনতো দুর্বল নহে যদি থাকে প্রকৃত। পাপেতে দুর্বল মতি পাপ করে বিকৃত ॥
পরিষ্কার সংস্কার আবিষ্কার হে কত। নিরঞ্জন সযতন মনে হয় আবৃত ॥
সার জ্ঞান দূর জ্ঞান সদা মনে উদিত। সৃষ্টি কার্য সব ধার্য বিনাচার্য গৃহীত ॥
ভব ভাব ব্যর্থ ভাব ক্রমে ক্রমে দূরিত। সারভাব শুদ্ধভাব ভাবেতে হয় ভাবিত ॥
ব্রহ্মানন্দ প্রেমানন্দ সদানন্দ অমৃত। করি পায় ত্রাণ ভোগে সুখ অচ্যুত ॥

ওগো মোশায় মাথা মুড়িয়ে যাও—মাথা ভুরু গোঁপ সব বেশ করে কামিয়ে দেব, আমি বেণী ঘাটের সরদার নাপিত। এ মাই বাপ! তোমারা কোন পুরোহিত? হামকো পুরোহিত কর—হামারা বহুত যজমান।

রামানন্দ। যা যা বেটারা বিরক্ত করিস্‌নে।

জ্ঞানানন্দ। কটুবাক্য কহিও না—কেবল বল মস্তক মুণ্ডনে ও শ্রাদ্ধ করণের আবশ্যক নাই। সম্মুখে বেণীঘাট—আক্‌বরশা নির্মিত দুর্গ এই, ইহার ভিতরে অক্ষয় বট, ভরদ্বাজের আশ্রম কিঞ্চিৎ দূর। প্রয়াগ স্থান উত্তম, কূপের জল উপাদেয়। সূর্য অস্তমিত হইতেছে, ঋতুরও পরিবর্তন, পুনরায় সূর্য উদয় হইবে, পুনরায় বিগত ঋতু আসিবে। আত্মাও ইহলোকে অস্ত হইয়া পরলোকে উদয় হইবে ও বিগত ঋতুর ন্যায় সেখানে পুনঃ প্রকাশ হইবে। ঈশ্বরের এক এক কার্য কত প্রকার উপদেশপ্রদ তাহা বলা যায় না। যাহার যেরূপ চিত্ত ও ভাব সে সেই রূপ গ্রহণ করে।

এই সকল কথা হইতেছে, ইতি মধ্যে এক জন ভদ্রলোক নিকটে আসিয়া নিরীক্ষণ করত বলিলেন—বোধ হয় আপনারা সম্প্রতি এখানে আসিয়াছেন, যদি অবস্থিতি করিবার স্থান স্থির না হইয়া থাকে, তবে অনুগ্রহ করিয়া আমার বাটীতে আইলে আপ্যায়িত হইব।

জ্ঞানানন্দ প্রেমানন্দ ও রামানন্দ তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া ঐ ভদ্রলোক সহিত চলিলেন ও কিছু কাল পরে তাঁহার ভবনে উপস্থিত হইয়া সকলে একত্র বসিলেন। বাটী অতি সুনির্মিত, সম্মুখে প্রশস্ত ভূমি ও উদ্যান, দক্ষিণদিক্‌ মুক্ত,—সুশীতল বায়ু বহিতেছে। যাহাদিগের চিত্ত এক প্রকার তাহারা মিলিত হইলেই আনন্দ আপনা আপনি উদয় হয় ও যেমন বহু নদী একত্র হইলে ও বহু আলোক মিলিত হইলে একত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই রূপ ঐ প্রকার লোকের সমাগম হইলে একই চিত্ত প্রকাশ পায়। পরস্পর আলাপে সকলেই আহ্লাদিত সরল ও মুক্তমনা। যখন

চিত্ত অকাপট্যে পূর্ণ তখন পরস্পর নিগূঢ় তত্ত্বানুসন্ধান করা ও পরিচয় দেওয়া অনিবার্য।

জ্ঞানানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন—মহাশয়ের বিশেষ পরিচয় পাইতে বড় ইচ্ছুক। অনুগ্রহ করিয়া আপনকার পূর্ব বৃত্তান্ত বলুন। ঐ ভদ্রলোক বলিলেন—আমার নাম নিত্যানন্দ ও আমার নিকটে যিনি বসিয়াছেন তিনি আমার অনুজ, তাঁহার নাম সদানন্দ। কিন্তু এক্ষণে উপাসনার সময় অতএব যদি অনুমতি করেন তবে আমরা বাটীর ভিতর যাইয়া পরিবারের সহিত উপাসনা করি, তৎপরে আপনা-দিগের নিকট আসিয়া সকল কথা বলিব।

জ্ঞানানন্দ বলিলেন—আপনারা সাধু।

এতজজ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং নাতৎপরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ। শ্বেতাশ্বতর॥ আপনাতেই নিত্য স্থিতি করিতেছেন যে পরমাত্মা, তিনিই জানিবার যোগ্য, তাঁহার পর জানিবার যোগ্য আর কোন পদার্থ নাই।

নিত্যানন্দ ও সদানন্দ অন্তঃপুরে গমন করিলে, জ্ঞানানন্দ বলিলেন, ভগবানের কি কৃপা! সাধু সঙ্গ অমূল্য ধন! যাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইয়াছি ইনি প্রকৃত ঈশ্বর-পরায়ণ, ইঁহার সহিত আলাপে বিস্তর সুধা প্রাপ্ত হইব।

রামানন্দ বলিলেন আমি আপনকারদিগের সহিত আসিয়া কি সুখী হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না। মহাশয়! বলবো কি? স্ত্রী পুত্রের মুখ দেখিতাম না—তাহাদিগকে অনেক যন্ত্রণা দিয়াছি, সেই সকল কথা গুলি এক একবার স্মরণ হয় আর মন সন্তাপে জ্বলে উঠে।

জ্ঞানানন্দ। রামানন্দ! স্থির হও; ঈশ্বর ধ্যান ও উপাসনাতে অসদ্‌ভাব বিগত হইবে ও আত্মা অনুতাপ বারির সিঞ্চনে মনোহর পুণ্যভাবে প্রস্ফুটিত অবশ্যই হইবে। প্রেমানন্দ আইস আমরাও উপাসনা করি।

রাগিণী সুহিনী।—তাল মধ্যমান।

কত পাপ করিয়াছি তোমার নিকট, তথাপি না ত্যাগ কর রেখেছ নিকট।
করে ধরি কুসন্তান; ক্রোড়ে মাতা দেন স্থান; সান্ত্বনা সুধাতে দূর করেন সঙ্কট।
ততোধিক তব দয়া; দিয়া স্বীয় পদ ছায়া; কালে নাশ কর তাপ পাপ বিকট॥

ধন্য তোমার ক্ষমা, ধন্য তোমার দয়া, ধন্য তোমার সহিষ্ণুতা। পৃথিবীতে কি ভয়ানক অত্যাচার হইতেছে। কত অশ্রাব্য অকথ্য কার্য লোকে বারম্বার করিতেছে। এই সকল দেখিয়া, এই সকল জানিয়া, এই সকল সহিয়া যথাবিহিত উপায়ে তাহাদিগকে পরিত্রাণ করিতেছ। আমাদিগের কি সাধ্য যে তোমার পতিত-

পাবন গুণের বর্ণন করি। কি সৃজনে, কি পালনে, কি রক্ষণে, কি তারণে, তোমার আনন্দ সম আনন্দ—কৃপাময়! ঐ আনন্দের কণা মাত্র প্রেরণ কর যে তাহা পাইয়া আমরা জীবনের সাফল্য লাভ করি।

নিত্যানন্দ অনুজ সহিত অন্তঃপুর হইতে আসিয়া বিশেষ আতিথ্যের পর আপন কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন।

আমাদিগের আদিম বাস মুরশিদাবাদ। নবাব সরকারে পিতা রায়রেঞে ছিলেন, তিনি ঘোর পৌত্তলিক ও দেবতাদিগের নিকট কেবল সাংসারিক সুখের প্রার্থনা করিতেন। আমরা দুই সহোদরে নিজামত স্কুলে পড়িতাম কিন্তু পিতার ঐশ্বর্যে সদা মত্ত থাকিতাম—সদা মনে ভাবিতাম পিতার বিয়োগ হইলে অসীম ধন পাইব, বিদ্যা শিক্ষা করা বড় আবশ্যক নাই। পিতা বহু ব্যয় করিয়া আমাদিগকে লেখা পড়া শিক্ষা করান, তাহাতে কেবল "নেতি নেতি" জ্ঞান হইল অর্থাৎ এ কিছু নয় ও কিছু নয় এই জানিলাম কিন্তু কি ভাল কি কর্তব্য তাহা যদিও কিছু জানিলাম সে জানা কেবল নাম মাত্র হইল। কখন মনে হইত ঈশ্বর আছেন, কখন মনে হইত ঈশ্বর নাই, কখন মনে হইত এ সকল চর্চা করা মিথ্যা। যে সকল বিষয় জানিলে লোকের নিকট প্রশংসা পাওয়া যায় এবং অহংকারের ও অভিমানের তৃপ্তি হয়, সেই সকল জ্ঞানে মনোনিবেশ হইত। স্থানে স্থানে সভা স্থাপিত হইল, সেই সকল সভাতে যাইয়া বক্তৃতা করত পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতাম। সত্যের প্রতি মন যাইত না, আপন জেদ যাহাতে রক্ষা হয় তাহাই করিতাম। আমার অভিপ্রায়ের বিপরীত শুনিলে রাগেতে পরিপূর্ণ হইতাম ও মেজ আঘাত করিয়া এমনি তর্জন গর্জন করিতাম যে অনেকেই আমার মতে মত দিতেন। কি প্রকারে সকলে আমাকে বিদ্বান্ ও সর্বজ্ঞানবেত্তা বলিবে এই আমার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য, বাস্তবিক কোন বিষয়েই আমার প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল না। কিন্তু আপন অহংকার জন্য এটি কখনই স্বীকার করিতাম না। ধর্ম বিষয়ে অতি দুর্বল ছিলাম—কেবল লোক ভয়, ঈশ্বর ভয় কিছুমাত্র ছিল না। গোপনে অনেক অধর্ম করিতাম ও ধার্মিক লোক অনুসন্ধান করিলে অস্বীকার করিতাম। পদে পদে মিথ্যা না বলিলে অধর্ম রক্ষা হয় না। আমার যেরূপ মনের ভাব সেই রূপ অনেকেরই ছিল—আমরা সকলে একত্র হইয়া নানা প্রকার অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলাম। অহংকার ও মত্ততায় এমনি পরিপূর্ণ হইলাম যে নিকটে কেহ ধর্ম কথা কহিলে, মনে হইত এ ব্যক্তি বুঝি আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে এজন্য তাহাকে বলিতাম—তুমি নিন্দক, তুমি পাজি, তুমি আমাদিগের গ্লানি কর, তোমাকে চাবুক মারবো, তোমাকে গুলি করবো।

এই রূপে কিছু কাল যায়। এক দিবস পিতা ডাকাইয়া অনেক অনুযোগ করিলেন। পিতার কথা শুনিয়া প্রজ্জলিত ক্রোধে বলিলাম—মহাশয় যা শুনিয়াছেন তাহা সকলই মিথ্যা, যাহারা বলিয়াছে তাহাদিগের নাম চাই—আপনাকে তাদের নাম দিতে হবে। পিতা বলিলেন বাবা, আমি কাহার নাম দিব? সমস্ত দেশ শুদ্ধই বলিতেছে, নাম দিতে গেলে দুই দিস্তে কাগজেও ধরিবে না।

পিতার কথা শুনিয়া সে স্থান হইতে মশ মশ করিয়া চলিয়া গেলাম। বাটীতে দুই তিন দিবস আহার করিলাম না। পরে মাতা আমাকে আনয়ন পূর্বক পিতাকে বলিলেন, পুত্রকে আর অনুযোগ করিও না, ও যাহা হউক, আমার তাপহারক, যদি দোষ হইয়া থাকে তো কালেতে যাইবে। কিয়ৎ কাল পরে পিতা মাতার কাল হইল। বিষয় বিভব প্রচুর ছিল, কিন্তু অনবধানতা প্রযুক্ত কিছুই রক্ষা হইল না, ক্রমে ঋণ-পাশে বদ্ধ হইতে লাগিলাম। যে সকল বন্ধুর সহিত ধর্মবন্ধন নাই, তাহারা দুঃখের সময় কখনই দৃষ্ট হয় না, হয়তো কেহ কেহ শত্রুতা সাধন করে। বিষয়চ্যুত হওয়াতে আমার চেতনা হইতে লাগিল; তখন স্ত্রী ও অনুজকে নিকটে আনাইয়া বলিলাম এত দিনের পর ঘোর বিপদে পড়িলাম—উপায় কি? ভদ্রাসন হস্তান্তর হইবে, কল্য কি আহার করি এমন সঙ্গতি নাই। স্ত্রী উত্তর করিলেন আমি লোক গঞ্জনায় ও মনের দুঃখে ম্রিয়মাণ ও যদিও তোমা কর্তৃক অপমানিত ও তাড়িত হইয়াছি তথাচ সর্বদাই সেই অনাশ্রয়ীর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। যাহা সত্য ও ধর্মতঃ তাহাই কর ও ক্লেশ ও দুঃখ যাহা হইবে তাহা ঈশ্বরকে স্মরণ পূর্বক অপরাজিত চিত্তে বহন করিতে হইবে। অনুজ বলিলেন দাদা! পিতার অসীম বিভব যে তোমা কর্তৃক নষ্ট হইয়াছে তাহার জন্য আমার কিছু বক্তব্য নাই—যদি এই ধন নাশে তোমার চিত্তের মঙ্গল হয় তাহাতেই আমার অনেক ধন লাভ। স্ত্রী ও অনুজের কথা শুনিয়া আমি নয়নের জল ধারণ করিতে অসক্ত হইয়া বলিলাম—অরে! আমি কি নরাধম জন্মিয়াছিলাম। আমার জীবনে ধিক্, আমি পশু হইতে জঘন্য—কীট হইতে জঘন্য—আমার মত পাপী বুঝি আর নাই—যদি এখন মৃত্যু কৃপা করে তবেই পরিত্রাণ পাই।

অনুজ বলিলেন দাদা স্থির হও।

অপরা ঋগ্বেদো যজুঃর্বেদঃ সামবেদোথর্ববেদঃ শিক্ষাকল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে। মুণ্ডক।

ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ,

এ সমুদয় অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা। যাহার দ্বারা অক্ষর পুরুষকে জানা যায়, তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা।

মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরাকরণমস্তু।

ব্রহ্ম আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই, আমি যেন তাঁহাকে পরিত্যাগ না করি। তিনি আমা কর্তৃক সর্বদা অপরিত্যক্ত থাকুন। উপনিষদ।

এই দুইটী উপদেশ শুনিবা মাত্রেই আমার মনে একেবারে সংলগ্ন হইল—আমি কিঞ্চিৎ ভাবিতে লাগিলাম ও যত ভাবিলাম ততই এই উপদেশের সত্য পরিষ্কার বোধ হইল। সকল ভাল কথা সকল সময়ে গ্রাহ্য হয় না কিন্তু বিশেষ বিশেষ সময়ে ঐ সময় অনুযায়িক হিত বাক্য মন যেন দৌড়িয়া গ্রহণ করে। সকল বিদ্যা অপেক্ষা যে বিদ্যা দ্বারা ঈশ্বরকে জানা যায় তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা ও ঈশ্বর আমাদিগকে কখন পরিত্যাগ করেন না অতএব আমাদিগের কর্তব্য তাঁহাকে ত্যাগ না করা—তাঁহাকে সম্পূর্ণ রূপে বিশ্বাস করা, ও তিনি যাহা করেন তাহাতে নির্বৃত্ত হওয়া, কেবল এই ভাবেতে মগ্ন হইয়া সাতিশয় প্রেমেতে অনুজকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলাম—ভাই! তুমিই আমার গুরু, ইচ্ছা হয় তোমার পায়ের ধূলা লই।

মানব স্বভাব এই যে, বয়সে সম্পর্কে অথবা পদে ছোট ব্যক্তিদিগের কর্তৃক ভাল কথা কথিত হইলেও অহঙ্কার বশাৎ কথা প্রায় গ্রাহ্য হয় না। কিন্তু আমার তৎ-কালে এই জ্ঞান হইল যে

> যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি।
> অন্যৎ তৃণমিব ত্যাজ্যমপ্যুক্তং পদ্মজন্মনা॥ যোগবাশিষ্ঠ।

বালক যদ্যপি যুক্তি মত বাক্য কহে তাহাও আদর পূর্বক অবশ্য গ্রহণ করা উচিত কিন্তু অযুক্তিক কথা ব্রহ্মা কহিলেও তাহা তৃণের ন্যায় ত্যাগ করা কর্তব্য।

আমাদিগের এই সকল কথা হইতেছে ইতি মধ্যে পল্লীস্থ এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল যে ভদ্রাসন যাহার নিকট বন্ধক আছে সে আদালতের লোক সহিত কল্য দখল লইতে আসিবে। এই কথা শুনিয়া ক্ষণেক কাল অস্থির হইলাম পরে মনেতে আশু উদয় হইল যে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস কর,—তিনি কখনই পরিত্যাগ করিবেন না। পত্নী ও অনুজের সহিত পরামর্শ করিয়া এই স্থির করিলাম যে রাত্রির মধ্যেই ভদ্রাসন ত্যাগ করা কর্তব্য কিন্তু কোথায় যাই—পল্লীতে এমত কেহ আত্মীয় নাই যে স্থান দেয়। আমাদিগের দুরবস্থা দেখিয়া কেহ নিকটে আইসে না—কেহ কিছু তত্ত্ব করে না। যা করেন ঈশ্বর, তিনি কখনই পরিত্যাগ করিবেন না—এই আমরা সকলে বলিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে দিবা

অবসান হইল, কৃষ্ণপক্ষের তিথি—রাত্রি ঘোর অন্ধকার, আকাশ মেঘেতে আচ্ছন্ন। গৃহে কিছু নাই যে আহার করি, কেবল একটু জল পান করিয়া আমরা সকলে বাহির হইলাম। কিছুই দ্রব্যাদি ছিল না যে সঙ্গে লই, যাহার যে বস্ত্র গাত্রে কেবল সেই সম্বল। স্ত্রীর যাহা অলঙ্কার ছিল তাহা সকলই বন্ধক বা বিক্রয় করিয়াছিলাম, কেবল দুই হস্তে দুই গাছি পিত্তলের বালা ছিল। সদর রাস্তা দিয়া না যাইয়া গলি ঘুজি দিয়া যাইতেছি, মুখেতে বস্ত্র ঢাকা যেন কাহার সহিত দেখা না হয়—কাহাকে কিছু পরিচয় না দিতে হয়, দুই তিন ক্রোশ যাইয়া পত্নী শ্রান্ত হইলেন। একে ভদ্র কন্যা, এতাদৃশ ক্লেশ ভোগ কখন করেন নাই, তাতে পূর্ণগর্ত্তা অধিক পরিশ্রমে অসক্ত। চলিতে চলিতে একটি বৃক্ষের তলায় বসিয়া পড়িলেন অনুজ আপন বস্ত্র দিয়া বায়ু ব্যাজন করিতে লাগিলেন। পত্নীর কাতরতা দেখিয়া আমার চক্ষের জল উথলিয়া পড়িতে লাগিল ও মনে করিলাম এই যন্ত্রণার মূল আমি—আমার মত পাপী আর নাই। হৃদয় তাপেতে ও দুঃখেতে বিদীর্ণ হইতে লাগিল ও উর্দ্ধে দৃষ্টি পূর্বক বলিলাম—নাথ! আমি অতি নরাধম আমার আর কেহ নাই কেবল তুমিই আছ, যা কর তুমি। অনুজ আমাকে চিন্তা যুক্ত দেখিয়া বলিলেন—দাদা স্থির হও, কোন ভয় নাই, ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস কর। কিছু কাল পরে পত্নীর শ্রান্তি দূর হইল। এদিকে প্রভাত হয় এমত সময়ে একটি ভগ্ন কুটিরের প্রান্ত ভাগে যাইয়া রহিলাম। পত্নী ও অনুজকে বলিলাম তোমরা এখানে থাক, আমি গ্রামের ভিতর যাইয়া যদি কিছু ভিক্ষা পাই তবে অদ্য আহার হইতে পারিবে। অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম যে হরিমোহন বাবু বড় জমিদার ও ধনাঢ্য। প্রত্যাশায় ধাবমান হইয়া তাঁহার নিকট যাইয়া দেখিলাম বাবু উচ্চ গদির উপর বসিয়া গুড় গুড়ি ভড়র ভড়র করিয়া টানিতেছেন ও ক্রমাগত চীৎকার করিতেছেন—ওকে ধর, একে বাঁধ, ওকে মার, চতুর্দিকে পাইক, গমস্তা, প্রজা, সকলই ত্রাহি ত্রাহি বলিতেছে, কাছারি যেন সাক্ষাৎ যমালয়। আমি নিকটে যাইলে বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, কেরে তুই? আমি বলিলাম —ভিক্ষুক, বড় ক্লেশ পাইতেছি কিঞ্চিৎ ভিক্ষার জন্য আসিয়াছি। দূর! দূর! নেকাল দেও, নেকাল দেও, বেটা আমি কি বাপ মার শ্রাদ্ধ কর্‌তে বসেছি যে তোকে ভিক্ষা দিব? অমনি দৌবারিকেরা আমার গলায় হাত দিয়া বাহির করিয়া দিল। অতিশয় অপমানিত হইয়া বলিলাম—ভগবান্! মান প্রাণ সকলই তোমার হাতে, যা কর তুমিই-—এ অপমান ক্ষুদ্র অপমান কিন্তু পাপ করণের অপমান যেন আর না ভুগিতে হয়। এই রূপ ধৈর্য অবলম্বন পূর্বক গমন করিতে করিতে উপায় চিন্তা করিতেছি, ইত্যবসরে দুইজন পথিক পরস্পর বলাবলি

করিয়া যাইতেছে—হরপ্রসাদবাবু কি দয়ালু—দরিদ্রের মা বাপ! এই কথা শুনিবা মাত্রে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ভাই হে! হরপ্রসাদবাবুর বাটী কোথায়? তাহারা বলিল, ঐ যে মন্দির দেখিতেছ তাহার উত্তরে। অমনি আস্তে ব্যস্তে উক্ত বাবুর ভবনে উত্তীর্ণ হইয়া জানিলাম যে তিনি কার্যক্রমে স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন, দুই তিন দিবস আসিবেন না। এই সংবাদ শুনিয়া বিবেচনা করিলাম যে আমার জন্য দুঃখের রাশি সঞ্চিত আছে, আমার যেমন কর্ম তেমন ফল অবশ্যই হইবে, কিন্তু ঈশ্বর কখনই ত্যাগ করিবেন না। বেলা চারি পাঁচ দণ্ড হইল, রবির প্রখর উত্তাপ, অতিশয় ক্লান্ত হইয়া সেই ভগ্ন কুটিরের প্রান্ত ভাগে আসিয়া স্ত্রী ও অনুজকে সকল কথা বলিলাম। পত্নী কাতর হইয়া বলিলেন—নাথ! তোমার দুঃখ দেখিয়া আমি অতিশয় দুঃখিত হইতেছি—আমার জন্য কিছু চিন্তা করিও না, স্ত্রীজাতি অধিক ক্লেশ বহন ও সহ্য করিতে পারে, এক্ষণে দেখ যে আমার দুই গাছা পিতলের বালা বিক্রয় করিয়া কিছু পাইতে পার কি না। অনুজ বলিলেন যে কীট প্রস্তর মধ্যে, যে পক্ষী বায়ুস্থ, যে জীব গর্ত্তস্থ সকলেরই ভরণ পোষণ হইতেছে—অনাহারে কাহারও দিন যায় না। যে অবস্থাতেই পতিত হই ঈশ্বর কখনই ত্যাগ করেন না। যেমন অনুজ সর্বদাই ধর্ম চর্চা করিতেন তেমনি পত্নীও তাঁহার পিতা কর্তৃক অনেক ধর্ম উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই দুই জনের সহিত কথা বার্তাতে দুঃখ বিস্মরণ পূর্বক এক এক বার বোধ হইতে লাগিল আনন্দের জ্যোতি চিত্তেতে প্রেরিত হইতেছে ও ক্ষুধা তৃষ্ণা তিরোহিত হইতেছে। সুরধুনী সম্মুখে, উদক আনিয়া মুখ প্রক্ষালন করিয়া সকলে পরমাত্মাতে চিত্ত সমাধান করিলাম। উপাসনা কালে সকলের অন্তরে যেন কেহ বলিতেছে—"ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস কর, আনন্দ লাভ অবশ্যই হইবে।"

উপাসনানন্তর আমরা সকলে সুখাসীন হইয়া পরস্পরের প্রতি প্রেমেতে পূর্ণ হইলাম ও বৈর ভাব যে কেমন তাহা দেখিলেও বিশ্বাস হইত না। চিত্তেতে আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, পত্নীর গল দেশে হাত দিয়া আমি বলিলাম —প্রিয়ে! বোধ হয় যে আমার ধন নিধন হওয়াতে আমি ধনী হইয়াছি। যদি সর্বস্ব দানে এ ধন মেলে তবে দারিদ্র্যতা পূজ্য। হে নাথ! তুমি অকিঞ্চনের ধন—দুঃখে না পতিত হইলে তোমার ভাবে ভাবুক হওয়া যায় না। যদি দুঃখে পড়িলে তোমাকে পাই তবে যে দুঃখ প্রেরণ করিতেছ তাহার জন্য বার বার প্রণাম করি। অনুজ উত্তম গায়ক ছিলেন, ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া এই গান করিলেন।

রাগিণী ইমনকল্যাণ।—তাল আড়া।

তবে কেন নয়নের বারি নিবারি। যদি এই বারিতে পাই সেই রূপের মাধুরী॥
রোদনে কর শোধন, নিরন্তর অন্তর ধন, নাশিবে শান্তি তপন, পাপ শর্বরী।
পরে পাইবে যে হাস্য, সে হাস্য নয় উপহাস্য, সদা আনন্দ প্রকাশ্য, সুধা সর্বোপরি॥

মধ্যাহ্ন সায়াহ্নের ক্রোড়ে বিলীন হইতেছে, চতুর্দিক ঝিল্লিরবে শব্দায়মান। নদীর তীরে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছি, ইতিমধ্যে এক জন ভদ্রলোক আমাকে দেখিয়া ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি কে? আমি আপন পরিচয় দিলে আমার প্রতি অতিশয় কাতরতা প্রকাশপূর্বক বলিলেন—ভাই! তুমি ভদ্রসন্তান বিপদে পড়িয়াছ, যদি অনুগ্রহ করিয়া কিঞ্চিৎ গ্রহণ কর তবে বাধিত হই। আমার নৌকা ঐ, আমি শীঘ্র যাইব—এই বলিয়া আমার হস্তে বিংশতি মুদ্রা দিয়া শীঘ্র নৌকায় আরূঢ় হইলেন। আমি কৃতজ্ঞতায় অবাক্ হইয়া দণ্ডায়মান থাকিলাম—কেবল ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া দুই হস্ত উত্তোলন করিলাম। নৌকা দৃষ্টির অগোচর হইলে পত্নী ও অনুজের নিকট আসিয়া মুদ্রা দিয়া সকল কথা কহিলাম। তাহারা বলিলেন ঈশ্বর কাহাকেও কখন পরিত্যাগ করেন না, তাঁহার প্রতি বিশ্বাসই মূল। পরে নিকটস্থ এক দোকানে যাইয়া আহারাদি করিয়া সে রাত্রি সেইখানে যাপন করিলাম। দোকানি আমাদিগের পরিচয় লইয়া বলিল—আপনারা ব্রাহ্মণ, ভদ্র লোক, ক্লেশে পড়িয়াছেন। আমি নিঃসন্তান ও আমার কিঞ্চিৎ বিষয় আছে, মনে করিয়াছি দোকান পাট উঠাইয়া বৃন্দাবনে গমন করিব। এক্ষণে এ দুঃখীকে দয়া করুন—এই বলিয়া আমার পায়ে পঞ্চাশটি টাকা অর্পণ করিল। আপনাদের দুঃখ মোচন জন্য ঐ দান গ্রহণ করিতে হইল ও দোকানিকে ধন্যবাদ প্রকাশ পূর্বক নৌকা ভাড়া করিয়া আমরা প্রয়াগে আইলাম। টাকা যাহা ছিল তাহা সকলই ব্যয় হইল। ভরদ্বাজ আশ্রমের নিকট আসিয়া উপায়শূন্য হইয়া অনাহারে বসিয়া আছি, এমত সময়ে পত্নীর প্রসববেদনা উপস্থিত—বৃক্ষের কতকগুলি গলিত পত্র সংগ্রহ করিয়া শয্যা করিয়া দিয়া বলিলাম—আমার জন্য তোমার এত ক্লেশ, এমত স্বামীর জীবনে কি প্রয়োজন? পত্নী হস্ত উত্তোলন পূর্বক বলিলেন—এমন কথা কহিও না—তোমার ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি হওয়াতে আমার যে বিভব ইহার তুল্য ঐশ্বর্য আর নাই। এক্ষণে আমার যে আনন্দ সে আনন্দ পুঞ্জ পুঞ্জ দাস দাসী আবৃত ও মণি মাণিক্য ভূষিত হইয়াও জন্মে নাই। রাত্রি দুই প্রহরের সময় নিরুদ্বেগে আমার এক নব কুমার জন্মিল। পুত্রের মুখ দেখিয়া মোহিত হইয়া তাহার মুখ চুম্বন করিলাম ও

করজোড়ে বলিলাম—হে দীনবন্ধু করুণাসিন্ধু! তোমার কার্য অদ্ভুত। বিষ পানে সুধা ও সুধা পানে বিষ। সম্পদে বিপদ ও বিপদে সম্পদ। এই ভিক্ষা দাও যেন পুত্রটী কুলপাবন পুত্র হয়—যে জ্ঞানে তোমাকে পাওয়া যায় সে জ্ঞান কৃপা করিয়া পুত্রকে প্রদান কর। শর্বরী প্রভাতা—পক্ষী সকল চিকুবু চিকুবু শব্দ করিতে আরম্ভ করিল—জয় হরে মুরারে গান করত, ব্রাহ্মণ সকল স্নানার্থে যাইতেছেন। ভরদ্বাজ আশ্রম দর্শনে কতকগুলি প্রাচীন স্ত্রীলোকের সমাগম হইল। তাঁহারা দূর হইতে পত্নীকে দেখিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল—আহা! এ কে গো! চল সকলে নিকটে গিয়া দেখি। পর দুঃখে স্ত্রীলোক পুরুষ অপেক্ষা কাতর—ঐ প্রাচীনারা নিকটে যাইয়া বলিলে—মা! তুমি কে গো! আহা কি রূপ লাবণ্য ও ধর্মের জ্যোতি! তুমি কি দেবকন্যা—না রাজকন্যা, তুমি কে! পত্নী বলিলেন—মা আমি চিরদুঃখিনী কিন্তু যে দুঃখ আমার স্বর্ণ শয্যায় শয়ন করিয়া ছিল, সে দুঃখ এই পর্ণশয্যায় শয়নে নাই। পরে সকল বৃত্তান্ত শুনিলে প্রাচীনারা অতি কাতর হইয়া ঐ থানে এক খানি কুটীর নির্মাণ করাইয়া দিলেন ও আপন আপন বাটী হইতে শয্যা খাদ্যদ্রব্য ও কিঞ্চিৎ অর্থ প্রেরণ করিলেন ও সর্বদাই তত্ত্বাবধান করিতে আসিতেন। অনাথার দৈব সখা—অনাশ্রয়ীর আশ্রয় ঈশ্বর, কাহার হৃদয়ে কাহার জন্য দয়া প্রবল করান তাহা কে বলিতে পারে? তিনি কাহাকেও পরিত্যাগ করেন না—এই বিশ্বাস আমার মনে দৃঢ়ীভূত হইতে লাগিল। স্ত্রী সেই গৃহে থাকিতেন, আমরা নিকটে আর একটী কুটীরে বাস করিতাম—কেবল ভিক্ষাই উপজীবিকা। রাত্রে শয়ন করিয়াছি, স্বপ্ন দেখিতেছি যেন এক জন নিকটে আসিয়া বলিতেছেন, কল্য অমুক স্থানে অবশ্যই গমন করিবে। অনুজকে ও পত্নীকে এই কথা বলিয়া আমি সেই স্থানে গমন করিলাম—ক্লান্ত হইয়া এক তরুতলে বসিয়া আছি, এক এক বার মনে করিতেছি যে আমার-ন্যায় ক্ষিপ্ত আর নাই—স্বপ্ন কখন কি সত্য হয়? ইত্যবসরে এক জন আমির জাদা এক অশ্বের উপর বেগে আসিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। আমার মলিন আকার দৃষ্টি করত ঘোড়াকে চাবুক মারিতে মারিতে কিছু দূর গমন করিলেন—পুনর্বার আমার নিকট খাড়া হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি বড় গরিব? আমি বলিলাম হাঁ—এই কথা শুনিবা মাত্র আপনার জেব হইতে ৫০০ টাকার এক খানি হুণ্ডি আমার হাতে দিলেন। আমি তাঁহাকে বিস্তর সেলাম ও আশীর্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনি আমাকে এত টাকা কেন দান করেন? আমিরজাদা উত্তর করিলেন যে আমার এক বেগম ছিল তাঁহার স্মরণার্থে বৎসর বৎসর এক এক জন বড় গরিবকে এই টাকা দান করি। কাল রাত্রে

স্বপ্ন দেখিয়াছি যে এই স্থানের গাছের নীচে যে লোক থাকিবে তাহাকে আমার দান করা কর্তব্য—আমি তোমার নিকট প্রথমে আসিয়া আর একটু দূরে যাইয়া দেখিলাম যে আর কেহ নাই কেবল তুমি আছ অতএব তুমিই আমার দানের পাত্র। এই বলিয়া আমিরজাদা চলিয়া গেলেন, আমি অর্থ পাইয়া ঈশ্বরের কার্যে চমৎকৃত হইলাম, তিনি সকল অভাবই মোচন করেন ও বিপদ যাহা প্রেরণ করেন তাহাতে প্রকৃত সম্পদ হয়। পত্নী ও অনুজের নিকট আসিয়া সকল কথা ব্যক্ত করিলাম। তাঁহারাও আশ্চর্য হইলেন। তাহার পরে অনেক ঘটনা ঘটে তাহাতে আমাদিগের দৃঢ় সংস্কার এই হয় যে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসই সুখের মূল। যে টাকা পাইলাম তাহার অধিকাংশে একখানি দোকান করিলাম। দোকানে বিলক্ষণ লাভ হইল, পরে বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইলাম তাহাতে বিস্তর লাভ করিয়াছি এক এক বার অধিক ক্ষতি হইত, তাহার জন্য ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস করিয়া সমাহিত থাকিতাম। অতি লাভে হৃষ্ট হইতাম না, অতি ক্ষতিতেও ম্রিয়মাণ হইতাম না—সুখ দুঃখেতে অবিচলিত থাকিবার জন্য সর্বদাই বলিতাম, প্রভু! তোমার যাহা ইচ্ছা তাই হউক ও তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই আমার মঙ্গল।

কালক্রমে অর্থ উপার্জন করিয়া এই ভদ্রাসন করিয়াছি ও ভূমি ইত্যাদি যাহা ক্রয় করিয়াছি তাহাতে গ্রাস আচ্ছাদন চলিতে পারে। অনুজের বিবাহ ও সন্তান হইয়াছে ও আমার এক্ষণে চারি পুত্র। পত্নী কতকগুলি দীন দরিদ্র লোকের কন্যাকে বাটীতে আনয়ন পূর্বক ধর্ম উপদেশ দেন। অনুজ সদা পরহিতে রত ও আপনি কষ্ট স্বীকার করিয়া পরের উপকার করেন। আমি বিষয় কর্ম হইতে ক্ষান্ত—যাহাতে অন্তরদৃষ্টির দীপ্তি ও অন্তরশীতলতা হয় এই চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু আমি অকিঞ্চন ও অভাজন, বোধ করি এতদিনে এ দীনের সুপ্রভাত যে আপনাদিগের এখানে আগমন হইয়াছে।

জ্ঞানানন্দ ও প্রেমানন্দ উঠিয়া নিত্যানন্দ ও সদানন্দের সহিত আলিঙ্গন করত —ধন্য! ধন্য! সাধু! সাধু! বাক্যপুষ্প বৃষ্টি করিতে লাগিলেন ও বলিলেন যে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসে কি না হইতে পারে!

প্রেমানন্দ করজোড়ে এই উপাসনা করিলেন।

মানব আত্মা যাহা সৃষ্টি করিয়াছ তাহা রত্নের খনি—খনন ও পরিষ্কারে কি অমূল্য মণি মাণিক্য লব্ধ হয়। তোমার অস্তিত্বের সংশয় হইলে সে সংশয় আত্মাই ছেদন করে। আত্মা তৎক্ষণাৎ সাক্ষ্য প্রদান করে যে তুমি আছ। পরকাল বিষয়ে সন্দেহ হইলে আত্মা বলে আমি অমর ও পরকাল অবশ্যই আছে তাহা না হইলে পরকাল সংক্রান্ত আমার আশা ও ভয় কেন? তোমার সহিত

সংযুক্ত হইতে গেলে আত্মা উপদেশ দেয় যে ঈশ্বরের সহিত বন্ধন কেবল আমার দ্বারা হইতে পারে—বাহ্য কার্যেতে হইতে পারে না, ও যদি আমাকে বলীয়ান করিতে চাহ তবে উপাসনা আহারে আমাকে বলিষ্ঠ কর—উপাসনা পানে আমাকে শীতল কর ও উপাসনা যেরূপ ভক্তি ও প্রেমের সহিত আমার নৈকট্য হইবে—সেই রূপ তাঁহার শক্তি, জ্ঞান ও ধর্মের জ্যোতি আমি লাভ করিব—সেই রূপ সেই আনন্দময়ের আনন্দ উপভোগ করিব ও যেমন আমার ইহলোকে অভ্যাস ও কর্ম, তেমনি আমার পরলোকে গতি ও পুরস্কার। যদিও পরলোক চক্ষুর অগোচর কিন্তু আত্মার নেত্রের অগোচর নহে—আত্মাই আমাদের প্রকৃত উপদেষ্টা—আত্মশোধনেই জ্ঞানের আবিষ্কার, আত্মশোধনেই স্বর্গীয় ভাব, আত্ম-শোধনেই ব্রহ্মানন্দ। স্বয়ং সম্পূর্ণ—তোমার সকল কার্য সম্পূর্ণ। সকলের আত্মাতে তুমি বিরাজ করিতেছ, সকলকেই সমভাবে কৃপা করিতেছ। আমরা আপন দুর্বলতা বশাৎ তোমাতে দুর্বলতা প্রয়োগ করি। আমরা আত্মার প্রকৃত ভাব অনুসন্ধান ও উন্নতি সাধন না করিয়া মিথ্যা শাব্দিক সংস্কারে তোমাকে সামান্য দেবতা ও সামান্য পরিত্রাতা রূপে বর্ণন করি। নাথ! এ অপরাধ ক্ষমা কর, যাহারা এমত করে, তাহারা আপন অজ্ঞতা দুর্বলতা বশাৎ করে। এক্ষণে এই প্রার্থনা করি তুমি যে অসীম অনন্ত অপরিমিত সম্পূর্ণ এই জ্ঞান ও ভাব সর্বদেশে বিস্তীর্ণ হউক ও সর্ব জাতির এই দৃঢ় বিশ্বাস হউক যে তুমিই সম্পূর্ণ স্রষ্টা, তুমিই সম্পূর্ণ নিয়ন্তা, তুমিই সম্পূর্ণ পরিত্রাতা, তুমিই সম্পূর্ণ চির মঙ্গলদাতা, এবং সকল জাতি যেন এক পিতার সন্তান স্বরূপে শ্রেণীগত সংস্কার ও দ্বেষ রহিত হইয়া হস্তে হস্ত স্কন্ধে স্কন্ধ ধারণ পূর্বক তোমার পূজা ও অর্চনাতে নিযুক্ত থাকে।

৯ অধ্যায়। আত্মোন্নতি।

রাগিণী গৌড় সারঙ্গ।—তাল মধ্যমান।

তব অধীন মোরে কর, ওহে বিশ্বধর। তোমা ছাড়ি স্বাধীনতা অতি ভয়ঙ্কর।
গতি শক্তি জীবন, সকলের তুমি জীবন, ইচ্ছা মোর কর প্রভো যে ইচ্ছা তোমার ॥

বাঁচাও আর বাঁচাও এই রূপ শব্দে গাড়োয়ান গাড়ি চালাইতেছে—উষ্ট্র সকল ভারাক্রান্ত হইয়া মন্দ মন্দ গতিতে গমন করিতেছে—ক্রয় বিক্রয়ের কোলাহল—দ্রব্যাদির আমদানি রফ্‌তানি ও লোকের গমনাগমনে রাজমার্গ পরিপূর্ণ। নিত্যানন্দ অনুজ ও তিন জন বন্ধুর সমভিব্যাহারে বায়ু সেবনার্থে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন। বসন্তের আগমন—পুষ্পের সৌগন্ধে চতুর্দিক আমোদিত—তরু সকল নব নব পল্লবে সুশোভিত—সমীরণ এমত সুমিষ্ট যে এক একবার সঞ্চালনে স্ফূর্তি

ও নব জীবন প্রদান করিতেছে। ভ্রমণ করিতে করিতে সকলেই এক উদ্যানে প্রবেশ করিয়া শ্রান্তি দূর জন্য বসিলেন। নিত্যানন্দ জ্ঞানানন্দকে বলিলেন—আপনকার পূর্ব বৃত্তান্ত আমাকে আনুপূর্বক বলুন—আপনকার এ প্রকৃতি, এ জ্ঞান ও ধর্ম্ম কি রূপে হইয়াছে?

জ্ঞানানন্দ উত্তর করিলেন—আমার জ্ঞান ও ধর্ম্ম অতি সামান্য কিন্তু আমাকে যেমন সরল ভাবে আপনকার সকল কথা পরিচয় দিয়াছেন, আমি স্বীয় বৃত্তান্ত সকলই সেই রূপে বলিব। অজয়ের তীরে আমাদিগের বাস—জয়দেব আমাদিগের পূর্ব পুরুষ ছিলেন, এজন্য অনেক শিষ্য, সেবক ও যজমান ছিল। গীতগোবিন্দের গৌরবে আপামর সাধারণ লোকে আমাদিগের বংশকে দেব বংশ গণ্য করিত। পিতার অসাধারণ মেধা ও জ্ঞান ছিল—তিনি নানা শাস্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন—নানা ভাষা জানিতেন—নানা প্রকার লোকের সহিত সহবাস করিতেন—নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি শান্ত, সত্যানুরাগী ও মিতভাষী ছিলেন যাহা সংগ্রহ করিতেন তাহার সারভাগ গ্রহণ করিতেন ও সত্য পাইবার জন্য রাগ দ্বেষ ভয় ও লোভকে অভ্যাস দ্বারা বশীভূত করিয়াছিলেন। আমরা দুই ভ্রাতা তাঁহার নিকট সর্বদা থাকিতাম ও সর্বদাই তাঁহাকে শান্ত ও আনন্দিত দেখিতাম। বাটীর ভিতরে পিতা ও মাতা দুই জনেই প্রতিদিন উপাসনা করিতেন ও ঐ সময়ে দুই জনকে প্রেম ও ভক্তিতে বিগলিত দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইতাম। যেখানে প্রেমার্দ্র ভক্তি প্রবাহিত, সেখানে তাহার তরঙ্গ কাহার হৃদয়ে না লাগে? বোধ করি পশুরাও থাকিলে স্তব্ধ হয়। শৈশবাবস্থায় যে অভ্যাস হয় তাহা বিশেষ রূপে চিত্তে সংলগ্ন হয়। মাতা অতি ধর্মপরায়ণা—গৃহ কর্ম সমাপনানন্তর আমাদিগকে ক্রোড়ে লইয়া মুখ চুম্বন করত আমাদিগের মনের সদ্ভাব বর্ধন-উপযোগী উপদেশ এমনি স্নেহ ও আদরের সহিত প্রদান করিতেন যে আমরা সর্বদা মনে করিতাম কখন্ মাতার অবকাশ হইবে,—কখন্ আবার তিনি আমাদিগকে ক্রোড়ে করিবেন। যাহাতে আমাদিগের ভ্রম নিবারণ, সত্যেতে অনুরাগ, জ্ঞানের অর্জন, প্রেমের বৃদ্ধি হয় ইহাই মাতার লক্ষ্য ছিল। প্রতিদিন বিকালে পিতা আমাদিগকে লইয়া উদ্যানে গমন করিতেন, সেখানে বীজ বপন কি রূপে করিতে হয়, কি রূপে বীজের অঙ্কুর হয়, কি রূপে পল্লব, কি রূপে ফুল ও কি রূপে ফল হয় তাহা দেখাইয়া পরিষ্কার রূপে বুঝাইয়া দিতেন। এক দিন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—পিতা! একটি শুষ্ক বীজ হইতে এই বৃহৎ ব্যাপার, একি অদ্ভুত! অমনি প্রেম আমার গাত্রে হাত দিয়া বলিল—"দাদা, দেখ আকাশ নীল ছিল এখন সিন্দুর হইল—আবার দেখ,—দেখ ওদিকে নানা রং—বা! বা!"।

যে বৃক্ষের নিকট আমরা দাঁড়াইয়াছিলাম, তাহার উপরে একটি পক্ষীর বাসা ছিল—শাবকগুলি নীরবে ছিল, মাতাকে দেখিবা মাত্রই চিঁ চিঁ করিতে লাগিল। মাতা আপন গ্রীবার ভিতরে যে আহার সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল তাহা শাবকদিগকে ভক্ষণ করাইয়া উড়িয়া গেল। দেখিতে দেখিতে মেঘের আগমন হইল ও বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, অমনি ঐ পক্ষী অতিশয় বেগে আসিয়া শাবকদিগের উপরে আপন পক্ষ আচ্ছাদন করিয়া বসিল। আমার মনে হইল একি চমৎকার ব্যাপার যদি ঈশ্বরের অবতার মানা কর্তব্য হয় তবে তাঁহার প্রেম অবতার মানা শ্রেয়, কারণ তিনি প্রেম স্বরূপেই সপ্রকাশ। কিয়ৎকাল পরে বৃষ্টি বিগত হইলে আমরা উদ্যানে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলাম একপার্শ্বে মধুমক্ষিকার চাক হইয়াছে—মক্ষিকাসকল ভন্ ভন্ করিতেছে। চাক একটুকু ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল তাহা লইয়া পিতা আমাদিগকে বলিলেন দেখ মধুমক্ষিকারা পুষ্প হইতে মধু আনয়ন করে ও ঐ মধু হইতে যে মোম নিঃসৃত হয় তাহাতে কি প্রয়োজন-উপযোগী ও অপূর্ব চাক গঠন করিয়া শাবকদিগকে লালন পালন করে! এরূপ চাক মনুষ্য দ্বারা নির্মিত হইতে পারে না। চাকের রেখা ও কোণ কি পরিপাটী! ক্ষুদ্র কীটের কি শক্তি এবং শাবকের প্রতি কি যত্ন ও কি স্নেহ! ঐ যে প্রাচীরের উপরে চাক দেখিতেছ তাহাতে তিন প্রকার মধু মক্ষিকা। যেটী দেখিতে উত্তম ঐটি রাণী; তাহার মহল দুই দিকের তিন তিনটি ঘর। যে সকল মক্ষিকা নিকটবর্তী তাহারা রাণীর দাসী। রাণী প্রায় স্ব স্থানে থাকেন। ঐ দিকে যে সকল মধুমক্ষিকা তাহারা কর্মকারী—নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। কেহ কেহ মোম প্রস্তুত করে, কেহ কেহ চাক নির্মাণ করে, কেহ কেহ শাবকদিগকে আহার দেয়, কেহ কেহ চাকে বায়ু ব্যজন করে, কেহ কেহ চাকের দ্বার রক্ষা করে এবং অনেকে বন উপবন ভ্রমণ করতঃ মধু সংগ্রহ করে। আর চাকের নিম্নে যাহারা থাকে তাহারা অকর্মণ্য—সকলই পুরুষ মক্ষিকা। তাহাদিগের মধ্যে এক মক্ষিকা রাণীর স্বামী; তাহার মরণ হইলে রাণী আর বিবাহ না করিয়া কেবল রাজ্যের কার্য দেখেন। কি ক্ষুদ্র কি বৃহৎ সকল বস্তুতেই যে আশ্চর্য দেখি সে আশ্চর্যের মূল আশ্চর্যময় পিতা। তিনি যাহাকে যাহা প্রদান করিয়াছেন সেই তাহা পাইয়াছে। কিন্তু যেমন চেতনের চেতন জীবন, তেমনি জীবনের জীবন প্রেম।

এই সকল দেখিয়া ও শুনিয়া পিতাকে বলিলাম—বাবা! আশ্চর্যেতে স্তব্ধ হইতেছি যিনি এই সকল করিয়াছেন তাঁহার তুল্য আর কেহ নাই। পিতা উত্তর করিলেন—তিনি অতুল্য ও অনুপমেয় ও কত শ্রেষ্ঠ ও কত মহৎ তাহা বর্ণনাতীত উপদেশ প্রদানে পিতার এই রূপ কৌশল ছিল যে আপনি অধিক

বলিতেন না কিন্তু এমত সকল দৃশ্য দেখাইতেন ও এমত সকল কথা শুনাইতেন যে তাহা দেখিয়া ও শুনিয়া আমাদিগের জানিবার ইচ্ছা প্রবল হইত এবং জিজ্ঞাসা করিলে এমনি সুন্দর রূপে বলিয়া এমত স্থানে বিরাম করিতেন যে আমাদিগের জানিবার তৃপ্তি পরিশান্তি হইত না; এক প্রস্তাবের উত্তর অন্য প্রস্তাবের উদ্বোধক, শীঘ্র পর্যবসান হইত না সুতরাং আমাদিগের জানিবার ইচ্ছা সদা জাগ্রৎ থাকিত ও যে উপদেশ পাইতাম তাহা লইয়া আমরা দুই ভ্রাতাতে তর্ক বিতর্ক করিয়া কি গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য তাহা পিতার নিকট বলিতাম। যে সকল অসার চিন্তা, অসার বাক্য, অসার কর্ম, তাহা হইতে আমরা সর্বদা বিরত থাকিতাম। উদ্যানে আমরা পিতার সহিত খনন, বপন, জলসেচন করিতাম, তাহাতে শরীর বলিষ্ঠ হইত ও মনেতে স্ফূর্তি জন্মিত। পিতা সর্বদা কহিতেন যে মানসিক বৃত্তি উত্তম রূপ পরিচালন জন্য শারীরিক বৃত্তির পরিচালন করা কর্তব্য। তিনি সৃষ্টি প্রকরণ লইয়া উপদেশের প্রসঙ্গ করিতেন। পর্বত হিম, তুষার ধারণ করে, ঝড় বৃষ্টি সহ্য করে ও নদ নদী প্রকাশ করে। সমুদ্র স্বীয় বক্ষঃস্থলে অবহনীয় বহন করে, অসংখ্য জীব ও লতা পালন করে ও নদ নদীকে ক্রোড়ে করে। বায়ু পশু ও মনুষ্যের জীবন-উপযোগী, সে বায়ু উদ্ভিদের বর্ধন-উপযোগী নহে, এজন্য পশু ও মনুষ্যের প্রশ্বাসিত বায়ু উদ্ভিদ গ্রহণ করিতেছে ও উদ্ভিদ-নিঃসৃত বায়ু মনুষ্য গ্রহণ করিতেছে। বায়ু দিবা রাত্রিতে এই প্রকার পরিবর্তিত হইয়া সাধারণের কি মঙ্গল-জনক ও পশু ও উদ্ভিদ রাজ্যের পরস্পর কি উপকারক! যে সকল দ্রব্য পশু ও মনুষ্য কর্তৃক পরিত্যক্ত তাহা উদ্ভিদের আহারীয় ও উদ্ভিদ রাজ্য হইতে যাহা আমরা প্রাপ্ত হই তাহা পশু ও মনুষ্যের আহারীয়, পানীয়, ঔষধীয় ও নানা কর্ম-উপযোগী। লতা ও বৃক্ষ রসের দ্বারা পল্লবিত হয়, আবার ঐ রস শিকড় রক্ষার্থে ডাল পালা হইতে প্রেরিত হইয়া থাকে। সকল বস্তু হইতে রস ও বারি নিম্ন হইতে উপরে আকর্ষিত হইতেছে ও পুনর্বার নিম্নে আসিতেছে। সমস্ত সৃষ্টিতেই আদান প্রদান সম্বন্ধ—সমস্ত সৃষ্টি ঈশ্বরের অসীম শক্তি, জ্ঞান ও প্রেম প্রকাশক ও প্রেমই সৃষ্টির জীবন ও প্রাণ এবং প্রেম অপেক্ষা আর বল নাই।

অয়ং বন্ধুরয়ং নেতি গণনা ক্ষুদ্রচেতসাং। উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকং।
যোগবাশিষ্ঠ।

ইনি বন্ধু, ইনি বন্ধু নহেন, এই রূপ গণনা ক্ষুদ্র-চিত্ত অজ্ঞানী লোকের হয়, উদার-চরিত্র জ্ঞানীর পক্ষে জগতের সকলেই কুটুম্ব।

পিতার এই সকল কথা শুনিয়া আমরা সময়ে সময়ে বিরলে ভাবিতাম। যদি

পিতার চরিত্র ও ব্যবহার তাহার উপদেশের বিপরীত দেখিতাম তাহা হইলে তাঁহার উপদেশের প্রতি শ্রদ্ধা হইত না কিন্তু তাঁহার কার্য বাক্য হইতেও উচ্চ। তিনি সকলের নিকট অতি নম্রভাবে চলিতেন। অনেকে তাঁহাকে সামান্য ব্যক্তি জ্ঞান করিত। তাঁহারও ক্ষণমাত্র এমত বাসনা ছিল না যে লোকে তাঁহাকে জ্ঞানী বা ধার্মিক বোধ করে। তাঁহার এমনি কোমলতা ও শান্ত স্বভাব যে আমাদিগের মধ্যে মধ্যে জ্ঞান হইত যেন আমরা মাতার নিকটে আছি। এ কথা উল্লেখ করার তাৎপর্য এই যে পুরুষ স্ত্রীর ন্যায় কোমল না হইলে প্রকৃত ঈশ্বর-প্রেমী হইতে পারে না।

যখন আমার ষোল বৎসর বয়ঃক্রম হইল তখন পিতাকে বলিলাম—বাবা! পল্লীর বালকেরা পুস্তক হইতে অনেক কথা কণ্ঠস্থ করিয়াছে ও কখন কখন দুই এক জনের সহিত দেখা হইলে তাহারা আমাদিগকে অবহেলা করে কিন্তু এরূপ করাতে আমরা অসুখী নহি। আপনি যে উপদেশ দেন—তাহাতে আমাদিগের মন বল পায়। আপনি যাহা দেখান, যাহা বলেন, যাহা বিবেচনা করান, তাহাতে এই স্থির করি যে ঈশ্বর ছাড়া কিছুই নাই—তিনি সকলেরই আধার—তাঁহাকে লাভ করিলেই সকল লাভ। যখন আপনি আমাদিগকে পর্বত, নদ, নদী, চন্দ্র, সূর্য, তারা প্রভৃতি দেখাইতেন, তখন আমরা আশ্চর্যে স্তব্ধ হইতাম। পরে যখন পশু পক্ষী ও পতঙ্গের জ্ঞান ও স্নেহ ও যে সকল অচেতন বস্তু তাহাদিগের মধ্যেও আদান প্রদান সম্বন্ধ ও সকলই প্রেমময় দেখি, তখন আমাদিগের আশ্চর্য ভাব প্রেম-ভাবের সহিত মিলিত হয়। পূর্বে পূর্বে যেমন আপনকার প্রতি প্রেম, তেমনি ঈশ্বরের প্রতি প্রেম হইত। এক্ষণে সে প্রেম অসীম ভক্তির সহিত প্রবাহিত হইতেছে, ও যেখানে চক্ষু উন্মীলন করি ও যাহা চিন্তা করি তাহাতেই প্রেমার্দ্র ভক্তির বৃদ্ধি হয়। এই কথা শুনিয়া পিতা আমার মস্তকে চুম্বন করত কহিলেন—বাবা! এই ভাবের উদ্দীপন করাই আমার লক্ষ্য। এই ভাবের বৃদ্ধিতেই সকল জ্ঞান, সকল ধর্ম, সকল বল, সকল আনন্দ, সকল সুখ পাইবে। কোন কোন লোক মানব আকার ব্যতিরেকে ঈশ্বরকে ভক্তি করিতে পারে না কিন্তু ঈশ্বর এক আত্মাতে নহেন, তিনি সর্ব আত্মাতে বিরাজমান; যখন আমাদিগের আত্মা পরম আত্মার সহিত সংযুক্ত তখনই জীবনের উদ্দেশ্য সম্পন্ন। পরমাত্মা দাতা, আমরা গৃহীতা, আমরা যতই পাইতে ইচ্ছা করি, ততই পাইতে পারি। তাঁহার সহিত সংযোগ না হইলে কিছুই হইতে পারে না। যদি কেবল শরীর লক্ষ্য করিয়া কাল যাপন করা যায় তবে সে কাল যাপন পশুবৎ। যদি আত্মা লক্ষ্য করিয়া জীবন ধারণ করি, তাহা হইলে তাঁহার সহিত সংযুক্ত হইতে পারি। যখন আত্মা ঈশ্বরের

সৃষ্টি দেখিয়া তাঁহার অসীম জ্ঞান, প্রেম ও পবিত্রতা ধ্যান করে—যখন আত্মার এই দৃঢ় বিশ্বাস যে ঈশ্বর আনন্দময় ও তাঁহার সকল কার্য মঙ্গল জনক—যখন আত্মা নিশ্চয় রূপ জানে যে তিনি কাহাকেও ত্যাগ করেন না ও সকলেরই চির-মঙ্গলকারী ও তিনি আমাদিগের বিপদকে সম্পদ করেন ও দুঃখকে সুখ করেন, তখন কি শান্ত ও গভীর ভাবের উদয় ও ঐ ভাবেতেই ঈশ্বরের সহিত আমাদিগের সংযোগ। যে আত্মা ঈশ্বরের সহিত সংযুক্ত, তাহার বল সামান্য নহে—আহ্লাদ সামান্য নহে এবং কি গৃহে কি সমাজে সত্য স্বরূপ প্রেম স্বরূপ ও পবিত্রতা স্বরূপ সকল কার্যেতে প্রকাশ পায়। সে আত্মা সময়ে সময়ে শুষ্ক রূপে উপাসনা করে না, সে আত্মা সকলেতেই, কি বাহিরে কি অন্তরে, ঈশ্বরকে দেখে ও যেমন স্বয়ং পবিত্র করে। সে আত্মা কেবল ধ্যানারুদ্ধ হয় না, সে আত্মা ঈশ্বরের ছায়া পাইয়া কার্যেতে ধাবমান হয় ও ঈশ্বরের ন্যায় জ্ঞান প্রদানে, ধর্ম প্রদানে, সান্ত্বনা প্রদানে, ক্ষমা প্রদানে, সুখ প্রদানে সদা আনন্দিত থাকে। কালেতে চন্দ্র, সূর্য, তারা ও পৃথিবীর রূপান্তর হইতে পারে—কালেতে জল স্থল হইতে পারে ও স্থল জল হইতে পারে—কালেতে পর্বত মৃত্তিকা হইতে পারে ও মৃত্তিকা পর্বত হইতে পারে কিন্তু আত্মার বিনাশ নাই—আত্মা বর্ধনশীল—আত্মা পারমার্থিক সার পদার্থ ও আপন শক্তি ক্রমশঃ অবশ্যই প্রকাশ করিবে। কি জ্ঞান, কি ধর্ম, কি বল সকলই আত্মার অন্তর্গত। আত্মাই বেদ—আত্মাই উপনিষদ—আত্মাই বাইবেল—আত্মাই কোরান ও যাহা বেদে নাই, উপনিষদে নাই, বাইবেলে নাই, কোরানে নাই, তাহা আত্মাতে আছে। বাহ্য সৃষ্টি উদ্বোধক, আত্মা গ্রাহক, ধারক, পরিমার্জক, উৎপাদক, উপদেশক, নিয়ামক। আত্মা গ্রন্থের ন্যায় গ্রন্থ নাই। আত্মাতে যে রত্ন আছে তাহা সমস্ত সমুদ্রের ভিতরে নাই—সমস্ত খনিতে নাই—সমস্ত জগতে নাই। বাবা! ঈশ্বরের প্রতি প্রেমার্দ্র ভক্তি বৃদ্ধি করিয়া আত্মা-গ্রন্থ পাঠ কর ও আত্মার অপ্রকাশিত রত্ন প্রকাশ করিয়া লাভ কর। ঈশ্বরের ধ্বনি বায়ুতে প্রকাশ, জ্যোতি সূর্যেতে প্রকাশ, শুভ্রতা চন্দ্রেতে প্রকাশ, বাণী আত্মাতে প্রকাশ। সে বাণী শব্দায়মান মনে, কিন্তু গভীর, শান্ত, অভ্রান্ত ও বজ্র অপেক্ষা প্রবল। যাঁহারা ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ রূপ বিশ্বাস করেন, তাঁহার নিকট হইতে সকল জ্ঞান ও ধর্ম পাইতে বাঞ্ছা করেন এবং সকল কার্যেতে আপনাদিগের ইচ্ছা তাঁহার ইচ্ছার অধীন করেন, তাঁহারাই ঐ বাণী শ্রবণ করেন—তাহারাই তখন যুক্তাত্মা হইয়া সার জ্ঞান, সার ধর্ম,—সার আনন্দ লাভ করেন ও যাহা অপাঠ্য অজ্ঞেয়, অপ্রকাশ্য, তাহা পাঠ্য, জ্ঞেয় ও প্রকাশ্য হয়। আত্মার বাণী শ্রবণ জন্য বাহ্য বিজন স্থান হইলেই হয় না। আত্মাকে বিজন ও বিরল করিতে হইবেক।

এ কেবল ঈশ্বর লাভ বাসনা—অভ্যাস ক্রমে ক্রমে প্রবল করাতে হইতে পারে। আত্মার বাণী যখন বক্ষ্যমাণ তখন সেই বাণী-সকল প্রবৃত্তি-সকল কার্যের নিয়ামক হয়। পিতার নিকট এই রূপ উপদেশ পাইয়া আমরা অতিশয় উপকৃত হইতাম। কিয়ৎকাল পরে এক দিবস উদ্যানে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—পিতা! ঈশ্বরের সহিত আত্মার সংযোগ করাই জ্ঞানের, ধর্মের ও বলের মূল ও প্রেমার্দ্র ভক্তিই সংযোগের উপায়। কিন্তু যাহারা এ সংযোগের উপায় বিহীন অথচ এ সংযোগ করিতে ইচ্ছুক তাহাদিগের পক্ষে কি বিধি? পিতা উত্তর করিলেন, তাহাদিগের কর্তব্য অল্প অল্প করিয়া ঈশ্বরকে ধ্যান করা—যদি ধ্যান করিতে অসক্ত তবে প্রথমে কোন স্তোত্রের কিয়দংশ প্রতিদিন পাঠ করা শ্রেয়। এরূপ করিতে করিতে ধ্যানাবস্থা ক্রমে ক্রমে হইবে ও ধ্যানাবস্থাতে ধ্যানাবস্থার বৃদ্ধি ও অন্তর্দৃষ্টির উদ্দীপন ও অন্তর্দৃষ্টি বৃদ্ধিতে আনন্দাবস্থা। আনন্দাবস্থাতে ধ্যানের ক্লেশ কিঞ্চিন্মাত্র থাকে না, আনন্দ আপনা আপনি প্রবাহিত হয়, তখন ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন হওয়াই আত্মার আনন্দ—তখন পর দুঃখ পর সুখ আত্মা দুঃখ আত্ম সুখ এই জ্ঞান ভাব ও ক্রিয়াই আনন্দ ও এই ভাবের যতই বৃদ্ধি হইবে ততই আত্মার স্বর্গীয় অবস্থা বৃদ্ধি হইবে, ততই ঈশ্বরের সহিত সম্মিলন হইবে। প্রথমে বাহ্য পরে অন্তর, প্রথমে শুষ্কতা, পরে মিষ্টতা, প্রথমে কল্পিত পরে বাস্তবিক, প্রথমে অভ্যাস পরে লাভ। যেমন জ্ঞান সাধনে প্রথমে কষ্ট পরে লাভ তেমনি ধর্ম সাধনে প্রথমে ক্লেশ পরে আনন্দ। যতটুকু ধ্যান ভক্তির সহিত অভ্যাসিত হইতে পারে ততটুকুই ভাল নতুবা ধ্যান শুষ্ক ধ্যান হইবে। ফলতঃ যে ব্যক্তি অকপট ভাবে ঈশ্বর উপাসক হইতে ইচ্ছুক হয় সে যদি অকপট ভাবে কেবল "জগৎপিতা" বলিয়া ডাকে, তাহার আত্মার উন্নতির উপায় ঈশ্বর তাহার আত্মাতেই ক্রমে প্রেরণ করেন। সারল্য ও নিষ্ঠাই ঈশ্বর লাভের মূল।

স সর্বাংশ্চ লোকানামাপ্নোতি সর্বাংশ্চ কামান্, যস্তমাত্মান মনুবিদ্য বিজানাতি। ছান্দোগ্য।

যিনি পরমাত্মাকে অন্বেষণ করিয়া জানিতে পারেন, তাঁহার সকল লোক প্রাপ্তি হয় এবং সকল কামনা সিদ্ধ হয়।

সংসারে যে সকল দুঃখ সে কেবল ঐশ্বরিক বল বিহীন হইলে ঘটে। যখন আত্মা ঐ বল প্রাপ্ত হয় তখন সকল দুঃখ অতিক্রম করিতে পারে ও পাপের দ্বারা আক্রান্ত হইলেও ঈশ্বরের বলে জয়ী হয়। ঈশ্বরই আমাদিগের সকলের আধার ও তাঁহার সহিত সংযুক্ত না হইলে জ্ঞান বল, ধর্ম বল, বল বল, আনন্দ বল, সুখ বল কিছুই হইতে পারে না; অতএব প্রাণপণে ঈশ্বরেতেই সংযুক্ত থাকিবে।

পিতার এইরূপ উপদেশে আমাদিগের মন নেত্র উন্মীলিত হইতে লাগিল ও জীবনের উদ্দেশ্য জানিয়া তদনুযায়িক কার্যে প্রবৃত্ত হইলাম। কালেতে পিতার শিষ্য সেবক যজমান সকলই গেল কারণ তাঁহার ধর্ম-উপদেশে সকলের মনঃপূত হইত না। পিতা তাহাতে অসন্তুষ্ট হইতেন না। আপনার যে অভিপ্রায় তাহাই অনাড়ম্বররূপে প্রচার করিতে লাগিলেন। তিনি সর্বদাই বলিতেন যে মনুষ্য যে অবস্থায় থাকুক সত্য ও ধর্মের বৃদ্ধি জন্য কায়মন বাক্যের দ্বারা যত্নবান হইবে ও যেমন আপন আত্মোন্নতি জীবনের প্রধান লক্ষ্য তেমনি অন্যের পারলৌকিক মঙ্গলও আমাদিগের উদ্দেশ্য। কিন্তু এই কার্য কেবল সত্যকাম হইয়া প্রেমবলে সম্পন্ন হইতে পারে, সত্যকেই লক্ষ্য করিতে হইবেক, আত্মগৌরব ও অভিমানকে একেবারে বিসর্জন দিবে। নিষ্কাম না হইলে ঈশ্বরের অভিপ্রেত কার্য হয় না। কিয়ৎ কাল পরে মাতার কাল হইল—আমরা দুই ভ্রাতা অতিশয় শোকে মগ্ন হইলাম। পিতা ধৈর্য অবলম্বন করিয়া শান্ত ভাবে বলিলেন।

সমানে বৃক্ষে পুরুষোনিমগ্নো অনীশয়া শোচত মুহ্যমানঃ। জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমী-শমস্যমহিমানমিতি বীতশোকঃ। শ্বেতাশ্বতর।

জীবাত্মা শরীর মধ্যে নিমগ্ন রহিয়া এবং দীন ভাবে মুহ্যমান হইয়া সর্বদা শোক করিতে থাকে কিন্তু যখন সর্ব-সেব্য ঈশ্বরকে ও তাঁহার মহিমাকে দেখিতে পায়, তখন তাহার আর শোক থাকে না।

পিতা আমাদিগকে সর্বদা নিকটে রাখিয়া ঈশ্বর-প্রসঙ্গ এমনি করিতেন যে আমাদিগের বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইল যে মাতা পরলোকে সুখে আছেন ও ঈশ্বরের কোন কার্যই অমঙ্গল নহে ও ঈশ্বরেতে সংযুক্ত থাকা দুঃখ নিবারক, ও জ্ঞান ও সুখ বর্ধক। পরে আমরা পিতার সহিত চারি পাঁচ বৎসর নানা স্থানে ভ্রমণ করিলাম। এক এক পর্বতের উপর উঠিতাম ও সেখান হইতে যাহা দেখিতাম তাহাতে চিত্ত প্রফুল্ল হইত ও ঐ প্রফুল্লতা প্রেমার্দ্র ভক্তিকে গান গাথা স্বরূপে প্রকাশ করিত। স্থানে স্থানে ঝর্ণা ও জলাকার—স্থানে স্থানে গিরিশিখর ঘন অভ্রের সহিত সম্মিলন—স্থানে স্থানে পুষ্প-উদ্যান যেন পুষ্প-শয্যা—স্থানে স্থানে দৃষ্টিভেদী উচ্চ উচ্চ দারু—স্থানে স্থানে এমনি নিস্তব্ধতা যে আত্মার গভীর ভাব সকল উচ্ছলিত হইত—স্থানে স্থানে এমনি মনোহর শোভা যে তাহা দেখিয়া আমাদিগের ক্ষুধা, পিপাসা থাকিত না। ভ্রমণ ভ্রম নিবারক, মন-নেত্র-প্রকাশক ও শান্তি-বর্ধক—ভ্রমণেই "সর্ব-সেব্য ঈশ্বরকে ও তাঁহার মহিমাকে দেখিতে" পাওয়া যায়। এক এক বার মনে হইত যে যদি পিতা শৈশবকালাবধি বিশেষ উপদেশ ও আপন পবিত্রতার দ্বারা আমাদিগের আত্মা ঈশ্বরের সহিত সংযোগ

না করাইতেন, তবে আমাদিগের কি দশা হইত ? তবে কোথা হইতে জ্ঞান পাইতাম ? কোথা হইতে ধর্ম পাইতাম ? কোথা হইতে বল পাইতাম ? কোথা হইতে আনন্দ পাইতাম ? পাণ্ডিতিক ভ্রম জনক জ্ঞানে কি হইত ? কল্পিত ধর্ম শাস্ত্রে কি ধর্ম হইত ? ধন, জন ও পদ বলে কি বল হইত ? ইন্দ্রিয় সুখ সাধনে কি আনন্দ হইত ? যাহাদিগের ঈশ্বর লক্ষ্য নয়, তাহাদিগের জ্ঞান অজ্ঞানতা বর্দ্ধক। যাহাদিগের ঈশ্বর লক্ষ্য নয়, তাহাদিগের ধর্ম স্থৈর্য ও মূল বিহীন। যাহাদিগের ঈশ্বর লক্ষ্য নয়, তাহাদিগের বল বিশ্বাস বিহীন ও প্রলোভন দুঃখ শোক অতিক্রমে অসক্ত। যাহাদিগের ঈশ্বর লক্ষ্য নয়, তাহাদিগের আনন্দ শরীর সম্বন্ধীয় ও পশুবৎ, তাহাদিগের আনন্দ আত্মা সম্বন্ধীয় হইতে পারে না ও যাহা আত্মা সম্বন্ধীয় নহে তাহাতে নিরানন্দ—তাহাতে দুঃখের উৎপত্তি। ফলতঃ আত্মোন্নতি ঈশ্বর ব্যতিরেকে হইতে পারে না। তাঁহাকে সম্মুখে রাখিয়া, তাঁহাকে সম্মুখে দেখিয়া, তাঁহার নিকট হইতে প্রয়োজনীয় ভিক্ষা করিয়া, তাঁহার চরণে পতিত ও সংযুক্ত হইয়া আত্মার উন্নতি সাধন করিতে হইবেক এবং এই উন্নতি সাধনে নির্মল ভাব ও নির্মল কার্যের উত্তর উত্তর বৃদ্ধির আবশ্যক।

একদিবস বৃষ্টি হইতেছে, পিতা আমাকে বলিলেন—জ্ঞান ! দেখ বৃষ্টি উপরে নাই, পর্বতের নিম্নে পড়িতেছে। মেঘ এখানে অতি উর্ধ্বে উঠিতে পারে না। মেঘ আমাদিগের নিকট উচ্চ বটে কিন্তু পর্বতের নিকট উচ্চ নহে। আর দেখ ঐ উচ্চ উচ্চ অভ্রভেদী বৃক্ষ সকল ছিন্নমূল হইয়া ভূমে নিপতিত। উচ্চতার গৌরব কেহই করিতে পারে না। উচ্চতা অপেক্ষা নম্রতা শ্রেষ্ঠ ও আদরণীয়। আমাদিগের কর্তব্য যে সর্বদাই নম্রভাবে থাকিয়া শান্ততা ও সহিষ্ণুতা পূর্বক ঈশ্বরকে স্মরণ করত তাঁহার অভিপ্রায়ানুযায়িক কার্য করি। আমি এই কথা শুনিয়া একটু চিন্তা করিয়া চক্ষের জল নিক্ষেপ করিলাম। পিতা জিজ্ঞাসিলেন—জ্ঞান ! কাঁদ কেন ? পিতার নিকটে কিছুই গোপন রাখিতাম না। আমি তৎক্ষণাৎ সরল ভাবে বলিলাম—দুই তিন দিবসাবধি আমার মনের মধ্যে কিঞ্চিৎ তম জন্মিয়াছে। আমি ভাবিতেছি যে আমরা ধার্মিক ও অন্যান্য লোক জঘন্য। মহাশয়ের এক্ষণকার উপদেশে মন মধ্যে ঘৃণা হওয়াতে সে ভাব বিগত হইল ও চিত্ত নম্র হওয়াতে সুখী হইয়াছি—বোধ করি আপনকার বাণী ঈশ্বরের বাণী—এই মূঢ়ের জন্য প্রেরিত হইয়াছে। আমার কথা শুনিয়া পিতা আহ্লাদিত হইলেন ও বলিলেন যে পর সম্বন্ধীয় বিষয়ে আমাদিগের সর্বদা শান্ত সাত্ত্বিক ও ক্ষমাশীল ভাবে থাকা কর্তব্য। ঈশ্বর সকলকেই সম ভাব দেখেন, সকলকেই ক্ষমা করেন ও কাহাকেও পরিত্যাগ করেন না। ধর্ম পূজ্য, পাপ হেয়—সর্বদাই এই চিন্তা কর ও তদনুসারে

কার্য কর। যে সকল লোক ধর্মপরায়ণ, তাহাদিগের সহবাসে আনন্দ জন্মে। যাহারা পাপাচরণ করে, তাহাদিগের জন্য আমাদিগের প্রেমাবৃত দুঃখ করা উচিত,—তাহাদিগের প্রতি ঘৃণা করা কর্তব্য নহে। যেমন নির্দোষী ব্যক্তি পাওয়া ভার তেমনি নির্গুণী ব্যক্তিও দুষ্প্রাপ্য। দোষ ছাড়া লোক নাই ও গুণ রহিতও ব্যক্তি নাই। হয়তো যে সকল লোকের প্রতি আমরা ঘৃণা করি তাহাদিগের এমত এমত গুণ থাকিতে পারে যাহা আমাদিগের নাই, অতএব জীবনের যে লক্ষ্য তাহাই লক্ষ্য করিয়া ও চিত্ত শান্ত, সমাহিত ও নম্র রাখিয়া জীবন যাপন করিতে হইবে।

যস্তু সর্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি। সর্বভূতেষু চাত্মানন্ততোন বিজুগুপ্সতে। বাজসনেয়।

যিনি পরমাত্মাতেই সকল বস্তুর অবস্থিতি দেখেন এবং সকল বস্তুতে পরমাত্মার সত্তা উপলব্ধি করেন, তিনি আর কাহাকেও অবজ্ঞা করেন না।

যাহা কর্তব্য তাহাই কর, কালেতে সকলই সংশোধিত হইবে—কালেতে জ্ঞান বৃদ্ধি হইবে, ধর্ম বৃদ্ধি হইবে ও যাহা ভগবানের ইচ্ছা তাহাই হইবে—কালেতে পৃথিবী স্বর্গ হইবে ও যে সকল অত্যাচার ও পাপ এক্ষণে হইতেছে সে সকল অত্যাচার ও পাপ কেবল দৃষ্টান্তের স্থল থাকিয়া পরে অত্যাচার ও পাপ নিবারক ও ধর্ম বর্ধক হইবে। ঈশ্বরের কার্য অদ্ভুত—এক অন্যের সোপান ও যে সোপান সোপান মাত্র সে সোপান অস্থায়ী ও যে সোপান প্রকৃত সোপান সে সোপান চির-স্থায়ী। ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্ব অদ্ভুত—কালেতে জঘন্য শ্রেষ্ঠ হইবে ও যাহা বিষ তাহা সুধা হইবে। চিত্তের চাঞ্চল্য দূর কর। কেবল বিশ্বাস, কেবল সংযোগ, উপাসনা, কেবল অনুষ্ঠান এই অবলম্বন কর ও সেই প্রেমময়কে ভাবিয়া প্রেমময় হও।

পিতা উপাসনা কালে অধিক বাক্য প্রয়োগ করিতেন না, কেবল সদ্ভাবে পরিপূর্ণ হইতেন। তিনি সর্বদাই ঈশ্বরেতে সংযুক্ত থাকিতেন—তাঁহার কিছুই মন্দ জ্ঞান ছিল না, তিনি কাহাকেও অনাত্মীয় জ্ঞান করিতেন না, সদা বিশ্বাসে, আশাতে ও আনন্দে আনন্দিত থাকিতেন। যদি কিছু আমাদিগের চিত্তের উৎকর্ষ হইয়া থাকে, তবে তাঁহার উপদেশে, সহবাসে এবং তাঁহার পবিত্র চরিত্র ও কার্য দেখিয়া হইয়াছে। সময়ে সময়ে তাঁহার আত্মা স্বর্গীয় আনন্দ ধারণ করিত, তখন তাঁহার প্রেমান্বিত বদন পুণ্য জ্যোতিতে ভাসমান হইত ও তিনি বলিতেন যে পরলোকে পুণ্যবানদিগের জন্য যে আনন্দ সঞ্চিত আছে, তাহার কিঞ্চিৎ আদর্শ কৃপাময়ের কৃপাতে উপভোগ করিতেছি—আমার এই প্রার্থনা যেন ঐ আনন্দের অধিকারী হই।

এই রূপে কিছু কাল হিমালয়ে যাপন করিয়া আমরা বাটীতে প্রত্যাগমন করিলাম। পরে বিশেষ অনুসন্ধান ও বিবেচনানন্তর আমাদিগের বিবাহ হইল। ভাগ্যক্রমে আমাদিগের বনিতারা স্বীয় স্বীয় পিতৃ-আলয়ে ধর্ম উপদেশ পাইয়াছিলেন ও আমাদিগের সহবাসে তাঁহারা একমনা হইলেন। পরিবারের সকলেরই লক্ষ্য ঈশ্বর—সকল আনন্দই ঈশ্বর-সম্বন্ধনীয়। যে সকল অনুশীলনে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের বৃদ্ধি ও আত্মোন্নতি হয় তাহাই হইতে লাগিল। কালেতে আমাদিগের পুত্র জন্মিল ও যেরূপ পিতা কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছিলাম সেইরূপ পুত্রদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলাম।

কিয়ৎকাল পরে পিতার সাংঘাতিক রোগ উপস্থিত হইল। পুত্র ও পুত্রবধূ ও পৌত্র সকলেই তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল। মৃত্যু নিকট এই জানিয়া পিতা আমাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"দেখ শরীরের প্রতি আত্মার কি স্নেহ, শীঘ্র ছাড়িতে চাহে না কিন্তু শরীরেরও নাশ নাই, আত্মারও নাই। এখানে সংযোগ চির কাল থাকে না, বিয়োগ অবশ্যই হইবে, কিন্তু বিয়োগের পরে যে সংযোগ তাহাই চির কাল রহিবে এখানে রোগ দুঃখ ও শোক কে না ভোগ করে সেখানে রোগ দুঃখ ও শোক কিছুই নাই। এখানে জ্ঞান ও ধর্ম পাইতে অধিক ক্লেশ, সেখানে অতি সহজ। এখানে ইচ্ছা শরীরাধীন—সেখানে ইচ্ছা আত্মাধীন—ভ্রমণ, দর্শন, শ্রবণ, গ্রহণের পরিসীমা নাই। যদি ঐহিক সুখে মগ্ন থাকিতাম, তবে এক্ষণে মৃত্যু পীড়া ভয়ানক হইত—তবে তোমাদিগের মুখ দেখিয়া মোহতে মুগ্ধ হইতাম দণ্ডে দণ্ডে অস্থির হইতাম। যিনি রাজহংসকে শুক্ল করিয়াছেন, সুখপক্ষীকে হরিৎ করিয়াছেন ও ময়ূরকে চিত্র বিচিত্র করিয়াছেন, তিনি তোমাদিগের ভর্তা—তিনি তোমাদিগের রক্ষা করিবেন, তাঁহাতেই তোমরা সদা সংযুক্ত থাকিও। আমি দিব্যধামে গমন করিতেছি—মৃত বন্ধু বান্ধব আমার সম্মুখে উপস্থিত—আশাতে পরিপূর্ণ হইতেছি যে এ অবস্থা অপেক্ষা উচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত হইব—দেবতাদিগের দর্শন পাইব ও সেই সেই প্রেমময়ের সন্নিকর্ষ লাভ করিতে পারিব কেবল একটি কথা স্মরণ রাখিও—আমার কিঞ্চিৎ ঋণ আছে তাহা যেন পরিশোধ হয়।" আমি তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলাম—যদি বিষয় বিভব বিক্রয় করিয়া সে ঋণ পরিশোধ না করিতে পারি তবে আমরা আপনাদিগকে বিক্রয় করিয়া সে ঋণ পরিশোধ করিব। পিতা দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করত আমাদিগকে আশীর্বাদ করিলেন।

যে মুখ হইতে জ্ঞানসুধা ও ধর্মসুধা অহরহ নিঃসৃত হইত, যে মুখের বিমল ভাব দর্শনে আমরা প্রেমেতে পুলকিত হইতাম, সে মুখ আচ্ছন্নতা প্রাপ্ত হইতে

লাগিল। যে পদ্মপলাশ নয়নদ্বয় অশুভ কটাক্ষ কখনই করে নাই তাহা এক্ষণে নিমীলিত হইল। যে কর পর দুঃখ মোচনার্থে ও পরসুখ বর্দ্ধনার্থে সদা প্রসারিত হইত তাহা বক্ষের উপরি বিলগ্ন হইল। বাহ্য ব্যাপার সকলি স্থগিত হইল। তৎকালে অন্তর্দৃষ্টি যে বৃদ্ধি হইতেছে তাহা তাঁহার মধ্যে মধ্যে ভক্তিসংযুক্ত অশ্রুপাত ও মৃদু মৃদু হাস্য দ্বারা প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

আমরা দুই ভ্রাতা করজোড়ে ভক্তি ও প্রেমে গদ গদ হইয়া পিতার কর্ণগোচর করিয়া এই উপাসনা করিলাম "নাথ! আমাদিগের কি সাধ্য যে দুঃখ ও শোক সম্বরণ করি। তুমি যেমন বল প্রেরণ করিবে সেই রূপ বহন করিতে পারিব। এক্ষণে যাহা আমাদিগের কর্তব্য তাহার চেতন প্রদান কর। তোমার পদতলে পড়িয়া বার বার নমস্কার করি যে এমন পিতা আমাদিগকে প্রদান করিয়াছিলে। তোমার প্রতি শ্রদ্ধাতে সদা বিগলিত হইয়া যেন তাঁহার গুণকীর্তন ও শ্রাদ্ধ করিতে পারি—তিনি যে জ্ঞান ও ধর্ম উপদেশ দিয়াছেন তাহা যেন কার্যের দ্বারা প্রকাশ করিতে পারি। এক্ষণে তিনি যাহাতে আনন্দ ধাম প্রাপ্ত হয়েন এই আমাদিগের প্রার্থনা—এই আমাদিগের ভিক্ষা"। প্রাণ বিয়োগের পর অনেকের বদন বিকট দর্শন হয় কিন্তু পিতার মুখমণ্ডল নিদ্রাবশে অলস, হাস্য প্রভায় সমুজ্জ্বল ও আন্তরিক শান্তিরসে প্লাবিত বোধ হইতে লাগিল।

পিতার মৃত্যুর পর বৈষয়িক কার্যে ও অন্যান্য বিদ্যাতে মন নিবেশ করিতে হইল। ভূম্যাদি যাহা ছিল তাহাতে পরিবারের ব্যয় নির্বাহ হইত না, এ জন্য কিঞ্চিৎ বাণিজ্য করিয়া পিতার ঋণ পরিশোধনানন্তর যৎকিঞ্চিৎ সঙ্গতি করিয়াছি। এই অবকাশে ভ্রমণার্থে আসিয়াছি, ভাগ্য ক্রমে আপনাদিগের সহিত পরিচয় হইল।

নিত্যানন্দ ও সদানন্দ এই কথা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন ও বলিলেন আপনাদিগের দর্শনে পাপ বিমোচন হয়,—আপনারা যেখানে গমন করেন সেই স্থান পবিত্র করেন।

প্রেমানন্দ—হে আনন্দময়! তোমার অপার মহিমা দর্শনে, ধ্যানে এবং প্রিয় কার্য সাধনে যে আনন্দ সে আনন্দে যেন আমরা চির আনন্দিত থাকি।

১০ অধ্যায়। গল্পের শেষ।

রাগিণী বারোঁয়া—তাল ঠুংরি।

ওহে কেন অচেতন।

•জাননা কি কালান্তরে লোকান্তরে গমন।

কেন অলস, বিলাস, কেন লালসা অভ্যাস, কেন নিশ্বাস বিশ্বাস, প্রকাশ সার চিন্তন।
কেন হে ভৌতিকামোদ, কেন মদে গদ গদ, কেন ত্যজ সারস্বাদ, সর্বশান্তি ব্রহ্মজ্ঞান।
কেন বাহ্য আড়ম্বর, কেন অসারে তৎপর, কেন সেই পরাৎপর, না কর হৃদয় ধন। গীতাঙ্কুর।

থরহরি কম্প ও ওলট পালটের দল আগ্রাতে উপস্থিত। ইহারা ভূমি হইতে কড়ি কাঠ পর্যন্ত লম্ফে উঠেন ও যখন পড়েন তখন পৃথিবী থরহরি শব্দে কম্পান্বিত, এ জন্য এই নামে ইহারা বিখ্যাত। ভবশঙ্করবাবু জরির তাজ মস্তকে দিয়া প্রকৃত চন্দ্রশেখর হইয়া বসিয়াছেন। হরিবাবু নরিবাবু প্রাণবাবু প্রসাদবাবু মহামারী রব করিতেছেন। কখন উল্লম্ফন, কখন প্রলম্ফন, কখন ডিগবাজি, কখনও চর্কি ঘোরণ। ভবশঙ্কর অতি ভদ্র মাতাল, একাসনে যোগারূঢ় হইয়া ঢাল্‌ছেন, ঢক ঢক করিয়া খাচ্ছেন ও বল্‌ছেন—"তোমরা ভদ্র হও, তোমরা ভদ্র হও"। সঙ্গী বাবুরা উত্তর করিতেছেন—আপনি একটু বিলম্ব করুন—আমরা শীঘ্র ভদ্র হইব, এই বলিয়া তুই এক বীর বীরভদ্রের লম্ফে ভবশঙ্করবাবুর স্কন্ধদেশে আরোহণ করিলেন। যেমন বিদুরের মৃত্যুর পর যুধিষ্ঠিরের ভার বৃদ্ধি হইয়াছিল, তেমনি ভবশঙ্কর ভারাক্রান্ত হইয়া অচিরাৎ ভূমিসাৎ হইলেন ও স্কন্ধা বাবুরা পতিত হইয়া পতিত অপযশ নিবারাণার্থে পরস্পর ধরাধরি করিয়া টল টল ঢল ঢল ভাবে জড়াজড়ি হইয়া থাকিলেন। সকলেরই প্রতিজ্ঞা ছিল যে এই আমোদ দ্বার রুদ্ধ করিয়া পর্যবসান হইবে কিন্তু ঢলাঢলির বৃদ্ধিতে সে প্রতিজ্ঞার প্রতিজ্ঞা রহিল না—তাঁহারা সকলে মেরোয়া হইয়া সরে রাস্তায় আসিয়া ভয়ানক গোলযোগ করিতে আরম্ভ করিলেন। কুকুর ডাকিলে কুকুর ডাক ডাকেন—গাড়ি চলিতে দেখিলে গাড়ির গমনের শব্দ করেন—সপ্ত স্বরের তারতম্য নানা প্রকারে নিঃসৃত হইতেছে ও হস্ত পদাদি যত দূর তাল মান রক্ষা করিতে পারে তাহার কিছুই ক্রটী হইতেছে না। তাল বেতাল তুয়েরই অবলম্বন—কখন তাল কখন বেতাল ও পথিককে নিকটে পাইলে তাল বেতালের ন্যায় ভাদ্র মাসের পাকা তালের শব্দে তাহার ঘাড়ের উপর পড়েন। এই রূপ ভ্রান্ত অশান্ত ও নিতান্ত তুরন্ত ব্যবহার দেখিয়া সহর কোতয়াল কৃতান্ত স্বরূপ আসিয়া বাবুদিগকে ধৃত করিলেন—বিস্তর ধস্তা ধস্তি, তেরি মেরির পরে বাবুরা থানাতে আনীত হইয়া এক পার্শ্বে পঞ্চ-পাণ্ডবের ন্যায় রাত্রি যাপন করিতে লাগিলেন। যেমন কৃষ্ণ বিগত হইলে অর্জুন গাণ্ডীব উত্তোলনে অসক্ত হয়েন, তেমনি বোতলাভাবে তাহাদিগের বীরত্ব আর

প্রকাশ হইল না, উদরে যাহা ছিল তাহার গুণে সকলের চক্ষু অর্দ্ধ নিমীলিত থাকিয়া পরস্পরের প্রতি ঝিম্‌কিনি ভাবে পতিত হইতে লাগিল।

অরুণোদয়। ডিমিকি ডিমিকি শব্দে নহবত বাজিতেছে। মোল্লারা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া "আল্লাহো, আক্‌বর" বলিয়া নমাজ করিতেছে। যে স্থানে ভগবানের নাম সেই স্থানই পবিত্র। তাজমহলের উদ্যান ও ফোয়ারার কিবা শোভা! বৃক্ষ সকল শ্রেণী-পূর্বক রোপিত, পল্লব ও পত্র যেন গুম্বজের ন্যায় ছেদিত, তদুপরে অরুণ আভা পতিত, ও চতুষ্পার্শ্বে সুগন্ধি লতা বিস্তৃত। শ্বেতপ্রস্তরে তাজমহল নির্মিত, ভিতরে নানা বর্ণ পাথরের ফুলে ও নক্সায় সুসজ্জিত, চিত্রিত ও শোভিত—মধ্য-স্থলে শাজাহান ও নুরজাহানের সমাধি স্থাপিত। মুসলমান রাজাদিগের লক্ষ্যই বহুমূল্য সমাধি, এজন্য তাহারা অকাতরে ব্যয় করিতেন; কিন্তু এখানে সমাধির জন্য অপূর্ব অট্টালিকায় কি হইতে পারে? লোকান্তরের অপূর্ব স্থানই জীবনের উদ্দেশ্য। তাজমহল নিরীক্ষণ করিয়া জ্ঞানানন্দ অনুজ ও আত্মীয়দিগের সহিত গমন করিতেছেন। ব্রিগেডিয়ার ট্রুপ অতি ভদ্র, মিষ্টভাষী ও ধর্মপরায়ণ—তিনি তাঁহাদিগকে দেখিয়া আলাপনান্তর কেল্লার ভিতরে লইয়া গেলেন ও সেখানে আকবরশা কৃত অপূর্ব পুরী প্রদর্শন করাইলেন। ইতিমধ্যে একজন ইংরাজ আসিয়া সংবাদ দিল যে কল্য রাত্রে পঞ্চ জন বাবু মাতোয়ালা হইয়া থানায় আটক আছে। জ্ঞানানন্দ অনুরোধ করাতে সাহেব তাঁহাদিগের সহিত থানায় আসিয়া দেখিলেন যে পঞ্চ জন বাবু গলাগলি করিয়া বসিয়া আছেন, দুই এক জনের জ্ঞান শূন্য ও যাঁহারা শূন্যে গমন করেন না তাঁহাদিগের মধ্যে এক জন লজ্জায় মুখে কাপড় দিয়া মিট মিট করিয়া দেখিতেছেন এবং মৃদু স্বরে ভৈঁরো রাগ আলাপ করিতেছেন।

মহাশয়রা কে? মহাশয়রা কে? উত্তরই নাই। আমরা আপনাদিগের খালাস করিতে আসিয়াছি। অমনি ভবশঙ্কর কুণ্ঠিত হইয়া লুণ্ঠিত তাজ মস্তকে ধারণ করত গোঁফ, ভ্রূ ও নাসিকায় হস্ত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—আজ্ঞা আমরা সকলে ভদ্র সন্তান, দৈব যোগে এ বিপদ, পুরুষের দশ দশা!

রামানন্দ—দশ দশা হলে তো বাঁচতাম—তোমাদের যে কত দশা তা বলিতে পারি না।

ভবশঙ্কর—আর গঞ্জনা কেন দেও; (চক্ষু মট্‌কিয়া) এক্ষণে শীঘ্র কর্ম শেষ কর।

জ্ঞানানন্দের অনুরোধে ও সাহেবের আদেশে পঞ্চ জন মাতাল বাবুরা খালাস পাইয়া একত্র হইয়া যেন মরালদলের ন্যায় চলিলেন। কিঞ্চিৎ দূর যাইয়া চীৎকার

করিয়া এক ঠুংরির টপ্পা ধরিলেন। জ্ঞানানন্দ বলিলেন ইহাদিগের অনুতাপের বিলম্ব অনেক, এক্ষণে রোগের যৌবনাবস্থা, হ্রী কিছুমাত্র উদয় হয় নাই।

পর দিন প্রভাতে সিকান্দ্রাবাদ সম্মুখে। চতুর্দিকে উদ্যান—অট্টালিকার ভিতর আকবরশার সমাধি, কিন্তু বহু মূল্য সমাধি নির্মিত হইলে কি ঐ স্থানে আত্মা আটক থাকিতে পারে? আত্মা স্ব স্থানে গমন করে। প্রস্তরে নির্মিত সমাধিরও-কালেতে সমাধি হইবে। যে পদার্থ উর্দ্ধে গমন করে তাহারই সমাধি নাই।

মথুরা দৃষ্টিগোচর হইতেছে—ঐ উচ্চ ভূমির উপরে কংশ বধ হইয়াছিল—ঐ বিশ্রাম ঘাটে কৃষ্ণ বিশ্রাম করিয়াছিলেন, কিন্তু বিশ্রাম ঘাটে কচ্ছপের ক্ষণমাত্র বিশ্রাম নাই, অহোরাত্র কিল্ কিল্ করিতেছে। মথুরায় বৈষ্ণব ধর্মের উদয় ও বৃন্দাবনের ঐ ধর্মের মধ্যাহ্ন কাল। প্রথমেই গোবিন্দজির মন্দির—মন্দিরের চূড়া কোথায়? যবন রাজা কর্তৃক ভগ্ন। মুসলমান রাজারা হিন্দু ধর্মের প্রাদুর্ভাব দেখিতে পারিতেন না, একারণ বলপূর্বক উন্মূলন করিতে চেষ্টা করিতেন। বল দ্বারা কোন ধর্মই বিস্তৃত বা নির্মূলিত হয় না। ছলও ধর্ম বিস্তারক বা সংহারক হইতে পারে না। যাহা সত্য তাহা কেবল প্রেম বলে প্রাপ্য ও বল ছল লোভ বা ভয় দ্বারা আনীত ও বিস্তৃত হইলেও সে সত্য সত্যস্বরূপ গৃহীত হয় না।

এই বিখ্যাত বৃন্দাবন। জন্মাষ্টমী উদিত—আনন্দের পরিসীমা নাই। ব্রজবাসী-দিগের বিলাসের অন্ত নাই—কাকবিলাসী—ভোগবিলাসী—সর্বনাশীতে শর্বনাশ করিয়া ও রক্ত নয়ন হইয়া মৃদঙ্গ বীণা ও নানা যন্ত্রের সহিত সংগীতে মগ্ন। রাজ-মার্গে মঙ্গললাজ বর্ষিত। স্থানে স্থানে নিশান পতাকা উড্ডীয়মান হইতেছে—স্থানে স্থানে তুরী ভেরী ও ডঙ্কার শব্দে স্তব্ধ করিতেছে—স্থানে স্থানে গোপাঙ্গ-নারা হরিদ্রায় আরক্ত হইয়া সকল বিরক্তি বিসর্জনার্থে যমুনায় গমন করিতেছে—স্থানে স্থানে ব্রজবালক কর্দম ও দধিতে আবৃত হইয়া মসীযুক্ত বদন ও কল্পিত গোঁফ প্রদর্শনে উপযাচক হইতেছে—স্থানে স্থানে আম্র শাখা ও পুষ্পমালার বৃষ্টি—গায়ক গান করিতেছে, নর্তক নাচিতেছে, বাদক বাজাইতেছে, ভট্ট স্তুতি পাঠ করিতেছে—স্থানে স্থানে কাঁসর, ঝাঁঝর, ঘণ্টা, করতাল ও জগঝম্প যেন মেদিনীকে লম্ফ করাইতেছে—স্থানে স্থানে এত বানরের সমাগম যে বোধ হয় পুনর্বার রাম রাবণের যুদ্ধ উপস্থিত। কি নগর কি গ্রাম কি বন কি উপবন সর্ব স্থানেই আনন্দের স্রোত বহিতেছে। হর্ষের কোলাহলে পশু পক্ষীও হর্ষিত। প্রেম ও আনন্দ বিদ্যুতীয় পদার্থের ন্যায়, উদয় হইবা মাত্রেই প্রেরিত হয় এবং এক অন্য-কে প্রেরণ করে।

রাগিণী ঝিঁজিট।—তাল আড়া।

ওরে বৃন্দাবনের লোক। দেখারে আমাকে তোরা আলোকের আলোক॥
যদুপতি, ব্রজপতি, কভু নহে সে মূরতি, দেখারে সে হৃদিপতি, ভূলোক, দ্যুলোক।
দিবাবসান। যমুনার পুলিনে কি অপূর্ব প্রস্তর নির্মিত অট্টালিকা ও সোপানের লহরী! দিগ, ভরতপুর, জয়পুর ও অন্যান্য দেশের রাজারা বহু ব্যয়ে এই সকল কীর্তি করিয়াছেন। জ্ঞানানন্দ অনুজ, শিষ্য ও বন্ধুদ্বয় লইয়া ভ্রমণ করিতেছেন ভ্রমণের শেষ নাই, ভ্রমিতে ভ্রমিতে ভ্রমি যাইতে হয়, তথাচ নূতন নূতন দৃশ্য দর্শনোদ্ভব আহ্লাদ কে সহজে পরিত্যাগ করে? এক প্রস্তর নির্মিত উচ্চ গৃহে প্রবেশানন্তর তাঁহারা দেখিলেন সে গৃহের অনেক ঘর কিন্তু শূন্য। একতালা, দোতালা, তেতালায় উঠিয়া দেখেন অতি নির্জন স্থান—কোলাহল কিছু মাত্র নাই, ঊর্ধ্বে নবাভ্র বেষ্টিত আকাশ, অস্তমিত দিনমণির চিত্র বিচিত্র জ্যোতি নৃত্য করিতেছে। একটী শূন্য গৃহে একটী শ্বেতবসনা, অলঙ্কারশূন্যা, শান্তবদনা মহিলা ধ্যানাবস্থায় বসিয়াছেন ও এক এক বার রোদন করিতেছেন। ঐ স্ত্রীলোকের প্রকৃতি দেখিয়া তাঁহারা সকলে চমৎকৃত হইলেন জ্ঞানানন্দ নিকটবর্তী না হইয়া সঙ্গিগণকে বলিলেন—ঈশ্বর কি রমণীয়! যে আত্মাতে বিশেষ রূপে সপ্রকাশ সে আত্মার কি সৌন্দর্য! দেখ এই নারীর বসন সামান্য—ভূষণ কিছু মাত্র নাই কিন্তু আত্মার জ্যোতিতে তাঁহার কি শ্রী! ইহাঁকে দেখিয়া আমার ভক্তি উদয় হইতেছে, আমি ইহার নিকটে যাই। এই বলিয়া জ্ঞানানন্দ সন্নিকট হইলেন ও নিরীক্ষণ করিয়া চেন চেন করেন কিন্তু চিনিতে পারেন না। ঐ পুণ্যবতীর পুণ্য তেজেতে অভিভূত হইয়া জ্ঞানানন্দ দাঁড়াইয়া আছেন, এমত সময়ে ঐ নারী নয়ন উন্মীলন করিয়া তাঁহাকে দেখিয়া একটু চমকিয়া বলিলেন—বাবা! তোমাকে পাইয়া অমূল্য রত্ন লাভ করিলাম, আমার বাটী মুঙ্গেরে, আমি অমুকের মাতা, তোমার স্নেহ, উপদেশ ও সান্ত্বনা কখনই ভুলিব না। জ্ঞানানন্দ তৎক্ষণাৎ তাঁহার পদতলে পড়িয়া কাতর হইলেন ও বলিলেন—মা! তোমার এমন বেশ কেন? বাবা! পুত্রহীনা হইতে দেখিয়াছিলে, তাহার পর পতিহীনা হই—নিকটে কেহই অভিভাবক নাই, সকল বিষয় বিভব বিক্রয় করিয়া বৈরাগ্যে পূর্ণ হইয়া এই স্থানে আসিয়া কেবল ঈশ্বরের উপাসনা ও মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছি। এক এক বার অতিশয় ব্যাকুল হই, তখন তোমাকে মনে পড়ে ও মনে মনে বলি কোথায় গেলে জ্ঞানানন্দকে পাইব? অদ্য তোমাকে পাইয়া আমার আশা হইল, আমার সকল দুঃখ তোমার মুখ দেখে গেল। জ্ঞানানন্দ বাষ্পে পরিপূর্ণ হইয়া নয়নের বারি নিবারণ করিতে পারিলেন না ও বলিলেন পিতার বিয়োগ হইয়াছে, শুনিয়া বড়

দুঃখিত হইলাম কিন্তু ঈশ্বর যাহা করেন তাহাই মঙ্গল—তোমার আত্মা ক্রমে তাঁহাতে সংযুক্ত হইতেছে ও লোকান্তরে যে স্থান পাইবে তাহার ছায়া আত্মাতেই প্রেরিত হইতেছে। প্রাণধনের মাতা বলিলেন—বাবা! আমার পাপের সীমা নাই, তাহা না হইলে আমার এমন দশা কেন হইবে! জ্ঞানানন্দ উত্তর করিলেন—মা! এমন মনে করিও না—শোক দুঃখ যে পাপীর হয় তাহা নহে। শোক দুঃখ পুণ্যবানেরাও ভোগ করে এবং শোক দুঃখে পুণ্যবানেরা আরো পুণ্যবান্ হয়। অনন্তর অনুজ শিষ্য ও দুই জন আত্মীয়কে নিকটে আনিয়া ও আত্মীয়দিগের পরিচয় দিয়া জ্ঞানানন্দ বলিলেন—মা! আমরা সকলে মাতৃহীন, তুমি আমাদিগের সঙ্গে আইস যে আমরা সকলে তোমার প্রতি পুত্রের কার্য করি। সংসারে ধ্যানও চাই, কার্যও চাই—কার্যেতে ধ্যানের পক্বতা ও আনন্দের উদ্ভব, অতএব এক্ষণে তোমার যে কর্তব্য তাহা পরে বিধেয় হইবে। এই প্রস্তাবে প্রাণধনের মাতা সম্মত হইলে, তাঁহারা সকলে প্রয়াগে প্রত্যাগমন করিলেন।

রাগিণী ঝিঁজিট।—তাল আড়া।

কত পাইবে রতন। ওহে ধর্ম পরায়ণ। যখন হইবে মুক্ত শরীর বন্ধন।
প্রজ্বলিত অনুতাপ, নাশিয়াছে তব পাপ, এমন পুণ্যপ্রতাপ সুখেতে গমন।
দূরে যাবে রোগ শোক, সুখময় নানা লোক, শোভিত সত্য আলোক হবে দরশন।
কেহ না করিবে রোধ, নবিবাদ নবিরোধ, পরিহিত অনুরোধ, সদা বরিষণ।
কত দৃশ্য মনোহর, কত ধ্বনি সুখকর, কত গন্ধ মত্তকর, পাবে অনুক্ষণ।
যেমন হয়েছ নত, হইবে হে উন্নত, জ্ঞান প্রেমে ক্রমাগত, ক্রমশঃ বর্ধন।
দয়াল্ দেবতা যত, মিলিবে প্রফুল্লচিত, সংকীর্তন প্রেমামৃত, থাকিবে মগন।
দেখিবে হে নিরঞ্জন, সর্বতাপ বিমোচন, দুর্লভ হৃদয় ধন, রতন রতন। গীতাঙ্কুর।

নিত্যানন্দ বাবুর সাংঘাতিক গ্রহণী রোগ উপস্থিত—চিকিৎসা নানাবিধ হইতেছে, কিছুতেই সমতা হইতেছে না—পীড়ার দিন দিন বৃদ্ধি। ধার্মিকের মৃত্যুপীড়া নাই ও ধর্ম বল এমনি প্রবল যে রোগের বলকে দুর্বল করে। পরিবার ও আত্মীয় সকলেই ব্যস্ত ও চিন্তান্বিত—রোগী রোগের যন্ত্রণাতে মধ্যে মধ্যে কাতর কিন্তু আত্মার শান্তি জন্য পীড়ার কাতরতার খর্ব হইতেছে। কাল উপস্থিত এই জানিয়া নিত্যানন্দ বলিলেন—এত দিনের পর পক্ষী পিঞ্জর হইতে মুক্ত হইবে—রোগ, দুঃখ, শোক আর ভোগ করিতে হইবে না। যেপদার্থ উচ্চ ভাব ধারণ করিলে কুৎসিত বদনকেও সুন্দর করে, সে পদার্থ নব কলেবর ধারণ করিয়া অমৃতধামে

গমন করিবে—তবে বিয়োগ কোথায়? কোটি কোটি কীট ভূমিতে ও বৃক্ষেতে বিলগ্ন ও এক রাত্রির মধ্যেই তাহারা উর্দ্ধগতি। বিশ্বাসে আশাতে ও আনন্দেতে আমি পরিপূর্ণ। মৃত্যুতে আমার লাভ ও আনন্দ। যাঁহার স্নেহ ও প্রেম পাশে আমি এখানে বদ্ধ ছিলাম তাঁহারাই স্নেহ ও প্রেম পাশে চিরকাল বদ্ধ থাকিয়া জ্ঞান ও ধর্ম ভাল রূপ উপার্জন করিব। অশরীর অবস্থা শরীর অবস্থা অপেক্ষা জ্ঞান, ধর্ম ও আনন্দ লাভের কি উপযোগী। এখানে এই লাভের প্রারম্ভ, লোকান্তরে ইহার ক্রমশঃ বৃদ্ধি। আমা কর্তৃক অনেক পাপ কৃত হইয়াছে, তজ্জন্য আমি যথার্থ অনুতাপিত। যদি আমার আত্মাতে এক্ষণও মালিন্য থাকে তাহার জন্য যে উপদেশ, যে শাসন ও দণ্ড আবশ্যক তাহা অবশ্যই পাইব—তাহাতে আমার দুঃখ নাই—তাহাতে আমার সুখ। যখন আমার মঙ্গলময়ের ক্রোড়স্থ তখন কিছু ভাবনা নাই—কিছু ভয় নাই। যাহাই মঙ্গল তাহাই হইবে। এক্ষণে আমার পিতা ও মাতাকে সম্মুখে দেখিতেছি—মৃত্যুর বড় বিলম্ব নাই।

যেমন নদী তরঙ্গ বিহীন হইলে শান্ত মূর্তি ধারণ করে, যেমন আকাশ মেঘ শূন্য হইলে মনোরম হয়, তেমনি নিত্যানন্দের বদন প্রশান্ত হইতে লাগিল। কোন কোন পুষ্পের গন্ধ কেবল রাত্রিতে পাওয়া যায়। কোন কোন বদন মৃত্যু কালে পুণ্য জ্যোতি প্রকাশক হয়। রোগের চিহ্ন কিছু মাত্র নাই—কৃতান্তের বিকটতা কিছু মাত্র নাই—মোহের আকর্ষণ কিছু মাত্র নাই—সম্মুখে ধর্মপরায়ণা পত্নী—তাঁহার আত্মা যেন ঈশ্বরের চরণে বিলগ্ন—দুই কর সংযুক্ত হইয়া ভক্তি উপহার দিতেছে ও দুই বাষ্পাপ্লুত কুরঙ্গ নয়ন এই স্তোত্র প্রকাশক হইয়াছে—"নাথ! যাহা তোমার ইচ্ছা তাহাই হউক, এই অনাথিনীকে দয়া করিয়া পদতলে রাখিও"।

এদিকে সদানন্দ ও জ্ঞানানন্দ ও প্রেমানন্দ মস্তক নত ও ধৈর্য অবলম্বন করত গম্ভীর ও গদগদ স্বরে এই গাঁথা পাঠ করিতেছেন।

"তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং,
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ বিদম দেবং ভুবনেশমীড্যং॥"

নিত্যানন্দের আত্মা নিত্যানন্দ ধামে উড্ডীন হইল। আবাল, বৃদ্ধ, যুবক, যুবতী সকলেই হাহাকার করিতে লাগিল। যে ব্যক্তি ঈশ্বরপরায়ণ ও পর দুঃখে দুঃখী, পর সুখে সুখী তাঁহার বিয়োগ জগতের খেদজনক ও তাঁহার গুণ কে না কীর্তন করিবে?

স্থির হও গুণবতী পিতা পুত্র ভাই পতি, ব্রহ্মাণ্ডের তিনি পতি, ভাবহ তাঁহারে।
জগৎপতি করি পতি, হর স্বীয় দুর্গতি, পুনর্বার পাবে পতি, গেলে লোকান্তরে॥

গীতাঙ্কুর।

নিত্যানন্দবাবুর মৃত্যুর পরে সদানন্দ ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলেন—দাদা লোকান্তর গমনের পূর্বে বলিলেন যে পিতা ও মাতা তাঁহার সম্মুখে—এমত কেন কহিলেন? ডাক্তার উত্তর করিলেন ওটা খেয়াল। সদানন্দ কহিলেন খেয়াল কি রূপে বলিব তাঁহার তো বিকার কিছু মাত্র হয় নাই—কিছুতেই জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য দেখা যায় নাই। জ্ঞানানন্দ বলিলেন ডাক্তার যাহা অনুমান করেন তাহা নহে। মৃত্যুর প্রাক্‌কালে আত্মা পরলোক দৃষ্টি করে। যেমন ইহলোক অন্তর হয় তেমনি পরলোক সন্নিকর্ষ হয়। ডাক্তার একথা শুনিয়া পরিহাস করিলেন ও বলিলেন বায়ুর বিচিত্র গতি।

আত্মাতে জ্ঞান হইলেই বল হয় না। বল জন্য বিশ্বাসের আবশ্যক ও বিশ্বাসের জন্য পুনঃ পুনঃ ধ্যানের আবশ্যক এবং ধ্যানের সহিত ক্রিয়ারও আবশ্যক; এই সত্য জ্ঞানানন্দ বাক্যের কৌশলের দ্বারা ক্রমে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। একদা নিত্যানন্দবাবুর বনিতা ও প্রাণধনের মাতা দুই জনে বসিয়া সৎপ্রসঙ্গ করত স্বীয় স্বীয় শোক বিমোচন করিতেছেন, ইতি মধ্যে জ্ঞানানন্দ অনুজ ও সদানন্দকে লইয়া উপস্থিত হইলেন। মহিলাদ্বয় আপন আপন মস্তকের বসন টানিয়া তাঁহাদিগকে বসিবার জন্য আসন প্রদান করিলেন। জ্ঞানানন্দ বলিলেন—তোমরা দুই জনেই আমার মাতা—তোমাদিগের দুঃখ জন্য আমি যে দুঃখিত তাহা ব্যক্ত করিতে পারি না। কিন্তু ঈশ্বরের কার্য অদ্ভুত—একের সহিত অন্যের সংযোগ ও পরিণামে সকলই শুভ। আপনাদিগের দুই জনের একত্র হওয়া সামান্য ঘটনা নহে—আপনাদের পরস্পরের সহবাসে পরস্পরের দুঃখের খর্বতা ও ধর্ম আলোচনার বৃদ্ধি। আপনারা সামান্য স্ত্রীলোক নহেন যে শোক জন্য শয্যায় পড়িয়া ক্রমাগত চীৎকার করিবেন—আপনাদিগের যে জ্ঞানবল ও ধর্মবল তাহাতে যে ঘটনাই ঘটুক তাহাকে আত্মার উন্নতি সাধক অবশ্যই করিবেন —শোক যে কার্য জন্য প্রেরিত তাহা যদি সে কার্যে নিযুক্ত না হয়, তবে প্রেরকের অভিপ্রায়ের বিপরীত হইবে। মা! ঈশ্বরকে স্মরণ কর, আত্মার অবিনাশিত্ব স্মরণ কর, দিব্যধাম স্মরণ কর, জীবনের উদ্দেশ্য স্মরণ কর, ও আপন আপন শরীর ও আত্মা ভবতারকের পাদপদ্মে অর্পণ কর।

আত্মার বিশুদ্ধ ও পবিত্র ভাব ধ্যান দ্বারা অভ্যাস করা আত্মার উন্নতি সাধন বটে কিন্তু অনুষ্ঠান অবলম্বন না করিলে সেই ভাবের পক্বতা হয় না। জ্ঞান, ধ্যান, ভাব ও কার্য সকলের আবশ্যক। মহিলাদ্বয় বলিলেন, কি কার্য করিলে আমাদিগের পারলৌকিক মঙ্গল তাহার উপদেশ দেও—আমাদিগের পর কালের সুখই সুখ। জ্ঞানানন্দ বলিলেন—পরদুঃখ বিমোচন ও পরসুখ বিবর্ধন জীবনের

লক্ষ্য। ঈশ্বরের প্রতি প্রেম জন্মিলে সে প্রেম অন্যের প্রতি অবশ্যই বিস্তৃত হইবে, যদি কেবল আত্মাতে রুদ্ধ থাকে তবে প্রকৃত রূপ পরিচালিত হয় না। এক্ষণে এই বিবেচ্য যে অন্যের প্রতি প্রেম কি প্রকারে উত্তম রূপে বিস্তৃত হইতে পারে? অর্থ দান, বিদ্যা দান, ঔষধ দান, জল দান, আশ্রয় দান, পরামর্শ দান সকলই উত্তম বটে কিন্তু অন্যের পাপ বিমোচনে অসীম পুণ্য ও আপন আত্মার সদ্ভাব বিশেষ রূপ প্রস্ফুটিত হয়। এই স্থানে যে সকল ব্যাভিচারিণী আছে তাহাদিগের বালিকাদিগকে যদি আনয়ন পূর্বক ধর্ম উপদেশ দিতে পারেন তবে ধর্ম রাজ্যের বৃদ্ধি ও স্বর্গের ছায়া এখানে আকর্ষিত হইবে। কর্মের সহিত ফল সংযুক্ত। যে অন্যের ধর্ম বৃদ্ধি করে সে আপনার ধর্ম বৃদ্ধি করে। কার্যের ফল দেখিলেই ঈশ্বরের অভিপ্রায় জানা যায়। যে কার্যে সন্তোষ ও নির্মল আনন্দ সে কার্য করিতে ঈশ্বর আদেশ দেন—তাহাই তাঁহার অভিপ্রেত কার্য।

জ্ঞানানন্দ যাহা উপদেশ প্রদান করিলেন, তাহাই ধার্য হইল ও তিনি স্বয়ং এই শুভ কর্মের প্রণালী সকলই করিয়া দিলেন। নারী দ্বারা নারীগণ উত্তম রূপে শিক্ষিত হয়। উক্ত দুই ধর্মপরায়ণা নারীর নিষ্ঠা ও পবিত্র ভাব যাহা কার্য বিরহে আবদ্ধ ছিল তাহা এক্ষণে প্রকাশিত ও বিস্তৃত হইতে লাগিল। অভ্যাসেই ক্রমে উচ্চ অভ্যাস, দাতা গৃহীতা দুইয়ের উপকার। শরীর আবদ্ধ থাকিতে পারে না, আত্মাও আবদ্ধ থাকিতে পারে না। দুইয়েরই জন্য রঙ্গভূমি চাই। যেমন আত্মা উচ্চ হইবে তেমনি ঐ রঙ্গভূমির সীমার বৃদ্ধি হইবে—যাহা স্বভাবত তাহাই করিতে হইবে নতুবা স্থান সংকীর্ণতায় যেমন বৃক্ষ শীর্ণ হয় সেই রূপ আত্মা পেশিত, ঘর্ষিত, মর্দিত হইতে থাকে—বিকসিত প্রস্ফুটিত হইতে পারে না। বালিকাদিগকে ধর্ম উপদেশ প্রদানে মহৎ ফল হইতে লাগিল। সৎঅনুশীলনের বৃদ্ধি বিজ্ঞান শক্তির বৃদ্ধি জ্ঞেয় লাভের বৃদ্ধি আত্মাবৎ ভাবের বৃদ্ধি স্নেহ ও প্রেম —অভ্যাস ক্ষেত্রের বৃদ্ধি। আত্মার বৃত্তির ক্রমশঃ পরিতৃপ্তিতে আত্মার আনন্দ। এই আনন্দ উপভোগে ঐ দুই ধর্মপরায়ণা নারী কাল যাপন করেন—বালিকাদিগের ঐহিক ও পারত্রিক আরাম ও মঙ্গল কি প্রকারে হইবে এই তাঁহাদিগের সর্বদা চিন্তা ও সাধ্যানুসারে কি ব্যয় কি পরিশ্রমে কিছুতেই ক্রটি করেন না। কালেতে উদ্দেশ্যে সিদ্ধ হইতে লাগিল ও আপন আপন কন্যাদিগের পবিত্রতা শুনিয়া দুই এক জন ব্যাভিচারিণীও অনুতাপিত হইল। কিন্তু কোন কোন ইন্দ্রিয়সুখপরায়ণ ও পৌত্তলিক বাবুরা উপহাস করত বলাবলি করিতে লাগিলেন —ব্রহ্মজ্ঞানী বেটারা সর্বনাশ করলে—ব্রত গেল, নিয়ম গেল, তীর্থ গেল, উপবাস গেল, পুরাণ শুনা গেল, প্রতিমা পূজা গেল, এক্ষণে বেশ্যা কন্যাদের শিক্ষা দেওয়া-

তেই সব পুণ্য হইবে। যখন স্ত্রীলোকদিগেরও এই মত তখন আর হিন্দুধর্ম থাকে না। আবার সময়ে সময়ে ঐ সকল ব্যক্তিরা বলিত—যাহা বলি কহি, পর উপকার জন্ত এত ব্যয়, এত পরিশ্রম, এত একাগ্রতা কম কথা নহে—এমন কয় জনে করে? বৈকালে বালিকাগণ বাটীর উদ্যানে ভ্রমণ করিত। এক জন বালিকা আপনার মাতাকে রাস্তায় দেখিয়া স্নেহ ও দুঃখে পূর্ণ হইয়া বলিল—মা! আমাকে চিনিতে পার? তাহার মাতা বলিল—বাছা! তোমাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছি, কেন চিনিতে না পারিব? আহা তোমার মুখেতে কি নির্দোষতার আভা! তোমার বদন হেরিয়া আমি লজ্জা পাই। বালিকা বলিল—মা! জোড় হাতে একটি কথা বলি, মনেতে রাখিও। পবিত্র না হইলে পবিত্রতার আধারকে পাওয়া যায় না ও তাঁহাকে পাইলে যে সুখ সে সুখের তুল্য আর সুখ নাই। ঐ ব্যাভিচারিণী এই উপদেশে জাগ্রত হইয়া কন্তার নিকট মধ্যে মধ্যে রাস্তায় দাঁড়াইয়া দেখা করিত ও পরে পাপ হইতে ক্ষান্ত হইয়া শুদ্ধতা অবলম্বন করিল। একদা এক জন সুশিক্ষিতা বালিকা আপন পূর্ব বৃত্তান্ত স্মরণ পূর্বক ঐ ধর্মপরায়ণা নারীদ্বয়ের পদতলে পড়িয়া বলিল—আপনারা যাহা করিতেছেন তাহার ফল বিশেষ রূপে পরে পাইবেন। যেমন ঈশ্বর পুরীসকে শর্কর করেন, জীর্ণ শীর্ণ বস্তুকে সতেজ করেন, দুর্গন্ধকে সুগন্ধ করেন, পাপীকে তাপী করেন, তেমন আপনারা মলিন ও অপবিত্র বালিকাদিগকে পবিত্র করিতেছেন। যদি আপনারা না থাকিতেন তবে কি ভয়ানক জঘন্যতা প্রাপ্ত হইতাম! ধর্মপরায়ণা নারীদ্বয় বলিলেন—আমাদিগের সাধ্য কি আমরা অন্তকে পবিত্র করি—যিনি পবিত্রতায় অয়ন, যাঁহার নিকটে পবিত্রতার জন্য আমরা অহরহ প্রার্থনা করিতেছি, তিনিই সকলকেই পবিত্র করিতেছেন—তাঁহাকে স্মরণ করিয়া সকল মঙ্গল সাধন কর। দেখ আমরা যে অবস্থায় পতিত হইয়াছিলাম তাহাতে উন্মাদিনী হইতে হয়। পতি বিয়োগ ও পুত্র বিয়োগের ন্যায় আর যন্ত্রণা নাই ও যদিও এই শোকে কিয়ৎকাল দহ্যমান ছিলাম কিন্তু এই শোকেতেই আত্মা মন্থিত হয় ও ঐ মন্থনে এই চেতনা লাভ করিলাম যে কি করিলে ঈশ্বরকে লাভ করিব? যদি নিদারুণ শোকের এই ফল তবে ঈশ্বর কি মঙ্গলময়! অতএব প্রাণপণে তাঁহার পূজা কর ও তিনি যাহা প্রেরণ করেন তাহা মস্তক নত করিয়া গ্রহণ ও বহন কর। জ্ঞানানন্দ নিকটে ছিলেন, সদানন্দকে বলিলেন ঈশ্বরের কার্য কি চমৎকার! কি ঘটনায় কি ঘটনা উপস্থিত হয়! যখন বিদ্যুত চমকিয়া উঠে ও বজ্র পতিত হয় তখন বোধ হয় সৃষ্টি গেল-গেল কিন্তু বিদ্যুত ও বজ্রেতে বায়ুর নির্মলতার বৃদ্ধি ও নির্মল বায়ু জীবনের জীবন পোষয়িতা। যখন দুঃখ ও শোক উপস্থিত তখন বোধ হয়, এইবার সমূলে

উচ্ছিন্ন হইলাম কিন্তু দুঃখ ও শোক আত্মার কি প্রগাঢ় ও গম্ভীর ভাবের উত্থাপক ও প্রতিপালক ! যেরূপ মিষ্ট বাণী শ্রুত হইল, তাহাতে আশা প্রবল হইতেছে যে কালেতে এতদ্দেশীয় অঙ্গনাগণ জ্ঞানালোক ও প্রেমালোকে আলোকিত হইয়া ঈশ্বরের আজ্ঞা প্রতিপালনে ও তাঁহার প্রিয় কার্য সাধনে পুরুষের সহিত সংযুক্ত হইবেন এবং ঈশ্বরের প্রকৃত উপাসনাতে সর্ব গৃহ পবিত্র করিবেন। আমরা ভ্রমণ করিয়া অনেক লাভ করিলাম—এক্ষণে বাটী যাইতে ইচ্ছা হইতেছে, অতএব অনুগ্রহপূর্বক বিদায় দিন, যদি জীবিত থাকি তবে পুনর্বার আসিয়া সাক্ষাৎ করিব, আপনারা আমারদিগের পরম সুহৃদ। পরে সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া জ্ঞানানন্দ, প্রেমানন্দ ও রামানন্দ যাত্রা করিলেন—নিকটস্থ যাবতীয় লোক পশ্চাতে ধাবমান হইল। সকলের সহিত আদর ও স্নেহপূর্বক আলাপ করিয়া তাঁহারা গমন করিলেন। যেপর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইলেন সে পর্যন্ত সহস্র সহস্র লোক চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিল। বিদ্যালয়ের বালিকাদিগের কৃতজ্ঞতা নেত্রবারিতে প্রকাশ হইল। ধর্মপরায়ণা নারীদ্বয় শোকের আচ্ছন্নতা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। সদানন্দের হৃদয়ে ভ্রাতার বিয়োগ শোক জাগ্রত হইল। পরিবারস্থ ও পল্লীস্থ সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল—দুইটি ভাই কি চমৎকার! রূপ গুণে সম্পন্ন, বোধ হয় যে সত্য ও ধর্মের পতাকা হস্তে ধারণপূর্বক ঈশ্বরের রাজ্য বৃদ্ধি করিতে করিতে চলিয়াছেন। এরূপ লোক দুষ্প্রাপ্য।

জ্ঞানানন্দ ও প্রেমানন্দের গমনে অনেকের বিরহ দুঃখ ও তাপের উদ্দীপন হইল। যাহারা ভিন্নমতাবলম্বী তাহারাও ঐ ভ্রাতাদ্বয়ের গুণ কীর্তন করিতে লাগিলেন। সত্যেরই জয়—অসত্য ক্ষণিক স্থায়ী—সত্য চিরস্থায়ী। পথি মধ্যে রামানন্দ জ্ঞানানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন—মহাশয় যে ধর্ম বিস্তারপূর্বক বলিলেন, ইহার নাম কি ? জ্ঞানানন্দ উত্তর করিলেন নামেতে কিছু আইসে যায় না। জ্ঞানই মূল, ভাবই মূল, কার্যই মূল। আমি যে ধর্ম বিস্তারপূর্বক বলিয়াছি ইহা আত্মা বিনির্গত ধর্ম—যেমন আত্মা উচ্চ ও ঈশ্বরের সহিত সংযুক্ত হইবে তেমনি এ ধর্মের উচ্চতা প্রকাশ পাইবে। এই আত্মা বিনির্গত ধর্মের মাহাত্ম্যের সাক্ষ্য আত্মাই স্বয়ং প্রদান করে—শাব্দিক প্রমাণ, পাণ্ডিতিক টীকা বা কল্পিত প্রণালীর কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। এ ধর্ম বারি বায়ু ও রশ্মির ন্যায় প্রকৃত ও সকলের সেব্য ও প্রাপ্য। এই ধর্ম বিশ্বব্যাপক—স্বাভাবিক—শ্রেণীবদ্ধ হইতে পারে না। যদি কোন কারণ বশাৎ ইহা শ্রেণীবদ্ধ হয় তবে পরে স্বীয় স্বভাব জন্য ঐশ্বরিক ভাব ধারণাপূর্বক শ্রেণী নাশক ও সর্বব্যাপক অবশ্যই। দিবাকর পর্বতের পার্শ্বে উদিত হইলে সকলের দৃষ্টিগোচর হয় না কিন্তু পরে কে না দেখিতে পায় ? আত্মার প্রকৃত

ভাবেতেই এই ধর্মের প্রকাশ—ইহার গতি অদ্ভুত অথচ নিশ্চয়। প্রস্তর ভেদী বারির ন্যায় ইহার কার্য—আপনার আনুকূল্য আপনিই করে ও যে ধর্ম যিনিই অবলম্বন করুন তাহা শীঘ্র হউক বা বিলম্বে হউক, ইহকালে বা পরকালে হউক ইহার সোপান অবশ্যই হইবে। এ ধর্ম সমুদ্র স্বরূপ—অন্য অন্য ভিন্ন ভিন্ন নদ নদী স্বরূপ যত ধর্ম আছে তাহা কালেতে এই ধর্মেতে বিলীন হইবে। এই ধর্মই নিত্য ধর্ম—এইই সত্য ধর্ম—এইই ব্রাহ্ম ধর্ম।

শ্রীরাগ।—তাল কাওয়ালী।

প্রেম নগরে চল যাই। সেই প্রেমময় প্রেমেশ্বরের দিব হে দোহাই।
প্রেমেতে মগন হব, প্রেমামৃত পান করিব, প্রেমানন্দ হইয়া ভ্রমিব ঠাঁই ঠাঁই॥

অভেদী

অভেদী

১।—অন্বেষণচন্দ্রের বনে শিকার দর্শন, বন্য লোকদিগের সহিত আলাপ ও ধর্ম লক্ষণ চিন্তন।

অন্বেষণচন্দ্র, ভদ্র কুলোদ্ভব, তরুণ বয়সী, অতার্কিক মিতবাকী, শান্ত, জ্ঞান ও ধর্মানুরাগী, অন্বেষণার্থে ভ্রমণ করিতেছেন। অনতিদূরে নিবিড় বন—বৃহৎ২ বৃক্ষে অরণ্যবেষ্টিত, বন-ফুলের শোভা মনোহর—শ্বেত, পীত, নীল, হিঙ্গুল নানাবর্ণ ও নানাত্ব একত্রিত হইয়া বায়ুর সহিত আশ্লেষ করিতেছে। বন দৃশ্য কি চমৎকার, ও সাধুচিত্তে কি সদ্ভাব উৎপাদক! কি মধুর গাম্ভীর্য ও বৈকালিক কোমলতা! কিন্তু স্থৈর্য লক্ষীর ন্যায় চঞ্চলা। অল্প সময়ের মধ্যেই গজের গমনের গাঢ় শব্দ হইতে লাগিল। গজোপরি দুই জন নব্য মিলেটরি ও এক জন প্রাচীন পাদরি বসিয়াছেন। দুই জন মিলেটরি শার্দূল ও বরাহ শিকার জন্য দূরবীক্ষণ দ্বারা দূর-দৃষ্টি করিতেছেন—নিকটে বন্দুক, ছোরা, বর্ছা, বদনে চুরট—তাহার ধূমেতে ক্ষুদ্র মেঘোৎপত্তি, কিন্তু শৈশবাবস্থাতেই বিয়োগ। প্রাচীন পাদরি আমাদিগের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ন্যায়, যজন যাজন ও অধ্যাপনে নিপুণ, এক২ বার ভয়েতে ঈষৎ কম্পবান ও ভাবিতেছেন ব্যাঘ্র দেখিলে পাছে ভূমিসাৎ হই, শিকার কখন দেখি নাই এজন্য আসিয়াছি—দেখিয়া স্বদেশীয় বন্ধুবান্ধবের নিকট গল্প করিব, ও ইহার বর্ণনা পুস্তকে লিখিব, কিন্তু বুঝি অপঘাত মৃত্যু উপস্থিত। দুই জন মিলেটরি পাদরির রকম সকম দেখিয়া চখটেপাটেপি করিতেছেন, পাদরি তাহা বুঝিয়া বীর বদন ধারণার্থে নিমগ্ন। সকল ভাব বাহিরে প্রকাশ হয় না—মনের অনেক তরঙ্গ মুহ্যমান, তাহাদিগের জন্ম ও লয়ের ব্যবধান ব্যবধান মাত্র ও যাহা প্রকাশ তাহা বাহ্য কারণ হিল্লোলেই প্রকাশ। এজন্য সকলের সকল ভাব সকলে অনবগত। হস্তি মন্দ মন্দ গতিতে চলিয়াছে, শুণ্ড অর্দ্ধ উত্থিত—সাময়িক নিনাদ বন শান্তি বিঘ্নকর। ইত্যবসরে দূর হইতে আলম্-আলম্ শব্দ উঠিল, "ঐ এলোরে ঐ এলোরে" তাহার পর কর্ণগোচর হইল। অমনি কতগুলি বন্যলোক টিকারা ও কাড়ানাগড়া বাজাইয়া গান করিতে লাগিল "দাদা বাঘ মার্তে চল, দাদা বন-চাল্তের ফল"। বন্যদিগের হস্তি নাই, অশ্ব নাই, বন্দুক নাই, বর্ছা নাই, কেবল

খড়্গ ও তীর লইয়া অকুতোভয়ে শার্দূলের প্রতি ধাবমান হইল। দেখিবামাত্রেই ব্যাঘ্র লাঙ্গুল ল্যাগ ব্যাগ করিতে লাগিল ও চক্ষুপরি চক্ষু রাখিয়া বন্য লোকদিগের উপর লম্ফ দেয় এমত সময়ে তাহারা পুঞ্জ২ তীর মারিয়া ব্যাঘ্রকে ভেদ করিয়া খড়্গ দিয়া তাহার মুণ্ড ছেদন করিল ; সাহেবরা বন্যলোকদিগের পরাক্রম দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন ও শিকারার্থে গভীর বনে প্রবেশ করিলেন

অন্বেষণচন্দ্র দূর হইতে এই সকল দৃষ্টি করিয়া বন্যলোকদিগের নিকট উপনীত হইলেন।

তাহারা বলিল তুমি কে ?

অন্বেষণচন্দ্র উত্তর করিলেন আমি ভ্রমণকারী, তোমাদিগের সাহস দেখিয়া অশ্চর্যান্বিত হইয়াছি।

বন্য লোকেরা বলিল মহাশয় ! আমরা এরূপ কর্ম নিত্য করিয়া থাকি—মনের বাঘই ভয়ানক—বনের বাঘ ভয়ানক নয়, সহজেই মারা যায়। রাত্রি হইল, আমাদিগের বাটী পর্বতের উপর, সেখানে আসিয়া অবস্থিতি করুন, কল্য প্রাতে যাইবেন।

অন্বেষণচন্দ্র তাহাতে সম্মত হইয়া তাহাদিগের সহিত পর্বতোপরি আরোহণ করিয়া কয়েক খানি সুনির্মিত কুটীর দেখিলেন। তিনি উপস্থিত হইবা মাত্রেই অন্যান্য পার্বতিয়েরা ও তাহাদিগের অঙ্গনাগণ নিকটে আসিয়া যথেষ্ট সমাদর ও আতিথ্যপূর্বক তাঁহাকে নানা ফল ও সুগন্ধি বারি প্রদান করিল তিনি তাহা ভক্ষণ ও পান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন এখানে অনেক পরিবার দেখিতেছি—তোমাদিগের বিবাদ উপস্থিত হইলে কি প্রকারে নিষ্পত্তি হয় ? এক জন প্রাচীন বলিল—আমরা সকলেই চাষ করি ও আপন২ পরিশ্রমে যাহা উপার্জন করি তাহাতেই জীবিকা নির্বাহ হয়, পরস্পর কাহার সহিত বিরোধ হয় না, সত্য ব্যতিরেকে অন্য বাক্য কহি না ও কি পুরুষ কি স্ত্রী ভ্রষ্টাচার যে কি তাহা জানে না, এজন্য সকলে পরম সুখী আছি ও আমরা সকলেই ঈশ্বর উপাসক, তাঁহাকে সর্বদা মনে মনে ভাবিয়া বলি যে লোভ ও পাপে পতিত না হই।

অন্বেষণচন্দ্র বন্য লোকদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় পরিতৃপ্ত হইলেন ও ভাবিলেন যে ইহারা বন্য বটে এবং অসভ্য বলিয়া গণ্য, কিন্তু সভ্যদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—যাহারা যত জিতেন্দ্রিয় তাহারাই তো তত প্রকৃত ধার্মিক, এক্ষণে অন্বেষণ করিয়া সার উপদেশ গ্রহণ করিতে হইবেক। পুস্তক পাঠ উদ্বোধক কিন্তু সকল সদ্ভাব স্থায়ী নহে, মানব স্বভাব দর্শনে নিগূঢ় তত্ত্ব পাওয়া যায়। নির্জন স্থানে বাস করিয়া ধ্যান ও ধারণা আত্মার উন্নতির কারণ বটে, কিন্তু

অভ্যাসের অগ্রে জীবনের সার লক্ষ্য স্থির করা কর্তব্য। নানা গ্রন্থ পাঠে ও নানারূপ উপদেশে আত্মা পরিপূরিত—কি গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য—কি সাধ্য কি অসাধ্য—তাহা নিগূঢ় চিন্তা ও আত্মপরীক্ষার দ্বারা নির্ণয় করা আবশ্যক। পর দিবস অরুণোদয়ে তিনি বিদায় লইয়া পর্বতের নিম্নে আসিয়া মন্দ২ সমীরণ সেবন করতঃ চলিলেন।

২।—সহমরণ—আত্মবিষয় চিন্তন।

নদীর নিকটে কি কোলাহল! অনেক লোকের আগমন। আবাল, বৃদ্ধ সকলেই বিমোহিত ও রোরুদ্যমান। একটি বহু শাখাযুক্ত অশ্বথ বৃক্ষের নিম্নে খট্টোপরি শব রহিয়াছে, তাহার পদতলে রূপলাবণ্যযুক্তা, ঊর্দ্ধনয়নী, পট্টবস্ত্র পরিধায়িনী, সিন্দূর জ্যোতিরলঙ্কৃতা ও বটশাখা কর-গ্রাহিণী এক রমণী বসিয়া আছেন। নিকটে দুইটি শিশু রোদন পূর্বক বলিতেছে—মা! পিতার শোকে আমাদের প্রাণ যায়, তুমি সহমরণ গেলে আমরা কোথা যাব? মাতা এই হৃদয়ভেদী বিলাপে মুগ্ধ না হইয়া সন্তানদিগের মুখ চুম্বন করত বলিলেন, পরমেশ্বরের অসীম কৃপাতে তোমরা অনেকের নিকট পিতা মাতার স্নেহ পাইবে—স্থির হও, রোদন করিও না। পরে অনেকে নিকটে আসিয়া ঐ স্ত্রীলোককে নানা প্রকার বুঝাইলেন, কিন্তু তিনি কিছুই উত্তর না দিয়া করযোড়ে ঊর্দ্ধ দৃষ্টে থাকিলেন নিকটস্থ লোকদিগের বোধ হইল যে তাঁহার আত্মা বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক ভাব বলে শরীর হইতে স্বতন্ত্র হইয়াছে—আত্মাতে বাহ্য ভাব কিছুই প্রেরিত হইতেছে না। অল্প কাল পরে শব স্নাত হইলে তিনি প্রদক্ষিণ করিয়া হরিনামের ধ্বনি করত মৃত ভর্তার চিতায় আরূঢ় হইয়া যেন স্বর্গলাভ করিলেন। রমণীর জীবিত শরীর মৃত স্বামির শরীরের সহিত দগ্ধ হইতে লাগিল—দেহ স্থৈর্যে সম্পূর্ণ—দুই হস্ত সংযুক্ত—বদন ঈষদ্ধাস্যান্বিত—নয়ন সমাধিতে আবৃত ও যদবধি আত্মা শরীর হইতে পৃথক না হইল তদবধি তাঁহার পবিত্র রসনার হরিনাম সকলের শান্তি-দায়ক হইয়াছিল।

অন্বেষণচন্দ্র এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া আত্মবিচার করিতে লাগিলেন। সক্রেটিস মৃত্যু কালীন মৃত্যুঞ্জয় হইয়া শান্তচিত্তে বিষপান করিয়া-ছিলেন। ক্রাইষ্টও অন্তিম কালে বৈরিভাব বিসর্জনপূর্বক শান্তভাব ধারণ করেন, কিন্তু মৃত্যু যন্ত্রণা বৃদ্ধি হইলে তিনিও ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস না রক্ষা করিতে পারিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়াছিলেন—পিতঃ! আমাকে তুমি কি ত্যাগ করিলে? রণস্থলে বীরেরাও মৃত্যুকে ঘৃণা করিয়া প্রাণদান করিয়া থাকে ও

অনেক ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিরাও ধর্মবলে মৃত্যুপাশ বন্ধন হইতে মুক্ত হয়েন, কিন্তু এ রমণীর ন্যায় আধ্যাত্মিক বল অসাধারণ। মত্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করা ও স্বেচ্ছা-পূর্বক দগ্ধ হইয়া শান্তভাবে দেহ বিনাশ করা ভিন্ন ব্যাপার। সকল বীরত্ব অপেক্ষা এ বীরত্ব শ্রেষ্ঠ, কিন্তু এ কিরূপে জন্মে? অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তি, অনেক বিদ্যা বিষারদ লোক বলেন আত্মা নাই—মরণেতেই জীবনের বিনাশ, জীবন কেবল শারীরিক কার্যের নিয়ামক। আত্মা কখন কাহারো সমীপে দৃষ্ট হয় নাই ও যাহা চাক্ষুষ নহে তাহা অবিশ্বাস্য। সকল শাস্ত্রে আত্মার অমরত্ব উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু সে কেবল লোক যাত্রা নির্বাহের জন্য। আত্মার অবিনাশত্ব স্বীকার না করিলে অত্যাচারের বৃদ্ধি, বাস্তবিক এ বিষয় কেহই সংস্থাপন করিতে পারে না, এবং আচার্যেরাও শাব্দিক অনুমেয় ও উপমেয় প্রমাণ ব্যতিরেকে অন্য প্রকার বুঝাইয়া দিতে পারেন না। শিষ্যও পাছে নাস্তিক বলিয়া গণ্য হয় এই ভয় প্রযুক্ত অধিক জিজ্ঞাসা করিতে পারে না কিন্তু এ বিষয়টি নির্ণয় করা অতিশয় আবশ্যক। যদি এই অনুসন্ধানে বিশেষ আলোক পাওয়া যায় তবে ঈশ্বরের প্রকৃত অভিপ্রায় নিশ্চয় হইবে তাহা না হইলে সকল উপদেশই যাহা সত্য ও ধর্ম বলিয়া গ্রাহ্য হইতেছে তাহা দুর্বল সংস্কারাধীন ও এই কারণেই এত মতান্তর, বিবাদ, কলহ ও দলাদলি হইতেছে। অনেক পড়িয়াছি, অনেক চিন্তা করিয়াছি, কিন্তু কিছুই অন্ত পাই না। যাহার নিকট জিজ্ঞাসা করি তিনি আপন মত প্রকাশ করেন। তন্ন তন্ন করিতে গেলে ঐ মত ধূমবৎ বোধ হয়। দেখি ঈশ্বর যা করেন অন্বেষণ করিতে ত্রুটী করিব না।

৩।—পিঙ্গলা গ্রামে লালবুঝ্‌কড়ের স্বভাব বর্ণন;
ধর্ম বিষয়ে দলাদলি।

পিঙ্গলা গ্রামে লালবুঝ্‌কড় নামে এক জন ধড়িবাজ লোক ছিলেন। তাঁহার পশ্চিম দেশে জন্ম ও সৌদাবাদে অনেক দিবস অবস্থিতি এজন্য তাঁহার কথা জারজত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল—যাহা কহিতেন তাহা অর্দ্ধেক হিন্দি ও অর্দ্ধেক সৌদাবাদি। লোকটী সাম্প্রদায়িক কিন্তু আপন অভিপ্রায় কি তাহা ডুবুরি ডুবিলেও অন্দি সন্দি পাইত না। সর্বদাই ইজের ও চাপকান পরা ও লাট্ট্যদার পাগ্‌ড়ি মাথায়, হাতে হরিনামের মালা, সকল কথাতেই রাজা উজির মার্‌তেন, সকল কর্মেতেই ডিক্‌রি ডিস্‌মিস্ কর্‌তেন, আর সর্বদাই পূর্ব কালের মাহাত্ম্য বর্ণন করত বলিতেন, "আরে আখোন কি আছে—আগে তবলার চাটি, ঘোড়ার চিঁহি, লুচি পুরির খচাখচ, আখোন এ গলিতে ছুঁছার ডাক ও গলিতে পুছার

ডাক”। নিকটস্থ কেহই সম্পূর্ণরূপে কোন কথা সাঙ্গ করিতে পারিত না। কথা আরম্ভ করিলেই, তিনি বলিতেন আরে রহ মশাই, তুমি ঝান কি? বিদ্যা সম্বন্ধীয় অথবা ধর্ম বিষয়ক কি আদালত সংক্রান্ত প্রস্তাব হইলে, তিনি অমনি হুমড়ি খেয়ে পড়ে বেহুদা বক্‌তেন ও সকলেই নিরস্ত হইয়া সুপারি ধরিয়া থাকিত। তাঁহার নাম পরমানন্দ, কিন্তু তাঁহার বাকচতুরতা ও সব বিষয়েতে ঠোকরমারা জন্য গ্রামস্থ সকলে তাঁহাকে লালবুঝ্‌কড়্‌ বলিয়া ডাকিত ও তিনিও আত্মগৌরব সংস্কার বশতঃ তাহাতে তুষ্ট হইতেন। যেখানেই কোন কঠিন প্রশ্ন হইত সেখানেই লোকে উপেক্ষা করিয়া বলিত এ প্রশ্নের সিদ্ধান্ত লালবুঝ্‌কড়্‌ বই আর কে করিবে? লালবুঝ্‌কড়্‌ কোন বিষয়েই পিচ্‌পা হইতেন না। জ্যোতিষ, হাত দেখা, কোষ্ঠির ফলাফল বলা, দৈবকার্য করা, রোজাগিরি কর্ম, ভূত নাবান, বন্ধ্যাদিগের ঔষধি দেওয়া এ সকলই তাঁহার কণ্ঠস্থ, সর্বদাই এক রকম না এক রকমে ব্যস্ত যেন অহরহ লাটিমের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেন। কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই তাঁহাকে মান্য করিত—সংসারে বাহ্য চটকে কি না হয়? যাহার হুপ আর বুক তাহারি জয়। এই রূপে কিছু কাল যায়। এক দিবস দুই জন ইতর লোক প্রচুর সুরাপান করিয়া বিবাদ করিতেছে। এক জন বলিতেছে বৃক্ষ বড়, এক জন বলিতেছে পাতা বড়। হাতাহাতি হইবার উপক্রম —এমত সময় অন্য এক জন পড়িয়া বলিল তোমাদের বিবাদ ভঞ্জনার্থে লালবুঝ্‌-কড়ের নিকট যাও অমনি তাহারা টলতে টলতে আসিয়া বলিল ওগো বোঝা কড়ি মশাই! ঘরে আছ গো? এরূপ সম্ভাষে লালবুঝ্‌কড়্‌ কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া বলিল হারে তোরা কি মাংছিস? তাহারা মদভরে অঙ্গ কাঁপাইয়া বলিল— মোর বাপের ঠাকুর বলত বিক্ষ বড় না পাতা বড়? লালবুঝ্‌কড়্‌ বলিল ঝা বেটারা, ঝা বৃক্ষ বড়। ঐ দুই জনের মধ্যে এক জন বলিল তবে বাবা তোমার মুখে ছাই দি। মানপাতা কি মোর বাপ? তার যে পাতা বড়। তোমার এই মোড়লি? ছি! ছি! লালবুঝ্‌কড়্‌ পাছে আপনার অপাণ্ডিত্য লেশ মাত্র প্রকাশ প্রায়, এজন্য অমনি হুম্‌কে উঠে ঝা বেটারা, ঝা বেটারা, বলিয়া তাহাদিগের বাহির করিয়া দিলেন। গ্রামে নানা প্রকার লোক নানা মতাবলম্বী। স্থানে স্থানে দলে বিভক্ত ও যেখানে দল সেখানেই দলীয় ভাব সম্পূর্ণ ও দল ভাবই ঈশ্বর জ্ঞান। যাহারা যে দলস্থ তাহারা আপন মত ও বিশ্বাস প্রকৃত সত্য জ্ঞান করে ও ঐ মত ও বিশ্বাস রক্ষা ও বিস্তার জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। এই কারণ এক দল অন্য দলের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রকাশ করে ও মনে করে যে সত্য ও ধর্ম কেবল তাহাদিগের হস্তে। গ্রামেতে পৌত্তলিক, ব্রাহ্ম ও উন্নত ব্রাহ্ম

ধর্ম প্রচার হইতেছে, মোসলমান দিগের মস্জিদ প্রান্ত ভাগে দেদীপ্যমান ও পাদরিদিগেরও গির্জা স্থাপিত হইয়াছে। যাহার যে অভিপ্রায় ও অভিরুচি সে তাহাতে মনের চাঞ্চল্য, মতের ভিন্নতা, বিশ্বাসের নানা কলা প্রকাশ ও দলাদলির আক্রোষের বৃদ্ধি। সকলেই সকলকে স্বদলস্থ করিবার চেষ্টা করিতেছে ও নূতন নূতন লোক জোয়ারের জলের ন্যায় এক দল হইতে অন্য দলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। খ্রীষ্টীয়ান ধর্মানুরাগী হইলে ব্রাহ্মেরা তাহার উপর ধাবমান হইতেছে ও ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী হইলে খ্রীষ্টীয়ানরা তাহাকে হস্তগত করিবার চেষ্টা পাইতেছে। পৌত্তলিক আক্রমণ না করিয়া কেবল বলিতেছে সব গেল এতো জানাই আছে, সব একাকার হইবে, এক্ষণে স্বধর্ম রক্ষা করিয়া মরিতে পারিলেই হয়। মোসলমানেরা বিষহত সর্পের ন্যায় দংশন করনে অসক্ত—কোন জবরান করিলে সাজা পাইতে হইবে—অল্প অল্প ছলের দ্বারা যাহা হইতে পারে তাহাতেই চেষ্টান্বিত। উন্নত ব্রাহ্মেরা বলিতেছেন প্রকৃতকার্য কিছুই হইতেছে না—সেকেলে ব্রাহ্মেরা প্রকৃত জড়ভরত। কেবল ব্রাহ্মধর্ম পড়া ও কিঞ্চিত অনুষ্ঠান করায় কি হইতে পারে? ব্রাহ্মধর্ম প্রকাশ করিতে গেলে কেবল বেদ, উপনিষদ, পুরাণ ও তন্ত্র অবলম্বন করা কর্তব্য নহে। বাইবেল, কোরান, জেন্দবেস্তা প্রভৃতি অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রের সার অংশ দেওয়া কর্তব্য। অনুষ্ঠান কি জাতকরণ, বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যদির প্রণালী পরিবর্তন করিলেই হইতে পারে? জাতিভেদের বিনাশ—বিধবা বিবাহ ও অসবর্ণে বিবাহ প্রচলন, বালবিবাহ নিবারণ ও স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা ও অন্তঃপুর হইতে বন্ধন মোচন ইত্যাদি না হইলে কি উন্নতি হইবে? সেকেলে ব্রাহ্মেরা বলেন এসকল কালেতে হইবে, কিন্তু সে কালকে কার্য দ্বারা না আনিলে সকলই কাল স্বরূপ হইয়া উঠিতেছে। বিশেষতঃ পৈতা ধারণ কি ভয়ানক! ইহাতে ঘোর পৌত্তলিকতা প্রকাশ পাইতেছে, তবে আর ব্রাহ্মধর্ম কোথায়? এইরূপে জল্পনা, কল্পনা, অনুশীলন ও মতান্তরের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতেছে। গ্রাম কম্পবান—মুহুর্মুহুর নানা তরঙ্গ উঠিতেছে, এক এক তরঙ্গের বেগ কে ধারণ করে? আর এদিকে জাতিমারা, ধোপা নাপিত বন্ধ করা, নিমন্ত্রণের কলহ, দলোদিগের ঘোঁট সাতিশয় হইতেছে। দুই এক জন আমুদে লোক যাহারা কোন দলে লিপ্ত নয় তাহারা মধ্যে মধ্যে লালবুঝ্‌কড়ের নিকট আসিয়া বলে, কেমন গো মহাশয়! তুমি তো সকলের আক্কেল বরদার—এসব গোল মেটাও না কেন?

লালবুঝ্‌কড়্‌ তাহাদিগের ব্যঙ্গোক্তি কথা শুনেন ও বলেন—আমি ঝেমন ঝেমন বুঝ্‌ব তেমন তেমন কাম করব—বখেড়া বহুৎ ওখ্‌ত বহুৎ চাই।

তাহারা জিজ্ঞাসা করিল—তুমি ধর্মশাস্ত্র বোঝ সোঝ? তোমার তো বিদ্যা ব্রহ্মাণ্ড আমরা জ্ঞাত আছি। তুলসি দাসী, রামায়ণ, সতসইয়া, প্রেমসাগর প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক পড়িয়াছ—ধর্মবিষয়ক চর্চা কবে করলে?
লালবুঝ্‌কড়্‌ কিঞ্চিত বিরক্ত হইয়া বলিলেন—ঝা বাবু। আপন আপন কামে ঝা—হামার সাত টিটকারি করনা, কি কাম? হামি কি না ঝানি? ওখ্‌ত হলেই নিকাস করব। এখোন ঝকড়া বাড়িতে দেও যদি আপনা আপনি না কমে তো হামি কমাব।

৪।—বাবুসাহেব ও জেঁকোবাবুর পরিচয় ও আত্মবিষয়ে তাহাদিগের মত, অন্বেষণচন্দ্রের পিঙ্গলা গ্রামে প্রবেশ ও সমাজাদি দর্শন।

গ্রামের দক্ষিণস্থ মাঠের নিকট একটি সুনির্মিত অট্টালিকা সম্মুখে উদ্যান। বায়ুর স্রোত নিরন্তর বহিতেছে। লোকের গমনাগমন অল্প—সময়ে সময়ে এক এক খানা গরুর গাড়ি কলুর ঘানির শব্দ করত চলিয়াছে। ভারাক্রান্ত গরু অচল কিন্তু বেত্রাঘাতে সচল—দুই এক জন হেটো মস্তকে তরকারির বোঝা ও শরীর ঘর্মে স্নাত—বেগে চলিয়াছে। মন্দ মন্দ গতিতে মধ্যে মধ্যে দাসো জলের কলসি স্কন্ধে—"হাঁগো সে জানে সব মথুরা" গান করিতেছে। উক্ত অট্টালিকায় বাবু-সাহেব বাস করেন। তাঁহার আদিম নাম কি তাহা সকলে অবগত নহে কিন্তু তিনি বহুকাল ফিরিঙ্গি; ট্যাশ ও মেটেফোসের সহিত সহবাস করাতে তাঁহার চালচুল তাহাদিগের ন্যায়—ইংরাজি রকমে আহার করেন—ইংরাজি রকমে পোশাক পরেন—ইংরাজি রকমে কথা কহেন—ইংরাজি রকম চাল চালেন। নির্জন হইলে হয়তো মেজের উপর দুই পা তুলিয়া ভাবেন—হয়তো দুপা ফাঁক করিয়া দাঁড়াইয়া শিস দেন ও স্বদেশীয় লোকদিগের প্রতি এমনি বিদ্বেষ—স্বদেশীয় আচার ও ব্যবহারে এমনি বিরক্ত যে কেহ এতদ্দেশীয় কাহার নাম উল্লেখ করিলে তিনি অমনি বলিয়া উঠেন "ড্যাম বেঙ্গালী—ড্যাম বেঙ্গালী"। বাবু সাহেবের নিকট অনেকেই আইসে কিন্তু কাহার সহিত মিল হয় না কেবল গ্রামস্থ এক জন জেঁকেবাবু নামে বিখ্যাত তাঁহারই সহিত বন্ধুতা ছিল। জেঁকো-বাবু বিদ্যা অভ্যাস না করিয়া কেবল অবিদ্যা অভ্যাস করিয়াছেন, অর্থাৎ আত্ম-বিদ্যায় কিছুই মনোনিবেশ করেন নাই, কেবল পদার্থ বিদ্যা, অর্থাৎ বাহ্য বিদ্যা, খগোল, ভূগোল, অঙ্ক, বীজগণিত, পুরাবৃত্ত, উদ্ভিদ্‌ প্রভৃতি বিদ্যায় কিছু কিছু ঠোকর মারিয়া সর্বদাই জনসমাজে আড়ম্বর প্রকাশ করিতেন। যাহারা আত্ম-বিদ্যা অবহেলা করে ও কেবল বাহ্য বিদ্যানুশীলনে কাল যাপন করে তাহাদিগের

ঈশ্বর, আত্মা ও পরকাল জ্ঞান অল্প। তাহারা সারজ্ঞান, অর্থাৎ বিদ্যা ত্যাগ করিয়া অসার অর্থাৎ অবিদ্যা জ্ঞানে জ্ঞানী হয়। বাবুসাহেব ও জেঁকোবাবু বাহ্য আড়ম্বরীয় বিদ্যার চর্চায় সর্বদা রত থাকিতেন। আত্মবিদ্যার আলোক তাঁহাদিগের আশাতে কিঞ্চিন্মাত্র প্রবেশ করে নাই, এজন্য তাঁহারা এক প্রকার নাস্তিক ছিলেন। আত্মার অমরত্ব প্রস্তাবিত হইলে, কৌতুক করিয়া বলিতেন—যাহা অপ্রমাণ্য তাহা অগ্রাহ্য—আত্মা প্রদীপের ন্যায়, প্রদীপ তৈল থাকিলে ও বাতাস না পাইলেই জ্বলে ও নির্বাণ হইলে আলোক আর প্রকাশ হয় না, তবে যে কেহ২ কহেন অমুকের আত্মা দৃষ্ট হইয়াছে, সে শাব্দিক ও মস্তিষ্কের দোষ ঘটিত। যদি আত্মার অবিনাশত্ব সংস্থাপিত না হয়, তবে আর পরলোক কোথায়? কেহ বলেন চন্দ্রলোকে, কেহ বলেন ছায়াপথে, কেহ বলেন ইহা অনেক শ্রেণীতে বিভক্ত, যেমন আত্মা প্রেমে ও জ্ঞানে উন্নত, তেমনি উর্দ্ধগামী—এ সব বাঙ্মাত্র—প্রমাণ কোথায়? যাহারা পদার্থ বিদ্যা ভাল করিয়া না শিখে, ও কি প্রণালীতে সত্য শিক্ষা করিতে হয়, তাহা না অভ্যাস করে, তাহারা ভ্রমের অন্ধকূপে সর্বদা পতিত। বিজ্ঞান শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির এ সমস্ত গড্ডলিকা প্রবাহের অদ্ভুত অনুরাগযুক্ত ভ্রম সূক্ষ্মজ্ঞান আলোক দ্বারা নিবারণ করা কর্তব্য, কিন্তু ইহা হইতেছে না, এই কারণে গ্রামটা একেবারে ছারখার হইয়া গেল। গলা টিপলে দুধ বেরোয় এমন সব ছোঁড়া আসল লেখা পড়া ত্যাগ করিয়া হয়তো বাইবেল নয়তো ব্রাহ্মধর্ম পড়িতেছে, আবার গির্জায় অথবা সমাজ মন্দিরে গিয়া চোক বুজাইয়া উপাসনা করে ও কি ঘরে, কি বাহিরে ধর্ম লইয়া ঝকড়া করিয়া বেড়ায়। ঈশ্বরের অস্তিত্ব কিরূপে সংস্থাপিত হইতে পারে? ঝুড়ি২ পুস্তক লেখা হইতেছে, কিন্তু কেবল কার্য ও কারণের উপর নির্ভর। মিথ্যা ঢেঁকির কচ্‌কচি করা কি উপকার!

পিঙ্গলা গ্রামে অন্বেষণচন্দ্র উপনীত। একে বসন্তকাল তাহাতে পূর্ণিমার চন্দ্র প্রকাশ। বনে উপবনে অসংখ্য বৃক্ষ ও লতা, মুকুলে, পুষ্পে ও ফলে পরিপূর্ণ, শশাঙ্কের আভায় পল্লবাদির মরকত শোভা মার্জিত—মলয়ার চুম্বনে মুকুল ও পুষ্পের নানা আমোদীয় গন্ধ একত্রিত ও বিস্তৃত—দেবালয় সকল আলোকে প্রজ্জ্বলিত—ধূপ ধুনার গন্ধে ব্যাপিত—শঙ্খ, ঘণ্টা, মৃদঙ্গ, করতাল, তূরি, ভেরীর ধ্বনিতে অর্চিত ও মধ্যে মধ্যে এক এক শিবালয় হইতে "হর পঞ্চানন পিনাক পানে হে" সঙ্গীত হইতেছে। সময়, স্থান ও অবস্থায় আত্মার গভীর ভাব উদ্দীপন করে। অন্বেষণচন্দ্র সদ্ভাবে পূর্ণ হইয়া চলিয়াছেন। কিঞ্চিৎ দূরে যাইয়া এক অপূর্ব ব্রাহ্ম সমাজ দেখিলেন। ব্রাহ্মরা ভক্তিপূর্বক উপবেশন করিয়া

উপাসনা করিতেছেন। আচার্য উপদেশ দিতেছেন—প্রস্তাব আত্মার অমরত্ব। শাস্ত্রীয়, সম্ভাব্য ও উপমেয় প্রমাণে যতদূর পাওয়া যায় ততদূর ব্যক্ত হইল, অবশেষে আত্মার অবিনাশত্ব বিশ্বাস না করিলে কি অসুখ ও ভয়ানক তাহাও বর্ণিত হইল। শ্রোতাদিগের বদনাভাসে বোধ হইল যে সকল উপদেশ তাহা-দিগের দ্বারা গৃহীত হয় নাই ও অনেকেরই নয়ন ভঙ্গি দ্বারা বুঝা গেল যে ঐ উপদেশ অতি দীর্ঘ হইয়াছে উপাসনা সমাপ্ত হইলে অন্বেষণচন্দ্র দুই এক ব্রাহ্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন এ কোন ব্রাহ্ম সমাজ? তাঁহারা বলিলেন এ প্রাচীন সমাজ একটু আগে গেলে উন্নত সমাজ দেখিতে পাইবেন। কিছু দূর যাইবা মাত্রেই রক্ত পতাকা উড্ডীয়মান—বাদ্যের গগনভেদী ধ্বনি ও সংকীর্তন লহরী যেন এক২ তরঙ্গের ন্যায় কর্ণকুহরে প্রবেশ করত হৃদয়কে নৃত্য করাইতেছে। নয়ন নিমী-লিত, পট্টবস্ত্র-পরিহিত, চর্মপাদুকা-রহিত ব্রাহ্মরা সমাজ মন্দিরে উপনীত হইয়া উপাসনা করিতে বসিলেন। প্রথমে অনুতাপের উপাসনা হইল, পরে আচার্য মহাত্মা ব্যক্তিদিগের ঐশ্বরিক শক্তি বর্ণন করিলেন। মহাত্মা চৈতন্য, নানক ও ক্রাইষ্ট—কিন্তু সকল অপেক্ষা ক্রাইষ্টের অসীম প্রেম ও অনুপমেয় গুণ বিশেষরূপে বর্ণিত হইল। সভা ভঙ্গ হইলে অন্বেষণচন্দ্র যাইতেছেন। কোথায় অবস্থিতি করিবেন এই ভাবিতেছেন এমত সময়ে বৈষ্ণবদাস বাওয়াজি নামে একজন ব্যক্তি হঠাৎ তাঁহার সহিত আলাপ করত আপন নিকেতনে আসিবার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করাতে তিনি সম্মত হইয়া তথায় যাইয়া রাত্রি যাপন করিলেন।

৫।—বৈষ্ণবদাস বাওয়াজির বাটী ও আত্মবিষয়ে তাহার উপদেশ।

বৈষ্ণবদাস বাওয়াজির বাটী বড় প্রশস্ত নহে। বাহিরে একটি দালান, পার্শে দুইটি ঘর ও উঠানের উপর একটি পর্ণ আচ্ছাদিত গোশালা। প্রাতে উঠিয়া স্নান আহ্নিক সমাপনানন্তর শিষ্যদিগকে অধ্যাপন করাইতেছেন। কেহ শ্রীমদ্ভাগবত, কেহ গীতা, কেহ কুসুমাঞ্জলি, কেহ শঙ্করভাষ্য পাঠ করিতেছেন। অন্বেষণচন্দ্র নিকটে যাইয়া বসিয়া বলিলেন—মহাশয়! আমার সৌভাগ্য বশতঃ আপনার দর্শন লাভ করিয়াছি। আত্মবিদ্যা বিষয়ক আপনি যাহা জ্ঞাত আছেন তাহা কিঞ্চিৎ বলিতে আজ্ঞা হউক। আমার এ বিষয়ে অধিক পিপাসা।

বৈষ্ণবদাস বলিলেন এ প্রকার প্রশ্ন প্রায় শোনা যায় না। আমি যাহা জানি তাহা অবশ্যই বলিব, কিন্তু আমি চিনির বলদের ন্যায়। যাহা জানি তাহা অধ্যয়ন দ্বারা জানি—বিতণ্ডা করিতে পারি—কার্য অথবা অভ্যাসের দ্বারা জানি না।

সে উপদেশ যোগী অথবা মুক্ত ব্যক্তিরা দিতে পারেন। সাধারণ সন্দেহ এই আত্মা শরীরের সহিত বিলীন হয়, এটি ভ্রম। গীতা আপনি অবশ্যই দেখিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাসের শেষ গ্রন্থ, বড় কঠিন ও জ্ঞানের খনি। প্রস্তাব সংক্রান্ত ঐ পুস্তকেতে যে শাসন আছে তাহার সারাংশ বলিতেছি।

'জীবের উপাধি লিঙ্গ দেহ এবং আত্মার অনুবর্তী স্থূল ভূতাদির বিকাররূপ ভোগায়তন, এই স্থূল দেহ এই দুইয়ের যে নিরোধ অর্থাৎ কার্যে অযোগ্যতা হওয়া তাহাই জীবের মরণ'। ৩ স্কং।

'এই আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন, যেহেতু ইনি এক শুদ্ধ জ্যোতিঃস্বরূপ, নির্গুণ, কারণভূত, গুণের আধার, সর্বগত ও সর্বত্র অনাবৃত এবং সাক্ষিস্বরূপ, দেহ এরূপ নহে। এই প্রকারে দেহস্থিত আত্মাকে যে পুরুষ জানিতে পারে, তিনি দেহধারী হইলেও দেহের বিকার দ্বারা লিপ্ত হন না'। ৪ স্কং।

অপিচ—'আত্মা অবিনাশী, অপক্ষয় শূন্য, শুদ্ধ অর্থাৎ নিরঞ্জন, অদ্বিতীয়, বিজ্ঞাতা, সর্বাশ্রয়, বিকারবর্জিত, আত্ম জ্যোতি, সকলের হেতু, অসঙ্গ এবং অনাবৃত'। ৭ স্কং।

'যেমন কালেতে চন্দ্রের কলা সকলের হ্রাস বৃদ্ধি হয় স্বরূপত তাহা চন্দ্রের নহে, তদ্রূপ সৃষ্টি অবধি মরণ পর্যন্ত ভাব বিকার সকল দেহেরই জানিবে আত্মার নহে'। ১১ স্কং।

'সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন প্রকৃতির গুণ, আত্মার নহে, যে ব্যক্তি আত্মাকে ঐ গুণত্রয়ের সাক্ষীস্বরূপ জানেন তিনি হর্ষাদির দ্বারা কখন বদ্ধ হন না'। ৬ স্কং।

'ইন্দ্রিয়গণ কর্ম সকলের সৃষ্টি করে, আত্মা করেন না, সত্ত্বাদি গুণ সকল ইন্দ্রিয়গণকে প্রবৃত্ত করে, আত্মা নহেন, জীব ইন্দ্রিয় সংযুক্ত হইয়া উপাধি সহকারে কর্মফল ভোগ করেন, নিরুপাধিক আত্মা ভোগ করেন না। যত দিন গুণ বৈষম্য থাকে, তত দিন আত্মার নানাত্ব হয়, যত দিন আত্মার নানাত্ব থাকে, তত দিন তাঁহার পরাধীনত্ব হয়, যত দিন পরাধীনত্ব থাকে, তত দিন ঈশ্বর হইতে ভয় হয়'। ১১ স্কং।

'সত্ত্ব গুণের উদয়ের নাম স্বর্গ ও তমোগুণের উদ্রেকের নাম নরক'। ১১ স্কং।

'শোক, হর্ষ, ভয়, ক্রোধ, লোভ, মোহ, স্পৃহা, জন্ম এবং মৃত্যু এ সমুদায় অহংকারের জানিবে, আত্মার নহে'। ১১ স্কং।

এই উপদেশ পাইয়া অন্বেষণচন্দ্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করত বিদায় লইয়া গমন করিলেন।

৬।—অন্বেষণচন্দ্রের আত্মবিষয়ক চিন্তন ও নূতন ভাবের
উদ্রেক ও মৃত পিতার বাক্য শ্রবণ।

মধ্যাহ্ন উপস্থিত। রবির প্রখর উত্তাপ। মাঠে গোপালেরা গোরু চরাইতেছে। হলের বেগে মৃত্তিকা ভেদ হইতেছে। গো সকল তৃষ্ণাতে আতুর। গোপাল লাঙ্গুল মুচড়াইয়া লাঙ্গল চালাইতেছে। আপন লাভ জন্য পশুদিগের প্রতি মনুষ্য সর্বদা দয়াহীন হইয়া থাকে। মাঠে ছায়া নাই স্থানে স্থানে এক একটি বন্য বৃক্ষ। একদিকে একজন মেষপালক কতকগুলি মেষ লইয়া যাইতেছে। একদিকে মহিষের পাল বেগে চলিয়াছে। নিকটস্থ দুই একটা ভগ্ন বৃক্ষ হইতে কীর্ট অথবা শস্য অন্বেষণার্থে পক্ষিরা এক একবার চুকবু চুকবু করিয়া ডাকিতেছে ও রাখাল বিশ্রাম জন্য মেঠো স্বরে গান গাইতেছে। মাঠের উত্তরে একটি সরোবর—পার্শ্বে বকুল ও কদম্ব বৃক্ষ, তাহার ছায়ায় বসিয়া অন্বেষণচন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন। স্বগণ, বন্ধু বান্ধব অনেকেই লোকান্তর গিয়াছেন, কিন্তু লোকান্তর কোথায়? মৃত্যুর পরে কি অবস্থা হয়? এ উপদেশ না সক্রেটিস, না প্লেটো, না ক্রাইষ্ট, না পাল, না ব্যাস, না উপনিষদ কিছুই দিতে পারেন না। পাল বলেন রক্তমাংস যুক্ত শরীর গেলে আধ্যাত্মিক শরীর হয়। হিন্দু শাস্ত্রের প্রেরণা এই যে স্থূল শরীর বিগত হইলে লিঙ্গ শরীর হয়, কিন্তু ইহা কি প্রকারে নির্ণীত হইবে? সহ-মরণ যাহা দেখিলাম, তাহাতে আত্মা যে স্বতন্ত্র তাহা বিশেষরূপে প্রতীয়মান, কারণ ঐ রমণীর শারীরিক ভাব কিছুই দৃষ্ট হইল না। অনেক অনেক যোগীরও এই ভাব দেখা যায়। তাহাদিগের শরীরে অস্ত্রাঘাত হইলেও ক্লেশ কিছুমাত্র প্রকাশ হয় না। মেস্‌মেরিজম এবং ক্লেরবয়এন্সতে শরীর মৃতবৎ হয়, অস্ত্র প্রয়োগ করিলে কিছুমাত্র বেদনা হয় না ও ঐ অবস্থায় আত্মা পরিষ্কার হইয়া নানা প্রকার অদ্ভুত কথা ব্যক্ত করে। বৈষ্ণবদাসের নিকট যাহা শুনিলাম তাহাতেও গূঢ় ভাব। আত্মার অদ্ভুত শক্তি! যদি আত্মাকে জানা যায় তবে জীবনের সাফল্য—তবে ঈশ্বরের অভিপ্রায় দেদীপ্যমান—তবে পরকালে কি হইবে তাহাও জানা যায় ও ইহ কালে কি কর্তব্য তাহাও প্রাণপণে সাধন করা যায়, কিন্তু এ দৃঢ় ব্রত ঈশ্বরকে বিশেষরূপে চিন্তা না করিলে সম্পন্ন হইতে পারিবে না। উপাসনা নানা প্রকার করিয়াছি, বাক্য দ্বারা উপাসনাতে অত্যল্প ফল। আত্মার দ্বারা উপাসনাতেই বিশেষ ফল, কিন্তু এরূপ উপাসনা বড় কঠিন। যাহা দেখিতেছি, শুনিতেছি, করিতেছি, সে কেবল বক্তৃতাস্বরূপ। আত্মা বাহ্য বিষয়ে সংলগ্ন, উপাসনাতে বাহ্য ভাব আইসে। বাহ্য অতীত না হইলে আত্মার প্রকৃত উপাসনা হইতে পারে না। যাহা যাহা নানা স্থানেতে হইতেছে তাহাতে

অবশ্য কিছু না কিছু ফল হইবে। যে সম্প্রদায়ই হউক কেহই নিন্দনীয় নহে। আপাততঃ অথবা কালেতে কিছু না কিছু উপকার অবশ্যই হইবে, কিন্তু কি গৌণকল্প ও কি মুখ্য কল্প তাহা ধার্য করা অত্যাবশ্যক। এক ঈশ্বরকে উপাসনা করা এ দেশের সনাতন ধর্ম। মহাত্মা রামমোহন রায় এ দেশে এই ধর্ম সংস্থাপন করিবার জন্য অসীম পরিশ্রম করিয়াছিলেন, কিন্তু ঈশ্বর কি প্রকারে উপাস্য তদ্বিষয়ে আপন মত ব্যক্ত করেন,—"ব্রহ্মোপাসকেরা সর্বব্যাপি অতীন্দ্রিয় পরমেশ্বর ব্যতিরেকে অন্য কাহা হইতে কদাপি ভয় রাখিবেন না" *। পরলোক বিষয়ে তাঁহার উপদেশ অল্প। চতুর্দশ ব্যাখ্যানের শেষে বলেন—"পরলোক নাই এরূপ নিশ্চয় হইলে লোক নির্বাহের উচ্ছনতা হইবেক"। মহাত্মা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর যাঁহারা তাঁহার অনুগামী হইয়াছেন, তাঁহারা অসীম আয়াস ও ঈশ্বর পরায়ণত্ব দ্বারা দেশ উজ্জ্বল করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদিগের উপাসনা, উপদেশ ও সংগীতের দ্বারা আত্মদর্শিত্ব বিশেষরূপে প্রকাশ পায় না। তাঁহাদিগের আপন আপন আত্মা অবশ্যই উন্নত, কিন্তু তাঁহার এ পর্যন্ত ভয় অথবা আশার অধীন হইয়া আত্মার পার্থিব ভাব গ্রহণ পূর্বক নানা প্রকার স্বর্গ ও নরক সংস্থাপন করিতেছেন। এ ভাব প্রাথমিক ভাব বটে, পরে বিলীন হইবে, কিন্তু ঈশ্বর ভাবাতীত—ভাবাতীত না হইলে তাঁহাকে জানা যায় না। হে জগদীশ্বর! ভব ভাব হইতে পরিত্রাণ কর।

এরূপ চিন্তা করাতে অম্বেষণচন্দ্রের আত্মা হঠাৎ জ্যোতি প্রাপ্ত হইয়া মানব কার্য সকল যেন ঐশ্বরিক নিয়মের অন্তর্গত দেখিতে লাগিলেন, যাহা হইতেছে তাহাতেই মঙ্গল, কিয়ৎকাল পরে পাপ পুণ্যও সমজ্ঞান বোধ হইল। দুইই আত্মার বিশেষ বিশেষ অবস্থা—দুইই অস্থায়ী—দুইই আত্মার পরিচালনকারী। নয়নে হস্ত দিয়া চম্‌কিয়া উঠিয়া মনে করিলেন—একি খেয়াল দেখ্‌ছি না কি? যদি এরূপ সংস্কার হয় তবে ভয়ানক প্রবৃত্তি হইতে পারে। বোধ করি স্নান করিলে মস্তিষ্ক শান্ত হইবে।

স্নানানন্তর উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু আত্মা বাহ্য বিষয়ে পরিপূরিত—ঈশ্বরে সমহিত হইল না। বহু চেষ্টায় এক এক বার স্থির হয় ও অবিলম্বেই স্বতন্ত্র না থাকিয়া অন্য ভাবে মিশ্রিত হইয়া পড়ে—ইহাতে মনে নৈরাশ উপস্থিত হইতে লাগিল, এ কার্য অসাধ্য—বুঝি আমার কপালে নাই। ধ্রুব, প্রহ্লাদ, কপিল ও জড়ভরত মহাত্মারা একমনা ছিলেন—কি প্রকারে তাঁহাদিগের অনুকরণ করি? এইরূপ চিন্তায় মগ্ন—আত্মার হতাশার স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, ইতিমধ্যে

* বাজসনেয় সংহিতোপনিষদের ভাষা বিবরণের ভূমিকা চূর্ণক।

তাঁহার স্বর্গীয় পিতার সস্নেহ বাণী শ্রুত হইল। লোমাঞ্চিত হইয়া এই কথা শুনিলেন—

"অনু! হতাশ হইও না—তোমার ব্রত অসামান্য—বহু আয়াসে সিদ্ধ হইবেক—ক্ষান্ত হইও না—অহরহ প্রার্থনা কর।"

অন্বেষণ চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না। পিতার জন্য শোক উপস্থিত হইলে পিতার গুণ সকল হৃদয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইতে লাগিল। শোক হউক, দুঃখ হউক, হর্ষ হউক, সকলই অস্থায়ী। শোক শীঘ্র বিগত হইলে আত্মার প্রকৃত অবস্থা উদ্দীপন হইল ও ঐ অবস্থায় আরূঢ় হইয়া নিমগ্ন হইয়া রহিলেন।

৭।—ভদ্রপুরে ভবানীবাবুর বাটীতে পতিভাবিনীর আগমন
এবং তাঁহার বৃত্তান্ত বর্ণন।

ভদ্রপুরের ভবানীবাবুর অন্তপুর কমনীয়। তাঁহার স্ত্রী, কন্যা, পুত্রবধূ সর্বদা সৎ অনুষ্ঠানে নিযুক্ত, সদালাপ, সৎ চর্চা, সদনুশীলন, সৎ কর্মই তাঁহাদিগের জীবনের উদ্দেশ্য। মধ্যাহ্নে ভোজনানন্তর সকলে একত্রে বসিয়া আছেন। কোন না কোন কার্যে মনোনিবেশ করিবেন, এমত সময়ে একটি যুবতী স্ত্রী—মলিন বসনা ও দুঃখ-অঞ্জন-নয়নী আস্তে২ আসিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বাটীর গেহিনী জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কে গা—কি নিমিত্তে এখানে আগমন? ঐ রমণী শীঘ্র উত্তর না দিতে পারিয়া কহিল—মা! আমার অনেক কথা—একটু বসিতে দিলে বলিতে পারি। গেহিনী তাহার মুখঃজ্যোতি দেখিয়া হাত ধরিয়া নিকটে বসাইলেন। ঐ মহিলা এই উৎসাহ পাইয়া কিঞ্চিৎ স্থির হইয়া আপন উপাখ্যান বলিতে আরম্ভ করিলেন।

দেখ মা! আমি ব্রাহ্মণের কন্যা। পিতার প্রচুর বিষয় ছিল। আমাকে নীতি ও ধর্ম শিক্ষা বিশেষরূপে দিয়াছিলেন। যখন আমার পোনের বৎসর বয়ঃক্রম তখন এক সুপাত্রকে আমায় দান করেন। স্বামী পরম ধার্মিক। যদিও তাঁহার পিতা বিষয়াপন্ন ছিলেন, কিন্তু পতির সাধু চরিত্র বিশেষ বৈভব জ্ঞান করিতাম ও হৃদয়ের স্নেহ ও প্রেম তাঁহাতে অর্পণ করিয়াছিলাম। নাথ সর্বদা কহিতেন তুমি আমাকে বড় ভাল বাস তাহা আমি ভাল জানি, কিন্তু আমাদিগের পরস্পরের প্রেমের পক্কতা জন্য উভয়ের আত্মা ঈশ্বরেতে অর্পণ করিতে হইবেক। স্ত্রী ও পুরুষ এ কেবল পার্থিব সম্বন্ধ—এসম্বন্ধীয় প্রেম নশ্বর, কিন্তু এ সম্বন্ধের তাৎপর্য এই যে ইহার দ্বারা পরস্পরের আত্মা উন্নত হইবে। যদি এ অভিপ্রায়

সম্পন্ন না হয় তবে স্ত্রী পুরুষের প্রেম পশুবৎ হইয়া পড়ে। ভর্তার এই হিত-জনক কথা পুনঃ পুনঃ ধ্যান করিয়া মনে করিতাম যে তিনি আমার নেতা—আমার সন্তাপ হারক। এক২ বার প্রেমে ও ভক্তিতে বিগলিত হইয়া তাঁহার চরণ সেবা করিতাম, ও যখন নয়নবারি ধারণ না করিতে পারিয়া তাঁহার পাদপদ্ম অভিষেক করিতাম, তিনি অমনি উঠিয়া মুদিত নয়নে ও করেজোড়ে বলিতেন তোমার যে প্রেম ও ভক্তি ইহা তোমার আত্মার দ্বার খুলিয়া তোমাকে মুক্তি প্রদান করুক। অনেক স্বামী আপন সুখজন্য স্ত্রীকে স্বার্থ ভাবে দেখেন, আর হিন্দু স্ত্রী স্বামী কর্তৃক তাড়িত হইলেও স্বামীকে কোন ক্রমেই অবজ্ঞা করিবে না ও কেবল স্বামীর সুখজন্য স্ত্রী জীবন ধারণ করিবে। যদিও এরূপ অভ্যাসে স্ত্রী নিষ্ফলা হয় না ও স্বার্থরাহিত্য ধর্ম যে প্রকারই হউক আত্মাকে উন্নত করে, তথাপি আমার স্বামী এক দণ্ডও আপন সুখের অথবা আপন প্রভুত্ব তৃপ্তিজন্য আমাকে হৃদয়ে ধারণ করেন নাই। স্বামীর অনুপম প্রকৃতি দেখিয়া আমার কিছু মাত্র কামনা ছিল না—কেবল তাঁহার সহিত বসিয়া আধ্যাত্মিক আলাপ, ও তাঁহার সৎ স্বভাবের অনুকরণ করিতাম। কালক্রমে আমার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, শ্বশুর, শাশুড়ি সকলেই লোকান্তর গেলেন। জ্ঞাতি বিরোধ বিজাতীয় হইয়া উঠিল—ভর্তা কলহ সাগরে নিমগ্ন হইয়া বিষয় আশয় রক্ষা করিতে অক্ষম হইলেন। অনেক জাল, মিথ্যা সাক্ষি ও উৎকোচের বলে তিনি বিষয়চ্যুত হইলেন। দরিদ্রতায় আত্মার পরীক্ষা—তিনি এক এক বার উন্মনা হইতেন বটে, কিন্তু প্রায় সর্বদাই শান্ত থাকিতেন। যেখানে ভদ্রাসন ছিল সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া একটি কুঠীর ভাড়া করিয়া থাকিলাম। আমার এক পুত্র ও এক কন্যা হইয়াছিল—অর্থাভাবে তাহাদিগের লালন পালন করা অতিশয় কঠিন বোধ হইতে লাগিল। যে পল্লীতে থাকিতাম সে দরিদ্রের পল্লী, ভিক্ষাও সব দিন পাওয়া যাইত না, কিন্তু আমাদিগের অভাব এক প্রকার না এক প্রকারে মোচন হইত। কোন উপায় না থাকিলে কখন কখন কোন দীনদয়াল ব্যক্তি খাদ্য কি অর্থ আমাদিগের কুঠীরে আসিয়া প্রদান করিত। ঈশ্বরের রাজ্য কিরূপ নির্বাহ হয় তাহা কে বুঝিবে! ভর্তার গভীর ভাবের ক্রমশঃ বৃদ্ধি। পূর্বে ভক্তিপূর্বক বাক্য দ্বারা উপাসনা করিতেন, এক্ষণে কেবল আত্মার প্রতি দৃষ্টি ও মধ্যে মধ্যে বলিতেন আমাকে ধিক! আমি অদ্যাপিও প্রকৃত উপাসক হইতে পারিলাম না। এক দিবস সন্ধ্যার পর তিনি বাহিরে গিয়াছেন ইতি মধ্যে কুঠীরে অগ্নি লাগিল। আমার পুত্র ও কন্যা শয়ন করিয়াছিল। তাহাদিগকে কেহও রক্ষা করিতে পারিল না—তাহারা ও কুঠীরে যাহা ছিল সকলই অচিরাৎ ভস্মসাৎ হইল। আমি দূরে

পুষ্করিণীর নিকট গিয়াছিলাম, সংবাদ পাইয়া বেগে আসিয়া দেখিলাম যে আমার সর্বনাশ হইয়াছে। শোকে নিমগ্ন হইয়া সেই স্থানে পড়িয়া রহিলাম—যাহাদিগকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম ও যাহাদিগের মুখাবলোকনে হৃদয়ের প্রেম উচ্ছ্বসিত হইত—তাহাদিগেরই দগ্ধ দেহের সৎকার করিতে হইল। পতির জন্য অনেক তত্ত্ব করিলাম—পাগলিনীর ন্যায় পল্লীতে, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে ভ্রমণ করিলাম। অনেক অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম যে তিনি এই সংবাদ শুনিয়াছিলেন যে আমরা সকলে দগ্ধ হইয়াছি অমনি বিবেক ও বৈরাগ্যে পূর্ণ হইয়া দেশ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। অনেকের নিকট তাঁহার তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিয়াছি কিন্তু কেহই কিছু বার্তা বলিতে পারে না। হতাশ হইয়া মনে করিলাম আমার জীবনে কি প্রয়োজন? যদি পতিকে পাই তবে জীবন ধারণ করিব নতুবা অগ্নিতে অথবা জ৷বনে জীবন অর্পণ করিব। অনেক স্থান ভ্রমণ করিলাম—স্ত্রীলোক বা পুরুষ হউক আপন ধর্ম রক্ষা আপনিই করে। আমি সর্বব্যাপী ঈশ্বর ও পতি ভিন্ন কিছুই জানি না—আর কিছুতেই আমার আরাম ও সুখ নাই। যদিও যুবতী ও ভদ্রকুলোদ্ভব কন্যা ও একাকিনী ভ্রমণ করা আমার বিধেয় নহে কিন্তু আমার আত্মা কিছুতেই তৃপ্ত হইতেছে না। অস্থৈর্য ও চাঞ্চল্যে পরিপূর্ণ ও যাহা করিতেছি তাহা ব্যাকুলতা বশাৎ করিতেছি—পথশ্রান্তিতে বড় ক্লান্ত হইয়াছি এজন্য আপনার আশ্রয়ে আইলাম।

গেহিনী এই কাহিনী শ্রবণ করিয়া অশ্রুপাত পূর্বক বলিলেন, মা! তুমি ধন্য, স্ত্রীজাতিকে উজ্জ্বল করিয়াছ—ঈশ্বর তোমার কামনা পূর্ণ করুন। কিন্তু স্থির হও। স্বামীর স্বভাব ভাবিয়া এমত২ স্থানে তত্ত্ব কর—যথায় ধর্মের অনুশীলন হইয়া থাকে। আমার বিলক্ষণ বোধ হইতেছে তিনি আপন শান্তি জন্য উপায় অন্বেষণ করিতেছেন। মা! আমার স্বামীর নামই অন্বেষণ ও আমার নাম পতিভাবিনী। এই কথা শুনিয়া—কন্যা ও পুত্রবধূরা পরস্পর নয়ন মিলন করত তাম্বুল শোভিত ওষ্ঠে একটু মৃদু হাস্য প্রকাশ করিলেন। গেহিনী তাহা গোপন জন্য বলিলেন, মা! তোমার নাম তোমার প্রকৃতি অনুসারে রাখা হইয়াছিল। অদ্য এখানে স্নান ভোজন কর, কল্য ইচ্ছা হয় গমন করিও। কিন্তু কিছু দিবস অনুগ্রহ পূর্বক এখানে থাকিলে আমরা তোমার সহবাসে উন্নত হইব।

রমণী বলিলেন—মা! এ সব আপনার গুণে বল—আমি অভাগিনী—কাঙ্গালিনী—শোকেতে দুঃখেতে জ্ঞানশূন্য হইয়াছি। গেহিনী বলিলেন—অতিশয় অস্থিরতা স্থৈর্যের পূর্ব লক্ষণ। ঈশ্বরকে ধ্যান করিয়া আত্মাকে শান্ত কর—তিনি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন।

৮।—জেঁকোবাবুর বাটীতে বাবু সাহেবের গমন ও তাঁহার পত্নির সহিত স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক কথোপকথন।

জেঁকোবাবুর বাটীর দালানে ব্রাহ্মণ ভোজন হইতেছে—"অরে দই নিয়ে আয় রে—সন্দেশ নিয়ে আয় রে" এই শব্দ হইতেছে। ব্রাহ্মণেরা প্রচুর ভোজন করিয়াছেন ও সরায় প্রচুর তুলিয়াছেন, এক্ষণে দই ও সন্দেশ মাখিয়া খাইবার হাপুস্ হুপুস্ শব্দে বাটী কম্পবান্ হইতেছে। জেঁকোবাবুর পত্নী সরলা ব্রত উদ্যাপন করনানন্তর উপবাসী রহিয়াছেন। ব্রাহ্মণ ভোজন হইলে আহার করিবেন ইত্যবসরে জেঁকোবাবু ও বাবুসাহেব মস্ মস্ করিয়া আসিয়া উপস্থিত—ব্রাহ্মণদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ড্যাম বেঙ্গালি ড্যাম বেঙ্গালি বলিয়া বৈঠকখানায় যাইয়া বসিলেন। জেঁকোবাবুর সর্ববিষয়ে জাঁক—বিদ্যা বিষয়ে জাঁক—বংশ বিষয়ে জাঁক—ধন বিষয়ে জাঁক—মান বিষয়ে জাঁক। সম্প্রতি বাটীতে ব্রাহ্মণ ভোজন দেখিয়া বাবুসাহেবকে বলিলেন—দেখ বন্ধু! এ সব কিছুই মানিনা কিন্তু মান রক্ষার্থে অনেক অর্থ ব্যয় করিতে হয়। বাবুসাহেব বলিলেন তা বটে কিন্তু বিশ্বাসের বিপরীত কার্য হইতেছে—ইংরাজেরা এমন রকমে চলে না, আর এক্ষণেও যদি তোমার স্ত্রী ব্রত নিয়ম হইতে ক্ষান্ত না হয়েন তবে আর তোমা হইতে কি হইল? জেঁকোবাবু কৃপণ—যে প্রকারে ব্যয় অল্প হয় তাহাতেই তুষ্ট কিন্তু বাহ্য আড়ম্বর রাখা প্রয়োজনীয় এজন্য বলিলেন—ভাই আমি অনেক বুঝাইয়াছি কিন্তু কিছুই করিতে পারি নাই—তুমি কিছু বুঝাও। বাবুসাহেব বলিলেন আমি প্রস্তুত আছি। সরলা আহার করিয়া তাম্বুল খাইতে ছিলেন। স্বামীর নিকট হইতে সংবাদ গেলে বৈঠকখানার পার্শ্বস্থ ঘরের চিকের আড়ালে দাঁড়াইলেন। জেঁকোবাবু বলিলেন বন্ধু তোমাকে কিঞ্চিৎ উপদেশ দিবেন—মনোযোগ পূর্বক শুনিয়া উত্তর দেও।

সরলা বলিলেন—আমরা অবলা জাতি—আপনাদিগের ন্যায় শিক্ষিত নই—উপদেশ পাইলে অবশ্যই উপকৃত হইব।

বাবুসাহেব যিনি বঙ্গভাষায় বড় পটু নহেন ও ইংরাজি উচ্চারণ কথায় মিশাইয়া যায়—বলিতেছেন ভাল আপনারা এসব কাজ কেন করেন? ইংরাজদিগের বিবিরা কেমন দেখ দেখি—তাহাদিগের ন্যায় কেন হও না?

সরলা। আমরা কি বিষয়ে তাহাদিগের ন্যায় হইব? তাহারা খ্রীষ্টিয়ান—আপন ধর্ম অনুসারে কার্য করে। আমরা হিন্দু—হিন্দু ধর্মানুসারে চলি। ব্রত নিয়মাদি যাহা করি তাহা পারলৌকিক মঙ্গলার্থে করি ও সব কারণে আত্মার আরাম পাই। কেবল শরীর সেবা ও বাহ্য সুখ ভোগ পশুবৎ কিন্তু আপনারা ঈশ্বর,

আত্মা, পরকাল কিছুই মানেন না। আমরা স্ত্রী জাতি এই সবেতেই অধিক মনোযোগ। যে প্রকারেই হউক অন্তরের শ্রেষ্ঠতা সাধনা করিতে চাহি। ব্রত, নিয়ম, উপবাস, পূজা, দান, ধ্যান ইত্যাদি সদভ্যাসের হেতুমাত্র—এ সকল কেন পরিত্যাগ করিব? সকলেরই স্বর্গ লক্ষ্য। সে লক্ষ্য জীবনের উদ্দেশ্য কেন না হইবে? তবে যদি বল এ সব পৌত্তলিক—ব্রাহ্মিকারা এ সব করেন না, তাঁহারা যাহা করেন তাহাতে আমার আপত্তি নাই। যাহাতে আত্মার সংযম হয় তাহাই হউক।

বাবুসাহেব। কিন্তু ইংরাজের বিবিরাও ধর্ম কর্ম করিয়া থাকে ও তাঁহারা আহার ব্যবহার, রীতি নীতিতে সম্পূর্ণ সভ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সরলা। সভ্যতা কাহাকে বলে তাহা বুঝি না। তাহাদিগের এক প্রকার আহার ও পরিচ্ছদ--আমাদিগের এক প্রকার আহার ও পরিচ্ছদ কিন্তু আহার ও পরিচ্ছদতেই সুশীলতা ও উচ্চতা হয় না। যে পর্যন্ত দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি তাহাতে বোধ হয় যে যদিও এতদ্দেশীয় অঙ্গনাগণ পৌত্তলিক তাহারা পৌত্তলিক হইয়াও অধিক আধ্যাত্মিক—যাহারা বেশ্যা তাহারাও ঈশ্বর ও পরকাল ভাবে ও আত্মোন্নতি সাধন করে। ইংরাজদিগের স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাবতী ও গুণবতী হইতে পারেন ও তাঁহাদিগের আধ্যাত্মিক ভাবের অভাব না থাকিতে পারে কিন্তু বাহ্য বিষয়ে তাঁহাদিগের অধিক মন। এক২ জন ইংরাজি বিবি অতি প্রশংসীয়—সকল পার্থিব সুখ বিসর্জন দিয়া জগতের মঙ্গল জন্য সমস্ত জীবন অর্পণ করিয়াছেন। এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগেরও আধ্যাত্মিক বীরত্বের দৃষ্টান্ত আছে। কোন্ দেশের স্ত্রীলোক পতির আত্মার সহিত সংমিলন জন্য সহমরণ যায়? কোন্ দেশের স্ত্রীলোক পতি বিয়োগ জন্য ইন্দ্রিয় সুখ বিসর্জনপূর্বক ব্রহ্মচর্যা অনুষ্ঠান করে? আধ্যাত্মিক নীতি বিশেষ দেশ ও জাতিতে বদ্ধ নহে। আধ্যাত্মিক উন্নতি আধ্যাত্মিক অভ্যাসেই লব্ধ হইয়া থাকে। তবে দুঃখের বিষয় এই এ দেশের সুশিক্ষিত বাবুরা হিন্দু মহিলাগণকে অতিশয় জঘন্যরূপে বর্ণন করেন। ইহারা অধিক বিদ্যাবতী না হইতে পারেন কিন্তু ধর্মভাবে অশ্রেষ্ঠ নহেন।

আর একটী কথা যে গৃহ রুদ্ধ থাকাতে ইহারা কিছুই জানিতে পারে না, ইটিও ভ্রম। হিন্দু জাতীয় স্ত্রীলোকেরা গৃহে রুদ্ধ নহে। তাঁহারা ইচ্ছাক্রমে অন্যান্য স্থানে গমন করেন এবং পূর্বকালে তীর্থে, সভায়, মৃগয়ায়, বনে ও নাট্যশালায় গমন করিতেন। যদিও হিন্দু মহিলাগণ অন্তঃপুরে থাকেন তথাচ এক প্রকার না এক প্রকার ধর্ম কর্মে সদা রত ও কি পৌত্তলিক কি অপৌত্তলিক সাধনা যাহাই করেন তাহাতেই তাঁহাদিগের আত্মার উন্নতি অবশ্যই হইয়া থাকে। যাহার ঈশ্বর উদ্দেশ্য, তাহার কার্য ঈশ্বরের ভাব অবশ্যই ধারণ করিবে।

জেঁকোবাবু। আমি তো এসব শিক্ষা করাইনে—কেমন করে জানলে ?
সরলা। এসব পিতা কর্তৃক, ঘটনা কর্তৃক ও আত্মজ্ঞান সাধনে সংগ্রহ করিয়াছি। আপনকার নিকট হইতে কেবল পদার্থ বিদ্যার অনেক সত্য গ্রহণ করিয়াছি। যদিও ঐ সকল সত্য নাস্তিক ভাবে প্রদত্ত কিন্তু আস্তিক ভাবে গৃহীত ও ঐ সকল উপদেশ জন্য আমি সাতিশয় উপকৃত। এক্ষণে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে আত্ম-প্রসাদ আপনাদিগের আত্মাতে প্রেরিত হউক, যদ্দ্বারা আপনাদিগের আত্মা অপার্থিব ভাবে পূর্ণ হইতে পারে।
বাবুসাহেব ও জেঁকোবাবু নিরুত্তর হইয়া থাকিলেন। সরলা বিদায় লইয়া অন্তঃপুরে গমন করিলেন।

৯।—অন্বেষণচন্দ্রের আত্ম চিন্তা, স্ত্রীকে স্মরণ ও পুনরায়
মৃত পিতার বাক্য শ্রবণ।

এখন সামলাতে পারি না—এখন মন ধড়্‌ফড়্‌ করছে—একটু অন্তর শীতলতা যাহা হইয়াছিল তাহা বিগত। পিতার পবিত্র বাণী শ্রবণ করিলাম তচ্ছ্রবনে শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে হৃদয় পূর্ণ। যদি এ বাণী সত্য হয় তবে তো আত্মার অবিনাশিত্ব অকাট্য। পিতাকে স্মরণ করাতে আপন পত্নী ও পুত্র কন্যা স্মরণ হইতে লাগিল। দেহ ধারণ করিলে শোকাতীত হওয়া বড় কঠিন। নানা প্রকার প্রবোধ চিন্তিত হইল কিন্তু যখনই আত্মা পার্থিব ভাবের অধীন হয় তখনই নয়ন দিয়া শ্রাবণের ধারা বহে—বিশেষতঃ স্ত্রীর অনুপমেয় গুণ সকল হৃদয়ে জাগ্রত হইতে লাগিল। অবশেষে তিনি মুহ্যমান হইয়া বৃক্ষের গুঁড়ির উপর ঠেসান দিয়া থাকিলেন। কিছুই আহার হয় নাই—দিনমণি অস্তমিত হইতেছে—আকাশের পশ্চিম পার্শ্ব অপূর্ব শোভাতে বিচিত্রিত—বায়ু মন্দ মন্দ বহিতেছে—যেমন আশা অধিক হইলে নৈরাশ তেমনি পরিশ্রম অধিক হইলে বিশ্রাম। নিদ্রার আগমন হইল কিন্তু হইবা মাত্রেই যেন কেহ তাঁহাকে উঠাইয়া দিল—নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখেন—পিতার আলোকময় শান্ত বদন সম্মুখে—দুই চক্ষু প্রেমে গদগদ—পুত্রের দুই চক্ষু উপরিস্থিত। অন্বেষণ এই দৃশ্য দেখিয়া প্রেমে পূর্ণ হইলেন। পরে তাঁহার ভক্তি ভাব হইল—পরে শোক উপস্থিত হইল—পরে ভীত হইলেন, তখন ঐ আলোকময় বদন অদৃষ্ট হইল। কিঞ্চিৎ কাল স্থির হইয়া অন্বেষণ বিচার করিতে লাগিলেন—বহু চিন্তা করিলে মস্তিষ্কের দোষ জন্মে—যাহা শুনিলাম ও দেখিলাম তাহা অদ্ভুত। এই কি লিঙ্গ শরীর ? যদি ইনি আমার পিতা হয়েন তবে অনুমান করি স্ত্রীকে অবশ্যই দেখিব, কারণ তাহার বিমল ভাব আমার

আত্মাতে অহরহ প্রেরিত হইত। "যাঁহাকে চিন্তা করিতেছ তিনি জীবিত আছেন"—এই ধ্বনি তাঁহার কর্ণগোচর হইল। তিনি ইহা শ্রবণ মাত্রেই শিহরিয়া উঠিলেন ও নয়ন মুদিত করিয়া আত্মার ধ্যানে নিমগ্ন রহিলেন। ক্ষণেক কাল পরে মনে হইল যদি পত্নী জীবিত—তবে কোথায়? নিশ্চয় শুনিয়াছিলাম যে পুত্র ও কন্যার সহিত দগ্ধ হইয়াছেন। বোধ হয় যেখানে থাকিতাম সেখানে নাই। যাহাই ঈশ্বরের ইচ্ছা তাহাই হইবে। ব্যাকুল হইলে কেবল চাঞ্চল্যের বৃদ্ধি।

১০।—লালবুঝ্‌কড়্‌, জেঁকোবাবু ও বাবুসাহেবের মাঠে ভ্রমণ—
সেখানে অন্বেষণচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ ও আত্মবিষয়ক
কথোপকথন।

বৈকালে মাঠেতে লালবুঝ্‌কড়্‌ বেড়াইতেছেন। গ্রামের বেলেল্লা ছোঁড়ারা পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছে। কেহ বলিতেছে—ও গো মহাশয় তুমি না কি ভূত নাবাতে পার? কেহ বলিতেছে আমার হাতটা দেখে বলতে পার আমি কতদিন বাঁচব? কেহ বলিতেছে আমার সহিত অমুকের আড়ি—ঔষধ দিয়া মিল করিয়া দিতে পার? লালবুঝ্‌কড়্‌ এক এক বার হুমকিয়া আসিতেছেন ও বলিতেছেন—ঝা, বেটারা ঝা, হামার সাতে টিট্‌কারি। বাবুসাহেব ও জেঁকোবাবু মস্ মস্ করিয়া চলিতেছেন ও যাবতীয় বিদ্যার আম্বল চাকা রকম উল্লেখ করিতেছেন। অন্বেষণচন্দ্র সম্মুখে—তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—বায়ুর বিচিত্র গতি—ইনি এক জন আত্মাওয়ালা—খ্রীষ্টিয়ান, মুসলমান ও ব্রাহ্মদিগের অপেক্ষা কিছু উঁচু চালে চলেন, মস্তিষ্ক ঠিক না রাখলে প্রমাদ ঘটে।

জেঁকোবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি কে গা?

অন্বেষণচন্দ্র। আজ্ঞা আমি ভ্রমণকারী—অতি অভাজন ও অকিঞ্চন—মহাশয়দিগের নাম শ্রুত আছি কিন্তু আমি ক্ষুদ্র ব্যক্তি এজন্য নিকট পৌছিতে পারি না।

জেঁকোবাবু। আপনি নাকি আত্ম বিদ্যা ভাল জানেন ও ভূতপ্রেত আহ্বান করিতে পারেন?

অন্বেষণ। আত্ম বিদ্যা অত্যল্প জানি ও ভূতপ্রেত কি তাহা জানি না।

জেঁকোবাবু। তবে আত্মা মানেন—পরকাল মানেন? আমরা এসব কিছুই মানি না। কই?—আত্মা যে আছে তাহা দেখাও দেখি?

অন্বেষণচন্দ্র। আত্মা, আত্মা অবশ্যই মানি। যিনি আত্মা স্বতন্ত্র রূপে দেখিতে

চান তাহাকে স্বয়ং যত্ন করিতে হয়। প্রমাণের কর্ম নহে—আত্মময় না হইলে আত্মা দৃষ্ট হয় না।

জেঁকোবাবু! সে আত্মময় তুমি নাকি? মস্তিষ্ক ডাক্তার দ্বারা এক্জামিন হইয়াছে?

বাবুসাহেব। (স্বগত), "ড্যাম বেঙ্গালি ড্যাম বেঙ্গালি!"

(প্রকাশ্যে) চল, মিছে কাল হরণ কেন? এদেশের লোকেরা যাহা অদ্ভুত ও অসম্ভাবিক তাহাতেই অনুরাগী। ইহারা কেবল আলেয়ার পশ্চাতে ধাবমান। আপনি ঈশ্বর মানেন? আপনি কোন দলস্থ? অন্বেষণচন্দ্র শান্তভাবে তাহাদিগের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া থাকিলেন।

বাবুসাহেব। মুখ মেয়েমানুষের মতন করা অনেক দেখেছি। জবাব দেও।

অন্বেষণ। আত্মার অস্তিত্ব সংস্থাপিত না হইলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রকৃতরূপে সংস্থাপিত হওয়া ভার। কার্যকারণ বিবেচনায় কতক দূর ধার্য হইতে পারে কিন্তু যিনি আত্মার আত্মা তাঁহাকে আত্মার দ্বারাই বিশেষরূপে জানা যাইতে পারে। যদি আত্মা জানিতে চান তবে যে প্রকারেই হউক ঈশ্বর ধ্যান করুন। সেই ধ্যানেতেই আত্মা ক্রমে বিকশিত হইয়া পরমাত্মাজ্ঞ হইবে।

লালবুঝ্‌কড়্‌। হামি বি এই বাত হামেসা বলি, লেকেন এ বাবুরা বড় ফাজেল। এন লোক্‌কো দোরস্ত করনা হামার কাম নেহি। "কো সুখ কো দুঃখ দেতা হ্যায় দেতা কর্ম ঝকোঝোর।"

বাবুসাহেব। লালবুঝ্‌কড়্‌ যে কি তাহা বুঝে উঠা ভার। আজ আমরা অনেক উপদেশ পাইলাম কিন্তু আমরা পাপী—আগে তাপী হই আবার আর একটা কথা কি? আত্ম-প্রসাদ, আত্ম-প্রসাদ না জগন্নাথের প্রসাদ? দেখ আটকে টাটকে তো বাঁধতে হবে না? আমাদের টাকা নাই।

অন্বেষণচন্দ্র বিনয় পূর্বক উন্মার্গগামীদিগের নিকট হইতে বিদায় লইয়া অন্য মার্গে চলিলেন। বাবুসাহেব ও জেঁকোবাবু ড্যাম বেঙ্গালি, ড্যাম বেঙ্গালি ও ফজ্‌ ফজ্‌ বলিতে বলিতে ইংরাজি রকমে গমন করিতে লাগিলেন। লালবুঝ্‌-কড়্‌ও প্রত্যাগমন করিলেন। ছোঁড়ারা পশ্চাতে হো হো করিতে আরম্ভ করিল। "ঝা বেটারা ঝা, ঝা বেটারা ঝা"—প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

১১।—পতিভাবিনীর চিন্তা—ভ্রমণ ও অন্তর আলোক প্রাপ্ত।

আত্মার কি শক্তি! যত প্রকাশিত ততই প্রকৃত হিত সাধক। পতিভাবিনী পতিবিরহিণী হইয়া ভ্রমণ করিতেছেন। যদিও রূপ, যৌবন, লাবণ্যে পূর্ণ কিন্তু

তাঁহার মুখাবলোকনে আপামর সাধারণের সংস্কার যে এ রমণী কোন দেবকন্যা হইবে কারণ দেব জ্যোতিতে তাঁহার বদন ভাসমান। যাহাদিগের হৃদয় মলিন তাহারাও তাঁহাকে অশুদ্ধ ভাবে দেখে না। শুদ্ধতা অশুদ্ধতাকে অবশ্যই পরাজয় করিবে। পথি মধ্যে পুরুষেরা তাঁহার প্রতি কেবল দৃষ্টিপাত করিয়া আশ্চর্যে মগ্ন থাকে। স্ত্রীলোকেরা কখন কখন জিজ্ঞাসা করে ও তিনি যথাবিহিত উত্তর দেন। শরীর অনাহারে ক্ষীণা—পদতল মৃত্তিকা ও বালুকায় আচ্ছাদিত—কেশ এলো—মুখচন্দ্রিমায় ঘনমেঘের ন্যায় পতিত—ওষ্ঠ শুষ্ক, জবাফুলের বর্ণ—অন্তরের সাময়িক ভাব মুখ-দর্পণে দেদীপ্যমান। যে পল্লীতে তিনি গমন করিতেছেন, সে বেশ্যা পল্লী। একজন সালঙ্কৃতা রসোল্লাসিনী অঙ্গনা এই গান গাইতেছে—

রাগিণী সোহানি বাহার।—তাল আড়া।

হৃদি মোর জ্বলে সদা পতি বিরহে। সব সুখ শেষ হল কাজ কি এ দেহে॥
ধিক্ ধিক্ এ জীবন, কেন না হয় নিধন, দারুণ যন্ত্রণা মোর আর কে সহে।

এই সংগীত শ্রবণে পতিভাবিনীর বদন একটু হাস্যের মাধুর্যে বর্ণান্তর হইল, ও তিনি মনে করিলেন যে এ বেশ্যার এ বিলাপ যদি কেবল পতি জন্য হয়, তবে প্রসংশনীয়। বেশ্যা যাহা গান করিতেছিল তাহা ভাব বর্ধন জন্য নহে, কেবল চটক ও বাহ্য আমোদ জন্য সুতরাং ক্রমশঃ সংগীতের কপট সাধুভাব তিরোহিত হইতে লাগিল। পতিভাবিনী তাহাতে মন আর না দিয়া পতিভাবিনী হইয়া চলিলেন। রাত্রি অন্ধকার—ঝিল্লিরব হইতেছে—বনরাজী উপরি পক্ষিরা খট্‌খট্ করিয়া পাখা নাড়িতেছে—শিবা সকল হুয়া হুয়া শব্দ করিতেছে—রাখাল হুঁকা হাতে চীৎকার করিয়া গান করিতেছে—"যদি শ্যাম না আলো আজু বিপিনে তবে কি করি সজনি"। পথিকের স্রোত ভাঁটা পড়িয়াছে—ক্বচিৎ এখানে ওখানে এক আধ জন লোক দেখা যায়—তিমিরের ক্রমশঃ বৃদ্ধি। পতিভাবিনী চতুর্দিক অন্ধকার দেখিয়া ভীতা হইলেন না, আত্মবলের মূল বল জগদীশ্বর। বাহ্যে হতাশ হইয়া অন্তর অবলম্বনে অধিক ইচ্ছা হইল ও যখন বাহ্য শূন্য ও অন্তর পূর্ণ তখন আন্তরিক উজ্জ্বলতা প্রকাশ পায়। পতিভাবিনী গমনে ক্লান্ত হইয়া একটী ভগ্ন প্রাচিরের পার্শ্বে বসিয়া সমাধান করিবা মাত্রই প্রচুর অন্তর আলোক পাইলেন ও ধ্যান যোগের দ্বারা পতি কোথায়—কি করিতেছেন ও ভবিষ্যতে তাঁহার যে অসীম লাভ হইবে তাহা সমূদায় চিত্রপটের ন্যায় দেখিলেন। ক্ষুধা তৃষ্ণা ও নিদ্রা কিছুই নাই—আত্মা শীতল—মনে হইল নাথ এই জন্য আত্মবিদ্যা এত অনুশীলন করিতেন। এক্ষণে ব্যাকুল হইব না—কোন স্থানে যাইতে হইবে

ও কখন তাঁহাকে দর্শন করিব তাহা সর্বই জানিলাম। কর্তব্য এই যে, কোন স্থানে অবস্থিতি করিয়া আত্মাকে উন্নত করি যে পরে নাথের প্রকৃত পত্নী হইব। আমাদিগের সম্বন্ধ শারীরিক সম্বন্ধ নহে—আমাদিগের সম্বন্ধ আধ্যাত্মিক।

১২।—অন্বেষণচন্দ্রের আধ্যাত্মিক অভ্যাস ও খ্রীষ্টিয়ান, প্রাচীন ও উন্নত ব্রাহ্মের বিতণ্ডা শ্রবণ।

অন্বেষণচন্দ্র সেই সরোবরের নিকট আসীন,—আধ্যাত্মিক অভ্যাস করিতেছেন। স্থানটি নির্জন তথাচ অভ্যাসে মনঃপূত হইতেছে না। আত্মাকে এক ভাবে রাখেন আবার ভাবান্তর হইয়া পড়ে। মনঃসংযম দীর্ঘকাল হওয়া কঠিন। যে পর্যন্ত আত্মার প্রকৃতি বিকশিত না হয় সে পর্যন্ত নানা তরঙ্গের আবির্ভাব ও ঐ সকল তরঙ্গ বাহ্য অথবা অন্তরের কারণে উদিত। যাহা যখন উদয় হয় তাহাতেই আত্মা আকৃষ্ট ও যে তরঙ্গের দীর্ঘ ভোগ তাহারি প্রাধান্য ঐ কাল পর্যন্ত থাকে। সম, যম, তিতীক্ষা অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরেন্দ্রিয় দমন ও সহিষ্ণুতা এই তিনেরই অভ্যাস প্রয়োজনীয়, কিন্তু এককালীন অভ্যাসিত হইতে পারে না, ও কার্য-ক্ষেত্রে না পড়িলে এ অভ্যাস কি রূপে হইতে পারে? যাহাই ঈশ্বর উদ্দেশ্যে করা যায় তাহাই আধ্যাত্মিক বটে, কিন্তু অভ্যাসের তারতম্য আছে। যদি অন্তরভেদী অভ্যাস কার্য বা ঘটনা দ্বারা না হয় তবে আত্মার আশু উন্নতি হয় না, এবং ঈশ্বর জ্ঞান সামান্য ও সঙ্কীর্ণরূপে সাধনা হয়। যদি ঈশ্বর জ্ঞান বিশেষরূপে না হইল তবে জীবনই বৃথা। জগতে বাহ্য বিষয় লইয়া অনেক নীতি ও ধর্ম নির্মিত ও প্রচারিত হইতেছে ও তাহাতে যদিও আত্মার কিছু না কিছু উপকার হইতে পারে, কিন্তু বিবাদ ও বিদ্বেষ প্রচুররূপে হইয়া থাকে ও হইবে। আত্মা নানাভাবে ভ্রাম্যমান। কখন সত্ব, কখন রজঃ, কখন তমঃ ও কখন দুয়ের অথবা তিনের মিশ্রিত ভাব ধারণ করে। কারণ উপস্থিত হইলেই ভাবের ব্যতিক্রম। এরূপ পর্যালোচনায় ব্যস্ত—কিছুই স্থির হইতেছে না, ইতিমধ্যে পুষ্করিণীর নিকটে তিন জন ব্যক্তি আগমন করিলেন। এক জন প্রাচীন ব্রাহ্ম, একজন উন্নত ব্রাহ্ম, একজন খ্রীষ্টিয়ান মতাবলম্বী। তাঁহারা তর্ক বিতর্কে উত্তপ্ত হইয়াছেন —স্ব২ মত ও বিশ্বাস রক্ষা করণে ব্যস্ত।

খ্রীষ্টিয়ান বলিতেছেন—ব্রাহ্মরা যাহা করিতেছেন তাহা আমাদিগের অনুকরণ। তাহাদিগের সমাজ আমাদিগের গির্জার নকল। তাহাদিগের ব্রাহ্মধর্ম আমাদিগের বাইবেলের নকল। পূর্বে তাঁহারা বেদ ঈশ্বর দত্ত বলিয়া মানিতেন, এক্ষণে তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন ও ব্রাহ্ম ধর্ম যাহা প্রকাশিত তাহা উপনিষদ, পুরাণ ও

তন্ত্র হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম বাইবেলের তুল্য গণ্য হইতে পারে না। বাইবেল ঈশ্বর দত্ত—ব্রাহ্মধর্ম মনুষ্যের লিখিত।

উন্নত ব্রাহ্ম। আমরা সাবেক ব্রাহ্মধর্ম সঙ্কীর্ণ জ্ঞান করিয়া বাহুল্য ব্রাহ্মধর্ম করিতেছি। আমরা অনুষ্ঠান বিষয়ে শিথিল নহি, যাহা আমাদিগের বিশ্বাস সেই অনুযায়ী কার্য করি।

গ্রীষ্টিয়ান। এটি বড় ভাল বলি কিন্তু পরিত্রাণের উপায় কি? আপনারা স্বর্গ, নরক, পুরস্কার ও দণ্ড মানেন, আত্মাকেও অমর বলিয়া জানেন—গ্রীষ্টের শরণাগত না হইলে কিরূপে পরিত্রাণ হইবে? প্রভু জগতের হিতার্থে আপনার জীবন অর্পণ করিয়াছেন। তিনি দয়ার সাগর—ঈশ্বরের অংশ।

উন্নত ব্রাহ্ম। আমরা গ্রীষ্টকে অতি উচ্চ জ্ঞান করি। তাঁহার জন্ম ও মৃত্যু দিবসে আমরা বিশেষ উপাসনা করিয়া থাকি।

গ্রীষ্টিয়ান। প্রভুর প্রতি যে তোমাদিগের এত ভক্তি তাহা শুনিয়া বড় আহ্লাদিত হইলাম। তিনি তোমাদিগের প্রতি কৃপা করুন।

প্রাচীন ব্রাহ্ম। আমরা কেবল ঈশ্বরকে ধ্যান করি ও যতদূর তাঁহাকে বুঝি ততদূর তাঁহার অনুকরণ করিতে চেষ্টা করি। আপন আপন শান্তি রক্ষা করিয়া যে কিছু অনুষ্ঠান করিতে পারি তাহা করি কিন্তু আমাদিগের প্রধান অনুষ্ঠান উপাসনা।

উন্নত ব্রাহ্ম। তাহা কে অস্বীকার করে? কিন্তু গোঁপ খেজুরে হয়ে থাকা কি যায়। খেজুরটি গোঁপে আছে—আছেই—কেহ না মুখের ভিতর দিলে খাওয়া হইবে না। একি ভাল? এইরূপ নানা প্রকার বিতণ্ডা করিতে করিতে তাঁহারা চলিয়া গেলেন। অন্বেষণচন্দ্র এই সকল কথা শুনিয়া আত্মার শান্ত ও অশান্ত ভাব চিন্তনে নিমগ্ন রহিলেন।

১৩।—বাবুসাহেব ও জেঁকোবাবুর ছোটলোকদিগের শিক্ষা বিষয়ক কথোপকথন।

বাবুসাহেবের বাটীতে জেঁকোবাবুর আগমন। দুই জনে মেজের উপর পা দিয়া মদ্যপান করিতে আরম্ভ করিলেন। এক গ্লাস—দুই গ্লাস হইতে হইতে বোতল সাঙ্গ হইল।

বাবুসাহেব। শুন্‌ছি ইতর লোকের শিক্ষা জন্য পাদ্‌রিরা বড় গোল করিতেছে। তা হইলে চাকর বাকর পাওয়া ভার।

জেঁকোবাবু। ব্রাহ্মদিগের প্রচারের জন্য গ্রীষ্টিয়ান হওয়া প্রায় বন্ধ। পাদ্‌রিরা

ভদ্র লোক নাপাইয়া ছোট লোকদিগকে লক্ষ্য করিতেছে—তাহারা অল্প শিখিবে ও শীঘ্র ফাঁদে পড়িবে।

বাবুসাহেব। তা যা হউক—ছোট লোকদের লেখাপড়া শেখান কি উচিত?

জেঁকোবাবু। কি লাভ? একেই রেল হইয়া লোক জন পাওয়া ভার ও সকলের বেতন অধিক হইয়াছে, তাতে ছোট লোককে লেখা পড়া শিক্ষা দিলে তাহারা গুমরে ফেটে মর্‌বে। দেশ উন্নতি করিতে গেলে অগ্রে উচ্চ শ্রেণী ও মধ্য শ্রেণীতে শিক্ষা আরম্ভ করিতে হয় নিম্ন শ্রেণী আপনি আপনি বিদ্যার জল সেচন পাইবে। দেখ বিলাতে এ প্রথা বড় নাই—পুরুশিয়া প্রভৃতি দেশে আছে।

বাবুসাহেব। আমারও এই মত ছিল কিন্তু দুই এক বিজ্ঞ লোকের সহিত বিবেচনা করাতে মতের ভিন্নতা হইয়াছে। আমরা যাহা বলি তাহা আপনাদিগের গরজে বলি। বিদ্যা শিক্ষা দিলে যে ছোট লোকদিগের অবস্থা উন্নত হইবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, ও তাহাদিগের অবস্থা ভাল হইলে দেশের অবস্থা ভাল হইবে তাহাও নিঃসন্দেহ। সাধারণ জ্ঞান বৃদ্ধিতে হানি হইতে পারে না—মঙ্গল হইয়া থাকে। ইয়োরোপীয় যে যে দেশে সাধারণ জ্ঞান বৃদ্ধি হইয়াছে সে সব দেশের সাধারণ উন্নতি হইয়াছে। তবে আমরা মিছে কেন আপত্তি করি? ছোট লোক হইলেই দাসস্বরূপ গণ্য হইবে তাহা ভদ্র বিচার হয় না। ছোট লোকও বিদ্যা বলে উচ্চ হইতে পারে। উচ্চতা জ্ঞানে হয়—অবস্থায় হয় না। ধর্মাধর্ম বিষয় অল্প কথা। যাহার যে স্বেচ্ছা সে সেই ধর্ম অবলম্বন করিবে।

জেঁকোবাবু। দশ এক্ট জারি অবধি প্রজা ডাক্‌লে আইসে না লেখা পড়া শিখ্‌লে কি নিস্তার আছে?

বাবুসাহেব। এটিও আপনাদিগের গরজের কথা। যে প্রজা আপন দেনা না পরিশোধ করে তাহার জন্য আদালতে নালিশ হইতে পারে। আর এ আপত্তি অল্প লোকের উপর বর্তে—অধিকাংশ প্রজার উপরে খাটে না। আমাদিগের সকলের অবস্থা যাহাতে ভাল হয় তাহা পরস্পরের চেষ্টা করা উচিত।

জেঁকোবাবু। আমার মতে পাঁচ জন পণ্ডিত হওয়া ভাল—একশত জনের অল্প শিক্ষা কিছু নহে।

বাবুসাহেব। দুইই চাই, পাঁচ জন পণ্ডিত এক প্রকার মঙ্গল সাধন করিতে পারে ও একশত জন অল্প শিক্ষিত লোকেও এক রকম না এক রকম উপকার করিবে।

জেঁকোবাবু। তবে এ বিষয়ে তোমার সহিত ঐক্য হলো না—আর একটা বোতল খোল।

১৪।—পতিভাবিনীর ভ্রমণ—দুর্গোৎসব দর্শন ও ব্রাহ্মণীকে স্বামি বশীভূত করণের উপদেশ দেওন।

পতিভাবিনী অন্তরের আলোক পাইয়া শীতল হইলেন—প্রভাতে উঠিয়া চলিলেন। মধ্যাহ্ন সময়ে এক উদ্যানে উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে স্নান আহ্নিক ও যৎকিঞ্চিৎ আহার করিলেন। বাগানে কাহাকেও দেখিতে পান না—কেবল চতুর্দিকে নানা জাতীয় পুষ্প—নানা প্রকার রসাল ফল। যদিও তদ্দর্শনে চক্ষু কিঞ্চিৎ পরিতৃপ্ত হইল কিন্তু তাহা শীঘ্র তিরোহিত হইল কারণ ভর্তার ন্যায় তাঁহার একই প্রকার অভ্যাস—বাহ্য ও অন্তর সদা স্বতন্ত্র থাকিবে তাহা না হইলে আত্মা প্রকৃতরূপে বর্ধিত হয় না। দুর্বলাধিকারিরা বাহ্য লইয়া অন্তর বর্ধন করে। সবলাধিকারিরা অন্তর লইয়া অন্তর বর্ধনে নিযুক্ত থাকেন। উদ্যান হইতে আসিয়া পরদিবস এক গ্রামে উপনীত হইলেন। দুর্গোৎসবের কোলাহল। ব্রাহ্মণদিগের বাটীর মহিলারা প্রাতঃস্নান করিয়া পাকশালায় নিযুক্ত আছেন—অন্ন ব্যঞ্জন দুঃখী ও দরিদ্র লোকদিগকে খাওয়াইতেছেন, ইহাতেই তাঁহাদিগের আমোদ—পরিশ্রম পরিশ্রম বোধ হয় না, এবং সকলে মিলিয়া দেবীর নিকটে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া ভক্তি প্রকাশ করিতেছেন। পতিভাবিনী পৌত্তলিক উপাসনা বড় দেখেন নাই ও যদিও বাহ্যের প্রতি অল্প মনোযোগ ও অন্তরের প্রতি অধিক লক্ষ্য কিন্তু এক্ষণে বাহ্য কারণ বশাৎ স্ত্রীলোকদিগের দয়া ও ভক্তি দেখিয়া তুষ্ট হইলেন। সেখান হইতে গমন করিরা এক আচার্যের টোলে উত্তীর্ণ হইলেন। আচার্য জ্যোতিষ-বেত্তা—অনেকের নক্ষত্র ঘটিত ফলাফল বলিতেছেন—অনেকের কোষ্ঠি করিয়া দিতেছেন—অনেকের মুখে কোন ফুলের অথবা নদীর নাম শুনিয়া তাহাদিগের অব্যক্ত মানস ব্যক্ত করিতেছেন। পতিভাবিনী নিকটে যাইয়া প্রণাম করত জিজ্ঞাসা করিলেন—আমার কি মানস তাহা বলিতে আজ্ঞা হউক। আচার্য তাঁহার মুখোচ্চারিত একটী নদীর নাম লইয়া গণনা করিয়া বলিলেন—মা! তোমার মানস পতি—তুমি সাধ্বী স্ত্রী। যাহা বাঞ্ছা করিতেছ তাহা সিদ্ধ হইবেক। পতিভাবিনী কিঞ্চিৎ আশ্চর্যান্বিত হইয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে ক্লান্ত হইয়া এক ব্রাহ্মণের ভবনে উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ বাটীতে নাই। ব্রাহ্মণী পাক করিতেছেন। তাঁহার নিকট পরিচিত হইয়া সেখানে বসিলেন। ব্রাহ্মণী বলিলেন আমার পরম ভাগ্য যে আপনি এখানে আসিয়াছেন। খিড়্‌কির পুষ্করিণীর জল ভাল আপনি স্নান করুন ও আমার হস্তে যদি খাইতে অভিরুচি না হয় তবে স্বয়ং পাক অথবা জলযোগ করুন। ঘরের গাইয়ের নির্জল দুগ্ধ আছে—ভাল মুড়ি

ভেজে রাখিয়াছি, কামিনীধানের চিঁড়াও আছে—বাগানে আক হইয়াছিল তাহার টাট্‌কা গুড় ঠাকুরদের দিয়া রাখিয়াছি—গাছে রম্ভাও আছে, কর্তা বড় যত্নে এ রম্ভার গাছ আনিয়া পুতিয়াছেন।

পতিভাবিনী বলিলেন—মা! তোমার মিষ্ট বাক্যেতেই আমার ভোজন হইল। আমি তোমার কন্যার স্বরূপ—তোমার পাতে খাইতে পারি, হাতে তো অবশ্যই খাইব।

ব্রাহ্মণী। আমার পোড়া কপালের দশা! পাতে কেন খেতে যাবে? মা! অল্পক্ষণের মধ্যেই তোমার ভাল স্বভাব দেখিয়া বড় তুষ্ট হইয়াছি—ভোজনের পর কিছু মনের কথা বল্‌ব। তেপান্তর মাঠে পড়িয়া রহিয়াছি—মন্‌টা গুম্‌রে গুম্‌রে উঠে। এমন ব্যথার ব্যথী পাই না যে তার কাছে মন খালাস করি।

ভোজনের আয়োজন বিলক্ষণ হইয়াছিল। রাঁধুনি পাগল ধানের অন্ন—উচ্ছে ভাতে, পটল ভাতে, বেগুণ পোঁড়া, নটে খাড়া, বড়ি, থোড়, চুনচিংড়ি দিয়া চচ্চড়ি, কৈমাছ ভাজা, পোনামাছের ঝোল, বাটামাছের অম্বল, ঘন দুগ্ধ, চাঁপাকলা ও জমাট একোগুড়।

আহারের পর দুইজনে তাম্বুল গ্রহণ করিয়া শীতল পাটিতে শয়ন করিলেন। পতিভাবিনী ক্রমশঃ আপন বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বলিলেন। ব্রাহ্মণী শুনিয়া ধড়্‌মড়্‌ করিয়া উঠিয়া বলিলেন—মা! তুমিতো সামান্য মেয়ে নও—তোমাকে দেখ্‌লে পুণ্য হয়। আমার যেমন পোড়া কপাল তা কি বলব? স্বামী আছেন—এইমাত্র। লম্পট, জোয়াড়ী ও মদোমাতাল। হাতে ধরেছি—পায়ে ধরেছি—ঝাড়ন, মন্ত্র, ঔষধি কিছুই বাকি করি নাই কিন্তু কিছুতেই বশ করিতে পারি নাই। ঘরে এলে যেন পোষা পাখী—দ্বার পার হলে শিকলি কাটা টিয়ে।

পতিভাবিনী। আপনার দুঃখের কথা শুনিয়া বড় দুঃখিত হইলাম। বাহ্য সৌন্দর্য ও আকর্ষণে পতি বশীভূত থাকে না। অন্তরের মিলন না হইলে পরস্পর আবদ্ধ হয় না। অন্তরের নানা ভাব কিন্তু মূলভাবের বর্ধন হইলে অন্যান্য ভাবের মিলন আপনা আপনি হইয়া পড়ে। অন্তরের মূলভাব ঈশ্বর চিন্তা ও তাঁহাতে আত্মা সমাধান করা। আপনারা পূজা আহ্নিক করিয়া থাকেন?

ব্রাহ্মণী। বাটীতে বিগ্রহ আছেন ও আমরা কোশাকুশী ও হরিনামের মালা লইয়া গুরুমন্ত্র জপি—কর্তা সব দিন সমভাবে সন্ধ্যা আহ্নিক করেন না—সর্বদাই ব্যস্ত।

পতিভাবিনী। আপনার কৌশলের দ্বারা ধর্মপথে তাঁহার মন আকর্ষণ করা কর্তব্য। এ কার্য বহু পরিশ্রমে হইবে। প্রথম প্রথম বড় কঠিন্ বোধ হইবে কিন্তু

এই লক্ষ্য সর্বদা মনে রাখিলে নানা প্রকার উপায় আপনা আপনি প্রকাশ পাইবে। যে উদ্দেশ্যেই আমরা মগ্ন থাকি সে উদ্দেশ্য অল্প বা অধিক ভাগেই হউক অবশ্যই সিদ্ধ হর। প্রথম কার্য এই যে প্রকারেই হউক দুইজনে একত্র হইয়া আহ্নিক ও সন্ধ্যা করিবেন। আপনি ঈশ্বরের প্রতি যত উচ্চ ভাব প্রকাশ করিবেন তাঁহাকে তত আকর্ষণ করিবেন ও তিনি তত শৃঙ্খলে বদ্ধ হইবেন।

১৫।—অন্বেষণচন্দ্রের নানা প্রকার উপাসনা শ্রবণ ; আত্ম বিচার ও মৃত পিতার বাণী শ্রবণ।

রবিবারে গির্জা খুলিল—পাদ্‌রি পুল্পিটে গৌন পরিয়া বাইবেল লইয়া উপাসনা করিতে আরম্ভ করিলেন। নর নারী একত্র বসিয়া ভজনা করিতেছেন—সকলেরই হাতে বাইবেল, সকলই ভক্তিভাবে বসিয়াছেন। উপাসনার যে প্রণালী আছে তাহা সাঙ্গ হইলে, পাদ্‌রি এক সর্‌মন অর্থাৎ বক্তৃতা করিলেন ও অবশেষে সত্য খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম বিস্তীর্ণ হওন জন্য প্রার্থনা করিলেন। উপাসনা যাহা হইল তাহাতেই ক্ষণেক কাল জন্য সকলের আত্মার আরাম অবশ্যই হইয়া থাকিবে।

পরদিবস প্রাচীন ব্রাহ্ম সমাজে উপাসনা হইল। আচার্য ও উপাচার্যেরা প্রণালীপূর্বক ভজনা করিলেন ও আচার্য প্রার্থনা করিলেন যে সত্য ব্রাহ্ম ধর্ম দেশে, প্রদেশে প্রচারিত ও গৃহীত হউক। সকল উপাসক ভক্তিভাবে কিছু কাল যাপন করিলেন।

পরদিবস উন্নত ব্রাহ্ম মন্দিরে ঐ প্রকার উপাসনা ও প্রার্থনা হইল ও তার পর দিবস মস্‌জিদেও ঐ রূপ উপাসনা ও প্রার্থনা হইল।

অন্বেষণচন্দ্র সকল উপাসনা ও প্রার্থনা শুনিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে কোন সম্প্রদায়ের প্রার্থনা সিদ্ধ হইবে, সকলেই আপন মত ও বিশ্বাস অনুসারে উপাসনা ও প্রার্থনা করে কিন্তু মত বিশ্বাসের সত্যাসত্য কি রূপে ধার্য হইবে? মত বিশ্বাস সংস্কার সম্বন্ধীয়—আত্ম সম্বন্ধীয় নহে। মনেতে নানা সন্দেহ—সিদ্ধান্ত এক একবার উপস্থিত হইতেছে কিন্তু কিছু স্থির করিতে পারি না। একটা বিষয় স্থির করিতে গেলে অন্য বিষয় অসংলগ্ন হইয়া পড়ে। সকলের সমন্বয় ও সামঞ্জস্য করা সুকঠিন। আরো ভ্রমণ, দর্শন, চিন্তন ও নিধিধ্যাসনের আবশ্যক। যাহাতে মন একাগ্রভাবে থাকে তাহা অল্প বা অধিক পরিমাণে হউক অবশ্যই লব্ধ হইবে। আত্মা এখনও বড় দুর্বল—আত্মা আত্মাতে রমণ করে না—আত্মাতে পতিভাবিনী সর্বদা উদয় হইতেছে। যদিও তিনি অতুল্য বনিতা কিন্তু তাঁহার নিমিত্তে আমার মুগ্ধ হওয়া দুর্বলতা।

এই বলিতে বলিতে পিতার জ্যোতির্ময় সহাস্য বদন সম্মুখে দেখিয়া এই বাণী শুনিলেন "অভেদী রয়া পর্বতোপরি আছেন—তাহার নিকট যাইয়া সার জ্ঞান লাভ কর।"

নিমিষ মাত্রে ঐ শান্ত মূর্তি অপ্রকাশ হইল। হা পিতঃ যো পিতঃ বলিয়া অন্বেষণ মোহেতে মুগ্ধ হইলেন ও বার বার প্রণাম করত বলিলেন—পিতঃ কৃপা করিয়া আর একবার দেখা দেও কিন্তু আর কিছুই প্রকাশ হইল না। অনেকক্ষণ চতুর্দিক দৃষ্টি করত বসিয়া রহিলেন অবশেষে তাঁহার মনে পিতার ও স্ত্রীর শোক প্রবাহিত হইতে লাগিল ও তিনি রোরুদ্যমান ও মৃতবৎ হইয়া পড়িয়া থাকিলেন।

১৬।—জেঁকোবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিয়োগ—বাবুসাহেবের বিবাহের উদ্যোগ ও ভঙ্গ ও ভ্রাতার মৃত্যু শ্রবণে আত্মাবিদ্যাচিন্তন—মনের পরিবর্তন ও অন্বেষণচন্দ্রের উপদেশ।

জেঁকোবাবুর বাটীতে বড় বিপদ। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জ্বর বিকারে মুমূর্ষু। শরীর হিম—নাড়ি ক্ষীণ—স্পন্দ রহিত ও জ্ঞান অল্পই আছে। সরলা ঈশ্বর ধ্যানে যে পর্যন্ত ধৈর্যাবলম্বন করিতে পারেন তাহা করিতেছেন কিন্তু পুত্রের আত্মা অস্তমিত দেখিয়া মোহের প্রবল তরঙ্গে মুহ্যমান হইতেছেন। যখন অস্থিরতা জীবনের জীবন তখন সজীব থাকা সুকঠিন—তখন আত্মা প্রপীড়িত, মুহুর্মুহুঃ ভাবান্তর—কখন আশা, কখন হতাশা, কখন ক্ষোভ, কখন শোক, নানা প্রকার ভাবে আন্দোলিত হয়। স্বামী ও বাবুসাহেব নিকটে আছেন—বিধি করিতেছেন ইংরাজি চিকিৎসাই করিতে হইবে—বৈদ্যরা হাতুড়ে। দুই এক জন আত্মীয় বলিল—ইংরাজি চিকিৎসা অনেক হইয়াছে—কিছুই বিশেষ হয় নাই। এক্ষণে এক জন জ্ঞানাপন্ন কবিরাজ আনাইয়া দেখান। এই বিচার হইতে হইতে বালকের দুই চক্ষু স্থির হইল ও সকলের বোধ হইল নয়ন দিয়া আত্মা বিগত হইল। জননী পুত্রের মুখ চুম্বন করত রোদনে অস্থির হইলেন। পিতাও বিলাপ করিতে লাগিলেন। বাবুসাহেব তাহাকে লইয়া বাহিরে আসিলেন। পর দিবস প্রাতে বাবুসাহেব আইলে জেঁকোবাবু বলিলেন—পুত্রের মৃত্যু দেখিয়া আত্মার অস্তিত্ব কিঞ্চিৎ প্রতীয়মান হয়। সমস্ত রাত্রি বিছানায় ছট্‌ফট্ করিয়াছি—শেষরাত্রে একটু তন্দ্রা আসিয়াছে এমত সময় পুত্রের শান্ত বদন দেখিলাম—আমাকে বলিতেছে—"পিতঃ দেহত্যাগ করিয়া সুখে আছি।" এ কি চমৎকার!

বাবুসাহেব একটু বিবেচনা করিয়া বলিলেন এ স্বপ্ন, নতুবা মস্তিষ্ক পরিষ্কার ছিল

না। বিশেষ প্রমাণ না পাইলে এ সব গ্রহণ করিতে পারি না। এক্ষণে এই গোল-যোগ সর্বদেশে হইতেছে—কিন্তু এ সকলই অলীক ও কেবল ভ্রম ও প্রতারণা জনক।

জেঁকোবাবু। যদিও ঈশ্বর মানি না তথাচ তাঁহাকে একটু ধ্যান করিলে শোক অল্প বোধ হয়।

বাবুসাহেব। সুতরাং এক চিন্তা কি ভাব ত্যাগ করিয়া অন্য চিন্তা কিম্বা অন্য ভাব আনিলে পূর্ব চিন্তা কি পূর্ব ভাব অবশ্যই বিগত হইবে।

জেঁকোবাবু। কিন্তু ঈশ্বর চিন্তা মিষ্ট বোধ হয়।

বাবুসাহেব। তা আমি জানি না—নিকটে সেই আত্মাওয়ালা আছেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা কর।

বাবুসাহেব অন্যান্য আলাপ করিয়া গমন করিলেন। তাঁহার পর অন্বেষণ আপনা আপনি আসিয়া উপস্থিত। যদিও জেঁকোবাবু তাঁহাকে অবজ্ঞা করিতেন তথাচ শোকেতে ম্রিয়মাণ হইয়া সমাদর পূর্বক আহ্বান করিলেন।

অন্বেষণ নিকটে বসিয়া বলিলেন আপনকার পুত্রের বিয়োগ সংবাদ শুনিয়া দুঃখিত হইয়া আসিতেছি। মহাশয় জ্ঞানী, বিবেচনা করিলে আত্মার বিনাশ নাই—জীবনে মরণ ও মরণে জীবন একই আত্মার শিক্ষা। শোক, দুঃখ যাহা ঘটে তাহাতে আত্মা বলীয়ান হয় ও আত্মা বলীয়ান হইলে শোক দুঃখ হইতে অতীত হয়। এক্ষণে ঈশ্বরকে ধ্যান করিয়া আত্মাকে উন্নত করুন।

জেঁকোবাবু। আত্মার অস্তিত্বের প্রতি আমার একটু বিশ্বাস হইতেছে।

অন্বেষণ। আপনার আত্মা দ্বারা যাহা লাভ করিবেন তাহাই সত্য। প্রথম প্রথম আত্মাদ্বারা অল্পই লব্ধ হইবে। জ্ঞাতা না যোগ্য হইলে জ্ঞেয় প্রাপ্ত হয় না। আপনি শান্ত হইয়া বিবেচনা করিবেন।

লোকের বিপদ ঘটিলে আত্মীয়রা সামাজিক প্রথানুসারে দুই একবার আসিয়া সান্ত্বনা বাক্য কহিয়া থাকে ও যাঁহারা দুঃখিত হইয়া আইসে তাঁহারাও কালেতে ক্লান্ত হইয়া পড়ে। লাভ ও স্বার্থ ত্যাগ করিয়া এক জনের দুঃখ মোচন জন্য অন্য এক জনের নিরন্তর বাসনা ও শ্রম অতি অসাধারণ। জেঁকোবাবু বড় শোক পাইয়াছেন—হৃদয় একেবারে ভগ্ন হইয়াছে—সকল বন্ধু বান্ধবের গমনাগমন স্থগিত—বাবুসাহেবেরও আসা যাওয়া অল্প ও বহু ব্যবধান পর, কিন্তু অন্বেষণচন্দ্র প্রতিদিন অন্বেষণ করিতেছেন ও তিনি যাহা কহেন তাহা জেঁকোবাবুর উদ্বোধক ও হৃদয়ভেদী। জেঁকোবাবুর আত্মার জড়তা বিনষ্ট হইয়াছে। তিনি অন্বেষণের ঔদার্য ও নম্রতা দেখিয়া আপন মালিন্য ও অল্প জ্ঞান বুঝিতে পারিতেছেন।

কিছু দিনের পর অন্বেষণ কিছু কৃতকার্য হইয়া সেখান হইতে বিদায় লইলেন। পথি মধ্যে বাবুসাহেব তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কেমন আমার বন্ধু কি আত্মাওয়ালা হইয়াছেন ?—আমি খাতিরে কোন কর্ম করি না—কি জান—পুরুষের মেয়ে মানুষের ন্যায় শোক করা ভাল নয় ও শোকে পড়িলে ভ্রমে পড়্‌তে হয়।

এই কথা হইতেছে ইতিমধ্যে একজন চাকর এক চিটী ও ফুলের তোড়া লইয়া তাঁহার হস্তে দিল।

বাবুসাহেব চিটী পড়িয়া শিহরিয়া উঠিলেন—তাঁহার বদনে রক্তের ছোব দেখা দিল ও তিনি আপন সরল স্বভাব হেতু আহ্লাদেতে বলিলেন—বুঝি এত দিনের পর এক ইংরাজি বিবির সহিত আমার বিবাহ হইল।

অন্বেষণ জিজ্ঞাসা করিলেন—এ বিবাহের ঘটক কে ?

বাবু সাহেব। (স্বগত ডেম বেঙ্গালি ! ডেম বেঙ্গালি !) (প্রকাশ্য)—তোমরা এ সব বুঝ না—তোমরা আপনারা বিবাহ কর না—বাপ মায়ে দেওয়ায়। ইংরেজরা দেখে শুনে বিবাহ করে। এক্ষণে মন অস্থির—কথা কহিবার অবকাশ নাই—"গুড্‌ বায়"—সেলাম।

সংসারের বিচিত্র গতি—কাহার শোক—কাহার হর্ষ—কাহার উন্মত্ততা—কাহার শান্তি—কাহার উন্নতি—কাহার দুঃখ—কাহার সুখ !

গ্রামে একেবারে ঢিঢিকার হইল যে বাবুসাহেব এক টেঁসের মেয়েকে বিবাহ করিবেন। হাত টেপাটিপি—মধু বাক্যের লিপি লিখন—উপঢৌকন—পরিবর্তন—আত্ম অর্পণ—সবই হইয়া গিয়াছে। বর কনে দুই জনেই অস্থির—দুই জনে সদা একত্রিত হইয়া পরস্পর মুখাবলোকন করত ভাবী সুখ জন্য প্রেম নিশ্বাস ত্যাগ করেন। ইতিমধ্যে কনের পিতা এই সংবাদ শুনিয়া বিদেশ হইতে শীঘ্র আসিয়া কন্যাকে বলিল তুমি যদি বাঙ্গালিকে বিবাহ কর তবে তোমার মুখ দেখিব না। বর ভগ্নাশ হইয়া প্রেম জ্বরে আক্রান্ত হইলেন—চিটী পত্র লেখা বন্ধ—বৈকারিক অবস্থার বৃদ্ধি—কাহার সহিত আলাপ করেন না, কাহার নিকটে যান না—কেবল স্তম্ভ হইয়া গুম অবতারের ন্যায় বিছানায় পড়িয়া থাকেন। এ রোগের ঔষধ কি—কেবল এই ভাবেন। এক দিবস প্রাতে এক খানা ইজি চেয়ারে বসিয়া আছেন ডাকের পেয়াদা এক খানি পত্র আনিয়া হস্তে দিল পত্র পড়িবা মাত্রেই রোদন করিয়া উঠিলেন—তাঁহার অনুজ লাহোরে ছিলেন হঠাৎ ওলাউঠা রোগে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে—এই সংবাদ সেখানকার কোন বন্ধু লিখিয়াছেন। চিত্তের পূর্ব ভাব বিগত হইয়া এক্ষণে ভ্রাতৃ শোকে সাতিশয় কাতর

হইলেন—আর কি ভায়াকে দেখিতে পাইব না! এই আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন ও গ্রন্থকর্তারা আত্মার অমরত্ব বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিয়ত পাঠ করণানন্তর পুনঃপুনঃ ঐ বিষয় বিবেচনা করিতে লাগিলেন। এই সংবাদ শুনিয়া জেঁকোবাবু নিকটে আইলেন। পূর্বে দুই জনে একত্র হইলে তাঁহারা দম্ভে ও স্পর্ধাতে কথাবার্তা কহিতেন, এক্ষণে দুই জনেরই আন্তরিক বিকার অনেক খর্ব হইয়াছে—আত্মার উগ্রতা শোক ও দুঃখে হ্রাস হয় ও হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে সাত্ত্বিক ভাবের উদয়। বাহ্য রাজ্য ও অন্তর রাজ্য এক নিয়মেই নির্বাহিত হয়। এক ভাবের আধিক্য হইলে অন্যের আগমন। সকল ভাবেরই সীমা আছে। যাহা সীমাতীত তাহারই বিনাশ। কখন আধ্যাত্মিক বলে ভাবের বিনাশ, কখন প্রবলতর অন্য কোন বাহ্য ভাবের উদয়ে পূর্ব ভাবের হ্রাসতা কিম্বা সম্পূর্ণ অদর্শন। দুই বাবুই শোকে মগ্ন—এক জন পুত্র শোকে, এক জন ভ্রাতৃ শোকে চঞ্চলিত। বাহ্য বিষয়ক কথা অবশ্যই অল্প হইতেছে। এক জন বলিতেছেন—যদি বিয়োগের পর আত্মা থাকে তবে সে আত্মা কি করে? অন্য এক জন বলিতেছেন যদি থাকে তবে অবশ্যই প্রকৃত উপযোগী কার্য করে। শুনিয়াছি কেহ কেহ কোন কোন আত্মীয়ের আত্মার সহিত কথোপকথন করিয়াছে—এ যদি সত্য হয় তবে বড় ভাল, তা হইলে অনেক সান্ত্বনা পাওয়া যায় ও মৃত্যু ভয় বিগত হয় কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাইলে বিশ্বাস হয় না—অনুসন্ধান করণে হানি নাই—উপকার আছে।

১৭।—উন্নত ব্রাহ্ম প্রচারকের উপদেশ ও বিচার।

উন্নত ব্রাহ্ম প্রচারক—বাঙ্ময় বিষারদ—সমাজ মন্দিরে উপনীত। শ্রোতা ও শিষ্যেরা আস্‌তে আজ্ঞা হউক আস্‌তে আজ্ঞা হউক বর্ষণ করিতে লাগিল। প্রচারক সমাজ পার্শ্বস্থ গৃহে যাইয়া বসিলেন। কয়েক জন উন্নত ব্রাহ্ম ঐ গৃহে আসিয়া গুরুর পদতলে পড়িয়া আপন আপন ভক্তি প্রকাশ করিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে একজন বলিলেন—মহাশয়! শান্তিরাম গড়গড়ী অদ্যাপি পৈতা ত্যাগ করেন নাই। তিনি উপাচার্য হইয়া বেদীতে বসিলে বেদী কলঙ্কিত হইবে। আর এক জন বলিলেন প্রাণ থাকুক আর যাউক বিশ্বাসের বিপরীত কার্য কখনই করা হইবে না। আর এক জন বলিলেন যদি পৈতা পরিত্যক্ত না হইল তবে পৌত্তলিকতায় কি দোষ? আর এক জন বলিলেন গড়গড়ী মহাশয় বড় ঈশ্বর পরায়ণ ও সাধু। পৈতা ধারণ করিলে কি ঈশ্বর পরায়ণ ও সাধু হয় না? পৈতার সঙ্গে আত্মার সঙ্গে কি সম্বন্ধ? অন্য এক জন পৈতাত্যাগী উপাচার্য তাহার তুল্য পবিত্র

না হইতে পারেন। আর এক জন বলিলেন তাহা হইতে পারে কিন্তু পৌত্তলিকতাকে উৎসাহ দিতে পারি না। আমাদিগের প্রতিজ্ঞা—দৃঢ় প্রতিজ্ঞা—যদি তাহা ভঙ্গ হয় তবে নরকে গমন করিতে হইবে ও ইংরাজেরা আমাদিগকে কি বলিবে? প্রচারক বলিলেন এইতো উন্নত ভাব—ইহা যদি না হয় তবে ব্রাহ্ম ধর্ম অবলম্বন করা কি ফল? বিস্তর বিচার ও বিতণ্ডা হইয়া গড়গড়ীকে গড়গড় করিয়া চলিয়া আসিতে হইল। প্রচারক দোর্দণ্ড প্রতাপে বেদীতে উপবেশন করিয়া ঈশ্বর, আত্মা ও পর সম্বন্ধীয় এবং পাপ, অনুতাপ, পরিত্রাণ ও মোক্ষ বিষয়ে অনেক বলিলেন। অবশেষে দয়া বিষয়ে দীর্ঘকাল বক্তৃতা করিলেন। শ্রোতারা শ্রান্ত হইয়া নিদ্রাতে অভিভূত হইলেন ও অনেকের মনে হইল যে প্রচারক মহাশয় এক্ষণে ক্ষান্ত হইয়া আমাদিগকে দয়া করিলে আমরা দয়া উপদেশ ভালরূপে গ্রহণ করিতে পারি।

অন্বেষণচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন। উপাসনা সাঙ্গ হইলে একজন মার্জিত জ্ঞানী ও স্পষ্টবক্তা তাঁহার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—মহাশয় কেমন শুন্‌লেন?

অন্বেষণচন্দ্র। উত্তম—যাহা শুনা যায় তাহাতে কিছু কার্য হইতে পারে।

কিন্তু যাহা শুনা গেল তাহা কি শ্রেষ্ঠ উপদেশ?

অন্বেষণচন্দ্র। সকল উপদেশ সকলের মনে সমানরূপে গৃহীত হয় না। যাহাদিগের সামান্য মন তাহারা ক্ষুদ্র উপদেশ গ্রহণ করে, উচ্চ উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে না। যাহাদিগের উচ্চ মন তাহাদিগের পক্ষে উচ্চ উপদেশের আবশ্যক—সামান্য উপদেশ তাহাদিগের মনে প্রবেশ করে না, কিন্তু প্রচারক উচ্চতা প্রাপ্ত না হইলে স্বকার্যে অক্ষম হয়েন। অস্থায়ী প্রকরণ লইয়া ধর্ম উপদেশ চিরদিন সমভাবে চলে না। শ্রোতার মধ্যেই শীঘ্র বা বিলম্বে হউক কেহ না কেহ প্রচারকের গ্রাম্য ভাব জানিতে পারে। প্রকৃত প্রচারক হইতে গেলে তাঁহাকে আত্মজ্ঞ হইতে হয় নতুবা শ্রোতাদিগের আত্মার গতি অনুসারে উপদেশ হয় না। কিন্তু এ শ্রেষ্ঠ কল্প—যাহা হইতেছে তাহাই হউক—হানি নাই। কালেতে উপকার হইতে পারে।

তা বটে, কিন্তু যেরূপ তর্জন গর্জন হয় তদনুসারে বরিষণ হয় না।

অন্বেষণচন্দ্র। এইই মানব জাতির ধর্ম। যদবধি আত্মা দর্শিত্ব না জন্মে তদবধি বাহ্য ব্যর্থ বিষয় লইয়া জীবন যাপন করিতে হয় কিন্তু তাহাতেও আত্মোন্নতির কিছু না কিছু উপকার হইবে।

পৈতে ফেলা—পৌত্তলিকতা ইত্যাদি ইংরাজি বহি পড়ার দরুণ—আপনি কি বলেন?

অন্বেষণচন্দ্র। তাহা হইতে পারে কিন্তু প্রকৃত কারণ এই যে বাহ্য প্রবল—অন্তর

দুর্বল—এজন্য আত্মা দণ্ডে দণ্ডে নব সংস্কারাধীন। যেমন তরকারি সন্তলন কালীন হাঁড়িতে তপ্ত ঘৃত উপরে ফোড়ন দিলে ফড়্ ফড়্ শব্দ হয় তেম্‌নি প্রবল বাহ্য কারণ বশাৎ নবনব মত ও বিশ্বাসের সৃষ্টি—তাহার কি তর্জন গর্জন হইবে না? অবশ্যই হইবে। কিন্তু স্থায়ী হইতে পারিবেক না। ইহাতে আপনি বিরক্ত হইবেন না। এই উন্নত ব্রাহ্ম প্রচারক মহাশয় উচ্চতা প্রাপ্ত হইলে গ্রাম্য ভাব ত্যাগ করিবেন। তাঁহার ঈশ্বর বিষয়ক পিপাসা প্রসংশনীয়—তিনি অনেক পড়িয়াছেন, কিন্তু নিগূঢ় চিন্তা করেন নাই—ঈশ্বর লক্ষ্য সর্বদামনে ধারণ করিতে পারেন না—অনেক পার্থিব লক্ষ্যে প্রপীড়িত—যখন যে লক্ষ্য প্রবল তাহাকেই ঈশ্বর লক্ষ্য বোধ করেন, এজন্য ভ্রাম্যমান হইয়া ব্রাহ্ম ধর্মকে খিচুড়ি করিতেছেন—কিন্তু যদি প্রাণপণে ঈশ্বর লক্ষ্য সর্বদা ধারণ করিতে পারেন, তবে তিনি অবশ্যই উচ্চতা প্রাপ্ত হইবেন ও তাঁহার ক্ষুদ্র দৃষ্টি থাকিবে না।
যুক্তাত্মা ধীরেরা কি ব্যর্থ, অলীক, অস্থায়ী সামাজিক, বা গার্হস্থ্য বিষয় লইয়া সাধনা করিতেন?—তাঁহাদিগের লক্ষ্য কেবল আত্মা ও ঈশ্বর।

১৮—বাবুসাহেব ও জেঁকোবাবুর ক্ষতি, জেঁকোবাবুর মৃত্যু, সরলার বিধবা বিবাহ বিষয়ক উপদেশ, বাবুসাহেবের তাঁহাকে হস্তগত করণার্থে নাপ্তিনীর নিকট গমন ও তাহার সহিত কথোপকথন, তাঁহার মৃত্যু, ও লালবুঝ্‌কড়ের কারারুদ্ধ হওন।

বাবুসাহেবের ও জেঁকোবাবুর যাহা ধন ছিল তাহা বঞ্চক লোকের ইন্দ্রজালেতে সকলি ক্ষতি হইল। ধন হারা হইয়া তাঁহারা যেন মণিহারা ফণির ন্যায় বসিয়া থাকেন—অন্তরের কিছুমাত্র জ্যোতি নাই, সর্বদাই ভাবেন ধনের সঙ্গে মানও গেল—এখন কি করি? কেবল মদই ভর্সা অতএব মদে মত্ত যদবধি থাকেন তদবধি পৃথিবীকে সরা দেখেন। মদ আমোদ না হইলে একেবারে কয়লার নৌকা ডুবাইয়া বসেন। দুই এক সার জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলেন—আপনাদিগের ধর্ম চর্চা বেশ হইতেছিল, তাহা কেন বন্ধ করিলেন?—তাহা করিলে মদ্যের প্রয়োজন হইত না। তাঁহারা উত্তর দেন আমাদিগের পুত্র ও ভ্রাতৃ শোক হইতে ধন শোক অধিক হইয়াছে—এ শোক সম্বরণ কিরূপে করিতে পারি? বাল্যকালাবধি ঈশ্বর চিন্তা না করিলে বিষম প্রমাদ, একটা বিপদের ঝড়েতেই হৃদয় ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। যাহাদিগের ঈশ্বর পরাকাষ্ঠা তাহারাই কেবল বিপদ সম্পদ সমভাবে দেখেন ও যে অবস্থাতেই পতিত হয়েন সেই অবস্থাকে আত্মোন্নতি সাধনের মূলক করেন। কিছু দিন পরে জেঁকোবাবু বিপদের গ্রাস হইতে

পরিত্রাণ না পাইয়া দিন দিন তনু ক্ষীণ হইয়া লোকান্তর গমন করিলেন। সরলা পতিব্রতা, ইচ্ছা করিলেন যে সমহরণ গমন করিবেন কিন্তু ঐ প্রথা নিষেধক আইন জারি হওয়াতে ক্ষান্ত হইলেন। দুই তিন বৎসর পরে বাবুসাহেব সরলার প্রতি অনুরাগী হইয়া তাঁহার সহিত বৈবাহিক বন্ধন জন্য সাতিশয় চিন্তিত হইলেন। সরলা বড় গুণবতী ও যখন তাঁহার মুখশ্রী বাবুসাহেবের মনেতে উদিত হইত তখনি আপনা আপনি বলিতেন—বাঙ্গলির মেয়ে তো ভাল পাওয়া যায় না এজন্য ফিরিঙ্গির মেয়েকে বিবাহ করিতে গিয়াছিলাম কিন্তু সে গুড়ে বালি পড়িল। এক্ষণে যদি সরলা দয়া করেন তবে বাঁচি নতুবা এক্‌লা ভেবে ভেবে সারা হইলাম। নানা প্রকার উপায় ভাবিয়া বাবুসাহেব উন্নত ব্রাহ্ম মন্দিরে উপাসনা করিতে আরম্ভ করিলেন। উন্নত ব্রাহ্মেরা তাঁহাকে দলস্থ দেখিয়া উন্নত হইলেন ও পরে তাঁহার বৈবাহিক প্রস্তাব শুনিয়া তাঁহারা অতি আহ্লাদিত হইলেন, কারণ স্ববর্ণে বিবাহ হইবেক না—বর ব্রাহ্মণ ও কন্যা ক্ষত্রিয়। অবশেষে এ প্রস্তাব সরলার কর্ণগোচর হইলে তিনি বিনয় পূর্বক বলিলেন—স্ত্রীলোকের পুনঃ বিবাহ এক্ষণে প্রচলিত হইতে পারে কিন্তু যাঁহারা ঈশ্বরপরায়ণা নারী তাঁহারা শারীরিক সুখার্থে জীবন ধারণ করেন না—তাঁহারা আত্মসংযম ও আত্মোন্নতি জন্য জীবিত থাকেন অতএব ব্রাহ্মচর্য ব্যতিরেকে অন্য কি উপায়ে ঐ অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে? আমার লোভ নাই—পার্থিব সুখ অথবা গৌরব কিছু মাত্র বাসনা করি না। যাহাতে ঐকান্তিক ভাবে ঈশ্বরেতে আত্মা অর্পণ করিতে পারি এইই আমার অহরহ প্রার্থনা। শুনিতে পাই বিধবা বিবাহ জন্য প্রচুর ধন ব্যয় হইয়াছে ও যাঁহারা ব্যয় ও শ্রম করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই সৎ অভিপ্রায়ে করিয়াছেন কিন্তু যদি ঐ সকল মহাশয়রা ব্রহ্মচর্য অনুষ্ঠানে উৎসাহ প্রদান করিতেন তাহা হইলে অনেকের অধিক আধ্যাত্মিক বল হইত। যে স্ত্রীলোক পতিপরায়ণা সে কি অন্য পতি গ্রহণ করিতে পারে? যে কালেতে পতিকে ভুলে যায় সে কি পতি-পরায়ণা? স্ত্রীলোক বা পুরুষের প্রকৃত বীরত্ব কি? ইন্দ্রিয় দমন ও আত্মার শক্তি বর্ধন। মনুষ্য উর্ধ্বদৃষ্টি হীন হইয়া সর্বদাই পশুবৎ ভাবে থাকে ও কার্য করে—আত্মা আছে কি না—ও কি প্রকারে উন্নত হইবে তদ্বিষয়ে কিছু মাত্র চিন্তা নাই। সভ্যদেশের রীতি নীতির অনুকরণ হইতেছে কিন্তু সভ্যতা কি? সভ্যতা বাহ্য উন্নতি, আত্মোন্নতিকে সভ্যতা অল্প লোকে বলেন!

সরলার এ সকল বাক্য গরলস্বরূপ গৃহীত হইল। উন্নত ব্রাহ্মদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন নারীর কথাগুলি নিতান্ত অগ্রাহ্য নহে, আবার কেহ কেহ

বলিলেন মেয়েমানুষ প্রথমে এইরূপ কহিয়া থাকে, পরে দোরস্ত হয়। বাবু সাহেব স্বাভাবিক অস্থির, তাহাতে আশা পিচাশের খেঁচুনিতে ধড়্ফড়াতে লাগিলেন। ভ্রাতৃশোক, ধনশোক ও বন্ধু জেঁকোবাবুর শোক সকলই বিগত—এক্ষণে যাহাতে তাঁহার বনিতা হস্তগত হয়েন এই জ্ঞান—এই ধ্যান। খেয়ে সুখ নাই—বসে সুখ নাই—শুয়ে সুখ নাই—কিছুতেই সুখ নাই। এক একবার দুপা ফাঁক করিয়া দাঁড়াইয়া সিস্ দেন ও নিশ্বাস ত্যাগ করণানন্তর "ডিয়ের সরলা" বলিয়া ডাকেন। বাবুসাহেব বড় বিবেচক—বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন—ব্রাহ্মদের এ কথা বলা ভাল হয় নাই—তাহারা কর্ম খারাব করিয়াছে। মেয়ে মানুষের মন মেয়ে মানুষ শীঘ্র হরণ করিতে পারে, অতএব বাটীর নিকটে শ্যামা নাপ্তিনী থাকে তাহাকেই ঘটকী করা শ্রেয়। সন্ধ্যা না হইতে বাবুসাহেব শ্যামার কুটীরে উপনীত। শ্যামা বলিল—এ কি ভাগ্য—রাজা বিক্রমাদিত্য ভিকে হাড়িনীর কুটীরে! শ্যামা গোরুর জাব্না কাট্তে ছিল—মাথায় কাপড় নাই—কেশ কতক কাল কতক সাদা—লুটিয়া পড়িয়াছে, আস্তে ব্যস্তে একখানি পিড়া আনিয়া দিল। বাবুসাহেবের টাইট্ পেনটুলুন—বসিতে অশক্ত। বাবুসাহেব লম্বা, শ্যামা বেঁটে—একটু কোঁয়া হইয়া বল্‌ছেন—একটা কথা বলি কাহাকেও বলিস্ না—সরলাকে আমার কনে করে দিতে পারিস? আমার বিষয়-আশয় সব দিব। নাপ্তিনী এই কথা শুনিবামাত্রে দুই কাণে হাত দিয়া জিহ্বা দাঁতে কাটিয়া বলিল—সে সাক্ষাৎ সতী লক্ষ্মী, দুদণ্ড তাঁহার কাছে বস্‌লে অনেক ধর্ম কথা শুনিয়া আসি। আর২ অনেক বিধবা আছে তাহাদের এক জন না এক জনের সহিত বিবাহ দেওয়াইতে পারি। সরলা সাবিত্রী স্বরূপ—এমনি রাশ ভারি যে একটী মন্দ কথা তাহার নিকট কেহ বলিতে পারে না। তিনি সর্বদাই আহ্নিক, পূজা, দান, ধ্যান ও সন্ধ্যার পরে এক মুটা আহার করেন। রামপ্রসাদ ঠাকুরের এক বিধবা মেয়ে আছে—তাহাকে বিয়ে কর না কেন? সে নটার মধ্যে খেয়েদেয়ে ফিট্ফাট হইয়া বাড়ী বাড়ী ফিরে—তাস খেলে ও গল্প গুজব, হাসি তামাসা, ঠাট্টা-বট্কেরায় কাল কাটায়—পূজা আহ্নিকের সহিত কিছু এলাকা নাই। এ রকমের মেয়ে মানুষ কিছু পেলেই ফের বিয়ে করে।

বাবুসাহেব। যে সব মেয়ে মানুষ খুব ধর্ম কর্ম করে তাদের বিয়ে করা ভাল—কোন ভয় নাই।

নাপ্তিনী। আরে আবেগের বেটা! তারা তোকে কেন বিয়ে কর্‌বে? পিতর শরীরটাই যায়—প্রাণটা তো থাকে? সেই প্রাণটা ভেবেও ঐ সব মেয়েমানুষ আরাম পায়। সুখ তো শরীরে নাই—মনে সুখ—মন যদি ধর্ম কর্ম করলে সুখী

হয়, তো আর বিয়ে করে কায কি? আর বাঙ্গালির মেয়েরা স্বামীকে ভুলে না —স্বামীর জন্য প্রাণ দেয়। যাহারা স্বামীকে কখন দেখে নাই ও যাহাদিগের বয়েস অল্প তাহারা বিবাহ করিতে পারে। নাপ্তিনীর কথা শুনিয়া বাবুসাহেব হতাশ হইয়া ভাবিলেন যে বিবাহ বুঝি কপালে নাই। বাটী ফিরিয়া আসিয়া নানা প্রকার অস্থির ভাবনায় মগ্ন। ঈশ্বর অথবা পরলোক চিন্তা তড়িৎবৎ। আপনার যেমন মনের বল তেমনি সকলের বল দেখেন। কাহার মনের উচ্চতার কথা শুনিলে বিশ্বাস করিতেন না—কেবল ড্যাম বেঙ্গালি!—ড্যাম বেঙ্গালি! বলিতেন। কালেতে তাঁহাকে সকলই পরিত্যাগ করিল ও তিনিও কোথায় যাইতেন না। মনের অসুখ দিন দিন বৃদ্ধি ও অবশেষে রোগ হইতে উত্তীর্ণ না হইয়া যম মন্দিরে গমন করিলেন।

বাহ্য আনন্দে আনন্দিত থাকিলে শোক দুঃখ হইতে মুক্ত হওয়া বড় কঠিন। কেবল আত্মার বলেতেই হর্ষ ও শোক হইতে মুক্তি হয়।

লালবুঝ্‌কড়্‌ সর্বদাই উপর চাল চালিতেন। তাহার নিজের কি মত তাহা তিনি জানিতেন না। উপস্থিত মতে কার্য—উপস্থিত মতে মত ও কার্যের পরিবর্তন। কি প্রকারে বাহ্য রক্ষিত হইবে এই তাহার লক্ষ্য। বাহিরে বাহ্য অনুরাগ জন্য সব দলেরই অনুকরণ করিতেন। বিরলে অনেক নিন্দনীয় কর্ম করিতেন। এক মকদ্দমায় লোভ প্রযুক্ত মিথ্যা সাক্ষী দেন। বিচারে দণ্ডনীয় হইয়া কারারুদ্ধ হইলেন। গ্রামের ছোঁড়ারা কারাগারের জানালার নিকট যাইয়া এক এক বার হো হো করিত ও তৎক্ষণাৎ "ঝা বেটারা ঝা" শ্রুত হইত।

পিঙ্গলা গ্রাম ধর্ম ক্ষেত্র হইল—কিন্তু ধর্ম ক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র স্বরূপ বোধ হইতে লাগিল। মস্‌জিদ, গির্জা, দুই ব্রাহ্ম সমাজ ও নানা দেবালয় হইতে মহারথী, রথী অর্ধরথী ও নানা প্রকার যোদ্ধা সৃষ্ট হইতে লাগিল। এক দল মার্‌ মার্‌ শব্দ করে —অন্য দল মাভৈ মাভৈ বলিয়া চীৎকার করে—সব দল স্ব স্ব প্রধান—কে কাহাকে নিবারণ করে? সকলেই আপন মতানুসারে চলে। জগতে এইরূপেই কার্য হইয়া থাকে। যাহা ইন্দ্রিয় সংযুক্ত তাহার ছবি এই। ক্ষণিক মিলন, ক্ষণিক বিচ্ছেদ, ক্ষণিক বিদ্বেষ, ক্ষণিক প্রেম।

১৯।—অন্বেষণচন্দ্রের গোদাবরী তীরস্থ যোগীদিগের নিকট যাইয়া যোগ শিক্ষা—পতিভাবিনীর সহিত মিলন।

পিঙ্গলা গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া নানা দেশ, গিরি গুহা, বন উপবন, নদ নদী, খেটক খর্বট, হাট মাঠ, দেবালয়, অতিথিশালা দেখিয়া ও নানা প্রকার লোকের

সহিত আলাপে অনেক অর্জন করত অন্বেষণচন্দ্র অবশেষে গোদাবরী তীরে উত্তীর্ণ হইলেন। সম্মুখে এক বৃহৎ বটবৃক্ষ—শাখা প্রশাখা অসংখ্য, নিম্নে কতকগুলি উদাসীন ও যোগী বসিয়া রহিয়াছেন। গাত্র ভস্ম বিভূতি বিলেপিত—মস্তক জটা জূটে আবৃত—নয়ন মুদ্রিত। কেহ রেচক পূরক—কেহ কেবল কুম্ভক করিতেছেন—কেহ দীর্ঘকাল প্রাণ বায়ু সহস্রারে ধারণ করিতেছেন—কেহ বন্ধত্রয়ে আসীন হইয়া খেচরী মুদ্রায় আরূঢ় হইয়াছেন। অন্বেষণ নিকটে যাইয়া তাহাদিগের আশ্চর্য অভ্যাস দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ক্ষণেক কাল পরে যোগ ভঙ্গ হইলে তাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়া সাতিশয় তুষ্ট হইলেন ও নিকটে রাখিয়া ক্রমে২ যোগ শিক্ষা করাইলেন। কি হট যোগ—কি রাজ যোগ—কি আসন বিধেয়—কি ধ্যান ও ধারণা শুভকরী তাহা ক্রমশঃ লব্ধ হইল। রাত্রি যখন অল্প থাকিত তখন তাহাদিগের সহিত আত্মতত্ত্ব আলাপ হইত—তাঁহারা যাহা বাহ্য তাহা তচ্ছিল্য করিতেন ও কেবল আত্মা লক্ষ্য করত আত্ম বল লাভেই মগ্ন থাকিতেন এই তাঁহাদিগের আলাপ, ধ্যান ও অভ্যাস। যোগীদিগের সহিষ্ণুতা ও অপার্থিব ভাব দেখিয়া অন্বেষণ উচ্চতা প্রাপ্ত হইলেন। এক দিবস এক জন যোগী বলিলেন একটী স্ত্রীলোক কিছু কাল এখানে ছিলেন, তিনি আমাদিগের নিকট শিক্ষা পাইয়া অনেক অভ্যাস করিয়াছেন। সম্প্রতি এখান হইতে যাইয়া রম্য পর্বতের নিকট এক আশ্রমে কতকগুলি যোগিনীর সহিত বাস করিতেছেন। তাঁহাকে তুমি জান? তিনি এক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের কন্যা কিন্তু হিন্দী বুলী বেশ বলেন। অন্বেষণচন্দ্র বলিলেন—না, আমি তাঁহাকে জানি না—ঈশ্বরের জন্য অনেকেই লালায়িত। অবশ্য তিনি কোন অসাধারণ স্ত্রীলোক হইবেন। পরে রম্য পর্বতীয় অভেদীর নিকট যাইতে হইবে এই কথা মনে জাগ্রত হইলে তিনি সকল যোগীদিগকে অভিবাদন পুরঃসর বিদায় লইলেন। বিদায় কালীন তাঁহারা দীর্ঘ নখাচ্ছাদিত হস্তোত্তলন করত তাঁহাকে প্রাণগত আশীর্বাদ করিলেন। বারম্বার ভক্তি স্নাত প্রণাম করত অন্বেষণ সেই অপূর্ব আবাস হইতে বহির্গত হইলেন। দুই দিবস পরে এক আশ্রম দৃষ্টিগোচর হইল ও অতিদূরে এক পর্বতের ধুম্রবৎ নীল চূড়া প্রকাশ পাইল। আশ্রম উল্লঙ্ঘন করিয়া যান এমত সময়ে এই বিচার করিলেন—শুনিয়াছি এক ধর্মপরায়ণা নারী এখানে আছেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে কিছু না কিছু সংগৃহীত হইতে পারে। আশ্রমের ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখেন অনেক হিন্দুস্থানি, মহারাষ্ট্র, সুরাষ্ট্র, মগধস্থ নারীরা ঘাগরা, কাঁচলি, ওড়নায় আবৃত—বসিয়া ধ্যান করিতেছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে যেমন চন্দ্র তারাগণ বেষ্টিত তদ্রূপ এক জন বঙ্গদেশীয় অঙ্গনা কেবল একখানি রক্ত বর্ণ বস্ত্র পরিহিত,

হস্তে দুই গাছি বালা, সমাধিতে মগ্ন। নিরশনে শরীর ক্ষীণা,—আন্তরিক লাবণ্যে পূর্ণা—কেশ মুক্ত—অঞ্চল গলদেশে—বদন মনোহর—মধুর হাস্য সংযুক্ত ও শুভ্রতায় ভাসমান। অন্যান্য যোগিনীরা যোগ সমাপনানন্তর ধীরে ধীরে আপন আপন কুঞ্জে গমন করিলেন। ইত্যবসরে অন্বেষণচন্দ্র নিষ্কামচিত্তে ও অকুতোভয়ে ঐ রমণীর সম্মুখে বসিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দিবা অবসান—অস্তমিত দিনমণি গবাক্ষের দ্বার দিয়া স্বীয় নানা বর্ণীয় মণিতে ঐ মহিলার মুখমণিকে যেন উজ্জল মণির খনি করিতেছেন—কিন্তু তাঁহার অন্তরের অমূল্য মণির অবিনাশী ও অক্ষয় সৌন্দর্য দেখিয়া লজ্জা পাইতেছেন। এ নারী কে? সুনির্মিত চাঁপা ফুলের ন্যায় গৌরাঙ্গী যুবতী—রূপের ছবি—কিন্তু পার্থিব ভাব শূন্যা। যাহার ধ্যানেতে আহ্লাদ তাহার মন অন্যের ধ্যান দেখিলে ধ্যানে আকৃষ্ট হয়। এক ঘণ্টার পর রমণী নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখেন সম্মুখে এক জন শান্ত মূর্তি পুরুষ, চিবুক ও মস্তকে দীর্ঘ কেশ, পদ্মাসনে বসিয়া দৃষ্টিপাত করিতেছেন। নয়ন আত্মার ভাব প্রকাশক কিন্তু ঐ ব্যক্তির চক্ষু কেবল শান্তির জ্যোৎস্না স্বরূপ বোধ হইতেছে। দুই জনেই পরস্পর অবলোকন করিতেছেন। যদিও স্মরণ, উপমা ও মনঃ সংযুক্ত চিন্তার ত্রুটি হইতেছে না কিন্তু কিছুই স্থির হইল না। ক্ষণেক কাল পরে রমণী ঈষৎ হাস্য করত মস্তকের বস্ত্র টানিয়া নিম্নয়নী হইলেন ও তাঁহার চক্ষু হইতে অনিবার্য অশ্রু ধারা পতিত হইতে লাগিল।

অন্বেষণচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি কে—আপনার বাটী কোথায়?

রমণী অমনি তাঁহার ক্রোড়স্থ হইয়া নয়নের উপর নয়ন দিয়া বলিলেন—আমার নাম পতিভাবিনী—আমার প্রকৃত নিকেতন আপনার ক্রোড়। অন্বেষণচন্দ্র তাঁহার গলদেশে হাত দিয়া বলিলেন, চাঞ্চল্য ত্যাগ কর, এমন উচ্চ যোগিনী হইয়া রোদন করিলে? পতিভাবিনী উত্তর করিলেন এটি দুর্বলতা বটে কিন্তু তোমার জন্য ব্যাকুলতা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিতে পারি না। তুমি এমনি আকর্ষণ কর যে তোমাকে দেখিলেই আমি তোমাতে মগ্ন হই। অদ্য তোমাকে পাইয়া মনে দৃঢ় সংস্কার হইতেছে যে আত্ম সাধনে অনেক লাভ করিব। পরে দুই জনের বাক্য স্থগিত হইয়া পরস্পরের আত্মা দ্বারা আপন আপন অবক্তব্য যাহা ছিল তাহা ক্রমশঃ প্রকাশ হইতে লাগিল ও পরস্পরের আত্মা সংযুক্ত হইয়া নানা অপার্থিব বিমল আনন্দে রাত্রি যাপন করিলেন। এই মিলনে দুই জনের শারীরিক সুখ জন্য কিছু স্পৃহা নাই—মনও ভাবান্তর হইল না—কোন বিলাপ নাই, হর্ষ নাই, শোক নাই, ক্ষোভ নাই—এ সকল অবস্থা অতিক্রম করিয়া তাঁহারা আত্মার গভীর ভাব ধারণ করিয়া থাকিলেন। দুইজনের আত্মা এমনি

বলীয়ান যে কেবল পরস্পরের আত্মারই প্রতি পরস্পরের আন্তরিক দৃষ্টি ও দুই জনে আত্মাকে যাহাতে সম উচ্চতায় রাখিতে পারেন এই তাহাদিগের মিলনের উদ্দেশ্য হইল। আশ্রমের সম্মুখে একটি মনোহর সরোবর—চতুর্দিকে উচ্চ প্রাচীর—তদুপরি তরু লতা, ঝুম্‌কলতা, কুঞ্জলতা, মাধবিলতা ও নানা লতা দোদুল্যমান। মধু মক্ষিকা ও ভ্রমর গুণ গুণ শব্দে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। চক্রবাক, চক্রবাকী, শারি, শুক ও নানা চিত্র বিচিত্র বিহঙ্গম যেন বীণা যন্ত্র লইয়া সঙ্গীতে মগ্ন। অরুণোদয়ে যোগিনীরা সরোবরের পুলিনে বস্ত্র ত্যাগ করিয়া স্নান করিতেছেন ইতি মধ্যে অন্বেষণচন্দ্র ও পতিভাবিনী বাহিরে আসিয়া তাহাদিগের সম্মুখে প্রকাশ হইলেন। নগ্না যোগিনীরা বলিল—মা! এখানে পুরুষ কেন? তাঁহাকে যাইতে বল। আমরা লজ্জা পাইতেছি। পতিভাবিনী বলিলেন—বৎস্য! ইনি আমার পতি—আমার প্রাণবল্লভ—ইহারই কৃপা বলে আমার ঈশ্বর জ্ঞান। ইনি সম্পূর্ণ যোগী—ইহার স্ত্রী পুরুষ সম জ্ঞান। কেবল আত্মার সুখেই সুখী—শারীরিক সুখ বিসর্জন করিয়াছেন। তোমরা নগ্না থাক আর বস্ত্রে আচ্ছাদিত হও ইহার আত্মা সমভাবে থাকিবে। কিন্তু তোমরা স্ত্রীলোক—যোগেতে পক্ক হও নাই এজন্য আমরা উদ্যানে গমন করিতেছি। পরে যোগিনীরা বস্ত্র পরিধান করিয়া অন্বেষণচন্দ্রের নিকট আসিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করাতে চমৎকৃত হইলেন। পতিভাবিনী বলিলেন—কল্য প্রাতে আমরা এখান হইতে যাইব। আমাদিগের বিশেষ আবশ্যক কার্য আছে। যদি পারি তোমাদিগের সহিত আসিয়া সাক্ষাৎ করিব। এই কথা শুনিয়া যোগিনীরা সকলেই রোরুদ্যমান হইলেন ও সাষ্টাঙ্গে প্রণাম পূর্বক বিলাপ করিয়া বলিলেন তবে আমরা মাতৃ-স্নেহ ও মধুময় উপদেশ হইতে বঞ্চিত হইলাম।

পতিভাবিনী বলিলেন তোমরা কৃপা করিয়া আমাকে এরূপ সম্ভাষ কর। তোমাদিগের ইন্দ্রিয়শূন্য ও পবিত্র ভাব দেখিয়া আমার আত্মা তোমাদিগের আত্মার সংযুক্ত। আমি পার্থিব স্নেহ বাক্যে কি প্রকাশ করিব? তোমরা কায়মনোচিত্তে অহরহ ঈশ্বরেতে মগ্ন থাক। এক মনা ধ্যানেতে ধারণার বৃদ্ধি ও যত ধারণার বৃদ্ধি ততই আত্মা প্রকৃতিকে গ্রাস করিয়া আপন জ্যোতির্বিস্তার করিবে। আত্মা স্বপ্রকাশ হইলে পার্থিব সম্বন্ধ ও ভাব বিলীন হইবে। দেখ আমরা দুই জনে স্ত্রী পুরুষ বটে কিন্তু এ সম্বন্ধীয় সুখ নশ্বর, কারণ তাহা শরীর সম্বন্ধীয়—ইন্দ্রিয় সম্বন্ধীয়। "যে নাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং"—যাহাতে অমৃত না হই তাহা লইয়া কি করিব, অতএব যাহা নশ্বর নহে—যাহা চিরকাল থাকিবে—যাহা অনন্তকাল—অনন্ত কার্য দ্বারা অনন্ত ব্রহ্মানন্দে আপনাতে অনন্ত স্বর্গ

লাভ করিবে—তাহারই অনুশীলন—তাহাই উদ্দীপন—তাহারই বিবর্ধনে আমরা প্রাণপণে নিযুক্ত আছি ও থাকিব।

যোগিনীরা বলিলেন পিতাকে দেখিয়া আমরা পুলকিত হইলাম। সকলে মিলিয়া অদ্য ধ্যান ও উপাসনা করিব। পরে দম্পতি স্নাত হইয়া একাসনে বসিলেন—যোগিনীরা চতুর্দিকে উপবেশন করিলেন। ধ্যান আরম্ভ হইলেই দম্পতি একমনা হইয়া থাকিলেন—বাহিরে নানা শব্দ হইতেছে—রাস্তা দিয়া লোকে গান করিয়া যাইতেছে—একজন উন্মাদ নিকটে আসিয়া বিস্তর গোল ও ব্যঙ্গ করিতে লাগিল ও ত্রাসোৎপাদনার্থে এক একবার চীৎকার করিয়া বলিতেছে ঐ সাপ এল, ঐ বাঘ এল কিন্তু কিছুতেই দম্পতির ধ্যান ভঙ্গ হইল না। তাহাদিগের আত্মা বাহ্য হইতে এত অতীত যে কিছুতেই চাঞ্চল্য জন্মে না—এত শুভ্র ও জ্যোতির জ্যোতিতে সংলগ্ন যে তাঁহারা কেবল অন্তর দৃষ্টি ও অন্তর শীতলতা উপভোগ করিতেছেন। শরীর ধারণ করিয়া রহিয়াছেন এই মাত্র, আত্মা স্বতন্ত্র হইয়া আপনাতে রমণ করিতেছে। যোগিনীনা তাঁহাদিগের ধ্যান দেখিয়া স্বীয় হীনতা ধ্যান করিতে লাগিলেন ও এক ধারণায় আরূঢ় থাকিতে সক্ষম হইলেন না।

ধ্যান সমাপনানন্তর তাঁহারা বলিলেন আপনারা আমাদিগের অপেক্ষা অতি উচ্চ। অন্বেষণচন্দ্র বলিলেন ঈশ্বর সকলকেই সমান করেন—উচ্চতা কার্য ও ঘটনা দ্বারা জন্মে।

পতিভাবিনী স্বভর্তার গুণ পুনঃ পুনঃ চিন্তা করত ভাবান্তর হইলেন। আধ্যাত্মিক ভাবের স্বল্পতা হইলে পার্থিব ভাবের উদয় হইল, তখন স্বামির স্কন্ধে হস্ত দিয়া অশ্রু দ্বারা গদ্ গদ্ ভক্তি ও প্রেম প্রকাশ করিলেন। ভর্তা তাঁহাকে নিষ্কাম চিত্তে চুম্বন করত বলিলেন—এভাব প্রসংশনীয় নহে—এ সামান্য ভাব—আত্মাকে উচ্চ কর। যদি আমি নিকটে থাকিলে চঞ্চল হইয়া পড় তবে আমাদিগের বিচ্ছেদই শ্রেয়। আমার প্রতি স্নেহ ও প্রেম শূন্য হইয়া আমার আত্মা দৃষ্টি করিয়া আত্মার দ্বারা আমার সহিত যোগ দেও, তাহা হইলেই আমাদিগের সম্বন্ধ সার্থক হইবে।

পতিভাবিনী কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া স্বামির পায়েতে মস্তক দিয়া থাকিলেন। ভর্তা তাঁহাকে আপন ক্রোড়ে লইয়া মুখোপরি মুখ রাখিলেন, তখন তিনি অপার্থিব ভাব ধারণ করিলেন ও বলিলেন—দেখ তুমি আমার পরেশ পাথর, তোমাকে স্পর্শ করিলেই পার্থিব ভাব বিগত হয়।

দিবা অবসান। পতিভাবিনী বলিলেন তোমাকে দেখিয়া আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই, কিন্তু ইচ্ছা হইতেছে যে পাক করিয়া তোমাকে ভোজন করাই। সকল যোগি-

নীরা এই প্রস্তাবে আনুকূল্য করাতে অন্ন ব্যঞ্জন শীঘ্র প্রস্তত হইল ও সকলে একত্র বসিয়া কিঞ্চিৎ আহার করিলেন। রাত্রে এক ঘরে সকলেই থাকিলেন। যে পুরুষ আধ্যাত্মিক, তাহার দৃষ্টি, বাক্য ও কার্য পরিশুদ্ধ, স্ত্রীলোক তাহার নিকট স্ত্রীলোক নহে এই কারণে যোগিনীগণ কিছুতেই কুণ্ঠিত হইলেন না—উদার চিত্তে আপন আপন বক্তব্য ও জিজ্ঞাস্য বলিতে ও জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। এই-প্রকারে রজনী সুখেতে যাপিত হইল।

২০।—অন্বেষণ ও পতিভাবিনীর অভেদীকে দর্শন—তাঁহার নিকট আত্মজ্ঞান লাভ ও তাঁহার পরিচয়।

রম্না পর্বত বড় উচ্চ, রাস্তা সঙ্কীর্ণ ও প্রস্তরে পূর্ণ—অনেক কষ্টে উঠিতে হয়। স্বামী পত্নীর হস্ত ধারণ পূর্বক লইয়া যাইতেছেন। এক একবার ক্লান্ত হইতেছেন। ঝর্ণার জল ও বন ফল খাইয়া আবার গমনোদ্যত। তিন দিবসের পর মনুষ্যের মুখ দেখিলেন। এক জন পার্বতীয় চাষ করিতেছে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করাতে বলিল, অভেদীর বাটী একটু উত্তরে গেলেই দেখিবে। সেখানে তিন চারটী বাটী আছে—যে বাটী তিন তালা তাঁহার বাটী সেই। সেই বাটীতে উত্তীর্ণ হইয়া অভেদীকে দর্শন করত দুই জনে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। অভেদী তাহাদিগকে সমাদর পূর্বক বসাইয়া কিঞ্চিৎ আতিথ্য করতে বলিলেন—আপনারা যে জন্য এখানে আসিলেন তাহা আমি অবগত আছি। আত্মজ্ঞান ও আত্ম সাধন যাহা আমি জানি তাহা সংক্ষেপে বলি, শ্রবণ করুন।

আত্মার অস্তিত্ব, স্বতন্ত্রত্ব ও অমরত্ব আধ্যাত্মিক অভ্যাসে প্রতীয়মান। আত্মা বদ্ধ অথবা মুক্ত। বদ্ধভাবই সাধারণ ভাব। যে পর্যন্ত প্রকৃতি অথবা বাহ্য বিষয়ের অধীন সে পর্যন্ত আত্মা বদ্ধ। বদ্ধ আত্মা আবস্থিক—অবস্থাধীন হইয়া প্রকাশ পায়। সাময়িক সত্ব, রজ, তম অথবা ইহাদিগের মিশ্রিত গুণ বদ্ধ আত্মার লক্ষণ। বদ্ধ আত্মার বিবেকতা পরিমিত—বিশেষ বিশেষ মত—বিশেষ বিশেষ বিশ্বাস—বিশেষ বিশেষ মঙ্গল অমঙ্গল—বিশেষ বিশেষ পাপ পুণ্য—বিশেষ বিশেষ উপাসনা—বিশেষ বিশেষ পারলৌকিক গতি,—বিশেষ বিশেষ নরক স্বর্গ,—বিশেষ বিশেষ সগুণ ঈশ্বর—বিশেষ বিশেষ ঈশ্বরের অভিপ্রায় সৃজন ও প্রচার করে। বদ্ধ আত্মা কর্তৃক যে ঈশ্বর জ্ঞান লব্ধ হয় সে অতি ক্ষুদ্র জ্ঞান কারণ তাহাতে পার্থিব ভাব ঈশ্বরে আরোপিত হয়। এই কারণে প্রকৃত আধ্যাত্মিক ঈশ্বর জ্ঞান জগতে প্রায় দুষ্প্রাপ্য। এই কারণে জগতে অসীম মতান্তর। যেখানে সাত্বিক গুণের প্রাবল্য সেখানে ঈশ্বর জ্ঞান অবশ্যই উচ্চ হইবে কিন্তু সাত্বিকতায় প্রকৃত ঈশ্বর

জ্ঞান হইতে পারে না। সাত্ত্বিকতা রজ ও তম হইতে শ্রেষ্ঠ বটে কিন্তু আবস্থিক ও যাহা আবস্থিক তাহা নশ্বর—কেবল আত্মার পূর্ণ শক্তি ক্রমশঃ উদ্দীপন জন্য উদিত ও পালিত হইয়া থাকে। আত্মা মুক্ত না হইলে বাহ্য হইতে স্বতন্ত্র হইতে পারে না—মুক্ত না হইলে ভাবাতীত হইতে পারে না—ভাবাতীত না হইলে ভাবাতীত ও নির্গুণ ঈশ্বর জ্ঞান প্রাপ্ত হইতে পারে না—ভাবাতীত ও নির্গুণ ঈশ্বর জ্ঞান না হইলে তাঁহার প্রকৃত অভিপ্রায় ও জীবনের উদ্দেশ্য জ্ঞান হয় না। আত্মা মুক্ত হইলে বাহ্য বা প্রকৃতি অথবা আবস্থিক জ্ঞান অথবা ভাবে লিপ্ত হয় না। আত্মা মুক্ত হইলে পার্থিব সুখ, দুঃখ, পাপ, পুণ্য, মঙ্গল, অমঙ্গল বা পারলৌকিক ভয় ও আশা হইতে বিচ্ছিন্ন হয় ও ক্রমশঃ স্বশক্তিতে উন্নত হইয়া অপার্থিব, শুদ্ধ, আধ্যাত্মিক, ঐশ্বরিক বলে আপনাতেই বর্ণনাতীত অনন্ত স্বর্গের স্বর্গ প্রাপ্ত হয়—আপনাতেই রমণ করে। শরীর ধারণ করিয়া আত্মাকে মুক্ত করা বড় কঠিন—বিস্তর আয়াসে ও যত্নে আমি কিঞ্চিৎ লাভ করিয়াছি ও যাহা লব্ধ হইয়াছে তাহাতে ঈশ্বরের মহিমা অনন্ত প্রকারে দৃষ্ট হইতেছে এবং এক্ষণে যাহা জানি তাহা ইন্দ্রিয়, অথবা আত্মার কোন আবস্থিক শক্তি ও ভাবের দ্বারা জানি না—আনবস্থিক ও পূর্ণ আত্মা দ্বারা জানি।

অন্বেষণচন্দ্র ও তাঁহার বনিতা স্তব্ধ হইয়া থাকিলেন ও বলিলেন আপনকার পূর্ব বৃত্তান্ত শুনিতে প্রার্থনা করি। সে দিবস অন্যান্য আনুসঙ্গিক কথায় বিগত হইল। পর দিবস অরুণোদয়ে অভেদী আধ্যাত্মিক আহ্নিক সমাপনানন্তর আপন বৃত্তান্ত কহিতে আরম্ভ করিলেন।

ভদ্রগ্রামে আমাদিগের বাস। পাঠশালাতে লিখিতাম। গুরু মহাশয়ের নিকট ধ্রুব ও প্রহ্লাদ চরিত্র পাঠ করিয়া ভক্তি ভাবে সর্বদা মগ্ন থাকিতাম। আমি ভাবিতাম আমরা চঞ্চল শিশু সর্বদা অস্থির—ধ্রুব ও প্রহ্লাদ কিরূপে এত একমনাঃ হইয়াছিলেন? পিতার বিলক্ষণ বৈভব ছিল—বাটীতে নানা প্রকার পূজা হইত—প্রতিমার নিকট পুষ্পাঞ্জলি দেওন কালীন আমি মনে মনে প্রার্থনা করিতাম—হে দেবি! আমাকে ধ্রুব প্রহ্লাদের মত কর। এই ভক্তিভাব সর্বদা স্থায়ী হইত না—উৎসব কালে তামসিক ও রাজসিক ভাবের উদয় হইত। দরিদ্র লোকদিগকে দান করিবার সময়ে কখন দয়া—কখন অহঙ্কারের আবির্ভাব হইত। বাটীতে মাঘ মাসে কথকতা শুনিতাম—শুনিয়া কখন কাঁদিতাম—কখন হাসিতাম—কখন ভাবিয়া ভাল মন্দ বিচার করিতাম। গ্রামে এক পাদ্রির স্কুল ছিল সেখানে ইংরাজী শিক্ষার্থে প্রেরিত হইলাম। অনেক ইংরাজী গ্রন্থ ও বাইবেল পাঠ করিয়া ঈশ্বর চিন্তায় রত হইলাম। কথকের মুখে যমালয়ের বর্ণন

শুনিয়া মধ্যে মধ্যে ত্রাস হইত এক্ষণে পাদ্‌রি ঐ ভয়কে জলন্ত করিলেন। তিনি বলিতেন মনুষ্য স্বাভাবিক পাপী, যদি পরিত্রাণ চাহ তবে খ্রীষ্টকে ভজনা কর নতুবা নরকে চিরকাল অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবেক—খ্রীষ্ট অনুরোধ না করিলে ঈশ্বর ক্ষমা করিবেন না। শয়নকালে ভয়েতে মৃতবৎ হইতাম—এক২ বার মনে হইত আর ভাবিতে পারি না—খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম অবলম্বন করি, আবার ভয় কমিয়া গেলে বিবেকতার উদয় হইত ও চিন্তা করিয়া অনুসন্ধান করিতাম। রাত্রিতে সংস্কৃত পড়িতাম—দুই তিন বৎসরের মধ্যে সাহিত্য, দর্শন, পুরাণ, তন্ত্র, উপনিষদ অনেক পড়িলাম। উপনিষদ ও শ্রীমদ্ভাগবতের কোন কোন অংশ বাইবেল অপেক্ষা উত্তম বোধ হইতে লাগিল। এ সময়ে আমার বিবাহ হইল। ভার্যা পিতা কর্তৃক সুশিক্ষিতা। আমার সহিত অধ্যয়নে ও ঈশ্বর উপাসনাতে যোগ দিলেন। আমি যাহা অর্জন করিয়াছিলাম ও আমার মনের যে ভাব তাঁহাকে সমস্ত জ্ঞাত করিলাম। নির্জনে দুই জনে বসিয়া অনেক ভাবিতাম ও তর্ক বিতর্ক করিতাম, কিন্তু কিছুই মনঃপূত হইত না। দৈবাৎ পিতার মৃত্যু হইল। সংসার গলায় পড়িলে, তাঁহার বিষয়ের অন্বেষণ করিয়া দেখিলাম অনেক টাকা আত্মীয় বর্গকে কর্জ দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহারা পরিশোধ করণে অশক্ত। কেবল এক খানা আবাদ ছিল তাহাতেই সংসার নির্বাহ হইত। ঐ বিষয়টি ভাল দেখিয়া এক জন প্রবল জমীদার আমাকে বেদখল করিল। আদালতে অভিযোগ করিলে দলিল দাখিল করিতে আমার উপর আদেশ হইল। আমি সকল বাক্স, আলমারি তল্লাস করিলাম, কিন্তু দলিল পাওয়া গেল না। মাতা ও পত্নীকে এই কথা বলিয়া রাত্রে শয়ন করিয়াছি—পিতা সম্মুখে আসিয়া বলিতেছেন—দলিল অমুকের জামিনের জন্য আদালতে দাখিল আছে—জামিনের মেয়াদ গিয়াছে, দরখাস্ত করিলেই ফেরত পাইবে। অমনি ধড়্‌মড়িয়া উঠিয়া চতুর্দিক দেখি—কিছুই দৃষ্ট হইল না। দলিল জন্য একটু হর্ষ হইল, কিন্তু পিতার জন্য শোক জলন্ত হইয়া উঠিল। এই স্বপ্ন মাতা ও পত্নীকে বলিলাম। পরে দলিল পাইলে আবাদ হস্তগত হইল। এক ঘটনার নানা ফল। এই স্বপ্ন পুনঃপুনঃ ধ্যান করিতে লাগিলাম ও ক্রমে আত্মবিদ্যা সম্বন্ধীয় অনেক পাঠ করিলাম—অনেক অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু মানস অসিদ্ধ রহিল, কেবল মুখে পণ্ডিত হইলাম। অন্যান্য লোক যাহা লিখিয়াছে তাহা ওলট্‌পালট্‌ করিয়া বলিতে পারিতাম, কিন্তু কিরূপে আত্মজ্ঞান লব্ধ হইতে পারে তাহা কিছু স্থির হইল না। অশরীরী আত্মাদিগের সহিত আলাপ জন্য অনেক সর্‌কেলে অর্থাৎ চক্রে যাইতাম—মেজ, চৌকি উৎপতন দেখিলাম—অনেক প্রকার

মিডিয়মও প্রকাশ হইল—কালি, কলম, কাগজ সম্মুখে থাকিলে কেহ২ অনিচ্ছা-পূর্বক হাতচালার ন্যায় লিখিয়া দেখায় ও কোন প্রশ্ন করিলে তাহার উত্তরও পাওয়া যায়। এই প্রকার অনেক ভৌতিক বিজ্ঞান প্রমাণ দেখিয়া ভাবিতাম ইহা সত্য হইতে পারে, অথবা কিয়দংশ সত্য কিয়দংশ মিথ্যা, কিন্তু এ সকল ইন্দ্রিয় সংযুক্ত জ্ঞান অবশ্যই কিছু না কিছু ভ্রমজনক, অতএব কি প্রকারে আত্মজ্ঞ হইতে পারি, কি প্রকারে অকর্তা না থাকিয়া আপন কর্তা অবস্থা পাই—কি প্রকারে অন্যত্ব হইতে উদ্ধার হইয়া আমিত্ব লাভ করি, এই অহরহ চিন্তা করিতাম। কার্য অনুরোধে ঢাকায় গমন করিলাম—নানা মতাবলম্বী লোকের সহিত আলাপ হইল। সাকার ও নিরাকার উপাসকদিগের সহিত অধিক সহবাস করিলাম। তাহাদিগের উভয়ের উপাসনা শুনিয়া ভাবিতাম—প্রথম প্রথম নিরাকার উপাসকদিগের উপাসনা ভাল জ্ঞান হইত, কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে দুই উপাসনা প্রায় সমতুল্য। সাকার উপাসকেরা হস্ত নির্মিত দেবতা অর্চনা করে। নিরাকার উপাসকেরা মনগড়া দেবতা পূজা করে, উভয়ের ঈশ্বর ফলতঃ সগুণ ঈশ্বর—পৌত্তলিক এবং অপৌত্তলিক উপাসনা সাকার ও নিরাকার ঈশ্বর অবলম্বনে প্রতিষ্ঠিত হয় না। আত্মার উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট অভ্যাসে সাকার উপাসক অধিক অপৌত্তলিক ও নিরাকার উপাসক অধিক পৌত্তলিক হইতে পারে। উপনিষদে ঈশ্বর উচ্চরূপে বর্ণিত—স্থানে স্থানে উপমেয়—স্থানে স্থানে অনুপমেয় ভাবে প্রচারিত, কিন্তু পৌত্তলিকতা কিম্বা অপৌত্তলিকতা বাহ্য সম্বন্ধীয় নহে—অন্তর সম্বন্ধীয়। নিরাকার উপাসক হইলেই অপৌত্তলিক হয় না। তথাচ নিরাকার উপাসকদিগের সহিত যোগ দিয়া অনেক কাল যাপন করিলাম। উপাসনা কালে ভিন্ন ভিন্ন ভাব হইত। পাপ জন্য ভয় ও অনুতাপ ও ক্ষমা প্রার্থনা,—পরিত্রাণ জন্য করুণা,—ঈশ্বর মাহাত্ম্য ও অসীম শক্তি, জ্ঞান ও কৃপা জন্য নম্রতা ও ভক্তি আত্মাতে উদয় হইত; কিন্তু কোন ভাবকেই অধিকক্ষণ ধারণ করিতে পারিতাম না ও কখন কখন ঈশ্বরের গুণ ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার গুণ প্রতিপাদক শান্ত মূর্তি হৃদি-দর্পণে দেখিতাম। এই প্রকার উপাসনাতে আত্মার কিঞ্চিৎ বিমলতা জন্মিল, কিন্তু উপাসনার পর শান্ত ধ্যানে স্থির করিলাম যে ঈশ্বরকে বিশেষরূপে জানা জীবনের লক্ষ্য। যে অভ্যাস করিতেছি ইহা অপেক্ষা উচ্চতর অভ্যাস প্রয়োজনীয়। এরূপ উপাসনাতে যে সকল ভাব উদ্দীপ্ত হয় তাহা অল্প বা অধিক ভাগেই হউক বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির প্রতি প্রকাশিত হইয়া থাকে ও নাট্যশালায় অথবা সঙ্কীর্তন কালীন ঐ সকল ভাবের অভাব হয় না। আর এ কথাও বিবেচ্য যে উপাসনা কি? ঈশ্বর এমত মহৎ, অসীম, অনন্ত যে আমাদিগের

উপাসনাতে তাঁহার গৌরব বৃদ্ধি হইতে পারে না ও তাঁহার বিরক্তি ও তুষ্টিও নাই, তবে উপাসনা কি প্রকার হইবে?

বাহ্য ও অন্তর রাজ্যের সম্বন্ধ নিকট—স্ত্রীপুরুষের ন্যায়। বাহ্য স্ত্রী—অন্তর পুরুষ। পরমেশ্বর যাহাই করিয়াছেন তাহাই বর্ণাতীত। বাহ্য রাজ্য লইয়া নানা শক্তি ও ভাবের উদ্দীপন ও এই পরিচালনায় আত্মার ক্রমশঃ উন্নতি। অতএব আমরা যে প্রকারেই উপাসনা করি আমাদিগের আত্মা অবশ্যই উন্নত হইবে—আমাদিগের উপাসনাতে আমাদিগেরই উপকার—ঈশ্বরের ক্ষতি, বৃদ্ধি কিছুমাত্র নাই। যদি আমাদিগের উপাসনা বশাৎ ঈশ্বর বারম্বার মুগ্ধ বা আকৃষ্ট হয়েন তবে তাঁহার শক্তি ও নিয়ন্তৃত্ব পরিমিত। এ কখনই হইতে পারে না। তবে উপাসনা কিরূপ হইবে—এই অহরহ ভাবিতেছি। ইত্যবসরে গেহিনীর নিকট হইতে এক পত্র পাইলাম যে মাতার কাল হইয়াছে ও পরদিবসে জ্যেষ্ঠ পুত্রও লোকান্তর গমন করিয়াছেন। যেমন প্রবল বায়ুতে দেশ ছিন্ন ভিন্ন করে তেমনি শোকেতে আত্মার গ্রন্থি ভেদ করে ও এই গ্রন্থি ভেদেতেই আত্মার মুক্তি লাভে মগ্ন হইলাম। শোকেতে আত্মার মালিন্য বিগত হয়। যে ঘটনা ঘটে তাহা আধ্যাত্মিক ভাবে গৃহীত হইলে অসীম মঙ্গলজনক। ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তি জগতে কিছুই অমঙ্গল দেখেন না। ঢাকা হইতে বাটীতে আসিয়া গেহিনীকে ঔদার্যে পূর্ণ দেখিলাম ও অনেক আধ্যাত্মিক অনুশীলনের পর এই স্থির হইল যে বাহ্যকে আত্মার অধীন করাই প্রকৃত উপাসনা—আত্মাই ঈশ্বরের সূক্ষ্ম শক্তি—আত্মজ্ঞ না হইলে অর্থাৎ যাহা জানিবে তাহা ইন্দ্রিয় দ্বারা জানা হইবে না, আত্মা দ্বারা জানা হইবে, তাহা না হইলে ঈশ্বর ও তাঁহার প্রকৃত অভিপ্রায় কি সে জ্ঞান কখনই হইতে পারে না। এই উপাসনাতে আমরা দুই জনে প্রবৃত্ত হইলাম। মান, অপমান, স্তুতি, নিন্দা, বিদ্বেষ, প্রেম ও যাবদীয় বৈকারিক, পার্থিব ও আবস্থিক ভাব আছে তাহা আত্মাতে যাহাতে সমভাবে লাগে, এই আমাদের অহরহ চেষ্টা ও উপাসনা হইল। কায়মনোচিত্তে অভ্যাসে নিযুক্ত থাকিয়া আমরা এতদূর পর্যন্ত কৃতকার্য হইলাম যে, আপন আপন আত্মস্থ হইয়া শিরা, পেশী ও ইন্দ্রিয়ের কার্য স্বতন্ত্র দেখিয়া ইন্দ্রিয়ের উপর প্রভুত্ব ধারণ করিলাম। আত্মার সহিত মস্তিষ্কের নিকট সম্বন্ধ, কিন্তু আত্মা মুক্ত হইলে মস্তিষ্কতে যাহা প্রেরিত হয় তাহা আত্মায় লাগে না—আত্মা তখন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ক্রীড়া করে না, ইন্দ্রিয় সীমাতে বদ্ধ থাকে না, আপন স্বাধীনতা পাইয়া আপন অনন্ত শুদ্ধ অভিপ্রায়ে নিযুক্ত থাকে। আত্মা ইন্দ্রিয় সংযুক্ত থাকিলে বদ্ধ ও পরিমিতরূপে প্রকাশ পায়—মুক্ত হইলে অনন্তরূপ ধারণ করে। ঈশ্বরের কৃপাতে এক্ষণে পাপ, পুণ্য, নরক, স্বর্গ হইতে আত্মা অতীত

— ক্রমশঃ আধ্যাত্মিক অভ্যাসে আত্মার মুক্ত শক্তি অনেক প্রাপ্ত হইয়াছি। শরীর বিগত হইলে আত্মার কি কার্য হইবে তাহাও বুঝিতেছি। ঈশ্বর জ্ঞান এক্ষণে যে কি মধুময় তাহা আত্মাতে প্রচুররূপে জানিতেছি, বাক্যেতে বলিতে পারি না।

"যতোবাচঃ নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ।
আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান ন বিভেতি কুতশ্চন॥"

মনের সহিত বাক্য যাহাকে না পাইয়া যাহা হইতে নিবৃত্ত হয়, সেই পরব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন, তিনি আর কাহা হইতেও ভয় প্রাপ্ত হন না।

অভেদীর অভেদী জ্ঞান শুনিয়া অন্বেষণচন্দ্র ও পতিভাবিনী তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করত বলিলেন আপনি আমাদিগের যথার্থ গুরু। অভেদী বলিলেন, ঈশ্বর জগতে কাহাকেই গুরু করেন নাই, তিনিই অনন্ত সত্যজ্ঞান ও জগদ্‌গুরু এবং অবিনাশী আত্মা তাঁহার প্রতিবিম্ব। এই আত্মা ভাবাতীত ও অনন্ত শক্তি ধারণ করে। প্রকৃতিতে বদ্ধ থাকিলে মনুষ্য পরিমিত ও অস্থায়ী—নানাত্ব অবলম্বন করে, কিন্তু মুক্ত হইলে নানাত্ব, অপরিমিত ও চিরস্থায়ী—একত্ব আত্মাতে বিলীন হয়। অন্বেষণচন্দ্র ও তাঁহার বনিতা অভেদীর নিকট থাকিয়া ঈশ্বরের অনন্ত আধ্যাত্মিক রাজ্যে অভেদী জ্ঞান অর্জনে আরূঢ় হইয়া ক্রমশঃ প্রচুর পীযূষ পান করিতে লাগিলেন।

রাগিণী আড়না বাহার—তাল তেওট।

মন্‌জেল মন্‌জেল চলে চল ভাই। মনে করো না আগে মন্‌জেল নাই॥
যত মন্‌জেল যাবে, দুঃখ বিগত হইবে, সুখাকাশ প্রকাশিবে দিবা রাত্রি নাই॥
ছাড়িলে পার্থিব ভাব, ঘুচিবে সব অভাব, ভব ভাবাতীত ভাব, বাড়িবে সদাই॥

রাগিণী সুরট—তাল আড়া।

কেন বাহিরে ভ্রমণ?
ইদং তীর্থমিদং কার্যং নানা ধর্ম সৃজন।
অন্তরেতে প্রবেশিলে ভাবাতীত দরশন॥

মত বিশ্বাসের শেষ, কে করিতে পারে শেষ, বাহ্য গুরু আচার্যের
নানামত বরিষণ।

নানাত্ব একত্ব হবে, আত্মময় হবে যবে, আত্মারি স্বর্গেতে হবে তর্ক নরক বিলীন। অনন্তং সত্যং ধ্যানং, অনন্তং সত্যং জ্ঞানং, অনন্তং আত্মার শক্তি, স্ব শক্তিতে বর্ধন হইলে হে জীব শিব, দেখিবে হে সব শিব, পরম শিবত্ব তত্ত্ব নিয়ত নিধিধ্যাসন। গীতাঙ্কুর।

ডেভিড হেয়ারের জীবনচরিত
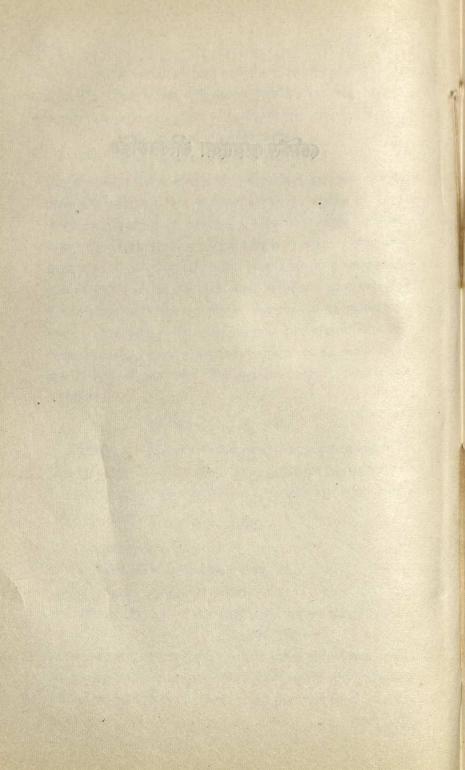
ভূমিকা

ইতিপূর্বে হেয়ার সাহেবের জীবন চরিত ইংরাজীতে লেখা হইয়াছে। এক্ষণে স্ত্রীলোক ও ইংরাজী ভাষানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের জন্য তাঁহার জীবনের সংক্ষেপ বিবরণ বাঙ্গালাভাষায় লেখা গেল। যদিও রচনা উৎকৃষ্ট হয় নাই তথাপি যাঁহার গুণকীর্তন করা হইল তিনি মহৎ ও চিরস্মরণীয় লোক ছিলেন। ভরসা করি এই ক্ষুদ্র পুস্তক পাঠে পাঠকের মনে মহৎভাবের উদয় হইবে।

PREFACE

It being desirable to make the life of David Hare known to the Hindu females and the classes of the natives who do not know the English language, I have prepared this short memoir of that Philanthropist "the father of native education", which I trust will prove useful.

ডেভিড হেয়ারের জীবনচরিত

বিলাতে হেয়ার সাহেবের পিতা ঘড়ি প্রস্তুত ও মেরামত করিতেন। স্কট্লণ্ডীয় এবর্ডিন দেশস্থ এক নারীকে তিনি বিবাহ করেন। তাঁহার চারি পুত্র জন্মে, জোসেফ, আলেক্জণ্ডর, জান্ ও ডেবিড। কলিকাতায় আসিবার অগ্রে ডেবিড এবর্ডিন দেশে আপন মাতৃসম্বন্ধীয় কুটুম্ব সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। পরে ডেবিড কলিকাতায় আসিলে আলেক্জণ্ডর এখানে আইসেন ও এক কন্যা রাখিয়া লোকান্তর গমন করেন। জানও ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন ও ধন উপার্জন করিয়া বিলাতে জোসেফের সহিত বাস করেন।

১৭৭৫ সালে স্কট্লণ্ডে ডেবিড হেয়ারের জন্ম হয়। পঁচিশ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে পর, তিনি কলিকাতায় আগমন করেন। কয়েক বৎসর ঘড়ির কার্যে হেয়ার সাহেব ধন সঞ্চয় করতঃ তাঁহার বন্ধু গ্রে সাহেবকে আপন কার্য অর্পণ করিলেন। প্রায় অধিকাংশ ইংরাজেরা এখানে আসিয়া ধন উপার্জন করতঃ স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। এদেশ অপেক্ষা স্বদেশ তাহাদিগের পক্ষে সর্ব প্রকারে প্রার্থনীয় আর এদেশে থাকিবার কোন বন্ধন নাই। হেয়ার সাহেবেরও এখানে কোন বন্ধন ছিল না—বিলাতে তাঁহার ভ্রাতারা ও ভ্রাতাদিগের পরিবার ছিল কিন্তু তিনি সকল পার্থিব ভাব পরিত্যাগ করিয়া এদেশে কি প্রকারে বিশেষরূপে পরোপকার করিতে পারেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ ভদ্র ভদ্র হিন্দুদিগের বাটীতে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। যাহাতে তাঁহাদিগের সহিত সংমিলন হয় তাহাতেই উদ্যত হইলেন। কি নাচ, কি যাত্রা, কি কবি, কি আকড়াই, কি খেম্টানাচ, কি পাঁচালি, কি বুলবুলের লড়াই সকলেতেই হেয়ার সাহেব আহূত হইলে বসিয়া আমোদ করিতেন। উপরোক্ত আমোদ ভিন্ন ঐ সময়ে অন্যান্য কৌতুক ছিল। কোন কোনস্থানে সন্দেশের মজলিস অর্থাৎ গোল্লা বিচাইয়া তাহার উপর বসিয়া বৈঠকী সঙ্গীত হইত। কোন কোন স্থানে মানুষ পক্ষীর সভা অর্থাৎ বৃহৎ বৃহৎ খাঁচার ভিতর মনুষ্য পক্ষীস্বরূপ থাকিতেন—সভায় আনীত হইলে কেহ কাক, কেহ কাদাখোঁচা, কেহ সারস, কেহ বক এইরূপ নানা পক্ষীর প্রকৃতি দেখাইতেন ও মধ্যে মধ্যে গান করিতেন যথা "কুরুড় কিং ল্যাক্ জ্যাক্সন, গুলবর জ্যাক্সন, আলিপুরি জ্যাক্সন, কু—ড়—।" কিয়ৎকাল

বাবুদিগের সহবাসে হেয়ার সাহেব দেখিলেন যে, বাঙ্গালিদের মধ্যে বাঙ্গালা কি ইংরাজী কিছুই উত্তমরূপে অনুশীলিত হইতেছে না—স্থানে স্থানে যে পাঠশালা ছিল তাহা দেখিয়া এই স্থির করিলেন যে পাঠ্যপুস্তকের অভাব। ছাত্রেরা কেবল কিঞ্চিৎ অঙ্কবিদ্যা, পত্র লেখা, জমাওয়াসিল বাকি, গুরুদক্ষিণা ও গঙ্গার বন্দনা শিখিতেছে, কিন্তু শুদ্ধ লেখনে ও কথা কহিতে অক্ষম। ইংরাজীও সামান্য রূপে শিক্ষা হইতেছে। ভাল পুস্তক নাই, ভাল শিক্ষক নাই। এই অভাব সকল ক্রমে কিসে দূর হয় এই চিন্তায় তিনি অন্যান্য যোগ্য ব্যক্তির সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব, রাম-কমল সেন প্রভৃতি ইহারা ঐসময়ের বিজ্ঞ লোক ছিলেন। স্থপ্রীমকোর্টের প্রধান জজ স্যার হাইড ইষ্ট এতদ্দেশীয় লোকদিগের বড় হিতকারী ছিলেন। হেয়ার সাহেব তাঁহার নিকট যাইয়া বলিলেন এই নগরে একটী ইংরাজী বিদ্যালয় হইলে বাঙ্গালিদিগের উন্নতি হয়। স্যার হাইড ইষ্ট এই প্রস্তাব বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়কে জ্ঞাত করিয়া বলিলেন তুমি প্রধান প্রধান হিন্দুদিগের নিকট যাইয়া এবিষয়ে তাঁহাদিগের মত জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহারা যাহা বলেন তাহা আমাকে আসিয়া বল। এই সংবাদ শুনিয়া হেয়ার সাহেব সকলের নিকট যাইয়া আনুকূল্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এই জন্য সকলেই বৈদ্যনাথবাবুর নিকটে ঐ প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন। পরে বৈদ্যনাথবাবু স্যার হাইড ইষ্টের নিকট আসিয়া তাঁহার প্রস্তাবে স্বদেশীয়প্রধান প্রধান লোকের সম্মতি প্রকাশ করিলেন। অনন্তর স্যার হাইড ইষ্টের বাটীতে কয়েক বৈঠকে এই ধার্য হইল যে এতদ্দেশীয় বালক-গণের শিক্ষার্থে একটী বিদ্যালয় স্থাপিত করা কর্তব্য। সকল কার্য নিরুদ্বেগে সমাহিত হয় না। ঐ সময়ে রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় কলিকাতায় বড় গোলযোগ হইয়া উঠে। যাহাতে সতীদাহ নিবারণ হয়—পৌত্তলিকতা উঠিয়া যায় ও এক নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা সকলে করেন, এই জন্য রামমোহন রায় প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন। হিন্দুশাস্ত্র হইতে উক্ত মতের পোষকতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন—গায়ত্রী যাহা গোপন ছিল তাহা প্রকাশিত হইল, ও ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়া তিনি "একমেবাদ্বিতীয়ং" মত প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। যাহারা সাকার উপাসক তাহারা একেবারে চটিয়া উঠিলেন ও রামমোহন রায়ের নাম শুনিলে বলিতেন—ও পাষণ্ডের নাম করিও না—ওটা নাস্তিক! জনরব হইল যে রামমোহন রায় প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের এক জন অধ্যক্ষ হইবেন। কলি-কাতায়ও অনেকেই রামমোহন রায়ের দ্বেষ্টা ছিলেন। যাঁহারা যাঁহারা প্রস্তাবিত বিদ্যালয় স্থাপনে আনুকূল্য স্বীকার করিয়াছিলেন। এক্ষণে বৈদ্যনাথবাবুকে

ডাকাইয়া বলিলেন—শুনিতেছি রামমোহন রায় না কি প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের একজন অধ্যক্ষ হইবেন? তাহা হইলে ওবিষয়ে আমাদিগের সহিত কোন সংস্রব থাকিবে না, নাস্তিকের সঙ্গে কে কার্য করিবে? বৈদ্যনাথবাবু একটী শুভ কার্য সাফল্যে হৃষ্টচিত্ত ছিলেন, এক্ষণে এই কথা শুনিয়া ম্লান হইলেন ও মন্দগতিতে স্যার হাইড ইষ্টের নিকটে যাইয়া অশুভ সংবাদ প্রচার করিলেন। স্যার হাইড ইষ্ট সুপ্রীম কোর্টের প্রধান জজ ও সর্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ ও বৈদ্যনাথবাবুও উচ্চ-কুলোদ্ভব ব্রাহ্মণ কিন্তু দুই জনে নিরুপায় হইয়া থাকিলেন। সকল কার্যে সূক্ষ্ম বুদ্ধি চাই। যে উপায়ে কার্য দর্শে এমন বুদ্ধি সকলের উপস্থিত হয় না—পরিষ্কার বুদ্ধি অভাবে উদ্দেশ্য সাধনে অনেক গোলযোগ ও হানি হয়। কোন্ পথ অবলম্বন করিলে কার্য সিদ্ধ হইতে পারে তাহা হেয়ার সাহেব ভাল বিবেচনা করিতে পারিতেন। তিনি দেখিলেন যে রামমোহন রায়কে নিরস্ত করাই শ্রেয়ঃ কল্প। এই ধার্য করিয়া তাঁহাকে বুঝাইলেন যে তিনি অধ্যক্ষতা হইতে ক্ষান্ত না হইলে প্রস্তাবিত বিদ্যালয় স্থাপিত হয় না। রামমোহন রায়ের উদার চরিত্র ছিল, তিনি দেশের হিত সর্বদা প্রার্থনা করিতেন—আপন যশ ও গৌরব অতি ক্ষুদ্র জ্ঞান করিতেন। রামমোহন রায়ের এই প্রতিজ্ঞা ঘোষণা হইলে যাঁহারা আপত্তি করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলে স্যার হাইড ইষ্টের বাটীতে উপস্থিত হইয়া অর্থ প্রদান পূর্বক বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। কালেজের নিয়মাদি কয়েক বৈঠকে ধার্য হইল। হেয়ার সাহেব উপস্থিত থাকিয়া সৎপরামর্শ প্রদান করেন। হিন্দু-কালেজ স্থাপন জন্য হেয়ার সাহেব দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া অনেক টাকা সংগ্রহ করেন। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে জানুয়ারিতে হিন্দু কালেজ গরানহাটা গোরাচাঁদ বসাকের বাটীতে স্থাপিত হয়। ঐ সময়ে স্যার হাইড ইষ্ট, হেরিংটন সাহেব ও হেয়ার সাহেব উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত বাঙ্গালীদিগকে বৈদ্যনাথবাবু বলি-লেন—এই বিদ্যালয় এক্ষণে বীজ স্বরূপ—পরে বট বৃক্ষের আকার ধারণ করতঃ অনেককে স্বীয় ছায়া দ্বারা শীতলতা প্রদান করিবে। হেয়ার সাহেব হিন্দুকালেজে প্রতিদিবস আসিয়া তাহার উন্নতি সাধন করিতে লাগিলেন। পটলডাঙ্গায় তাঁহার কিছু ভূমি সম্পত্তি ছিল কালেজ বাটীর জন্য তিনি তাহা দান করিলেন। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে ২৫শে ফেব্রুয়ারিতে হিন্দুকালেজের বাটী নির্মাণের সূত্রপাত হয়। এক বৎসরের মধ্যে বাটী প্রস্তুত হয় ও হেয়ার সাহেব কমিটীর অবৈতনিক মেম্বর হয়েন। হিন্দু কালেজের কার্য এইরূপে চলিতে লাগিল।

এদেশের হিতার্থে হেয়ার সাহেব কেবল হিন্দুকালেজে লিপ্ত ছিলেন না। ১৮১৭ সালে কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটী স্থাপিত হয়। এই সভার অভিপ্রায় যে পাঠ-

শালার জন্য ইংরাজী ও এতদ্দেশীয় ভাষায় পুস্তক সকল প্রস্তুত হইয়া অল্প অথবা বিনামূল্যে প্রদত্ত হইবে। এই সভার সভ্য কয়েকজন ইংরাজ ও বাঙ্গালী ছিলেন পরে তাঁহারা বিবেচনা করিলেন যে, এই নগরে কতিপয় বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপন করা কর্তব্য। এজন্য ১লা সেপ্টেম্বর ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে টাউনহলে এক প্রকাশ্য সভা হয়। ঐ সভায় এই ধার্য হয় যে, কলিকাতা স্কুল সোসাইটী নামক এক সভা স্থাপিত হউক ও এই সভার অভিপ্রায় এই যে, বঙ্গদেশীয় লোকদিগের মধ্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞান বিস্তার জন্য যে সকল পাঠশালা আছে, তাহা সংশোধন করা কর্তব্য ও প্রয়োজনানুসারে পাঠশালা সংস্থাপন আবশ্যক। আর, এই সকল পাঠশালায় যে সকল ছাত্র বিখ্যাত হইবে তাহাদিগকে উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা যাইবে। হেয়ার সাহেব উক্ত দুই সভারই সভ্য ছিলেন। তিনি কলিকাতা স্কুল সোসাইটীর সম্পাদক হইলেন ও সকল পাঠশালারই তত্ত্বাবধান করিতেন। যে পাঠশালা আড়পুলীতে ছিল তথায় হেয়ার সাহেব অনেক সময় ক্ষেপণ করিতেন। এই পাঠশালায়, বিখ্যাত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গভাষা শিখেন—প্রথমে কলা পেতে পড়ো শ্রেণীতে ভর্তি হন। ১৮২৩ সালে এই পাঠশালার নিকটে এক ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। যে যে বালক পাঠশালাতে বিখ্যাত হইত তাহারা ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইত। সমস্ত নগর চারি খণ্ডে বিভক্ত করিয়া এক এক খণ্ডস্থ পাঠশালা সকল এক এক জনের অধীনে ছিল। তাঁহারা আপন আপন বাটীতে প্রধান প্রধান বালকদিগকে বৎসরের মধ্যে তিনবার পরীক্ষা করতঃ তাহাদিগকে ও গুরুমহাশয়দিগকে উপযুক্ত পারিতোষিক দিতেন। প্রতিবৎসর, কলিকাতায় যত পাঠশালা ছিল তাহার ছাত্রদিগের পরীক্ষা রাজা রাধাকান্ত দেবের বাটীতে হইতে এবং ঐ পরীক্ষা দ্বারা বিশেষরূপে প্রতীয়মান হইয়াছিল যে বঙ্গভাষা উত্তমরূপে শিক্ষিত হইতেছে। এই বাৎসরিক পরীক্ষা কালীন ফিমেল সোসাইটীস্থ বালিকাদিগের পরীক্ষা হইত ও তাহাদের ব্যুৎপত্তি সকলের সন্তোষজনক হইয়াছিল। এতদ্দেশীয় বালকেরা যে বঙ্গভাষা বিশেষ করিয়া শিক্ষা করেন ইহাই হেয়ার সাহেবের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। আড়পুলীর ইংরাজী স্কুলে যাহারা প্রেরিত হইত তাহারা পাঠশালায় প্রাতে ও বৈকালে আসিয়া বঙ্গভাষা শিখিত। এইরূপ প্রথা হওয়ায় নিকটস্থ অন্যান্য পাঠশালার বালকদিগের বঙ্গভাষায় অনুরাগ বৃদ্ধি হইয়াছিল। হেয়ার সাহেবের তদারকের গুণে আড়পুলীর ছাত্রেরা বিখ্যাত হইয়া কেহ কেহ ইংরাজী স্কুলে ও কেহ২ হিন্দু কালেজে প্রেরিত হইল। যাহারা হিন্দু কালেজে যাইত তাহারা প্রশংসা ভাজন হইত। ১৮২০ সালে কলিকাতা জুভিনাইল সভা স্থাপিত হয়। এই সভার অধীন শ্যামবাজার, জানবাজার ও ইটালিতে

বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই সময়ে রাজা রাধাকান্ত স্ত্রীশিক্ষা-বিধায়ক পুস্তক লেখেন ও ঐ পুস্তক উক্ত সভা দ্বারা প্রকাশিত হয়। ঐ গ্রন্থের মর্ম এই যে পূর্বকালে স্ত্রীশিক্ষা এদেশে প্রচলিত ছিল। হেয়ার সাহেব বালিকাদিগের শিক্ষার্থেও অনুরাগী ছিলেন। ঐবিষয়েও তিনি আপন অর্থ প্রদান করিতেন ও তাহাদিগের পরীক্ষাকালীন উপস্থিত থাকিতেন। ডাক্তার কেরি ও মার্শমেন এক সভা করেন তাহার তাৎপর্য এই যে শ্রীরামপুরের নিকটস্থ সকল স্থানে বঙ্গভাষা অনুশীলন হইবে। হেয়ার সাহেব এই সভার ব্যয়ার্থ অর্থানুকূল্য করিতেন।

হিন্দুকালেজে যত শিক্ষক ছিল, তাহাদিগের মধ্যে ডিরোজিও কৌশল ক্রমে উৎকৃষ্ট শিক্ষা দিতেন, এজন্য কতিপয় শিষ্য অবকাশ পাইলেই তাঁহার নিকটে যাইত। তাঁহার শিক্ষার এই ফল দর্শিল যে ছাত্রেরা ধর্মজ্ঞান বিষয়ে অনেক উন্নতি লাভ করিল, কিন্তু হিন্দুধর্মের প্রতি তাহাদিগের বিদ্বেষ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অখাদ্য ভোজন, অপেয় পান, আর হিন্দুধর্মের নিন্দা ও বিদ্রূপ অনেক পরিবারে প্রকাশ পাইল। কালেজের কমিটী বৈঠক করিয়া ডিরোজিও সাহেবকে বিদায় করিলেন। কালেতে হেয়ার সাহেবের পরোপকারিতা ছাত্রদিগের হৃদয়ে কৃতজ্ঞতার বৃদ্ধি করিতে লাগিল।

১৮৩০ সালে হিন্দুকালেজের ও অন্যান্য বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা মাধবচন্দ্র মল্লিকের বাটীতে হেয়ার সাহেবের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করণার্থ এক সভা করিলেন। তাহাতে এই ধার্য হইল যে হেয়ার সাহেব কায়িক পরিশ্রমে ও অর্থব্যয়ে এদেশের লোকের বিশেষ উপকার করিয়াছেন এজন্য তাঁহার প্রতিমূর্তি রাখা কর্তব্য। এক প্রশংসা পত্র পার্চমেণ্টে লিখিত হইয়া হেয়ার সাহেবকে প্রদত্ত হইলে তিনি এই বক্তৃতা করেন।

"এদেশে আসিয়া দেখিলাম যে, এখানে নানা প্রকার দ্রব্যাদি উৎপন্ন হইতেছে --ভূমির উৎপাদিকা ও অর্থপ্রদ শক্তি অক্ষয়—লোক সকলও বুদ্ধিমান ও পরিশ্রমী এবং অন্যান্য সভ্যদেশের লোকদিগের ন্যায় ক্ষমতাবান, কিন্তু বহুকালাবধি কুশাসন ও প্রজাপীড়ন হেতু এদেশ একেবারে অজ্ঞানতায় আবৃত হইয়াছে। এদেশের অবস্থা সংশোধন জন্য ইউরোপীয় বিদ্যা ও বিজ্ঞানশাস্ত্র প্রচার করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। যে বীজ আমা কর্তৃক বপিত হইয়াছে, তাহা এক্ষণে বৃক্ষরূপে স্বপ্রকাশ—উৎকৃষ্ট ফল প্রদান করিতেছে এবং তাহার সাক্ষী আমার চতুষ্পার্শ্বে রহিয়াছে।"

হেয়ার সাহেবের যে ছবি প্রস্তুত হইয়াছে তাহা তাঁহার স্কুলে বর্তমান আছে। কঠোপনিষদে লিখিত আছে যে প্রায় অধিকাংশ লোক প্রেয়পথ অবলম্বী—

শ্রেয়ঃপথ অবলম্বী অতি অল্প লোক। প্রেয়, ইন্দ্রিয় তুষ্টিজনক—মান ও গৌরব বর্ধক। শ্রেয়ঃ নিষ্কাম ভাবে ধর্মানুষ্ঠান—বিঘ্ন ও কঠোরতা অতিক্রম করিয়া আধ্যাত্মিকতায় বিলীন হওন। মহা মহা পণ্ডিতেরাও প্রেয়পথ অবলম্বী হয়েন ও সামান্য জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা শ্রেয়ঃপথ অবলম্বন করে। প্রেয়কে ত্যাগ করিয়া শ্রেয়ঃ অনুষ্ঠান করা স্বভাবতঃ হইতে পারে ও উপদেশাধীন না হইতে পারে। যে সকল লোকের আত্মবল অধিক তাহারাই শ্রেয়ঃ অবলম্বী। হেয়ার সাহেব সামান্য লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। তাঁহার আহার সামান্য ছিল—মদ্য মাংসে রুচি ছিল না—তিনি বলিতেন এদেশের ঋষিরা মিতাহারী ছিলেন—এটি বড় উত্তম। এদেশের মিঠাই, সন্দেশ, চন্দ্রপুলি, ডাবের জল ও মদ্‌গুর মৎস্য ভাল বাসিতেন। প্রাতে তিন চারি খানি টোষ্ট, দুইটি ডিমসিদ্ধ ও এক পিয়ালা চা খাইয়া বাহির হইতেন, রাত্রে সামান্য আহার করিতেন। তাঁহার আত্মা এক ভাবেই থাকিত—কি প্রকারে পরোপকার সাধন করিতে পারেন—এই তাঁহার ভাবনা—এই তাঁহার চিন্তা—এই তাঁহার তৃষ্ণা। প্রতিদিন দশটার মধ্যে পালকীতে ঔষধ ও পুস্তক পুরিয়া কালেজে আসিতেন। তাহার পর আপন স্কুলে যাইতেন। রেজিষ্টরি দেখিয়া যে যে বালক অনুপস্থিত তাহাদিগের তালিকা করিতেন। পরে প্রত্যেক শ্রেণীতে যাইয়া প্রত্যেক বালক কেমন পড়িতেছে ও কিরূপ ব্যবহার করিতেছে তাহার অনুসন্ধান করিতেন। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের যাহা বক্তব্য তাহা শুনিতেন ও যাহাকে যে পরামর্শ দেওয়া কর্তব্য তাহা দিতেন। তিনি মানব স্বভাব ভাল বুঝিতেন ও যে বালকের যে দোষ তাহা শীঘ্র অনুধাবন করিতে পারিতেন। যে বালকের যে যে বিষয়ে দুর্বলতা থাকিত তাহাকে প্রকারান্তরে যথাযোগ্য ঔষধ প্রদান করিতেন। কুপ্রবৃত্তি বিনাশ করিয়া সুপ্রবৃত্তি প্রদানে তাঁহার বিশেষ কৌশল ছিল। প্রত্যেক বালক বাটীতে কিরূপে সময় ক্ষেপণ করে ও কি প্রকার বালকের সহিত একত্রে থাকে ও পরিবারের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করে এই সকল সর্বদা অনুসন্ধান করিতেন। বালকদিগের পিতা মাতা কর্তৃক যাহা না হইত, তাহা হেয়ার সাহেব করিতেন। সকল বালকের সুপ্রবৃত্তি দর্শনে, তাঁহার অকৃত্রিম আহ্লাদ জন্মিত। কোন বালকের কুনীতি অথবা আলস্যের সংবাদ শুনিলে, তাঁহার মর্মবেদনা হইত। বালকদিগকে, যেন স্বীয় মেষপাল জ্ঞান করিতেন—সকলেই সুপথে গমন করিতেছে এই দর্শনে, তাঁহার চিত্তে উল্লাস হইত। যে যে বালক অনুপস্থিত হইত অনুপস্থিতির কারণ লোক দ্বারা অথবা তাহার বাটীতে আপনি গিয়া জানিতেন। বালকের পীড়া হইলে তাহার নিকট দিবারাত্রি আপনি বসিয়া ঔষধ সেবন করাইয়া আরোগ্য

করিতেন। কদাচিৎ কাহারও পীড়ার সংবাদ না পাইলে বিরক্ত হইতেন। যে প্রকারেই হউক পরোপকার করিতে পারিলেই আহ্লাদিত হইতেন। যে সকল বালক গ্রাসাচ্ছাদন বিহীন তাহাদিগকে অন্ন ও বস্ত্র দিয়া বিদ্যাশিক্ষা করাইতেন। যাহারা পুস্তকাদি অভাবে পড়িতে পারিত না, তাহাদিগকে পুস্তকাদি দিতেন। যাহারা লেখা পড়া শিখিয়া জীবিকার জন্য ব্যাকুল, তাহাদিগকে সুপারিস দ্বারা কর্ম করিয়া দিতেন। তিনি পর দুঃখে দুঃখী, পর সুখে সুখী, দুঃখ দেখিলে দুঃখ বিমোচন করিতেন—এজন্য পরিশ্রমকে পরিশ্রম জ্ঞান করিতেন না। যদি কোন কারণ বশতঃ আশু প্রতিকারে অশক্ত, তত্রাচ দুঃখ বিমোচনের বাসনা তাঁহার হৃদয়ে সর্বদা জাগ্রত থাকিত। একদা এক স্বামীহীনা নারী পুত্রকে স্কুলে ভর্তি করিবার জন্য তাঁহার নিকট আইল। হেয়ার সাহেব বলিলেন ক্লাসে স্থান নাই। ঐ বিধবা স্ত্রীলোক দুঃখেতে অশ্রুপাত করিতে২ চলিয়া গেল। যিনি সামান্য দুঃখ দেখিলে কাতর হইতেন, তিনি যে দুঃখিনী স্বামীহীনার রোদনে অধিক কাতর হইবেন, তাহার আশ্চর্য কি ? নিকটে একজন বাবু বসিয়াছিলেন, তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া হেয়ার সাহেব ঐ দুঃখিনী নারীর বাটীতে উপস্থিত হইলেন। ঐ দুঃখিনী আপন কুটীর হইতে বাহির হইয়া পরিচয় দিল। হেয়ার সাহেব দুঃখেতে কাতর হইয়া তাহাকে কিঞ্চিৎ অর্থ দিয়া বলিলেন তুমি রোদন করিও না, তোমার পুত্রের ভরণ পোষণ ও অধ্যয়ন করাইবার ভার আমি লইলাম। এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত আছে। হেয়ার সাহেব সকল বালককে সমভাবে দেখিতেন—সকলের হিতার্থে সমান যত্ন করিতেন ও সকল বালক মনে করিত যে আমাকে হেয়ার সাহেব যেমন ভাল বাসেন তেমন আর কাহাকেও ভাল বাসেন না। মনের কার্য পরিমিত—তারতম্য হয়—সর্বজীব সমদৃষ্টি করিতে মন অক্ষম কিন্তু আত্মার প্রকৃতি সমদর্শন—আত্মা যত মুক্ত তত নির্বিশেষ শক্তি প্রকাশ করে।

দুঃখী দরিদ্র বালকেরা অধিক দিন পাঠশালায় থাকিতে পারে না। জীবিকা নির্বাহের জন্য তাহারা ব্যস্ত হইবে, এজন্য তাহারা কেমন লেখে তাহা প্রতিদিবস বৈকালে আপনি দৃষ্টি করতঃ লেখার দোষ দর্শাইতেন ও লেখা এই রূপ তদারকে সংশোধিত হইত।

হেয়ার সাহেব দুর্গোৎসবকালীন দুঃখী ও দরিদ্র বালক ও তাহাদিগের ভগিনী এবং মাতাদিগকে বস্ত্রাদি দিতেন। উৎসবকালীন কি ধনী, কি নির্ধনী, সকলের বাটীতে তিনি গমন করিতেন, এইজন্য আবাল, বৃদ্ধ, যুবা ও কুলনারীরা তাঁহাকে ভালরূপে জানিতেন। পটলডাঙ্গায় স্কুলসোসাইটির স্কুল যাহা হেয়ার স্কুল নামে এক্ষণে বিখ্যাত, ঐ স্কুলের ছাত্রদিগের পাঠ্য পুস্তকের ও কাগজ কলমের ব্যয়

হেয়ার সাহেব আপনি দিতেন। আড়পুলিতে যে পাঠশালা ছিল, তাহারও সমস্ত ব্যয় তিনি দিতেন। বাঙ্গালিদিগের হিতার্থে তিনি অন্যের নিকট ভিক্ষুক হয়েন ও আপনি লক্ষ২ টাকা ব্যয় করেন। হিন্দু কালেজের দক্ষিণ ও পশ্চিমে তাঁহার অনেক ভূমি ছিল, ঐ সকল ভূমি বিক্রয় করিয়া এতদ্দেশীয় লোকদিগের মঙ্গলার্থে ব্যয় করেন। যখন তাঁহার হস্তে টাকা অল্প হইল, তখন তাঁহার চীনদেশীয় এক ধনী কুটুম্বের নিকট হইতে টাকা আনাইয়া ব্যয় করিতে লাগিলেন। ঐ ধনাঢ্য ব্যক্তি বড় পরহিতৈষী প্রযুক্ত হেয়ার সাহেবের সহিত তাঁহার বন্ধুতা হয়।

হেয়ার সাহেব যে সৎকর্ম করিতেন তাহা প্রশংসা পাইবার জন্য করিতেন না,—কেবল আত্মার সন্তোষার্থে করিতেন।

হেয়ার সাহেব মিতাহারী ছিলেন—রুটিতে মাখন দিয়া খাইতেন না। যেমন অন্তরে শান্তভাব, তেমনি শরীরে বিশেষ বল ছিল। তিনি গ্রে সাহেবের সহিত থাকিতেন। এক রাত্রে চা খাইতেছেন—ইতিমধ্যে একজন যুবকের সহিত পদব্রজে গমনের কথা উপস্থিত হইল। হেয়ার সাহেব বলিলেন, তুমি আমার সহিত চানকে যাইতে পার? যুবক বলিলেন, হাঁ, পারি। চানক কলিকাতা হইতে সাত ক্রোশ। হেয়ার সাহেব বলিলেন আইস, দেখা যাউক। দুই জনে উঠিলেন। কিছুকাল পরে দুইজনে ফিরিয়া আইলেন। যুবক শ্রান্ত ও বীর্যহীন —আস্তে আস্তে আসিতেছেন। হেয়ার সাহেব সবল ও হেয়ার ষ্ট্রীটে আসিয়া দৌড়িয়া বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন। এক দিবস্ হিন্দু কালেজের একজন ছাত্রের গাড়ি বাহিরে ছিল একজন বলবান গোরা, কোচমান সহিসের সঙ্গে বিবাদ করিয়া, গাড়ি ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া দিয়া চলিয়া গেল। কালেজের চাপরাসি, ব্রজবাসি দরওয়ান কেহই তাহাকে ধরিতে পারিল না। ইতিমধ্যে হেয়ার সাহেব আসিয়া সকল সমাচার অবগত হইয়া তীরের ন্যায় গমন করতঃ গোরাকে ধৃত করিয়া থানায় জিম্মা করিয়া দিলেন।

হেয়ার সাহেব পরদুঃখে অথবা ক্লেশে সর্বদা কাতর হইতেন। এক দিবস হেয়ার সাহেব বাটীতে আছেন। সন্ধ্যার সময় বৃষ্টি শ্রাবণের ধারার ন্যায় পড়িতেছে। চন্দ্রশেখর দেব বাবু বৃষ্টিতে ভিজিয়া উপস্থিত। সাহেব আস্তেব্যস্তে তাহাকে, এক বস্ত্র পরিধান করিতে দিয়া আপন হস্তে তাঁহার ধুতি ও চাদর নিংড়াইয়া শুখাইতে দিলেন। রাত্রি অধিক হইলে বৃষ্টি ধরিয়া গেল। চন্দ্রশেখরকে সন্দেশ আনাইয়া খাওয়াইয়া আপনি এক বৃহৎ যষ্টি ধারণ পূর্বক তাহাকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন। চুনাগলির নিকট আসিয়া চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, এই স্থানে মাতওয়ালা

গোরা থাকে, হয়ত তোমার জন্য তাহাদিগের সহিত হাতাহাতি করিতে হইবে। পরে তাঁহারা নিরুদ্বেগে সেস্থান হইতে গমন করিলেন।

পূর্বে লিখিত হইয়াছে যে, তিনি মন্দ বালকদিগের সংশোধন জন্য অতিশয় সতর্ক থাকিতেন। যে বালকের প্রতি তাঁহার সন্দেহ হইত, তাহার বাটীতে হঠাৎ উপস্থিত হইতেন। বাটীতে তাহাকে না পাইলে সে যে স্থানে থাকুক অনুসন্ধান দ্বারা বাহির করিয়া আপন শাসনাধীন করিতেন। অনেক বালক উন্মার্গগামী ছিল, পরে তাহারা হেয়ার সাহেবের যত্নে সচ্চরিত্রশীল হয়। যে ব্যক্তি কুপ্রবৃত্তি বিনাশ করিয়া সুপ্রবৃত্তি বপন করেন—যিনি পাপ মতিকে ধ্বংস করিয়া আত্মার পুণ্য জ্যোতি প্রকাশ করাইয়া দেন, তিনিই ঈশ্বরের প্রকৃত অভিপ্রায় সাধন করেন—তিনিই ঈশ্বরের প্রকৃত উপাসক।

পূর্বে কলিকাতায় অনেক কুপ্রথা ছিল। স্নানযাত্রার সময় বাবুরা বেশ্যা লইয়া মাহেশে যাইতেন। শোনা গিয়াছে যে, এক বাবু সুরাপান করতঃ বজ্‌রার মাজিদের সুরাপান করান। তাহারা লোঙ্গর না তুলিয়া সমস্ত রাত্রি দাঁড় বহে ও যেখানকার বজরা সেই খানেই থাকে। এইরূপ ঘটনা হইত, পাছে বাবুদের সঙ্গে কোন বালক গমন করে এজন্য হেয়ার সাহেব সতর্ক থাকিতেন। এরূপে কোন কোন বালককে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন। পূর্বে বালকেরা পরস্পরের কুৎসা করিত। এক ধনীর পুত্র এক বালকের গ্লানি ছাপাইয়া রাত্রিযোগে কালেজে যাইয়া থামেতে মারিয়া দেয়। হেয়ার সাহেব এই সংবাদ পাইয়া এক লাণ্ঠান হাতে করিয়া উপস্থিত হইয়া কাগজ খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন।

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে, পবলিক্ ইনষ্ট্রাক্‌শন কমিটি এই মর্মে রিপোর্ট করেন, —আমরা গবর্ণমেন্টের গোচরার্থে ধর্মশীল হেয়ার সাহেবের বিষয় লিখিতেছি। এতদ্দেশীয় লোকদিগের শিক্ষার্থে যে সকল ব্যক্তি যত্ন প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে হেয়ার সাহেব অগ্রগণ্য। তাঁহারই পরিশ্রমে এই রাজধানীর বাঙ্গালিরা ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন। পূর্ববৎ লোকের কেবল কার্য নির্বাহোপযোগী শিক্ষা হয় নাই। তাহাদিগের এতদূর শিক্ষা হইয়াছিল যে তদ্দ্বারা ইউরোপীয় দর্শনবিদ্যা জানা যায়। হেয়ারসাহেব স্কুল সোসাইটি ও হিন্দু কালেজ স্থাপনে সাহায্য করেন। এই সকল বিদ্যালয়ের তদারক করণ জন্য অনেক বৎসরাবধি তিনি সমস্ত সময় অর্পণ করিয়াছেন। বিদ্যালয় সকল তিনি সর্বদা তদারক করেন। যে বালক ভীরু তাহাকে উৎসাহ দেন—যে অজ্ঞাত, তাহাকে সৎপরামর্শ প্রদান করেন—যে অলস ও মন্দ তাহাকে স্নেহযুক্ত ভৎর্সনায় শোধন করেন। বালকদিগের মধ্যে যে কলহ হয় তাহা তিনি নিষ্পত্তি করেন ও পিতা পুত্রের মধ্যে যে

বিবাদ উপস্থিত হয় তাহাও তিনি মীমাংসা করিয়া দেন। যাহার চিত্ত পরোপকারে রত ও পরোপকার করণ যাহার আহার ও পান সে ব্যক্তি ঐ চিন্তাতেই মগ্ন থাকেন। হেয়ার সাহেব যখন দেখিলেন যে বাঙ্গালিরা ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় উন্নত হইয়াছে, তখন তাহারা ব্যবসা উপযোগী বিদ্যা শিক্ষা করিয়া বিখ্যাত হন, এই তাঁহার বাসনা হইতে লাগিল। ঐ সময়ে লার্ড আকলেণ্ড গবর্ণর-জেনেরল ছিলেন। তিনি এতদ্দেশীয় লোকের প্রতি বড় আনুকূল্য করিতেন। হেয়ার তাঁহার নিকট সর্বদা যাইতেন। ঐ সময়ে কলিকাতায় একটি মেডিকেল কালেজ স্থাপন করিবার প্রস্তাব হয় কিন্তু এই সন্দেহ হইতে লাগিল যে হিন্দু-বালক মৃতদেহ স্পর্শ করিতে কোন আপত্তি করিবে কিনা না? এক দিবস হেয়ার সাহেব বসিয়া আছেন। মধুসূদন গুপ্ত তথায় উপস্থিত হইলেন। আস্তে ব্যস্তে হেয়ার সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—হিন্দুধর্ম মতাবলম্বীদিগের নিকট হইতে কোন আপত্তি হইবে কি? মধুসূদন বলিলেন যদি তাঁহারা বাধা দেন, তবে পণ্ডিতেরা তাঁহাদিগকে পরাজয় করিবেন। হেয়ার সাহেব বলিলেন আমি আহ্লাদিত হইলাম, কল্যই লার্ড আকলেণ্ডের নিকট যাইব। ১৮৩৫ সালে মেডিকেল কালেজ স্থাপিত হয়। কিছুকাল পরে ডাক্তার ব্রামলি বক্তৃতা করেন "হেয়ার সাহেবের উৎসাহ ও সাহায্যে কালেজ অনেক উপকৃত। কালেজ স্থাপিত হইবার অগ্রে হেয়ার সাহেব আপন সৎচিত্তের ভাবে গলিত হইয়া ইহার হিত সাধন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পরামর্শ ও সাহায্য দ্বারা অনেক উপকার দর্শিয়াছে। তিনি উপদেশ দেওন কালীন সর্বদা উপস্থিত থাকিয়া শিষ্যদিগের সদ্ভাব বৃদ্ধি করিয়াছেন। আমার এক২ বার বোধ হইত যে কালেজ থাকা ভার কিন্তু তাঁহার ধৈর্য, শান্ত গুণে ও পরিশ্রম জন্য কালেজ রক্ষিত হইয়াছে। ফলতঃ হেয়ার সাহেবের সাহায্য ব্যতিরেকে এ কালেজ স্থাপন করা যাইত না এজন্য তাঁহার নিকট সংক্ষেপে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।"

হেয়ার সাহেবের স্কুল হইতে মেডিকেল কালেজে অনেক ছাত্র ভর্তি হয়। ঐ সকল ছাত্র তাঁহার বশীভূত ছিল সুতরাং তাহাদিগের দৃষ্টান্তে অন্যান্য বালক তাহাদিগের ন্যায় চলিতে লাগিল। কিয়ৎকাল হেয়ার সাহেব কালেজের সম্পাদক ছিলেন, তাহার পর কালেজ কউনসেলের অনরেরি মেম্বর হন।

মেডিকেল কালেজ স্থাপিত হওয়াবধি হেয়ার সাহেব তথায় প্রতিদিন যাইতেন। অন্যান্য বিদ্যালয়ে যেরূপ তদারক করিতেন, মেডিকেল কালেজের বালকদিগেরও সেইরূপ তদারক করিতে লাগিলেন। আর হস্‌পিটলে যাইয়া প্রত্যেক রোগী কিরূপ আছে, ক্রমশঃ আরোগ্য হইতেছে, কি না—বা পীড়ার বৃদ্ধি হইতেছে

এ সমস্ত বিশেষরূপে অবগত হইয়া যথাসাধ্য প্রতিকার করিতেন। সকলের পথ্য ও অন্যান্য বিষয় যাহা জানিবার আবশ্যক হইত তাহা জানিয়া রোগীদিগকে আরামে রাখিবার জন্য সম্যকরূপে চেষ্টিত হইতেন। যাঁহার চিত্ত পরোপকারে রত তাঁহার সকল কার্য পরদুঃখ বিমোচন ও পরসুখ বিবর্ধন জন্য হইয়া থাকে।

হিন্দুকালেজে ও হেয়ার সাহেবের বিদ্যালয়ে শিক্ষিত কতিপয় যুবক ডিরোজিও সাহেবকে সভাপতি করিয়া একাডেমিক এসোসিয়াসন নামক এক সভা স্থাপন করেন। প্রতি সপ্তাহে বৈঠক হইত ও সকলে বক্তৃতা করিতেন। এইরূপে সকলের বক্তৃতা শক্তি বৃদ্ধি হইতে লাগিল। হেয়ার সাহেব প্রতি বৈঠকে উপস্থিত থাকিতেন ও পরে ঐ সভার সভাপতি হইয়া তাহার কার্য সুচারুরূপে নির্বাহ করিতেন। অনন্তর, ১৮৩৪ সালে সাধারণ জ্ঞান উপার্জিকা সভা স্থাপিত হয়। ঐ সভার বৈঠকে এক একজন সভ্য এক এক রচনা পাঠ করিতেন ও তাহা লইয়া অন্যান্য সভ্যেরা তর্ক বিতর্ক করিতেন, হেয়ার সাহেব এই সভার অনরেরি ভিজিটর ছিলেন। বিদ্যা অনুশীলনার্থে যে স্থানে যাহা হইত, হেয়ার সাহেব তথায় উপস্থিত হইয়া উৎসাহ ও সাহায্য প্রদান করিতেন।

১৮৩৪ সালে হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষেরা, কালেজের নিকট বঙ্গভাষা উত্তম রূপে শিক্ষার্থে, এক পাঠশালা স্থাপন করিলেন। পাঠশালা গৃহের ভিত্তি স্থাপনের দিবস অনেকে উপস্থিত থাকেন। সকলে হেয়ার সাহেবের সম্মানার্থে তাঁহাকে প্রস্তর স্থাপন করিতে আহ্বান করেন। তৎকালে তিনি এক বক্তৃতা করেন, পরিশেষে জর্জ রাইন তাঁহার অনেক প্রশংসা করিয়া এক বক্তৃতা করেন।

যে প্রকারেই হউক এদেশের মঙ্গল সাধনে হেয়ার সাহেব কখনই শ্রান্ত হইতেন না। পূর্বে সংবাদ পত্রে সকল বিষয় সাহস পূর্বক লিখিত হইত না। গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে লিখিলে লেখকের নামে অভিযোগ হইত, আর কোন বিষয় বিবেচনার্থে প্রকাশ্য সভা হইত না। এইরূপ নিয়মে সাধারণ লোকেরা আপনার মনের ভাব ব্যক্ত করিতে অক্ষম হইত—ইহাতে দেশের অমঙ্গল ব্যতিরেকে মঙ্গল সম্ভব হয় না। এই দুই নিয়ম উঠাইয়া দিবার জন্যও পার্লিয়ামেণ্টকে এদেশের চার্টর বিষয়ে এক দরখাস্ত করিবার জন্য ১৮৩৫ সালে ৩ জানুয়ারিতে টাউনহলে এক প্রকাশ্য সভা হয়। হেয়ার সাহেব উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"সভ্যগণ! যখন আমি চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করি, ও দেখি এতদ্দেশীয় লোকেরা ইংরাজদিগের সহিত মিলিত হইয়া কর্তব্যতা সাধন করিতেছেন তখন বোধ হয়, যে এদিন ভারতবর্ষের গৌরবের ও সৌভাগ্যের দিবস।"

১৮১৫ সালে মরিচ দ্বীপে এদেশ হইতে কুলি পাঠান আরম্ভ হয়। যে সকল

কুলির গমনে ইচ্ছা ছিল না তাহারা ছলনা ও প্রতারণা দ্বারা প্রেরিত হইত। পটলডাঙ্গার এক বাটীতে অনেক কুলি বদ্ধ ছিল। হেয়ার সাহেব তাহা জানিতে পারিয়া পুলিসের সাহায্যে তাহাদিগকে খালাস করিয়া দিলেন। কুলিরা হেয়ার সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়া চলিয়া গেল।

এইরূপ অহরহঃ অনেক পরোপকার হেয়ার সাহেবের দ্বারা কৃত হইত।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ৩১ মে মাসের রাত্রে হেয়ার সাহেবের ওলাউঠা হয়। আপন সরদার বেহারাকে বলিলেন, গ্রে সাহেবকে বল, আমি বাঁচিব না—আপনার জন্য কফিন প্রস্তুত করিতে কহেন। পরদিবস বেলেস্তারার জ্বালা না সহিতে পারিয়া বলিলেন—আমাকে আরামে মরিতে দেও। কিছুকাল পরে প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া কলিকাতার সমস্ত লোক শোকান্বিত হইল। সহস্র সহস্র চক্ষু দিয়া অশ্রুপাত হইতে লাগিল—কেহ বিলাপে কাতর,—কেহ নিস্তব্ধভাবে অন্তরে রোরুদ্যমান—কেহ তাঁহার গুণবর্ণনে গলিত—কেহ কৃতজ্ঞতা ও ভক্তিতে ভাবাক্রান্ত—কেহ যেন পিতৃশোক—কেহ যেন মাতৃশোক, কেহ যেন ভ্রাতৃশোক—কেহ যেন অকৃত্রিম বন্ধু শোকে ব্যাকুল। অঙ্গনাদিগের হৃদয় কোমল—তাহারা প্রপীড়িতা হইয়া দুঃখে মগ্ন হইলেন। বালকদিগের নয়নে অন্তরের শোক প্রকাশ হইল। হেয়ার সাহেবের মৃত্যু গ্রে সাহেবের বাটীতে হয়—মৃত্যুসংবাদ প্রচার হইলে ঐ বাটী লোকে পূর্ণ হইল। হেয়ার সাহেবের দেহ স্বাভাবিক বেশে আচ্ছাদিত—কফিনে স্থাপিত—বদন শীতল ও শান্ত—নয়ন মুদিত—বালক ও যুবক নিকটে যাইয়া প্রেম ও ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া তাঁহার বদন স্পর্শ পূর্বক অনিবার্য কাতরতার বিগলিত বারি বর্ষণ করিতে লাগিল। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ১লা জুনে ভারি দুর্যোগ হয়—বৃষ্টি অবিশ্রান্ত পড়িতেছে—আকাশ ঘনমেঘে আচ্ছন্ন—রাস্তা সকল জলে সিক্ত, তথাচ লোকারণ্য হইল—মৃতদেহের সঙ্গে ন্যূনাধিক পাঁচ হাজার লোক চলিল—গাড়িতে রাস্তা পূর্ণ—কয়েক খানা কৃষ্ণবর্ণ শোক চিহ্নিত গাড়িতে ছোট ছোট বালক আরূঢ় হইল। কলিকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালি উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্‌কালীন, ঐ মহাত্মার সমাধি হইল। সমাধি হিন্দু কালেজের সম্মুখে হইয়াছিল। তাহার উপর যে কবর নির্মিত হয়, তাহার ব্যয় বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা এক এক টাকা চাঁদা দিয়া নির্বাহ করে। চাঁদা এত হইল যে, কতক চাঁদা আদায় করণ আবশ্যক হইল না।

কিয়ৎ কাল পরে, এক প্রকাশ্য সভাতে তাঁহার প্রতিমূর্তি করণ ধার্য হয় ও ঐ প্রতিমূর্তি তাঁহার স্কুলের নিকট প্রকাশ্যরূপে স্থাপিত হইয়াছে।

হেয়ার সাহেব এতদ্দেশীয় লোকের মহোপকারী, এজন্য তাঁহার স্মরণ ও শ্রদ্ধা ও

কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে বৎসর বৎসর ১লা জুন তারিখে এক সভা হয় ও ঐ বৈঠকে বক্তৃতা হইয়া থাকে।

হেয়ার সাহেবের স্মরণার্থে হেয়ার প্রাইজ কমিটি নামক এক কমিটি আছে। তাঁহাদিগের উৎসাহে ও আনুকূল্যে অনেক অনেক ভাল২ বিষয় রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষণে ঐ কমিটি কেবল স্ত্রীলোক শিক্ষা উপযোগী পুস্তকাদি প্রকাশ করণ ধার্য করিয়াছেন।

হেয়ার সাহেব ঘড়ির কারবার হইতে ক্ষান্ত হইয়া অল্প পরিমাণে বাণিজ্য করিতেন। তাঁহার বাণিজ্য করিবার অভিপ্রায় এই যে যদি লাভ করিতে পারেন তবে ঐ লাভ পরোপকারার্থে অর্পণ করিবেন। তাঁহার স্বীয় অভাব অতি অল্প ছিল। সামান্য বস্ত্রাদি পরিধান করিতেন ও সামান্য রূপে ভোজন করিতেন—পানীয়—দুগ্ধ, জল ও চা মাত্র। দৈবযোগে তাঁহার সকল টাকা নষ্ট হইল ও তিনি ঋণ পাশে বদ্ধ হইলেন। একটি অর্ধনির্মিত বাটী ছিল তাহা গাঁথিয়া দিয়া পাওনাদারদিগকে দিলেন ও আপনি গ্রে সাহেবের বাটীতে আসিয়া থাকিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার দুই সহোদরের কাল হওয়াতে শোকে মগ্ন হইলেন। কিন্তু যদিও ক্ষতি ও শোকে পীড়িত, তথাচ তাঁহার শান্তভাবের হ্রাস হয় নাই। দৈনিক কার্য সকল পূর্ববৎ করিতেন—বালকেরা বিরক্ত করিত কিন্তু তিনি সমাহিত থাকিতেন। যে সকল মহাত্মা শোক দুঃখে সমাহিত থাকেন—তাঁহারা আত্মার শান্ত ও শিব ভাব প্রতীয়মান করেন।

হেয়ার সাহেবের জীবন পাঠে কে না উন্নত ভাবে স্থিত হইবে? যে ব্যক্তি নিষ্কাম চিত্তে আপন বল, বুদ্ধি ও অর্থ—আপন জীবন পরোপকারার্থে—পর সুখার্থে অর্পণ করিয়াছিলেন—যিনি আপনার সুখ অন্বেষণ করেন নাই—ও যাঁহার কোন পার্থিব বাসনা ছিল না, তিনি দেব ভাব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন তাহা কে না স্বীকার করিবে? জগদীশ্বর আমাদিগকে এই কৃপা করুন যে, হেয়ার সাহেবের যেরূপ শুদ্ধ প্রেম ছিল, সেই শুদ্ধ প্রেমে আমরা যেন পরিপূর্ণ থাকি।

এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্বাবস্থা

ভূমিকা।

আর্য্যবংশীয় মহিলাগণ! আপনাদিগের জন্য এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি রচিত হইল। ইহা পাঠে প্রতীয়মান হইবে যে, পূর্বকালে এতদ্দেশীয় অঙ্গনাগণ সর্বপ্রকারে সম্মানিত ও পূজিত হইতেন, এজন্য অদ্যাবধিও এই সংস্কার যে স্ত্রীলোক দেবীস্বরূপ—স্ত্রীলোক সাক্ষাৎ ভগবতী। পূর্বকালে অঙ্গনাগণের শিক্ষা কেবল বাহ্যশিক্ষা হইত না—প্রকৃত অন্তর শিক্ষা হইত, এইকারণ তাঁহাদিগের ঈশ্বর জ্ঞান ও আত্মার অমরত্ব হৃদয়ে জাজ্জ্বল্যমান ছিল। তাঁহারা অন্তঃপুরে রুদ্ধ থাকিতেন না ও বৈবাহিক বয়ঃপ্রাপ্ত না হইলে বিবাহ করিতেন না। এক্ষণে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক অনেক প্রণালী বিবেচিত হইতেছে কিন্তু আসল শিক্ষা ঈশ্বরকে আদর্শ না করিয়া হইতে পারে না। স্ত্রীলোক যে অবস্থাতেই থাকুন—বিবাহিতা কিম্বা অবিবাহিতা, সধবা কিম্বা বিধবা, সম্পদে কিম্বা বিপদে, আত্মা ঈশ্বরের সহিত সংযুক্ত না হইলে ঐহিক কিম্বা পারত্রিক মঙ্গল বা উন্নতি সাধন কখনই হইতে পারে না। এই সত্যের প্রতি মন নিবেশ করিবার জন্য, আমি এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি রচনা করিলাম। আমার প্রাণগত প্রার্থনা এই যে, আপনাদিগের চিত্ত যেন নিরন্তর ঈশ্বরেতে মগ্ন থাকে।

এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্বাবস্থা

আর্য রাজ্য।

আর্যেরা উত্তর পশ্চিম হইতে পঞ্জাবে আসিয়া বাস করিলেন। বিন্ধ্যাচল ও হিমালয় পর্বতের মধ্যবর্তী দেশ আর্যাবর্ত বলিয়া বিখ্যাত হইল। ক্রমশঃ দেশ, গ্রাম ও নগরে বিভক্ত হইল ও রাজ্য রক্ষার্থে গ্রাম ও দেশ অধিকারি নিযুক্ত হইল। রাজা কতিপয় মন্ত্রী লইয়া প্রত্যেক গ্রামের ও রাজ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য করিতে লাগিলেন। যেরূপ রাজ্য বিস্তীর্ণ হইতে লাগিল, সেইরূপ কৃষি ও বাণিজ্য সর্ব স্থানে প্রকাশিত হইল। রাস্তা ঘাট নির্মিত হইল ও শকট, নৌকা ও জাহাজের দ্বারা এক স্থানের বিক্রেয় দ্রব্যাদি অন্য স্থানে প্রেরিত হইতে লাগিল। অধিকাংশ লোক পার্থিব কার্যে কালযাপন করিত। যে সকল আর্য সরস্বতী-তীরে বাস করিতেন, তাঁহারাই জ্ঞান প্রকাশক হইলেন, তাঁহারা কেবল ঈশ্বর ও আত্মা চিন্তা করিতেন। সকলের গৃহে অগ্নি প্রজ্জলিত থাকিত। তাঁহারা পরিবার লইয়া প্রতিদিন তিন বার সংস্কৃত ভাষায় উপাসনা করিতেন। এই সকল উপাসনা একত্রিত হইয়া ঋগ্বেদ নামে বিখ্যাত হয়। অনন্তর যজুঃ, সাম ও অথর্ব বেদ বিরচিত হয়। বেদ ছন্দস্ মন্ত্র অথবা সংহিতা ব্রাহ্মণ্যে ও সূত্রে বেদাঙ্গতে বিভক্ত। ব্রাহ্মণের শেষাংশ আরণ্যক বলে, কারণ তাহা অরণ্যে পঠিত হইত। যাহা বেদের শেষাংশ তাহাকে উপনিষদ বলে, কারণ আচার্যের নিকট বসিয়া পাঠ করিতে হইত। যদিও বেদে এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর সংস্থাপিত, কিন্তু উপনিষদে ঈশ্বর ও আত্মা যে অশেষ যত্নপূর্বক চিন্তিত ও নিদিধ্যাসিত হইয়াছিল, তাহা বিলক্ষণ বোধ হইতেছে। ঋগ্বেদ ও যজুর্বেদের উপদেশ এই—একই ঈশ্বর, তাঁহাকে জান, তাঁহারি উপাসনা কর। আত্মার অমরত্ব লক্ষণ সংস্থাপিত ; কিন্তু জীবের পুনর্জন্ম-জন্মান্তরে কিছুই উল্লেখ নাই। পূর্বে জাতি ছিল না—পুরোহিত ছিল না—প্রকাশ্য উপাসনার স্থান ছিল না—মন্দির ছিল না—প্রতিমা ছিল না। গৃহস্থ স্বয়ং পরিবারকে লইয়া উপাসনা করিতেন। যে সকল স্তোত্র উপাসনা কালে পঠিত হইত, তাহা হয়তো পূর্বে রচিত হইত অথবা তৎকালে বিনা চিন্তনে সঙ্গীত হইত। যদি কোন বন্ধনে স্ত্রী পুরুষের ও পরিবারদের সকলের মধ্যে শুদ্ধ প্রেমের বৃদ্ধি হয়, সে বন্ধন একত্র ঈশ্বর উপাসনা করা, তখন সকলের আত্মা আধ্যাত্মিক শৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে থাকে। অসভ্য দেশে পুরুষ স্ত্রীলোককে সমতুল্য

জ্ঞান করে না—হয় তো কিঙ্করী নয় তো গৃহ বস্তুর স্বরূপ বোধ করে এবং আজ্ঞানুবর্তিনী না হইলে প্রহারিত অথবা দূরীকৃত হয়। আর্যেরা স্ত্রীকে সমতুল্য অর্ধশরীর ও অর্ধ জীবন জ্ঞান করিতেন। স্ত্রী ভিন্ন ঈশ্বর উপাসনা, ধর্ম কার্য ও পারলৌকিক ধন সঞ্চয় উত্তম রূপে হইত না। ঋগ্বেদের এক শ্লোকে লেখে, স্ত্রীই পুরুষের গৃহ—স্ত্রীই পুরুষের বাটী। মনুও বলেন স্ত্রী গৃহ উজ্জ্বল করেন।

ব্রহ্মবাদিনী ও সদ্যোবধূ।

পূর্বে স্ত্রীলোকেরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। ব্রহ্মবাদিনী ও সদ্যোবধূ। উহাদিগের উপনয়ন হইত। ব্রহ্মবাদিনীরা পতি গ্রহণ করিতেন না। তাঁহারা বেদ পড়িতেন ও পড়াইতেন, জ্ঞানানুশীলনার্থে তাঁহারা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণ করিতেন। গরুড় পুরাণে লিখিত আছে যে, মিনা ও বৈতরণী নামে দুই জন ব্রহ্মবাদিনী নারী ছিলেন। হরিবংশে লেখে যে বরুণার এক তপঃশালিনী কন্যা ছিল। মহাভারতে দৃষ্ট হয় যে, মহাত্মা আসুরি আত্ম-জ্ঞানার্থে কপিলের শিষ্য হইয়া শাবরীয় বিষয় বিলক্ষণ অবগত হইয়াছিলেন। কপিলা নামে এক ব্রাহ্মণী তাঁহার সহ-ধর্মিণী ছিলেন। প্রিয় শিষ্য পঞ্চশিখ ঐ কপিলার নিকট ব্রহ্মনিষ্ঠ বুদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

মিথিলাধিপতি জনক ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলনার্থে অনেক তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিকে আহ্বান করেন। গার্গী নাম্নী এক তত্ত্বজ্ঞা সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত অনেক তর্ক বিতর্ক করেন। মহাভারতে লেখে যে সলভা নামে একটী স্ত্রীলোক দর্শন শাস্ত্র ভাল জানিতেন। তিনি অনেক দেশ ভ্রমণ করেন ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান বিষয়ে আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। ব্রহ্মবাদিনীরা জ্ঞানানুশীলন ত্যাগ করিয়া ধ্যানাবৃত হইতেন। ধ্যান কাণ্ড জ্ঞান কাণ্ডের চরমাবস্থা। রঘুবংশে এক ব্রহ্মবাদিনীর উল্লেখ আছে। "এই সুতীক্ষ্ণনামা শান্তচরিত্র আর এক তপস্বী ইন্ধন প্রজ্জ্বলিত হুতাশন চতুষ্টয়ের মধ্যবর্তী ও সূর্যাভিমুখী হইয়া তপোনুষ্ঠান করিতেছেন।" আরণ্যকাণ্ডে লেখে "চীরধারিণী জটিলা তাপসী শবরী" রাম দর্শনে অগ্নিতে প্রবেশ করত "আপন বিদ্যুতের * ন্যায় দেহ প্রভায় চতুর্দিক উজ্জ্বল করিয়া স্বীয় তপঃপ্রভাবে যে স্থানে সেই সুকৃতাত্মা মুনিগণ বাস করিতেছিলেন, তিনি সেই পূণ্য স্থানে গমন করিলেন।"

যদিও ব্রহ্মবাদিনীরা ঈশ্বর ও আত্মজ্ঞানানুশীলনে মগ্ন থাকিতেন, তথাচ সদ্যোবধূরা পতিগ্রহণ করিয়াও উক্ত জ্ঞানে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। অত্রি বংশীয় দুই নারী

* বিদ্যুতের ন্যায় সূক্ষ্ম শরীর যাহা উপনিষদ ও দর্শন শাস্ত্রে বর্ণিত আছে।

ঋগ্বেদের কতিপয় স্তোত্র রচনা করেন। উত্তর রামচরিতেও লেখে যে অত্রিমুনির বনিতা আত্রেয়ী পথে আসিতেছিলেন, একজন পথিক জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কোথায় যাইতেছেন ? মুনিপত্নী বলিলেন, আমি বাল্মীকির নিকট অধ্যয়ন করিয়া অগস্ত্যের আশ্রমে বেদ অধ্যায়ন করিতে গিয়েছিলাম, সেখানে অনেক তত্বজ্ঞানী ঋষিরা বাস করেন। যাজ্ঞবল্ক্যের স্ত্রী মৈত্রেয়ী অতি উচ্চতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি স্বামীর নিকট তত্বজ্ঞান উপদেশ পান। ঈশ্বর বিষয়ক যে সকল প্রশ্ন স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহা ঋগ্বেদে প্রকাশিত আছে।

সদ্যোবধূরা উত্তম রূপে শিক্ষিত হইতেন, তাঁহাদিগের শিক্ষা ঈশ্বর ও আত্মা সম্বন্ধীয়, পারলৌকিক উন্নতিই জীবনের উদ্দেশ্য। এই প্রকার শিক্ষিত কতিপয় আধ্যাত্মিক সদ্যোবধূর সংক্ষেপ বিবরণ দেওয়া হইতেছে।

উচ্চ সদ্যোবধূ।

দেবহূতি।

শ্রীমদ্ভাগবতে কর্দম মুনির স্ত্রী দেবহূতি স্বামীর বনে গমন সংবাদ শুনিয়া বলিলেন, "আপনি প্রব্রজ্যার্থে গমন করিতেছেন। আমি কাহার নিকট জ্ঞান লাভ করিব ? আমার জ্ঞানোপদেশ নিমিত্তে কাহাকেও রাখিতে আজ্ঞা হউক।"

পরে দেবহূতির গর্ভে কপিলের জন্ম হয়। কপিল তপোবল দ্বারা "নিরহংকার অর্থাৎ দেহাদিতে অহংবুদ্ধিশূন্য ও অব্যাভিচারিণী ভক্তির দ্বারা" ব্রহ্ম লাভ করিয়াছিলেন। দেবহূতি পুত্রের নিকট আসিয়া তত্বজ্ঞান বিষয়ক প্রশ্ন করেন। কপিল বলেন "আমার মতে আত্মনিষ্ঠ যোগ পুরুষের নিঃশ্রেয়সের কারণ, কেননা তাহাতেই সুখ ও দুঃখ উভয়েরই উপরতি হয়। চিত্তই জীবের বন্ধ ও মুক্তির কারণ, চিত্ত বিষয়ে আসক্ত হইলেই জীবের বন্ধন ও পরমেশ্বরে সংলগ্ন হইলে তাহার মুক্তি হয়।" কপিলের উপদেশ জ্ঞানপ্রদ। তৃতীয় স্কন্ধে এই উপদেশ বাহুল্য রূপে লিখিত আছে।

শান্তা।

শান্তার বিবাহ ঋষ্যশৃঙ্গের সহিত হয়। অন্তরউচ্চতা ও সৌন্দর্যে তিনি অতুল্য ছিলেন।

কেশিনী।

কেশিনী সাগরকে বিবাহ করেন। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও সত্যানুরাগে তিনি বিখ্যাত ছিলেন।

সতী।

সতী শৈশবকালাবধি যোগাভ্যাস ও তপস্থা করিতেন। পতিনিন্দা শুনিয়া যোগবলে আপন দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

অনসূয়া।

অত্রিমুনির বনিতা অনসূয়া অনেক শাস্ত্র জানিতেন ও অন্তকে উপদেশ দিয়াছিলেন। সীতার সহিত তাঁহার যে কথোপকথন হয়, তাহা আরণ্যকাণ্ডে বর্ণিত আছে।

কৌশল্যা।

কৌশল্যা দশরথের দারা রামায়ণে এইরূপ বর্ণিত। "সেই প্রিয়বাদিনী আমার সেবার সময়ে কিঙ্করীর স্থায়, রহস্থালাপে সখীর স্থায়, ধর্মাচরণে ভার্যার স্থায়, সৎপরামর্শ দানে ভগিনীর স্থায়, ভোজন কালে জননীর স্থায় ব্যবহার করিয়া থাকেন।"

সীতা।

সীতা কেবল শরীর ধারণ করিতেন—তিনি সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক ছিলেন। তাঁহার আধ্যাত্মিক চিন্তা পিতৃ আলয়ে হইয়াছিল। তিনি কহেন "সংযতচিত্ত মুনিগণ যে সকল ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকেন, তাহাও আমি কৌমার কালে পিতৃভবনে এক সাধুশীল ভিক্ষুকের মুখে শ্রবণ করিয়াছি। শাস্ত্রকারেরা কহেন পতিই নারীদিগের দেবতা, যে নারী ছায়ার স্থায় সর্বদা ভর্তার অনুসরণ করে, সে ইহ ও পরলোকে স্বামীর সঙ্গিনী হইয়া সুখে সময় যাপন করে। আমি বিবাহ কালে স্বামীর করে জীবন সমর্পণ করিয়াছি, সুতরাং তাঁহার হিতের নিমিত্তে অনায়াসে প্রাণত্যাগ করিতে পারি।" বনবাস কালে রামচন্দ্র সীতাকে গৃহে রাখিয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু সীতা বলিলেন "তোমা ছাড়া হইলে আমি স্বর্গ ছাড়া হইবে।" দণ্ডকারণ্যে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা পড়িলে কে না চমৎকৃত হইবে? যে সকল জীব সমাহিত ও শান্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন তাহারা তাড়িত ও অপমানিত হইলেও অন্তর শীতলতা হইতে চ্যুত হন না। ব্রহ্মবাদিনী দিগের ব্রহ্মই লক্ষ্য ও ব্রহ্ম লাভের জন্ত তপোবলের দ্বারা তমস জীবনকে নির্বাণ করাই সাধনা ছিল। সদ্যোবধূগণ পতি গ্রহণ পূর্বক আপন শুদ্ধপ্রেম পতিকে অর্পণ করিয়া পরলোক উন্নতি সাধন করিতেন।

সীতা অসতী হইয়াছেন, এই জনরব যখন ঘোষণা হইতে লাগিল, তখন রামচন্দ্র আপন রাজ্যের কুশলার্থে সীতার সহিত আর সহবাস না করিতে পারিয়া তাঁহাকে বনবাস দিলেন। এই মর্মবেদনা পাইয়াও সীতার ভাব রামচন্দ্রের প্রতি যেরূপ ছিল তাহার কিঞ্চিন্মাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই।

সাবিত্রী।

সাবিত্রীর আধ্যাত্মিক ভাব অল্প ছিল না। সত্যবানকে বনে দেখিয়া মনেতে বরণ করিলেন, তিনি এক বৎসরের মধ্যে মরিবেন এই সম্বাদ নারদ মুখে শুনিয়া ও পিতা মাতা কর্তৃক নিবারিত হইয়াও তাঁহাকে বিবাহ করিতে নিবৃত্ত হইলেন না। যখন শ্বশুর গৃহে গমন করিলেন, তখন তাঁহার দুরবস্থা দেখিয়া আপন অলঙ্কারাদি পরিত্যাগ পূর্বক, শ্বশুর ও শাশুড়ির ন্যায় বল্কল ধারণ করিলেন। এই সকল কার্যেতে দেদীপ্যমান হয় যে, যাঁহারা আত্মজ্ঞ হয়েন, তাঁহারা নশ্বর বস্তু ও ভাব হইতে অতীত—তাঁহারা মনন্ময়ী অবস্থার উপরতিতে পূর্ণ হয়েন।

দময়ন্তী।

দময়ন্তীও পতিপরায়ণা ছিলেন। সকল কামনা পতিতে পর্যবসান করত পতিতে মগ্ন হইয়া আত্ম লাভ সাধন করিতেন।

পতি সত্ত্বেই হউক আর পতি বিয়োগেই হউক, সাকার কিম্বা নিরাকার পতি অবলম্বনে পূর্বকালীন অঙ্গনারা আত্মার উদ্দীপন করিতেন। দময়ন্তী ঘোর ক্লেশে পতিত হইয়াছেন,—অরণ্যে পতি কর্তৃক পরিত্যক্তা—অর্ধবস্ত্রপরিধানা, তথাচ নিমেষমাত্র পতিকে বিস্মরণ না করিয়া অনেক দুর্গম স্থানে পর্যটন পূর্বক পুনরায় পতিকে পাইয়াছিলেন।

শকুন্তলা।

শকুন্তলার উচ্চ শিক্ষা হইয়াছিল। তাঁহার পালক পিতা কহেন—"কন্যা ঋণ স্বরূপ—উৎকৃষ্ট দুর্মূল্য রত্ন—পিতারই গচ্ছিদ্ধন।" রাজা দুষ্মন্ত কণ্বের আশ্রমে শকুন্তলাকে বিবাহ করিয়া রাজ্যে গমন করেন। অনন্তর শকুন্তলার এক পুত্র জন্মে। তিনি ঐ পুত্রকে সঙ্গে করিয়া রাজার সভায় উপস্থিত হইয়া বলেন—রাজন্! আমি তোমার ভার্যা ও এই বালকটি তোমার পুত্র। রাজা তাঁহার কথা অবিশ্বাস করিলেন। শকুন্তলা বলিলেন রাজন্! ভার্যাকে অবহেলা করিও না—"ভার্যা ধর্ম কার্যে পিতার স্বরূপ—আর্ত ব্যক্তির জননী স্বরূপ এবং পথিকের বিশ্রাম স্থান স্বরূপ—আর সত্যই পরম ব্রহ্ম। সত্য প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করাই পরমোৎকৃষ্ট ধর্ম। অতএব তুমি সত্য পরিত্যাগ করিও না।"

গান্ধারী।

গান্ধারী আপনার স্বামীর অন্ধতা জন্য আপন চক্ষু আচ্ছাদন করিয়া রাখিতেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বে আপনার স্বামীর নিকট পুত্রদিগের অধর্ম আচরণ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "ধর্মের জয়—অধর্মের কখনই জয় হয় না।"

কুন্তী।

কুন্তীর মনের ভাব কিরূপ ছিল, তাহা তাঁহার উপদেশেতে প্রতীয়মান। দ্রৌপদী যখন বনে গমন করেন, তখন তিনি তাঁহাকে বলেন—"দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া শোক করিও না। তুমি স্ত্রীধর্মাভিজ্ঞ, সুশীলা, সাধ্বী ও সদাচারবতী তোমার গুণে উভয় কুল অলঙ্কৃত হইয়াছে; অতএব স্বামীর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তোমাকে উপদেশ দেবার আবশ্যক নাই। হে অনঘে! কৌরবেরা পরম ভাগ্যবান, যে হেতু তোমার কোপানলে তাহারা দগ্ধ হয় নাই। বৎসে! আমি সর্বদাই তোমার শুভানুধ্যান করিতেছি, তুমি সচ্ছন্দে গমন কর।"

উদ্যোগ পর্বে কুন্তী শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, "লোকে সৎস্বভাব দ্বারা যেরূপ মান্য হইতে পারে, ধন বা বিদ্যার দ্বারা তদ্রূপ হইতে পারে না।"

বীরের কন্যাই বীর-ভাব প্রকাশ করেন। কুন্তী বলিলেন—"হে কেশব! তুমি বৃকোদর ও ধনঞ্জয়কে কহিবে যে, ক্ষত্রিয় কন্যা যে নিমিত্ত গর্ভ ধারণ করে, তাহার সময় সমুপস্থিত হইয়াছে; অতএব যদি তোমারা এই সময়ে বিপরীতাচরণ কর, তাহা হইলে অতি ঘৃণাকর কর্মের অনুষ্ঠান করা হইবে। তাহারা নৃশংসের ন্যায় কার্য করিলে আমি তাহাদিগকে চিরকালের নিমিত্ত পরিত্যাগ করিব; সময় ক্রমে প্রাণ পর্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হয়।" তাঁহার আধ্যাত্মিক ভাব এই উপদেশে প্রকাশ হইতেছে—"আমি পুত্রগণের নির্বাসন, প্রব্রজ্যা, অজ্ঞাতবাস ও রাজ্যাপহরণ প্রভৃতি নানাবিধ দুঃখে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি। দুর্যোধন আমাকে ও আমার পুত্রগণকে এই চতুর্দশ বৎসর অপমান করিতেছে; ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে? কিন্তু ইহা কথিত আছে যে, দুঃখ ভোগ করিলে পাপক্ষয় হয়, পরে পুণ্য ফল সুখ সম্ভোগ হইয়া থাকে; অতএব আমরা এক্ষণে দুঃখ ভোগ করিয়া পাপক্ষয় করিতেছি; পশ্চাৎ সুখ সম্ভোগ করিব; তাহার সন্দেহ নাই।"

দ্রৌপদী।

দ্রৌপদী শৈশবাবস্থায় পিতার ক্রোড় হইতে আচার্যের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতেন। তাঁহার শিক্ষা বিষয়ে মহাভারতে এইরূপ বর্ণন—"অনন্তর দ্রুপদ রাজা আলেখ্য রচনা ও শিল্পকার্য প্রভৃতি সকল বিষয়ে কন্যাকে যত্ন পূর্বক শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন। কন্যা দ্রোণ সন্নিধানে অস্ত্র শাস্ত্র শিক্ষা করিলেন। পরে দ্রুপদ মহিষী পুত্রের ন্যায় কন্যার পরিণয় কার্য সমাধান করিবার নিমিত্ত দ্রুপদ রাজাকে অনুরোধ করিলেন।" পাণ্ডবদিগকে বিবাহ করিয়া তিনি ইন্দ্রপ্রস্থে থাকিয়া অনেক কার্যে ব্যস্ত থাকিতেন—অভ্যাগত অতিথি এবং দাস দাসীদিগের

ভোজন ও পরিচ্ছদ বিষয়ে তত্ব করিতেন। গোশালা ও মেষশালা আপনি দেখিতেন। কোষ তাঁহার অধীনে ছিল, ও আয় ব্যয় সম্বন্ধীয় সকল কার্য তিনি নির্বাহ করিতেন। যে সকল কার্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা অতি বিনীত ও শান্তভাবে করিতেন। তিনি কহিতেন যে, জীব নিষ্কাম না হইলে মুক্তি পায় না। যখন তিনি বনে ছিলেন তখন তাঁহার সত্যভামার সহিত পতি বশকরণ বিষয়ক কথোপকথন হয়। তিনি কহেন, "আমি কাম ক্রোধ ও অহঙ্কার পরিহার পূর্বক সতত পাণ্ডবগণ ও তাঁহাদের অন্যান্য স্ত্রীদিগের পরিচর্যা করিয়া থাকি। অভিমান পরিহার পূর্বক প্রণয় প্রকাশ করিয়া অনন্যমনে পতিগণের চিত্তানুবর্তন করি। আমি প্রত্যহ উত্তম রূপে গৃহ পরিষ্কার, গৃহোপকরণ মার্জন, পাক, যথা সময়ে ভোজন প্রদান ও সাবধানে ধান্য রক্ষা করিয়া থাকি। দুষ্ট স্ত্রীর সহিত কখন সহবাস করি না; তিরস্কার বাক্য মুখেও আনি না; সকলের প্রতি অনুকূল ও আলস্য শূন্য হইয়া কাল যাপন করি। পরিহাস সময় ব্যতীত হাস্য এবং দ্বারে বা অপরিষ্কৃত স্থানে কিম্বা গৃহোপবনে সতত বাস করিয়া অতিহাস ও অতিরোষ পরিত্যাগ পূর্বক সত্যে নিরত হইয়া নিরন্তর ভর্তৃগণের সেবা করিয়া এক মুহূর্ত অসুখী থাকি না। স্বামী কোন আত্মীয়ের নিমিত্তে প্রোষিত হইলে পুষ্প ও অনুলেপন পরিত্যাগ পূর্বক ব্রতানুষ্ঠান করি। উপদেশানুসারে অলঙ্কৃত ও প্রযত হইয়া স্বামীর হিতানুষ্ঠান সাধন করিয়া থাকি।"

সুভদ্রা।

সুভদ্রা অর্জুনকে বিবাহ করেন। অভিমন্যু সমরে প্রাণত্যাগ করিলে তিনি যে বিলাপ করেন, তাহাতে তাঁহার পারলৌকিক উচ্চ ভাব প্রকাশ হয়। "সংশিতব্রত মুনিগণ ব্রহ্মচর্য দ্বারা এবং পুরুষগণ একমাত্র পত্নী পরিগ্রহ দ্বারা যে গতি প্রাপ্ত হন, তুমি সেই গতি লাভ কর। ভূপালগণ সদাচার, চারিবর্ণের মনুষ্যগণ পুণ্য ও পুণ্যবানেরা পুণ্যের সুরক্ষণ দ্বারা যে সনাতন গতি লাভ করেন, তুমি সেই গতি প্রাপ্ত হও। যাঁহারা দীনগণের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করেন, যাঁহারা সত্য সংবিভাগ করেন, যাঁহারা পিশুনতা হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন, যাঁহারা সতত যজ্ঞানুষ্ঠান, ধর্মানুশীলন ও গুরুশুশ্রূষায় নিরত থাকেন, অতিথিগণ যাঁহাদিগের নিকট বিমুখ হন না, যাঁহারা নিতান্ত ক্লিষ্ট বিপন্ন ও পুত্রশোকানলে দগ্ধ হইয়াও আত্মার ধৈর্য রক্ষা করেন, যাঁহারা সর্বদা মাতা পিতার সেবায় নিরত থাকেন এবং আপনার পত্নীতে নিরত হন, যাঁহারা গত মৎসর হইয়া সর্বভূতের প্রতি সমদৃষ্টি হন, সর্ব শাস্ত্রজ্ঞ, জ্ঞানতৃপ্ত, জিতেন্দ্রিয় সাধুগণের যে গতি, তোমার সেই গতি হউক।"

রুক্মিণী।

ভীষ্মক রাজার কন্যা রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ পত্র লিখিয়াছিলেন। "হে নরশ্রেষ্ঠ! কুল শীল রূপ বিদ্যা বয়ঃ ধন সম্পত্তি ও প্রভাব দ্বারা উপমা রহিত এবং নরলোকের মনোভিরাম যে তুমি, তোমাকে কেন কুলবতী বুদ্ধিমতী কন্যা বিবাহ বাসরে পতিত্বে বরণ করিতে অভিলাষ না করিবে? অতএব আমাতে দোষের শঙ্কা কি? হে বিভো! সেই হেতু আমি তোমাকে নিশ্চয় পতিত্বে বরণ করিয়াছি এবং আমায় তোমাতে সমর্পণ করিয়াছি,অতএব তুমি এখানে আসিয়া আমাকে পত্নী স্বীকার কর। হে অম্বজাক্ষ! তুমি বীর, আমি তোমার বস্তু; চেদি রাজ যেন আমাকে স্পর্শ না করে, শীঘ্র আসিয়া তাহা কর। আমি যদি পূর্বজন্মে পূর্তকর্ম বা অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ বা পর্বণাদি দান বা তীর্থ পর্যটনাদি বা নিয়ম ব্রতাদি কিম্বা দেব বিপ্র গুরু অর্চনাদি দ্বারা নিয়ত ভগবান পরমেশ্বরের আরাধনা করিয়া থাকি, তবে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া আমার পাণিগ্রহণ করুন, দমঘোষ পুত্র প্রভৃতি অন্য ব্যক্তি না করুক। হে অজিত! কল্য বিবাহের দিন, অতএব তুমি গোপনে বিদর্ভে আগমন পূর্বক সেনাগণে পরিবৃত হইয়া চেদিরাজ ও মগধ রাজের বল সমুদয় নির্মন্থন কর, হঠাৎ বীর্যস্বরূপ শুল্ক দ্বারা ব্রাহ্ম বিধান অনুসারে আমাকে বিবাহ কর। যদি বল তুমি অন্তঃপুরমধ্যচারিণী, অতএব তোমার বন্ধুগণকে নিহত না করিয়া কি প্রকারে তোমাকে বিবাহ করিব? তাহার উত্তর বলি। বিবাহ পূর্বদিনে মহতী কুলদেব যাত্রা হইয়া থাকে, যে যাত্রায় নববধূ পুরীর বাহিরে অম্বিকার মন্দিরে গমন করিতে হয়, অতএব অম্বিকার মন্দির হইতে আমাকে হরণ করা অতি সুকর।"

পতিব্রতা ধর্ম।

অরুন্ধতী, লোপামুদ্রা, চিন্তা প্রভৃতি বিখ্যাত পতিব্রতা। পতিব্রতা ধর্ম স্ত্রীলোকদিগের এত আদরণীয় যে নীচ জাতীয় নারীরা এ ধর্ম অভ্যাস করে। ফুল্লরা খুল্লনা প্রভৃতি নারীরা পতিপরায়ণা ছিলেন, ঈশ্বরেতেই আত্মা অর্পণ করিলে জীবন নানা শুদ্ধভাবে পূর্ণ হয়। কেহ নিরাকার ব্রহ্ম কেহ সাকার ব্রহ্ম অবলম্বন করে। কিন্তু নিরাকার হউক অথবা সাকার হউক, অন্তরে অভ্যাসের বীজ অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইতে থাকে। যে সকল ব্যক্তি আধ্যাত্মিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন নাই, তাঁহাদিগের অনেক কার্য স্বভাব বশতঃ বা সংস্কারাধীন হইতে পারে, অথবা এমন হইতে পারে যে সাকার উপাসনা নিরাকার ভাবের সোপান।

অহল্যাবাই।

অহল্যাবাই মহারাষ্ট্র দেশে মালহর রায়ের স্ত্রী ছিলেন। তাঁহার এক পুত্র ও এক কন্যা ছিল। পুত্রের বিয়োগ হইল ও কন্যার স্বামীর কাল হওয়াতে তিনি সহমরণে প্রবৃত্ত হইলেন। অহল্যাবাই কন্যাকে নিবৃত্ত করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি তাঁহার কথা শুনিলেন না। মাতা তখন শান্ত হইয়া কন্যার সহমরণ বসিয়া দেখিলেন। ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমে অহল্যাবাই রাজ্যের ভার গ্রহণ করিলেন। তিনি বাহিরে আসিয়া সিংহাসনের উপর বসিয়া রাজকার্য করিতেন। প্রাতে উঠিয়া উপাসনা করণানন্তর গ্রন্থাদি পাঠ শুনিতেন, পরেঁ ব্রত নিয়মাদি সাঙ্গ করিয়া দান করিতেন। মৎস্য মাংস খাইতেন না। আহারের পরে শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিয়া কেবল গলায় এক ছড়া হীরকের চিক দিয়া বাহিরে আসিয়া বসিতেন। বেলা ২টা অবধি ৬ টা পর্যন্ত রাজকার্যে নিযুক্ত থাকিতেন। প্রজাদিগের প্রাণ ও বিষয় রক্ষা করা ও তাহাদিগের নিকট হইতে অল্প কর লওয়ায় তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল। তিনি প্রজাদিগের দুঃখে দুঃখী ও সুখে সুখী ছিলেন; এজন্য তাহাদিগের সকলের কথা আপন কর্ণে শুনিয়া হুকুম দিতেন। ৬ টার পর তিনি আত্মোন্নতিতে নিযুক্ত থাকিতেন। পুরাণ শ্রবণে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি বলিতেন ঈশ্বরের নিকট আমার সর্ব কার্যের জবাব দিতে হইবে, এজন্য তাঁহার অভিপ্রায়ের কিছু যেন অন্যথা করা না হয়।
তিনি সত্যকে আদর করিতেন ও তোষামোদকে ঘৃণা করিতেন। একজন ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রশংসা করিয়া এক পুস্তক লিখিয়া তাঁহাকে প্রদান করিলে, তিনি ঐ পুস্তক নর্মদা নদীতে ফেলিয়া দিতে আজ্ঞা দিলেন। যেমন ঈশ্বর পরায়ণা নারী ছিলেন, তেমনি তাঁহার বিষয় কার্যে পরিষ্কার বুদ্ধি ছিল। তিনি উত্তম উত্তম কর্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রাজকার্য ৩০ বৎসর নিরুদ্বেগে নির্বাহিত হইয়াছিল—কাহার সহিত বিবাদ কলহ ও যুদ্ধ হয় নাই। অহল্যাবাই অনেক মন্দির, ধর্মশালা, দুর্গ, কূপ ও রাস্তা, নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার দয়া কেবল মানব জাতিতে ছিল না। পশু পক্ষীদের প্রতি তাঁহার বিশেষ কৃপা ছিল। পশু পক্ষী ও মৎস্যের আরাম জন্য তিনি অনেক যত্ন প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

সংযুক্তা।

সংযুক্তা রাজপুত্রবংশীয় জয়চাঁদ রাজার কন্যা ছিলেন। তিনি পৃথুরাজাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। পৃথু হস্তিনার শেষ হিন্দু রাজা ছিলেন ও অসীম বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। যখন মুসলমানেরা দিল্লী আক্রমণ করিতে আরম্ভ করি-

ও পুরাণে স্ত্রীলোকদিগের সম্মানের প্রমাণ ভূরি ভূরি পাওয়া যায় মনু বলেন স্ত্রীলোক যথার্থ পবিত্র। স্ত্রীলোক ও লক্ষ্মী, সমান। যে পরিবারে স্বামী স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত ও স্ত্রী স্বামীর প্রতি অনুরক্ত, সেই পরিবারে লক্ষ্মী বিরাজমানা। স্ত্রীলোকেরা সর্বদাই শুদ্ধ। যেখানে স্ত্রীলোকের সম্মান, সেখানে দেবতারা তুষ্ট। যেস্থানে স্ত্রীলোক অসম্মানিত, সেখানে সকল ধর্মের ভ্রষ্টতা।
বিবাহিতা স্ত্রীলোক পিতা কর্তৃক, ভ্রাতা কর্তৃক, স্বামী কর্তৃক, ও দেবর, ভাসুর কর্তৃক সম্মানিত ও পূজিত হওয়া কর্তব্য। স্ত্রীলোক "ভবতি ও প্রিয় ভগ্নি বা মাতা" বলিয়া সম্বোধিত হইতেন। স্ত্রীলোক দেখিবা মাত্রে পুরুষ দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে অগ্রে যাইতে দিতেন। রাজা যুধিষ্ঠির আপন কিঙ্করীকে "ভদ্রে" বলিয়া ডাকিতেন। অন্তসত্বা স্ত্রীলোক এবং বালকদিগের আহার অগ্রে প্রদত্ত হইত। অন্য পুরুষের সহিত স্ত্রীলোক নিষেধিত না হইলে, কথোপকথন করিতে পারিত। কিন্তু স্বামী বিদেশে গমন করিলে স্ত্রী অন্যের বাটীতে উৎসব ও যেখানে বহুলোকের সমাগম, সেই সকল স্থানে না যাইয়া আপন গৃহে থাকিয়া ধর্মানুষ্ঠান করিতেন। রাজা স্ত্রীলোকদিগের তত্ত্বাবধারণ করিতেন। ভরত রামচন্দ্রের নিকট বনে গমন করিলে রাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি স্ত্রীলোকদিগের প্রতি সম্মান পূর্বক ব্যবহার করিয়া থাকতো ?" যখন যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে গমন করেন, তখন ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন—"রাজ্যেতে দুঃখিনী অঙ্গনারা তো উত্তমরূপে রক্ষিত হয় ও রাজবাটীতে স্ত্রীলোকেরা তো সম্মান পূর্বক গৃহীত হয় ?" স্ত্রীলোক, রক্ষক বিহীনা হইলে রাজা দ্বারা রক্ষিত হইতেন। মনু কহেন "কন্যা অতিশয় স্নেহের পাত্রী।" ভীষ্ম কহেন—মাতা ইহ ও পরলোকের মঙ্গলকারিণী। পীড়িত ও দুঃখিত স্বামীর স্ত্রী অপেক্ষা রত্ন নাই। স্ত্রী পরম ঔষধি ; আধ্যাত্মিকতা অর্জনে স্ত্রী অপেক্ষা সহযোগিনী নাই। মনু ও রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন যে, স্ত্রীলোক আপন শুদ্ধমতিতেই রক্ষিত হয়, বদ্ধ থাকিলে রক্ষিত হয় না, কথাসরিত সাগরে এক গল্পে লেখে যে যখন এক বর কন্যা বিবাহ করিয়া আসিলেন, কন্যা কহিলেন—দ্বার উদ্ঘাটন কর, বন্ধুবান্ধবের সমাগম হউক। স্ত্রীলোক অন্তর বলেতেই রক্ষিত হয়। বন্ধনের আবশ্যক নাই। ডাক্তার উইলসন আমাদিগের ভাষা ও শাস্ত্র উত্তম রূপে অবগত ছিলেন। তিনি বলেন, হিন্দুজাতীয় মহিলাগণ যেরূপ সম্মানিত হইয়াছিলেন, এরূপ আর কোন প্রাচীন জাতিতে হয় নাই। স্ত্রীলোক সকল নাটকে কবিতাতে উৎকৃষ্ট ও উচ্চরূপে বর্ণিত। তাহারা পুরুষ দিগের নিয়ামক ও পুরুষেরাও তাহাদিগকে যথেষ্ট সম্মান করিত।

পুনর্বিবাহ, সহমরণ ও ব্রহ্মচর্য।

ঋগ্বেদের সময় সহমরণ ছিল না। যিনি বিধবা হইতেন, তিনি স্বামীর মৃতদেহের সহিত কিয়ৎকালের জন্য স্থাপিত হইয়া উঠিয়া আসিতেন। পরে তিনি অন্য পুরুষকে বিবাহ করিতে পারিতেন। ঋষিরা বিধবা বিবাহ করিতেন। অনন্তর বিধবার পুনর্বিবাহ, পতিপরায়ণা নারীদিগের বিষতুল্য জ্ঞান হইতে লাগিল। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন বৈবাহিক বন্ধন কেবল ঐহিক বন্ধন নহে—ইহা ঐহিক ও পারলৌকিক বন্ধন। পতি সাকার হউক বা নিরাকার হউক, সেই পতির সহিত মিলিত হইয়া, লোকান্তরে দুই জনে উন্নতি সাধন করিতে হইবে। অতএব এই বিশুদ্ধ ভাব পরিত্যাগ করিয়া পশুবৎ ভাব গ্রহণপূর্বক, পশুবৎ হইয়া অধোগতি প্রাপ্তির কি আবশ্যক? বৈবাহিক বন্ধনে স্ত্রী ও স্বামী, পরস্পরের অর্ধেক শরীর, অর্ধেক জীবন, অর্ধেক হৃদয়। এইরূপ চিন্তা সতীর হৃদয়ে মন্থিত হইলে, সহমরণের প্রথা প্রচলিত হইল। বিধবার এই বাসনা যে, স্বর্গে স্বামীর সহিত বাস করাই শ্রেষ্ঠ কল্প ও তাঁহার সহযোগে, তাঁহার পিতৃ ও মাতৃকুল পবিত্র করা, উচ্চ কার্য। বিধবারা শারীরিক ও মানসিক ভাব পরিত্যাগ পূর্বক, আত্ম বলে বলীয়ান হইয়া আত্মার চক্ষে আধ্যাত্মিক রাজ্যের মাহাত্ম্য দৃষ্টি করত —চিতারূঢ় হইয়া, দগ্ধ হইতে লাগিলেন। পট্টবস্ত্র পরিধানা—কপালে সিন্দূর, হস্তে বটশাখা, রসনা ধ্বনি করিতেছে—"হরের্নাম, হরের্নাম, হরের্নামৈব কেবলম্ —এ জগৎ মিথ্যা—আমার পতিই আমার সর্বস্ব—যে রাজ্যে তিনি আছেন, আমি সেই রাজ্যে যাই। সত্যং সত্যং সত্যং।" এই ধ্যান ও এই গভীর ভাব প্রকাশে, সূক্ষ্ম শরীরের উদ্দীপন হইত ও দগ্ধ হইবার অগ্রে নারীর আপন আত্মা ইচ্ছাবলে, শরীর ও মন হইতে বিভিন্ন হইত।

কিয়ৎকাল পরে মনু এই বিধি দিলেন যে, বিধবাদিগের পক্ষে ব্রহ্মচর্য উত্তম কল্প, কারণ ব্রহ্মচর্য দ্বারা বহিরিন্দ্রিয়, অন্তরিন্দ্রিয়, সহিষ্ণুতা অভ্যাসিত হইতে হইতে আত্মার উন্নতি সাধন হয়। যদবধি পতি ছিল, তদবধি পতির সহিত এক মন, এক প্রাণ, এক শরীর হইয়া থাকাতে আধ্যাত্মিক শিক্ষার প্রারম্ভ হইয়াছিল। এক্ষণে পতির প্রীত্যর্থে, ব্রহ্মচর্য অনুষ্ঠান করিলে নিরাকার পতিকে হৃদয়ে আনয়ন করা হয় ও অভ্যাস নিষ্কাম ভাবে পরিচালিত হইলে আত্মার বল ও শক্তির বৃদ্ধি অনিবার্য।

বিবাহ।

পূর্বে স্ত্রীলোকেরা পতিমর্যাদা বিশেষরূপে জ্ঞাত না হইলে বিবাহ করিতেন না। শাস্ত্রে লেখে "কন্যা যত দিন পতিমর্যাদা ও পতিসেবা না জানে এবং ধর্ম শাসনে

অজ্ঞাত থাকে, ততদিন পিতা তাহার বিবাহ দিবেন না।” যে সকল সদ্যোবধূর উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহারা যৌবনাবস্থায় বিবাহ করিয়াছিলেন। যুবক ও যুবতী পরস্পর সন্দর্শন করিয়াও পরস্পরের স্বভাব চরিত্র, গুণ ইত্যাদি জানিয়া পিতা মাতার অনুমতি অনুসারে বিবাহ করিতেন। রামচন্দ্রের বনবাস কালীন অযোধ্যা সর্বপ্রকারে নিরানন্দে মগ্ন ছিল। বাল্মীকি লেখেন, যে সকল উদ্যানে যুবক ও যুবতী আমোদার্থে ও পরস্পর সন্দর্শনার্থে গমন করিতেন, তাহা এক্ষণে শূন্য রহিল।

ক্ষত্রিয়েরা বীরত্ব সম্মানার্থে কন্যাকে স্বয়ম্বরা করিয়া বিশেষ বিশেষ পণ করিতেন। রাম, ধনুর্ভঙ্গ করিয়া সীতাকে বিবাহ করেন। অর্জুন, লক্ষ্য ভেদ করত দ্রৌপদী লাভ করেন। স্বয়ম্বর সভায় কন্যা, ধাত্রীর নিকট সকলের পরিচয় পাইয়া ও রূপ দেখিয়া, যাঁহার প্রতি মনন করিতেন, তাঁহার গলায় বরমাল্য দান করিতেন। রঘুবংশে ৬ষ্ঠ সর্গে ইন্দুমতীর ও নৈষধের ২১ সর্গে দময়ন্তীর স্বয়ম্বরের বিবরণ লিখিত আছে।

পূর্বে কন্যা, স্বয়ম্বরা না হইয়াও ইচ্ছামত পাত্রে পাণি প্রদান করিতেন যথা— সাবিত্রী, দেবযানি, রুক্মিণী, সুভদ্রা ইত্যাদি। দশকুমারে লেখে যে, কন্যা সুশিক্ষিত হইয়া আপন স্বেচ্ছাক্রমে বর গ্রহণ করিতেন।

বিবাহ অষ্ট প্রকার ছিল।

১। ব্রাহ্ম—সুপাত্রে কন্যা দান।

২। দৈব—পুরোহিতকে কন্যা দান

৩। ঋষি—দুইটা গরু পাইয়া কন্যা দান।

৪। প্রাজাপত্য—সম্মান পূর্বক কন্যা দান। পিতা এই আশীর্বাদ করিতেন—বর কন্যা তোমরা দুই জনে মিলিত হইয়া ঐহিক ও পারত্রিক কর্ম করিবে।

৫। আসুর—ধন পাইয়া কন্যা দান।

৬। গান্ধর্ব—বর ও কন্যার স্বেচ্ছামতে বিবাহ।

৭। রাক্ষস—কন্যাকে বলপূর্বক হরণ করিয়া বিবাহ।

৮। পৈশাচ—কন্যা নিদ্রিত, উন্মত্ত অথবা ক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকিলে, তাহার সহিত বিবাহ।

প্রথম ছয় ব্রাহ্মণদিগের, শেষ চারি ক্ষত্রিয়দিগের, ও পঞ্চম এবং ষষ্ঠ প্রকার বিবাহ অন্যান্য শ্রেণীর জন্য বিধিত হইয়াছিল।

উচ্চ জাতিস্থ লোকেরা নিম্ন জাতিকে বিবাহ করিতে পারিত। ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ কন্যাকে বিবাহ করিত।

ব্রাহ্মণের কন্যা, নীচ জাতিকে বিবাহ করিলে তাহাকে কেহ পরিত্যাগ করিতে পারিত না। তিনি স্বামীর সহিত সকল বৈদিক কার্য নির্বাহ করিতেন। ব্রাহ্মণের শূদ্রাণী ভার্যা হইলে, তিনি সকল বৈদিক কার্যে গৃহীত হইতেন না। ব্রাহ্মণের নানা বর্ণীয় স্ত্রী থাকিলে, উপাসনা প্রভৃতি তাহাদিগের বর্ণানুসারে হইত। যদি কোন স্ত্রী, উচ্চ জাতীয় ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করিত, তাহা হইলে দণ্ডনীয় হইত আর নীচ জাতীয় লোকের প্রতি লক্ষ্য করিলে, বাটীতে রুদ্ধ থাকিতে হইত। এই নিয়ম কতদূর প্রবল ছিল, তাহা বলা কঠিন, কারণ অসবর্ণ বিবাহ পূর্বে প্রচলিত ছিল।

উত্তম স্ত্রীর লক্ষণ, মনু বলেন—জ্ঞান, ধর্ম, পবিত্রতা, মৃদুবাক্য, ও নানা শিল্প-বিদ্যায় পারদর্শিতা। এবম্প্রকার অঙ্গনা, রত্নের ন্যায় উজ্জ্বল হয়েন। মনু ও ভীষ্ম বলেন যে, নীচ জাতিতে উত্তম স্ত্রীলোক থাকিলে, তিনিও উচ্চ জাতি দ্বারা গ্রহণীয়। বিবাহে কন্যার সম্মতির আবশ্যক হইত। বিবাহ কালীন, বর কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিতেন তোমাকে কে দিতেছেন—প্রেম অথবা আপন ইচ্ছা? উত্তর প্রেম দাতা, প্রেম গৃহীতা। তাহার পর, বর বলিতেন—তোমার চিত্ত আমার চিত্ত হউক। বিবাহের এক নিয়ম এই যে, স্ত্রী পুরুষ পরস্পরের প্রতি শুদ্ধাচার অনুষ্ঠান পূর্বক বৈবাহিক শপথ রক্ষা করিবেক। রণে, যদ্যপি রাজা শত্রুর কন্যাকে জয় লাভ করিয়া আনিতেন, তথাপিও তাহার সম্মতি ব্যতিরেকে তাহাকে বিবাহ করিতে পারিতেন না। পূর্বে কোন কোন বিদূষী এই পণ করিতেন, যাঁহারা তাহাদিগকে পাণ্ডিত্যে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন, তাঁহাদিগের গলায় তাহারা বরমাল্য অর্পণ করিবেন। এ কারণ স্ত্রী লাভ করিতে হইলে পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন হইত। ক্রমে বিদ্যার অনুশীলন এত দূর হইয়াছিল যে, কোন কোন রাণী পণ্ডিতদিগের সহিত শাস্ত্রীয় আলাপ করিতেন। কর্ণাটের রাণী এইরূপ বিদ্যার চর্চা করিতেন ও কাশ্মীরের রাণী সামদেবকে কথাসরিত সাগর লিখিতে আদেশ করেন। এক বিবাহ শ্রেয়ঃকল্প ও বহুবিবাহ করা শ্রেয়ঃকল্প নহে। রামায়ণ ও মহাভারতে লেখে, এক পত্নী গ্রহণই উৎকৃষ্ট প্রথা ও উচ্চগতিপ্রদ—স্ত্রীর নামই ধর্মপত্নী, কারণ স্ত্রীর সহিত ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল সাধনে পুরুষ নিযুক্ত থাকিবে। এক পত্নী হইলে, পুরুষ তাহাকে আপন হৃদয় সম্পূর্ণরূপে অর্পণ করিয়া তাহার সহিত বন্ধন ক্রমশঃ দৃঢ়ীভূত করিবেক। অবশেষে, স্মৃতিকারকেরা এই ধার্য করিলেন, যে স্ত্রী সুরাপায়ী, অধার্মিক, মন্দকারিণী, অপ্রিয়া, বন্ধ্যা, চির-রোগী অথবা অপব্যায়ী হইলে, অন্য স্ত্রী গ্রহণীয় হইতে পারে, কিন্তু যদি প্রথম স্ত্রী, ধার্মিকা ও পীড়িতা হয়েন, তবে তাঁহার অনুমতি লইয়া দ্বিতীয় বিবাহ হইত।

স্ত্রীলোকের বাহিরে গমন।

ঋগ্বেদে প্রকাশ হইতেছে যে, স্ত্রীলোকেরা সালঙ্কৃতা হইয়া উৎসব ও বিদ্যানুরঞ্জন সভাতে গমন করিতেন। মহাবীর চরিতে লিখিত আছে যে, ঋষি কন্যা ও পত্নী সকল, পিতা ও স্বামীর সহিত ভোজে ও যজ্ঞে গমন করিতেন। মনুসংহিতা পাঠে স্পষ্ট বোধ হয় যে, স্ত্রীলোকেরা নাট্যশালায় ও উৎসবে গমন করিতেন। প্রকাশ্য স্থানে মঞ্চোপরি স্ত্রীলোক বসিয়া মল্লযুদ্ধ বা বাণ শিক্ষা ইত্যাদি দেখিতেন। কি মৃগয়ায়, কি যুদ্ধস্থানে, কি শব-সৎকারে, কি যজ্ঞস্থানে, স্ত্রীলোক সঙ্গে থাকিতেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালীন দ্রৌপদী, সুভদ্রা ও উত্তরা পাণ্ডবদিগের শিবিরে ছিলেন। দ্রৌপদীর বিবাহ বিবেচনার্থে, দ্রুপদের সভায় কুন্তী উপস্থিত থাকিয়া, আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। রাজসূয়ে, অশ্বমেধ যজ্ঞে ও রাজা যুধিষ্ঠিরের অভিষেকের সময়ে নারীরা উপস্থিত ছিলেন। অশ্বমেধ যজ্ঞে নারীদিগের জন্য স্বতন্ত্র স্থান ছিল ও যুবতীরা সভার মধ্যে ইতস্ততঃ বেড়াইয়াছিলেন।

রাণীদিগের রাজ্য গ্রহণ।

প্রকাশ্য সভাতে, রাণী রাজার বামদিকে সিংহাসনে বসিতেন। রাজপুত্র না থাকিলে রাজকন্যা সিংহাসন প্রাপ্ত হইতেন। প্রেমদেবী নামে একজন রাজবংশীয় নারী দিল্লীর সিংহাসন প্রাপ্ত হন। নেপালে, তিন জন অঙ্গনা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রাজকার্য করেন। তাঁহাদিগের মধ্যে রাজেন্দ্রলক্ষ্মী অতি উচ্চ ছিলেন। সিংহলেও কয়েকজন রাণী রাজকার্য করিয়াছিলেন এবং মহারাষ্ট্রে অহল্যাবাই রাজকার্য করেন। তাঁহার সংক্ষেপ বিবরণ পূর্বে দেওয়া গিয়াছে।

পুরাণে, স্ত্রীরাজ্য বলিয়া বর্ণিত আছে। হিখথোফ নামে একজন চীন ভ্রমণকারী এখানে আসিয়াছিলেন। তিনি কহেন—যেখান হইতে গঙ্গা ও যমুনা নামিতেছে, তাহার নিকট স্ত্রীরাজ্য, ঐ রাজ্য স্ত্রীলোক দ্বারা শাসিত হইত। মালদ্বীপ, একজন রাণীর দ্বারা রক্ষিত হইয়াছিল।

পরিচ্ছদ ও গমনাগমন।

এখানকার রাজস্থানের নারীদিগের ন্যায় পরিচ্ছদ বৈদিক সময়ে অঙ্গনাদিগের ছিল। ঘাগরা, কাঞ্চুলি ও চাদর। চাদরে মস্তক অবধি ঢাকা থাকিত। সীতা যখন রাবণ কর্তৃক হৃত হন, তখন তাঁহার মস্তকের আবরণ, চিহ্ন রাখিবার জন্য ভূমিতে ফেলিয়া দেন। যখন জয়দ্রথ, দ্রৌপদীকে হরণ করেন, তখন তিনি তাঁহার ঘাগরা ধরিয়া ছিলেন। মনু বলেন—স্ত্রীলোক বাহিরে গমন করিতে

গেলে, শরীরের উপরের পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া যাইবেক না। ঋগ্বেদে এক সূত্রেতে প্রকাশ হইতেছে যে, অঙ্গনাগণের মস্তকের পরিচ্ছদ প্রস্তুত হইত। মহারাষ্ট্র, কাশী প্রভৃতি দেশে অঙ্গনাগণের পরিচ্ছদ পূর্ববৎ আছে। পূর্বে কেবল এক সাড়ি পরা প্রথা ছিল না।

পূর্বকালে স্ত্রীলোকেরা রথে, অশ্বে ও গজে আরোহণ করিতেন। অশ্বে আরোহণ করা, বিষ্ণুপুরাণে উল্লিখিত আছে।

মাঘ কাব্যে লেখে যে, রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজস্থয়ে নিমন্ত্রিত রাজারা আপন আপন অশ্বারূঢ়া মহিষী সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন।

কল্কিপুরাণে লেখে, স্ত্রীলোকেরা যুদ্ধ করিতেন।

বৌদ্ধমত।

বেদের অনুশীলন কালীন পুরোহিতের সৃষ্টি হইল। ক্রমে, পুরোহিতেরা আপন আপন প্রভুত্ব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পুরোহিত গুরুর স্বরূপ ; কিন্তু—

“গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যাবিত্তাপহারকাঃ।
দুর্লভা গুরবো দেবী শিষ্যসন্তাপহারকাঃ॥”

অনেক গুরু আছেন যাঁহারা শিষ্যের চিত্ত অপহরণ করেন, কিন্তু শিষ্যের সন্তাপ-হরণ করিবার জন্য গুরু দুর্লভ।

সকল ধর্মশিক্ষক নিষ্কাম রূপে শিক্ষা দেন না অথবা সকল ধর্মশিক্ষকও শিষ্যের সন্তাপ হরণ করিতে পারেন না ; কিন্তু অনেকেই আপন ক্ষমতাতে উন্মত্ত হয়েন। সেইরূপ বৈদিক পুরোহিত প্রতাপান্বিত হওয়ায় সাধারণ সমাজের ঘৃণাস্পদ হইয়া উঠিলেন। বিশ্বামিত্র ও জনক বেদের দোষারোপ করিতে লাগিলেন। বৃহস্পতি, তিনি বেদের লেখকদিগকে ভাঁড়, বঞ্চক, ও ভূত বলিলেন ও ব্রাহ্মণেরাও অন্ত্যজ রূপে বর্ণিত হইলেন। এই সময়ে বৌদ্ধ মতের সৃষ্টি হইল। বৌদ্ধেরা হিন্দুদিগকে মাংসাশী, মদ্যপায়ী ও জাতি অনুরাগী দেখিয়া, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করত অহিংসা পরম ধর্ম প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। হিন্দু স্ত্রীজাতি স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক—যাহা আত্মা ও ঈশ্বর সম্বন্ধীয়, তাহা তাহাদিগের হৃদয়ে শীঘ্র সংলগ্ন হইল। বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারকেরা বলিল যে, জীবনের উদ্দেশ্য নির্বাণ—যোগ ও ধ্যান ইহার পথ। এই উপদেশ শুনিয়া বহুসংখ্যক পুরুষ ও স্ত্রী বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হইল। ক্রমে বৌদ্ধ ধর্ম ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হইল। বৌদ্ধ ধর্ম, সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শন হইতে গৃহীত। সাংখ্যদিগের ন্যায় বৌদ্ধেরা প্রথমে নিরীশ্বর ছিলেন, পরে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিশ্বাস করিলেন। ক্রমশঃ তাঁহারা আত্মার অমরত্ব স্বীকার

করিলেন। হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের উদ্দেশ্য একই। যাহাকে হিন্দুরা জীবন্মুক্তি বলেন তাহাকেই বৌদ্ধেরা নির্বাণ কহেন। এই অবস্থাতেই ভবনদী পার—এই অবস্থাতেই বাহ্যজ্ঞান শূন্য ও অন্তর জ্ঞান পূর্ণ—এই অবস্থাতেই স্থূল শরীর বিগত ও সূক্ষ্ম শরীরের উদ্দীপন। পূর্বে ভারতভূমি ব্রহ্মবাদিনী ও সদ্যোবধূর দ্বারা উজ্জ্বলিত হইয়াছিল ; এক্ষণে স্ত্রীলোকেরা দেখিলেন, বৌদ্ধ ধর্ম সম্পূর্ণ হিংসা ও দ্বেষ শূন্য, এবং অনেকেই ঐ ধর্ম মতাবলম্বী হইলেন। মহা প্রজাপতি অশোক রাজার কন্যা, ও অনেক স্ত্রীলোক এই ধর্মের অনুগামিনী হইলেন। তাঁহারা প্রকাশ্য স্থানে গমন করিতেন ও ব্রহ্মবাদিনীদিগের ন্যায় পুরুষের সহিত বিচার করিতেন। যখন চন্দ্রগুপ্ত রাজা ছিলেন, তখন স্ত্রীলোক পুরুষের সহিত বাহিরে যাইতেন।
মুদ্রারাক্ষসে, চন্দ্রগুপ্তের এই কথা লেখে—"নগরীয় লোকেরা আপন আপন বনিতা সঙ্গে লইয়া, আমোদার্থে বাহিরে আইসে না কেন ?"
বৌদ্ধ নীতি গ্রন্থে লিখিত আছে—উত্তম স্ত্রী, মাতা, ভগিনী ও সখী স্বরূপ। লঙ্কা দ্বীপ হইতে, বৌদ্ধ নারীরা বিবাহার্থে ভারতবর্ষে জাহাজে আসিতেন।

রাণীদিগের গৃহ।

যে প্রকার গৃহে রাণীরা থাকিতেন, তাহার সবিশেষ বর্ণনা রামায়ণে পাওয়া যায়। "কোন স্থানে শুক ও ময়ূরগণ ক্রীড়া করিতেছে, কোন স্থানে বক ও হংসগণ শব্দ করিতেছে, কোন স্থান নানাপ্রকার লতা দ্বারা পরিশোভিত হইয়াছে, কোন স্থান চম্পক ও অশোক প্রভৃতি মনোহর বৃক্ষ দ্বারা সুশোভিত হইতেছে, কোন স্থান বা নানা বর্ণরঞ্জিত চিত্র দ্বারা দীপ্তি পাইতেছে, কোন স্থান বা উৎকৃষ্ট গজদন্ত রজত ও সুবর্ণময় বেদি দ্বারা সুশোভিত হইতেছে, কোন স্থানে বা সতত বিরাজমান পুষ্পফল পরিশোভিত বৃক্ষ সকল ও মনোহর সরোবর সকল শোভা পাইতেছে, কোন স্থান বা পরমোৎকৃষ্ট হস্তিদন্ত রজত ও স্বর্ণময় আসনে এবং উত্তম উত্তম উপাদেয় অন্ন পানীয়ে সুশোভিত হইয়াছে।"

দায়াদি।

স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে যে দায়াদি নিয়মাবলী হইয়াছিল, তাহাতে বোধ হয়, তাহাদিগের সম্পত্তি বিভাগের অংশ বড় অল্প হয় নাই। অবিবাহিতা কন্যা ভ্রাতার অংশের চতুর্থ অংশ পাইবে। তুল্যানুতুল্য মাতৃধনের বিভাগ হইবে। বিবাহিতা কন্যা ভ্রাতার অংশের চতুর্থ অংশ পাইবে। মাতা, স্বামীর বিষয় তাঁহার পুত্রের সহিত সমান অংশ পাইবে। এইরূপ কন্যা, ভগিনী, স্ত্রী, মাতা, পিতামহী-দিগের মধ্যে দায়াদি সম্পত্তি বিভক্ত হইত।

স্ত্রীলোকের বিশেষ সম্পত্তি স্ত্রীধন বলিয়া গণ্য হইত। স্ত্রীলোকের ধন কেহ হরণ করিলে, ঘৃণাস্পদ হইত। যিনি স্ত্রীলোকের দ্রব্য অপহরণ অথবা তাহার প্রাণ নাশ করিতেন, তাঁহার প্রাণ দণ্ড হইত। অবিবাহিতা স্ত্রী অথবা বিবাহিতা স্ত্রীর চরিত্রের প্রতি, কেহ দোষারোপ করিলে দণ্ডনীয় হইত। স্ত্রীলোকের রক্ষার্থে প্রাণত্যাগ প্রশংসনীয় হইত।

চৈতন্য।

চৈতন্যের অনেক স্ত্রীশিষ্য ছিল। স্ত্রীপুরুষেরা এক বাটীতে থাকিয়া, তাঁহার নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিতেন। চৈতন্যের শিক্ষা—ভক্তিভাবক, স্ত্রীলোকেরা ঐ শিক্ষা পাওয়াতে অনেক উপকার করিয়াছিলেন।

চৈতন্যের মাতা উচ্চ স্ত্রীলোক ছিলেন। চৈতন্য চরিতামৃতে তাঁহার এইরূপ বর্ণন আছে।

"জগন্নাথের ব্রাহ্মণী তেঁহ, মহা পতিব্রতা।
বাৎসল্যে হয়েন তেঁহ, যেন জগন্মাতা॥
রন্ধনে নিপুণা তা সম নাহি ত্রিভুবনে।
পুত্র সম স্নেহ করে সন্ন্যাসী ভোজনে॥"

উপসংহার।

আর্য জাতীয় মহিলাগণের পূর্ব বৃত্তান্ত পাঠে স্পষ্ট বোধ হয় যে, তাহাদিগের শিক্ষা, আচার ও ব্যবহার আধ্যাত্মিক—যাহা কিছু শিখিতেন ও করিতেন তাহা ঈশ্বর ও পরলোকের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া করিতেন—ইহা পৌত্তলিক অথবা অপৌত্তলিক ভাবে হইতে পারে কিন্তু অন্তর অভ্যাসের ফললাভ অবশ্যই হইত। এইরূপ অভ্যাস বহুকালাবধি হওয়াতে স্ত্রীলোকদিগের হৃদয়ে নিষ্কাম ধর্মানুষ্ঠান করা বদ্ধমূল হইয়াছিল। এই জন্য সহমরণ, ব্রহ্মচর্য, ব্রত, নিয়মাদি ও পতিপরায়ণত্ব অনুষ্ঠিত হইত। নিষ্কামভাবই আত্মার প্রকৃত বল।

"ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ এ সমুদয় অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা, যদ্দ্বারা অবিনাশী পরমব্রহ্মের জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা।" গার্গীর এই উপদেশ "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং"—যাহার দ্বারা অমৃত তত্ত্ব না পাইব, তাহা লইয়া কি করিব? উক্ত বেদ প্রেরণা ও উপদেশ হিন্দু মহিলাগণের হৃদয়ে যেন মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে, বাহ্য আড়ম্বরীয় বা অনুকরণীয় শিক্ষা তাহাদিগের চিত্তে বিতৃষ্ণারূপ

প্রবেশ করে ও অনাদর পূর্বক গৃহীত হয়। যে উপদেশ ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলজনক না হয়, যে উপদেশে ও অভ্যাসে আত্মার শান্তপ্রকৃতি উদ্দীপন করে না—সে উপদেশ ও অভ্যাস হিন্দু মহিলাগণের হৃদয়ে স্থায়ী হয় না। যেরূপ স্রোত প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে ও অন্তর যেরূপ আধ্যাত্মিক সলিলে ধৌত হইতেছে, সেইরূপ উপদেশ না পাইলে কখনই গৃহীত হইবেক না।

বাহ্য আড়ম্বরীয় শিক্ষাতে সমাজ সুশোভন হইতে পারে ; কিন্তু ঈশ্বর পরায়ণত্বের ব্যাঘাত, আত্মবলের হ্রাস ও প্রকৃতির প্রাবল্য। ঈশ্বর পরায়ণত্ব ও আত্মবলের জন্য এদেশের মহিলাগণ পূর্ব হইতেই বিখ্যাত। কোন্ দেশে পতির জন্য স্ত্রীলোক অগ্নিতে গমন করে? ও সর্বত্যাগী হইয়া, ব্রহ্মচর্য অনুষ্ঠান করে? সামাজিক বিবেচনায় ইহা যদিও প্রসিদ্ধ না হইতে পারে, কিন্তু আত্মবলের পক্ষে ইহা বিলক্ষণ প্রমাণ। আর্য জাতীয় মহিলাগণ! সতী, সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতি ঈশ্বর পরায়ণা নারীদের চরিত্র সর্বদা স্মরণ কর। তাঁহাদিগের ন্যায় সম, যম, তিতিক্ষা অভ্যাস কর ও সমাহিত হইয়া উপরতিতে পূর্ণ হও। বিষয়ানন্দ, বাসনানন্দ ত্যাগ পূর্বক ধ্যানানন্দে মগ্ন হইয়া ব্রহ্মানন্দ লাভ কর। ধ্যানাৎ পরতরং নহি—ধ্যানের অপেক্ষা কিছুই শ্রেষ্ঠ নহে। ধ্যানই অন্তর যোগ। ধানেতে শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতা, ও মালিন্যের বিনাশ, আত্মার উদ্দীপন ও ঈশ্বরের সহিত সংযোগ।

ভবভাবনা ভেবনা, ভৌতিক ভাবনা,
ভাব ভাব ভাবাতীত, যিনি নাশেন ভাবনা।

———

আধ্যাত্মিকা
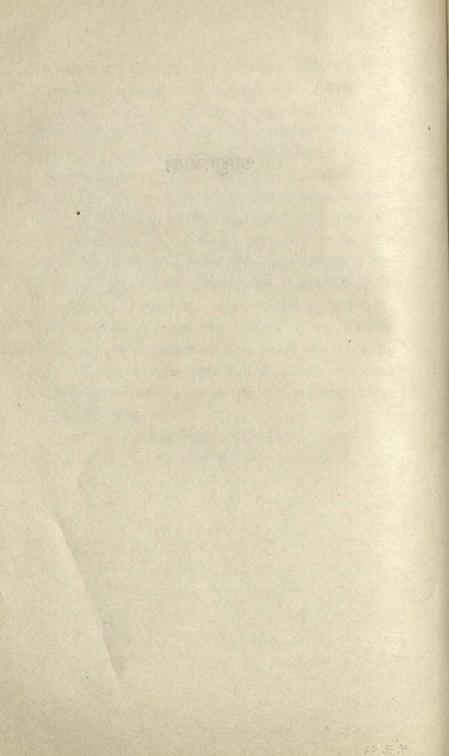
PREFACE

I was born in the year 1814 (12th July) corresponding with the Bengali era 1221 (8th Sravan). While a pupil of the Patshala at home, I found my grandmother, mother, and aunts reading Bengali books. They could write in the Bengali and keep accounts. There were no female schools then. Nor were there suitable books for the females. My wife was very fond of reading, and I could scarcely supply her with instructive books. I was thus forced to think how female education could be promoted in a substantial way. The conclusion I came to, was that unless female education were placed on a spiritual basis, it would not be productive of real good. In view to the furtherance of this end, I have been humbly working. In 1860, I wrote the Ramaranjika in Bengali, the contents of which publication are as follow: (1) On Female Education in an intellectual, moral, and industrial point of view, (2) Efficacy of maternal instruction, with notices of the mothers of Sir William Jones, Poet Gray, Bishop Hall, George Herbert, and of the influence of Queen Victoria as a mother, (3) Exemplary female benefactresses, with notices of Mrs. Fry, Margaret, Mercer, Hanna More, Florence Nightingale, Mrs. Rowe and Rosa Govana, (4) Female fortitude, with notices of Spartan mothers, Cornelia, the mother of the Grachii, Kausalya, Kunti, Sita, Draupadi, &c., (5) Spiritual Culture, (6) Government of the passions, (7) Self-examination, with notices of the modes followed by Benjamin Franklin, John Gurney and Pythagoras, (8) On truth and the Shastrical authority strongly inculcating it, (9) On the efficacy of Frayer, on Repentance, &c., (10) Duties of a faithful wife as laid down in the Shastra, (11) Biographical Sketches of distinguished Hindu faithful wives, (12) Duties of the husband, (13) On the former state of the Hindu females, considered with reference to education, marriage, &c., (14) On the Japanese women, with notice of a Japanese Lucretia, (15) A Tale showing the excellencies of a good wife, (16) On the paths of Virtue and Vice (Choice of Hercules), (17) A Tale descriptive of the holy life of a holy Hindu woman in adverse circumstances. The favourable review of this work by the Revd. Dr. K. M. Banerjee has been given in the "Spiritual Stray Leaves."

In 1871, I wrote the "Avedi", a spiritual novel in Bengali, in which the hero and the heroine have been described as earnest seekers after the knowledge of the soul, and how by the education of pain they obtained spiritual light. This was followed by an article in the Calcutta Review, Vol. LV, entitled "The Development of the Female Mind in India," in which I described the condition of Hindu females during the Vedic and Post-Vedic periods, and showed that their education was thoroughly moral and spiritual, although the classes of females, except the Brahmabadinis, who never married but devoted themselvss to the study of the Soul and God, acquired a knowledge of different sciences and arts; that our females were treated with the highest

respect, and that they moved in society, This article was considerably revised, and published in the "Spiritual Stray Leaves," entitled "Culture of Hindu Females iu Ancient Times," in which it has been shown, among other things, that they selected their husbands when they arrived at the marriageable state, and their marriage was more the marriage of souls than the marriage of flesh. I then published a work in·Bengali entitled "এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা" (Condition of Females in ancient times), in which I have given biographical sketches of exemplary Hindu females, and how they attained a holy and pnre life, drawing the attention of the present generation to the promotion of spiritual culture.

I beg now to present another work intended specially for the Hindu fair sex, entitled "Adhyatmika," in the form of a novel, the contents of which are as follow ; (1) The excellence of female education consisting in the development of the soul, (2) Direction for the development of the soul by pure meditation and Yoga culture, (3) Life of purity and communion with God can only be the result of the soul-state, (4) Powers of the soul, internal lucidity, clairvoyance and magnetism as being curative of diseases, (5) Conversation of females on female education, social and spiritual, (6) Study of Astronomy calculated to elevate the mind, (7) Directions for the Yoga culture, (8) Humanity to the Brute creation, (9) The death of the Heroine's mother. Her father's adverse circumstances, His death and what she did while in poverty, Her uncommon self-abnegation, serenity and death, (10) On educated natives, Hindu Music, Panchayet and other mundane snbjects, (11) The conversation and manners of different classes of people in different circumstances which have been portrayed in different styles, and which may perhaps be useful to foreigners, wishing to acquire a colloquial knowledge of the Bengali language.

1880. } PEARY CHAND MITTRA.

আধ্যাত্মিকা

প্রথম পরিচ্ছেদ

আধ্যাত্মিকার জন্ম।

হরদেব তর্কালঙ্কার ও তাঁহার পত্নী বারাণসীতে বাস করিতেন। তাঁহাদিগের ধর্মকর্মে সর্বদা অনুরাগ, শাস্ত্র আলোচনা, পণ্ডিতদিগের সহিত সহবাস, দুঃখী দরিদ্র লোকের দুঃখ বিমোচন ও পূজা আহ্নিক জপতপে দিবারাত্রি কাল অতিবাহিত হইত। তাঁহারা ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী পাঠ ও ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন। বিষয়বিভব প্রচুর কিন্তু বিষয়বাসনাশূন্য। বাটীর সম্মুখে, পার্শ্বে ও পশ্চাতে প্রশস্ত ভূমি ছিল, তাহাতে অনেক গোপাল, ছাগপাল, মেষপাল ও মহিষপাল থাকিত। মাঠে গো, ছাগ, মেষ ও মহিষ চরিত। সম্মুখে সরোবর, তাহার স্নিগ্ধবারি মনুষ্য ও পশু সকল পান করিত। এতদ্ব্যতীত তর্কালঙ্কারের অন্যান্য স্থানে জমিদারী ছিল। তাঁহার আয় অল্প নহে। কিন্তু ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর মনঃপীড়া এই যে সন্তান নাই, বিষয়াদি কে ভোগ করিবে। আচার্য, দৈবজ্ঞ ও জ্যোতিষ-বেত্তাদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া যাগযজ্ঞ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে ব্রাহ্মণী অন্তঃসত্ত্বা হইলেন। তর্কালঙ্কার পত্নীর সহিত সর্বদা সহবাস করেন, তাঁহাকে আপনার প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসেন। মনুষ্যজন্মে নিরন্তর সুখ নাই, সকলই উপর্যুপরি, ক্ষণিক, তরঙ্গবৎ। তর্কালঙ্কার ভাবিতে লাগিলেন—এই সাধ্বী স্ত্রী, যাহার হৃদয় ও আমার হৃদয় এক, ইনি যদি প্রসবকালে লোকান্তর যান তবে এই সম্পদে বিপদ ঘটিবে। অথবা যদি পুত্র প্রসব না করেন তবে বংশের নাম কিরূপে রক্ষিত হইবে ; এইরূপে নির্জনে বসিয়া ভাবেন। তাঁহার বনিতা তাঁহার বদন ম্লান দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বামিন্! আপনাকে চিন্তিত দেখিতেছি কেন?" তর্কালঙ্কার অন্তরের কথা ব্যক্ত করিলেন। ব্রাহ্মণী বলিলেন—"এ জীবনের এইরূপই অবস্থা, কিন্তু আপনি বিজ্ঞ ও সারজ্ঞানী, আপনার কর্তব্য যে বাহ্য ঘটনা হইতে আপন আত্মাকে অতীত করা ; আর দেখুন যদি আপনাকে রাখিয়া আমি লোকান্তরে গমন করিতে পারি, তাহা হইলে আমার স্বর্গীয় মৃত্যু হইবে। পুত্র ও কন্যাকে সমভাবে দেখিবেন, হয়তো এক কন্যার সম সাত পুত্র হয় না। যে সন্তান সর্বাবস্থায় ঈশ্বরপরায়ণ, সেই কুলপাবন সন্তান ও সেই সন্তান বংশ উজ্জ্বল, দেশ উজ্জ্বল ও পৃথিবী উজ্জ্বল করে।"

স্ত্রীর প্রবোধবাক্য শুনিয়া ব্রাহ্মণের যেন আভাস চৈতন্য কূটস্থ চৈতন্যতে বিলীন হইল।

পল্লিতে অনেক আত্মীয় বন্ধুবান্ধব ছিলেন, তাঁহাদিগের বনিতা, কন্যা ও পুত্রবধূরা সকলেই ব্রাহ্মণীর নিকট সর্বদা আসিতেছেন। ব্রাহ্মণীকে পূর্ণগর্ভা দেখিয়া তাঁহারা উত্তম উত্তম খাদ্যদ্রব্য আনিয়া বলিতেন, "আমরা সকলে তোমার গুণে বশীভূত, স্নেহ-উপহার স্বরূপ আমরা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ খাদ্যদ্রব্য আনিয়াছি, অনুগ্রহপূর্বক গ্রহণ করুন। তোমার চরিত্র আমরা স্ব স্ব গৃহে ভাবিয়া পুলকিত হই, তুমি ধনাঢ্য ব্যক্তির গেহিনী বলিয়া তোমার নিকট আসি নাই, তুমি যে নিষ্কামচিত্তে পরদুঃখে দুঃখী ও পরসুখে সুখী এজন্য তুমি জগৎকে আকর্ষণ কর।" ব্রাহ্মণী নম্রতা-ভাসমান-মুখ অধঃ করিয়া থাকিলেন। বাটীর নিকটস্থ ভূমিতে যে সকল প্রজা বাস করিত, তাহারা সকলে উল্লসিত হইল, এত দিনের পর জমিদারের এক পুত্র হইবে—কি আনন্দ!

ক্রমে দশ মাস উপস্থিত, প্রসববেদনা আরম্ভ হইলে ব্রাহ্মণী সূতিকাগৃহে গমন করিলেন। দৌবারিকেরা বন্দুকে বারুদ পুরিয়া খাড়া হইল, নাগারা ও দামামা বাজিতে লাগিল, তুরি ভেরী হস্তে করিয়া বাদকেরা উপস্থিত। জগঝম্প লম্ফ করতঃ ভূমিকম্প করাইতে লাগিল। বিভাস রাগিণী দ্বারা রোসনচৌকী প্রকাশ হইল। ঢুলি ঢোলের চাঁটিতে কর্ণকুহর বধির করিল। হিজড়ারা নৃত্য গানে মত্ত হইল। এদিকে ভাট, বন্দী, রেও, ভিখারিতে বাটী পূর্ণ হইল। আনন্দের ও উল্লাসের স্রোত বহিতেছে। তর্কালঙ্কার সব দেখিতেছেন, যাঁহাকে সর্বাবস্থায় ভাবিতে হয়, তাঁহাকেই ভাবিতেছেন। এমন সময়ে "ওগো মেয়ে হয়েছে মেয়ে হয়েছে," কিঙ্করীরা এই শব্দ করিতে লাগিল। তর্কালঙ্কার সমভাবে থাকিলেন ও সকল লোককে বিদায় করিয়া দিয়া, কন্যাকে দেখিয়া বিমোহিত হইলেন ও বলিলেন, "গেহিনি! জগদীশ্বর যে রত্ন আমাদিগকে দিলেন, ইহা হইতে অসীম সুখ লাভ করিব।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ঢুলিদিগের উল্লাস।

তর্কালঙ্কারের অনেক ঢুলি প্রজা। পরদিন তাহারা বৈকালে তাড়ি খাইয়া জমিদারের বাটীতে আসিল। কার্য কারণে হয়, কারণ বশতঃই উল্লাস।

একজন ঢুলি। (বাজাচ্যে)—"বিড়াল বাহিনী ষষ্ঠিরূপিণী আপনি মনসা। প্রতি ঘরে ঘরে ছেলে খাবার ডাইনী তুমি ষষ্ঠিরূপিণী।"

দ্বিতীয় ঢুলি। "ময়রাদের মকুন্দমোয়া হালুয়ের সকের পুয়া, খোট্টাদের খাস্তার কচুরি। যত ফকির ফোকরা মক্কা যারা যায় মারে ফক্কা ফুলরি।"
তৃতীয় ঢুলি। "বেগুনে সাতগেছে, সাতগেছে বেগুনে।"
চতুর্থ ঢুলি। "টেংরা মাছের তিন খানি কাঁটা, টেংরা মাছের তিন খানি কাঁটা, ভেটকি মাছের পোঁটা, দাদা ভেটকি মাছের পোঁটা।"
পঞ্চম ঢুলি। "কলাছড়া চণ্ডীতলা, কলাছড়া চণ্ডীতলা। সকল ঢুলি আমার ডাল-পালা" এই বলিবামাত্রেই সকলে বিবাদ করতঃ মারামারি করিতে লাগিল। উল্লাস অবস্থার এইরূপ গতি, অনেকেই অতিশয় আত্মীয়ভাবে ও গদগদ প্রেমে গান করিতে আরম্ভ করে কিন্তু অহংতত্ত্বের উপর ঘা পড়িলে অথবা বাহ্য বিষয়ক কোন গোলযোগ হইলে, মহামারী উপস্থিত হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বৈঠকী আলাপ—হরদেবের কন্যার জন্ম।

বরুণার নিকটে একটি রম্যস্থান। চতুর্দিকে কদম্ব, বট, শেফালিকা, চাঁপা ও ইংরাজী নানাজাতীয় পুষ্পবৃক্ষ ও লতাতে সুশোভিত। মধ্যে মধ্যে দয়েল, শ্যামা, বুলবুলপোস্তা ও বৌকথাকয়ের ধ্বনি হইতেছে। বৈকালে অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তি ঐ স্থানে আসিয়া উপবেশনপূর্বক নানাপ্রকার গাল গল্প, খোষগল্প ও দেশসম্বন্ধীয় ও রাজ্য সম্বন্ধীয় আলাপ করেন। তাহাদিগের মধ্যে বনওয়ারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বড় আমুদে লোক। তাঁহার পেট গণেশের ন্যায়, বদন কার্তিকের ন্যায়। ব্যঙ্গচ্ছলে সকলে তাঁহাকে "আস্তে আজ্ঞা হউক গতির্মম" বলিয়া সম্বোধন করিত, ও এই রূপ সম্ভাষিত হইলে তাঁহার হাসি মুখে না ধরিয়া ভুঁড়িতে গড়াইয়া পড়িত। এই কৌতুক দেখিবার জন্য প্রত্যেকে তাহাকে "আস্তে আজ্ঞা হউক গতির্মম" বলিত এই রহস্য তেজোহীন হইয়া পড়িলে অন্যান্য আলাপ আরম্ভ হইত।
ক। "হরদেব শর্মার একটি কন্যা হইয়াছে, ব্রাহ্মণ ধনাঢ্য বটে, কিন্তু কাহারও মন্দকারী নহেন, অনেকের উপকার করেন। অনেকেই অর্থবলে অন্যের পীড়া-দায়ক হয়েন।"
খ। "কন্যা সন্তান কি সন্তান! এর পরে এক ছোঁড়াকে এনে ঘরজামাই কর্তে হবে। কোন তেজীয়ান লোকের ছেলে ঘরজামাই হবে না। সুতরাং কোন না কোন বাঁদিবাচ্ছাকে ধনলোভ দেখাইয়া কিনিয়া আনিতে হইবে। তার ছেলে-পুলে পিতৃবংশদোষে অন্তরে বীর্যবান হইবে না। বাঘের বাচ্ছাই বাঘ হয়।"
গ। "কন্যার কিরূপে বিবাহ হইবে তাহা কে বলিতে পারে? কন্যা ব্রহ্মবাদিনী-

দিগের ন্যায় বিবাহ না করিতে পারেন। ধর্ম ও জ্ঞান সুধা পান করিয়া জীবন যাপন করিতে পারেন।"

ঘ। "ওমা আইবড় বাম্‌নী! জন্মালেই বিবাহ করিতে হইবে। বিবাহ না করিলে সন্তান উৎপন্ন কিরূপে হইবে? কি বলেন গতির্মম?"

গতির্মম বদনের হাস্য ভুঁড়িতে গড়াইয়া দিয়া শরীর কম্পবানকরতঃ বলিলেন—
—"তা বটে তো।"

এইরূপ কথাবার্তা হইতেছে ইতিমধ্যে একজন আসিয়া বলিল, "গোটা চারি মহিষ এই দিকে দৌড়ে আসিতেছে, আপনারা সাবধান হউন।" এই শুনিয়া সকলে উঠিয়া "আস্তে আজ্ঞা হউক গতির্মম এখন তোমার গতি করি আইস" বলিয়া তাহাকে উঠাইয়া গৃহমধ্যে লইয়া গেলেন।

পরিচ্ছেদ

যোগিনীর অদ্ভুত কথা।

বসন্তকাল, মলয়ানিল মন্দ মন্দ বহিতেছে, বৃক্ষলতা ও গুল্ম যেন নব যৌবন পাইয়া কুসুমকলির সৌন্দর্যের নব অবস্থা প্রকাশ করিতেছে। সদ্‌গুণ অনেক দূর ব্যাপক, সদগন্ধও সেইরূপ। বসন্ত প্রকৃত ঋতুরাজ! কিবা প্রাতঃসমীরণ—কিবা মধ্যাহ্ন-মাধুর্য—কিবা বৈকালিকবিহারদায়িনী। জগদানন্দ ও দুর্গানন্দ দুই ভ্রাতা অশ্বারূঢ় হইয়া হিমালয়স্থ এক দেশে গমন করিতেছেন। ঘোড়ার পায়ের টপটপ শব্দ—পৃষ্ঠে চাবুকের চটাপট্, চাল কখন ছারতক, কখন দুল্‌কি। ভ্রাতাদ্বয় যত যান তত আরও যাওনের ইচ্ছা বৃদ্ধি হয়। দুই দিক্ দৃষ্টি করেন, কেবল মাঠ, স্থানে স্থানে শুষ্ক তরু, স্থানে স্থানে কুটীর। স্থানে স্থানে কৃষক ভূমিকর্ষণ করিতেছে, স্থানে স্থানে যাবতীয় অঙ্গনারা ছিন্ন মলিন বস্ত্রপরিধানা এলোকেশী, কক্ষে শিশু, মস্তকে বোঝা লইয়া যাইতেছে। এরূপ অবস্থাতে ইচ্ছা ও সহিষ্ণুতার বৃদ্ধি। এরূপ অবস্থাতেও সহিষ্ণুতার তারতম্য। যাহার যত ধৈর্য, তাহার তত সহিষ্ণুতা ও তাহার তত জয়।

দেখিতে দেখিতে আকাশের নীল মুখাবরণ ঘনমেঘে আচ্ছাদিত হইল। মন্দ মন্দ বায়ু যেন উল্বন প্রাপ্ত হইল। পবনসহকারে ধূলি উৎপাতিত হইয়া নিরন্তর স্রোতের ন্যায় চতুর্দিকে বর্ষিতে লাগিল। বৃষ্টি ও শিল বেগে পড়িতে আরম্ভ হইল। ছোট ভ্রাতা বলিলেন—"দাদা আর এগনো ভার এখানে বসতি নাই কি করা যায়?" দুই ভ্রাতা ঘোড়া থামাইয়া চক্ষুর ধূলি পুঁছিতেছেন ও উপায় ভাবিতেছেন। ইত্যবসরে এক ফকির অতি ক্লেশে গমন করিতেছে—হাসিয়া বলিল,

"কেও বাবু সাহেব এ তুনাই এস্মাফিক—এই আরাম এই ব্যারাম—এইসুখ—এই দুঃখ, এই আলো এই আঁধার। এস্ তুনিয়ামে বহুত টণ্টা, বখেড়া, ঝগড়া ও ঝামেলা। এই বুঁন্দো জেস দরিয়া কি সব মোজসে ওহা মেল যায়েঙ্গে। হাম দেখ্‌তা তোম লোক্‌কো যানা বড় মুস্কিল। আগু এক সুড়ঙ্গ হেও ওহি যাকরকে রহ।" এই বলিয়া ফকির মিয়া মল্লার গাইতে গাইতে চলিল। অজস্র ধারা বর্ষিত হইতে লাগিল, তুই ভ্রাতা বৃষ্টিতে সিক্ত, মন্দগতিতে গমন করতঃ কিঞ্চিদ্দূরে দেখিলেন এক গহ্বর তথা দিয়া নিম্নে যাওয়া যায়। তুই বৃক্ষে তুই অশ্ব বাঁধিয়া তুই ভ্রাতা ঐ সুড়ঙ্গের ভিতর গমন করিলেন। যাইতে যাইতে দেখেন, একটী প্রস্তরনির্মিত গৃহে এক যোগিনী বসিয়া ধ্যান করিতেছে, সম্মুখে একটী প্রদীপ। তুই ভ্রাতা কিয়ৎকাল বসিলে যোগিনী নয়ন উন্মীলন করতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কে?" ভ্রাতাদ্বয় পরিচয় দিলে যোগিনী অগ্নি সম্মুখে দিয়া নূতন বস্ত্র আনিয়া দিলেন। পরে ফলমূল ও স্নিগ্ধ বারি দিয়া তাহাদিগের স্বচ্ছন্দ করিলেন। ভ্রাতাদ্বয় শ্রান্তি দূর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! তুমি কে?" যোগিনী বলিলেন, "আমি এক ক্ষত্রিয়ের কন্যা, বাটী বিরামপুর। কিশোরকাল অবধি শাস্ত্র জানিবার পিপাসা, আমার সহিত একজন ক্ষত্রিয়পুত্র অধ্যয়ন করিতেন, আমাদিগের তুই জনের চিত্ত এক রূপ ছিল। কিরূপে ঈশ্বর-জ্ঞান লাভ করিতে পারি এই বাসনায় আমরা তুই জনেই মগ্ন থাকিতাম। সমভাব, সমপ্রবৃত্তি, সমপিপাসা হেতু আমাদিগের পরস্পর প্রণয় জন্মিল। কিছুদিন পরে আমরা বলাবলি করিলাম যে স্থলে আমাদিগের সম উপরতি, সে স্থলে বৈবাহিক বন্ধনে সে উপরতির বৃদ্ধি হইবে। পরে পিতা মাতার অনুমতি প্রদত্ত হইলে আমাদিগের বিবাহ ধার্য হইল। যে রাত্রে বিবাহ হইবে সেই রাত্রে বরের সর্পাঘাতে প্রাণবিয়োগ হয়। পিতামাতা আমার জন্য শোকান্বিত হইলেন, আমি ঈশ্বরধ্যানে মগ্ন হইয়া ধৈর্য অবলম্বন করিয়া থাকিলাম, কিয়ৎকাল পরে পিতামাতার কাল হইল। আমি বিবেচনা করিলাম যে, এ সংসার হলাহলসমুদ্র, কেবল নির্বাণমুক্তিদ্বারা পরিত্রাণ, অতএব গৃহাশ্রম আমার উপযোগী নহে। অনেক অন্বেষণ করতঃ এই স্থানটুকু পাইয়াছি। সমস্ত দিবারাত্রি পূর্ণব্রহ্মকে ধ্যানে আন্তরিক ধ্যানানন্দসুধা পান করি। আহারীয়, পানীয় ও প্রয়োজনীয় বস্তুর আবশ্যক হইলে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাবা! বাহ্যজ্ঞানশূন্য না হইলে অন্তরজ্ঞান লাভ হয় না। বাহ্যজ্ঞান ইন্দ্রিয়সংযুক্ত জ্ঞান। অন্তরজ্ঞান আত্মজ্ঞান। আমি দেখিতেছি—কাশীতে এক ব্রাহ্মণের একটি কন্যা হইয়াছে—সেই কন্যা আধ্যাত্মিক জ্ঞানে বিখ্যাত হইবে।

ভ্রাতাদ্বয় যোগিনীকে অভিবাদন ও ধন্যবাদ দিয়া বিদায় লইলেন। পরদিন সূর্য

উদয় হইয়া জগৎকে আলোকিত করিল—অন্ধকার নাই, বৃষ্টি নাই, ঝড় নাই, শিলা নাই। এই বাহ্য রাজ্যে নানাত্ব—অন্তর রাজ্যে একত্ব—ন দিবা ন রাত্র—একই অশেষ কাল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আধ্যাত্মিকার শৈশবাবস্থা ও নামকরণ।

কন্যাটীর জন্মের পর আত্মীয়বর্গ ক্রমে তর্কালঙ্কারের বাটীতে আসিয়া তাঁহার দুহিতাকে দেখিয়া সাতিশয় তুষ্ট হইলেন। কন্যাটী শান্তমূর্তি, অন্যান্য বালিকার ন্যায় রোদন করে না, ওষ্ঠে মৃদু হাস্য সর্বদাই ভাসমান। জ্যোতিষবেত্তারা গণনা করিয়া কহিলেন, "তর্কালঙ্কারের এই কন্যাটী ঈশ্বরপরায়ণা হইবেন, ইনি ঈশ্বরধ্যানেতে ও নিষ্কাম কার্যেতে নিমগ্ন থাকিবেন।" সভাস্থ একজন জিজ্ঞাসা করিল, ভাল দেখিতেছি সকল বালক বালিকার সমান প্রকৃতি হয় না, সমান বুদ্ধি হয় না, সমান প্রবৃত্তি হয় না। ইহার কারণ কি? আত্মার কি পুনর্জন্ম হয়? জীব মরিলে তাহার আত্মা সংশোধনার্থে পুনরায় কি জন্মগ্রহণ করে? নতুবা চরিত্রের এত বিভিন্নতা কেন? একজন পণ্ডিত বলিলেন, "আমাদের শাস্ত্রে পুনর্জন্ম লেখে; তবে এখানে যাহারা যোগবলের দ্বারা প্রকৃতশূন্য হইতে পারে তাহারা ব্রহ্মলোকে গমন করে, তাহাদিগের জন্ম আর হয় না; দর্শনশাস্ত্রে, পুরাণে ও অন্যান্য গ্রন্থে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।" একজন গণককার বলিল, "কন্যাটীর গালের উপর একটী তিল আছে, ঐ তিলটী শুভ লক্ষণ।" সকলে কন্যাটীকে আশীর্বাদ করিয়া গৃহে গমন করিল। এদিকে তর্কালঙ্কার ও তাহার পত্নী পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, "এই কন্যাটী পাইয়া যেন পরম ধন লাভ করিয়াছি, ইহার মুখ কোমল, হেরিলে সর্বচিন্তা দূরে যায়।" কন্যাটী উত্তম লালনপালনের দ্বারা সুন্দররূপে বর্ধিত হইতে লাগিল। পিতামাতা নির্জনে বসিয়া ভাবিতেছেন কি নাম রাখিবেন। ভগবতীর যত নাম আছে তাহা উল্লিখিত হইল; ধূমাবতী ও ছিন্নমস্তা শুনিয়া ব্রাহ্মণী শিহরিয়া উঠিলেন। পরে লক্ষ্মীর যত নাম আছে তাহাও উল্লিখিত হইল, রাধিকার সকল সখীর নাম বলিতে বলিতে তুঙ্গবিদ্যাধরীর নামে ব্রাহ্মণী খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমি হার মানিলাম এক্ষণে তুমি বল।" ব্রাহ্মণী চিন্তা করিতে লাগিলেন ও কেহ যেন তাঁহাকে বলিয়া দিল, "ইহার নাম আধ্যাত্মিকা রাখ।" ব্রাহ্মণী বলিলেন "আমি ভাবিতেছিলাম অন্তরে দৈববাণী স্বরূপ শুনিলাম, ইহার নাম আধ্যাত্মিকা রাখ।" ব্রাহ্মণ শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন।

স্ত্রীপুরুষে কন্যাটীর মুখ অবলোকন করিয়া দেখেন যে, চক্ষু ঊর্দ্ধদৃষ্টি করে সূর্য, চন্দ্র, তারা, উড্ডীয়মান পক্ষী প্রজাপতি এই সকল দেখিতে ভালবাসে। হাতে চুসি কিম্বা খেলনা দিলে ফেলিয়া দেয়। কান্না প্রায় নাই, হাস্যই সর্বদা। তর্কালঙ্কার বলিলেন, "মুখখানি মানব মুখ নহে—দেবমুখস্বরূপ, অনেক স্ত্রীলোকের বদন হাবভাবে পূর্ণ থাকে, কিন্তু শান্তির ছবি পাওয়া দুর্লভ। কি কারণে স্বভাবের তারতম্য—উগ্রতা ও কোমলতা তাহা বলা বড় কঠিন। কোন কোন দুরাচারের কন্যাও নির্মলা হয় ও কোন কোন ধার্মিকের কন্যা তমোগুণে আচ্ছন্ন থাকে। এজন্য পূর্বজন্ম মানিতে হয়, অথবা জন্মকালীন পিতামাতার সাত্ত্বিক অবস্থা।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বৈঠকী কথা—ধর্মভাব ও পতিব্রতা।

বাবুরা বৃক্ষের ছায়াতলে সকলে উপবেশন করিয়াছেন ও সকলেই প্রণাম পুরঃসর বলিতেছেন, "আস্তে আজ্ঞা হউক গতির্মম!" ও গতির্মমর হাসি দস্তর মোতবেক নিম্নগামী হইয়া ভুঁড়ির উপরি ঢেউ খেলিতে লাগিল। গোধূলি সময়ে এক কৃষক গরু লইয়া গৃহে যাইতেছে, শ্রান্তি হ্রাস করিবার জন্য গান করিতেছে—"বাঁচিত বসন্ত পাব, কান্ত পাব পুনরায়। যৌবন জনমের মত যায়, সে তো আশাপথ নাহি চায়।" আর একজন কৃষক গান করিতে করিতে যাইতেছে—"ওরে প্রেম কি যাচ্‌লে মেলে, খুজ্‌লে মেলে, সে আপনি উদয় হয় শুভযোগ পেলে।"

ক। প্রথম গানটি তলিয়ে বুঝ—"যৌবন জনমের মত যায়" ইহার অর্থ "গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্মমাচরেৎ।" সমস্ত জীবনটা ব্যর্থ কাযে কাটাই—মরিবার সময়ে পাপ ভয়ে অথবা স্বর্গলাভার্থে যৎকিঞ্চিৎ দানধ্যান করিয়া থাকি।

খ। আরে ভাই! পেটের ভাবনা ভাবতে ভাবতে প্রাণটা গেল। খাদ্যদ্রব্যাদি কি দুর্মূল্য! দুবেলা দুমুটো কেমন করে খাই—অমূল্য ঈশ্বরকে কেবল একবার নাম মাত্র জপি।

গ। তা নয়। যে ব্যক্তি ঈশ্বর-রস জানিয়াছে, সে ঈশ্বর ভিন্ন সকলই নীরস দেখে। অন্তর অভ্যাস যেরূপ কর সেইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

ঘ। প্রেম আপনি উদয় হয়, শুভযোগ পেলে—ইহার সিদ্ধান্ত কি কর?

ক। প্রেমটি আত্মপ্রসাদ। কোন কোন স্থলে আত্মার আনন্দ হঠাৎ প্রকাশিত হয়—সে প্রেম অতি দুর্লভ, সামান্য প্রেম তানপুরার তারের ন্যায় বেঁধে দিলে

মেও মেও করে, তারের জোর কম হইলে প্রেমের জোর কম হইয়া আইসে। গতির্মম কি বলেন ?

গতির্মম। সামান্য প্রেম, বিদ্যুতীয় প্রেম, ক্ষণিক প্রেম, তাসা তাতানোর ন্যায়।

এক মাগি পেয়ারাওয়ালী গান করিয়া যাইতেছে,—

"আর মনের মন যদি পাও প্রাণ সঁপ ধন তারে।
এক শঠের সঙ্গে করে প্রীতি মজবে ধনী ফেরে।"

ও পেয়ারাওয়ালি! তোমার কপয়সার পেয়ারা আছে ? এদিকে এস, বাবুরা পেয়ারাওয়ালীর নিকট হইতে সকল পেয়ারা খরিদ করিয়া লইয়া বলিলেন, "ঐ গানটি আবার গাও।" গান গাওয়া সাঙ্গ হইলে তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি রকম লোকে মন প্রাণ সঁপেছ ?" ঐ স্ত্রীলোক বলিল, "আমি তিনি ভিন্ন অন্য পুরুষ জানি না, ও তিনি আমা ভিন্ন অন্য স্ত্রীলোক জানেন না। তিনি বুড়া হইয়াছেন, এই জন্য তাঁহাকে কাজ করতে দিই না, আমি বলি, আমার তো গতর আছে, আমি গতর খাটিয়ে তোমাকে এক মুট খাওয়াব। এখন বাড়ি গিয়ে এক মুট রেঁদে আমরা দুই জনে খাব।" বাবুরা তাঁহার কথা শুনিয়া চারি আনা ভিক্ষা দিলেন, ও বলাবলি করিতে লাগিলেন ছোট জাতের মধ্যে এরূপ দেখিলে বড়ই আনন্দ হয়।

গ। এই ভারত ভূমিতে পাতিব্রত্য ধর্ম যেরূপ বদ্ধমূল এমত আর কোন দেশে নাই। এদেশে পতি জীবিত অবস্থায় সাকার পতি, মৃত্যু হইলে নিরাকার পতি। ব্রহ্মচর্য অভ্যাসে সেই পতিকে হৃদয়ে জাগ্রত করা ও নিরাকার রাজ্য ও নির্বিকার রাজ্যেশ্বরকে ধ্যান করাই ব্রহ্মচর্য।

একজন মিশীওয়ালি গান গাইতে গাইতে যাচ্ছে,—

"ঘনরা মোরাযা সিহরে ছা।"

ক। ও ঘনরা মোরাযা এখানে এস। তুমি কি মুসলমানী ? মিশীওয়ালি বলিল, "হাঁ বাবা! প্যাটের জ্বালায় মিশী বেচে খাই।"

খ। তোমার কি খসম আছে ? মিশীওয়ালি বলিল,—"মোকে পহলা সে সাদি করে তেনার ফৌত হয়েছে। এখন যে আমার খামিদ তেনা মোকে নিকা করেছে।"

ক। তোমার সাবেক খসমের জন্য দুঃখ হয় না ?

মিশীওয়ালি। দুঃখ করে কি করব ?—প্যাট আছে, দুনিয়াদারী আছে।

খ। মর্‌লে যে পরে কোথা যাবে তা বড় তোমরা ভাব না ? "তা ভেবে কি করব ? প্যাট ভেবে ভেবে সারা হই," এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

ক। মুসলমানদিগের ইন্দ্রিয়-সুখ অধিক, তাহাদিগের স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা ভিন্ন প্রকার, পারলৌকিক ভাব অল্প। উহারা রোজাতে উপবাস করে, কিন্তু উহা-দিগের স্বর্গ ইন্দ্রিয়-সুখ সংযুক্ত। আমাদিগের স্বর্গ বিমল আনন্দব্যাপক।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আধ্যাত্মিকার বাল্যশিক্ষা।

আধ্যাত্মিকার পঞ্চবর্ষ বয়ঃক্রম হইলে তাহার শিক্ষার্থে একজন পণ্ডিত নিযুক্ত হইল। দুই তিন বৎসরের মধ্যে ব্যাকরণ, ধাতুপাঠ, ভট্টি প্রভৃতি পঠিত হইল। অধ্যাপক নানা শাস্ত্রদর্শী এবং শিক্ষার প্রণালী ও কৌশলে নিপুণ। তিনি দেখিলেন বালিকার মেধা ও বুদ্ধি বিজাতীয়। যাহা পাঠ করে তাহার শব্দে মনোনিবেশ না করিয়া তাৎপর্য যেন লুপে লয়। অধ্যাপক ব্যাখ্যা করেন তাহা সাঙ্গ হইতে না হইতে বালিকা দুই একটী কথায় সুন্দররূপে সার অর্থ প্রকাশ করে। অধ্যাপক মনে করেন, এ মেয়েটি অসামান্য, অসার ত্যাগ করিয়া সার গ্রহণ করে, এবং কখন কখন এম্‌নি ভাব প্রকাশ করে যে, পণ্ডিতের চেয়েও উচ্চ ও নূতন ভাবে ভাবিত হয়। পঠিত বিদ্যা একপ্রকার ও অন্তরের আলোক উদ্ভাবিত জ্ঞান আর এক প্রকার। বাসায় যাইয়া অধ্যাপক ভাবেন, আমরা বড়িপোড়া ভাত খাইয়া টোলে পড়িয়া অনেক ক্লেশে বিদ্যা শিখিয়াছি, হয় ত সমস্ত রাত্রি জাগিয়া স্মরণ রাখিবার জন্য এক পাঠ সহস্রবার আওড়েছি, কিন্তু এ মেয়েটির একবার পড়িলেই স্মরণ থাকে। কোন কোন গ্রন্থে প্রকৃত অর্থ জানি-বার জন্য দুই চারি সুবিজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট হইতে সার সংগ্রহ করিয়া যাহা উৎকৃষ্ট বোধ হইত তাহা গ্রহণ করিতাম। সেই সকল অর্থ আমি বলিতে না বলিতে এই মেয়েটি আপনি ব্যক্ত করে। ইনি যাহা পাঠ করেন তাহা মস্তিষ্কে না রাখিয়া বিবেকশক্তির অধীন করিয়া কার্য কারণ চিন্তা করেন—বাহ্য মনো-হর বিষয়ে আক্রান্ত হয়েন না। শান্ত হইয়া অন্তর ভাবনায় ভাবিত। আমরা যাহা পড়িতাম তাহা প্রায় মুখস্থ করিতাম, কেবল স্মরণশক্তিরই চালনা করিতাম। কি আশ্চর্য! ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব জানিতে হইবে। কিছুদিন গত হইলে অধ্যাপক বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা! তুমি আমার নিকট শিক্ষা করিতেছ, কিন্তু সারজ্ঞান তুমি আমা হইতে জান নাই—আমি যাহা বলি তাহা হইতে তুমি উৎকৃষ্ট রূপে বল, এ শিক্ষা ত আমার নিকট হইতে হয় নাই।" আধ্যাত্মিকার বদন নম্রতার মধুরতায় পূর্ণ হইল, জোড়হাতে বলিলেন—

"অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

"আমি আপনার কন্যা, শিষ্য, কিঙ্করী ; আমি আপনার পদতলে পড়িয়া রহিয়াছি। আপনা অপেক্ষা অধিক কি জানিব?" অধ্যাপকের অশ্রুপাত হইতে লাগিল ও কন্যাটির মস্তকে হস্ত দিয়া আশীর্বাদ করিয়া গৃহে গমন করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আধ্যাত্মিকা কিরূপে নিযুক্ত থাকিতেন।

প্রত্যূষে উঠিয়া পিতামাতার চরণ বন্দন করতঃ স্থানান্তরে যাইয়া পিতা কর্তৃক দীক্ষিত গায়ত্রী জপপূর্বক ধ্যান করিতেন। "সবিতুর্বরেণ্যং।" এই ধ্যানই অনেকক্ষণ করিতেন, জ্যোতির্ময়ের শিব জ্যোতি শুদ্ধ স্ফটিক ধ্যান অগ্নিতে শারীরিক ও মানসিক বন্ধন দাহন করিতেন। ধ্যান করিতে করিতে দেখিতেন, সূক্ষ্ম শরীরের আনন্দ স্থূল শরীরের আনন্দ অপেক্ষা স্থায়ী ও অন্তরভেদী।

আরাধনা সমাপনানন্তর কিঞ্চিৎ অর্থ লইয়া বাটীর বাহিরে আসিয়া যে সকল দরিদ্র লোক নিকটে বসতি করিত তাহাদিগের তত্বাবধারণ করিতেন। যাহারা অনাহারী তাহাদিগের আহার দিতেন, যাহারা বস্ত্রহীন তাহাদিগকে বস্ত্র দান করিতেন, যাহাদিগের শিশু পীড়িত তাহাদিগকে আপনি শুশ্রূষা করিতেন ও চিকিৎসকের ব্যয় আপনি দিতেন। যদি কোন স্ত্রীলোক অর্থাভাবে আপন শিশুকে লালন করিতে অক্ষম, তাহা হইলে তিনি আপনি ক্রোড়ে করিয়া পিতার বাটীতে লইয়া তাহাকে লালন করিতেন। কাহার ভয়ানক পীড়া হইলে তিনি তাহার পার্শ্বে বসিয়া সেবা করিতেন। যে দরিদ্র শয্যাহীন ও শীতের কন্‌কনে বায়ুতে কম্পান্বিত, তাহাকে গরম বস্ত্র দিতেন। অনাশ্রয়ী লোকের অভাব বিলক্ষণ অনুসন্ধান করিতেন ও যতদূর বিমোচন করিতে পারিতেন ততদূর করিতেন। যাহার রোগ হইত তাহাকে ঔষধি দিতেন। যে রোগ হইতে আরোগ্য হইত ও পথ্য পাইত না, তাহাকে পথ্যের জন্য অর্থ প্রদান করিতেন। পিতার ঐশ্বর্য প্রচুর ও তাঁহার বনিতার হৃদয় বদান্যতায় পূর্ণ, অতএব কন্যার পরদুঃখ নিবারণার্থে ব্যয়ে তাঁহারা আহ্লাদিত হইতেন।

যেরূপ মনুষ্যের প্রতি নিরুপাধিক প্রেম সেইরূপ পশুপক্ষির প্রতি তাঁহার যত্ন ও স্নেহ ছিল। এরূপ নিষ্কাম কার্যে সর্বদাই ব্যস্ত, আহার নাম মাত্র করিতেন। আপন শরীরের জন্য যত্ন ছিল না ও যে কিছু বলিতেন ও করিতেন তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র অহংভাব ছিল না, বোধ হইত যেন ঈশ্বর আদেশ করিতেছেন।

এক দিবস একজন প্রতিবাসিনীর কন্যা বিমলা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদি! যখন সব হাঁড়িকুড়ি উঠে যায় ও ভাত কড় কড়ে হয়, তখন তুমি খাও

কেন? আর পূজা আহ্নিক করে মুখে এক ফোঁটা জল না দিয়া ইতর জেতের বাটীতে টো টো ক'রে ফের কেন? মাগো! ওদের বাটী গেলে আমাদিগের আবার স্নান করতে হয়।" আধ্যাত্মিকা বলিলেন, "ভগিনি! যা করি তাহাতে অন্তরে আনন্দ হয়, খাওয়াদাওয়া মনে থাকে না।"

মধ্যাহ্ন সময়ে মধ্যাহ্ন ভোজন করিতেন। যদ্যপি ভোজনের অগ্রে হাঁড়িকুড়ি উঠিয়া যাইত ও ঐ সময়ে কোন অতিথি অভ্যাগত উপস্থিত হইত, তিনি আপন বাড়া ভাতব্যঞ্জন তাঁহার সমীপে আনিয়া দিয়া তাঁহাকে ভোজন করাইতেন। মাতা দুহিতার উচ্চ মতি ও কার্য জানিতেন, কেবল জিজ্ঞাসা করিতেন, আমি আবার কি পাক করিয়া আনিব? মাতাকে তুষ্ট করিবার জন্য কন্যা বলিতেন "মা! এখন কিছু জল খাইয়া থাকিব, রাত্রে অন্ন খাই।"

আহারের পর আধ্যাত্মিকা শিল্পকার্য করিয়া প্রতিবাসীদিগের স্ত্রী ও কন্যা সকলকে দিতেন। তিনি অল্পক্ষণ নিদ্রিত থাকিতেন, আলস্য ক্ষণমাত্রও ছিল না, সর্বদাই অজড় ও চিন্ময় অবস্থাতে থাকিতেন।

এক দিবস ঐ দরিদ্র অঞ্চল হইতে মহা রোদন উঠিল। অনুসন্ধান করাতে জানা গেল যে একজন যুবতী স্ত্রীলোকের ভর্তার হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে। স্ত্রীলোক শিক্ষিত হউক বা না হউক, উচ্চ জাতীয় হউক বা নীচ জাতীয় হউক, যথার্থ স্বামীপরায়ণা হইলে যাবজ্জীবন স্বামীকে স্মরণ করে ও স্বামীর সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্রহ্মচর্য অভ্যাসিনী হয়। আধ্যাত্মিকা নিকটে আসিয়া ঐ রমণীকে রোরুদ্যমানা দেখিয়া আপন ক্রোড়ে তাহার মস্তক রাখিয়া আপন অঞ্চল দিয়া তাহার অশ্রু মুছাইতে ও মস্তকে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

এই দেখিয়া দুই চারি জন তেওর, পোদ ও বাগ্দি বিস্মিত হইয়া বলিল, "একি চমৎকার! রাজকন্যা—ব্রাহ্মণের কন্যা, এখানে কি করিতেছেন! হরি হে! তোমার লীলা অপার, কাহাতে কখন কিরূপে তুমি প্রকাশ হও তাহা কে জানিতে পারে?" কিয়ৎকাল পরে বিধবার হস্ত ধারণপূর্বক আধ্যাত্মিকা আপনার গৃহে লইয়া যাইয়া পারমার্থিক সান্ত্বনা-সুধাতে তাহার আঘাতিত চিত্তকে শান্ত করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরই ধন্য! তিনি সর্ব রোগের শান্তি, সকল বিকারের ঔষধি। শোক দুঃখ তাঁহাকে ভাবিলে থাকে না। তিনি সর্বপাপ সর্বতাপ হরণ করেন।

বৈকালে পিতামাতার সহিত কন্যা উদ্যানে বসিতেন, নানাজাতীয় লোকের আচার ও ব্যবহার, নানা দেশের নানাপ্রকার রাজ্যশাসন, নানাদেশের নানাপ্রকার দ্রব্য উৎপত্তি, নানাদেশের নানাপ্রকার বাণিজ্য ও তদ্দ্বারা পরস্পর

সংঘটন ও উপকার, নানাপ্রকার ঈশ্বর-বিশ্বাস ও ধর্ম, নানাপ্রকার উপাসক ও কোন শ্রেণীস্থ সগুণ ঈশ্বর ও কোন শ্রেণীস্থ নির্গুণ ঈশ্বর উপাসক, কাহারা শব্দ-ব্রাহ্ম, কাহারা ভাব-ব্রাহ্ম, কাহারা আধ্যাত্মিক-ব্রাহ্ম—এই সকল প্রশ্ন অনুশীলন ও নানা বিদ্যা—পদার্থ, খগোল, ভূগোল, জ্যামিতি, রেখাগণিত, বীজগণিত, জ্যোতিষ, কিমিয়া, উদ্ভিদ্ ইত্যাদি চর্চা করিতেন।

এ জগতে সময় স্থায়ী নহে। বৈকাল সন্ধ্যার পূর্বে কোমল আচ্ছন্নতা পাইয়া মনোহর বেশ ধারণ করিত ; ঐ সময়ে সকলি নিস্তব্ধ। পিতামাতা ও কন্যা ঊর্ধ্ব দৃষ্টি করতঃ হিরণ্ময় কোষের অন্তর সাবিত্রীকে ধ্যান করিতেন। পিতা বৈদিক স্বরে "এষাস্য পরমাগতি" পাঠানন্তর স্ত্রী, কন্যা লইয়া গৃহে গমন করিতেন। বাটীতে সন্ধ্যা করণানন্তর কন্যা, পিতামাতার পদ সেবা করিতেন ও ঐ সময়ে আপনি দিবসে যাহা করিতেন তাহা বিস্তারপূর্বক বলিতেন। তাঁহার স্বাভাবিক বিশ্বাস যে নিষ্কাম কার্য না করিলে জীবন পশুবৎ ও ঈশ্বর লাভ হয় না। নিষ্কাম ধর্মানুষ্ঠানার্থে পিতা যে উপদেশ দিতে পারিতেন তাহা দিতেন। এক রাত্রে কন্যা পিতামাতার নিকট বলিলেন, "আমি আপনাদিগের নিকট কিছু গোপন রাখি না, এক্ষণে এক অদ্ভুত কথা কহি, শ্রবণ করুন।"

পিতা। বল মা।

কন্যা। আমি আহারান্তে শয়ন করি, পরিশ্রম জন্য শুভ নিদ্রা হয়। সম্প্রতি ঊষা আগমনের প্রাক্কালীন আমার শিয়রে এক শ্বেতবসনা জ্যোতির্বদনা অঙ্গনা আপন হস্ত আমার মস্তকের উপরি রাখেন। আমি নিদ্রিত থাকি বটে কিন্তু অন্তরের চক্ষু দিয়া তাঁহার শান্ত মূর্তি দেখিতে পাই, চমৎকার মূর্তি, ও যদবধি তাঁহার হাত আমার শির উপরি থাকে, তদবধি বোধ হয়, যে আমি পৃথিবীতে নাই, আমার অবস্থা আনন্দাবস্থা, আমি আনন্দধামে বাস করিতেছি। গত কল্য রাত্রে তিনি আমাকে বলিয়া যান,—"বৎস্য ! তোমার পিতার নিকট যোগ শিক্ষা করিও। তোমার যাহাতে আত্মা উদ্দীপ্ত হয় ও যাহাতে অন্তর আলোক লাভ করিতে পারে তদ্বিষয়ে আমি আনুকূল্য করিব।" পিতামাতা এই কথা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

স্ত্রীলোকদিগের ভোজ ও পার্থিব কথোপকথন।

ফলহরিবাবুর বাটীতে স্ত্রীলোকদিগের ভোজ। ভেয়ান ঘর ধূমেতে পরিপূর্ণ। লুচি, পুরি, কচুরি, তরকারি খোলাতে প্রস্তুত হইতেছে। মিষ্টান্ন রাশি রাশি

ভাণ্ডারে মজুত। এদিকে স্ত্রীলোকদিগের সমাগম হইতে লাগিল। পা অবধি মস্তক পর্যন্ত সালঙ্কৃতা, বস্ত্র নানাবর্ণীয়, সৌগন্ধে বিলেপিত, নাসিকা ও কপাল টিপ ও ফোঁটায় চিত্রিত। সকলে শতরঞ্চতে উপবেশন করিলেন। অলঙ্কার সম্বন্ধীয়, বস্ত্র সম্বন্ধীয় ও পরিবার সম্বন্ধীয় যাহা পরস্পর জিজ্ঞাস্য ছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে সমস্ত ব্যক্ত হইলে একজন রমণী বলিল, "শুন্‌তে পাই আধ্যাত্মিকার বয়ঃক্রম পনের বৎসর হইল, বিবাহ করেন নাই। তিনি কেবল পূজা আহ্নিক ও পরোপকার করিতেছেন। একখানি সামান্য বস্ত্র পরেন, হাতে দুই গাছি বালা ও আহার যাহা করেন তাহা স্বল্প ও সামান্য। অতিথ পতিত এলে আপনার ভাত তাহাকে দেন। খুব ভাই পুণ্য কর্‌ছে। আমাদের বেশভূষা রংচং না হলে চলে না, মনুষ্য জন্মে কি সাধ নাই?"

অন্য আর একজনা—"আহা! তা বই কি! না ভাল করে খেলে, না ভাল করে পর্‌লে, কেবল শুখিয়ে শুখিয়ে মর্‌ছেন? আপনি বাঁচলে বাপের নাম। আর শরীরটা কি মিথ্যা! দেখ আমরা কত অঙ্গরাগ করিয়া থাকি। একদিন খোপা বাঁধা ভাল হয় নাই এজন্য ভর্তা কত বট্‌কেরা কর্‌লেন, বল্‌লেন তুমি কি আধ্যাত্মিকা হয়েছ নাকি?

অন্য একজন মহিলা,—"ওগো আমরা কেবল শরীর ও সংসার লইয়া আছি, যার কথা বল্‌ছ তার লক্ষ্য উচ্চ। শুনিলাম একজন পোদের মেয়ে বিধবা হইয়াছে, তাহাকে নিকটে রাখিয়া ধর্ম উপদেশ দিয়া শান্ত করিয়াছেন। তাহাকে কাছে করে নিয়ে শোয়া, আহা! এমন কে করে গা?"

অন্য একজন মহিলা,—"আমি ভাই স্পষ্টবক্তা। আমি এত উচ্চ হতে চাইনে, সংসারে থাকিতে গেলে সাংসারিক হতে হবে, স্বামী চাই, ছেলে চাই, লোক-লৌকতা চাই, দানধ্যানও চাই। একেবারে উড়ু উড়ু—সর্বত্যাগী ও নিষ্কাম—এতে শরীর থাকে? বল্‌তে কি, আমি আহ্নিক কর্‌তে কর্‌তে ভাবি যে, কর্তা কখন বাটীর ভিতর আসবেন। কর্তার সহিত সাক্ষাৎ হইলেই আমার স্বর্গলাভ। পোদের মেয়ে কাছে রেখে কি হবে ভাই অ্যাঁ—?"

আর এক রামা, পান চিবুচ্ছেন ও দুইখানি ঠোঁট মাকাল ফলের বর্ণ করিয়াছেন, বলিতেছেন—"গৃহী উদাসীন কেন হবে? গৃহীর এক ধর্ম ও উদাসীনের আর এক ধর্ম। পতিপুত্র সকলকে ত্যাগ করিয়া আমরা ত্যাগী কেন হইব? দেখ ভাই কর্তা এই বিশ ভরির একখানা গহনা দিয়াছেন, এর নাম পারিজাত-কঙ্কণ। আহা! এমন স্বামী যেন জন্মে জন্মে পাই।"

একজন বুদ্ধিমতী রামা আধ্যাত্মিকার নিকট উপদেশ পাইয়া উন্নত হইয়াছেন,

বলিলেন—"গার্হস্থ্যাশ্রম ও যোগ-আশ্রম পৃথক্। যাহারা চরম আশ্রম অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মলাভ করিতে চাহে, তাহারা অবশ্যই সর্ব সঙ্গ ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের সঙ্গ করিবে ও ঐ লাভার্থে গৃহ ও সামাজিক বন্ধন হইতে ক্রমশঃ অবশ্য মুক্ত হইবে। স্ত্রীলোক নানা শ্রেণীয়, কেহ কেহ কেবল গৃহ ও সমাজ লইয়া রহিয়াছেন ও পরিমিতরূপে ঈশ্বর-উপাসনা ও ধর্ম কর্ম করিতেছেন। কেহ কেহ যেরূপ উন্নত হইতেছেন ভবভাব হইতে মুক্ত হইতেছেন। পূর্বে ব্রহ্মবাদিনীরা ছিলেন, তাঁহাদিগের আনন্দ কেবল ধ্যানানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ। তাঁহারা পাণিগ্রহণ করিতেন না। জীবনের লক্ষ্য অনুসারে কার্য। যে যে আশ্রম অবলম্বন করণে শুদ্ধ আনন্দ পাইবে, সে সেই আশ্রম অবলম্বন করিবে। ঈশ্বর অনন্ত, অসীম, ঈশ্বরের সহিত মিলিত হইতে গেলে অন্তর যোগ চাই।"

কতিপয় স্ত্রীলোক এককালীন বলিয়া উঠিলেন, "ঈশ্বর আরাধনা ত্যাগ করিব কেন? কোন্ পূজা আমাদিগের বাটীতে না হয়? কাহার বাটীতে শালগ্রাম না আছে?" কেহ কেহ বলিল, "আমরা ব্রাহ্মিকা, আমরা ব্রহ্ম উপাসনা করিয়া থাকি।" উপরোক্ত রামা বলিলেন—"ঈশ্বর উপাসনা সাকার বা নিরাকাররূপে হউক অবশ্য শুভদায়িনী, কিন্তু নিরাকার উপাসনা দুই প্রকার, এক বাক্যের-দ্বারা বা ভক্তিদ্বারা, আর এক আত্মাদ্বারা।"

দশম পরিচ্ছেদ

আধ্যাত্মিকার যোগশিক্ষা।

পিতামাতা ও দুহিতা নির্জন স্থানে যাইয়া বসিলেন। দুহিতা ঈশ্বরধ্যানানন্তর পিতামাতার চরণ বন্দন করতঃ বলিলেন,—"পিতঃ এই অন্তর-অন্ধ বালিকাকে যোগ শিক্ষা দিতে আজ্ঞা হউক। মহাত্মা ঋষিগণ, মহাত্মা ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরা পবিত্র ব্রহ্মবাদিনীরা ও উচ্চ সত্ত্বোবধূরা যোগ অভ্যাসের দ্বারা আত্মাকে পৃথক করিয়া আত্মাদ্বারা ব্রহ্মজ্যোতি হিরন্ময়কোষে দর্শন পূর্বক জ্যোতির্ময় দেহে ব্রহ্ম-লোকে গমন করিয়াছেন। পিতঃ আমার সেই গতি কিরূপে হইবে? কিরূপে অন্তর আকাশে সেই উদয়-অস্তরহিত সেই নবীন দিনমণিকে নিরন্তর দর্শন করিব?" কন্যার এই কথা শুনিয়া পিতা মুগ্ধ হইলেন এবং স্নেহের সহিত চুম্বন করিয়া বলিলেন,—"মা! আমি যোগ অনেক দিন অবধি অভ্যাস করিতেছি বটে, কিন্তু অধিক উন্নত হই নাই। তোমার স্বভাব নিষ্কাম—তোমার আত্মা শীঘ্র অভ্যাসে উদ্দীপ্ত হইবে। যোগ দুই প্রকার, অন্তর্যোগ ও বহির্যোগ। সকল প্রাণীতে আত্মা ঐন্দ্রিক বন্ধনে বদ্ধ—এ অবস্থায় ইচ্ছাশক্তি যাহা আত্মার প্রতিনিধি সেও

বদ্ধ। এই বদ্ধ আত্মাকে মুক্ত করিবার জন্য ইচ্ছাশক্তিকে মস্তিষ্ক উপরি যে ব্রহ্মধাম ও নিরাকার রাজ্য সেই স্থানে স্থাপন করতঃ উর্দ্ধদৃষ্টিপূর্বক শান্ত হইয়া জ্যোতির্ময়কে ধ্যান করিবে। মতান্তরে ভ্রূর মধ্যে ব্রহ্মধাম, সে স্থানে ইচ্ছাশক্তিকে রাখিবে। ইহাকে মা! অন্তর্যোগ বলে। আত্মা মুক্ত হইলে 'স্বাত্মাবগম্যঃ স্বয়মেব বোধঃ' অর্থাৎ বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত ও অন্তর্জ্ঞান উদ্দীপ্ত। বদ্ধ ও মুক্ত আত্মার লক্ষণ অষ্টাবক্র বলেন—

'তদা বন্ধো যদা চিত্তং কিঞ্চিদ্বাঞ্ছতি শোচতি।
কিঞ্চিন্মুঞ্চতি গৃহ্নাতি কিঞ্চিৎ কুপ্যতি হৃষ্যতি।
তদা মুক্তি যদা চিত্তং ন সক্তং সর্বদৃষ্টিষু।
ন বাঞ্ছতি ন শোচতি ন মুঞ্চতি ন গৃহ্নাতি ন হৃষ্যতি ন কুপ্যতি।
'তদা বন্ধো যদা চিত্তং সক্তং কাস্বপি দৃষ্টিষু।
তদা মোক্ষো যদা চিত্তং মাসক্তং সর্বদৃষ্টিষু।
'সর্বাবস্থাবিনির্মুক্তঃ সর্বচিন্তাবিবর্জিতঃ।
মৃতবত্তিষ্ঠতো যোগী স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ।"—হটপ্রদীপিকা।
'নির্বাত স্থাপিতো দীপোভাসতে নিশ্চলো যথা।
জগদ্ব্যাপারনির্মুক্তো নিশ্চলো নির্মলঃ পরঃ।'—অমনস্ক।

বহির্যোগ অন্তর্যোগের আশ্রয়ী। যোগ তারাবলীতে লেখে 'নাদানুসন্ধান সমাধিমেকম্।' বায়ুবন্ধনই আত্মা উদ্দীপনের প্রধান বন্ধন।

'ইন্দ্রিয়াণাং মনোনাথং মনোনাথশ্চ মারুতঃ।
মারুতস্য লয়োনাথঃ স লয়ঃ নাদমাশ্রিতঃ॥'—অমনস্ক।

"প্রথমে বায়ুকে এক নাসিকার দ্বারা পূরিবে, যতক্ষণ ধারণ করিতে পার ধারণ করিবে। পরে অন্য নাসিকার দ্বারা ত্যাগ করিবে। পূরণকে পূরক, ধারণকে কুম্ভক ও ত্যাগকে রেচক বলে। কেহ কেহ পূরক ও রেচক না করিয়া কেবল কুম্ভক অভ্যাস করে। বায়ু ব্রহ্মরন্ধ্রে যায় না। মস্তিষ্ক সীমাকে উড্ডীয়ানক বলে, কণ্ঠ বন্ধনকে জালান্ধর বলে, নাভি বন্ধনকে মণিপুর বলে। এই সকল বন্ধন মুক্ত করিতে চেষ্টা করিবে অর্থাৎ বায়ুর গমনাগমন ঐ সকল স্থানে ও অন্যান্য দ্বারে না হয়। ইচ্ছাশক্তিই মূলশক্তি। ইচ্ছাশক্তির চালনায় সাকারত্বের হ্রাস ও নিরাকারত্বের বৃদ্ধি অর্থাৎ বদ্ধ আত্মা ক্রমশঃ মুক্ত হয়। অতএব—

'মনএব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমক্ষয়োঃ।
বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্তৌ নির্বিষয়ং স্মৃতং।'—অমনস্ক।

"মনের চতুর্বিধ অবস্থা। বিক্ষিপ্ত তামস, গতায়াত রাজস, স্থশ্লিষ্ট সাত্বিক, স্থলীন গুণবর্জিত। এই অবস্থার নাম মনন্মনী, এই অবস্থাতে নিরাকার রাজ্য প্রবেশ।" কন্যা ঐকান্তিকচিত্তে পিতার উপদেশ শ্রবণ করতঃ পিতামাতার চরণে সাষ্টাঙ্গে পতিত হইয়া আপনার গৃহে গমন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "স্বয়মেব বোধঃ"। বাহ্যজ্ঞান বিনাশ ও অন্তরজ্ঞানই জ্ঞান। এই প্রতিদিন ভাবিতেন, এই ভাবনায় তাঁহার বাহ্যজ্ঞান পরিহার হইতে লাগিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

দোকানিদের কথাবার্তা।

কলিকাতা হইতে দুই চারিজন দোকানি কাশীতে যাইয়া সদর রাস্তার উপর মুদিখানার দোকান করিয়াছে। এক জন দোকানি চিনির পাক চড়াইয়াছে। বারকোসে চিড়া, মুড়ি, মুড়কি, গুড়, চাঁপাকলা দড়িতে ঝুলচে, দোকানে বোল্‌তা, মাছি, ভোমরা ভন্ ভন্ কর্‌ছে। দোকানি খুলির উপর নজর রাখিয়া গান করিতেছে—

"দ্বন্দ্ব করে ছিদাম মন্দ করিলি আমার।
তুই রাইকে দিলি সাঁপ, তাইতে মনস্তাপ,
আর কি দেখা পাব শ্রীরাধার।
অন্ধ হলেম কেঁদে কেঁদে নিরানন্দের নাহি পারাবার।"

রাস্তার লোক বলিতেছে, "দোকানি দাদা, ভাল মোর ভাই!" পেছন দিক্ থেকে দোকানিনী এসে বোল্‌ছে—ওরে মিন্সে! ভাত যে কড়কড়া হল, আঁটকুড়ির বেড়াল পাতথেকে মাছটা নিয়ে চলে গেল এখন কি দিয়ে গিল্‌বি? কেবল দু-গাছা সজ্‌নের ডাঁটা সিদ্ধ আছে।"

দোকানি। "আব্‌রু সরম রেখেছে সজ্‌নের ডাঁটা।
টাকায় চাল হলো ষোল কাটা।"

এই গান গাইতে গাইতে দোকানি খোলা নামাইয়া ভাত খেতে বসিল তাহার স্ত্রী বলিল—"দহো। তর্কলঙ্কারের বাটীতে মুড়ি, মুড়কি বেচিতে গিয়াছিলাম—তাহার মেয়েটিকে দেখিয়া চারদণ্ড চেয়ে রইলাম। আহা কিবা মুখ, কিবা দৃষ্টি, কিবা কথা, আর যার দিকে চান তার মুখ যেন উজ্জ্বল হয়! আমার যে পোড়ার মুখ।"

দোকানি। "তোমার আবার পোড়ার মুখ, তোমার আবার পোড়ার মুখ! আমার চখে সোনার মুখ।"

দোকানিনী। "আ রেখে দেও ঠাটের কথা! এ মেয়েমানুষটি স্বর্গ হতে এসেছে, একে দেখিলে আমার যত ভক্তি হয় এমন দুর্গাপ্রতিমা দেখিলে হয় না। হে হরি! এই দয়া কর, মরে যেন ঐ মেয়েমানুষটির গুণ পাই।"

দোকানি। "আমার বোধ হয় তার চেয়ে তোমার গুণ অধিক।"

দোকানিনী বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গেল, দোকানি সদাসর্বদা সখিসংবাদ গাইত—গাইতে আরম্ভ করিল—

"আজ কৃষ্ট চলহে নিকুঞ্জ বন।
প্রাণাহুতি যজ্ঞ করবেন রাই, লহ তারি নিমন্ত্রণ।"

আর একজন দোকানি হুকা হাতে, তাহার নিকটে আসিয়া বলিল আমি একটা বিরহ গাই—

"তোমার বিচ্ছেদেরে বুকে করে প্রাণ জুড়াব প্রাণ।
তোমার রুষ্টবাক্যে তুষ্ট হয়ে তপ্তজল করে যেন অনল নির্বাণ।"

"ওহে প্রেম যদি পাকা ও অটুট হয় সে প্রেম বিচ্ছেদ জ্বালা ভোগ করে না—সে প্রেম সকল অবস্থাতে সমান থাকে ও দুঃখ কালে জল্ জল্ করে জ্বলে।"

একজন কলা কিনিতে এসেছিল—বলিল আরে ভাই, প্রেম দুই প্রকার এক পয়সার প্রেম আর এক দেলের প্রেম, দেলের প্রেম কোথায়?

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

আধ্যাত্মিকার অন্তর আলোক ও অন্তরশক্তি লাভ।

আধ্যাত্মিকা কিছুকাল বিলক্ষণ যোগ অভ্যাস করিলেন। ক্রমশঃ তাঁহার—

ন দৃষ্টিলক্ষ্যাণি ন চিত্তবন্ধো ন দেশকালৌ ন বায়ুরোধঃ।

যেমন তাহার এই জ্ঞান হইতে লাগিল যে আমি বন্ধন হইতে মুক্ত হইতেছি—আমি স্বাধীনতা পাইতেছি তেমনি তাঁহার অন্তর আলোক বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ যাহা ইচ্ছা করেন, তাহা জানিতে পারেন। যে জ্ঞান মনের দ্বারা লব্ধ তাহা অবিদ্যায় মিশ্রিত—রজ্জুবৎ। আত্মার দ্বারা জ্ঞান বাস্তবিক ও পরা জ্ঞান ও ঐ জ্ঞান মনের দ্বারা কখনই পাওয়া যায় না, তাহা কেবল আত্মার দ্বারা লব্ধ হওয়া যায়। এক্ষণে যাহাকে মেগ্নিটিজম (Magnetism) বলে তাহা পূর্বে তন্মাত্র বলা হইত। ইহা সূক্ষ্ম শরীর সম্বন্ধীয়। যাহার আত্মা যত উন্নত সে (Magnetic) মেগনিটিক অথবা (Psychic) সাইকিক শক্তির দ্বারা অনেক রোগ আরাম করিতে পারে। সাকার নিরাকারের অধীন আধ্যাত্মিকার আধ্যাত্মিকশক্তি উদ্দীপ্ত হইলে তিনি ঝাড়িয়া দিয়া অনেককে আরাম করিতে

লাগিলেন। আপামর সাধারণ লোক বলিল—"বাবা! এ মেয়ে কি জাদু জানে! রোগীকে দুই এক বার ঝেড়ে দিলে সে অরোগী হয়।"

রোগের নির্ণয় বিনা পরিচয় না পাইয়া স্থির করিতেন ও রোগের বিবরণ তিনি যাহা কহিতেন, রোগী তাহাতে আশ্চর্য হইত। লাভালাভ ফলাফল, আরোগ্য, মৃত্যুর কাল কহিতে পারিতেন কিন্তু কহিতেন না। তথাচ দুই এক অবলা জেদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিত—হ্যাঁগা মাঠাকুরুন—আমার স্বামী প্রায় দুই বৎসর বিদেশে গিয়াছে, বেঁচে আছে কি? এমত স্থলে উত্তর করিয়া মনোবেদনা দূর করাতে তিনি সর্বদা আনন্দিত হইতেন।

অন্তর আলোকের বর্ধন প্রযুক্ত আধ্যাত্মিক জগৎ ঐ মহিলার আত্মার দৃষ্টিগোচর হইত ও যত হইত ততই এই জগতের প্রতি তিনি নির্মম হইতেন। অনন্তদেবের কার্য অনন্তরূপে দৃষ্ট কেবল আত্মার দ্বারা হয়। মানব মনের দ্বারা কি অনুভব বা আরাধনা করিবে?

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

আধ্যাত্মিকার বিবাহের প্রস্তাব।

অনঙ্গমোহনবাবু ডাহা ব্রাহ্ম। অনেক পুস্তক পাঠ করিয়াছেন, অনেক রচনা প্রকাশ করিয়াছেন, অনেক স্থানে বক্তৃতা করিয়াছেন। বন্ধু বান্ধবের নিকট আদরণীয়—উচ্চ চরিত্র। অবিবাহিত, বিবাহ করিবার বাসনা তাহার মনে ঢেউ খেলাচ্ছে। সকলকে জিজ্ঞাসা করেন—কেমন উত্তমা সুশিক্ষিতা কন্যা তোমার সন্ধানে আছে? কেহ বলে, হাঁ আছে কিন্তু তাহারা ব্রাহ্মমতে বিবাহ দিতে চাহে না। এই অনুসন্ধান হইতেছে, ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি বলিল, কাশীতে হরদেব তর্কালঙ্কারের এক অদ্বিতীয় চমৎকার রূপ ও গুণসংযুক্তা কন্যা আছে। যদি তাহাকে বিবাহ করিতে পার তবে প্রকৃত সুখী হইবে। সে মেয়েটি কি ব্রাহ্মিকা? তাঁহার যা নাম তাহাই তিনি—আধ্যাত্মিকা। অনঙ্গ শুনিয়া অভিভূত ও অস্থির হইলেন তাড়াতাড়ি এক মুটা ভাত গিলিয়া একটা ব্যাগ বগলে করিয়া লইয়া রেলে উঠিয়া তাহার পরদিবস কাশীধামে উত্তীর্ণ হইলেন। এক দোকানে কিছু জলপান করিয়া দ্রুতগতিতে চলিলেন। রাস্তায় দুই একজন চেনা লোকের সহিত দেখা হল, তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, একি অনঙ্গবাবু যে? তাহাদিগকে বলিলেন, "ভাই মাফ কর অতিশয় ব্যস্ত আছি।" তাহারা বলিল, "আরে অনেক দিনের পর দেখা একটা কথাই কও।" তাহাদিগের নিকট হইতে পাশ কাটাইয়া হন্ হন্ করিয়া চলিলেন। পথে ভাবিতেছেন, এ মেয়েটিকে হস্তগত

করিতে পারিলে চিরসুখী হইব। গৃহ এক্ষণে চিন্তাতে পূর্ণ, সেই চিন্তা তিরোহিত হইবে, গেহিণীর মুখজ্যোতিতে হৃদি-আকাশ চির জ্যোৎস্নায় পূর্ণ থাকিবে। আমি যে চিন্তা বা কার্য করি তাহাতে সুখ পাই না, গৃহশূন্য চিন্তাতে সর্বদা প্রপীড়িত। গেহিণীর বেশ পরিবর্তন করা আবশ্যক ও তাহাকে সমাজে লইয়া যাইতে হইবেক। একজন গায়ক পথে ইমন কল্যাণ রাগিণীতে গাইতেছে—

"জীয়ারা না রহে পিয়াকো না দেখ ওয়া।"

"পিয়াকে না দেখ ওয়া" শব্দ অনঙ্গের হৃদয়ে অনঙ্গ বাণস্বরূপ লাগিতে লাগিল। বলিলেন, "অরে প্রেম বড় বস্তু প্রেমেই লোকে পাগল হয়।" বৈকালে পিতামাতা ও কন্যা উদ্যানে বসিয়াছেন। নানা পুষ্পের নিঃসৃত সৌগন্ধ আসিতেছে। ইতি-মধ্যে অনঙ্গমোহন যাইয়া তর্কালঙ্কারকে প্রণাম করিলেন। তর্কালঙ্কার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে, ও কি জন্য এখানে আসা ?"

অনঙ্গ বিহ্বল হইয়া, কন্যাটির প্রতি দৃষ্টি করিতেছেন, আচ্ছন্নতা প্রাপ্ত হইয়া ভূমে পতিত হইবার উপক্রম দেখিয়া তর্কালঙ্কার পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"ব্যাপারটা কি ? আপনি কে ?"

অনঙ্গ দুই চারিবার ঢোক গিলিয়া,—"আজ্ঞা আপনার কন্যা, কন্যা—"

তর্কালঙ্কার। "আরে বাবু খুলে বল ?"

অনঙ্গ। "আপনকার কন্যা—কন্যা কি অবিবাহিত ?"

তর্কালঙ্কার। "হাঁ।"

অনঙ্গ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া রোদন করিতে লাগিল।

আধ্যাত্মিকা তাহার মনের ভাব দেখিতেছেন।

অনঙ্গ বাষ্পপূর্ণস্বরে বলিলেন, "মহাশয়! আমি ব্রাহ্ম পরিব্রাজক আপনকার কন্যার অসামান্য গুণ ও ধর্মভাব শুনিয়া আপনকার চরণ দর্শন করিতে আসি-লাম। যদি আমাকে তাঁহার পাণিগ্রহণ করিতে দেন তবে আপনকার চিরকিঙ্কর হইয়া থাকিব।"

তর্কালঙ্কার,—"বাবা স্থির হও, তুমি অনাহারে আছ, ভোজন কর। আমার প্রতি যে এত উচ্চ ভাব প্রকাশ করিলে, তাহার জন্য আমি আপ্যায়িত হইলাম। কিন্তু আমার কন্যা ভগবানে মগ্ন, আত্মতত্ত্ব লাভার্থে নিষ্কাম ও নিরূপাধিক কার্য করেন ও ধ্যানানন্দে সদানন্দ। আমি যে পর্যন্ত তাঁহার অভিপ্রায় জানি তাহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে তিনি পতি গ্রহণ করিবেন না। তিনি ব্রহ্মবাদিনীদিগের ন্যায় ধ্যানবলের দ্বারা ব্রহ্মজ্যোতি লাভ করিতেছেন, যাহা ভৌতিক ও প্রকৃতি সংযুক্ত তাহা হইতে অতীত হইবার অভ্যাস করিতেছেন। যে সকল স্ত্রীলোক

আত্মতত্ত্বজ্ঞ নহেন তাঁহাদিগের পতি প্রয়োজন, কারণ পতিগ্রহণে স্ত্রীপুরুষের শুদ্ধ প্রেম পরস্পরে সর্বদা অর্পিত হইলে নিষ্কামভাবের উদ্দীপন, নিষ্কাম ভাবের উদ্দীপনে আত্মার উদ্দীপন। এই নিষ্কামভাব বর্ধনার্থে মৃতপতির জন্য এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকেরা ব্রহ্মচর্য অভ্যাস করিয়া থাকে। অতএব জীবন উন্নত করিবার লক্ষ্য অনুসারে কার্য। যাহারা উর্ধ্ব শ্রেয় পথে গমন করে তাহারা আর প্রেম পথে ফিরিয়া আইসে না।"

অনঙ্গ ছল ছল চক্ষে আধ্যাত্মিকার প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাঁহার পদতলে পড়িয়া বলিলেন, "আমি একভাবে পূর্ণ হইয়া আসিয়াছিলাম। এক্ষণে আপনকার বৃত্তান্ত শুনিয়া চমৎকৃত হইতেছি, আপনি মনুষ্য নহেন—শারীরিক ও মানসিক ভাব-শূন্য। আপনাকে ভক্তিপূর্বক প্রণাম করি।"

দুই তিন দিবস তথায় অনেক সদালাপ ও আতিথ্যের পর অনঙ্গ স্ফীতচিত্তে পিতামাতা ও কন্যার নিকট বিদায় লইয়া গমন করিলেন।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

বৈঠকী কথা—সঙ্গীত।

দিনমণির হিঙ্গুলবর্ণে আকাশ ও বৃক্ষাদি সুশোভিত। যে স্থানে বাবুদিগের বৈঠক হয়, সে স্থানে কদম্ব বৃক্ষের পত্রেতে সূর্য-অস্তমিত-আভা চাকচিক্য করিতেছে। বনওয়ারীলাল বসিয়া বায়ুসেবন করিতেছেন ও কানেড়ার প্রসিদ্ধ ধ্রুপদ গাই-তেছেন,—

"খরজরি খরগান্ধার মধ্যম পঞ্চম ধৈবত নিষাদ এ এ।"

কতিপয় রাস্তার ছোঁড়ারা জমিল ও বাবুর হেঁড়ে গলা-নির্গত স্বর শুনিয়া মুখ মুচ্‌কিয়া হাসিতে লাগিল। এ অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া বনওয়ারীলাল ধ্রুপদ রাখিয়া দ্বিপদ অবলম্বন করতঃ তাহাদিগকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন, এমন সময়ে তাহারা দৌড়িয়া পিট্টান দিল। ক্রমে ক্রমে সকল সঙ্গিগণ আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিল, "আস্তে আজ্ঞা হউক গতির্মম।" স্তুতিবাক্যের স্রোতে বন-ওয়ারীর বদন হইতে হাসি ও জিহ্বার রস উদরোপরি লীলা করিতে লাগিল।

ক। "ভাল মহাশয়! আপনিতো সঙ্গীত শিখিয়াছেন, ইহার আদি কি?"

বন। ঋষিরা ও গন্ধর্বেরা সঙ্গীতের আলোচনা করিতেন। বেদ সঙ্গীতের স্বরে পঠিত হইত। গন্ধর্ববিদ্যা সামবেদের অন্তর্গত। সঙ্গীতের নাম নাদবিদ্যা। নাদ সপ্ত প্রকার স্বরে বিভক্ত; খরজ, রেখাব, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, ও নিষাদ

এই সপ্তস্বরের তিন গ্রাম। উদারা নাভি হইতে, মুদারা গলা হইতে ও তারা মস্তক হইতে। বেদান্তে এই তিনের নাম উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত বলে।"

"দুই স্বরের ব্যবধানে স্মরতি, মূর্ছনা ও গমক। কোন গান এক সুরে হয় না। এক এক স্বরের আরোহি ও অবরোহি অর্থাৎ ঊর্ধ্ব ও নিম্ন গমন আছে। এজন্য দুই তিন ও চার ভাগের সীমা পর্যন্ত এক এক স্বর যাইতে পারে ও ঐ সীমা অতীত হইলে ভিন্নতা প্রাপ্ত হয়। স্বরের কম্পনের নাম গমক ও এক স্বর হইতে অন্য স্বরে গমনের নাম মূর্ছনা। তাল একটী আঘাত ও একটী বিরাম। নানা তাল লঘু গুরু নিয়মের দ্বারা ধার্য হয়। মূর্ধণি হইতে স্বর ও আঘাতের উৎপত্তি। নাদ মূর্ধণি অতীত হইলে আত্মাতে লয় হয়। লয় অবস্থাতে নাদ নির্বাণ এবং রাগ ও তাল নাদের সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হয়। প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রকারকদিগের নাম নারদ, তুম্বুরু, হুহু ও ভরত। প্রাচীনমতে ছয় রাগ ;—শ্রী, বসন্ত, ভৈরব, পঞ্চম, মেঘ, নটনারায়ণ। মতান্তরে রাগের নাম—ভৈঁরো, মালকোষ, হিন্দল, দীপক, শ্রী ও মেঘ। এক এক রাগের ছয়টী স্ত্রী। মুসলমান রাজাদিগের সময় সঙ্গীত আলোচনা হয়। স্বর যাহা ধার্য হইয়াছিল অর্থাৎ সারগম তাহার কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় নাই। মুসলমান রাজাদিগের সময়ে অনেক প্রসিদ্ধ গায়ক জন্মিয়াছিল —হরিদাস, তানসেন, গোপালনায়েক, বওজুবাওরা, সদারং, মাদারং। সেই সময়ে অনেক নূতন রাগিণী, নূতন প্রকার গান ও নূতন বাদ্যযন্ত্রের সৃষ্টি হয়।"

ক। "আপনি কত রকম গান জানেন ?"

বন। "ধরু, ধ্রুপদ, খেয়াল, সোরবন্দ, তেরাণা, চতুরঙ্গ, পাচরং, সসরং, নক্সগুল, টপ্পা, লাওনি, চিসতন, গজল, রেক্তা, রোবাই। ভারি ভারি তালও জানি ও সঙ্গত করিতে পারি। ব্রহ্মতাল, রুদ্রতাল, লক্ষ্মীতাল, পটতাল, সুরফক্তা, চৌতাল, ছোট চৌতাল, ঝাঁপতাল, অন্যান্য নীচেকার তাল বাজাতে পারি।"

খ। "মহাশয় একটা গান।"

বন। (মুলতান—মধ্যমান।) "গোকুল গাঁওকো কোশরারে"—এমন সময়ে দুই জন লোক দৌড়িয়া আসিয়া, চীৎকার করিয়া বলিল—"মহাশয় গো! রামহরিবাবুকে তীরস্থ করা গেল।" অ্যাঁ—বলিস্ কি ? বলিয়া সকলে আস্তে ব্যস্তে উঠিয়া বেগে চলিলেন।

জগৎ অদ্ভুত। এই পূর্ণিমা—এই অমাবস্যা—এই আহ্লাদ, এই অনাহ্লাদ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

আধ্যাত্মিকার এক বিবির সহিত আলাপ ও ক্লেরভোয়েন্টশক্তি প্রকাশ।

কাশীর প্রান্তভাগে এক রাস্তা আছে, সেই রাস্তা দিয়া জোয়ানপুরে যাওয়া যায়। একার ঘর্‌ঘরানি শব্দ নিরন্তর হইতেছে। সে স্থানের অনতিদূরে একখানি সুনির্মিত আটচালা, চতুর্দিকে আম্র ও সুপারি গাছ। সম্মুখে একটী ঝিল, আটচালাতে এক বিবি থাকেন। তিনি পল্লীস্থ বালিকাদিগকে শিক্ষা প্রদান করেন। সকলেই তাঁহার স্নেহের বশীভূত। বিবি ধর্মার্থে বালিকাদিগের জন্য পরিশ্রম করিতেছেন। যে সকল বালিকা দরিদ্র, তাহাদিগকে পড়ান ও বিশেষতঃ শিল্পকার্য শিখান, কারণ তাহারা নৈপুণ্য প্রাপ্ত হইলে জীবিকা নির্বাহ করিতে পারিবে। যে সকল বালিকা মধ্যবর্তী লোকের কন্যা, তাহাদিগকে পুস্তক অধিক পড়াইতেন; ও তাহাদিগের মন নীতিগল্পে যাহাতে অভিনিবেশ হয় এমত যত্ন করিতেন। অন্যান্য পরিবারস্থ স্ত্রীলোকেরা আধ্যাত্মিকার কার্য তাঁহাকে শুনাইলে তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সাতিশয় ব্যস্ত হইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোন সময়ে গেলে ভালরূপে সাক্ষাৎ হয়।" সকলে বলিল—"বৈকালে।" বিবি আসিতে আসিতে মনে করিতেছেন—কি অদ্ভুত! বাঙ্গালির মেয়ে পৌত্তলিক ধর্মে শিক্ষিত, পরোপকারে এত রত যে অসীম আয়াসে ও ব্যয়ে পরদুঃখ বিমোচন করিতেছে। বৈকালে পিতামাতা ও কন্যা উদ্যানে বসিয়া রহিয়াছেন এমত সময়ে বিবি যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সকলে গাত্রোত্থানপূর্বক বিবেকে সম্মান ও সমাদর করিলেন। অন্যান্য বিষয় আলপনান্তরে বিবি আধ্যাত্মিকার মুখ দৃষ্টি করতঃ দেখিলেন, যে যদিও বদন সুন্দর কিন্তু মানবভাবশূন্য—মনে করিতেছেন ইহাঁর আত্মার আদর্শ ইহার বদন; দৃশ্যও শান্ত ও বাণীও শান্ত। যেখানে এত দেবচিহ্ন সেখানে এ সামান্য পৌত্তলিক মেয়ে হইতে পারে না। বিবি বাঙ্গলা ভাষা ভাল জানিতেন ও দর্শনাদি শাস্ত্র পড়িয়াছিলেন—জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভগিনি! আপনার শিক্ষা কিরূপ হইয়াছে।" আধ্যাত্মিকা আত্মপরিচয় দিলেন—"আমার আসল শিক্ষা অন্তর হইতে—বাহ্য জ্ঞানকে ধ্যানের দ্বারা শূন্য করিয়া উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি ও এখনও পাইতেছি। পুস্তকাদি পূর্বে পাঠ করিয়াছিলাম, এক্ষণে কিছুই পড়ি নাই। আপনার পরিচয় পাইতে বাসনা করি। আমি ইচ্ছা করিলে আপনার বৃত্তান্ত সকল বলিতে পারি; কিন্তু আপন মুখে শুনিলে সুখী হইব।" বিবি বলিলেন, "আপনি অগ্রে বলুন, যেটা যথার্থ না হইবে, আমি তাহা সংশোধন করিব।"

আধ্যাত্মিকা বলিলেন—"স্কটলণ্ড দেশে হাল সাহেব নামক একজন সদাগর

ছিলেন। তিনি প্রতিদিন প্রাতে এক সাঁকো দিয়া অন্য স্থানে আসিতেন। ঐ সাঁকো দিয়া একজন যুবতী ভদ্রকন্যা আসিতেন। প্রতিদিন তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ হওয়াতে আলাপ হইল, পরে প্রণয় জন্মিল, পরে বিবাহ হইল। বিবির নাম মেটিল্‌ডা, আপনি তাঁহাদিগের কন্যা। আপনাকে প্রসব করিয়া আপনার মাতা লোকান্তর গমন করিলেন। আপনার পিতা শোকে মগ্ন হইয়া অস্থিরতা প্রাপ্ত হইলেন। বাণিজ্য করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। পরে কর্মকার্য ত্যাগ করিয়া কেবল ধর্মশাস্ত্র পড়িতে লাগিলেন। গির্জা, হাঁসপাতাল ও বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থে ও দুঃখী দরিদ্র লোকের দুঃখ বিমোচনার্থে অর্থ ব্যয় করিতেন ও পুনর্বার সংসার করিবার ইচ্ছা নির্বাণ করিলেন। অপনাকে ক্রোড়ে করিয়া স্নেহ করিতেন ও চক্ষে অশ্রু আসিলে অমনি মুখ ফিরাইতেন। আপনি ষোল বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে একদিন আপনার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'বাবা ! আমার কি মা নাই?' আপনার পিতা খেদ সম্বরণ না করিতে পারিয়া হাত-রুমাল চক্ষে দিয়া রোদন করিলেন ও তিনি সেই স্থান হইতে উঠিয়া গেলেন। অনেক বিবি আপনার পিতার পাণিগ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সম্মত হয়েন নাই। কিছুকাল পরে আপনার পিতা পরলোক গমন করিলেন ও আপনি তাঁহার সম্পত্তি পাইলেন। একাকিনী নিস্তব্ধে আপনি ঈশ্বর উপাসনা করিতে লাগিলেন। অনেক যুবক আপনাকে বিবাহ করিবার জন্য চেষ্টান্বিত হইল, আপনি রূপবতী, গুণবতী ও ধনশালিনী, কিন্তু আপনি কোন স্থানে যাইতেন না ও কাহাকেও আহ্বান করিতেন না, সুতরাং কেহই আপনার নিকট উপরোক্ত প্রস্তাব করিতে সক্ষম হইল না। যেরূপ এতদ্দেশে বিধবা নারীরা ব্রহ্মচর্য অভ্যাস করে অর্থাৎ শরীর শোষণ, ইন্দ্রিয়াদি দমন ও আত্মার উন্নতি সাধন, সেইরূপ অভ্যাস আপনি করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে আপনার চিত্ত এই হইল যে, বিবাহ করিবার অপেক্ষা জীবন নিষ্কাম ধর্ম অনুষ্ঠানে যাপন করিলে ঐশ্বরিক আনন্দলাভ হয়। এই স্থির করিয়া আপনি স্বদেশ ত্যাগ করিয়া এদেশে আসিয়াছেন। এক্ষণে কৃষকের ন্যায় কর্ষণ করিতেছেন, ভগবান করুন আপনার অনন্তফল লাভ হউক।"

বিবি দাঁড়াইয়া আধ্যাত্মিকার মুখচুম্বন ও তাঁহাকে আশ্লেষ করিয়া বলিলেন,—"আপনি যাহা বলিলেন, তাহার একটী কথাও অসত্য নহে। আমাদিগের দেশে এ বিদ্যা আছে তাহাকে সেকেণ্ড সাইট (Second Sight) বলে, কিন্তু আপনার আত্মা অধিক উন্নত।" দুই জনের অন্তর-অবস্থা দুই জনে জানিয়া একজনের স্বরূপে কিয়ৎকাল শান্ত হইয়া থাকিলেন। পরে তর্কালঙ্কার বিবিকে স্বহস্তে

কিঞ্চিৎ জলযোগ করাইলেন। বিবি বলিলেন,—"আমি যে এত সমাদর ও প্রেম পাইব তাহা প্রত্যাশা করি নাই। আমি জানিতাম আমরা ম্লেচ্ছ জাতি, অস্পর্শীয়, এক্ষণে আশ্চর্য হইতেছি, কি আপনাদিগের উদারভাব!"
আধ্যাত্মিকা বলিলেন, "প্রেম, হৃদয়সম্বন্ধীয়, জাতি সম্বন্ধীয় নহে।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

বৈঠকী কথা—সুশিক্ষিত যুবক ও পঞ্চায়েত।

যদিও রাগরাগিণী সময় অনুসারে সঙ্গীত, তথাচ গায়কের ও শ্রোতার ইচ্ছামত গান হয়। ইচ্ছা রাত্রিকে দিন, দিনকে রাত্র করে।
বনওয়ারী ভোজনান্তে নিদ্রা না যাইয়া কদম্বতলে তাকিয়া ঠেসান দিয়া "মিয়া মল্লা রি, না, তা, না" দ্বারা আলাপ করিতেছেন। গলাটি এক সুরো, খরজে পূর্ণ। দুই এক মাগি জলের কলসি লইয়া জল আনিতে যাইতেছিল। আওয়াজ শুনিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাসিতে লাগিল। গায়ক রেগেমেগে বলিলেন—"যাও তোমরা কি তামাসা পেলে?"
ক্রমশঃ অন্যান্য বাবুরা উপস্থিত হইলেন।
ক। কলেজে ও স্কুলে যে সকল বালকেরা ইংরাজী পড়িতেছে, তাহারা তোতা পাখী অথবা টিয়ে পাখীর ন্যায় বাঁধা গৎ "রাধাকৃষ্ট বল" পড়িতেছে, কেটে ছিঁড়ে উঠ্তে পারে না। মস্তিষ্কতে যাহা পূরিত তাহাই কায়ক্লেশে বাহির করে। তাহা দিগের বুদ্ধি ও বিজ্ঞান শক্তি ও অন্যান্য বৃত্তির চালনা অল্প ও ধর্মভাব সামান্য, অনেকেই নাস্তিক—অনেকে কমিটির মত গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মরা আস্তিকতার বৃদ্ধি করিয়াছেন বটে, কিন্তু আসল ধর্মভাব কোথায়? অনেক স্থলে নাম মাত্র। এই ধর্মভাবের বিরহে পরিবারের উন্নতি হইতেছে না। স্ত্রীশিক্ষা যাহা হইতেছে তাহা অনুকরণীয়। অন্তর ভাবের উদ্দীপন অল্প, বাহ্য পরিচ্ছেদ ও বাহ্য প্রণালীর জন্য অধিক আলোচনা। আর এক আক্ষেপের বিষয় এই সুশিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে সদ্ভাবের অধিক অভাব। তাহাদিগের মধ্যে একজন বিপদে পড়িলে কয়জন তাহার জন্যে কাতর হয় বা সাহায্য করে? এ বিষয়ে ইংরাজ জাতি ধন্য—একজন বিপদ বা ক্লেশে পতিত হইলে সমস্ত জাতি শুনিবামাত্র একমনা হইয়া তাহার সাহায্য করে। এতদ্দেশীয় লোকদিগের মধ্যে এস্থলে বরং অনেকে বিদ্বেষ প্রকাশ করে। এ পিশাচভাব ধর্ম অনুশীলন অভাবে হইতেছে। পূর্বে সুহৃদ্ভাব ও পরহিতভাব অধিক ছিল। তাহা এক্ষণে কোথায়? বাহ্য আড়ম্বরে অধিক অনুরাগ। পূর্বে সকলে গুরুজন ও প্রাচীনদিগকে অভিবাদন ও সম্মান করিত। এক্ষণে

ছোঁড়ারা এক নমস্কার ঠোকে—নমস্কার সমানে সমানে চলে। এটি অহংতত্বের চিহ্ন।

প্রত্যেক গ্রামে পূর্বে পঞ্চায়েত ছিল। তাহারা গ্রামের সকল কার্য উত্তমরূপে নির্বাহ করিত এবং তাহাদিগকে সকলে মান্য করিত। কাহার অপকার করিব না, যাহা যথার্থ তাহাই করিব ; এইভাবে সকলে যেন এক শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিত। এক্ষণে কোন কোন স্থানে মিউনিসিপেলিটিতে পূর্বের ভ্রাতৃবৎ ভাব জলাঞ্জলি হইয়াছে। পরাক্রম পাইয়া পরস্পর খোঁচাখুচি করে। ইহারা কি সুশিক্ষিত ব্যক্তি ?—তবে ধর্মভাব কোথায় ? বোধ হয়, পর্বতের গুহাতে লুকাইয়া রহিয়াছে। শিক্ষাতে ধর্মভাবের বড় আবশ্যক।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

ব্রাহ্মণীর সাংঘাতিক পীড়া।

তর্কালঙ্কার স্ত্রীকে অর্ধ অঙ্গ, অর্ধ প্রাণ, অর্ধ আত্মা দেখিতেন। তাঁহার সাংঘাতিক পীড়া হওয়ায় তিনি অন্ন জল ত্যাগ করিয়াছেন। কন্যা দিবারাত্রি মাতার শয্যার নিকট বসিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছেন। এদিকে বৈদ্যদিগের পরামর্শ, ঔষধির বিবেচনা ও রোগের মুহুর্মুহুঃ গতি নির্ণয় করার ত্রুটি কিঞ্চিন্মাত্র হইতেছে না। রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি, নাড়ীর দুর্বলতা ও শ্বাসের প্রারম্ভ। স্বামী কাতর ও অন্তরে দুঃখে মন্থিত। কন্যা শান্ত ও সমাহিত ; বৈদ্যরা বলিলেন, "এক্ষণে তীরস্থ করিবার সময়।" কন্যা খট্ট উপরি মাতাকে শয়ন করাইয়া গায়ত্রী পাঠ করিলেন, পরে পিতার চরণের ধূলি তাঁহার মস্তকে দিয়া কপালে সিন্দুরের রেখা স্বহস্তে বিলেপন করিলেন। ব্রাহ্মণী স্বামীকে সম্ভাষ করিয়া বলিলেন, "যদি আমার স্ত্রী-জন্ম হয়, তো আপনার ন্যায় ভর্তা যেন পাই।" ব্রাহ্মণ অতিশয় কাতর হইয়া জীবনহীন পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। কন্যা খট্ট ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন ও বলিলেন, "লাজ ছড়াইতে ছড়াইতে চল, মাতা দিব্যধামে গমন করিতেছেন। মণিকর্ণিকার ঘাটে আসিয়া দেখিলেন দিনমণি অস্তমিত হইতেছে, নানা বর্ণীয় আভা তাঁহার মাতার বদনোপরি পতিত—নয়ন ঊর্ধ্বদৃষ্টিতে পূর্ণ, এমত যে চমৎকার সূর্য-আভা অপেক্ষা তাঁহার জননীর যে আত্মার আভা তাহা যখন চক্ষু দিয়া বিনির্গত হইল, তাহা দেখিয়া নিকটস্থ যোগীরা বলিল, "মাই ! আনন্দভও জননী জ্যোতির্লোকে গ্যায়া।" অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিয়া কন্যা পিতার হস্তধারণপূর্বক বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন। সন্ধ্যা-আহ্নিক করিয়া দুহিতা পিতার নিকট জলযোগ আনিয়া দিলেন। পিতা বলিলেন,—"বৎস ! তিন

চারি দিন তুমি দিবারাত্রি বসিয়াছিলে, মুখেতে এক ফোটা জলও দেও নাই ; তুমি আহার করিলে আমি আহার করিব।" কন্যা বলিলেন, "আমি মাতৃহীনা, মাতার ঋণ কেহই কণামাত্র পরিশোধ করিতে পারে না। এক্ষণে আপনিই মাতা, আপনিই পিতা। আপনি আহার করিলে আমি প্রসাদ পাইব।"

সে রাত্রি মাতার চিন্তায় যাপিত হইল, প্রভাত হয় হয় এমত সময়ে মাতা আসিয়া কন্যার মুখচুম্বন করতঃ বলিতেছেন,—"বৎস! আমি উত্তম লোক পাইয়াছি—সে লোকে অনেক ধর্মপরায়ণা নারী ঈশ্বরকে জীবনের জীবন করিয়া নব জীবন যাপন করিতেছে। মা! আমি সুখে আছি। অল্পদিনের মধ্যে এই পরিবারে দুর্ঘটনা ঘটিবে, আপন পিতাকে শান্ত রাখিও।" আধ্যাত্মিকা স্বীয় আত্মা-আলোকের দ্বারা যে ঘটনা ঘটিবে তাহা অবগত হইয়া কৈবল্যাবস্থা অবলম্বন করিয়া থাকিলেন।

বৈকালে বিবি আসিয়া ব্রাহ্মণীর জন্য অনেক দুঃখ ও খেদ প্রকাশ করিলেন। আধ্যাত্মিকা বলিলেন—"ভগিনি! মস্তিষ্ক অধীন অবস্থাতেই পার্থিব ক্লেশ ও বৈকারিক যন্ত্রণা—মস্তিষ্কাতীত অবস্থাই মনন্মনী অবস্থা—ঐ অবস্থা শিব অবস্থা, অভয়, অশোক, সুখ দুঃখ সম, আশা নৈরাশ সম। ত্রিতাপ বা কোন তাপ থাকে না, অন্তর বাহির শান্ত—সমাহিত।" বিবির বদন এই উপদেশে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"গার্হস্থ্য, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থার কি কি উপযোগী কার্য?" আধ্যাত্মিকা বলিলেন, "আমাদিগের উন্নতির অনন্ত সোপান। এক এক সোপানে আরূঢ় হইলে অনন্ত ঊর্ধ্বগতি ক্রমশঃ দৃষ্ট হয়। গৃহ-আশ্রমে থাকিয়া শুদ্ধাচার অভ্যাস করিলে আত্মার উন্নতি কিঞ্চিৎ হইয়া থাকে। স্বামী, স্ত্রী, পিতাপুত্র, দুহিতা, পুত্রবধূ, জ্ঞাতি, কুটুম্ব প্রভৃতি সকলেই পরস্পর স্নেহশৃঙ্খলে আবদ্ধ। অনেক স্থলে কেহ পরবেদনায় পীড়িত হইয়া পরস্পর আনুকূল্য করে এবং এই অভ্যাসে কাহারও কাহারও চিত্ত এরূপ উন্নত হয় যে, সে অপরের জন্য কাতর হইয়া থাকে। এই গার্হস্থ্যভাব অন্যের প্রতি আনীত হইলে বিস্তীর্ণতা অথবা সামাজিক অবস্থা ধারণ করে ; কিন্তু নানাত্ব ও বহুত্ব প্রযুক্ত গৃহে ও সমাজে আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভ হয় না। ইহার জন্য নির্জনে বিশেষ অভ্যাস ও আরাধনা চাই। যে সকল অভ্যাসে আত্মতত্ত্ব লাভ হয়, গৃহে ও সমাজে বদ্ধ থাকিলে সে সকল অভ্যাস হয় না। আত্মতত্ত্ব না জানিলে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না, অতএব আত্মতত্ত্ব দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানকে লক্ষ্য করিয়া জীবন সেই দিকে নিয়োগ করিতে হইবে। আশ্রম লক্ষ্য নহে ব্রহ্মজ্ঞানই লক্ষ্য।" বিবি আনন্দচিত্তে বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

অশুভ সংবাদ।

কন্যা পিতার নিকট বাগানে বসিয়া রহিয়াছেন। ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক প্রকৃতি ও পুরুষ, সার ও অসার, সাকার ও নিরাকার, জড় ও অজড় এই সকল কথা লইয়া স্বীয় ভাব ব্যক্ত করিতেছেন। ইতিমধ্যে দুই জন পাইক চীৎকার করতঃ দৌড়িয়া আসিয়া বলিল, "মহাশয়! সর্বনাশ হইয়াছে।" তাহারা যে লিপি আনিয়াছিল তাহা তর্কালঙ্কারের হস্তে দিলে তাহার প্রত্যেক অক্ষর কন্যার অন্তর-গোচর হইল। ব্রাহ্মণ লিপি পাঠ করিয়া সাতিশয় ম্লান হইলেন। লিপির মর্ম এই যে, "সুন্দরবনের জমিদারী বানেতে প্লাবিত হইয়াছে। প্রজা সকলের গৃহ জলমগ্ন, গরু সকল মরিয়া গিয়াছে, ফসল একেবারে নষ্ট ও একটী প্রাণীও জমিদারিতে নাই—সিন্দুকে যে কয়েক হাজার টাকা ছিল, তাহা ডাকাইতে অপহরণ করিয়াছে—যে সকল প্রহরী ছিল তাহারা রুখিয়াছিল এজন্য অস্ত্রাঘাতে প্রাণবিয়োগ করিয়াছে। আমরা এক বৃক্ষের উপরে রহিয়াছিলাম, তিন দিনের পর দৈবযোগে এক শাল্‌তি পাইয়া এক দোকানে বসিয়া এই চিঠি লিখিতেছি।"

আধ্যাত্মিকা একজন চাকরকে কহিলেন, "এই দুই জন পাইককে আহার ও শয্যা দেও।"

তর্কালঙ্কার কন্যাকে বলিলেন, "বোধ হয় তোমার মাতা আমার লক্ষ্মী ছিলেন। এতদিন পায়ের উপর পা দিয়া স্বীয় প্রতাপে ও প্রতিদিন সদাব্রত করিয়া কাটাইয়াছি, এক্ষণে ভদ্রাসন ও বিষয়াদি বন্ধক দিতে হইবে। জমিদারির মাল-গুজারি মবলক টাকা ও জমিদারি দুরস্ত করিবার জন্য অনেক টাকা চাই।"

আধ্যাত্মিকা বলিলেন, "পিতঃ! আত্মার শান্তি রক্ষা করুন, অন্তর শান্ত থাকিলে বাহ্যপীড়ার ভয় নাই। আপনি সাক্ষাৎ ঋষি—বাহ্য অতীত, যিনি অন্তর্যামী অন্তরে শীতলতার জন্য তাঁহাকে ধ্যান করুন।" পিতা কন্যার মস্তকে হাত দিয়া আদর করিতে লাগিলেন ও অচিরাৎ শান্তিলাভ করিলেন। আত্মা প্রবল থাকিলে বাহ্য প্রেরণা মস্তিষ্কে অল্পকাল স্থায়ী হয়। পরে গৃহাদি বন্ধক দেওয়া হইল ও হাতকর্জা করিয়া জমিদারি দুরস্ত হইতে লাগিল

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

বড় গোলযোগ।

পৃথিবীতে দুই প্রকার লোক; এক প্রকার স্বর্গীয়, যাহারা পর বিপদ ও পর সম্পদে আত্ম-বিপদ ও আত্ম-সম্পদ জ্ঞান করে ও পরহিতার্থে প্রাণপণে চেষ্টা

করে ; আর এক প্রকার নারকীয়—যাহারা অন্যের বিপদ আপনাদিগের সম্পদ জ্ঞান করে ও পরের অহিতার্থে নানাপ্রকার চেষ্টা পায়, পর-প্রশংসায় জ্বলিয়া উঠে ও পরনিন্দা অতিশয় প্রিয় জ্ঞান করে। হাটে, মাঠে, ঘাটে, রাস্তায়, দোকানে ও বাজারে জনরব হইতে লাগিল, "হরদেব তর্কালঙ্কার গেলেন।" কেহ কহিতেছে, "যাবে না—জেতে বামুণ, ভিখারীর জাত, এত লম্বা চৌড়াই বা কেন? রোজ বাটীতে সদাব্রত,—তুই কেরে বাবু?" অন্য একজন বলিল, "খুব হয়েছে, বেটার একটা যোল বৎসরের মেয়ে, বিবাহ দিলে না, সেই পাপ এখন ভোগ করছে।" একজন ভদ্রলোক রোদন করিতে করিতে যাইতেছে, অন্য এক-জন আলাপী জিজ্ঞাসিল, "মহাশয় কি বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন?" সে ব্যক্তি বলি-লেন,—"হরদেবের বিপদেতেই আমার বিপদ। ঈশ্বর করুন যে তিনি এ বিপদ হইতে মুক্ত হউন। আমার হাতে অর্থ থাকিলে আমার সকল অর্থ তাঁহাকে দিতাম।"

মেয়েদিগের মধ্যেও এ বিষয় আন্দোলিত হইতে লাগিল।

নৃপবালা। "এই শুনিয়াছিলাম বামুণের মেয়ে নাকি বড় যোগিনী—কৈ বাপকে রক্ষা কর্‌তে পার্‌লে না?"

রাজবালা। "যা বরাবর হচ্চে তাই ভাল, ছেলেবেলা যমপুকুর, সেঁজুতি, পঞ্চমী ও অন্যান্য ব্রত কিছুই কর্‌লে না। ওমা! বই পড়ে ও চোক বুঝ্‌লে কি হবে?"

মনোরমা। "ওগো তোমরা সে মেয়েমানুষটীকে দেখ নাই, কেন মিছি মিছি বাক্‌চাতুরী কর্‌ছ? তাকে দেখ্‌লে পুণ্য হয় আর পার্থিব শুভাশুভ কি কারো হাতে? তর্কালঙ্কারের দুঃখের কথা শুনিয়া সমস্ত রাত্র কাঁদিয়াছি, পতিকে বলি-লাম, আমার যে গহনা আছে তাহা বিক্রয় করিয়া সেই সাধু ধর্মপরায়ণ ব্যক্তির দুঃখ মোচনার্থে লইয়া যাও"

স্বামী বলিলেন,—"তোমার চিত্ত উচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু আমার নিকট হইতে তর্কালঙ্কার দান গ্রহণ করিবেন না।"

তিন বৎসর গত হইল, জমিদারির আয় বন্ধ। স্থিতিধন কিছু নাই। তৈজসপত্র ও অলঙ্কারাদি যাহা ছিল, তাহা ক্রমশঃ বিক্রয় হইল, কলসীর জল গড়াইতে গড়াইতে ফুরাইয়া যায়। ব্যয় ক্লেশে নির্বাহ হইতে লাগিল। অন্যকে অন্ন বস্ত্র দেওয়া দূরে থাকুক, আপনাদিগের দিন যাওয়া ভার। সিংহ পতিত না হইলে শৃগাল পদাঘাত করে না, পদস্থ ব্যক্তি অপদস্থ না হইলে, গঞ্জনাপাত্র হয় না। বাটী-বন্ধক ওয়ালা ও খতি পাওনা-ওয়ালারা আপন আপন টাকার জন্য তর্কা-লঙ্কারকে পীড়ন করিতে লাগিল। সর্বত্রে তাঁহার গ্লানি ও অধার্মিকতা ঘোষিত

হইল। টাকা না দিতে পারাতে পাওনাওয়ালাদের মনে রাগ ও দ্বেষ জন্মিল। তাঁহার নিকট কেহ কেহ আত্মীয়ভাবে এই সকল অপ্রিয় কথা ব্যক্ত করে। পিতা ও কন্যা তাহা শুনিয়া বলেন, "যদবধি আত্মা প্রকৃতিশূন্য না হয়, তদবধি তমস্ অতীত হওয়া যায় না, অতএব এই নিন্দা তুমি যাহা বল ইহাকে আমরা চেতনা বলি। যাঁহারা আমাদিগকে এরূপ নিন্দা দ্বারা চেতনা দেন জগদীশ তাঁহাদিগের মঙ্গল করুন। এই পরীক্ষা হিতজনক।" একজন চিড়চিড়ে পাওনা-ওয়ালা অন্যান্য পাওনাওয়ালাদিগের নিকট হইতে রাগ ও ঈর্ষা সংগ্রহ করতঃ ফটাস্ ফটাস্ করিয়া উপস্থিত হইলেন। "কোথা গো তর্কালঙ্কার? শেষটা খুব চলালে। আপনার বিষয় বিভব লুকিয়ে এখন আমাদিগের ফাঁকি দিতে চাহ। একদিকে ধর্মের ছালা, আর একদিকে দিনে ডাকাতি! গলায়দড়ে জাতিই অন্ত্যজ। কিছু যে বল্‌ছ না?" পিতা ও কন্যা এই সকল নিন্দাতে আপন আপন আত্মার অশান্তভাব হয় কি না তাহা নিরীক্ষণ করিতেছেন। অবশেষে তাঁহারা বলিলেন, "ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন বাহ্য ঝটিকার ঔষধি সহিষ্ণুতা।"

চিড়চিড়ে ব্যক্তি কিছু আশ্চর্য হইল, অনেক গালমন্দ দিলাম তবুও শান্ত। একটু নরম হইয়া—"এক ছিলিম তামাক আনাও। মেয়ের বিয়ের কি কর্‌লে?" কন্যার দিকে চেয়ে "কেমন গো বে কর্‌তে ইচ্ছা হয় না?" কন্যা, না রাম, না গঙ্গা—মৃদু হাস্যান্বিত হইয়া থাকিলেন।

বলরাম আসিয়া উপস্থিত, বলরামবাবুর সহিত তর্কালঙ্কারের অতিশয় সৌহৃদ্য ছিল, কেবল পাকপৈতার ভেদ। বলরাম তর্কালঙ্কারের নিকট অনেক প্রকারে উপকৃত ও তাঁহার অনাটন শুনিয়া কিছু টাকা কর্জ দিয়াছিলেন, সেই টাকা না পাওয়াতে নানা লোকের প্রমুখাৎ শুনিলেন, তর্কালঙ্কার টাকা লুকাইয়া রাখিয়াছে কাহাকেও দিবে না। মনেতে রাগের উগ্রতা জন্মিয়াছিল, তাহা প্রবলবেগে নিক্ষিপ্ত হইল। পিতা ও কন্যা বায়ুশূন্য প্রদীপের ন্যায় শান্ত হইয়া থাকিলেন। বলরাম বলিলেন, "এ জোয়াচুরির তুলনা নাই।" এই কথোপকথন হইতেছে ইত্যবসরে হেমেন্দ্রবাবু আসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন—বলিলেন, "তর্কালঙ্কার মহাশয়! আপনাকে কখন দেখি নাই, আপনকার সচ্চরিত্র, সৎকার্য ও আপনার কন্যার দেবপ্রকৃতি শুনিয়া আপনাকে আমি পাঁচ হাজার টাকা কর্জ দিয়াছিলাম, আপনি যে এ টাকা দিতে পারেন এমত বোধ হয় না। আমার অতিশয় আনন্দ যে এ টাকা আপনার অভাব মোচনার্থ প্রদত্ত হইয়াছে, আপনাকে দেওয়া ও ঈশ্বরের কার্যে দেওয়া সমান। এক্ষণে আপনার খত আমি ছিঁড়িয়া ফেলিতেছি," এই বলিয়া খত ফড়্ ফড়্ করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। নিগ্রহ ও অনুগ্রহ দুই

অবস্থাতেই পিতা কন্যা সমভাবে থাকিলেন। চিড়চিড়ে ও বলরাম কিঞ্চিৎ অন্যমনা হইলেন, কিঞ্চিৎ চৈতন্য পাইয়া বলিলেন, "তর্কালঙ্কার ভাই! কিছু মনে করিও না কাযটা ভাল হয় নাই। এখন দেখিতেছি, যে পর্যন্ত মনুষ্য লোভ, রাগ বা অন্য কোন রিপুঅধীন থাকে সে পর্যন্ত সে সকলই করিতে পারে। এই তর্কালঙ্কার দেবতাতুল্য মনুষ্য—ইহাঁকে কি না বলিলাম, ছার টাকাই পৃথিবীর ঈশ্বর!"

বিংশ পরিচ্ছেদ

পিতার জমিদারিতে গমন—কন্যা কিরূপ থাকিতেন।

ঝটিকা অষ্টপ্রহর বহে না, জোয়ার দিবারাত্রি থাকে না, বর্ষণ অবিশ্রান্ত হয় না। নিন্দা গেল, অপবাদ গ্লানি কিয়ৎকাল নিক্ষিপ্ত হওয়াতে তেজোহীন হইতে লাগিল। তর্কালঙ্কার কন্যাকে বলিলেন—"মা যদিও এক্ষণে পাওনা-ওয়ালারা কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়াছে তথাচ আমার কর্তব্য যে তাহাদিগের ঋণ যত শীঘ্র পারি তত শীঘ্র পরিশোধ করি। একারণ আমি স্বয়ং জমিদারিতে যাইয়া আপন চক্ষে সব দেখিয়া অপর ব্যয় নিবারণ করিতে চাহি।" কন্যা সম্মত হইলেন, যাওন-কালীন পিতা কিঞ্চিৎ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কন্যা কহিলেন—"পিতঃ! আমি জানি আমি আপনকার অতিশয় স্নেহের পাত্রী কিন্তু আমার জন্য চিন্তিত হইবেন না। আমি ধ্যানযোগেতে সময় ক্ষেপণ করিব।"

তর্কালঙ্কার জমিদারিতে যাত্রা করিলে তাঁহার কন্যা পূর্বাপেক্ষা আরাধনা ও ধ্যানযোগ অধিক করিতে লাগিলেন। এক্ষণে অর্থহীনা হইয়া ভাবিলেন, যে নিষ্কাম কার্য বিনা অর্থতেও হয়। শুদ্ধভাব নানা প্রকারে অভ্যাসিত হয়। শুদ্ধ বাসনায় হয়—শুদ্ধ উপদেশে হয়—শুদ্ধ কার্যে হয়। যে সকল দরিদ্রলোক বাটীর নিকটে থাকিত তাহাদিগের কুটীরে যাইয়া যাহার যে কার্যের আবশ্যক হইত তাহা করিতেন। কাহাকে রন্ধন করিয়া দিতেন, কাহার কাপড় বিছানা সেলাই করিয়া দিতেন, কাহার শিশুকে ক্রোড়ে লইতেন, রোদন করিলে মুখচুম্বনে ও স্নেহেতে শান্ত করাইতেন। সকলে বলিত, "মা লক্ষ্মী তোমার দেবস্বভাব দেখিয়া আমরা চমৎকৃত।" অনাটন ও অর্থাভাব জন্য চাকর দাসী দ্বারবানেরা সকলে ক্রমে ক্রমে প্রস্থান করিল। একজন প্রাচীনা দাসী যে আধ্যাত্মিকাকে জন্মাবধি কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিল সে বলিল—"মা! আমি তোমার নিকট হইতে কোথায় যাইতে পারি না, তুমি আমার সর্বস্ব।" এই বলিয়া আধ্যাত্মি-কার গলা জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। নিকটস্থ দুঃখী দরিদ্র লোকদিগের স্ত্রীলো-

কেরা আধ্যাত্মিকার নিকটে সর্বদা আসিত—তাঁহার মুখ দৃষ্টি করিলে তাহাদিগের দরিদ্রতা দূরে যাইত—তাহাদিগের তাপিত হৃদয় সান্ত্বনা-বারিতে সিক্ত হইত। তাহারা বলিল—"মা! আমাদিগের বড় সৌভাগ্য যদি আপনার পাদপদ্মে হাত দিতে পারি, আপনার সেবা করিতে পারি।" আধ্যাত্মিকা কহিলেন,—"বাছা তোমরা নানা ক্লেশে আছ, আপন আপন পতিপুত্রের ও ছেলেপুলের কার্য কর। আমার দাসদাসীর প্রয়োজন নাই। ঈশ্বর আমাকে অন্তরে স্বাধীন করিয়াছেন, আমার আহার নিরাহার, নিদ্রা ও জাগরণ সমান।"

একবিংশ পরিচ্ছেদ

তর্কালঙ্কারের কলিকাতায় ভজহরিবাবুর বাটীতে গমন।

তর্কালঙ্কার কলিকাতায় আসিয়া দেখিলেন যে, এ আর সে কলিকাতা নহে; নূতন নূতন রাস্তা, নূতন নূতন ঘাট, নূতন নূতন বাটী। অনেক প্রাচীন বাটী ভগ্ন। অনেক নূতন ইংরাজি রকমে নির্মিত। সকল স্থানেই বিদ্যার অনুশীলন, ধর্মের চর্চা। কেহ হিন্দুধর্মে আক্রমণ করিতেছে, কেহ খ্রীষ্টীয়ান ধর্মের দোষারোপ করিতেছে, কেহ ব্রাহ্মধর্মের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছে। কেহ কোন বিদ্যা ও কোন ধর্মেতে মনোনিবেশ না করিয়া বোতলের জোরে একেবারে বুঁদ হইয়া ব্যোমে উড্ডীয়ন করতঃ ভবনদী পার হইতেছে। তর্কালঙ্কার ভাবিতেছেন, কোথায় যাই, সহরে থাকিতে গেলেই অনেক ব্যয় অথচ কিছু সম্বল নাই। ভজহরিবাবু এককালে আমার বড় বন্ধু ছিলেন, কিন্তু তখন আমি বিষয়াপন্ন ছিলাম। যাহাহোক দেখা যাউক; পথে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"অহে ভাই, ভজহরিবাবুর বাটী কোথা?" "আজ্ঞা, ঐ যে ভাঙ্গা মন্দিরটি দেখিতেছেন, উহার পশ্চিমে।" আস্তে আস্তে তর্কালঙ্কার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভজহরি নাকে চস্‌মা দিয়া পঞ্জিকা দেখিতেছিলেন। নিকটে ব্রাহ্মণ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে?" তর্কালঙ্কার উত্তর করিলেন, "আজ্ঞা, আমার নাম অমুক, আমার ধাম বারাণসী।" নিরীক্ষণ করতঃ কহিলেন, "বোধ হয় আপনাকে চিনি।"

"আজ্ঞা, আমি পরিচিত, একত্রে পড়া ও আপনকার সঙ্গে কিছু বিষয়কর্ম হইয়াছিল।" "আচ্ছা বসুন, সব মঙ্গল তো?"

"আজ্ঞা, ভগবান যে অবস্থায় রাখেন তাহাই মঙ্গল।"

"অদ্য এখানে থাকা হবে তো? তা হ'লে পাকশাকের উদ্যোগ করুন। স্নান হয়েছে?"—"আজ্ঞা, হাঁ।"

"অরে হরে, ভট্‌চাজ্‌ মহাশয়ের পাকশাকের জিনিস্‌ এনে দে।"

হরি। "যে আজ্ঞা।"

কর্তা বাটীর ভিতর গমন করিলে, হরি চাকর আসিয়া বলিল,—"দেখিতেছি আপনি ঋষিতুল্য লোক আপনার খাদ্য আমি কি আনিব, উপস্থিত আদ কুন্‌কে মোটা চাউল, মুটখানেক ডাউল, একটা বেগুন, একপলা তেল ও দুখানা চেলা কাঠ। বাবু বড় কষা, ভাঁড়ারের চাবি আপনার হস্তে, জিনিসপত্র মেপে লন ও মেপে দেন। সকলের আহার হইলে পান্তা ভাতের হিসাব রাখেন। বাজার আপনি করেন, কাহারও প্রতি বিশ্বাস নাই। পরিবারেরা ছেঁড়া কাপড় দেখালে নূতন কাপড় পায়। হিসাবপত্র সব তুলটের কাগজে লেখা হয়। বাপ মার শ্রাদ্ধ পুরোহিতের সঙ্গে চুক্তি ফুরান। পূজা আহ্নিক, কিছুমাত্র নাই। ঈশ্বরের নাম কখন লন না। দুর্গোৎসব বন্ধ করিতে পারেন না; কেবল পাঁড় শসা, বরবটী কলাই, রসকারা ও পক্কান্নতে সারেন। ছেলেদের বলেন, 'যা রেখে গেলুম পায়ের উপর পা দিয়া খাবে কিন্তু খবরদার খবরদার লোহার সিন্দুকের কাছ ছাড়া হইও না, ধন থাকিলে সব পাওয়া যায়।' আমি একটা কথা বলে যাই আমাকে যখন গঙ্গাযাত্রা করিবে রূপার হুঁকা সঙ্গে লইয়া যাইও না, কারণ অন্তরজলির গোলে চোরের পৌষমাস'।"

এই সকল শুনিয়া তর্কালঙ্কার স্তব্ধ হইয়া থাকিলেন, ও রন্ধন না করিয়া এক পয়সার চিনি আনিয়া পানা করিয়া খাইলেন।

বৈকালে বাবু গদিতে শয়ন করিয়া আলবোলার নল ভড়র ভড়র ফুঁকতেন। তর্কালঙ্কার বিদায় লইলেন ও বাবু আলবোলার নল নাকের উপর ঠেকাইলেন। আপনা আপনি বলিতেছেন, "এ পাপ গেল বাঁচা গেল, থাকিলেই একটা দায়ে ফেলিত। ওর ভাঁয়োরে বুঝিয়াছিলাম, একটা দাও পেঁচ আছে।"

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

নির্মলবাবুর বদান্যতা ও তর্কালঙ্কারের জমিদারীতে গমন মৃত্যু।

তর্কালঙ্কার পথিমধ্যে ভাবিতেছেন, কোথায় যাই। বিমলবাবুর পুত্র নির্মলবাবু শুনেছি বড় ধার্মিক, তাঁহার নিকট যাওয়া যাউক। নির্মলবাবু তর্কালঙ্কারকে দেখিবামাত্রেই সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত হইলেন, ও বলিলেন,—

"'অদ্য মে সফলং জন্ম, অদ্য মে সফলা গতিঃ;' কি নিমিত্তে এ নরাধমের দেব-দর্শন হইল?" তর্কালঙ্কার আপন বৃত্তান্ত আনুপূর্বিক বলিলেন। নির্মল মুগ্ধ হইয়া কাতরে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাশয়ের কত টাকার প্রয়োজন?" তর্কালঙ্কার অতিশয় কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন,—"দুই হাজার

টাকা হইলে বোধ হয় কার্য সমাহিত হইতে পারে।" নির্মল বাক্স খুলিয়া তৎক্ষণাৎ দুইহাজার টাকা দিলেন ও বলিলেন,—"টাকা ঋণ জ্ঞান করিবেন না, যাহার উচ্চ চিত্ত তাহার নিকট জগৎ ঋণী। এ টাকা আমার নয়, ইহা আপনার, আরও টাকার প্রয়োজন যদি হয়, তবে আমাকে জানাইবেন। আপনাকে সাহায্য করিতে আমার অসীম আনন্দ।" নির্মলবাবুর নিকটে তর্কালঙ্কার কৃতজ্ঞতা প্রকাশপূর্বক বিদায় লইয়া জমিদারীতে উত্তীর্ণ হইলেন। দেখিলেন, সমস্ত ভূমি ধূ ধূ করিতেছে, এক গাছি তৃণ নাই, বাঁধ বাঁধার লোক পাওয়া ভার, এক দিক্ বাঁধা হইতেছে, আবার ধস্কিয়া যাইতেছে, দাদনও আগামি দিয়া প্রজা বিলি হইতেছে, তথাচ তাহারা আসিতে অনিচ্ছুক। কালেতে জমি উর্বরা হইবে এক্ষণে গিরে থেকে খাজানা দিতে হইবে। জমি একবার ধসে গেলে ব্যাপক কালে সংশোধিত হয়। অসুবিধাতে অনেক গোলযোগ, অনেক ধর্মঘট, মন্দ বাতাসই প্রবল, ভাল বাতাস দিবার লোক অল্প। আজ যে নূতন মণ্ডল হয় সে কাল ভেগে যায়। সকলে বলাবলি করে এক জায়গায় আছি সেখান হইতে কেন আসিব? এ জমিতে ফসল করা কালঘাম ছুটবে। নায়েব বলিব,—"মহাশয় আমরা বলহীন যে জমি বিলি করিতে গেলে পঞ্চাশ জন উচ্চ পাটাসেলামি দিত, এক্ষণে সে জমি কাহাকেও গতাইতে পারি না। লোভপ্রদর্শন না করাইলে জমি বিলি হইবে না। এক্ষণে টাকা ছাড়ুন বা খাজনার বিবেচনা করুন, দুয়ের একটা না হইলে বিলির পক্ষে বিলক্ষণ ব্যাঘাত।" নায়েব আদেশ পাইয়া কার্য আরম্ভ করিল, ও বাঁধও মেরামত হইতে লাগিল। তর্কালঙ্কার অনাহারে লবণাক্ত জল খাওয়াতে অত্যন্ত ক্লেশে ও জ্বরে আক্রান্ত হইলেন। সেখানে বৈদ্য নাই, সুতরাং পীড়া বৃদ্ধি হইল ও যখন তনু শীর্ণ হইল তখন আপন সূক্ষ্ম শরীরের চক্ষু দিয়া আপন বনিতাকে দেখিতে পাইলেন, তৎক্ষণাৎ সকল যন্ত্রণা তিরোহিত হইল, ও দুই জনে যেন একত্রিত হইয়া ঈশ্বরধ্যান করিলেন, পরে শরীর হইতে আত্মা ব্রাহ্মণীর সহিত মিলিত হইয়া ভবপার হইল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

তর্কালঙ্কারের মৃত্যুসংবাদ।

মৃত্যুসংবাদ তীরের ন্যায় বেগে গমন করে। মৃত্যুসংবাদ প্রায় মিথ্যা হয় না। কাশীতে কেহ কেহ পত্রের দ্বারা এই সমাচার প্রাপ্ত হইল, ক্রমশঃ কন্যার কাণে উঠিল। কন্যা আপন আত্ম-চক্ষুতে দেখিলেন যে, অমুক তারিখে বেলা দুই

প্রহরের সময় পিতাঠাকুর প্রাণত্যাগ করিয়াছেন ও তাঁহার বিয়োগের অগ্রে মাতা আসিয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছেন। পিতামাতা যে লোক প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাও দৃষ্ট হইল। পৃথিবীর অতি উচ্চ অবস্থা সে লোকের সহিত তুলনা হয়। এদিকে আধ্যাত্মিকার জন্য অনেক স্ত্রীলোক কাতর হইয়া আস্তে ব্যস্তে ধাবমান হইল। কিন্তু আধ্যাত্মিকা খেদান্বিত নহেন, দুঃখান্বিত নহেন, শোকান্বিত নহেন; শান্তা, ধ্যানযুক্তা, আধ্যাত্মিকা হইয়া বসিয়া আছেন। সকল স্ত্রীলোক মনে করিল, ইহাতে মানব-প্রকৃতি শূন্য, ইহার প্রকৃতি দেব-প্রকৃতি। শিবালয়ে, দেবালয়ে, টোলে, কার্যালয়ে, বৈঠকখানায়, দরিদ্র-কুটীরে হাহাকার শব্দ হইতেছে। সকলেই বলিতেছে, "আহা এমত মহাত্মা দেখা যায় নাই, তাঁহার এত অসীম পুণ্য না হইলে এমত দেবভাবপূর্ণা কন্যা কেন হইবে?" লোভাক্রান্ত হিংসাক্রান্ত ও তমোযুক্ত লোকেরা প্রকারান্তরে নিন্দা করিতেছেন —"হাঁ, লোক ছিলেন ভাল বটে, কিন্তু বাহিরে যত ভিতরে সেরূপ ছিলেন না। অনেককে ফাঁকি দিলেন কেন? ধর্মের ছালা বাঁধলেই তো হয় না, কার্যে সাফ চাই।" একজন স্পষ্টবক্তা বলিল, "যে সকল লোক নারকী তাহারা নারকীয় চর্চা লইয়া কালযাপন করে। স্বর্গীয় মহাত্মাদিগের নিন্দা অবশ্যই করিবে। উদারচিত্ত ও যথার্থ ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিরা আত্ম-দোষই শোধন করে—আত্ম-উন্নতিই সাধন করে, পরগ্লানি করে না, পর-ছিদ্র অনুসন্ধান করে না। পার্থিব ও জঘন্য চিন্তা-অতীত ব্যক্তিরা দোষ দেখিলে নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া নিন্দাকরণের যথার্থ কারণ নির্ণয় করে। স্বর্গীয় লোক একপথে চলেন ও নারকীয় লোক আর এক পথ অবলম্বন করে।" একজন বলিল, "সে সব কেতাবি কথা, আমরা স্পষ্টবক্তা, আমরা দোষ গুণ বলি, আমরা কার খাতির রাখি না।" আর একজন বলিল, "মেয়েটার দশা কি হইল, ওর বা কে একটা ঘর বর দেখে দেয়, এর পর কি ব্যভিচারদোষ ঘট্‌বে?"

বঙ্কিমচন্দ্র চূড়ামণি বলিলেন, "অসার ব্যক্তিরা অসার কথা লইয়া কালযাপন করে। যাঁহারা সারত্ব পাইয়াছেন তাঁহারা অসার ও পার্থিব অনুশীলন করেন না। ব্যর্থ অলীক পরহিত ব্যতিরেকে পরহানি-জনক কথা তাঁহাদিগের মুখ হইতে বাহির হয় না। এমন এমন লোক আছে, যে ধর্ম ও নাম অবলম্বন করতঃ বাহিরে উচ্চতা দেখাইয়া অন্তরের নরক প্রকাশ করে। অদ্ভুত জগৎ! মনের বিচিত্র গতি, মনস্মনী না হইলে ঘোর বিপদ। সংসার-অর্ণবের ঝটিকার বেগ ধারণ কে করিতে পারে?"

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

বিবির সহিত আত্মসম্বন্ধীয় কথা।

আধ্যাত্মিকার পিতার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া বিবি দুঃখিত হইয়া তাঁহার সমীপে আসিলেন। বিবি অতি কাতরা, বাষ্পে চক্ষু পূর্ণ, নয়নের নীর এক একবার উচ্ছলিত হইতেছে। একটু সম্বরিয়া তিনি বলিলেন, "ভগিনি! তোমার দুঃখে আমি বড় দুঃখিতা হইয়াছি। মাতা গেলেন—পিতা গেলেন। এক একবার মনে হয়, যে তুমি বিবাহিতা হইলে স্বামীর মধুময় স্নেহে সান্ত্বনা পাইতে। কিন্তু তুমি আমাদিগের দেশীয় নন্‌দিগের * ন্যায় অপার্থিব জীবন ধারণ করিয়াছ।"

আধ্যাত্মিকা বলিলেন, "আপনার কাতরতা দেখিয়া আমার এই জ্ঞান হইতেছে, যে যদ্যপি আমার প্রিয়তমা সহোদরা থাকিতেন তাঁহার হৃদয় আপনার হৃদয় অপেক্ষা করুণভাবে বিগলিত হইত না। আপনি স্বামীর বিষয় যাহা বলিলেন তাহা যথার্থ বটে, স্ত্রীলোকের সৎস্বামী অমূল্য ধন; সম্পদে, বিপদে, দুঃখে সুখে দুই জনের একই প্রাণ, একই আত্মা, বিশেষতঃ ঈশ্বর-আরাধনায় দুই চিত্ত এক শৃঙ্খলে বদ্ধ হইলে ঐ সাধনা উচ্চ প্রকারে সাধিত হয়; কিন্তু আত্মজ্ঞান লাভ হইলে কাহারও সঙ্গ আবশ্যক হয় না। তখন আত্মা ধ্যানানন্দ-অমৃতপান পূর্বক ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করে। এ গার্হস্থ্য ও সামাজিক অবস্থার ব্রহ্মসঙ্গ ব্যতিরেকে আর কাহার সঙ্গ আবশ্যক হয় না।"

বিবি বলিলেন,—"দিদি আমি সে অবস্থা প্রাপ্ত হই নাই, এজন্য সে আলোকরহিত হে জগদীশ্বর! এ আলোক কৃপা করিয়া আমাকে প্রদান করুন। আমাদিগের ধর্ম্ম শাস্ত্রে লেখে যে ঈশ্বর যাহাকে ভালবাসেন, তাহাকেই আঘাত দেন; কারণ ঐ আঘাতে আঘাতিত ব্যক্তি সংশোধিত হয়।"

আধ্যাত্মিকা,—"একথাটি সত্য বটে। যে সকল আঘাতদণ্ড বিপদস্বরূপ প্রেরিত হয়, তাহা দুঃখদায়ক বটে। কিন্তু ঐ দুঃখতে চিত্তের উন্নতি ও ঈশ্বরজ্ঞানের বৃদ্ধি। যে পর্যন্ত আমরা মস্তিষ্কের অধীন সে পর্যন্ত সুখদুঃখ আশা, নৈরাশ অবস্থা। মস্তিষ্ক-অতীত অর্থাৎ মনন্মনী অর্থাৎ আত্মরাজ্যে স্থায়ী হইলে 'অদুঃখং অসুখং অশোকং অভয়ং'—কেবল একই ভাব—চিদানন্দরূপ 'শিবোঽহং শিবোঽহং'—বাহ্য অন্তর সকলই শিবময় বোধ হয়।" বিবি স্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন ও আধ্যাত্মিকাকে বার বার চুম্বন করিলেন।

---

* যাহারা "রোমান ক্যাথলিক" ধর্ম্ম অবলম্বন করে, তাহাদিগের নন্‌নামে স্ত্রীলোকেরা আমরণ অবিবাহিত থাকে, তাহারা কেবল আরাধনা ও পরের হিতজনক কার্যে জীবনযাপন করে।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

স্ত্রীশিক্ষা।

বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের অনতিদূরে একজন ভদ্রলোকের বাটী। প্রাতে একজন বৈরাগী গাত্রোত্থান করিবামাত্রেই ভৈরোঁ রাগে এই গানটি গাইতেন,—

"হর পঞ্চানন পিনাকপাণে হে,
ত্রাহি ত্রাহি, এ অভাজন হে।"

অনেকেই তাহার স্তোত্র শুনিতে আকাঙ্ক্ষিত হইয়া থাকিত। এই গানটি যেন ধর্ম চেতনার উদ্বোধক হইত। ঐ বাটীর গেহিনী অতি মিষ্টভাষিণী, প্রণয়নী ও ধর্ম-অনুশীলন-আকাঙ্ক্ষিণী। সন্ধ্যার পর পল্লীস্থ স্ত্রীলোকগণ তাঁহার নিকট আসিত। অধিক রাত্রি পর্যন্ত থাকিয়া সদালাপে ও সৎ-চর্চায় আত্মোন্নতি করিত। এই অনুশীলনের মূল আধ্যাত্মিকা। যে একবার তাঁহাকে দেখিয়াছে ও তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছে সে সর্বদা ভাবিত, এই রমণী সর্বপ্রকারে উচ্চ কিরূপে হইল। এ প্রসঙ্গ ঐ ভদ্রলোকের বাটীতে উপস্থিত হইলে, গেহিনী বলিলেন, "ইটি পূর্ব-জন্মের সুকৃতি। লেখাপড়া অনেকে শিখে বটে, কিন্তু লেখাপড়া শিখিলেই সর্ব-প্রকারে শ্রেষ্ঠ হয় না। পূর্বকালের স্ত্রীলোকদিগের চরিত্র স্মরণ কর। না, তাঁহারা উচ্চতার জন্য বিখ্যাত হইয়াছিলেন। অনেকের পার্থিব বাসনা ছিল না, সাবিত্রী উপাখ্যান মনে কর। বোধ হয় তাঁহার তুল্য রমণী দেখা যায় না। বিধবা হইব, তাহাতে কিছুমাত্র ভয় নাই। শ্বশুর দুঃখী, স্বামী দুঃখী, তাহা কিছুই নিবৃত্তির কারণ নহে—অমূল্য বস্তু ও অলঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া বল্কল পরিধান সামান্য জ্ঞান করিয়াছিলেন। একই চিত্ত, যাহাকে পতি বলিয়া বরণ করিয়াছি তাহা-কেই বিবাহ করিব, তিনি জীবিত থাকিলেও পতি, মরিলেও পতি। ইন্দ্রিয়-সুখার্থে পূর্বকালে স্ত্রীলোকেরা পতিগ্রহণ করিতেন না। পতিগ্রহণের তাৎপর্য যে, পতিতে ঔপাধিক প্রেম ক্রমশঃ বিশুদ্ধ হইয়া নিরুপাধিক অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জ্ঞান ধারণ করিবে। ঐ পতিবিয়োগের পর ব্রহ্মচর্য। কেবল লেখাপড়া শিখিলে তোতাপাখী অথবা রাধাকৃষ্ণ বল এই হয়। আধ্যাত্মিক শিক্ষা না হইলে শিক্ষা হয় না। কিন্তু সমাজার্থে শিক্ষা প্রয়োজন, এজন্য দশ রকম শিখিতে হয়।"

হেমলতা। "সে দশ রকম ল'য়ে আমরা কি করিব? আধ্যাত্মিকাকে দেখিয়া বোধ হয় বাহ্য চটক কিছুই চাহি না; সামাজিক নৈপুণ্য ইংরাজি-অনুকরণ। পূর্বকালে স্ত্রীলোকেরা সমাজে যাইতেন বটে, কিন্তু গৃহে তাঁহারা অধিক কার্য করিতেন। আমাদিগের পূজা আহ্নিকে অনেকক্ষণ যায়। সংসারের কার্য আছে, আয় ব্যয় দেখিতে হয়, বাটীতে কাহার রোগ হইলে তাহাকে শুশ্রূষা করিতে

হয়। পল্লীতে কাহার পীড়া, দুঃখ ও শোক উপস্থিত হইলে তাহার তত্ত্ব লইতে হয়। আমরা সালঙ্কৃতা হইয়া সমাজে কখন যাইব? স্বামী ব্রহ্মমন্দিরে আমাকে লইয়া যাইতে প্রস্তাব করিলেন। আমি বলিলাম, সমাজে যাওয়া অপেক্ষা ব্রহ্মমন্দিরে যাওয়া উত্তম বটে, কিন্তু আধ্যাত্মিকার শিক্ষা এই যে, প্রকৃত ব্রহ্মমন্দির আত্মা, অতএব সেই মন্দির পাইবার জন্য আমি নির্জনে উপাসনা করি। সাধক নানাশ্রেণীয়, আমি একাকিনী; অথবা পতির সহিত উপাসনা করিলে আনন্দ লাভ করি।"

পদ্মাবতী। "কেন ভাই পতি যদি নানাস্থানে লইয়া যাইতে চান তবে যাইব না কেন? নূতন নূতন লোক, নূতন নূতন আলাপ ও অনুশীলন, নূতন নূতন দ্রব্য দেখা ও অনুসন্ধান করা, আপন বাক্যকে মিষ্ট করা, জ্ঞানকে উচ্চ করা—এ সব কিছুই নয়?"

কুরঙ্গনয়নী। "যে স্থানে গমন করিলে ভদ্র আলাপ ও চিত্তের উৎকর্ষ হয়, সেখানে যাওয়া বিধেয়; কিন্তু হট্টগোলে যাওয়া উচিত নহে। কি জন্য সময় বৃথা যাপন করিব। এইখানে যেরূপ আমাদিগের আলাপ হইতেছে ইহাকেই সামাজিক কেন না বল? সে যাহা হউক, আধ্যাত্মিকা ত সমাজে যান না। তিনি সামাজিক শিক্ষাতে কিছুই মন দেন নাই। যে শিক্ষা ও অভ্যাস তিনি করিয়াছেন, তাহার অন্তর্গত সকল শিক্ষা। তিনি গৃহরুদ্ধ নহেন—যে মনে করে সে তাঁহার নিকট যাইতে পারে ও তাঁহার নিকট শিক্ষার্থে ছোট বড় এত লোক গমন করে, যে তাঁহার বাটীতে প্রতিদিন সমাজ হইতেছে।"

হেমলতা। "তাঁর কথা ছেড়ে দেও। তাঁহার একই লক্ষ্য—একই মতি, একই অভ্যাস, একই কার্য। যে জন পারলৌকিক অনন্ত সমাজ অহরহঃ চিন্তা করে, ও উচ্চ অশরীর আত্মার ন্যায় জীবন ধারণ করে, তাঁহাকে ঐহিক সমাজের চিন্তা করিতে হয় না। ঐহিক সমাজ আপনা আপনি তাঁহার অধীন হইয়া পড়ে।"

পদ্মাবতী। "কিন্তু আমাদিগের তত উচ্চ অবস্থা হয় নাই, সুতরাং আমাদিগকে পাঁচফুলে সাজি ও দশ কর্মান্বিত হইতে হইবে। আমাদিগের গৃহ চাই, সমাজ চাই ও পরকাল চাই।"

হেমলতা। "ওগো ঠাকরুণ! তুমি দুই নৌকায় পা দিয়া থাকিবে, এটি যে ভাই হয় না। আমাদিগের শিক্ষা ঈশ্বর ও পরলোক সম্বন্ধীয় না হইলে বাহ্য আড়ম্বরীয় শিক্ষা হইবে; কিন্তু সকলে ঈশ্বরকে সমভাবে চাহে না। যাহারা তাঁহাতে মগ্ন নহে ও যাহারা বাহ্য বিষয়ে ব্যাপৃত, তাহাদিগের জন্য সমাজ না হইলে নিস্তার

নাই। তাহারা দশ জনের সহিত আলাপ করিবে, দশ রকম জানিবে ও সামাজিক আমোদ উপভোগ করিবে।"

কুরঙ্গনয়নী। "তাহাতে বিশেষ উপকার কি? আমাদিগের ব্রত, নিয়ম, উপবাস ইত্যাদিতে অনেক উপকার। এ সকল পরলোক-হিতার্থে কৃত হয়। মনে কর, দুটি ভাবের মধ্যে কোন্ ভাবটী শুভদায়িনী। একভাব—ঈশ্বরকে কিরূপে পাব, কি অভ্যাস করিব ও কি চিন্তা ও কার্য করিলে পরলোকে উর্ধ্বগতি হইবে। আর একভাব—শরীর ও পরিচ্ছদ সুন্দর করিয়া সমাজে যাইয়া বাহ্জ্ঞান ও সামাজিক নৈপুণ্য লাভ করিয়া সামাজিক আদর ও সম্মান পাইব। কিসে অধিক উপকার?"

হেমলতা। "উপকার উদ্দেশ্য অনুসারে কাহার ইচ্ছা হইতে পারে, যে সমাজের সহিত মিলিত হইয়া সমাজ সংস্করণ করিব। কাহার লক্ষ্য হইতে পারে, যে আমি আধ্যাত্মিক জীবন ধারণ করিব, তাহাতে নিষ্কামভাবে যে উপকার করিতে পারি তাহা করিব। ইহার উপমা আধ্যাত্মিকা, উহার দ্বারা গৃহ, সমাজ ও সমস্ত দেশ উপকৃত হইয়াছে। আমাদিগের স্বাধীনতা পূর্বে ছিল ও এখনও তীর্থে, দেবালয়ে, অন্যের ভবনে গমন করিতে কেহ প্রতিরোধ করে না। যাহাদিগের সমাজের প্রতি মন তাহারা অবশ্যই সামাজিক হইবে। যাহাদিগের ঈশ্বরই সর্বস্ব, তাহারা ঐশ্বরিক কার্যে নিমগ্ন থাকিয়া গৃহ ও সমাজ অতীত হইবে, অথচ গৃহ ও সমাজ উজ্জ্বল করিবে।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

খগোলসম্বন্ধীয় উপদেশ ও পরলোক।

পূর্ণিমার রাত্রি। চন্দ্রের মনোহর কান্তিতে পৃথিবী যেন স্নাত হইতেছে। পবিত্র আভাতে সমস্ত জীব জন্তু উৎসাহিত, স্ফূরিত, নবজীবিত। এরূপ বাহ্য আকর্ষণে কাহার অন্তর উদ্বোধন না হয়? আধ্যাত্মিকা একাকিনী বাটীর ছাদের উপরে নভোমণ্ডল দৃষ্টিপূর্বক মধুর চিন্তনে প্রফুল্লনয়নী হইয়া স্রষ্টাতে অন্তর আহুতি প্রদান করিতেছেন। ইত্যবসরে কতিপয় প্রাচীনা ও নবীনা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি কাহাকে অভিবাদন, কাহাকে স্নেহযুক্ত অভ্যর্থনা পুরঃসর সকলকে সমাদর করিলেন। সকলেরই চক্ষু চন্দ্রের উপর। বামাহৃদয় অপূর্ব দৃশ্য দরশনে ঝটিতি অভিভূত হয়। কুরঙ্গনয়নী বলিলেন যে, "আকাশতত্ত্ব আমরা কিছুই জানি না।" খঞ্জনগঞ্জনী বলিলেন, "এ প্রশ্ন পতিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি পরিষ্কার পূর্বক বুঝাইয়া দিতে

পারিলেন না, কেবল আমার নাম ল'য়ে বট্‌কেরা করিলেন।" প্রাণতোষিণী বলিলেন, "ও সব বাজে কথা যাউক। আমরা বাজে কথা ল'য়ে জীবনটা মিছামিছি কাটাই, কেবল দ্বেষাদ্বেষি ঠেষাঠেষি। দিদি! খগোল বিষয়ে কিঞ্চিৎ উপদেশ দিন।" আধ্যাত্মিকা বলিলেন,—"আমি যৎকিঞ্চিৎ যাহা জানি তাহা বলি—বেদেতে ঈশ্বরকে "অনন্ত" বলে। বেদের এই প্রেরণা আত্মা হইতে উপলব্ধ। যাঁহারা আত্মতত্ত্ব জানেন, তাঁহারা ঈশ্বরকে অনন্তরূপে দেখেন। ঈশ্বরকে অনন্ত ও অসীমরূপে জানিবার জন্য খগোলবিদ্যা বিশেষ উপকারী। এই পৃথিবীতে থাকিয়া আমরা কেবল পৃথিবী চিন্তা করি, অথচ পৃথিবীর নানা সমুদ্র, নানা পর্বত, নানা নদী, নানা জাতীয় লোক, নানা পশু, পক্ষী, কীট, বৃক্ষ, লতা আমরা বিশেষরূপে অবগত নহি। পৃথিবীর সমস্ত বৃত্তান্ত অদ্যাবধি কেহই জানেন না। অনেক দেশ ভূমিকম্পে অথবা জলপ্লাবনে বিনষ্ট হইয়াছে তাহার কিছুই চিহ্ন না থাকিতে পারে ও যদিও অনেক বিদ্যার আবিষ্কার হইয়াছে তথাচ পৃথিবী সম্বন্ধীয় জ্ঞেয় অদ্যাপিও পূর্ণরূপে জানা হয় নাই। আমাদিগের পক্ষে পৃথিবী সম্পর্কীয় জ্ঞান গুরুতর জ্ঞান; কিন্তু অদ্যাপিও অসম্পূর্ণ; কিন্তু এই পৃথিবী নভোমণ্ডলে কুমণ্ডলবৎ। যে সূর্য দিনমানে আমরা দেখিতে পাই তাহার অধীন এই পৃথিবী। সৌরজগৎ-মধ্যবর্তী হইয়া সূর্য কতকগুলি গ্রহ ও উপগ্রহ রক্ষা করিতেছে। যে গ্রহ সূর্যের নিকট তাহার নাম বুধ, তাহার পর শুক্র, তাহার পর পৃথিবী, তাহার পর মঙ্গল, তাহার পর বৃহস্পতি, তাহার পর শনি। এতদ্ব্যতিরিক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। সূর্য অচল, সকল গ্রহ ও উপগ্রহ সচল; ইহারা স্বীয় কক্ষে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। পৃথিবীর উপগ্রহ চন্দ্র, শুক্রের চারি ও শনির সাত উপগ্রহ। কি চেতন কি অচেতন রাজ্যে ঈশ্বরের সকল কার্যই শুভদায়ক। পৃথিবীর বাৎসরিক পরিভ্রমণে ও সূর্যের নিকট ও দূরবর্তী হওয়াতে শীত, গ্রীষ্ম, শরৎ ও বসন্ত ঋতু হইতেছে। চন্দ্রের পৃথিবী প্রদক্ষিণে জোয়ার ও ভাঁটা হয়, কিন্তু ইহাতে সূর্যের তেজ পৃথিবী ও চন্দ্রের উপর পড়ে। ঋতুর পরিবর্তনে বায়ুর পরিবর্তন ও জোয়ার ও ভাঁটাতে কৃষি ও বাণিজ্যের মহৎ উপকার। যখন পৃথিবী সূর্য ও চন্দ্রের মধ্যে আসিয়া চন্দ্রকে সূর্যজ্যোতিঃ হইতে অন্ধকার করে, তখন চন্দ্রগ্রহণ হয়। চন্দ্র পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যে আসিলে সূর্যগ্রহণ হয়।"

চন্দ্রবদনী। "ভাল দিদি! রাশিচক্রটি কি?"

আধ্যাত্মিকা। "সৌরজগৎ ব্যতিরেকে অসংখ্য নক্ষত্র আছে। একস্থান হইতে সকল নক্ষত্র দেখা যায় না এবং কোন নক্ষত্র একবার দৃষ্ট হইলে পুনর্বার দৃষ্ট

না হইতে পারে। পৃথিবীর গতি কখন স্থর্যের উত্তর ও কখন স্থর্যের দক্ষিণ; এই জন্ম দুই কল্পিত রেখা নির্মিত হইয়াছে। এক উত্তর অচল, এক দক্ষিণ অচল। ঐ দুই রেখার অন্তর্গত দ্বাদশ রাশি, মেষ, বৃষ ইত্যাদি। পৃথিবীর যেরূপ গতি তাহা দেখিলে স্থর্যের বিপরীত গতি বোধ হয়। পৃথিবী কন্যা রাশিতে গমন করিলে, স্থর্য যেন মীন রাশিতে যান, কিন্তু বাস্তবিক স্থর্য অচল। এতদ্দেশীয় খগোলবেত্তারা উক্ত রাশিচক্রের অন্তর্গত কয়েকটি নক্ষত্রের নাম দিয়েছেন, যথা—অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা প্রভৃতি ২৭টি। একটি একটি ১ থেকে ১০০ নক্ষত্র সংযুক্ত।

"দূরবীক্ষণ দ্বারা অনেক অচল নক্ষত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। কোন কোন নক্ষত্র ধূমবৎ, পরে ক্রমশঃ পরিষ্কাররূপে প্রকাশ হয়। কোন কোন নক্ষত্র যুগল, কোন কোন নক্ষত্র তিনটি চারিটি ও বহুরূপে প্রকাশ হয়। এক একটী নক্ষত্র স্থর্যের কার্য করে অর্থাৎ গ্রহ উপগ্রহ দ্বারা আবৃত ও স্বীয় জগতের নিয়ামক হইয়া রহিয়াছে। স্থর্য অপেক্ষা নক্ষত্রেরা বৃহৎ ও স্থর্য গ্রহাদি ও উপগ্রহাদি প্রাণিময়, প্রত্যেক নক্ষত্র জগৎ অর্থাৎ ঐ নক্ষত্র ও তাহার গ্রহাদি ও উপগ্রহাদি তদ্রূপ প্রাণিময়। যতই নক্ষত্র নিরীক্ষিত হয়, ততই নূতন নূতন নক্ষত্র অপরিষ্কার ও পরিষ্কার রূপে আবিষ্কৃত হইতেছে। যাহা চক্ষুর দ্বারা জানা ছিল তাহা অপেক্ষা দূরবীক্ষণের দ্বারা অধিক জানা হইয়াছে। দূরবীক্ষণের দূর দর্শন ক্রমশঃ বৃদ্ধি হওয়াতে যত দূর তদ্দ্বারা দৃষ্টি যাইতে পারে, তত দূর জানা যাইতেছে ও নক্ষত্রের সংখ্যা পূর্বাপেক্ষা অনেক জানা হইয়াছে; কিন্তু অনন্তদেবের অনন্তরাজ্য পৃথিবী হইতে জানা অসাধ্য। অশরীর আত্মারা ভ্রমণ করিয়া অন্ত পান না। দূরবীক্ষণ দ্বারা আমরা কতদূর গমন করিতে পারি। সৃষ্টি অনন্ত—একের পর অন্য, অসংখ্য স্থর্য—অসংখ্য জগৎ, অসংখ্য জীব, পরা ও অপরা, জ্ঞান, ঔপাধিক ও নিরুপাধিক প্রেমেতে বিভক্ত, নানা শ্রেণীয়—কিন্তু একই শৃঙ্খলায় সকলই বদ্ধ, একই প্রেম-ডোরে নিয়োজিত। মতান্তর, চিন্তান্তর হইতে পারে, কিন্তু একই পদার্থ, কেবল সূক্ষ্ম শক্তির তারতম্য, অন্তর জীবন একই—একই মহা-শক্তির সকলেই গুণ-গান করিতেছে। এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর এক কোণে থাকিয়া কেবল পার্থিব ভাবনায় জীবন যাপন হইতেছে। স্থানান্তরে ভ্রমণ করিলে ও নানা নূতন দৃশ্য দেখিলে কাহার চিত্ত উন্নত না হয়? কিন্তু যখন নভোমণ্ডলের তারার উজ্জলতা দেখি ও ধ্যান করি যে, তাহাদিগের সংখ্যা অসংখ্য ও সৃষ্টি অনন্ত; তখন কাহার আত্মা অনন্তদেবে মগ্ন না হয়? তিনি যেরূপ সেইরূপ তাঁহাকে ধ্যান করিলে তাঁহার সহিত জীবের সম্মিলন হয়।"

লবঙ্গলতা। "যে সকল জগতের কথা কহিতেছেন, তাহারা কি পৃথিবীর ন্যায় নির্মিত ?"

আধ্যাত্মিকা। "যে পর্যন্ত জানা যায় তাহাতে এইরূপ বোধ হয়, প্রকৃতি সর্বস্থানে একই প্রকার। প্রকৃতি অর্থাৎ পঞ্চভূত, ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ। আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল, জল হইতে ক্ষিতি। পঞ্চ গুণের পঞ্চ গুণ। ক্ষিতি হইতে গন্ধ, জল হইতে রস, তেজ হইতে রূপ, বায়ু হইতে স্পর্শ ও আকাশ হইতে শব্দ। এই পঞ্চভূতের রূপান্তরে বাহ্য সৃষ্টি। মনঃ, অহঙ্কার ও বুদ্ধি পঞ্চভূতের অন্তর্গত। এই অষ্ট প্রকার প্রকৃতিতে মানব দেহ উৎপত্তি হয়। আত্মা—গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ হইতে অতীত পদার্থ। অনেকে আত্মাতে ভৌতিক অথবা সত্ব, রজ ও তম অথবা বৈকারিক ভাব প্রয়োগ করেন, কিন্তু এ ভ্রান্তি। আত্মা গুণাতীত, এ সকল মনের ধর্ম। আত্মা অভৌতিক ঐশ্বরিক পদার্থ।"

মৃদুহাসিনী। "তেজ ও শব্দ কি পরমাণুযুক্ত অথবা ভৌতিক ?"

আধ্যাত্মিকা। "তেজ ও শব্দ পরমাণুযুক্ত। এই দুইয়েতেই অতি সূক্ষ্ম পরমাণু আছে।"*

খঞ্জনগঞ্জনী। "ভাল দিদি, জীব মরিলে কোথায় যায় ?"

আধ্যাত্মিকা। "প্রকৃতি পরমাণুসংযুক্ত, আত্মা অপরমাণু। সকল নক্ষত্র গ্রহ ও উপগ্রহ সৌর জগতের ন্যায় আকাশ অন্তর্গত। আমাদিগের বোধ হয় আকাশ ও মেঘ এক, কিন্তু তাহা নহে। মেঘ কতদূর যাইতে পারে কিন্তু আকাশের সহিত মিলিত হইতে পারে না। আকাশ ভৌতিক রাজ্যের সীমা। অপরমাণু আত্মা অপরমাণু আত্মারাজ্য ভৌতিক আকাশের অতীত রাজ্য। স্থূলদেহ ভৌতিক রাজ্যের অধীন, সূক্ষ্ম অর্থাৎ তন্মাত্র দেহ অভৌতিক ও অপরমাণু রাজ্যের অধিকারী। জীব মৃত্যুর পর ঐ রাজ্যে গমন করে ও ঐহিক মতি ও কার্যানুসারে তাহার উন্নতি হয়।

"কিম্বদন্তীহ সত্যেয়ং যা মতিঃ সাগতির্ভবেৎ।" অষ্টাবক্রসংহিতা।

কিন্তু জীব অপরমাণু রাজ্যের অধিকারী হইয়া পরমাণুযুক্ত রাজ্যে গমনাগমন ও ভেদ করিতে পারে। অপরমাণু ও নিরাকার শক্তি পরমাণু ও সাকার শক্তি হইতে উচ্চ।"

এই উপদেশ সমাপ্ত হইলে সকল অঙ্গনাগণ আধ্যাত্মিকার স্বর্গীয় বদন অবলোকন পূর্বক শিবময় ভাবেতে অশ্রুপূর্ণ হইয়া অন্তর আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন।

Note :—Lardner's Natural Philosophy and Astronomy, P. 757.

কিয়ৎকাল পরে চম্পকলতা রোদন করিতে করিতে বলিলেন,—"আহা! ঈশ্বর ধ্যান কি শান্তিদায়ক, আমি পতিহারা হইয়াছি, তাঁহাকে স্মরণ করিলে চক্ষু বারিবর্ষণ করে ও অস্থিরতায় পূর্ণ হয়, মনে করিলাম দিদির কাছে গিয়া দুই দণ্ড কথা কহিলে আমার শোকের সাম্য হইবে। এখন যাহা শুনিলাম তাহাতে বোধ হইতেছে যে, শোকদুঃখের ঔষধি আছে ও শোকদুঃখের কারণও আছে। দেখিতেছি শোকদুঃখ বাহ্য ভাব গ্রাস করিয়া অন্তর জীবনকে প্রকাশ করে। শোকেতে মগ্ন হইয়া আমার হৃদয়ের কপাট উৎঘাটিত, কেবল পবিত্র চিন্তাতেই সান্ত্বনা, তাহা এক্ষণে প্রত্যক্ষ দেখিলাম। দিদি! যদি দয়া করিয়া নিকটে কিছুদিন রাখ তবে এই অনাথিনী কূল পায়। যে বিধবা পোদের মেয়েকে রাখিয়াছিলে সে এক্ষণে উচ্চভাবে পূর্ণ ও স্বীয় শোক ভগবানের পাদপদ্মে অর্পণ করিয়া শান্তিলাভ করিয়াছে।" আধ্যাত্মিকা তাঁহার গলদেশে হস্ত দিয়া মুখচুম্বন করতঃ বলিলেন, "তুমি আমার নিকটে থাকিলে, আমি বড় সুখী হইব। তুমি যে পতির জন্য পাগলিনী হইয়াছ সেই পতির সহিত সম্মিলিত হইতে পার, কিন্তু নিরন্তর সাধনা চাই। ঈশ্বরধ্যানে মগ্ন হইয়া সূক্ষ্ম শরীর উদ্দীপন করিতে হইবে। যখন নিরাকার পতিকে পাইবে তখন মৃত্যু ভয়ানক বোধ হইবে না—মৃত্যুতে আমাদিগের নিরাকার রাজ্যে গমন। মৃত পতিলাভে উচ্চভাব লাভ হইবে ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সোপানে আরূঢ় হইবে।"

চম্পকলতা। "তাহা হইলে আমি তোমার চিরদাসী হইয়া থাকিব।"

অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা বলিল, "মৃতপতির জন্য ব্রহ্মচর্য অনুষ্ঠান স্ত্রীর উর্ধ্বগতি। সাধনায় কি না হয়?"

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

পশুপক্ষীর প্রতি দয়া।

যে স্থানে পঞ্চপাণ্ডবের মন্দির আছে তাহার নিকট চন্দ্রশেখরবাবুর বাটী। তাঁহার এক পুত্র ও এক কন্যা। স্ত্রী, পুত্র কন্যাকে লইয়া সর্বদা এই ধর্ম উপদেশ দিতেন —"ঈশ্বরের প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি ও প্রেম অহরহ করিবে। মনুষ্যের প্রতি প্রেম প্রকাশ করিবে। কাহার সহিত শত্রুতা করিবে না ও যদি কেহ অপকার করে তাহাকে ক্ষমা করিবে। প্রেম পদার্থ ঐশ্বরিক পদার্থ, সর্বদাই এই সাবধান হইবে যে ইহার নির্মলতার হ্রাস না হয়; একারণ পশু পক্ষীর প্রতি সর্বদা দয়া করিবে। পূর্বকালে এদেশেতে পশু পক্ষীর প্রতি দয়া সর্বতোভাবে প্রদর্শিত হইত। সামবেদে ও মনুসংহিতাতে পশু পক্ষীর প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণ জন্য শাসন আছে। কৃষ্ণ

স্বয়ং গোচারণ ও গোসেবা করিতেন ; অদ্যাপিও পশু পক্ষীর পান জন্য জল প্রদত্ত হয়। অনেকে অদ্যাবধি গোসেবা ও পশু পক্ষীর প্রতি যত্ন করেন।"

পুত্র। "কিন্তু ভারতবর্ষীয় অনেক জাতি পশু পক্ষী মারিয়া ভোজন করে। অনেকে বৃথা মাংস না খাইয়া কয়েকটি পশুকে বলিদান দিয়া তাহার মাংস আহার করে।"

মাতা। "মাংসভোজন নিবারণ করা বড় কঠিন। মুসলমান ইংরাজ প্রভৃতি জাতি মাংসাশী—মাংস না হইলে তাহাদিগের আহার হয় না। হিন্দুদিগের মধ্যে বৈষ্ণব প্রভৃতি শ্রেণীরা নিরামিষ ভোজন করে। ভীষ্ম নিরামিষ খাইতেন। পাণ্ডবেরা আমিষে ভক্ত ছিলেন। রামচন্দ্র ও সীতা আমিষ খাইতেন। হরিবংশে কথিত আছে—'কৃষ্ণ ও তাঁহার পত্নীরা ও অন্যান্য যদুবংশীয় ব্যক্তিরা জলক্রীড়া করতঃ ভোজন করিতে বসিলেন। কৃষ্ণ, বলদেব, অর্জুন প্রভৃতি কতিপয় জনের জন্য মাংস ও মদ্য উপস্থিত ছিল এবং কেহ কেহ নিরামিষ দধি দুগ্ধ খাইলেন।' অতএব আমিষ নিবারিত হওয়া কঠিন। ঋষিরা যতিধর্মাবলম্বীরা বৌদ্ধ ও জৈনেরা আমিষ ভোজন করে না। বৌদ্ধ ও জৈনেরা সূর্য অস্তের অগ্রে আহার করে কারণ অন্ধকার হইলে পাছে খাদ্যের অথবা জলের সহিত কীট বা পতঙ্গ উদরস্থ হয়। বৈষ্ণব জৈন প্রভৃতি লোকেরা পশুহিংসায় এরূপ কাতর যে পশু ও পক্ষী প্রাচীন হইলে তাহাদিগকে মরণ পর্যন্ত এক স্থানে রাখিয়া দেয়। তাহারা হিংস্রক পশু দেখিলেও তাহাকে মারে না ও গাত্রে মসা ডাঁস বসিলে তাহার প্রতি হস্তনিক্ষেপ করে না।"

পুত্র। "অদ্ভুত সহিষ্ণুতা হইতে যে ধর্মভাবের বৃদ্ধি হইবে তাহাতে আশ্চর্য কি ?"

মাতা। "আমার বক্তব্য এই,—পশুমাংস ভক্ষণ বন্ধ কোন প্রকারে হইতে পারে না ; কিন্তু পশুপক্ষীর প্রতি দয়া অভ্যাস করিবে। আমরা আপন আপন প্রেমপদার্থ উন্নতি করিয়া ঈশ্বরের সন্নিকেট হইতে পারি। অনেকে লোভবশতঃ আমোদবশতঃ অথবা অবিজ্ঞতাবশতঃ পশুপক্ষীকে ক্লেশ দেয়, কার্যেতে নির্দয়তা অথবা পারলৌকিকতার হানি হইতেছে কি না তাহার কিছুমাত্র চেতনা নাই, কেবল ঐহিকভাবে মগ্ন। এজন্য পশুপক্ষীর প্রতি দয়া শৈশব কালাবধি বালক-বালিকাদিগের অভ্যাস করা কর্তব্য।"

পুত্র। "পশুপক্ষী ও পতঙ্গদিগের কি জ্ঞান আছে ?"

মাতা। "সাধারণ সংস্কার এই যে, তাহাদিগের স্বাভাবিক জ্ঞান ও মানুষের বিবেকজ্ঞান। স্বাভাবিক জ্ঞানকে ইংরাজীতে ইনষ্টিঙ্ক্ট (Instinct) বলে, ইহার

হ্রাসবৃদ্ধি নাই। মনুষ্যের যে জ্ঞান তাহার নাম রিজন (Reason) এ জ্ঞান মার্জনা দ্বারা বৃদ্ধি হয়; কিন্তু নিগূঢ় অনুসন্ধানে জানা যাইতেছে যে, পশু প্রভৃতির কেবল স্বাভাবিক জ্ঞান নহে; তাহারাও বিবেকশক্তি প্রকাশ করে। স্বাভাবিক জ্ঞানের দ্বারা তাহারা নীড় প্রস্তুত করে, আপনাদিগের ও শাবকদিগের রক্ষা করে, কোন্ স্থানে আহারীয় ও পানীয় পাইবে তাহা জানে ও দেহ রক্ষার্থে যাহা কর্তব্য তাহা অবগত আছে; কিন্তু এতদ্ব্যতিরেকে তাহারা মনুষ্যের ন্যায় বিবেকশক্তি ও সদগুণ প্রকাশ করে।

"বিলাতে একটী কুকুর তাহার মনিবের নিকট হইতে এক পেন্স লইয়া এক রুটির দোকানে যাইত। এক দিন রুটিওয়ালা তাহাকে এক পোড়া বিস্কুট দিল। পরদিন কুকুর আর তাহার দোকানে না যাইয়া অন্য এক দোকান হইতে ভাল বিস্কুট আনিল। সে কেবল পেন্সটী রুটিওয়ালার নিকট দিত।

"বিলাতে একটী ক্ষুদ্র কুকুর এক নদীতে পড়িয়া স্রোতের বেগে জলমগ্ন হইতেছিল। অন্য একটী কুকুর আপন গতির বেগ ও স্রোতের বেগ বিবেচনা করিয়া জলে ঝাঁপ দিয়া ঐ ক্ষুদ্র কুকুরের অগ্রবর্তী হইয়া ও স্রোতের বেগ সামলাইয়া তাহাকে ধরিয়া ডাঙ্গায় আনিল। এইরূপ অন্যান্য পশুপক্ষীরও বিবেকশক্তির উদাহরণ অনেক আছে।

"পশুপক্ষীরা মনুষ্যের মুখের ভাবভঙ্গিমা ও বাক্য বিলক্ষণ বুঝে ও শারীরিক ইঙ্গিত অনবগত নহে। পশুপক্ষী স্বীয় স্বীয় অভিপ্রায় ধ্বনির দ্বারা প্রকাশ করে। মধুমক্ষিকা, বোল্‌তা ও পিপীলিকা আপন আপন হুলের দ্বারা কার্য করে। কোন দ্রব্য এক পতঙ্গ লইয়া যাইতে অপারক হইলে আপন স্বগণকে ডাকিয়া আনিয়া সে কার্য নির্বাহ করে। মধুমক্ষিকারা আপন আপন সুবিধার জন্য শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। একটী মধুমক্ষিকা রাণী স্বরূপ থাকে। কতকগুলি কর্মচারী—কেহ মোম প্রস্তুত করে, কেহ চাক নির্মাণ করে, কেহ মধু আহরণ করে, কেহ শাবকদিগকে আহার দেয়, কেহ চাক রক্ষা করে। চাকের নিম্নে যে সকল মক্ষিকা থাকে তাহারা অকর্মণ্য তাহাদিগের মধ্যে একজন রাণীর স্বামী হয়। বিপদ উপস্থিত হইলে সকলেই বুদ্ধি ও বল প্রকাশ করে। ভ্রমর মধুমক্ষিকা অপেক্ষা অধিক বুদ্ধি ও শক্তি প্রকাশ করে। বোল্‌তারা দলবদ্ধ রূপে থাকে। এক চাকে বহু পিপীলিকা বাস করে, ও যখন তাহারা আহার অন্বেষণ অথবা নূতন চাক জন্য নূতন মসলা আহরণ করিতে যায় তখন এক প্রহরী চাক রক্ষা করে। পিপীলিকারা ফৌজের ন্যায় কার্য করে। তাহাদিগের মধ্যে সেনাপতি আছে—কুচ করিবার নিয়মানুসারে তাহারা চলে। তাহারা কৃষিকার্য জানে। কতকগুলি পিপীলিকা ভূমিকর্ষণ করে,

ও পরিষ্কার করে, যে শস্য তাহাদিগের ভক্ষ্য তাহা বপন করে, প্রস্তুত হইলে কাটিয়া ভূমির নিম্নে রাখে। তাহাদিগের মধ্যে কেহ মরিলে তাহারা তাহার গোর দেয়। গুবরিয়া পোকা পিপীলিকাদের বাসাতে থাকে ও তাহাদিগের সঙ্গে ফেরে।"

কন্যা। "ভাল মা! পশু পক্ষীদিগের কি কোন সভা আছে?"

মাতা। "স্বজনের বিপদে তাহারা একত্র হইয়া যুদ্ধ বিগ্রহ করে। কখন কখন তাহারা পঞ্চায়েতের ন্যায় বিচার করে। কোন দাঁড়কাকে গুরুতর দোষ করিলে অন্যান্য দাঁড়কাক একত্র হইয়া দোষীকে আঘাত করে। অন্যান্য পক্ষীরা কোন কোন বিষয় বিবেচনা ও নিষ্পত্তির জন্য একত্রিত হয়।"

কন্যা। "মা! তুমি এত জান্‌লে কেমন করে?"

মাতা। "বাছা! আমার জ্ঞান আধ্যাত্মিকার সহবাসে। যখন যাই তখনই জ্ঞানের কথা, উচ্চ কথা তাঁহার নিকট শুনি। তাঁহার বাটীতে কত পুস্তক—ইংরাজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও কোন্ পুস্তকে কি আছে তাহা জিজ্ঞাসিত হইলেই বলিয়া দেন। আমি ঈশ্বরের ধ্যান করিবার অগ্রে তাঁহাকে চিন্তা করি, কারণ তাঁহা হইতেই আমার ঈশ্বরজ্ঞান।"

কন্যা। "মা! তুমি বল নিষ্কামভাব না হইলে ঈশ্বরজ্ঞান হয় না। ভাল পশু পক্ষীদিগের কি নিষ্কামভাব আছে?"

মাতা। "পূর্বে এই সংস্কার ছিল যে, কেবল মনুষ্য নিষ্কাম ধর্ম লাভ করিতে পারে, কিন্তু এক্ষণে পশু পক্ষীদিগের নিষ্কামভাবের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। দেখ কুক্কুট হংসীকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত তাহার ডিম্বের উপর বসিয়া তা দেয় এবং হংসীর শাবক রক্ষা করে। নিষ্কামভাব হইতেই পরোপকার পরের জন্য ক্লেশ ও ক্ষতিস্বীকার, কৃতজ্ঞতা, ক্ষমা, ন্যায় অন্যায় প্রভেদ জ্ঞান, বিশ্বাস পালনও দয়া। এসকলই নিষ্কামভাবের শাখা ও পশুপক্ষীতে দৃষ্ট হয়।"

পুত্র। "মা! পশুপক্ষীরা যে এত উচ্চ আমি জানিতাম না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, মনুষ্যের ন্যায় তাহারা কি অমর?"

মাতা। "বিশপ বটলরের মত যে, তাহারা অমর। বিবি সমরভিল আপন অভি-প্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন ;—

'Since the atoms of matter are indestructible, as far as we know, it is difficult to belive that the spark, which gives to their union, life, memory, affection, intelligence and fidelity is evane-scent.

I can not belive that any creature was created for uncompensated misery ; it would be contrary to the attribute of Gods mercy and justice.
I am sincerely happy to find that I am not the only believer in the immortality of the lower animals.'
Robert Southy, on the death of his spaniel, says—
'There is another world for all that live and move—a better one !'
"যতদূর আমরা জানি পরমাণু অবিনশ্বর বলিয়া আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না যে—যে শিখা সমযোগে তাহারা জীবন স্মরণ শক্তি, স্নেহ, বুদ্ধিবৃত্তি ও বিশ্বস্ততা লাভ করিয়াছে তাহা ক্ষয়শীল। আমার কখনই বিশ্বাস হয় না যে জীব কেবলই পরিণামে যন্ত্রণার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, ইহা হইলে ঈশ্বরের যে কৃপা ও সুবিচার তাহার বিপরীত হইবে। সুখের বিষয় এই যে, পশুদিগের অমরত্বে কেবল আমি বিশ্বাসী এমত নহে।
রবার্ট সৌদি আপন কুকুরের মৃত্যুর পর বলিয়াছিলেন, সকল প্রাণী যাহারা এখানে জীবনধারণ করে ও গমনক্ষম তাহাদিগের জন্য অন্য আর এক উৎকৃষ্ট রাজ্য আছে।"
পুত্র। "মা! আপনি যাহা উপসংহার করিলেন তাহা সাধারণ-অগ্রাহ্য। এতদ্দেশীয় শাস্ত্রানুসারে মনুষ্য, পশু বা পক্ষী হইয়া জন্মায়। কিন্তু পশুর আত্মা কি মনুষ্য হইতে পারে ?"
মাতা। "আত্মা চিন্ময় পদার্থ ; যত প্রকৃতির বিকার হইতে নির্লিপ্ত ও শূন্য তত ইহার উন্নতি। মৃত্যুর পর কি গতি হইবে তাহা যিনি আত্মার ঈশ্বর তিনিই জানেন। আত্মার শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতা অনুসারে আমাদিগের অধঃ ও উর্দ্ধগতি।"
কন্যা। "মা! বড় পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিলে তোমাকে ভক্তিপুর্বক প্রণাম করি।"
মা। "বাছা! আমি যাহা জানি তাহা অতি অল্প। ঈশ্বরপরায়ণা আধ্যাত্মিকা আমার জ্ঞানদাত্রী। আমার ন্যায় অনেক রমণী তাহার নিকটে গমন করে ও তিনি সকলকেই অকাতরে ও অক্লেশে, আনন্দে পূর্ণ হইয়া যত আলোক বিতরণ করিতে পারেন তাহা করেন। আহা কিবা মিষ্ট বাণী! কিবা সহিষ্ণুতা! এক কথা দশ বার জিজ্ঞাসা করিলে কিঞ্চিন্মাত্র বিরক্তি নাই বরং তাহার শান্ত ভাবের বৃদ্ধি। যে যায়, তাঁহার সহিত ক্ষণ কাল সহবাস করে সে মনে করে এরূপ স্ত্রীলোকের

সহিত সংসর্গই স্বর্গ। বিরলে তাঁহাকে স্মরণ করিলে মনে হয় সকল ত্যাগ করিয়া এমন অঙ্গনার পদতলে পড়িয়া থাকি। তাঁহাকে দেখিলে—তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিলে, তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিলে সমস্ত জীবন পবিত্র হয়। বোধ হয় অপরকে পরিত্রাণার্থে ঈশ্বর এইরূপ নারী সৃজন করিয়াছেন।"

কন্যা। "আধ্যাত্মিকার নাকি একটি বিড়াল আছে?"

মাতা। "হাঁ! সে বিড়ালটি তাঁহার কাছছাড়া হয় না। কখন কখন প্রেম দেখাইবার জন্য তাঁহার ক্রোড়ে শুয়ে থাকে। শুধু সেই বিড়ালটি বলে নয়, পশু পক্ষী প্রভৃতি যাহাকে যখন দেখেন তাহাকেই আহার ও জল দেন ও নিকটে আইলে আদর করেন।

"যস্ত সর্বানি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মনন্ত তেন বিজুগুপ্সতে ॥"—বাজসনেয়।

"যিনি পরমাত্মাতেই সকল বস্তুর অবস্থিতি দেখেন এবং সকল বস্তুতে পরমাত্মার সত্তা উপলব্ধি করেন, তিনি আর কাহাকেই অবজ্ঞা করেন না।"

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

চম্পকলতার যোগশিক্ষা।

চম্পকলতা। "দিদি! তুমি যখন ধ্যান কর আমি বদন নিরীক্ষণ করি। তোমার মুখজ্যোতিঃ আমার অন্তরে প্রবেশ করে। সেই অবস্থা স্থায়ী হইলে আমি সুখী হইব। ধ্যানে কিরূপে এত ফল দর্শে?"

আধ্যাত্মিকা। "ধ্যানের কার্য বুঝিবার অগ্রে আমি আত্মতত্ত্ব সংক্ষেপে বলি। মানব শরীরে আত্মা রহিয়াছে। আত্মার বলেতে সমস্ত শারীরিক ও মানসিক কার্য হইতেছে। শরীর পঞ্চভৌতিক, অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোমপদার্থে নির্মিত, ও নানা অঙ্গে বিভক্ত। ব্যোম হইতে মরুৎ, মরুৎ হইতে তেজ, তেজ হইতে অপ্ ও অপ্ হইতে ক্ষিতি। এই পঞ্চ ভূতের আনুকূল্যেও আত্মার বলেতে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ জ্ঞান হয়। অঙ্গ সকলের রচনা, কার্য ও পরস্পর সম্বন্ধ চিন্তা করিলে অদ্ভুত বোধ হয়। মস্তিষ্কের এক ভাগ শ্বেত ও এক ভাগ পাংশু বর্ণ। শ্বেত ভাগের নাম স্নায়ু ও সেই বলদাতা। পাংশু ভাগের নাম পেশী, ইহাই স্নায়ুর অধীন হইয়া বল বিস্তার করে। পাকযন্ত্রের ও অন্তঃকরণের পেশীকে স্বৈরপেশী বলে, কারণ জীবের বিনা ইচ্ছাতেই ইহারা কার্য করে। স্নায়ু মস্তিষ্ক হইতে অতি সূক্ষ্ম শাখাস্বরূপ শরীর ব্যাপক হইয়া পেশীর কর্তৃক ও মানসিক কার্য করে। স্নায়ুকেই মন বলে ও আত্মার পরিমিত শক্তি ধারণ করে।

মস্তিষ্ক হইতেই রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ জ্ঞান হয়। মস্তিষ্ক হইতেই বাহ্যজ্ঞান ও পরিমিত বিবেকশক্তি। মস্তিষ্কের স্নায়ুই সাকার শক্তির মূলক। স্নায়ুর দ্বারা পরিমিত হিতাহিত জ্ঞান, ঈশ্বর জ্ঞান ও পরলোক জ্ঞান যত দূর হইতে পারে তাহা লব্ধ হয়। ইচ্ছাশক্তি স্নায়ুকে মূলক করিয়া যতদূর বৃদ্ধি হইতে পারে তাহা হইয়া থাকে। ইচ্ছাশক্তিরই শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা। ইচ্ছাশক্তি সাকার অবস্থাতে অপরা ও নিরাকার অবস্থাতে পরা জ্ঞানদাতা, নিরাকার অবস্থাই আত্মার অবস্থা। নিরাকার অবস্থা সূক্ষ্ম শরীরে প্রকাশ হয়। সূক্ষ্ম শরীর আত্মার শরীর। সে শরীর ক্রমশঃ বিগত হয় ও বিগত হইলে জ্যোতিত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই অবস্থাই সমাধি বা আত্মা অবস্থা। ধ্যান, ধ্যেয় ও ধ্যাতা অথবা জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা ঐ অবস্থাতে একত্রিত হইয়া জ্যোতিতে লয় হয়।"

চম্পকলতা। "দিদি! জীব কি এত উচ্চ হইতে পারে? যাহ'ক্ তোমার উপদেশ শুনিয়া আমার শুষ্ক হৃদয় যেন শান্তিবারি পান করিতেছে। এক্ষণে বল দিদি কি উপায়ে শোকাতীত হইতে পারি?"

আধ্যাত্মিকা। "যিনি আপনি নিরাকার জ্যোতিরূপ আত্মার আত্মাস্বরূপে বিরাজিত, তাঁহাকে ধ্যান করিলে শোক দুঃখ ও ভয় থাকে না। সেই ধ্যানের আনুকূল্য জন্য যোগের আবশ্যক। যোগের দ্বারা ভৌতিক শরীর ও ভৌতিক মনের ক্রমশঃ নির্বাণ হইবে অর্থাৎ সাকার শক্তি নিরাকার শক্তিতে বিলীন হইবে। যাঁহারা যোগশাস্ত্র লিখিয়াছেন তাঁহারা এই উপদেশ দেন। আসন অনেক প্রকার আছে, কিন্তু পদ্মাসন অবলম্বন করতঃ অর্থাৎ এক পায়ের উপর অন্য পা দিয়া ডানহস্তের অঙ্গুলি প্রসারণ করিয়া বাম গুল্‌ফে ও বামহস্তের অঙ্গুলি প্রসারণ করিয়া ডান গুল্‌ফে সংস্থাপন করিয়া ঋজুকায়াতে বসিবে। পঞ্চ ভৌতিকের মধ্যে বায়ু প্রধান পদার্থ, কারণ বায়ুর অস্তিত্বেই জীবিত অবস্থা। এই বায়ু মূলাধার অবধি মস্তিষ্কের স্নায়ু যাহাকে উড্ডীয়ানক বলে সেই পর্যন্ত প্রাণায়াম দ্বারা সংযমন করিবে। প্রথমে বামনাসিকা অঙ্গুলি দ্বারা বন্ধ করিয়া দক্ষিণ নাসিকা দিয়া বায়ু ত্যাগ করিবে;—ইহাকে রেচক কহে। পরে দক্ষিণ নাসিকা বন্ধ করিয়া বাম নাসিকাদ্বারা বায়ু পূরিবে;—ইহাকে পূরক কহে। পরে দুই নাসিকা বন্ধ করিয়া যতক্ষণ বায়ু ধারণ করিতে পার করিবে;—ইহাকে কুম্ভক বলে। লঘু আহার, নিষ্কাম চিন্তা ও নিষ্কামরূপে কার্য করিবে, যিনি অমৃতময় ও আনন্দময় তাঁহাকেই সর্বদা ভাবিবে। এইরূপ ধ্যান করিতে করিতে প্রত্যাহার পাইবে অর্থাৎ তোমার বাহ্যপ্রেরিত চিন্তা উদিত হইবে না, অন্তর ধারণার বৃদ্ধি হইবে অর্থাৎ নিরাকার শক্তির প্রাবল্য হেতু যতক্ষণ ঈশ্বর ও তাঁহার অনন্ত কার্য ধ্যান

করিতে ইচ্ছুক হইবে তাহা পারিবে। প্রথমে প্রথমে ধ্যান ও যোগে শ্রান্ত বোধ হইবে, কিন্তু ক্রমশঃ আনন্দলাভ ও অন্তরজ্যোতিঃ লাভ করিবে। যখন শ্রান্ত বোধ হইবে তখন উপনিষদ কি অন্য কোন ঈশ্বর বিষয়ক পুস্তক পাঠ করিবে কিম্বা বাক্যের দ্বারা উপাসনা করিবে বা ব্রহ্মসঙ্গীত পাঠ করিবে।

"ধ্যানের নাম অন্তর-যোগ ও প্রাণায়ামের নাম বহির-যোগ। যাহারা বন্ধত্রয় ও খেচরী-মুদ্রা অভ্যাস করে তাহারা এই দুই যোগকে একত্র করে। অনেক অনেক যোগী এই যোগ করে। হঠ-যোগ অর্থাৎ নেতি, বস্তি, ধৌতি, লৌনি ও ত্রাটক প্রভৃতির অভ্যাসে শরীর ও মন বশীভূত হয় ও এই জন্য হঠ-রাজযোগের আনুকূল্য করে। হঠপ্রদীপিকা গ্রন্থে হঠ-যোগের বৃত্তান্ত পাইবে। কিন্তু আমি এক্ষণে যেরূপ উপদেশ দিলাম সেই অনুসারে অভ্যাস কর। সাধকের এই লক্ষ্য হইবে যে নিরাকার শক্তির উদ্দীপনে সূক্ষ্ম শরীর উদ্দীপ্ত হইবে। সূক্ষ্ম শক্তি বা সূক্ষ্ম শরীর ব্যতিরেকে আত্মতত্ত্ব জানা যায় না। আত্মতত্ত্ব না জানিলে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। সূক্ষ্ম শক্তির অস্তিত্ব নানা প্রমাণে প্রতীয়মান। কেহ স্বপ্নেতে পায়, কেহ কেহ জলমগ্ন হইয়া পায়, কেহ ক্লেরভোয়েন্ট অবস্থাতে পায়। অনেক যোগীরা অনশন, ধ্যান ও আরাধনায় স্থুল শরীর হইতে সূক্ষ্ম শরীরে স্থায়ী হয়। এ অবস্থাতে শরীর মৃতবৎ ও আত্মা সজীব।

"সর্ব্বদা আত্মচিন্তাচ সর্ব্বভূতময়ঃ সদা।
সর্ব্বভূতময়ো নিত্যং আধ্যাত্ম ইতি চোচ্যতে॥"—ব্রহ্মজ্ঞানতন্ত্র।

"অতএব স্থূল শরীর সূক্ষ্ম শরীরে বিলীন না হইলে সাধক তাপাতীত হয় না। যদবধি আত্মা প্রকৃতি হইতে মুক্ত না হয় তদবধি ব্রহ্মানন্দ লব্ধ হয় না। আমাদিগের কর্তব্য এই যে অনন্তদেবের অনন্ত ও সম্পূর্ণ জ্ঞান, প্রেম ও শক্তি ধ্যান করতঃ ও তাঁহার অনন্ত, ঐহিক ও আধ্যাত্মিক জগতের অনন্ত, অদ্ভুত কার্য চিন্তাতে নিরন্তর মগ্ন হইয়া এই সাধনা করা, ও এই সাধনাকে আমাদিগের জীবনের আনন্দ ও সম্পদ স্বরূপ জ্ঞান করা। এই অভ্যাসেই অন্তর শীতলতা ও অন্তরজ্যোতিঃ লাভ করিবে ও পাপ তাপ অন্তরে প্রবেশ করিবে না। ইহাকেই পুনর্জন্ম—ইহাকেই নির্বাণ—ইহাকেই মুক্তি—ইহাকেই শিবাবস্থা বলে। জগদীশ তোমার শোক হরণ ও তোমাকে নবজীবন প্রদান করুন।"

চম্পকলতা অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া আধ্যাত্মিকার পদতলে পড়িয়া রহিলেন। আধ্যাত্মিকা তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন করতঃ বলিলেন—"শান্ত হও আনন্দলাভ অবশ্যই হইবে। যিনি প্রকৃতি ত্যাগ করিয়া ঈশ্বর-আশ্রয় লন তিনি সেই অমূল্য ধন পান।"

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

আধ্যাত্মিকার মৃত্যু।

ইচ্ছাশক্তিই প্রকৃত শক্তি। যত নিরাকার তত বলীয়ান্। ইচ্ছাশক্তিতেই সতী তনুত্যাগ করিয়াছিলেন। ইচ্ছাশক্তিতেই ভীষ্ম শরীর ত্যাগ করেন। ইচ্ছা-শক্তিতেই অসংখ্য ঋষিরা বপুঃ হইতে বিনির্মুক্ত হয়েন ও পতিপরায়ণা নারীরা ভর্তার সহিত দগ্ধ হইতেন। আধ্যাত্মিকার ইচ্ছা হইতে লাগিল যে, এক্ষণে তাঁহার শরীর ত্যাগ করা শ্রেয়ঃ। এইরূপ বাসনা ক্রমশঃ প্রবল হইলে তাঁহার আত্মা তনু হইতে ব্রহ্মরন্ধ্রে গুড়াইয়া যাইতে লাগিল ও অঙ্গ প্রতিদিন তুষারবৎ হইল। প্রাচীনা কিঙ্করী এই সংবাদ দুই একজনকে দিলে পল্লির সমস্ত অঙ্গনারা আবালবৃদ্ধা কুলবতী কুলকন্যারা আসিয়া অশ্রুবারিতে পূর্ণ হইল। একজন সুবিজ্ঞ বৈদ্য আসিয়া বলিলেন,—"যে অবস্থা দেখিতেছি তাহাতে তীরস্থ করাই শ্রেয়ঃ।" প্রাচীনা দাসী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "মা আমার বাহ্য বিষয়ে মন দিতেন না। তিন দিবস হইল আমাকে বলিলেন. 'আমার মৃত্যু শীঘ্র হইবে।' আমি বলিলাম, 'মা আমার মৃত্যু আগে হইবার কোন উপায় নাই?' তিনি বলিলেন, 'আমার মৃত্যুর পর তোমার মৃত্যু হইবে। আমাকে তুমি গেরুয়া বস্ত্র পরাইয়া দিয়া আত্মীয় স্ত্রীলোকদিগকে আমার খাটের আগে খই ফেলিয়া দিতে বলিবে।' ও মা সেই দিন বুঝি আজ!" এই বলিয়া দাসী মূর্ছিত হইয়া ভূমে পতিত হইল। কিছুকাল পরে গেরুয়া বসন পরাইয়া আধ্যাত্মিকার গাত্রে হাত বুলাইতে লাগিল। বৈদ্য বলিতেছেন, "বিলম্ব করিও না" তখন যাবতীয় আত্মীয় তাঁহাকে খট্টোপরি শোয়াইয়া হরিধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। খট্টের সম্মুখে যাহারা গমন করিতেন তাহারা লাজ ছড়াইতে ছড়াইতে চলিলেন। ইতিমধ্যে বিবি আসিয়া খট্ট ধরিয়া অস্থিরভাবে রোদন করিতে লাগিল। হিমালয়স্থ দেশ হইতে অশ্বারূঢ় জগদানন্দ অনুজ সহিত আসিয়া রোদন করতঃ আধ্যাত্মিকার পদধূলি মস্তকে দিয়া বলিলেন, "এই জীবনের সম্বল। মা তোমার আসামান্য গুণ যেন আমার পরিবারে প্রেরিত হয়।"

দিনমণি অস্তমিত, আকাশ নব অভ্রতে চিত্রিত, বায়ু স্নিগ্ধ, খট্ট জাহ্নবীতীরে আনীত। খট্টবাহিকা ও অন্যান্য অঙ্গনারা চতুষ্পার্শ্বে দাঁড়াইয়া চক্ষুজল মুছিতেছে ও বলিতেছে, "হে জগন্মাতা, জগদ্দুহিতা, জগৎ-হিতকারিণি! তোমার জন্য সমস্ত লোকে ব্যাকুল। তুমি স্বীয় দুঃখ ও স্বীয় সুখ জন্য জন্ম গ্রহণ কর নাই, তুমি পরদুঃখ পরসুখ জন্য জন্মিয়াছিলে। তুমি যাহাকে যে উপদেশ দিয়াছ, তুমি যে প্রকারে জীবন যাপন করিয়াছ, তুমি যে যে কার্য করিয়াছ তাহা চিরস্মরণীয়

রহিবে। তোমার ন্যায় নারী যেন জগতে জন্মিয়া নারীজাতিকে পবিত্র করে। মা'গো! তোমার চক্ষের চাউনি, তোমার ঈষদ্ধাস্য দেখিলে ও তোমার সুমধুর বাণী শুনিলে অপবিত্র লোক পবিত্র হইত। বেশ্যারা আপন পাপ মোচনার্থে তোমাকে দর্শন করিতে যাইত। যাহার প্রাণ, জীবন, হৃদয় ও আত্মা ব্রহ্মময় তিনি ব্রহ্মজ্যোতিঃ বিতরণ করেন।"

ঘাটেতে কতিপয় বৈদান্তিক সামবেদ পাঠ করিতেছিলেন নিকটে আসিয়া বলিলেন, "অনুপম রূপ, দেবমূর্তি, মানবমূর্তি নহে।"

আধ্যাত্মিকার আত্মা সহস্রার থেকে নয়নে চিরবিদ্যুৎস্বরূপ প্রকাশ হইল। যাবতীয় লোক দণ্ডায়মান ছিল, বলিয়া উঠিল দেখ দেখ কি চমৎকার মনোহর মূর্তি! কোন্ চিত্রকর এ মুখের চিত্র করিতে পারে? এ নয়নের সৌন্দর্য জগতে কোন্ কবি এ মুখের বর্ণন করিতে পারে? চকিতের ন্যায় তাঁহার আত্মা জ্যোতি স্বরূপ ব্রহ্মলোকে গমন করিল। আত্মীয়, বন্ধু, বান্ধব, হাহারবে শোকে নিমগ্ন থাকিলেন।

সংকার সময়ে একজন পরমহংস কতিপয় শিষ্য লইয়া বসিয়াছিলেন, এক দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। শিষ্যেরা জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয় চিন্তিত কেন?" পরমহংস বলিলেন, "এই মহিলার মৃত্যু চমৎকার। ইহার জন্ম, শিক্ষা, অভ্যাস, ধ্যান, কার্য ও স্বভাব স্মরণ করিলে আমার বোধ হয় যে আমি পৃথিবী হইতে স্বর্গে গমন করিয়াছি। নারদ, সনৎকুমার, যাজ্ঞবল্ক্য, অষ্টাবক্র, শুক প্রভৃতি মহর্ষিরা যে উচ্চতা লাভ করিয়াছিলেন ইনিও সে উন্নতি পাইয়াছেন। ইহার একই ভাব ও একই লক্ষ্য।

"নানাভাবে মনোযস্য তস্য মোক্ষ ন লভ্যতে।"

"ইহার যে উগ্র ধ্যান তাহাতে—

"পাপকর্ম্ম সদা নষ্টং পুণ্যঞ্চাপি বিবর্দ্ধনং।
ত্যজেৎ পুণ্যং ত্যজেৎ পাপং তস্মাদ্ব্রহ্মময়োভবেৎ॥"

"এই মেয়েটির বাল্যবস্থাবধি নিষ্পাপ, নির্মল, নিষ্কাম স্বভাব; এজন্য শারীরিক ও মানসিক বন্ধন শীঘ্র বিলুপ্ত হইয়াছিল। তিনি শরীর ধারণ করিতেন বটে, কিন্তু আত্মাতেই সদা অনুরাগ, শত্রু মিত্র সমভাব, আপন পরিবার ও অন্যের পরিবার সমভাব, সমস্ত জগতই সমভাব, পশু পক্ষীর প্রতি সমভাব, প্রকৃতি নির্লিপ্ত, নিরুপাধিক, শিবময়। দেখিলাম তাঁহার আত্মা পরলোকে গমন করিল, তাঁহাকে সকল দেবতা অভিবাদন করিলেন—'আ! তোমার আবির্ভাবে আমাদিগের সুখের বৃদ্ধি।' সকল দেবীরা তাঁহার মুখচুম্বন ও তাঁহাকে আশ্লেষ করতঃ

শুদ্ধপ্রেমের শৃঙ্খলায়; শুদ্ধস্পৃহা ও শুদ্ধকার্যে নিযুক্ত হইতেছেন। এখানে ও পরলোকে প্রকৃতি সংযুক্ত অনেকে থাকেন। প্রকৃতির তমস বিনাশ হইলে আত্মার আলোক প্রকাশ হয়। প্রকৃতি নানা শ্রেণীয়, যখন যে প্রবৃত্তি প্রবল তখনই সেই কার্য। প্রকৃতি প্রবৃত্তি, আত্মা নিবৃত্তি, এই হেতু অন্তর আলোক। এই জন্য এই আরাধনা "তমসো মা জ্যোতির্গময়।" যে সাধক জ্যোতিঃ লইয়া পরলোকে গমন করে, তাহারই স্বর্গলাভ, তাহারই ঈশ্বরলাভ। ধন্য আধ্যাত্মিকা ! ধন্য তাঁহার ঈশ্বরপিপাসা ! তাঁহার ন্যায় নারী জন্মিলে পৃথিবী স্বর্গ হইবে।"

কৈবল্যং পরমং শিবং।
শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বাটী দখল লওয়া।

যাহার নিকট তর্কালঙ্কারের বাটী বন্ধক ছিল, সে আদালতের ডিক্রী পাইয়া, আদালতের লোক সহিত দখল লইতে আসিল। ডিক্রীদার ধনমদে মত্ত, কেবল সোর গোল করিতেছেন। তাঁহার চীৎকার শুনিয়া ডোমকন্যা, চম্পকলতা ও প্রাচীনা দাসী কাঁদিতে কাঁদিতে বাটীর বাহির হইয়া গেল। বাটীর চতুর্দিকস্থ প্রজারা কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি শিশু সকলেই আইল। পল্লীস্থ যাবতীয় লোক হাহা শব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িল। মহিলাগণ স্বীয় স্বীয় ছাদ হইতে অঞ্চল দিয়া অশ্রুজল বিমোচন করতঃ করুণভাবে পূর্ণ হইয়া দেখিতে লাগিলেন। ডিক্রীদার এক একবার ফুলিয়া উঠিতেছে ও বলিতেছে,—"বিট্‌লে বামুণ আমার অনেক টাকা মাটি কর্‌লে। তাহার ধর্ম দেখে টাকা দিয়াছিলাম, বাটী দেখে দিই নাই। তাহার যেমন কার্য তেম্‌নি ফল দিব,—এ বাটী ভাঙ্গিয়া শূয়ার চরাইব, পাজি অধার্মিক বামুণ।" একজন স্পষ্টবক্তা বলিল, "ওহে ডিক্রীদার ! বিষয়ানন্দে মত্ত হইও না, অহঙ্কার ত্যাগ কর ; টাকা না দিতে পারিলেই ঋণী অধার্মিক, কিন্তু পূর্বাপর স্মরণ করিলে দেখিবে যে বিষয় অস্থায়ী। কত কত দেশ, কত কত নগর, কত কত পুরী সমুদ্রের দ্বারা, বা নদীর দ্বারা, বা পৃথিবীর দ্বারা গ্রাসিত হইয়াছে। হস্তীনাপুর যেখানে কুরুবংশীয় রাজারা শৌর্যবীর্যবলে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে কোথায় ? যেখানে রাজা যুধিষ্ঠির সসাগরা পৃথিবীর রাজা একত্র করিয়া রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন তাহা এক্ষণে কোথায় ? সূর্য-বংশীয় রাজাদিগের অযোধ্যাপুরীই বা কোথায় ? যদুবংশীয়দিগের অসীম ঐশ্বর্য-সম্পূর্ণ পুরীই বা কোথায় ? অনেক অনেক উচ্চপর্বত চূর্ণ হইয়া গিয়াছে, কালের

গ্রাস কেহ এড়াইতে পারে না, কালই বলবান ও যিনি অকাল তিনিই সত্য, তিনিই নিত্য।" ডিক্রীদার এই সকল কথা শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া থাকিলেন। ক্ষণেককাল পরে প্রজাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কি হারে খাজনা দিতে?" তাহারা বলিল,—"আমরা খাজনা কখন দিই নাই,—তিনি আমাদেগের খাওয়া পরা সর্বদা দিতেন, ও আপন বাটীতে প্রায় প্রতিদিন খাওয়াইতেন।" ডিক্রীদার বলিতে লাগিলেন,—"মানুষটা ধার্মিক ছিল বটে, কিন্তু বোকা, বেহিসিবি না হ'লে ঢাকের কড়িতে মন্‌সা বিক্রী কেন হবে? যা হুউক বাটীর ভিতর যাইয়া দেখিতে হইবে।" তিনি চলিলেন ও তাঁহার সঙ্গে অন্যান্য লোকেও চলিল। সম্মুখে দালান শ্বেত প্রস্তরে নির্মিত, দেওয়ালের উপরে স্বর্ণ অক্ষরে লিখিত "কৈবল্যং পরমং শিবম্।" দালানের দক্ষিণে একটী লম্বা ঘর তাহার ভিতরে পিঞ্জরে নানাপ্রকার পক্ষী, লোক দেখিবামাত্র রব করিয়া উঠিল। তাহাদিগের বোধ হইল আধ্যাত্মিকা আহার দিতে আসিয়াছেন, কিন্তু সে মধুর হাস্যবদন কোথায়? দোতালার এক ঘরে একখানি চিত্র রহিয়াছে, তাহা দেখিবামাত্রেই কে না চমৎকৃত হয়? ছবিতে এক ঋষি বসিয়া রহিয়াছেন, নয়ন ও হস্ত খেচরী মুদ্রায় সংযুক্ত, বামদিকে ঋষিপত্নী উড্ডীয়ানক অবস্থা প্রাপ্ত,—শান্ত ও সমাহিত। দক্ষিণে কন্যা সমাধি-জ্যোতিতে পূর্ণ। দর্শকেরা বলিল,—"অনেক মূর্তি ও ছবি দেখিয়াছি; কিন্তু এ দেবমূর্তি দেখিলে প্রাণ শীতল হয়, পাপ তাপ দূরে যায়, ইহার নাম কি আধ্যাত্মিকা?" এই বলিবামাত্র সকলে রোদন করিয়া উঠিল।

যাঁহারা যথার্থ ঈশ্বরপরায়ণ তাঁহারা শরীর ত্যাগ করিলেও আমাদিগের নেত্রবারি ও হৃদয়ের শুদ্ধভাবের দ্বারা মুহুর্মুহুঃ পুনর্জীবিত ও পূজিত হয়েন। সকাম সাকার ও নিষ্কাম নিরাকার এই পরিষ্কাররূপে বুঝিয়া জীবনের কার্য কর। এ জীবন জীবন নহে, যে জীবনে ব্রহ্মলাভ, সেই জীবনই জীবন।

বামাতোষিণী

PREFACE

The want of suitable works for the fair sex of Bengal induced me to write several books from time to time. The first work I brought out was *Alaler Gharer Dulal*, which was very favorably received both by men and women. This was followed by a satirical work on Drinking and Caste. But for the females of Bengal, whom I wished to see elevated, I wrote *Ramaranjika*, The Revd. Dr. Baneajea says "It is the very sort of thing to put into the hands of female pupils, the language having the rare excellency of being free from the bombastic on the one hand, and vulgarity on the other ; and the subjects being calculated to furnish the mind with useful information and to impart a healthy tone to the thinking powers. Some extracts from it may be advantageously taken for the Bengal Entrance Course of the University, for our young men may also benefit by the reading of the books as well as our young women." The next work I wrote is *Jatkinchit*. The *Friend of India* for 1869 reviewed it favorably. My next work was *Abhedi*, written in the form of a novel, which was also favorably received. My next attempt was the publication of a work, *viz.*, *Etaddesiya Strilokdiger Purvavastha*, or the "Condition and Cult re of Hindu Females in Ancient Times," containing biographical notice of exemplary females. Tbis was followed by the *Adhyatmika*, a spiritual novel, which was also received very favorably by the fair sex. Encouraged by the kind reception of these works, I submitted several of them to Mr. A. W. Croft, Director of Public Instruction, in view to their being introduced into the female schools. On the 21st July 1880, he was pleased to write to me as follows :—"I have had your books duly examined. They are very excellent light literature and may do well as prizes ; but they do not fit in with any of our standards." I find there are six standards. The books read are I believe—*Kathamala*, *Vastuvichar*, *Susilar Upakhyan*, *Sitar Banabas*, *Navanari*, *Barnabodh* (Part II), *Nitibodh*, *Charitavali and Akhyanmanjari*. After the progress generally in our female education it is a matter for consideration whether education in schools should be confined to the reading of the above works. It is very necessary that Hindu girls should acquire a correct knowledge of their duties as daughters, wives and mothers, and above all, their duty to God, the love for whom should be instilled from childhood. They should also possess correct ideas on sanitation and know how to bring up children properly.

I have therefore written the present work, which ia purely a moral tale, leaving out all particular religious ideas, and showing the value of sanitation and the proper way of bringing up children, which cannot be taught unless the girls receive a sound moral education. The plot of the tale is that an educated Hindu is bleassed with an excellent wife, with whom he considered it a sacred duty to educate his daughter and son. He leaves his family and goes to England to qualify himself for the bar. From England he gives a description of English life, a brief account of the remarkable places there, of

the English home and its management, how female education is carried on there, and the different humane and philanthropic works in which English ladies are engaged. It is also shown that while Hindu ladies are devoted to spiritualism, austerity and charity, English ladies, besides possessing many excellencies, distinguish themselves as active benefactresses,—as healers of the suffering, reclaimers of the fallen, educators of the convicts, and ameliorating agents of the helpless and ragged children. Although humanity to the brute creation is practised in every Hindu family, yet it is of the utmost importance that compassion for the helpless animals and birds should be developed in every Hindu boy and girl and made a part of their education. This virtue is encouraged by English ladies who, as members of families or of organized bodies, show humanity to the brute-creation. The hero comes back. The heroine is joined by a devout lady and her excellent daughter. These ladies and the hero's daughter are engaged in works of love and charity, in the education of their sex, in visiting the poor and helpless without distinction of caste, in ameliorating their material condition and in showing motherly and sisterly feeling towards them. The tale concludes with the marriage of the two young ladies with their full consent and at proper age.

The proofs were submitted to Mrs. Monmohini Wheeler, Inspectress of Government Female Schools in Bengal, to whom I feel much indebted for her several valuable suggestions, and her opinion of this work is subjoined,—"I have read the *Bamatoshini*, and think it a nice story. It will be interesting, and I may say, instructive to the girls and zenana ladies of this country."

বামাতোষিণী

প্রথম পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণনগরের প্রান্তভাগে গোপালচন্দ্র দেব বাস করিতেন। তিনি কায়স্থ, সৎকুলোদ্ভব ও উচ্চচরিত্র ছিলেন। দেশের প্রথানুসারে অল্প বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়, কিন্তু পত্নীকে প্রাণপণে শিক্ষা দিয়া তাঁহাকে প্রকৃত ধর্মপত্নী করিয়াছিলেন। স্ত্রীপুরুষে সর্বদা একত্র হইয়া কিরূপে জ্ঞান ও ধর্ম লাভ হইতে পারে সর্বদা এই চিন্তা করিতেন। কালক্রমে তাঁহাদিগের এক কন্যা ও এক পুত্র হইল।

বাটীর নিকটে কতকগুলি গোয়ালা বাস করিত। গরুর গোবর পচাইয়া তাহারা কৃষকদিগকে বিক্রয় করিত, তাহাতে সমস্ত পল্লীর বায়ু দুর্গন্ধে দূষিত হইত। যে স্থলে হউক, বিশুদ্ধ বায়ু স্বাস্থ্যরক্ষার্থে অতিশয় প্রয়োজনীয়। যে স্থানে বায়ুর বিশুদ্ধতা না হয় সে স্থানে পীড়ার প্রারম্ভ। যাহারা নিশ্বাসের দ্বারা দূষিত বায়ু গ্রহণ করে তাহারাই পীড়িত হয়। বাটীর খিড়্কির নিকট একটী পুষ্করিণী ছিল, তাহা গভীররূপে খনিত হয় নাই, জল সর্বদা পানায় পূর্ণ থাকিত ও ঐ জল যাহারা পান করিত তাহাদের অজীর্ণ রোগ হইত। গোপাল স্বাস্থ্যরক্ষা কিরূপে হয়, তাহা অবগত ছিলেন। কিন্তু পৈতৃক ভদ্রাসনের প্রতি মায়াপূর্ণ হইয়া ভদ্রাসন ত্যাগ করিতে পারেন নাই। পরিবারের মধ্যে সর্বদাই পীড়া হইত, বৈদ্য ডাক্তার সর্বদাই আসিতেছেন, একটা না একটা রোগ লেগে রহিয়াছে, নেতুড় মরে না। গোপালের ভার্যা বড় গুণবতী,—ভর্তাকে কহিলেন, দেখিতেছি আপনার আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হইতেছে। চিকিৎসাতে যে ব্যয় হইতেছে তাহা সন্তানাদির শিক্ষার্থে হইলে উপকার হইত, অতএব যাহা শ্রেয়ঃ হয় তাহা আপনি করুন। গোপাল ভার্যার কথা শুনিয়া স্থির করিলেন যে, ভদ্রাসন ত্যাগ করা কর্তব্য। রম্নাপার্কের নিকট ভূমি উচ্চ, বায়ু বিশুদ্ধ, বারি নির্মল, ঐ স্থানে স্বপরিবার লইয়া উঠিয়া গেলেন। আসিবার কালীন পল্লীর স্ত্রীলোকেরা আসিয়া বলিতে লাগিল, এ কার্য কেহ কি করে? ভদ্রাসন ছেড়ে কে উঠিয়া যায়? পলাইয়া গেলে কি রোগ ছাড়্বে? গোপাল বাবুর স্ত্রী অবুঝ স্ত্রীলোকদিগের কথায় কিছু উত্তর না করিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে বিদায় লইয়া যাত্রা করিলেন। রম্নাপার্ক নিকটস্থ ভবনে আসিয়া গোপালবাবু ও তাঁহার স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা, সকলে আরাম পাইতে লাগিলেন। স্বাস্থ্যরক্ষার্থে কি কি প্রয়োজনীয় তাহা উত্তমরূপে প্রতীয়মান হইল।

গোপাল এক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। বেতন সামান্য, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী কিঞ্চিন্মাত্র অপব্যয় করিতেন না। তিনি বিশেষরূপে তদারক করিতেন যে, আহারীয় দ্রব্যাদি পীড়াজনক না হয়, অথচ যাহার মূল্য অল্প, ও যে জল পান করিতে হইবে তাহা নির্মল জল হয়। তৈল, ঘৃত ও দুগ্ধ বিশেষ অনুসন্ধানপূর্বক গৃহীত হইত ও পচা মৎস্য বাটীতে আনীত হইত না। বস্ত্রাদি যাহা টেক্‌সই ও যাহার অধিক মূল্য নহে, তাহা খরিদ হইত। বস্ত্রাদি সেলাই বাটীতেই হইত। পরিমিতব্যয়ে যতদূর স্বাস্থ্যরক্ষা হয়, তাহা সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হইত।

সন্ধ্যাকালে গোপাল, স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা লইয়া ঈশ্বর-উপাসনা করিতেন, ও ধর্ম ও নীতিবিষয়ক পুস্তকাদি পাঠ করিতেন এবং বালক ও বালিকা দিবসে কিরূপে নিযুক্ত থাকিতেন ও তাহাদিগের চিত্ত কিরূপ ছিল, তাহার নিকাশ লইতেন। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেন, তোমরা কোনরূপে রাগ দ্বেষ প্রকাশ ত কর নাই, তোমাদিগের চিত্ত শান্ত ছিল কি? তোমরা কাহাকেও কটু বাক্য ত কহ নাই? সকলের প্রতি স্নেহ ও প্রেমভাবেতে ত ছিলে? পশুপক্ষীদিগের প্রতি কোন নিষ্ঠুরতা ত কর নাই? স্ত্রী, স্বামীর প্রশ্নোত্তরপ্রণালীর বিশেষ গুণ জানিয়া তদ্রূপ শিক্ষা অতি সুন্দররূপে দিতে পারিতেন। পল্লীর অন্যান্য বালক ও বালিকা তাঁহার নিকট আসিত, তিনি তাহাদিগকে আদর ও স্নেহভাবে সৎশিক্ষা প্রদান করিতেন।

গোপালের স্ত্রীর নাম শান্তিদায়িনী, কন্যার নাম ভক্তিভাবিনী ও পুত্রের নাম কুলপাবন।

গোপাল ও তাঁহার পরিবার কিরূপে নিযুক্ত থাকিতেন।

ত্রিযামা অবসান না হইতে হইতেই প্রাতঃসমীরণ বহিতে থাকে। পক্ষী সকল যেন কারারুদ্ধাবস্থা হইতে মুক্তিসুখের রসপানে নানারবে ডাকিতে আরম্ভ করে। এই সময় গোপাল স্ত্রী, কন্যা ও পুত্র লইয়া রম্যপার্কে পরিভ্রমণার্থে গমন করেন। অনেকেই বায়ুসেবনার্থে দ্রুতগমন করেন; গোপাল শারীরিক বল জন্য দ্রুত-গতিতে চলিতেন। শান্তিদায়িনী, ভক্তিভাবিনী ও কুলপাবনের হস্তধারণ পূর্বক মন্দ মন্দ গতিতে গমন করিতেন। চতুর্দিকে উদ্ভিদ, গুল্ম, লতা ও বনস্পতি—নানাপ্রকার শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট, নানাবর্ণীয় নানাপ্রকার ও নানাগন্ধীয় পুষ্পে শোভিত ও নানা মনোহর ফলে ভারাক্রান্ত। এক এক দৃশ্য দর্শনে অনেক জিজ্ঞাস্য, অনেক সিদ্ধান্তের প্রয়োজন সকল এককালীন ভাবিতে গেলে চিত্ত অভিভূত হয়; তথাপি কন্যা ও পুত্র, মাতাকে প্রশ্ন করিতে ক্ষান্ত হইতেন না। মাতা কাহাকে অঙ্কুর বলে, অঙ্কুর হইতে কিরূপে ফুল, ফুল হইতে কিরূপে ফল

হয়, ও ফুলের পাব্ড়ি পর্যন্ত নিষ্প্রোজনীয় নয় তাহাও বুঝাইয়া দিতেন। জীবের যেরূপ পিতামাতা আছে, পুষ্পেতে ও উদ্ভিদের পিতামাতা দৃষ্টিগোচর হয়। বালকবালিকা এরূপ উপদেশে চমৎকৃত হইত ও নির্জনে স্রষ্টার অনন্ত শক্তি ভাবিত। তপনের তাপ প্রখর হইবার প্রারম্ভে, গোপাল তাঁহার পরিবার লইয়া বাটী প্রত্যাগমন করিতেন। পরে স্নান করিয়া যথাজ্ঞান শক্তি অনুসারে ঈশ্বর উপাসনা করিতেন। তাহার পর শান্তিদায়িনী অন্নব্যঞ্জন প্রস্তত করিতেন ; পতি পুত্র ও কন্যাকে ভোজন করাইয়া দাস ও দাসীকে ভোজন করাইতেন, অবশিষ্ট যাহা থাকিত তাহা আপনি গ্রহণ করিতেন। ইতিমধ্যে যদি কাঙ্গালিনী আসিয়া বলিত, মা গো ! এক মুঠা ভাত দেও, খিদেতে পেট জ্বলিয়া যাইতেছে, তাহা হইলে আপন আহার হইতে তাহার পরিতোষার্থে অন্নব্যঞ্জন দিতেন। দিবসে নিদ্রা না যাইয়া বাঙ্গালা ও ইংরাজী পুস্তক পাঠ করিতেন।

সৎ মাতা হইলেই সৎ সন্তান হয়। কন্যা ও পুত্র, পিতা মাতার অনুকরণ করিতে চাহে। বিশেষতঃ মাতা, পিতা অপেক্ষা শিক্ষাদায়িনী। প্রকৃত শিক্ষা তিরস্কার বা দণ্ডের দ্বারা প্রদত্ত হয় না। মাতা স্বীয় কোমল ও স্নেহযুক্তহস্তে অঙ্গস্পর্শন ও মুখচুম্বনে বালহৃদয়ে যেরূপ উন্নতিভাব প্রেরণ করিতে পারেন সেরূপ শিক্ষকের দ্বারা হইতে পারে না। জগতের প্রধান শিক্ষক নারী—নারীতেই কোমল সুন্দর ভাব নিহিত, ঐ ভাবে পুরুষ সংস্কৃত হইলে উন্নতি-সোপান প্রাপ্ত হয়। অনেক মহৎ মহৎ লোক মাতাকর্তৃক শিক্ষিত, এজন্য কথিত আছে, উত্তম মাতা হইলে উত্তম সন্তান হয়।

শান্তিদায়িনী কিয়ৎকাল পুস্তকাদি পাঠ করিয়া শিল্পকার্য করিতেন। তিনি তাঁহার মাতার নিকট হইতে শিল্পকার্য শিক্ষা করিয়াছিলেন নানাপ্রকার সেলাই, নানাপ্রকার পশমের বুনন, নানাপ্রকার গহনা গড়ন, নানাপ্রকার ছবি লেখা—পেনসিল্ ও অয়েল্ পেনটিং, নানাপ্রকার খোদা এই সকলই শিক্ষিত হইয়াছিলেন। পূর্বকালে স্ত্রীলোকেরা নানা বিদ্যা ও নানাপ্রকার শিল্পকর্ম করিতে জানিতেন। মুসলমানদিগের সময়ে হিন্দুস্ত্রীলোকেরা হীনতা প্রাপ্ত হন, কিন্তু ধর্মভাব যাহা তাহাদিগের হৃদয়ে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা উন্মূলিত হয় নাই। যে কেহ জ্ঞান ও ধর্মসুধা একবার পান করিত, সে অন্যকে ঐ আস্বাদন প্রেরণ করিত। শান্তিদায়িনীর শিল্প দেখিতে অনেক স্ত্রীপুরুষ আসিতেন ও এই কারণবশতঃ অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগের শিল্পকার্যে অনুরাগ জন্মিত। সন্ধ্যার প্রাক্কালে শান্তিদায়িনী রাত্রির আহার প্রস্তুত করিতেন। এক একদিন ভিজা কাষ্ঠজন্য উনুন জ্বলিত না, ফুঁ দিতে দিতে চক্ষে জল আসিত ; তাহার ক্লেশ দেখিয়া অন্যান্য বামারা বলিত,

আহা, কি ক্লেশ! তুই এক আনা দিলে ভাল শুকনো কাঠ মিলে, অল্প ব্যয় তরে এত দুঃখ কেন? শান্তিদায়িনী বলিতেন, স্বামীর আয় যৎসামান্য; যদি আমার ক্লেশে তাঁহার ব্যয় অল্প হয় তাহা করা আমার কর্তব্য, এজন্য দিদি দুঃখিত হইও না। ক্লেশ সহ্যতে বিশেষ উপকার। কন্যা কখন কখন বলিত, মা! তোমার বড় ক্লেশ হইতেছে, আমাকে এ কার্য শিখিতে দেও, তুমি উঠিয়া আইস, আমি উনুনের নিকট বসি। মাতা কন্যার উপকারজন্য কখন কখন সম্মত হইতেন। বৈশাখ মাসে বাটীর দ্বারের নিকট গো, মহিষ, ছাগ, মেষ ও পক্ষীদিগের পানার্থে গামলায় জল থাকিত, তাহার নিকট কন্যা ও পুত্র বসিয়া থাকিত; যে জন্তু ও পক্ষী জলপান করিতে আসিত তাহাকে তাহারা উৎসাহ দিতেন ও কোন তৃষ্ণান্বিত ব্যক্তি আসিলে তাহাকে জল দিবার অগ্রে মাতার নিকট হইতে ছোলা অথবা বাতাসা আনিয়া দিতেন। পিপাসিত ব্যক্তিরা জলপানের পর আশীর্বাদ করিয়া যাইত।

বৈকালে গোপাল বাটীতে প্রত্যাগমন করিতেন। পত্নী, পুত্র ও কন্যার প্রতি স্নেহ প্রকাশপূর্বক তিনি জলযোগ করিয়া তাহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া রম্যপার্কে গমন করিতেন। উষাকালে যেরূপ উদ্যানের মনোহর দৃশ্য, বৈকালেও সেরূপ নয়নরঞ্জন শোভা হইত। প্রাতঃকালে পক্ষীর কলরব, মন্দ মন্দ সমীরণ ও নানা পুষ্পের সৌগন্ধে চতুর্দিক আমোদিত। শত শত পতঙ্গ এক পুষ্প হইতে অন্য পুষ্পে গমন করিতেছে। বৈকালে সূর্যের অস্তমিত আভা বৃক্ষোপরি পতিত হইয়া নানা রত্নস্বরূপ প্রকাশমান। নানাজাতীয় পক্ষী দিগ্‌দেশান্তর হইতে আসিয়া বাসস্থান অন্বেষণ করিতেছে। প্রান্তভাগে মেঠো সুরে রাখাল গান গাইয়া যাইতেছে। গোপাল পরিবার সহিত একটী ঝিলের নিকট বসিয়া স্তব্ধভাবে থাকিতেন। নির্জনে থাকিলে কাহার অন্তরের ভাব উদ্দীপন না হয়? কিয়ৎকাল পরে বাটীতে আসিয়া সকলে উপাসনা করিতেন, পরে আহার করিতেন। শান্তিদায়িনী স্বামীর সঙ্গে কোন কোন দিবস আহার করিতেন, কোন কোন দিবস পরিবেশন জন্য পরে আহার করিতেন।

আহারের পর সকলে বসিয়া নানাপ্রকার কথাবার্তা কহিতেন। কখন কখন ঈশ্বর মহিমা ও করুণা বিষয়ক গান সংগীত হইত। কখন কখন নীতি, খগোল, পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, ইতিহাস, মহাত্মা লোকের জীবনচরিত পঠিত হইত। এই অনুশীলনে পুত্র ও কন্যার বিশেষ উপকার দর্শিল। তাহাদিগের বস্তুর উপদেশের প্রতি অধিক মনোনিবেশ হইতে লাগিল। বাক্যের উপদেশের প্রতি তত মনোযোগ হইত না। অনেক বালকবালিকা প্রায় শব্দই শিখে। বস্তুজ্ঞানের তত অনুশীলন হয় না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বালিকা-বিদ্যালয়।

কৃষ্ণনগরের ইংরাজটোলার নিকট একটি বালিকা-বিদ্যালয় ছিল। ঐ বালিকা-বিদ্যালয় কতিপয় বিবি ও এতদ্দেশীয় ভদ্রলোকের আনুকূল্যে স্থাপিত হয়। ভদ্র ভদ্র ইংরাজ বিবি ও বাঙ্গালিরা মধ্যে একত্র হইয়া স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক কথোপকথন করিতেন। নানা ব্যক্তি নানা মত প্রকাশ করিতেন। কোন কোন এতদ্দেশীয় কহিতেন, পূর্বকালে এদেশে স্ত্রীলোকেরা ভালরূপে ধর্ম উপদেশ পাইতেন, শিল্পকার্য শিখিতেন ও নৃত্য গীত শিক্ষা করিতেন। কোন কোন সাহেব বলিতেন যে, বালিকারা মাতার নিকট হইতে অনেক শিক্ষা করে। বিলাতে প্রত্যেক বাটীতে সমস্ত পরিবার রাত্রিতে আগুন পোয়াইতে পোয়াইতে অনেক কথাবার্তা কহে ; ঐ সময়ে বালকবালিকারা অনেক উপদেশ প্রাপ্ত হয়। ইংরাজী শিক্ষার প্রণালী এই যে, শিশুদিগের জন্য বিশেষ বিশেষ বিচিত্রিত পুস্তক তাহাদিগের হস্তে দিলে তাহারা নানাপ্রকার প্রশ্ন করে, তখন মাতা, কি পিতা, কি ভ্রাতা, কি ভগিনী স্নেহ ও মুখচুম্বনের সহিত প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকেন। বালশিক্ষার প্রথম অঙ্গ চক্ষু কর্ণকে আকর্ষণ করা, পরে মনেতে গল্পের ছলে শুদ্ধ ভাব প্রেরণ করা ও ঐ ভাবের দ্বারা ক্রমশঃ ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি, সত্য ও সাহসের প্রতি অনুরাগ জন্মান। শিক্ষা কোনপ্রকারেই বলপূর্বক প্রদত্ত হইতে পারে না। কৌশলের দ্বারা শিখিবার পিপাসা উদ্রেক হইলে উপদেশ বারি দিতে হইবেক। এইরূপে পরিষ্কার স্থানে থাকা, পরিষ্কার বস্ত্রাদি পরা, স্বাস্থ্যকর দ্রব্য আহার করা, শারীরিক বলজন্য বায়ুসেবন ও কসরত করা শিখাইতে হইবেক। রাত্রিতে যে গৃহে অগ্নি পোয়াইতে হয় সেখানে একত্রিত হইলে মহাত্মা ও পরোপকারীদিগের জীবনবৃত্তান্ত ও ধর্মকর্মের মাহাত্ম্য পুনঃ পুনঃ বলা কর্তব্য। এইরূপে বালক ও বালিকার হৃদয় সৎশিক্ষায় অঙ্কুরিত হয়। মধ্যে মধ্যে উদ্যানে বালকবালিকাদিগকে লইয়া যাওয়া আবশ্যক ; তথায় নানাজাতীয় বৃক্ষ ও পুষ্প দেখিয়া তাহাদিগের মনোনেত্র ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে থাকে। পিতামাতার এই কর্তব্য যে, বালক ও বালিকাদিগের হৃদয়ে জ্ঞান ও ধর্মের প্রতি অনুরাগ দৃঢ়ীভূত করিয়া দেন, তাহা হইলে পরে তাহারা ঐ উপদেশ অনুসারে চলিয়া থাকে।

এতদ্দেশীয় একজন বলিলেন, স্ত্রীশিক্ষাবিষয় আমার কিছু জানা আছে। কেনিলন বলেন, স্ত্রীলোকের তিন কার্য—সংসারের কার্য করা, স্বামীকে সুখী করা ও সন্তানদিগকে শিক্ষা দেওয়া। সেন্থফোর্ড বলেন, বালক বালিকাদিগের প্রতিদিন যাহা ঘটিবে, মাতা তাহা লইয়া যেন এক ছড়া উপদেশের মালা গাঁথিয়া দিবেন।

একজন বিবি বলিলেন, বিলাতে ধনী লোকেরা আপন আপন বাটীতে কন্যা-দিগকে শিক্ষা প্রদান করেন। মধ্যবর্তী লোকেরা পাঠশালাতে শিক্ষা দেন। স্কটলণ্ডে, এমেরিকায় বালক ও বালিকা একত্রে পাঠ করে। স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ে নেপলিয়েন বোনাপার্টির ও বিবি কাম্পনের সহিত কথোপকথন হইয়াছিল। নেপলিয়েন বলিলেন, লোকদিগের শিক্ষা ভাল হইতেছে না কেন? ঐ বিবি বলিলেন, ভাল মাতা নাই। নেপলিয়েন বলিলেন, অগ্রে ভাল মাতা যাহাতে হয় এমত চেষ্টা কর। আর একটী কথা স্মরণ করা কর্তব্য। একজন মাতা কোন পাদ্রিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ছেলেকে কোন সময় অবধি শিক্ষা দিতে হইবে। পাদ্রি বলিলেন, শিশু প্রসূত হইলে তাহার মুখে হাস্য দেখা দিবার সময় অবধি শিক্ষা আরম্ভ হইতে পারে। ইহার তাৎপর্য এই যে, মাতার মুখচুম্বনে শিশুর শিক্ষা হইতে পারে।

বালিকা-বিদ্যালয়ে অনেকের অনুরাগ ছিল। উত্তম প্রণালীতে চলিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শিশুশিক্ষা।

গোপালের বাটীর প্রান্তভাগে একজন দুলে থাকিত। সে প্রত্যূষে উঠিয়া কর্ম করিতে যাইত। তাহার স্ত্রী হাটে কিম্বা বাজারে যাইয়া দ্রব্যাদি বিক্রয় করিত। তাহাদিগের একটি পুত্র ছিল, সে পল্লীতে দৌরাত্ম্য করিয়া জিনিষ পত্র কেড়ে বিগড়ে আনিত। রাত্রিতে দুলে বাটীতে আসিয়া তাড়ি খাইয়া গান করিত,—

"বাবলার ফুল লো কাণে লো দুলালি।
মুড়ি মুড়কির নাম রেখেছ রূপলি সোনালি।"

তাহার স্ত্রী স্বামীর গান শুনিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিত। তাহার পরই পল্লীর লোকেরা আসিয়া তাহাদিগের ছেলের দৌরাত্ম্যজন্য অভিযোগ করিত। কেহ বলিত, আমার দোকান থেকে মোয়া লইয়া টপ্ টপ্ করিয়া খাইয়াছে; কেহ বলিত গলার মালা ছিঁড়িয়া দিয়াছে, কেহ বলিত আমার গাছের সজনা খাড়া পাড়িয়া আনিয়াছে, কেহ বলিত আমার কাপড়ে আগুন ফেলিয়া দিয়াছে। কাহারও মানা শুনে না; কাহাকেও ভয় করে না; সর্বদা মেরোয়া হইয়া বেড়ায়। দুলে বিরক্ত হইয়া রাগ না সম্বরণ করিতে পারিয়া ছেলেকে বেধড়ক মারিত ও ছেলে মার খাইয়া শূকরের মত চীৎকার করিত। পল্লীর সকলে বলিত জ্বালাতন কর্‌লে, এ চীৎকার অপেক্ষা বরং শূকর গাধার চীৎকার মিষ্ট। এইরূপ হয়, ইতিমধ্যে এক রাত্রি শান্তিদায়িনী বালকের প্রহারে কাতর হইয়া ঐ দুলের

বাটীতে গমন করিলেন। ভুলে যৎপরোনাস্তি সম্মানপূর্বক বলিল, মা এখানে কেন? শান্তিদায়িনী বলিলেন, তুমি পুত্রকে অকাতরে প্রহার কর এজন্য আসিয়াছি। বাবা! প্রহারে শিশুর সংশোধন হয় না, শিশুকে হয় লেখাপড়া কিম্বা কোন কার্যে নিযুক্ত রাখিলে আপনা আপনি শান্ত হইবে। কৌশল ও স্নেহেতে শিশুর যাহা শিক্ষা হয় তাহা প্রহার, কটুবাক্য ও বিকট বদন দর্শনে হয় না। ভুলে বলিল, মা! এমন জ্ঞান আমার ছিল না। মা! তোমাকে প্রণাম করি, তুমি সাক্ষাৎ ভগবতি।

শান্তিদায়িনী বাটী যাইয়া এ কথা বলাতে, স্বামী, পুত্র ও কন্যা সকলে বলিল, যে আপনি যাহা বলিয়াছেন তাহা যথার্থ, কারণ দণ্ড বিধানে বালক ও বালিকা মারঘেঁচড়া হইয়া অধঃপাতে গমন করে তখন তাহাদিগের সংশোধন করা বড় কঠিন।

এই কথাবার্তা হইতেছে, ইতিমধ্যে দ্বার ঠেলিবার শব্দ হইতে লাগিল। কে গা ও—কে গা ও? আমি শান্তিপুরের পিসিপেৎনী। শান্তিপুরের পিসিপেৎনী? ও অম্বিকে বাছা, দ্বারটা খুলে দেতো। অম্বিকা দ্বার উদ্ঘাটনের পূর্বে আপনা আপনি বলিতেছে—পিসিপেৎনী, এমন পোড়া নামতো বাপের জন্মে শুনি নাই। দ্বার খুলিবা মাত্রেই একজন স্থূলাঙ্গী, এক বোঝা লেপ কানী মস্তকে, দেখা দিল—কেশ তৈল বিহনে শুক্‌ন সজনা খাড়ার ন্যায় ছড়িয়া পড়িয়াছে, দন্ত অপরিষ্কার, বস্ত্র মলিন, মুহুর্মুহুঃ হাই তুলছেন ও তুড়ি দিচ্ছেন ও বলিতেছেন, আমার নাম পিসিপেৎনী। কন্যা ও পুত্র এই মাগীর আকার প্রকার দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না, মাতা নয়নভঙ্গি দ্বারা তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া বলিলেন, আপনি কে ও কি নিমিত্ত এখানে আগমন?

জিজ্ঞাসিত রমণী বলিল, মা! আমি বড় দুর্ভাগিণী আমার পিতার আবাস হৈমপুর, জন্মাবধি আমি স্থূলাঙ্গী, কুরূপা, এজন্য আমাকে সকলে ঘৃণা করিত, কিঞ্চিৎ কাল আমি কিছু লেখাপড়া করিয়াছিলাম কিন্তু পড়িলেই জ্ঞান হয় না। স্ত্রীলোকের কিরূপ চলা উচিত, স্বামীর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় ও সন্তানদিগকে কি প্রকার লালনপালন ও শিক্ষা দিতে হয় তাহা আমি কিছুই জানিতাম না। গৃহ পরিষ্কার রাখিতে হয় তাহা জানিতাম না,দ্বার জানালা সর্বদা বন্ধ করিয়া থাকিতাম, বায়ুর সঞ্চালন হইত না, কুঁজাতে পানা পুষ্করিণীর জল রাখিয়া সকলকে পান করিতে দিতাম। এই সকল দেখিয়া আমার পিতা আমার নাম পিসিপেৎনী রাখিয়াছিলেন। আমার যৌবনাবস্থা হইলে বর অন্বেষণার্থে পিতা চেষ্টান্বিত হইলেন, কিন্তু আমার রূপ ও নামের গুণে কেহই নিকটে আসিল না।

অবশেষে এক বে-পাগলা বর হঠাৎ আসিয়া আমাকে বিবাহ করিলেন। আমি তাঁহার সহিত শান্তিপুরে আসিয়া তাঁহাকে শান্তিস্বরূপ দেখিতে লাগিলাম। পাতিব্রত্যধর্ম শৈশবাবস্থায় শুনিয়া ঐ ধর্মে অনুরাগিণী হই; এক্ষণে কার্যদ্বারা ঐ ধর্ম অভ্যাস করিতে লাগিলাম। এজন্য আমার কুরূপ পতির নিকট সুরূপ হইয়াছিল। কালেতে আমার একটী পুত্র হইল। অতিশয় স্নেহেতে মত্ত হইয়া পুত্রকে সর্বদাই বুকের উপর রাখিতাম, চক্ষের অন্তর হইতে দিতাম না। ছেলেটি কোন উপদ্রব করিলে কেহ যদি কটু কহিত, অমনি আমি রায়বাঘিনীর ন্যায় তাহার উপর ঝাঁপিয়ে পড়িয়া দশ কথা শুনাইয়া দিতাম। আমি বলিতাম, ও আমার কেলেসোনা, ও আমার হৃদের গোপাল। বল্‌তে হয় পোড়া লোক আমাকে বলুক। এই আস্‌কারায় ছেলে ধিং ধিং করিয়া নাচিয়া বেড়াইত। এই বেহিসিবি আদর পাইয়া ছেলে বদমাইসি শিক্ষা করিতে লাগিল। গুরুমহাশয়কে ক্যাঁৎ ক্যাঁৎ করিয়া লাথি মারে; গুরুমহাশয় ধরিতে আসিলে ইট ছুড়িয়া তাঁহার মুখ রক্তারক্তি করিত। যিনি ইংরাজি পড়াইতেন তাঁহার কাঁদে উঠিয়া নাচিত। লেখাপড়ায় জলাঞ্জলি দিয়া নানা রকম উপদ্রব ও দাঙ্গা হেঙ্গাম করিতে লাগিল। আমাকে মা বলিয়া না ডেকে পিসিপেৎনী বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল। পতি এক একবার বলিতেন, ছেলেটাকে আদর দিয়া একেবারে ভূত করলে; এমত পুত্র থাকা আর না থাকা সমান কথা। পরে স্বামীর কাল হইল, তাঁহার বিষয়াদি পাইয়া ছেলে আমাকে বাটী হইতে বাহির করিয়া দিল। আমি অনাথিনীর ন্যায় ভ্রমণ করতঃ শুনিলাম যে, আপনি কন্যা পুত্রকে উত্তম শিক্ষা দিতেছেন; কুশিক্ষিত পুত্রের জ্বালায় জ্বলিয়া পোড়া চক্ষে আপনাদের দেখিতে আসিয়াছি। মা! সৎশিক্ষা না হইলে ধর্মে মতি হয়-না ও ধর্মে মতি না হইলে হিতাহিত জ্ঞান হয় না। এক একবার এই দুঃখ হয় যে, ছেলেটির সর্বনাশের মূলই আমি, যদি বাল্যাবস্থাবধি পুত্রটি সুশিক্ষিত হইত, তবে আমার পুত্রটি কুলপাবন পুত্র হইত। দেখিতেছি মায়ের দোষে ও গুণে ছেলের অপকৃষ্ট ও উৎকৃষ্ট গতি হয়।

ঐ স্ত্রীলোক সেই স্থানে দুই তিন দিবস থাকিয়া কাশীধামে যাত্রা করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

স্ত্রীপুরুষের পরামর্শ।

বৈশাখ মাস। দিবা উগ্রভাবে গিয়াছে, বৈকালের শীতলতা স্নিগ্ধ বোধ হইতেছে। সূর্য অস্তমিত প্রায়; কি বিচিত্র আভা! এ শোভা সকল দিন সমান হয় না; ঐ দিবস অস্তমিত সূর্য যে দেখিতেছে তাহার দৃষ্টি আর অধঃ হয় ন কাহারও

কাহারও বোধ হইতেছে যে, পৃথিবী হইতে সৌন্দর্য হৃত হইয়া আকাশের পশ্চিমদিকে বিকশিত হইতেছে। গোপাল ও তাঁহার বনিতা পরস্পর হস্তধারণ-পূর্বক উদ্যানে গমন করিলেন।

স্ত্রী। এই উদ্যান দেখিয়া পূর্বকালের অনেক বৃক্ষের নাম স্মরণ হয়।

স্বামী। বল দেখি—

স্ত্রী। মন্দার, পারিজাত, সরল, তাল, তমাল, শাল, কোবিদার, মালতী, চম্পক, নাগকেশর, বকুল, কমল, অশোক, কুন্দ, কদম্ব, জাতি, মল্লিকা, নীপ ইত্যাদি।

স্বামী। তাহার মধ্যে অনেকেই এখানে আছে।

মন্দ মন্দ বায়ু বহিতে লাগিল। পুষ্পীয় নানা গন্ধ মিশ্রিত হওয়াতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় পুলকিত হইল। কোন কোন স্থানে বড় বড় বৃক্ষের শিকড়ের উপর শিকড় ব্যাপিত হওয়াতে বসিবার স্থান হইয়াছিল। ঐ এক মেরাপের উপর স্ত্রীপুরুষ উপবেশন করিলেন।

স্বামী। দেখ, এ পর্যন্ত আমি একটী কথা তোমাকে বলি নাই, কিন্তু সর্বদা উদ্বিগ্ন থাকি। সংসারের ব্যয় নির্বাহ না করিতে পারাতে ঋণগ্রস্ত হইয়াছি। কলিকাতার যে একটী ভাড়াটে বাটী আছে, তাহার মেরামতের জন্য অনেক ব্যয় হইয়াছে। সুহৃদ্গণ আমাকে এই পরামর্শ দেন, যে বিলাতে গিয়া কৌন্সলি হইয়া আসিলে আয়ের বৃদ্ধি হইবেক; কিন্তু এক্ষণে গমনাগমনের ও সেখানে থাকিবার ব্যয় জন্য কলিকাতার বাটী বিক্রয় না করিলে এ কার্য নির্বাহ হইবেক না, তুমি কি বল?

স্ত্রী স্তব্ধ হইয়া থাকিলেন; চিন্তা করিতে লাগিলেন—তিন চারি বৎসর পতির সন্দর্শন হইবে না; পুত্র কন্যার শিক্ষা স্বামীর সংযোগ না থাকিলে উত্তমরূপে কি হইতে পারে? ব্যয় কিরূপে নির্বাহ হইতে পারে? আমি অন্তঃসত্ত্বা—শিল্পকার্য করিতে আমার বল থাকিবে কি? এই সকল নানা চিন্তাতে চিন্তিত হইয়া শান্ত হইবার জন্য ঈশ্বরধ্যান করিলেন, পরে শান্তি পাইয়া বলিলেন,—যে প্রস্তাব করি লেন, আপাততঃ অসুখজনক, কিন্তু বৈষয়িকভাবে মাঙ্গলিক ও আপনার উন্নতি সাধন হইতে পারে। আপনাকে না দেখিবার যে অসুখ, তাহা ঈশ্বরধ্যানের দ্বারা পরিহার করিব।

স্বামী ভাবিয়াছিলেন যে, এই প্রস্তাবে তাঁহার ভার্যা বিহ্বল হইয়া কোনক্রমে সম্মত হইবেন না; কিন্তু স্ত্রীর ধৈর্য দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন ও মনে করিতে লাগিলেন যে, যে সকল ব্যক্তি ঈশ্বরধ্যান করে তাহারা অন্তরবল প্রাপ্ত হয়। সন্ধ্যার প্রাথমিক আবরণে সৃষ্টি আচ্ছাদিত হইল। নভোপরি তারকাগণ যূথে যূথে

যেন কোন লুক্কায়িত রাজ্য হইতে প্রকাশ হইতে লাগিল। স্বামী স্ত্রীকে লইয়া বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বিলাত যাইবার উদ্যোগ ও যাত্রা।

কলিকাতার বাটী বিক্রয় হইলে বিলাত যাইবার যে যে দ্রব্যাদির আবশ্যক তাহা খরিদ হইল। সুহৃদ্ ও আত্মীয়গণ দেখা করিতে আইলেন ও অনেক সদালাপের পর তাঁহারা বলিলেন, আমরা সকলে জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে, আপনি কৃতকার্য হইয়া নিরুদ্বেগে এখানে প্রত্যাগমন করুন। শান্তিদায়িনী পতির গমন বিষয় সর্বদাই ভাবেন। তাঁহার আপন মাতার সাতিশয় সহিষ্ণুতা-শক্তি সর্বদা স্মরণ করতঃ এই চিন্তাতে মগ্ন হয়েন যে, অস্থিরতা ত্যাগ করিতে হইবে, এজন্য একাকিনী ঈশ্বরচিন্তাতে থাকেন। বদন মৃদু সৌদামিনীতে পূর্ণা, চম্পককুসম বর্ণ, যেন শান্তিসৌন্দর্যে রহিয়াছে। গোপালও গমনজন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা সকলই জানেন, কিন্তু সময়ক্রমে কারণ উপস্থিত হইলে তরঙ্গাতীত হইতে পারেন না। কি প্রকারে এমত সৎপত্নী ও পুত্র কন্যাকে ছাড়িয়া গমন করিব ও এত দীর্ঘকাল কিরূপে থাকিব, এই ভাবনায় অস্থির হইলেন। দেখিতে দেখিতে যাত্রার সময় উপস্থিত হইল। স্বামী অস্থির হইয়া স্ত্রীর গলদেশে হস্ত দিয়া রোদন করিলেন। স্ত্রী আপন অঞ্চল দিয়া তাঁহার চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়া বলিলেন—রোদন করিও না, শান্ত হও, জগদীশ্বরকে ধ্যান করিয়া যাত্রা কর। কন্যা পুত্র পিতার হস্ত ধরিয়া নয়নজলে প্লাবিত হইল। গোপাল মেঘাচ্ছন্নবদনে রোরুদ্যমান হইয়া যাত্রা করিলেন। যতক্ষণ জাগ্রত থাকিতেন, আপন স্ত্রী, পুত্র ও কন্যার আকার আপন মস্তিষ্কে দেখিতেন। যাইতে যাইতে নূতন নূতন দৃশ্য দৃষ্ট হওয়াতে চিত্তের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হইতে লাগিল।

কলিকাতা হইতে মান্দ্রাজে আইলেন। কলের জাহাজ হইতে কিছু দেখিবার যো নাই। সাগরে ঢেউয়ের তোড় বল প্রবল। মান্দ্রাজে যে সকল লোক বসতি করে তাহারা অধিকাংশ অসভ্য। ইংরাজেরা প্রথমে এখানে আসেন, সুতরাং কার্যের সুবিধার জন্য এখানকার নিম্ন-শ্রেণীর লোকেরা পর্যন্ত ইংরাজী কহিতে শিখে। মান্দ্রাজে তৈলঙ্গ ভাষা প্রচলিত। তথায় হিন্দুধর্ম পূজ্য ও অনেক উচ্চ উচ্চ পণ্ডিত ও উচ্চ উচ্চ নারী জন্মগ্রহণ করেন।

মান্দ্রাজ হইতে গলে আসিলেন। গল সিলনের প্রধান বন্দর। সিলনের প্রাচীন নাম লঙ্কা, যাহা রামায়ণে বর্ণিত আছে। ঐ উপদ্বীপ রম্য—নানা প্রকার বৃক্ষে

সুশোভিত। দারুচিনি ও কাফির চাষ অধিক, নারিকেল বৃক্ষে বড় বড় নারিকেল ফলে। লঙ্কার লোক সকল বৌদ্ধমতাবলম্বী। লঙ্কাতে গ্রীক, রোম ও অন্যান্য জাতীয় লোকেরা বাণিজ্য করিতে আসিত। সিলন হইতে এডেনে উপস্থিত হই-লেন। ঐ স্থান পার্বতীয়, শস্যাদি কিছুই নাই। এখানকার লোকেরা বড় সন্তরণ-পটু, জাহাজ হইতে মুদ্রা সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলে আরব বালকেরা জলে মগ্ন হইয়া ঐ মুদ্রা আনিয়া দেয়। এডেন রেড্‌সির (লোহিত সাগরের) উপকূলে ; রেড্‌-সির উপরে ও নিম্নে অনেক পর্বত আছে, এজন্য সতর্কে জাহাজ চালাইতে হয়। রেড্‌সি হইতে সুয়েজে আসিতে হয় ; ঐ স্থান হইতে সুয়েজ কেনাল দৃষ্ট হয়। ঐ কেনাল নীলবর্ণীয় সরু খালের ন্যায়, মধ্যে মধ্যে বন্দর ও সকল স্থান দিয়া জাহাজ গমনাগমন করে। উক্ত স্থান হইতে কেরোতে যাইতে হয়, কেরো ইজিপ্ট দেশের প্রধান নগর। প্রাচীনকালে ইজিপ্ট দেশে বিদ্যা ও ধর্মের অনুশীলন হইয়া ছিল ও অনেক গ্রীকজাতীয় বিজ্ঞলোকে তথায় অবস্থিতি করিয়া জ্ঞান উপার্জন করিয়াছিলেন। কেরোতে মুসলমান ধর্ম প্রচলিত, পাশার রাজগৃহ চমৎকার। এই স্থানে একজন পাদরির অবিবাহিতা কন্যা, স্ত্রীলোক ও বালকদিগের শিক্ষার্থে জীবন অর্পণ করিয়াছিলেন। নারীরা সর্বত্র নিষ্কাম ধর্মের নেতা।

ইজিপ্টদেশীয় উচ্চ উচ্চ পিরামিড দেখিবার জন্য কেরো হইতে অনেকে গমন করে, পরে আলেকজণ্ড্রিয়াতে আসিতে হয়। ঐ স্থানের গলি সকল প্রস্তরে আচ্ছাদিত। ঐ স্থানের পর মাল্টা, সেখানে দুধারে ছায়াযুক্ত বৃক্ষ-পল্লব সকল সুন্দররূপে আচ্ছাদিত, ফলেতে পূর্ণ ও মধ্যে মধ্যে ঝর্ণা। মাল্টার পর জিব্রাল্টার, ঐ স্থানের পর্বত ও দুর্গ দেখিবার যোগ্য। তাহার পর সৌদ্‌হেম্পটন, তাহার পর লণ্ডন। সৌদ্‌হেম্পটন দিয়া যাইয়া বৃনডিসি দিয়া কেলিস ও ডোবর উত্তীর্ণ হইয়া বিলাতে যাওয়া যায়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

স্বামীর নিকট হইতে আমার প্রথম পত্র।

স্ত্রী বসিয়া ভাবিতেছেন, অনেক দিন হইল পতির কিছুই সংবাদ পান নাই, পুত্র কন্যা সর্বদাই তাঁহার বার্তা জিজ্ঞাসা করে, তাহাদিগকে সান্ত্বনা দেওয়া কঠিন। চিন্তা উদিত হইলে চিন্তাশূন্য হওয়া সহজ নহে। ইতিমধ্যে ডাকঘর হইতে একজন পিয়াদা আসিয়া একখানি চিঠি আনিয়া দিল। সেই চিঠি গৃহিণীর নিকট আনীত হইলে তিনি দেখিলেন স্বামীর হস্তাক্ষর। সে লিপি এই—

প্রিয়তমে শান্তে! আমার জন্য চিন্তিত হইও না, আমি কিয়ৎকাল অস্থির ছিলাম

এক্ষণে সর্বপ্রকারে ভাল আছি, শারীরিক কোন পীড়া নাই। যাহা দেখিবার যোগ্য ও যাহার সহিত আলাপ করিলে উন্নতিসাধন হইতে পারে, তাহাই দেখিতেছি ও সেই সকল লোকের সহিত আলাপ করিতেছি। যতদূর সম্ভাবে হৃদয়কে নির্মল ও শান্ত রাখিতে পারি ততদূর করি, কিন্তু মধ্যে মধ্যে তোমাকে ও কন্যা পুত্রকে না দেখিবার ক্লেশ উপস্থিত হইলে কাতর হইয়া পড়ি। যে সকল পুরুষ ও স্ত্রী এক শরীর, এক প্রাণ, এক আত্মা জ্ঞান করে, তাঁহারা স্বতন্ত্র হইলে আপনাকে অর্ধস্বরূপ জ্ঞান করেন, কিন্তু তাঁহারা কি অন্তরে স্বতন্ত্র হইতে পারেন? অনেক দিন তোমার মুখের বাণী শুনি নাই, তুমিও আমার কথা শুন নাই, এজন্য বিস্তারপূর্বক তোমাকে লিখিতেছি। তোমাকে সর্বদাই অন্তরে দেখিতেছি।

আমি অনেক রম্যস্থানে ভ্রমণ করিয়াছি, তাহার মধ্যে কতকগুলি তোমাকে বলি, সেন্ট জেমস পার্ক অতি মনোহর স্থান। প্রকাণ্ড প্রাচীন বৃক্ষ, প্রশস্ত মাঠ, বৃহৎ সরোবর তাহাতে নানাজাতীয় পক্ষীগণ কেলি করিতেছে। রিজেন্ট পার্ক বড় নির্জন স্থান, এস্থানে হট হৌসে অরকিড ও অন্যান্য নানাবর্ণীয় পুষ্পলতা রক্ষিত হয়। হাইড পার্ক, কিউ গারডেন ও অন্যান্য অনেক স্থান দেখিবার যোগ্য। হট হৌস চারাঘরে যে সকল ফল এখানে ফলে না, সেই সকল ফল কৌশলে ঐস্থানে জন্মান হয়। বিলাতে আম্র, কলা, লেবু, আনারস, প্রভৃতি জন্মে না, কিন্তু বিশেষ তদ্বিরের দ্বারা হট হৌসে তাহারা জন্মে। হট হৌস গেলাসে নির্মিত। গেলাস দিয়া সূর্যের আভা ভিতরে আইসে ও তাহার নিম্নে প্রস্তর ও নল গরম জলদ্বারা তপ্ত করিয়া রাখা হয়, তদ্বারা মৃত্তিকা ও বায়ু উষ্ণ প্রদেশের ন্যায় পরিবর্তিত হয়। এখানের পুষ্প সকল বঙ্গদেশের ন্যায় নহে। নানাপ্রকার গোলাপ ও অন্যান্য পুষ্প আছে। ঐ সকল পুষ্প সুন্দর বটে, কিন্তু আমাদিগের দেশের পুষ্প সকলের চটক্ অধিক।

যে যে রম্য স্থানে আমি ভ্রমণ করিয়াছি, সেই সেই স্থানে তোমাকে স্মরণ করিয়াছি। যাহা দর্শন-শ্রবণ-মননে লব্ধ হইয়াছে তাহা তোমা বিহীনে অসম্পূর্ণরূপে ভোগ হইয়াছে।

স্ত্রীশিক্ষাপ্রণালী জানিবার ইচ্ছুক হইয়া কতিপয় ভদ্র পরিবারের সহিত আলাপ করিয়া এই জানিলাম যে, ধনী ব্যক্তিরা আপনাদিগের কন্যাদিগের বাটীতে শিক্ষা দেন। মধ্যবর্তী ও নিম্নশ্রেণীর লোকেরা আপন আপন কন্যাদিগকে পাঠশালায় প্রেরণ করেন।

ধনী লোকদিগের কন্যারা ফরাসিস, লেটিন, প্রাণিবৃত্তান্ত, উদ্ভিদ-বিদ্যা, ভূবিদ্যা, প্রভৃতি শিক্ষা করেন। অনেক পরিবারের কন্যারা অবিবাহিত থাকেন ও অন্যান্য

বালিকাদিগকে শিক্ষা প্রদান করেন, শিল্পকার্য ও উদ্যান রক্ষণাবেক্ষণ ও লেখা-পড়ার অনুশীলন করতঃ পুস্তকাদি প্রকাশ করেন। মহারাণীর বংশীয় কন্যারা নানা প্রকার শিল্পকর্ম করেন ও ঐসকল তসবির আদি দীনদরিদ্র ব্যক্তির উপকারার্থে প্রকাশ্য নিলামে প্রেরণ করেন।

যাঁহারা লেখাপড়া উত্তমরূপে শিক্ষা করেন ও যাঁহাদিগের সন্তানসন্ততি নাই, তাঁহারা ধনীলোকের বাটীতে শিক্ষা দেওনজন্য নিযুক্ত হন। অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা চিকিৎসা-বিদ্যা শিখিয়া ডাক্তারি করেন। কোন কোন স্ত্রীলোক পুস্তকাদি লিখিয়া অথবা রচনা পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করেন। অন্যান্য স্ত্রীলোক শিল্পবিদ্যালয়ে নানারূপ শিল্পশিক্ষা করিয়া অর্থ উপার্জন করেন। ভদ্র লোকের বাটীতে বালকবালিকাদিগের শিক্ষা দেওনের প্রণালী অতি সুন্দর। চিত্র, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, তারা, নক্ষত্র বিষয়ক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক তাহাদিগের হস্তে অর্পিত হয় ও গৃহমধ্যে এক ঘরে অনেক জানিবার যোগ্য ও তসবির গঠিত থাকে। বালক-বালিকারা রাত্রে অগ্নি পোয়াইবার সময় মাতার নিকট আসিয়া যাহা চক্ষু-আকর্ষণীয় তদ্বিষয়ক জিজ্ঞাসা করে। মাতা সস্নেহ ও মুখচুম্বনের দ্বারা সকল সৎ উপদেশ তাহাদিগের হৃদয়ে বদ্ধমূল করিতে থাকেন। এইরূপে মাতা হইতে যে উপকার হয় তাহা পাঠশালার অধ্যাপকের দ্বারা হইতে পারে না। তাঁহারা কেবল নিয়ম ও প্রথা ও প্রণালী অনুসারে শিক্ষা দেন। মাতার শুদ্ধ ভাব দেখিয়া বোধ হয় যে, তাঁহার গৃহ স্বর্গস্বরূপ। মাতার উপদেশ দ্বারা বালকবালিকার স্বভাব উৎকৃষ্ট হয়, ধর্মে মতি হয়, ঈশ্বরজ্ঞান হয় ও জীবন চরিতার্থ হয়। পাঠশালায় স্মরণশক্তির অধিক চালনা হয়, কিন্তু বিবেকশক্তির মার্জনা তত হয় না। শুনিতে পাই কবেট নামে একজন ইংরাজ ছিলেন, তিনি সন্তানদিগকে লইয়া সর্বদা মাঠে যাইতেন ও স্বভাবের অনন্ত বস্তুর প্রতি তাহাদিগের মনোনিবেশ করাইয়া তাহাদিগের বিবেকশক্তির চালনা অভ্যাস করাইতেন।

এই মত অনুসারে মহামান্য ডাক্তার আর্ণল্ড চলিতেন। তিনি স্বীয় চেষ্টাদ্বারা বালকদিগের জ্ঞান উদ্দীপন করাইতেন, তাহারা আপনা আপনি কিরূপে শক্তি-চালনা করিতে পারে তাহাই কেবল বলিয়া দিতেন। এরূপ শিক্ষার তাৎপর্য এই যে শিষ্য অন্যের উপর নির্ভর না করিয়া আপনার উপর নির্ভর করিবে। পুস্তকাদি অল্প পড়াইতেন। অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি মাতৃশিক্ষা হেতু বিখ্যাত হইয়াছেন। সেণ্ট আগস্টিন মাতার উপদেশে পবিত্র হয়েন। কবি কৌপর প্রথমে পাপগ্রাসে পতিত হয়েন, পরে মাতার উপদেশে ঈশ্বরপরায়ণ হইয়াছিলেন। এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। এখানে জমির উপরে ও নিম্নে রেলগাড়ি চলে,

গমনাগমনের ভারি সুযোগ। বিলাতে নৈসর্গিক এক আশ্চর্য বিষয় শুন। এখানে প্রতি বৎসরের জুনমাসের ২১ শে তারিখের পূর্বাবধি কয়েক দিবস দীর্ঘ হয়। প্রাতে তিনটায় সূর্য প্রকাশ হয় ও দিবা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, রাত্রি প্রায় দৃষ্ট হয় না, অথচ চন্দ্রমা প্রকাশ হয়। শীত এখানে অতি উগ্র। শীতকালে বিশেষতঃ কুজ্-ঝটিকা হইলে আলোক জ্বালাইতে হয়। আমি এই চিঠি দিবসে লিখিতেছি, কিন্তু গ্যাস আলোক সন্মুখে রহিয়াছে। অন্যান্য বিষয় পরে লিখিব। শীঘ্র উত্তর প্রদান পূর্বক তাপিত হৃদয় শীতল কর। কন্যা পুত্রকে আমার অকৃত্রিম প্রেম দিবে ও তাহারা যেন সর্বপ্রকারে তোমার অনুকরণ করে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সাধারণ জ্ঞান-উপার্জিকা-সভা।

কৃষ্ণনগরে এই সভা মাসে মাসে সমবেত হইয়া থাকে। অনেক ভদ্র সুশিক্ষিত ব্যক্তি তথায় যাইয়া দেশসম্বন্ধীয় নানা বিষয় আলোচনা করেন। মহামান্য শ্রীযুক্ত রামতনুবাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে রসিককৃষ্ণবাবু গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন,—পূর্বে এদেশে কেবল ধনী লোকের সন্তানেরা শিক্ষা করিত। এক্ষণে মধ্যবর্তী ও নিম্ন-শ্রেণীর ছেলেরা শিক্ষা করিতেছে। অবস্থা অনুসারে শিক্ষা। যাহারা অধিক দিন সাংসারিক কারণবশতঃ শিক্ষা করিতে পারে না, তাহারা নানাপ্রকার বিদ্যালাভ করিতে পারে না ; কিন্তু দেখা যাইতেছে, যে গরীবদুঃখী ছেলেরা ক্লেশ সহ্য করিয়া বিখ্যাত হয়। পূর্বে এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকেরা ধর্ম উপদেশ ধর্ম অনুশীলনে মগ্ন থাকিতেন, তাহা সতী, সাবিত্রী, সীতা, সুভদ্রা, দময়ন্তী প্রভৃতির দৃষ্টান্তে প্রতীয়মান হইতেছে। অস্মদ্দেশীয় অঙ্গনাগণ সম্মানিত হইতেন, প্রকাশ্য স্থানে গমন করিতেন ও বৈবাহিক বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে আপন স্বেচ্ছানুসারে পতিগ্রহণ করিতেন। পরে যৌবন-অধিকার হইলে স্ত্রীশিক্ষার ও স্ত্রীস্বাধীনতার বিশেষ ব্যাঘাত হয়, তথাচ স্থানে স্থানে হিন্দু স্ত্রীলোকেরা ধর্মভাব ও উচ্চ জ্ঞান-শক্তি প্রকাশ করিয়াছে। পর-উপকারার্থে কত কত স্ত্রীলোক জলাশয়, ঘাট, পথ, ভেষজালয়, প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছেন। যদিও এসব প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু বালকবালিকার শিক্ষা মাতাকর্তৃক ভালরূপে হইতেছে না। সৎ-মাতার ক্রোড় হইতে ও তাঁহার আদর মুখচুম্বন হইতে শিশুর ধর্মভাব বিকশিত হইতে থাকে। আমাদিগের এক্ষণে লক্ষ্য এই যে, স্ত্রীশিক্ষা এইরূপ হওয়া উচিত,—যাহার দ্বারা বালিকারা গৃহকার্য, স্বামীর প্রতি কর্তব্যতা জানিয়া স্বামী ও সন্তানদিগের হিতৈষিণী হয়েন। ধর্মভাবই মূলভাব।

শিবচন্দ্রবাবু উঠিয়া বলিলেন,—আমারও সম্পূর্ণ এই মত, শিক্ষা ধর্মভাব ব্যতীত হইলে জীবন নীরস। আমাদিগের দেশের সুশিক্ষিত যুবারা যে ধর্মভাববিহীন তাহার কারণ এই যে, এভাব গৃহে মাতাকর্তৃক অঙ্কুরিত হয় না।

সভাপতি বলিলেন,—নাস্তিকতার প্রাবল্যের কারণ, এই আস্তিকতা গৃহে বদ্ধমূল হয় না। এটি বিদ্যালয়ে প্রায় লব্ধ হয় না, বিশেষতঃ সেখানে অধ্যাপকেরা নানা শাস্ত্র পাঠ করিয়া কেবল নির্ধারিত শিক্ষাবিষয়ে মনোযোগী হয়েন।

রসিককৃষ্ণবাবু বলিলেন,—আমার আর একটি বক্তব্য যে বিলাতে অসতী ও অধম লোক প্রভৃতির সংশোধন জন্য নানাপ্রকার সভা আছে ও উত্তম শিক্ষাদ্বারা তাহাদিগের স্বভাব পরিবর্তন হয় ও অর্থ উপার্জনের নূতন পথ পাইয়া তাহারা ক্রমশঃ পাপমতি ও পাপকার্য হইতে মুক্ত হয়। আর যে সকল বালক অতি দরিদ্র, চীরবসনে রাস্তায় বেড়িয়া বেড়ায়, তাহাদিগের বিশেষ বিশেষ শিক্ষাস্থান আছে, তাহার নাম র‍্যাগেড স্কুল। এইরূপ শিক্ষা এদেশে হইলে মহৎ উপকার হইবে। জ্ঞান ও পবিত্রতা যত বৃদ্ধি হয়, ততই আমাদিগের আনুকূল্য করা কর্তব্য।

রামশঙ্কর রায় বলিলেন,—এক্ষণে সর্বদেশ ও প্রদেশে বসতির সংখ্যা অধিক হইয়াছে, কিন্তু অনেক স্থলে রাস্তা ঘাট ও বাটী ভালরূপে পরিষ্কার রাখা হয় না, এজন্য বায়ু দুর্গন্ধে দূষিত বারি মলাপূর্ণ; এজন্য রোগের বৃদ্ধি। দেখ কলিকাতায় নির্মল জল আনীত হইলে রোগের কত উপশম হইয়াছে। শরীর উত্তমরূপে রক্ষিত না হইলে বুদ্ধির স্ফূর্তি হয় না ও বিদ্যা অভ্যাসের ও সৎকার্যের ব্যাঘাত হয়।

দীননাথবাবু বলিলেন,—পূর্বে স্ত্রীলোকের পতি-মর্যাদা-জ্ঞান না হইলে বিবাহ হইত না ও নারীর মত না হইলে পিতা মাতা তাহার বিবাহ দিতে পারিতেন না। বোধ হয়, পিতামাতার অমতে সাবিত্রী যাঁহাকে বরণ করেন তাঁহাকেই উদ্বাহ করেন। স্বয়ম্বরা ও গান্ধর্ব বিবাহে কন্যার মতে বিবাহ হইত। রামায়ণে লেখে যে, যুবক ও যুবতীরা এক উদ্যানে গমন করিতেন ও সেখানে পরস্পর সন্দর্শন ও আলাপের পর চিত্ত ঐক্য হইলে বিবাহ হইত। বিবাহের মন্ত্র এই ছিল যে, প্রেমই আমাদিগের দাতা, প্রেমই গৃহীতা। ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে পরস্পরের সম্মতিযুক্ত প্রেমই বৈবাহিক বন্ধন ছিল। এক্ষণে বাল্যবিবাহে ঐ উত্তম প্রথা ভঙ্গ হইতেছে। আমাদিগের কর্তব্য যে, পূর্বপ্রথা বলীয়ান করা।

কৃষ্ণমোহনবাবু বলিলেন,—বৈদিক সময় অবধি এদেশে স্ত্রীলোক পুরুষের সহিত সমতুল্যভাবে গণ্য ও দেবীর ন্যায় সম্মানিত হইতেন। ইংরেজদিগের শিভেলরি

ভাবের পূর্বে এদেশে স্ত্রীলোকেরা মহামান্য হয়েন। শিভেল্‌রি প্রথা অনুসারে নারী-রক্ষার্থে প্রাণত্যাগ প্রশংসনীয় হইত। সেইরূপ উচ্চভাব প্রাচীন ভারতে হইয়াছিল। কিঙ্করীরা "ভদ্রে" বলিয়া সম্ভাষিত হইত। স্ত্রী, পুরুষ অপেক্ষা কোন অংশে অশ্রেষ্ঠ নহে; অতএব পুরুষের যেরূপ শিক্ষা হয়, সেইরূপ স্ত্রীলোকের শিক্ষা হওয়া উচিত। কি ধর্মবিষয়ক, কি বিদ্যাবিষয়ক, কি ব্যবসাবিষয়ক, কি রাজকার্যবিষয়ক কোন বিষয়ে স্ত্রীলোকের ন্যূন শিক্ষা হওয়া অকর্তব্য। যাহার যাহা অভিরুচি সেই তাহা শিক্ষা করুক। দায়াদিতেও সম অধিকার হওয়া উচিত। রাজ্যসম্বন্ধীয় বিষয়ে পুরুষ যেরূপ আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করে, স্ত্রীলোকেরও সেরূপ ক্ষমতা হওয়া উচিত। স্ত্রীপুরুষের সমান ক্ষমতা হইবার জন্য বিলাতে বড় আন্দোলন হইতেছে। অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলেন, এরূপ হইলে স্ত্রীলোকের কার্য কে করিবে? কে গৃহকার্য দেখিবে ও কে সন্তান সন্ততিকে লালনপালন করিবে ও শিক্ষা দিবে? কেহ কেহ বলেন, এ অভাব আপনি আপনি মোচিত হইবে। স্ত্রীপুরুষকে সর্বপ্রকারে সমতুল্য করা কর্তব্য।

যাঁহারা সভাস্থ হইয়া উক্ত অভিপ্রায় সকল প্রকাশ করিলেন তাঁহারা উচ্চরূপে শিক্ষিত ও দেশ-অনুরাগী।

রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন,—মহাশয়দিগের মত জনকয়েক দেশে জন্মিলে বঙ্গভূমি উচ্ছন্ন হইবে। স্ত্রীলোক গৃহত্যাগ, স্বামী ত্যাগ ও সন্তানাদি ত্যাগ করিয়া পুরুষের ন্যায় কোঁচা দুলাইয়া বাহিরে বক্তৃতা অথবা ব্যবসা করিতে গেলে হাঁড়ি ঢন্ ঢন্ করিবে ও এক মুঠা ভাত পাওয়া দুর্লভ হইবে।

এই কথা শুনিয়া অনেকে হাসিয়া উঠিল ও সভা ভঙ্গ হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

শান্তিদায়িনীর পত্র।

যেস্থানে সকলে কৌন্‌সলি হইতে যায়, তাহার নাম "ইন্‌স্ অফ্ কোর্টস্।" উক্ত "ইন্‌স্ অফ্ কোর্টস" চারি খণ্ডে বিভক্ত ও ঐ স্থানে সকলে ভোজন করে ও পরী-ক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে কৌন্‌সলির কর্ম করিতে সক্ষম হয়। ঐ স্থানটি আইন শিখিবার চারাঘর।

গোপাল সাতিশয় পরিশ্রম করতঃ আইনজ্ঞ হইতেছেন। নির্জন হইলে আপন পত্নীকে স্মরণ করেন। একদিবস ভোজনান্তে একখানি ইজি চৌকিতে বসিয়া আছেন এমন সময়ে এক লিপি প্রাপ্ত হইলেন, হস্তাক্ষর দেখিবামাত্রে আস্তেব্যস্তে খুলিলেন, সে চিঠি এই—

প্রিয়তম পতে! আপনার গমনাবধি নির্জনে ভাবিয়া এই স্থির করিলাম যে, অস্থির অবস্থা অপেক্ষা শান্ত অবস্থা শ্রেয়ঃ। এজন্য নিয়মিতরূপে ঈশ্বরধ্যান ও পুত্রকন্যার উন্নতিসাধনজন্য উত্তমরূপে চেষ্টা করা আমার বিশেষ কর্তব্য। আপনি যখন নিকটে ছিলেন তখন এ কার্য আপনার দ্বারা উত্তমরূপে সাধিত হইত। আমি বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে, পুরুষ জ্ঞানদাতা, কিন্তু স্ত্রী লোক সদ্ভাব প্রদান করিতে পারে ও বালকবালিকার হৃদয়ে সদ্ভাব বৃদ্ধি হইলে জ্ঞান আদর পূর্বক অন্বেষিত ও গৃহীত হয়। আমার কি শক্তি যে, আমি বাল্যহৃদয়ে শুদ্ধ ভাব প্রেরণ করি? আমি কেবল এই যত্ন করিতেছি যে, শিশুদিগের কোমল হৃদয়ে কুমতি না জন্মে। যদি ইহাতে কৃতকার্য হইতে পারি তাহা জগদীশ্বরের কৃপায় হইবে।

আপনকার লিপি পাইয়া পরম আহ্লাদিতা হইলাম। স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক যাহা লিখিয়াছেন তাহা পাঠে আনন্দিতা হইলাম। দেখিতেছি বিলাতে স্ত্রীলোকেরা নানা কার্যে নিযুক্ত থাকে ও বাদ্যগান শিখে, ইহাতে চিত্ত স্থির থাকে। এখানে শিল্পকার্যের তত বাহুল্যরূপে শিক্ষা হয় না ও যদিও সংগীত এদেশে পূর্বকালে চলিত ছিল, এক্ষণে কতিপয় পরিবারে ব্যবহৃত হইতেছে। আমাদিগের কন্যা, ধর্ম ও নীতিবিষয়ক কয়েকটী গান শিখিয়াছে। যখন শ্রান্তি বোধ হয় তখন তাহার গান শুনিয়া আমি আরাম পাই। আপনি সর্বদা বলিয়া থাকেন যে, বাহ্যপবিত্রতা ও আন্তরিক পবিত্রতা সর্বদা ধ্যান করিবে, এ কথাটী আমার মনে বড় ভাল লাগিয়াছে। যেমন নির্মল বায়ু, নির্মল বারি, পরিষ্কার গৃহ, পরিষ্কার পরিধেয়, উৎকৃষ্ট এবং বলদায়িনী মিতাহার শরীর রক্ষণার্থে প্রয়োজনীয়, সেইরূপ পবিত্র চিন্তা, পবিত্র কার্য ও পবিত্র অনুশীলন ধর্ম উন্নতির জন্য আবশ্যক।

এই লিপি পাঠানন্তর গোপাল অশ্রুজলে ভাসিত হইয়া স্ত্রীর গুণ সকল চিন্তা করিতে লাগিলেন ও তাহার লিপি পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়া বুকের উপর রাখি-লেন।

নবম পরিচ্ছেদ

গোপালের এক কৃষকের গৃহে গমন।

বৈকাল মনোহর; ঐ সময়ে বাহ্যসৃষ্টির স্থৈর্যের প্রারম্ভ। কার্যের কোলাহল হ্রাস হইতে থাকে। অপূর্ব স্থৈর্যে সৃষ্টিব্যাপক হইতেছে। মেষপালক মহিষপালক ও গোপালক গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছে। সর্বপ্রকার দ্রব্যবিক্রয়কারী মন্দ মন্দ গতিতে চলিয়াছে। এই স্থান লণ্ডন নগরের অন্তঃপাতি পল্লীগ্রামের ন্যায়।

গোপাল নিকটবর্তী বৃহৎ বৃহৎ ছায়াবিশিষ্ট বন, উপবন দর্শন করতঃ এক কৃষকের ভবনে উপস্থিত হইলেন। কৃষকের কুটীর কতকগুলিন বিশাল বৃক্ষের মধ্যে, তথায় বসিয়া স্ত্রীপুরুষে সন্তানদিগকে আদর করিতেছেন। দৌড়াদৌড়ি, বৃক্ষোপরি উঠন, তথা হইতে ঝাঁপ খাইয়া পড়ন, একজনের স্কন্ধে অন্য জন উঠন, পুষ্করিণীতে সন্তরণ, প্রভৃতি নানা ক্রীড়া হইতেছে। গোপাল নিকটে যাইলে সম্মানপূর্বক আহূত হইলেন কৃষক ও তাঁহার স্ত্রী তাহাকে দেখিয়া আহ্লাদিত হইলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা সন্তানদিগকে কিরূপ শিক্ষা দেন? আমরা আপন সন্তানদিগকে সাহসের শিক্ষা দিয়া থাকি। বাল্যকালাবধি উত্তম স্বাস্থ্য, উত্তম ও বলীয়ান আহারের দ্বারা তাহাদিগের শারীরিক বৃত্তি যাহাতে বলীয়ান হয়, তাহা আমরা করিয়া থাকি। এরূপ ক্রীড়া ও কার্যে তাহাদিগকে নিযুক্ত করাই, যাহাতে তাহারা সর্বদা অভয় অবস্থায় থাকে। বিপদ্ উপস্থিত হইলে ভীত হয় না। সাহসহীন হইলে বিপদ্ বিপদ্ বোধ হয়। আমরা পুত্রদিগকে অস্ত্র শিক্ষা দিই ও শীকারে প্রেরণ করি। যে বালক ভয় প্রকাশ করে, সে অন্য বলেকের নিকট জাতচ্যুত হয়। গোপাল বলিলেন—আপনাদিগের এ প্রণালী উত্তম। পূর্বকালে আমাদিগের এই প্রথা ছিল। ক্ষত্রিয়জাতি বীর্যবলে বিখ্যাত ছিল, ক্ষত্রিয়নারীরাও বীরভাব প্রকাশ করিতেন ও যাহারা ভীত হইত, তাহাদিগকে তাঁহারা ঘৃণা করিতেন।

কৃষক বলিলেন, এরূপ শিক্ষা না হইলে এক এক ঢেউ দেখিলে লা ডুবিবার সম্ভাবনা। আমরা যেরূপ শিক্ষা দিই, তাহাতে বালকবালিকা আপন বল ও বুদ্ধি অবলম্বনপূর্বক সকল দায় হইতে মুক্ত হয়—আমরা ভয়কে ভয় করি না—নৈরাশে নিরাশ হই না ও কিছুতে ভগ্নাশ ও ভগ্নোদ্যম হই না।

কৃষকের কন্যা মাখন করিতেছিলেন; কার্য শেষ করিয়া সুশোভিত হইয়া খোঁপাতে পুষ্প দিয়া প্রসন্নবদনে নাচিতে নাচিতে আসিয়া পিতা মাতাকে চুম্বন করিতে লাগিলেন। কৃষককে গোপাল বলিলেন, আপনি সুখী। কৃষক বলিলেন—ভাই ধন বড় আকাঙ্ক্ষা করি না, পুত্রকন্যা সৎপথে থাকে, এই ঈশ্বরের নিকট নিত্য প্রার্থনা করি।

দশম পরিচ্ছেদ

গোপালের লিপি।

শান্তিদায়িনী আহারান্তে নবকুমারকে বক্ষে রাখিয়া আদর করিতেছেন ও তাহার মুখ দেখিয়া পতিকে ভাবিতেছেন, ইতিমধ্যে ডাকযোগে এই লিপি আইল—

প্রিয়তমে! তোমার লিপি আমার তাপিত হৃদয়কে শীতল করিয়াছে। তোমার

স্বভাব স্মরণ করিলে আমি শান্ত হই। তোমাকে ও সন্তানাদি দেখিবার জন্য চিত্ত কখন কখন অস্থির হয়। ধৈর্য অবলম্বন করতঃ শান্ত হইয়া থাকি।

পূর্বে আপন পরিচয় সংক্ষেপে দিয়াছি, এক্ষণে বিশেষ করিয়া বলা আবশ্যক। যিনি এখানে কৌন্সলি হইতে আইসেন তাঁহাকে প্রথমে কাহারও বাটীতে অথবা কোন হোটেলে থাকিতে হয়, পরে তাঁহাকে চারিটী ইন্স অফ কোর্টের একটি না একটির সভ্য হইতে হয়। ঐ চারিটি কোর্টের নাম, ইনর টেম্পেল, মিডিল টেম্পেল, লিনকনস্ ইন ও গ্রেস ইন, ইহাদিগের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র বাটী আছে। কৌন্সলি নিযুক্ত হইতে গেলে প্রায় ৪০ পৌণ্ড সেলামি দিতে হয় ও এক শত পৌণ্ড গচ্ছিত রাখিতে হয়। আমার অর্থের অভাব ছিল, কিন্তু অকস্মাৎ কোন বন্ধুর কৃপাতে কিছুমাত্র বিঘ্ন হয় নাই। আদালতের ব্যয়ের জন্য ৫০ পৌণ্ডের দুই জন জামিন দিতে হয়। আর দুই জন কৌন্সিলের নিকট হইতে চরিত্র বিষয়ে এক সার্টিফিকেট দাখিল করিতে হয়। তাহার পর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে; আমি পরিশ্রম করিতেছি, অনেক সাহায্য পাইতেছি, বোধ করি কৃত কার্য হইতে পারিব।

দিবারাত্রি কেবল আইন পড়া, আইন আলাপ করা যায় না। আমার চিত্তের ভাব তুমি অবগত আছ। সারজ্ঞান বিষয়ক ধর্ম ও নীতি সর্বদাই আলাপ করিয়া থাকি। এদেশে জ্ঞানবলের চিহ্ন অনেক দেখিতেছি।—টেম্স নদীর নীচে এক টনেল আছে, সেখানে শকট, রেলের গাড়ি ও লোক সকল গমনাগমন করে; উপরে জল, তথায় জাহাজ চলিতেছে। সকল গৃহ নদীর সহিত নলের দ্বারা সংযুক্ত, এজন্য বাটীর ময়লা নদীতে পতিত হয় ও সকল বাটী গ্যাসদ্বারা আলোকিত। গৃহস্থেরা স্বয়ং বাজার করে, অনেকের গৃহকার্য কিঙ্করীর দ্বারা নির্বাহ হয়। অনেকের গৃহে দাসী ও চাকর আছে। আমাদিগের দেশের ন্যায় পল্লীগ্রাম হইতে তরকারি, মৎস্য ও অন্যান্য দ্রব্য প্রাতে লণ্ডন নগরে আনীত হয়। লিবরপুল, মেঞ্চেষ্টার ও ইংলণ্ডের সকল খণ্ডে বাণিজ্যের গোলযোগে পূর্ণ। পৃথিবীর নানা দেশ হইতে নানা দ্রব্য আসিতেছে ও বিলাত হইতে নানা দ্রব্য রপ্তানি হইতেছে। নদীতে জাহাজ ও ষ্টিমার অসংখ্য, নানা রকমের তুলার বস্ত্রাদি ও নানা দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে। অসংখ্য লোক শ্রম করিতেছে, অনেকে অভাবজন্য দেশান্তরে গমন করিতেছে; তথাচ অনেকেই দরিদ্রতার গ্রাসে পতিত। অনুমান করি, এরূপ না হইলে ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিদিগের ধর্ম অভ্যাস হইত না। দেখিবার অনেক যোগ্য স্থান আছে। কৃষ্টেল পালেস গ্লাসে নির্মিত; সেখানে পৃথিবীর নানাপ্রকার আশ্চর্য ও উন্নতিপ্রকাশক দ্রব্য সংগৃহীত দেখিতে বড় সুন্দর। পশু-

পক্ষী ও বৃক্ষাদি স্থশোভিত উদ্যান (জুয়লজিকেল গারডেন), ব্রিটিষ মিউজিয়ম পুস্তকালয়, ও পারলিয়মেণ্ট হৌস দেখিবার যোগ্যস্থান বটে। পারলিয়মেণ্ট, হৌস অফ্ কমন্স ও হাউস অফ্ লর্ডে বিভক্ত। তাঁহারা আইনাদি করেন। তাঁহাদিগের কার্য রাত্রে হয়। নানা বিদ্যা অনুশীলনার্থে নানাপ্রকার সভা ও তাঁহারা যাহা সংগ্রহ করেন তাহা সময়ে সময়ে প্রকাশিত হয়।

দরিদ্র ও অনাশ্রয়ীদিগের ক্লেশ নিবারণার্থে এদেশে কি কি উপায় আছে, তাহা লিখিতেছি। এখানে নানাপ্রকার দুঃখ ও ক্লেশ নিবারণজন্য নানাপ্রকার উপায় আছে। যে সকল ব্যক্তি দরিদ্র ও রোগী, তাহাদিগের জন্য হাঁসপাতাল ও চিকিৎসালয় আছে। এই সকল হাঁসপাতাল ও চিকিৎসালয়ের জন্য দাই শিক্ষিত হয়। ইহারা রোগীদের শুশ্রূষা করিতে বিলক্ষণ জানে। মহামতী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল স্বদেশ ত্যাগ করিয়া ১৮৫৪ সালে ইংরাজ ফৌজদিগের শুশ্রূষা করিবার জন্য ক্রাইমিয়ায় গমন করিয়াছিলেন। ঐ অসাধারণ নারীর সঙ্গে কতকগুলি শিক্ষিত দাই ছিল, এজন্য এমনি সুন্দররূপে কার্যনির্বাহ হইয়াছিল যে, রোগী রোগের যন্ত্রণা জানিতে পারে নাই।

দুঃখী লোকদিগের গৃহাদি নির্মাণ ও মেরামত করিবার জন্য নানা সভা স্থাপিত হইয়াছে ও অনেকেও দান করিয়াছে। সহায়বিহীনা ও অসতী যুবতী স্ত্রীলোকদিগের আশ্রয় ও সংশোধনের নিমিত্ত অনেক আশ্রমস্থান আছে।

অনেক দুঃখী বালক ও বালিকাদিগের জীবিকানির্বাহার্থে শিক্ষা দিবার জন্য অনেক উপায় আছে। এ সকল দেখিলে চিত্ত ঈশ্বরের কৃপাধ্যানে মুগ্ধ হয়। পুরুষ হউক বা স্ত্রী হউক পাপ করিলে চিরকাল ত্যক্ত হইতে পারে না। তাহাদিগের সংশোধন করিয়া ধর্মপথে আনা উচিত।

মেরি কারপেণ্টর অসাধারণ নারী ছিলেন। প্রতি গলিতে বাটীহীন ও আশ্রয়হীন অনেক বালকবালিকা ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে ও নানা পাপে প্রবৃত্ত হইতেতেছে দেখিয়া তিনি তাহাদিগের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ঐ সকল বিদ্যালয়ে পড়িয়া দুঃখী দরিদ্র বালক ও বালিকা জ্ঞান ও ধর্ম-সাধন করিয়াছে ও অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেছে।

যাহারা অন্ধ বোবা ও কাণা তাহাদিগের শিক্ষার্থে বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই বিদ্যালয় যখন স্থাপিত হয় তখন বিলাতে ৫০০০০০ টাকা চাঁদা উঠে।

পূর্বে যাহা বলিলাম তাহা মনুষ্যের উপকারার্থে স্থাপিত, পশু-পীড়ন নিবারণ জন্যও সভা আছে; তাহাতে মহারাণী আনুকূল্য করেন এবং অনেক ভদ্রলোক ও রমণী এই কার্যের পোষকতা করিয়া থাকেন।

আমাদিগের দেশে স্ত্রীলোককর্তৃক অনেক সৎকর্ম হইয়া থাকে ও অনেক স্থলে অর্থ ও কায়িক পরিশ্রমে পরোপকার সমাধিত হয়, কিন্তু কোন কোন বিষয়ে ইউরোপীয় নারীরা শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করাইতেছেন। কয়েদী লোকদিগের শিক্ষা দ্বারা অবস্থা ভাল করা, অসতী স্ত্রীলোকদিগকে ধর্মপথে লইয়া যাওয়া, রোগী-দিগকে চিকিৎসালয়ে যাইয়া সেবা করা, অনাশ্রয়ী বালক বালিকাদিগকে আশ্রয় দেওয়া এই সকল কার্য অতিশয় প্রশংসনীয়। একজন ধর্মপরায়ণা নারী অন্ত রাত্রে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। ঐ অঙ্গনার ধর্মভাব বড় উচ্চ, বাটীতে কয়েকটী দরিদ্রলোকের কন্যাকে রাখিয়া শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বোধ হয় আহারের সময় তোমার পরিচয় দিতে হইবে, সেইসময় বড় কঠিন সময় হইবে। তোমার শুদ্ধ ভাব মনেতে ভাবিয়া বিহ্বল হই, ও সেই সময়ে জগদীশ্বরকে কৃত-জ্ঞতা প্রকাশ করিতে করিতে অশ্রুপাত করি।

একাদশ পরিচ্ছেদ

গোপালের স্বদেশে প্রত্যাগমন।

অনেক ভ্রমণকারী কোন দেশে গেলে নানা স্থান ভ্রমণ করে, নানাপ্রকার অনু-সন্ধান করে, ও নানাবিষয়ক জ্ঞান সংগ্রহ করে। গোপালের সে অভিপ্রায় ছিল না, যে কার্য জন্য গমন করিয়াছিলেন তাহাতে শীঘ্র কৃতকার্য হইবেন, এই জন্য দিবারাত্রি পরিশ্রম করিতেন। অবকাশ পাইলে ধর্মপরায়ণ ব্যক্তির সহিত আলাপ করিয়া জ্ঞান ও ধর্ম-সাধনের উত্তম উত্তম প্রণালী বিচার করিতেন। তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, বালিকারা উত্তমরূপে কি প্রণালীতে শিক্ষিত হইতে পারে। অনেক অনুসন্ধান ও বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে, মাতা প্রকৃত শিক্ষা-দাতা। অতএব সুমাতা না হইলে সুসন্তান হয় না। এইরূপ পূর্বে তাহার সংস্কার ছিল এক্ষণে তাহা দৃঢ়ীভূত হইল। আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবের নিকট হইতে বিদায় হইয়া স্বদেশে যাত্রা করিলেন। জাহাজে ও ষ্টিমারে তিন চারি দিন আহার করিতে হয়। গোপাল মিতাহারী। মেজের নিকট আসিয়া বসিয়া সাহেব ও বিবিদিগের সহিত নানা আলাপ করিতেন। এক দিবস একজন ভদ্র ও শান্ত বিবি নির্জনে বসিয়া নানাপ্রকার আলাপ করিতে লাগিলেন। বিবি জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কি বিবাহ করিয়াছ? গোপাল বলিলেন—হাঁ; ও এই প্রশ্নে-তেই আপন ভার্যার প্রতিমূর্তি যেন তাঁহার নয়নগোচর হইল। গোপাল আচ্ছ-ন্নতা প্রাপ্ত হইয়া নিস্তব্ধ হইয়া থাকিলেন। বিবি জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনাকে ভাবান্তর দেখিতেছি কেন? গোপাল সরলভাবে আপন ভাব প্রকাশ করিলেন

বিবি বলিলেন—এইরূপ সকল স্বামীর চিত্ত হওয়া কর্তব্য ; যা হউক, আমি আপনার বনিতার সহিত আলাপ করিতে বড় ইচ্ছুক হই।

দেখিতে দেখিতে ষ্টিমার ভাগীরথীতে আইল। বিলাতীয় দৃশ্য গিয়া কলিকাতার বাল্যস্মরণীয় নানা স্থানে নানা চিহ্ন প্রকাশ হইতে লাগিল। ষ্টিমার লাগান হইলে আরোহীরা নামিয়া আসিল। সকলের বন্ধু আগবাড়ান লইতে আসিল। উক্ত বিবি গমনকালীন গোপালের নিকট হইতে বিদায় লইয়া গেলেন। গোপালের কয়েকজন বন্ধু আসিয়াছিলেন ; তাঁহারা হস্ত স্পর্শ ও কোলাকুলি করিয়া তাঁহাকে লইয়া গেলেন। কেহ কেহ আহ্বান করিলেন—অদ্য আমাদিগের বাটীতে আহারাদি করিয়া রাত্রি যাপন করুন। গোপাল বলিলেন—বাটী যাইবার জন্য চিত্ত অস্থির ; এক্ষণে ক্ষমা করুন। আমি ত্বরায় আসিয়া আপনাদিগের সহিত এক দিন যাপন করিব।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

স্বামী ও স্ত্রীর সাক্ষাৎ।

গোপালের বাটীর সম্মুখে মাঠ—মাঠ ধূ ধূ করিতেছে। বৈশাখ মাস, প্রখর রবি, বায়ুর সঞ্চালন নাই। গো সকল কর্ষণে ক্লান্ত—কৃষকের আঘাতে অভিভূত হইয়া ভূমে পতিত হইয়াছে। একটি গোরু অতিশয় শ্রান্ত হইয়া হাম্বা হাম্বা রব করতঃ ভূমিসাৎ হইল। এই কাতরতা শুনিয়া শান্তিদায়িনী পুত্র ও কন্যাসহিত নিকটে আসিয়া গোরুর শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন ; গোরুকে সজীব দেখিয়া বাটী প্রত্যাগমন করিলেন। দ্বারপ্রবেশ না করিতে করিতে স্বামীর আগমনবার্তা শ্রবণানন্তর পুত্র, কন্যা ও নব কুমারকে ক্রোড়ে করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। স্বামী, স্ত্রী ও সন্তানদিগের মুখ অবলোকন করতঃ আহ্লাদঅশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সকলের মুখচুম্বন করিয়া বাটীর ভিতর গমন করিলেন। কিয়ৎকাল পরে অনেক সদালাপ হইল। গোধূলি সময়ে স্ত্রী বলিলেন—অনেক দিবস হইল, আপনাকে রন্ধন করিয়া আহার করাই নাই। অদ্য এই কার্যে আপন হস্ত পবিত্র করিব।

পল্লীর কতকগুলিন স্ত্রীলোক আস্তে ব্যস্তে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—গোপাল বাবু, তুমি কি সাহেব হইয়াছ ? দেখতে পাচ্ছি আবার আসনে বসিয়া আহার করছ। সে কেমন কথা ? এই শুনলাম সাহেব হয়েছ আবার বাঙ্গালি হলে ?

গোপাল বলিলেন—আপন শিক্ষার্থে ও জ্ঞান ও ধর্মবিষয়ক উপদেশ জানিবার জন্য বিলাতে গিয়াছিলাম। আহার ও ব্যবহার অল্প কথা।

অঙ্গনারা "তবে ভাল, তবে ভাল," বলিয়া খিল খিল করিয়া হাস্য করিলেন।

গোপাল বলিলেন—আপনাদিগের জন্য ছুচের কাযের খেলা সম্মানচিহ্নস্বরূপ আনিয়াছি ; অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করুন। বিলাতে বিবিদিগের শিক্ষা ও কার্য কিরূপ, তাহা আপনাদিগকে বলিব। অঙ্গনারা বলিল—আমরা শুনিতে বড় ইচ্ছা করি। ঘরকন্নার কার্য কর্ত্তে কর্ত্তে দিন যায়, অবসর পাই নাই ; যা হউক, কাল সকলে আসিব। একজন বঙ্গদেশীয় অঙ্গনা বলিলেন—আমার কপাল পোড়া ; আমি আসিতে পারিব না ; আমার "নাতি খাতি" দিন যায়। অন্যান্য অঙ্গনারা হাসিয়া সে স্থান ছেয়ে দিয়া বলিলেন—ওমা! নাতি খাতি দিন যায়, কি অভাগার দশা! শান্তিদায়িনী বলিলেন—শিবদুর্গা দিদির অভিপ্রায় যে, স্নান ও আহার করিতে দিন যায়। ভাষা যোজনানন্তর সকল স্থানে সমান নয়। যদিচ এক বর্ণমালা হইতে সকল প্রকার শব্দ, কিন্তু শব্দের বিভিন্নতা আছে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ইউরোপীয় উচ্চ নারীদিগের বিবরণ।

পরদিন বৈকালে ভদ্র ভদ্র ঘরের কামিনীগণের সমাগম হইল। কেহ কেহ এলোকেশী, কেহ কেহ নানা প্রকার গঠনে কেশ বন্ধন করিয়াছেন। কাহার কাহার সম্মুখে একবর্গা সিঁতে কাটা, কাহার কাহারও কেশ জুলফিতে সজ্জিত। তাহাদিগের নানাবর্ণীয় বস্ত্র পরিধান। সকলের নাসিকারঞ্জক টিপ। ওষ্ঠ তাম্বূল যেন বিম্বফল দৃষ্ট হইতেছে। শান্তিদায়িনী সকলকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন ও তালবৃন্তদ্বারা স্বয়ং বায়ু ব্যজন করিতে লাগিলেন। গোপাল সকলকে সম্মানপুরঃসর উচ্চ অঙ্গনাদিগের আখ্যায়িকা বর্ণিতে আরম্ভ করিলেন।

আমাদিগের দেশে ব্রহ্মবাদিনীরা সর্বদাই অপার্থিব চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন ও ঈশ্বর ও আত্মা তাঁহারা সর্বদা ধ্যান করিতেন। তাঁহারা বিবাহ করিতেন না। যাঁহারা পতি গ্রহণ করিতেন, তাঁহাদিগের মধ্যে জ্ঞান ও ধর্মবিষয়ে অনেকে উচ্চ ছিলেন। যথা—দেবহূতি, শান্তা, কেশিনী, সতী, অনসূয়া, কৌশল্যা, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, শকুন্তলা, গান্ধারী, কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, রুক্মিণী, অহল্যা বাই, সংযুক্তা প্রভৃতি। পাতিব্রত ধর্ম এদেশে স্ত্রীলোকদিগের স্বাভাবিক ধর্ম। পতির দ্বারা তাড়িত হইলেও পতিত্যাগ করে না। এক্ষণে এদেশে মহিলাগণ কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ আদর করেন ও ব্রতনিয়ম, মিতাহার ও উপবাসদ্বারা মনসংযম করেন। তাঁহারা পরহিতে রতা। যাহাদিগের অর্থ আছে, তাহারা তড়াগ, বাপি, পুষ্করিণী, অতিথিশালা, পঞ্চবটী, রাস্তা, পশুপক্ষীর আরামজন্য অর্থ

ব্যয় করেন। এ প্রসংশনীয় বটে, কিন্তু বিলাতে স্ত্রীলোকদিগের পরহিতৈষিণী ভাব উচ্চরূপে প্রকাশ পাইতেছে।

(১) বিবি ফ্রাই নামে একজন মহিলা ছিলেন। পরোপকার-পিপাসা তাঁহার বাল্য-কালেই প্রকাশ হয়। দরিদ্র লোকদিগের সন্তানদিগের শিক্ষার্থে পিতার ভবনে এক পাঠশালা স্থাপন করিয়া অনেক উপকার করিতে লাগিলেন। বিশ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। স্বামীর গৃহে গৃহিণী হইয়া নিকটস্থ লোকের বাটী যাইয়া তাহাদিগের দুঃখ বিমোচন করিতেন। তাঁহার সর্বদা বাসনা হইত যে, পরোপকার কিরূপে অধিকরূপে করিতে পারিব। নিউগেট জেলে যাইয়া দেখিলেন, প্রায় ৩০০ স্ত্রীলোক নানা অপরাধজন্য কয়েদ আছে। পরদুঃখ মোচন হয় ও পর অধোগতি কিরূপে সংশোধিত হয়, তাহা সকলে ভাবে না, কিন্তু যাহারা ভাবে, তাহারা উপায় শীঘ্র স্থির করে। তিনি ঐ জেলে যাইয়া বস্ত্রাদি প্রদানপূর্বক ধর্মোপদেশ দিতে লাগিলেন। তাঁহার গদ্‌গদ্‌চিত্তের উপদেশ এমনি সংলগ্ন হইত যে, কয়েদীরা শুনিয়া অশ্রুপাত করিত। অনন্তর তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, কয়েদীদিগের মধ্যে কুড়িটি বালিকা লইয়া তিনি শিক্ষা দিতে চাহেন। জেল-অধ্যক্ষ বলিল—ইহাতে কিছু ফল হইবে না ও শিখাইবার স্থান নাই। বিবি ফ্রাই ভগ্নোৎসাহ না হইয়া একটী অন্ধকার খুবরি ঘরে বসিয়া শিখাইতে লাগিলেন ও তাঁহার উপদেশে অনেকের স্বভাব পরিবর্তন হইল। অনেকে আলস্য ও অলীক বাক্যব্যয় ত্যাগ করতঃ বুনানি ও সিলাই শিখিতে লাগিল। এইরূপ শিক্ষা পূর্বে ছিল না। ইউরোপদেশীয় জেলে কয়েদীদিগের সংশোধনার্থে এইরূপ শিক্ষা হইতে লাগিল। কয়েদীদের এইরূপ শিক্ষাতে জীবিকানির্বাহের সক্ষমতা লাভ করিয়া তাহারা নির্দোষ পথ অবলম্বন করে। উক্ত বিবির সাহায্যে নিরাশ্রয় ও দরিদ্র ব্যক্তিদিগের আশ্রয়জন্য এক সভা স্থাপিত হয়।

(২) হেনা মোর নামে একজন বিবি ছিলেন। তিনি দোকানী, চাষী ও অন্যান্য লোকদিগের উন্নতির জন্য পুস্তকাদি লিখিয়াছিলেন। দরিদ্র লোক সকলের সন্তানদিগের শিক্ষার্থে তিনি পাঠশালা স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি অকাতরে সৎকার্যে ধনব্যয় করিতেন। তাঁহার মৃত্যুকালীন পল্লীস্থ লোক সকল স্বীয় নয়ন-বারিদ্বারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

(৩) বিবি রো এই শ্রেণীস্থ অঙ্গনা ছিলেন। দরিদ্র ব্যক্তিদিগের জন্য তিনি সর্বদা কাতর হইতেন; পুস্তকাদি লিখিয়া যাহা পাইতেন, তাহা তাহাদিগের দুঃখ বিমোচনার্থে দিতেন। এক সময়ে হাতে টাকা না থাকাতে একখানি রূপার বাসন বিক্রয় করিয়া পরদুঃখ বিমোচন করিয়াছিলেন। বাটীর বাহিরে গমনকালীন

সঙ্গে অর্থ ও ধর্মবিষয়ক পুস্তক থাকিত ; যে যেমন পাত্র তাহাকে তাহা দিতেন। তিনি আপন ক্লেশ সম্বরণ করিতে পারিতেন, কিন্তু পরদুঃখেতে রোদন করিতেন। অনেক অনেক দুঃখী বালক ও বালিকাকে আপনি শিক্ষা দিতেন ও লোকে বিপদ্ ও রোগে পতিত হইলে নিকটে যাইয়া তত্ত্বাবধারণ করিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে অনেকের চক্ষু দিয়া অশ্রু বিনির্গত হইয়াছিল।

(৪) সারা মরিটিনাম্নী একটী পিতৃ ও মাতৃহীন বালিকা ছিলেন। তিনি একটী কুটীরে বাস করিতেন ও পোষাক প্রস্তুত করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন। প্রতি রবিবারে কতকগুলিন দরিদ্র বালক বালিকাকে শিক্ষা দিতেন। শিক্ষালয় হইতে বাটী আসিবার কালীন জেল দৃষ্টিগোচর হইত।—পরোপকারকরণ পিপাসা কাহার কাহারও নিধন হয় না ; বরং বর্ধনশীল হয়।—তাঁহার নিতান্ত বাসনা হইল যে, কয়েদীদিগের জন্য তিনি পরিশ্রম করিয়া তাহাদিগের অবস্থা উন্নতি করিবেন। এইজন্য সপ্তাহে দুই দিবস আপন ক্ষতি স্বীকার করিয়া জেলে উপদেশ দিতে যাইতেন। যে সকল ব্যক্তি আলস্যে পূর্ণ ছিল, তাহারা তাঁহার উপদেশে পরিশ্রমী হইল। তিনি সুন্দররূপে ধর্ম উপদেশ দিতেন ও তস্‌বির লেখা শিখাইয়া তাহাদিগের মন আকর্ষণ করিতেন। যাহারা পাপে পতিত, তাহাদিগের জন্য বিশেষ যত্ন করিতেন ও যাহাতে তাহাদিগের আত্মোন্নতি হয়, এমত একাগ্রতার সহিত চেষ্টা করিতেন। যাহারা মালিন্যে ও ঘায়ে পূর্ণ, তাহাদিগকে পরিষ্কার রাখিতেন ; ঘৃণা করিতেন না।

যদিও সারা মরিটিনের অর্থ ছিল না, কিন্তু মানসিক ও কায়িক পরিশ্রমের ত্রুটি হয় নাই। দুঃখী বালিকারা কুপথগামিনী না হয়, এজন্য তাহাদিগের শিক্ষার্থে রাত্রে এক পাঠশালা স্থাপন করিলেন। এই উচ্চ নারী গ্রাসাচ্ছাদনের অভাবে প্রপীড়িত হয়েন। তিনি সমস্ত জীবন ঈশ্বরের প্রেমে যাপন করিয়াছিলেন।

(৫) হংবির রাণী এলিজিবেথ রোগী ও দরিদ্র লোকদিগের জন্য অর্থ ব্যয় করিতেন, এবং অনাথাদিগের পালনার্থ হসপিটেল ব্যয় নির্বাহ ও দুর্ভিক্ষ স্থানে আনুকূল্য করিতেন। রোগীর শয্যার নিকট ও দুঃখী লোকের কুটীরে যাইয়া স্বহস্তে আশ্রয় প্রদান করিতেন।

(৬) চৌত্রিশ বৎসর বয়সে লিগ্রেস নামক বিবির স্বামীর কাল হয়। যখন ভর্তা জীবিত ছিলেন, তখন পীড়িত ও দরিদ্র ব্যক্তিদিগের নিকট যাইয়া সাহায্য প্রদান করিতেন, মুমূর্ষু লোকদিগের সেবা করিতেন। স্বামীর মৃত্যুর পর যাহারা কোন রকম ক্লেশ পাইতেছে, তাহাদিগের দুঃখ নিবারণ জন্য সমস্ত জীবন অর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত যে যে নারীরা যোগ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন,

তাহাদিগকে একত্র করিয়া দলবদ্ধ হইলেন। প্রথম কার্য যে, রোগীর যে পীড়া হউক, তাহাদিগকে বস্ত্র, ঔষধি ও অর্থ দিতে হইবে। দ্বিতীয় বালিকাদিগের উত্তম শিক্ষা দেওয়া। ঐ বিবি সামান্য শয্যায় শয়ন করিতেন, সামান্য আহার করিতেন; কারণ আপনি শান্ত না হইলে অন্যকে শান্ত করা যায় না। গৃহেতে যে দাস থাকিত, তাহাদিগের কন্যাদের লইয়া স্বীয় গৃহে শিক্ষা দিতেন।

(৭) ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেল নামে একজন দরিদ্র মানুষের কন্যা অদ্যাপি আছেন। পিতামাতাকর্তৃক উত্তম শিক্ষিতা হইয়া তিনি নানা স্থানে ভ্রমণ করেন; তাঁহার সহিত যাহার আলাপ হয়, তিনি আপ্যায়িত হইয়া থাকেন। বাল্যাবস্থাবধি তাঁহার দয়ালু স্বভাব প্রকাশ পায়। পিতার জমিদারীতে যে সকল দরিদ্র ব্যক্তি থাকিত, আপনি ক্লেশ স্বীকার করিয়াও তাহাদিগের দুঃখ নিবারণ করিতেন। অনেকেই তাঁহাকে উপদেশক ও বন্ধু বলিয়া গণ্য করিত। অনন্তর রাইন নদী-তীরস্থ এক ধর্মশালায় কতিপয় ধার্মিক স্ত্রীলোকের সহিত থাকিয়া রোগীদিগের সেবা ও তত্ত্বাবধারণ করেন। তাহার পর বিলাতে প্রত্যাগমন করিয়া দুঃখিনী পীড়িতা নারীগণের আশ্রয় জন্য এক ধর্মশালা ছিল, তাহার উন্নতি করেন।

এই সময়ে ইউরোপে রুশিয়াদিগের সহিত ইংরেজ ও ফরাসিদের এক ঘোরতর যুদ্ধ ক্রাইমিয়া নামক স্থানে আরম্ভ হয়। ঐ সংগ্রাম ব্যাপককাল হইয়াছিল। বিলাত ও ফ্রান্স হইতে অনেক সৈন্য প্রেরিত হয়। ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেল কতিপয় ভদ্র ঘরের কন্যার সহিত ক্রাইমিয়ায় আসিয়া সৈন্যদিগের ঔষধ, পথ্যাদি প্রদান ও ধর্মউপদেশদ্বারা সান্ত্বনাকরণে দিবারাত্রি অসীম পরিশ্রম করেন। এদিকে যুদ্ধ হইতেছে—গোলার শব্দ—কামানের ধূম—অশ্বের নাদ—সৈন্যের কোলাহল; ওদিকে ঐ দয়াময়ী কন্যা অকুতোভয়ে স্নেহ পূর্বক রোগীদিগের রোগের যন্ত্রণা-নিবারণে নিযুক্ত আছেন। এরূপ কষ্টে তাঁহার জ্বর হয়; তথাপি পরোপকারে বিরত হয়েন নাই। যুদ্ধ সাঙ্গ হইলে তিনি বিলাতে ফিরিয়া আইসেন, তৎকালীন যাবতীয় লোক অসীম সম্মানপূর্বক ধন্যবাদ করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিতে লাগিল। মহারাণী আপন প্রশংসা প্রকাশার্থ এক বহুমূল্য অলঙ্কার তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেল আপনকর্তৃক কৃত কর্ম অধিক বোধ না করিয়া সঙ্গীদিগেরই অনেক গুণ বর্ণনা করেন। যথার্থ ধার্মিক লোকেরা ঈশ্বর উদ্দেশেই ধর্ম কর্ম করে; লোকসমাজে যশের জন্য করে না; বরং আপন পুণ্যকর্মের গৌরবে কুণ্ঠিত হইয়া থাকেন।—রামারঞ্জিকা।

(৮) মেরি কারপেণ্টর ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেলের ন্যায় বিবাহ করেন নাই; কেবল পরোপকারে জীবন কাটাইয়াছেন। ১৮৩৫ খৃঃ অব্দে দুঃখী লোকের গৃহ দেখিবার

জন্য এক সভা স্থাপিত হয় ; ও এই বিবি কারপেন্টর একজন বিশেষ কর্মকারিণী ছিলেন। এমন এমন স্থান ছিল, যেখানে কেবল অন্ধকার, ময়লাতে পূর্ণ ও যাহারা থাকিত, তাহারা দরিদ্রতার ক্লেশ সহ্য করিতেছে। এই সকল দেখিয়া তাঁহার চিত্ত অস্থির হইত। রাস্তায় অনেক দরিদ্র বালক বেড়াইত ও কুকর্মে রত হইত। তাহাদিগের জন্য তাঁহার আনুকূল্যে এক র‍্যাগেড স্কুল স্থাপিত হয়। যাহার নিষ্কাম কার্যকরণের বাসনা, সেই বাসনা নানারূপে প্রকাশ হয়। অল্প বয়সে পিতামাতার অযত্নে বালক ও বালিকা দোষ করিয়া কারারুদ্ধ হয় ; এই বিষয় অনুসন্ধান করিয়া তিনি এক পুস্তক লেখেন। ইহাতে জেলে শিক্ষা বিষয়ে লোকের অধিক মনোযোগ হয়। বালক ও বালিকাদিগকে কিরূপে শিক্ষা দিয়া সংশোধন করিতে হইবে, তাহা বিবেচিত হইতে লাগিল। তিনি এদেশে আসিয়া স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ে অনেক যত্ন করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন যে, এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের শিখিতে ও শিখাইতে বিলক্ষণ ইচ্ছা আছে। বিলাতে যাইয়া দেখিলেন যে, কয়েদী স্ত্রীলোকেরা স্ত্রীলোক রক্ষকদ্বারা রক্ষিত হইতেছে, এবং তাহারা প্রতিদিন শিক্ষা পাইতেছে।

(৯) মারকিনদেশে মরসর নামে একজন গবর্ণর ছিলেন। কিছুকাল পরে সরকারী কর্ম পরিত্যাগ করিয়া চাষ-বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। মারকিনদেশে অনেকে আফ্রিকা হইতে আনীত হাবসি গোলামের দ্বারা চাষ-বাস করে। ঐ সকল হাবসী গোলাম ক্রীত, এপ্রযুক্ত কেবল তাহাদিগের খাওয়া পরা লাগে, মাহিনা দিতে হয় না। মরসরের কেবল এক কন্যা ছিল ; তাঁহার নাম মারগেরেট মরসর। পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার সমস্ত বিষয়ের অধিকারিণী হইয়া তিনি কেবল পরহিতে রত থাকিতেন। প্রথমে দেখিলেন, তাঁহার অধীনে গোলাম আছে ; তাহাদিগকে ক্রয় করিতে বিস্তর ধন ব্যয় হইয়াছে। মনুষ্য যে মনুষ্যের গোলামী করে এবং নিষ্ঠুররূপে প্রহারিত হইলেও কিছু বলিতে পারে না ও গোরু ঘোড়ার ন্যায় স্বেচ্ছাক্রমে ক্রীত বিক্রিত হয়, ইহার মূল কেবল মনুষ্যের অসদ্বিবেচনা ; এমত কর্ম ঈশ্বরের প্রীতিজনক কখনই হইতে পারে না ; অতএব এ কর্ম পাপকর্ম বলিয়া গণ্য করিতে হইবে ; পাপ কর্ম পরিত্যাগ যদি সর্বনাশ হয়, তাহাও করা বিধেয়। এই বিবেচনায় ঐ অবলা সমস্ত দাসদিগকে নিষ্কৃতি দিলেন। তাহারা পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে অসীম আশীর্বাদ করিতে করিতে গমন করিল। মারগেরেট মরসরের প্রচুর আয় ছিল ; এক্ষণে তাহা ঘুচিয়া যাওয়াতে তাঁহাকে পরিশ্রমদ্বারা জীবিকানির্বাহ করিতে হইল। এই মহৎ কর্ম করিয়া তিনি এক বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন ও যাহাতে

তাহাদিগের পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি হয়, এমত উপদেশ দিতে লাগিলেন।—রামারঞ্জিকা।

(১০) ইটেলিদেশে রোজাগোভানা নামে একজন বালিকা থাকিতেন। তাঁহার পিতামাতা ছিল না; তিনি উত্তমরূপ সেলাই করিতে পারিতেন; ঐ কর্মের দ্বারা জীবিকানির্বাহ হইত। পৃথিবীর সুখভোগ অথবা বিবাহকরণে তাঁহার কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। দৈবাৎ এক দিবস একটী দুঃখী অনাশ্রয় বালিকাকে দেখিয়া তাঁহার দয়া হইল। তিনি তাহাকে বলিলেন—তুমি অনাথা; আমি তোমাকে প্রতিপালন করিব; তুমি আমার নিকট থাক। এই প্রস্তাবে ঐ অনাথা বালিকা সম্মত হইলে রোজাগোভানা অন্যান্য অনাথা বালিকা সংগ্রহ করিয়া সকলকে শিল্পকর্ম শিক্ষা করাইতে লাগিলেন। ইহার তাৎপর্য এই যে, ঐ সকল বালিকারা পরে আপন জীবিকানির্বাহে সক্ষমা হইবে ও পরিশ্রমী স্বভাব হইলে মন্দ পথে যাইবে না। প্রথম প্রথম অনেক অনেক মন্দ ও লম্পট ব্যক্তি রোজাগোভানার প্রতি পরিহাস ও দোষারোপ করিয়াছিল; কিন্তু পরমেশ্বর-উদ্দেশ্য কর্মে চরমে ইষ্টলাভ অবশ্যই হইয়া থাকে।—অল্প দিনের মধ্যে রোজাগোভানার শিল্পকর্মালয় পরিপূর্ণ হইয়া পড়িল ও দেশের অনেক অনাথা বালিকার উপকারপ্রাপ্তি দেখিয়া রাজপুরুষেরা বিবিধ উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন। কিছুদিনের পর রোজাগোভানা দুই একজন শিষ্য লইয়া ঐরূপ শিক্ষালয় অন্যান্য স্থানে স্থাপন করিয়া একুশ বৎসর পরোপকারার্থ আপনি পরিশ্রম করিয়া অক্লান্ত হইয়া লোকান্তর গমন করিলেন।

অদ্য সন্ধ্যা হইল; যদ্যপি অবকাশ হয়, তবে আর এক দিবস অনুগ্রহ করিয়া আইলে বড় আপ্যায়িত হইব। অঙ্গনাদিগের মধ্যে প্রেমকুমারী ও বসন্তকুমারী বলিলেন—গোপালবাবু! আপনকার উপদেশে আমরা উপকৃত হইলাম। বেদ-পুরাণাদিতে শুনি, এদেশের স্ত্রীলোক বড় উচ্চ ছিলেন, আধ্যাত্মিক ও জ্ঞান ধর্ম আলোচনায় জীবন যাপন করিতেন ও পরোপকার সাধ্যানুসারে প্রাণপণে করিতেন। এক্ষণে দেখিতেছি যে, ইউরোপীয় ভগিনীরা নিষ্কাম ধর্ম বিস্তীর্ণরূপে করেন। এদেশের স্ত্রীলোকেরা সেই সকল কার্য, অর্থাৎ রোগীর সেবা, রোগীকে ঔষধি ও অর্থদান, দরিদ্র লোককে আহারদান, উপায়হীন শিশুদিগকে বিদ্যাদান রুগ্ন দেশে ঔষধিদান ও দুর্ভিক্ষ দেশে অন্নদান, এরূপ নানাপ্রকার কার্যে পরের দুঃখ ও ক্লেশ বিমোচন ও তাহাদিগের উন্নতিসাধন করিয়া থাকেন। এদেশের স্ত্রীলোকদিগের স্বভাব ও শিক্ষা অধিক আন্তরিক—তাঁহারা ধ্যান, ব্রত, অর্থব্যয় ইত্যাদিতে শীঘ্র মিলিত হয়েন। ইউরোপীয় নারীরা আমাদিগের

অপেক্ষা অধিক শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক কার্য দ্বারা ধর্মানুষ্ঠান করেন।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

বিলাতীয় বিবিদিগের কথা।

সূর্য অস্তমিত হইতেছে এমত সময়ে মলের ঝুনুর ঝুনুর শব্দ হইতে লাগিল। গোপালের মধুর বাণী যে শ্রবণ করে সে বিমোহিত হয়। তাঁহার চতুস্পার্শ্বে রমা, শ্যামা, বামা, উমা, লবঙ্গলতা, কুঞ্জলতা, ঝুম্‌কোলতা প্রভৃতি নারীরা সুখাসীন হইলেন।

কন্দর্পদলনী জিজ্ঞাসা করিলেন, গোপালবাবু! যদি ইংরাজ বিবির প্রতি এত অনুরাগ, তবে একটিকে বিয়ে করিয়া আন্‌লেন না কেন?

গোপালের চক্ষু শান্তিদায়িনীর চক্ষুর উপর পতিত হইল। চারি চক্ষুর সম্মিলনে বৈবাহিক শুভদৃষ্টির শুদ্ধতা উদ্দীপ্ত হইল। স্বামীর "আমি কেবল তোমারই" প্রকাশক দৃষ্টিতে স্ত্রীর দৃষ্টি "আমিও তোমারই" প্রকাশক হইল। অন্যান্য বামারা এই চাওনিতে চমৎকৃত হইলেন। গোপাল কথা আরম্ভ করিলেন।

গত কল্য ইউরোপীয় স্ত্রীলোকদিগের দেশহিতৈষিণী-ভাবে নানাপ্রকার ধর্মকর্মের বর্ণন করিয়াছি। এক্ষণে যাহা বলি তাহা শ্রবণ করুন। মাতাই প্রকৃত শিক্ষা-দাতা—যাবতীয় উচ্চ লোক জন্মিয়াছে তাহারা মাতা কর্তৃক শিক্ষিত। জর্জ হারবার্ট বলেন, একজন উত্তম মাতা শত শিক্ষকের সমান। আগষ্টিন সেণ্ট-আগ-ষ্টিন হইতেন না, যত্তপি তাঁহার মাতা মনিকার দ্বারা উপদিষ্ট না হইতেন। কবি কাউপার প্রথমে কুপথগামী ছিলেন, মাতা দ্বারা শিক্ষিত হইয়া ধর্মপথ অবলম্বন করেন। সার্ উইলিয়ম জোন্স যিনি এতদ্দেশীয় শাস্ত্র ভাল জানিতেন, ও এখানে সুপ্রিম কোর্টের জজ ছিলেন, তিনি তিন বৎসর বয়সে পিতৃহীন হইয়া মাতার দ্বারা শিক্ষিত হয়েন। কবি গ্রের পিতার চরিত্র জঘন্য ছিল কিন্তু তিনি মাতার উপদেশে উত্তম হইয়াছিলেন। বিশপ হল আপন পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, পর-মেশ্বরের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা করিতে তাঁহার মাতাই তাঁহাকে শিখান। জন্ ওয়েস্-লির শিক্ষাদাতা তাঁহার মাতা। ডাক্তার জনসন, জর্জ ওয়াসিংটন, ক্রমওয়েল, নেপোলিয়ন, বেকন, আরস্কিন, ক্রহাম, প্রেসিডেণ্ট আডাম, সকলেই মাতাকর্তৃক শিক্ষিত। অনুসন্ধান করিলে অনেক প্রমাণ পাওয়া যাইবে যে উত্তম শিক্ষার বীজ মাতার দ্বারা রোপিত হয় ও শিক্ষা-বীজকে প্রেমের জলসেচনের দ্বারা অঙ্কুরিত করা কেবল মাতার দ্বারাই হইয়া থাকে। পাঠশালার শিক্ষাতে বালক-

বালিকারা এলোমেলো হইয়া পড়ে ; মাতার শিক্ষায় তাহাদিগের চরিত্র ধর্মভাবে বদ্ধমূল হয়। ধর্মের আসল শিক্ষা পরমেশ্বরেতে চিত্ত অর্পণ করা। বিপদই হউক ক্লেশই হউক, শোকই হউক, কিছুতেই অশান্ত হইবে না।

আর একটি কথা শুনুন।—উত্তম কন্যা না হইলে উত্তম স্ত্রী হয় না ; উত্তম স্ত্রী না হইলে উত্তম মাতা হয় না। ইউরোপেও পতিপরায়ণা নারী আছেন, এমন দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায়। যেমন দময়ন্তী, চিন্তা ও সীতা আপন স্বামী সহিত বনে গমন করিয়াছিলেন, সেইরূপ লিভিংষ্টন ও বেকারের স্ত্রীরা ক্লেশ স্বীকার করতঃ দূরদেশে গমন করিয়াছিলেন। পাতিব্রত্য ধর্ম অনেকেই অনুষ্ঠান করে। এদেশে বহুকালাবধি স্ত্রীলোক সম্মানিত ও দেবভাবে গৃহীত। বিলাতে স্ত্রীপুরুষকে সর্বতোভাবে সমান করণার্থে অনেক আন্দোলন হইতেছে। যাঁহারা এই আন্দোলন করিতেছেন তাঁহারা বলেন—স্ত্রীলোক কোন অংশে পুরুষের নিকৃষ্ট নয় ; তবে তাহাদিগের সর্ববিষয়ে সমান অধিকার কেন না হইবে ? অনেক বিবি পুস্তকাদি লিখিতেছেন, কেহ উচ্চ বিদ্যা অভ্যাস করিয়াছেন, তবে পুরুষের যে যে কার্য ও যে যে অধিকার, স্ত্রীলোকের সেই সেই কার্য ও অধিকার কেনই না হইবে ? কেহ কেহ কহেন—যদি স্ত্রীলোক পুরুষের ন্যায় কার্যালয়ে গমন করেন, তবে বাটীর কার্য ও সন্তানাদির শিক্ষা কিরূপে হইবে ? স্ত্রীলোক ভিন্ন গৃহ শূন্য। নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের কন্যারা অল্পবয়সে কার্যালয়ে কার্য করিতে যায়, এজন্য তাহাদিগের শিক্ষা কিছুই হয় না ও অনেকে ভ্রষ্টাচার শিখে। ঈশ্বর ব্যতিরেকে পবিত্রতা নাই, ঈশ্বরধ্যান ব্যতিরেকে উপাসনা নাই, উপাসনা ব্যতিরেকে ধর্মাভ্যাস নাই, ধর্মাভ্যাস ব্যতিরেকে জীবন জীবনই নহে।

প্রমদা।—গোপালবাবু! ভাল বল্‌লে। আপনকার কথা শুনিলে শরীর লোমাঞ্চিত হয়।

(বঙ্গদেশীয়) শিবদুর্গা।—সব পারি ; কিন্তু ভ্যাক্ না নিলে বাইরে গিয়া কাম কেমনে কর্‌ব ?

বিদ্যুলতা।—ওগো ঠাকরুণ ! ভ্যাকের দরকার কি ? আপন ইচ্ছা হইলে অভাবনীয় কার্য হয়। টাকার দরকার নাই, সঙ্গীর দরকার নাই। কার্যটি ভাল এই বিশ্বাস—কার্যটিতে অন্যের মঙ্গল এই বিশ্বাস, ও আমাকে এই কার্য করিতে হইবে এই প্রতিজ্ঞা।

গোপাল।—আপনাদিগের সংস্কার হইতে পারে যে, বিলাতে স্ত্রীলোকেরা গৃহকর্ম কিছুই করেন না ; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। মধ্যবর্তী লোকদিগের গেহিনীরা প্রত্যুষে উঠিয়া রাঁধুনিকে আহার প্রস্তুত করিতে সাহায্য করেন। সাড়ে

সাতটার সময়ে বাটীর কর্তা আপন কার্যার্থে বাটী হইতে গমন করেন। গেহিনী আপন কিঙ্করীকে লইয়া উপরে যাইয়া বিছানা করেন, গৃহ সকল পরিষ্কার করেন ; পরে পাকশালায় আসিয়া হাঁড়ি সকল দেখা ও পাকের সরঞ্জাম প্রস্তুত হয়। যেমন খাদ্য পাক হয়, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে অন্য একটা আহারীয় প্রস্তুত হয়। বেলা একটার সময় আহার প্রস্তুত ; যাঁহারা উপস্থিত থাকেন, তাঁহারা ভোজন করেন। পরে গেহিনী উপরে যাইয়া পরিষ্কার হইয়া সুশোভিত হয়েন। তখন শিল্পকার্যের চুবড়ি লইয়া হয়ত শিল্পকার্য করেন, নয়ত পুস্তক পাঠ করেন, নয়ত কিছু রচনা লেখেন। বেলা পাঁচটার সময় কর্তা আইসেন , তখন সকলে আহার করেন ; তাহার পর বায়ুসেবনার্থে তাহারা পদব্রজে অথবা গাড়িতে বাহিরে বেড়াইতে যান। রাত্রে সঙ্গীত অথবা তাস প্রভৃতি খেলা হয়। রাত্রি নয়টার সময় কিঞ্চিৎ আহার করিয়া সকলে ঈশ্বরোপাসনা করেন। মধ্যবর্তী লোকেরা স্বল্প ব্যয় হইবে বলিয়া প্রতি সপ্তাহে দুই দিবস আপন আপন রুটি বাটীতে প্রস্তুত করিয়া রুটিওয়ালার নিকট সেক করিতে পাঠাইয়া দেন। রবিবারে কেহ কর্ম করে না ; সকলে আরাম করে। অনেক পরিবারে ঐ দিবসে রান্ধিবার জন্য অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয় না ; কেবল শীত নিবারণজন্য যাহা আবশ্যক হয়, তাহাই হইয়া থাকে ; রন্ধন পূর্বদিবসে প্রস্তুত হইয়া থাকে। সোমবারে ময়লা বস্ত্রাদি ধৌত হয়। মঙ্গলবার রুটি প্রস্তুত করিবার দিবস। বুধবার হিসাব দেখিবার দিন। বৃহস্পতিবার যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্ত্র বাটীতে ধৌত হইতে পারে তাহা হইয়া থাকে। শুক্রবারও রুটি প্রস্তুত করিবার দিবস। শনিবারে সকল পরিষ্কার হইয়া থাকে। দুলিচা প্রভৃতি সকল সাফ হয়, যাহাতে বাটীতে কোন অপরিষ্কার না থাকে তাহাই করা হয়।—অতএব দেখিবেন যে ইংলণ্ডের গেহিনীরা পরিশ্র ম ক্লান্ত হয় না। এক্ষণে আপনারা অনুগ্রহ করিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করুন।

এই বলিবামাত্র তাহার স্ত্রী দুইখানি সরভাজা সকলের নিকট ধরিলেন। কোন কোন রাত্রে যেমন রাশি রাশি তারা প্রকাশ হয়, সেইরূপ বামানয়ন নয়নোপরি পতিত হইয়া তারকাসাগরন্যায় ভাসমান হইল। এই উজ্জ্বল চক্ষুতে সম্মতি স্থাপিত হইলে অর্পিত দ্রব্য পরিত্যক্ত হইল না ও সকলেই একটু একটু টুক্‌রা ভাঙ্গিয়া বদনে প্রদান করিয়া মস্তক নোয়াইয়া রহিলেন। গোপাল সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া বাহির-বাটীতে আসিলেন।

দুই একজন স্ত্রীলোক বলিলেন—গোপালবাবু বিলাত গিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহার বাটীতে কিছু গ্রহণ করিব না, কিন্তু তাঁহার উচ্চ চরিত্র ভাবিলে ও তাঁহাকে দেখিলে জাতিভেদ মনে হয় না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

সন্তানাদির বিবরণ।

ভবভাবিনী ও কুলপাবন সর্বদা একত্র থাকে। দুই জনেই মাতার অনুকরণ করে ও একজন যাহা শিখে তাহা অন্য জনকে বলে। তাহাদিগের মধ্যে কিছুই গোপন নাই ও সর্বদা বলাবলি করে—মা বাপের মত কিরূপে হইব ? নব কুমারের নাম হইল ভবতোষ, কারণ ঐ বালকটী সর্বদাই হাস্য করে। ভবভাবিনী ও কুলপাবনের শিক্ষা স্কুলশিক্ষান্তায় হইত না। পিতা ও মাতা তাহাদিগের মনে উদ্বোধন করিয়া দিতেন; পরে তাহারা চিন্তা ও অনুসন্ধানদ্বারা অসারকে পরিত্যাগ করিয়া সার গ্রহণ করিতেন। বিবেকশক্তির পরিচালনা হইলে স্মরণশক্তির উন্নতি আপনা আপনি হয়। কালেতে পুত্র ও কন্যার যৌবনাবস্থা হইল। পল্লীর স্ত্রীলোকেরা আসিয়া তাহাদিগের বিবাহের কথা প্রস্তাব করিত, কিন্তু কি পিতা কি মাতা, তাহাতে কর্ণপাতও করিতেন না। কন্যা ও পুত্র জ্ঞানানন্দে ও ধর্মানন্দে এমত আনন্দিত থাকিতেন যে, বিবাহচিন্তা কদাপি করিতেন না। গোপাল কৌন্সলির কর্ম করিয়া অর্থ উপার্জন করিতে লাগিলেন। আয় বৃদ্ধি হওয়াতে অপ্রকাশ্য অথচ বিশেষরূপে পরোপকার করিতে লাগিলেন। শান্তিদায়িনী ও ভবভাবিনী শিক্ষা দিতেন ও যে সকল বালিকা পড়িত তাহাদিগের ভবনে যাইয়া তাহাদিগের গৃহ পরিষ্কাররূপে আছে কি না তাহা তদারক করিতেন ও তাহাদিগের পিতামাতার অনাটন হইলে অর্থ দিতেন। যে যে বালিকা উত্তমশীল ও চরিত্র প্রকাশ করিত, তাহাদিগকে শান্তিদায়িনী কোলে লইয়া মুখচুম্বন করিতেন। বাটীতে মধ্যে মধ্যে অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইতেন।

এক দিবস বাটীতে গোপাল স্ত্রী ও সন্তানাদিকে লইয়া বসিয়া আছেন, এমত সময়ে বড় গোল উঠিল—“জিন্নিপাখির মা পিসিপেৎনী মধুসেনের মা পিসিপেৎনী হো, হো, হো, !” বাটীর একজন চাকর আসিয়া বলিল যে, একজন রাক্ষসীর মতন মেয়েমানুষ আসিতেছেন ও রাস্তার ছোঁড়ারা ঐ কথা চীৎকার করিয়া বলিয়া তাঁহার গায়ে ধূলা দিতেছে। দেখিতে দেখিতে ঐ স্থূলাঙ্গী আসিয়া উপস্থিত—হাঁপাইতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে বলিলেন—বাবা! অনেক যায়গায় গেলাম বটে, কিন্তু কোথাও আরাম পাই নাই। কুপুত্রের কথা স্মরণ করি ও নয়নের জলে ভেসে যাই। হা বিধাতঃ! সৎপুত্র না হইলে নিস্তার নাই।

গোপাল।—আমার এই মত।

অঙ্গনারা। কিন্তু সর্বত্রে ত শান্তিদায়িনী নাই—শান্তি কোথা হইতে হইবে ?

শান্তিদায়িনী করজোড় করিয়া বলিলেন,—দিদি! অত্যুক্তি হইতেছে—আমি আপনাদিগের পদতলে পড়িয়া আছি।

অঙ্গনারা।—গোপালবাবু! ভাগ্যক্রমে লক্ষ্মী পেয়েছ। এক গুণবতী স্ত্রীতেই তোমার সর্ববিষয়ে শ্রী। আহা! কি সহিষ্ণুতা, কি মিষ্ট বাক্য, কি ধর্মপরায়ণত্ব, কি ঈশ্বরেতে ভক্তি। এমন মেয়েমানুষের কাছে দুই দণ্ড বসিলে প্রাণ শীতল হয়।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সমাহিতার বৃত্তান্ত।

মধ্যাহ্ন সময়; প্রখর রবি। শান্তিদায়িনী শিল্পকার্য করিতেছেন। মস্তক নিম্নে—উত্তোলন করিবামাত্র দেখিলেন, একজন সুন্দরী কন্যা একটি বালিকার হস্তধারণ-পূর্বক দণ্ডায়মানা। যুবতী গৌরাঙ্গী, কৃশাঙ্গী, শুষ্কবদনা, রোরুদ্যমানা, বিশালাক্ষী, এলোকেশী। গেহিনী আস্তেব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন—বাছা তুমি কে? ঐ রমণী সম্মুখে বসিয়া আপন বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন।—মা! আমি ব্রাহ্মণ-কন্যা; বাটী বীরভূম। ভাগ্যক্রমে এক ধর্মপরায়ণ ব্যক্তির সহিত বিবাহ হইয়াছিল, তাঁহার নিকট হইতে অনেক উপদেশ পাই ও জীবনের সারকার্য কি তাহা জানিয়া সেই অনুসারে তাঁহার অনুকরণ করিতাম। তাঁহার প্রধান উপদেশ এই যে, শোক ও দুঃখে অস্থির হইও না, সৎসঙ্গ করিও, পবিত্র পুস্তক পাঠ করিও ও জগদীশ্বরকে সর্বদা ধ্যান করিও। কালক্রমে এই কন্যাটি জন্মিলে, ইহাকে সদুপদেশ দিতেন ও কি প্রকারে ইহাকে শিক্ষা দিতে হইবে তাহা আমাকে বলিয়া দিতেন। অনেকে কন্যাসন্তানকে সন্তান জ্ঞান করেন না। তিনি আমাকে সর্বদা বলিতেন—কন্যা ও পুত্র সমতুল্য ও সমানরূপে শিক্ষিত হওয়া কর্তব্য। মনু বলিয়াছেন যে, কন্যা অতিশয় স্নেহের পাত্রী। পতির সদালাপ ও সদানুশীলনে অতিশয় সুখী ছিলাম। জীবনের স্রোত সমানরূপে বহে না ও সকল অবস্থা অতীত হইতে পারে না। দুঃখ ও শোক কি কারণে প্রেরিত হয় তাহা জগদীশ্বর জানেন; বোধ হয় আমাদের উন্নতির জন্য। আমরা দুর্বল মানব, তাঁহার সকল কার্য বুঝিতে পারি না। দৈবাৎ পতির সাংঘাতিক পীড়া হইয়া তাঁহার মৃত্যু হইল। তিন দিবস ও তিন রাত্রি তাঁহার নিকটে থাকিয়া শুশ্রূষা করিয়াছিলাম। আমার গলদেশে হস্ত দিয়া ও আমার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। কেবল এইমাত্র বলিলেন—শান্ত হও; আমার জন্য শোকে জগদীশ্বরকে চিন্তা তোমার বৃদ্ধি হইবে, কন্যাটিকে পবিত্র শিক্ষা প্রদান করিও। তাঁহার মৃত্যুর পরে

আত্মীয়গণ সাংসারিকভাবে সান্ত্বনা করিতে আসিতেন, কিন্তু কিছুই ভাল লাগিত না ; বরং উত্তম উত্তম পুস্তক ও সাধু ব্যক্তিদিগের নিকটে বসিয়া পারলৌকিক কথা শুনিলে অথবা পরমেশ্বরকে ধ্যান করিলে আরাম পাইতাম। পতির বিষয়াদি যাহা ছিল তাহা সামান্য। যে বাটীতে থাকিতাম তাহা তাঁহার নিজ বিষয় ছিল না। আমি অনাশ্রয়ী—জ্ঞাতিগোত্রে মিলিয়া আমাকে বাটী হইতে বাহির করিয়া দিল। কেহ কেহ পরামর্শ দিল, তুমি নালিস কর ; আমি সে পথ অবলম্বন না করিয়া প্রান্তভাগে একখানি কুটীর ভাড়া করিয়া কিছুকাল থাকিতাম ও আমার দুই এক অলঙ্কার যাহা ছিল তাহা বিক্রয় করিয়া কষ্টে গ্রাসাচ্ছাদন নির্বাহ করিতাম। এক্ষণে অর্থাভাবজন্য এ কন্যাটির হস্তধারণ করিয়া পথে পথে বেড়াইতেছি। যাহা ভিক্ষা করিয়া পাই তাহা লইয়া ইহাকে এক মুটা দিই। আমার নিজের আহারজন্য ব্যস্ত নহি—হলো হলো, না হলো না হলো। যতদূর জগদীশ্বর বল দিয়াছেন ততদূর ক্লেশ সহ্য করিতেছি। ঈশ্বর ক্লেশের দ্বারা আমাদিগকে উচ্চ করেন, তিনিই ধন্য।

এই কাহিনী শুনিয়া শান্তিদায়িনী ঐ কন্যাকে ক্রোড়ে লইয়া স্বীয় অঞ্চল দিয়া তাঁহার মুখ মুছাইয়া দিতে দিতে তাঁহার দুঃখজন্য মুগ্ধ হইয়া অশ্রুপাত করতঃ বলিলেন—মা ! তুমি কৃপা করিয়া এখানে থাক। তোমার ন্যায় নারী নিকটে থাকিলে স্থান পবিত্র হয়।

যে নারী উপস্থিত হইলেন, তাঁহার নাম সমাহিতা ও তাঁহার কন্যার নাম মোক্ষবিলাসিনী। কুলপাবন ও ভবভাবিনী অন্য গৃহে ছিলেন, মাতার নিকট আসিয়া সমাহিতা ও তাঁহার কন্যাকে দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন।

ভবভাবিনী মোক্ষবিলাসিনীকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। মাতা কন্যা মলিন বস্ত্র পরিধানা ; তথাচ তাহাদিগের আত্মজ্যোতিঃ তাহাদিগের বদনে ভাসমান। স্নান হইয়া ও নূতন বস্ত্র পরিধান করতঃ উভয়ে আহার করিলেন। শান্তিদায়িনী দেখিলেন যে, সমাহিতা ও তাঁহার কন্যার অন্তরের ভাবে সম্পূর্ণ সমতুল্য। তাহাদিগের লইয়া সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন গোপাল কলিকাতা হইতে আসিয়া সমাহিতার সহিত আলাপ করিয়া পরম আপ্যায়িত হইলেন। সদালাপ, ধর্মালাপ, ঈশ্বর-আলাপ, নিষ্কাম কার্যের অনুষ্ঠান, ধার্মিক লোকের আত্মীয়তার মূলবর্ধন হয়।

বাটীর নিকট শান্তিদায়িনী একখানি ফলফুলের উদ্যান প্রস্তুত করিলেন ; সেখানে একটী কুটীর নির্মিত হইল ও তথায় আপনি, কন্যাপুত্র, সমাহিতা ও মোক্ষবিলাসিনী প্রাতে ও বৈকালে যাইয়া মৃত্তিকা প্রস্তুত, বীজবপন ও উদ্ভিদ সকলের

রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। সঙ্গে একটী কুকুর ও বিড়াল থাকিত তাহাদিগকে আদর করিতেন। শ্রান্ত বোধ হইলে কুটীরে আসিয়া বসিতেন। ভবভাবিনী ও মোক্ষ-বিলাসিনী মিষ্টস্বরে ঈশ্বরের কৃপাবিষয়ক গান করিতেন। শান্তিদায়িনী মুগ্ধ হইতেন ও সমাহিতার নয়ন দিয়া মুক্তধারা অশ্রুতে তাহার বিমল বদনের স্বর্গীয় ভাব প্রকাশ হইত। শান্তিদায়িনী জিজ্ঞাসা করিতেন, 'ভগিনী! পতির জন্য কখন কখন কি কাতর হও?' 'দিদি! হাঁ মধ্যে মধ্যে কাতর হই, কিন্তু এই কাতরতাই আমার মঙ্গলের সোপান। যিনি শোক প্রেরণ করেন, তাঁহাকে ভাবিলে তিনি শোক হরণ করেন। যখনই ঈশ্বরকে চিন্তা করি, তখনই শোকা-তীত হই।' কুটীরের ভিতর পিঞ্জরে নানা পক্ষী থাকিত। বাগানের একপার্শ্বে নানাপ্রকার পায়রা ছিল। গলাফুলা, নোটন, মুক্ষি, গেরওয়াজ, বোগদাদ, সেরাজু, গোলা ইত্যাদি ;—ডানানাড়ার শব্দ, বকবকমকুম, নিম্নে আসিয়া দানা খাইবার কোলাহল সর্বদাই হইতেছে। উদ্যানের ভিতরে একটি পুষ্করিণী ছিল, তাহা মৎস্যে পরিপূর্ণ, ধৃত হইত না, মুড়ি অথবা চিড়ে ফেলিলে মৎস্য ভাসিয়া উঠিত ও খেলা করিয়া বেড়াইত।

বসন্তের সমাগম। উদ্যানের বৃক্ষ ও লতা যেন নব কলেবর ধারণ করিয়াছে। যাহা শুষ্ক তাহা রসযুক্ত হইল, যাহা জীবন-বিহীন তাহা যেন জীবনপূর্ণ হইল। প্রত্যেক অঙ্কুর ও পুষ্প হইতে রস উচ্ছ্বাসিত হইতেছে। পত্র, কুঁড়ি ও পুষ্প নানাবর্ণীয়—শ্বেত, পীত, নীল, মরকত, লাল বর্ণে মিশ্রিত ও এত বর্ণনাতীত যে, চিত্রকর তাহা অনুকরণ করিতে অক্ষম। চতুর্দিকের গন্ধে ঘ্রাণেন্দ্রিয় বিমোহিত। দর্শনে ও ঘ্রাণে সমাহিতা পুলকিতা হইয়া ঊর্ধ্বনয়নী হইয়া বলিলেন—দিদি! এরূপ অবস্থাতে চিত্ত সৃষ্টিতে স্থায়ী হয় না, যিনি বিশুদ্ধ ও অনন্ত প্রেম স্বরূপ তাঁহাতেই সংযুক্ত হয়। শান্তিদায়িনী সমাহিতার বাক্য শুনিয়া তাঁহার গলদেশে হাত দিয়া প্রেমে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার মুখচুম্বন করিলেন। উক্ত দুই বামা ঈশ্বর-প্রেমে মগ্ন হইয়া বিগলিত চিত্তে থাকিলেন ও তাঁহারা যেন স্বর্গ ত্যাগ করিয়া নিম্নে আসিয়াছেন এইরূপ প্রকাশ হইল।

কিয়ৎকাল পরে উক্ত দুই নারী ও তাঁহাদিগের কন্যারা পল্লীর দরিদ্র ব্যক্তিদিগের আবাসে গমন করিতে লাগিলেন। তাহাদিগের ভগ্নকুটীরে যাইয়া বারাণ্ডার মাদুরের উপর উপবেশন করেন ;—তাহারা জীবিকা কিরূপে নির্বাহ করিতেছে, তাহারা সন্তানাদি লালন পালন করিতে পারিতেছে কি না তাহা জিজ্ঞাসা করেন ও তাহাদিগের অভাব কি তাহা অবগত হইয়া গোপনে বিমোচন করেন। কাহাকে অর্থ দেন, কাহাকে বস্ত্র দেন, কাহাকে ঔষধি দেন, কাহাকে নীতিবিষয়ক

পুস্তকাদি দেন,—এইরূপে দরিদ্রলোকের যথাসাধ্যানুসারে সুখ বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করেন। জাতিভেদ গণনা করেন না, হাড়ি হউক, চণ্ডাল হউক, উপকার করণের পাত্রী দেখিলেই উপকার করেন। নীচজাতীয় সন্তানদিগকে ক্রোড়ে করিয়া মুখচুম্বন করতঃ আদর করেন। যদি কেহ কোন গৃহকার্য করিতে অক্ষম, তাহার গৃহকার্য তাঁহারা করেন। যদি কেহ পীড়ায় শয্যাগত হয়, তাহার আরাম জন্য শুশ্রূষা করেন। ভয়ানক রোগাদি দেখিয়া ভীত হয়েন না। বসন্ত, হাম, ইত্যাদি রোগ দেখিলে অনেকে নিকটে যায় না, তাঁহারা অকুতোভয়ে নিকটে বসিয়া সেবার দ্বারা রোগের যন্ত্রণা কমাইতেন। সামান্য স্ত্রীলোকেরা ঐ নারীদ্বয়ের উচ্চ অভিপ্রায় না বুঝিতে পারিয়া বলিত—ওমা! ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে দেওয়া গেল, পুরাণ শোনা গেল, ব্রত নিয়ম গেল, অস্পর্শীয় জাতিদিগের বাটীতে আসিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিলে কি লাভ হইবে

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

জীবনচেতন সামশ্রমীর বিবরণ ও কন্যাপুত্রের বিবাহের কথাবার্তা।

কলিকাতায় এক আফিস লইয়া গোপাল তথায় থাকেন। এক কামরায় যাবতীয় আইন, অ্যাক্ট-রিপোর্ট, প্রিভি-কৌন্সিলের ও অন্যান্য আদালতের বিচার ও সরেস সরেস আইনের পুস্তক সকল শেল্ফে সাজান। মোকদ্দমা পড়িলেই তাহার সার অসার নির্বাচিত করেন ও কি কি অংশ প্রমাণের ও কি কি অংশ আইনের উপর নির্ভর করে, তাহা স্বতন্ত্র করিয়া গোপাল বিশেষ মনোযোগ দিয়া আদালতের কার্য করিতেন। বুদ্ধি প্রখর, মেধা অসাধারণ,—যাহা হাতে লইতেন তাহাতেই প্রায় জয়ী হইতেন। যাহার পক্ষে তিনি থাকিতেন, সেই প্রায় জয়ী হইত। গোপাল অধিক বক্তৃতা করিতেন না, কেবল কেযো কথাগুলিন শৃঙ্খলা করিয়া বলিতেন; তাহা শুনিয়া জজেরা তাঁহার পক্ষে ঝুঁকে যাইতেন।

জীবনচেতন সামশ্রমী বাল্যকালাবধি তাঁহাকে জানিতেন। তিনিও বিলাতে যাইয়া কৌন্সলি হইয়া আসিয়াছেন। ইতিপূর্বে কৃষ্ণনগরে গোপালের বাটীতে ভবভাবিনীকে দেখিয়া মনে করিতেন—এই বালিকার মুখশ্রী চমৎকার—যদি বিবাহ করিতে হয়, তবে ইহাকেই বিবাহ করিব; কিন্তু অগ্রে বিলাত হইতে ফিরিয়া আসি। বিলাতে গোপালের নিকট তাঁহার পরিবারের তত্ত্ব করিতেন। ভবভাবিনীর উপর যে তাঁহার দৃষ্টি আছে, তাহা গোপাল অনবগত; এজন্য তিনি মনে করিতেন যে, কেবল আত্মীয়ভাবে তত্ত্ব করিতেন। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া জীবনচেতন গোপালের সহিত মিলিত হইলেন ও তাহার

অনুকরণ করতঃ বিখ্যাত হইলেন। ক্রমে এক এক মোকদ্দমায় দুইজনে নিযুক্ত হইতেন। আপামর সাধারণ লোক বলিত, দুটো বাঘাভাল্লো কৌন্সলি। জীবনচেতন গোপালকে বলিলেন—আমার নিতান্ত বাসনা যে, ছুটিতে মাতাকে দর্শন করিয়া আসি। গোপাল আহ্লাদপূর্বক সম্মত হইলেন।

বৈকালে শান্তিদায়িনী ও সমাহিতা দুইটি কন্যা ও পুত্রকে লইয়া উদ্যানে বসিয়াছেন, এমত সময় গোপাল জীবনচেতনকে লইয়া উপস্থিত হইলেন। সমাহিতা ও মোক্ষবিলাসিনীর বৃত্তান্ত গোপাল পূর্বেই অবগত হইয়াছিলেন। শান্তিদায়িনী তাঁহাদিগের যাহা আনুকূল্য করিতেন তাহা ভর্তাকে লিপিদ্বারা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। গোপাল সমাহিতাকে বলিলেন—আপনি এখানে থাকিয়া আমাদিগকে পবিত্র করিতেছেন, আপনি আমার সহোদরা। সমাহিতা মস্তক হেঁট করিয়া কেবল স্বীয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। জীবনচেতন ঈষদ্ধাস্য ও মধুর কটাক্ষ ভবভাবিনীর প্রতি নিক্ষেপ করিতেছেন, কিন্তু ভবভাবিনী ভবাতীত হইয়া রহিয়াছেন, সমাহিতা বলিলেন, কেমন মা! গুণবতী হইয়াছ এক্ষণে পতিগ্রহণ করিবার বাসনা কি হয়? ভবভাবিনী বলিলেন, না মা! কেবল আপনাদিগের ন্যায় সৎকার্য অর্থাৎ পরোপকার ও দয়ার কার্য করিতে ইচ্ছা যায়, বিবাহ করিতে ইচ্ছা যায় না। সমাহিতা—তবে মা ব্রহ্মবাদিনী অথবা ননের ন্যায় থাকিতে চাহ? কিন্তু পাতিব্রত্য ধর্ম উত্তম ধর্ম। ইহা অবলম্বন করিলে আত্মার উন্নতিসাধন হয়, কারণ ইহাতেই নিষ্কাম ভাবের উদ্দীপন।

ভবভাবিনী। পাতিব্রত্য ধর্ম উচ্চ ধর্ম বটে ও এই ধর্ম অনুষ্ঠানে সকামভাব ক্রমশঃ খর্ব হয়। অনেকানেক উচ্চ নারী পাতিব্রত্য ধর্ম অবলম্বনে ঈশ্বরপরায়ণ হইয়াছেন, কিন্তু আমার চিত্তের ভাব নিষ্কাম কার্য করা।

যেরূপ জীবনচেতন ভবভাবিনীকে লক্ষ্য করিতেছেন, কুলপাবন মোক্ষবিলাসিনীর প্রতি কটাক্ষ করিতেছেন। মোক্ষ ব্রীড়াতে পূর্ণ হইয়া মস্তক নত করিতেছেন। শান্তিদায়িনী ও সমাহিতা কর্ণে কর্ণে বলাবলি করিলেন যে উপস্থিত বিষয়ে আমাদিগের বিধি নিষেধ নাই। যখন দুই মন একমন হইবে তখন আমাদিগের বক্তব্য প্রকাশ করিব।

জীবনচেতন মনে মনে বলিতেছেন গতিক ভাল নহে—"আমি যাকে ভালবাসি সেই দেয় ফাঁকি?" দেখিতেছি, লঙ্কায় আসিয়া হলুদের গুঁড়া লইয়া যাইতে হইবে।

গোপাল সকলই বুঝিয়াছেন, কিন্তু নিবৃত্তিভাবে থাকিলেন। পরদিন বৈকালে শান্তিদায়িনী ও সমাহিতা বাগানের আটচালায় বসিয়া আছেন। জীবনচেতন ও

কুলপাবন আসিয়া তাহাদিগের পদতলে পড়িলেন। জীবনচেতন বলিলেন, মা! বহুকালের আশা পূর্ণ কর। ভবভাবিনী ভিন্ন অন্য স্ত্রীলোক আমি জানি না। এখানে ও বিলাতে অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিতাম; কিন্তু ধনের অথবা মানের জন্য স্ত্রীগ্রহণ করিতে চাহি না। যাহার সহিত সঙ্গ করিলে পারলৌকিক মঙ্গল হয় সেই শ্রেষ্ঠতম নারী, সেই ধর্মপত্নী হইবার যোগ্য। কুলপাবন বলিলেন, মা! যদি মোক্ষবিলাসিনীকে না পাই তবে আর পত্নীগ্রহণ করিব না, আমি বিলক্ষণ করিয়া দেখিয়াছি যে তাঁহার চিত্ত ও আমার চিত্ত সমচিত্ত, দুই জনে একত্রিত হইলে যেন অন্তরে একত্ব হয়। এই কথাবার্তা হই-তেছে ইতিমধ্যে ভবভাবিনী ও মোক্ষবিলাসিনী পরস্পরের গলায় হাত দিয়া এক সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করিতে করিতে আসিয়া মায়েদের কোলে বসিলেন। জীবনচেতন ও কুলপাবন নিস্তব্ধ হইয়া থাকিলেন। কন্যাদ্বয় প্রফুল্লভাবে বাগানে ফুল তুলিতে গেলেন।

অম্বিকা কিঙ্করী আসিয়া বলিলেন—একজন ঘটকী আসিয়াছে, দেখা করিতে চায়। অনুমতি পাইয়া তিনি নিকটে আসিলেন।

ঘটকী। মা! ঘুরে ঘুরে না খাওয়া না দাওয়া করে তোমার মেয়ের ও বেটার সম্বন্ধ করিয়াছি। হরলালবাবুর ছেলে এন্ট্রেন্স ও এফ. এ. পাস করিয়াছে এই-বার বি. এতে পাস হবে। ছেলেটি বড় ভাল—রাতদিন পড়ে, বাপের বিষয় প্রচুর, পুরুষানুক্রমে পায়ের উপর পা দিয়া খেলেও ফুরবে না, আর তোমার মেয়ে গহনা পরে এলে যাবে। ছেলেটির যে সম্বন্ধ করিয়াছি তাহাও বড় ভাল—পিতল রূপা সোণার বরাভরণ, ঘড়ির চেইন, হীরার আংটি, মেয়ের গা সাজন্ত গহনা ও হাজার টাকা নগদ। গড়ের বাজনা বাজাইয়া বে করিতে আসিবে। এখন কি বল, পাকা কথা অথবা দেখা শুনা না করলে আমি থামিয়া রাখিতে পারি না।

শান্তিদায়িনী কিছুতেই বিরক্ত নহেন, সকল কথা শুনেন ও যে উত্তর দিতে হয় তাহা স্বল্প কথাতে বলেন,—বুঝিলাম, আপনার কথা কর্তাকে বলিব।

ঘটকী। না খেয়ে পেট চোঁ চোঁ করচে—একটা কাঁঠাল ও সন্দেশ দেও, নিয়ে যাই।

শান্তিদায়িনী। অম্বিকে, ঘরে যে খাদ্য সামগ্রী আছে, ঘটক ঠাকরুণকে দাও, উনি যদি বয়ে নিয়ে যেতে না পারেন, তুই বাছা বয়ে নিয়ে যা, বাছা একটু ক্লেশ হবে কিছু মনে করিস্‌নে।

ঘটকী। মাগো! এত গুণ না হইলে তোমার ঘরে লক্ষ্মী বিরাজমান কেন হবেন? পোড়া লোকে বলে, তোমার জাত গেছে, তাদের মুখ পুড়ে যাউক।

গ্রামের কতকগুলি লোক গোপালকে ঘিরিয়া আইন সম্বন্ধীয় প্রশ্নে তাঁহাকে ক্ষতবিক্ষত করিতেছিল। তাহারা চলে গেলে গোপাল বাগানে আসিয়া আরাম পাইলেন। তিনি বসিলে প্রস্তাবিত বিবাহের কথা উপস্থিত হইল। দুইটি কন্যা বলিলেন, এ দেশে অনেক স্ত্রীলোক বিবাহ করিত না, তাহারা বিশেষ ঈশ্বর-পরায়ণ ছিলেন ও আপনি বলিতেছেন, বিলাতে অনেক স্ত্রীলোক পরোপকার ও সৎকার্য করিয়া জীবনযাপন করেন। অবিবাহিতা হউক, বিবাহিতা সধবা হউক, বা বিধবা হউক স্ত্রীলোক ঈশ্বরেতে সমভাবে মগ্ন থাকিয়া পার্থিব কার্য করিবে। এই নশ্বর জীবন ধারণের আনুকূল্য জন্য পতিগৃহীত হইতে পারে, নচেৎ কি প্রয়োজন?

সমাহিতা। যাহা বলিতেছ তাহা প্রশংসনীয়; কিন্তু পুরুষের দারগ্রহণ ও স্ত্রী-লোকের পতিগ্রহণে পরস্পরের স্নেহ ও প্রেমের উদ্দীপন এবং সন্তান-সন্ততি হইলে তাহাদিগের লালন-পালন ও শিক্ষা দেওনে আপন উন্নতি। দেখ, তোমা-দিগের জন্য তোমাদের পিতা মাতা কি না করিয়াছেন? তোমাদিগের প্রতি স্নেহ অর্পণ, তোমাদিগের সৎশিক্ষা প্রদান করাতে আপন প্রেমের কবাট উদ্ঘা-টন করা ও আপন জ্ঞান বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ভবভাবিনী ও মোক্ষবিলাসিনী এই উপদেশ পাইয়া মৌন রহিলেন, মৌনতেই সম্মতি, ব্রীড়ায় মস্তক নত করিয়া থাকিলেন। জীবনচেতন ও কুলপাবন তাহাদিগের প্রতি স্নেহপূর্ণ কটাক্ষ করিতে লাগিলেন, ও কিয়ৎকাল পরে তাহাদিগকে লইয়া বাগানের প্রান্তভাগে ভ্রমণ করিতে গেলেন। এক্ষণে কথাবার্তা ভিন্ন ভাবে হইতে লাগিল। এক্ষণে দূরত্ব নৈকট্য হইল, এক্ষণে বাহ্য ও আন্তরিক ভাব সমান। যাহার যে স্ত্রী তিনি তাহার হস্ত ধারণ করতঃ ভ্রমণ করিতেছেন, সদালাপে মগ্ন, বাটীতে প্রত্যাগমন করিতে হইবে তাহার চেতনা হইতেছে না, রাত্রি অধিক হইল, বাটীর দৌবারিক আসিয়া বলিল, কর্তা ডাকিতেছেন, তখন তাঁহারা সকলে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

বিবাহ।

বিবাহের দিবস প্রাতঃকালে দিনমণি নবীন আভাতে পূর্বদিক চমৎকার চিত্র করিলেন, সমীরণ মন্দ মন্দ বহিতে লাগিল। গোপালের ভবন উড্ডীয়মান পতা-কায় সুশোভিত, নহবৎখানা হইতে ভৈরব, ললিত, রামকেলী, দেয়সাক, কোকব রাগরাগিণীর আলাপ হইতেছে। দ্বারে ফকির রেওভাট নাগাতে পূর্ণ। শান্তি-

দায়িনী সমাহিতা ও প্রত্যূষে সমস্ত পরিবারকে লইয়া ঈশ্বর-উপাসনা সাঙ্গ করিয়া পল্লীস্থ কাঙ্গাল ভোজন করাইতেছেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লোভাক্রান্ত হইয়া বাটীতে প্রবেশ করিতেছে। দালান, পত্র ও রক্তিমাবর্ণ বস্ত্রে আচ্ছাদিত। নীল-রঙ্গের সামেয়ানা বায়ুতে দোদুল্যমান। কিঙ্কর ও কিঙ্করীরা নানাবর্ণীয় বস্ত্রে ও রৌপ্য অলঙ্কারে বিভূষিত। সন্দেশ মিঠাইয়ের মিষ্ট গন্ধ, ভোম্‌রা বোল্‌তা ও মক্ষিকার ভন্‌ভনানি, লুচি কচুরি ভাজির ভাজন-শব্দ ও আন্‌রে দেরে কোলাহলে বাটী পূর্ণ, চতুর্দিকে কেবল দীয়তাং ভূজ্যতাং। আত্মীয়বর্গের আগমন আরম্ভ হইল, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি বালক, কি শিশু. সকলেই সুন্দররূপে আহূত ও মিষ্টালাপের দ্বারা অভ্যর্থিত হইতেছে। শান্তিদায়িনী ও সমাহিতা সর্বত্রে ঘুরিয়া বেড়াইতে-ছেন। দুই বর এক ঘরে, দুই কন্যা এক ঘরে শান্ত হইয়া রহিয়াছেন। সন্ধ্যাকাল উপস্থিত, সাধারণ জ্ঞান-উপার্জিকা সভার সভ্যেরা, কলিকাতা হাইকোর্টের এত-দ্দেশীয় কৌন্সলিরা ও অন্যান্য সুহৃদেরা উপস্থিত হইলেন। রামকৃষ্ণবাবু গাত্রো-ত্থান-পূর্বক বলিলেন, আর্যজাতিদিগের পূর্বে জাতি ছিল না, ব্যবসা অনুসারে জাতি হয়। যাহার প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান তিনিই ব্রাহ্মণ। উপস্থিত বিবাহদ্বয় যে মহা-মান্য রামতনুবাবু কর্তৃক সমাধিত হইবে, ইহা সকলের প্রীতিজনক। তখন গোপালবাবু রামতনুবাবুর নিকট আসিয়া বলিলেন, হে ধর্মাঙ্গ পবিত্র সুহৃদ, আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই দুই যুবক ও যুবতীর বিবাহ সমাধা করুন। এই বলিবামাত্র রামতনুবাবু হস্ত জোড় করিয়া দাঁড়াইলেন; তৎক্ষণাৎ যবনিকা উত্তোলিত হইল ও অন্তর হইতে শান্তিদায়িনী মোক্ষবিলাসিনীর হস্তধারণপূর্বক ও সমাহিতা ভবভাবিনীর হস্তধারণপূর্বক সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন। শান্তি-দায়িনী আকাশবর্ণীয় বস্ত্র পরিধাতা ও যদিও গাত্রে, হস্তে ও গলায় অলঙ্কারে ভূষিতা তথাপি সর্ব অলঙ্কার হইতে তাঁহার নয়নদ্বয় মনোহর ও আকর্ষণীয়, যে দেখিতেছে তাহার বোধ হইতেছে, চক্ষুর এরূপ জ্যোতিঃ অতি দুষ্প্রাপ্য। অন্তর অতিশয় শুদ্ধ না হইলে এরূপ দৃশ্য হয় না। মোক্ষবিলাসিনীর ঊর্ধ্বদৃষ্টি, চাওনিতে বোধ হইতেছে যেন তিনি স্বর্গ লক্ষ্য করিতেছেন। সমাহিতা মুক্তকেশী শ্বেত-বসনা দুই হস্তে দুই গাছি বলয়, দুইটি চক্ষু ত্যাগে পূর্ণ, যেন ঈশ্বর জন্য সর্ব-ত্যাগিনী হইয়া দাঁড়াইতেছেন। সমস্ত লোক বলাবলি করিতে লাগিল, এই অঙ্গনাদিগের সৌন্দর্য অন্তরের সৌন্দর্য, বসন ভূষণ অথবা শরীর সৌন্দর্য নহে। ইহাদিগের মুখচন্দ্রিকা দেখিয়া কে না বোধ করিবে যে ইহাদিগের অন্তর পবিত্রতায় পূর্ণ?

রামতনু বাবু ভক্তিপূর্বক মঙ্গলময়ের আরাধনা করিয়া বলিলেন, মোক্ষবিলাসিনী

ও কুলপাবন এবং ভবভাবিনী ও জীবনচেতন তোমরা আপন আপন ভাবি পতি ও পত্নীর হস্তধারণপূর্বক মিলিত হইয়া মঙ্গলময়কে ধ্যান কর ও বল—

যদেতৎ হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।
যদেতৎ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।
ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আমার যে এই হৃদয় তাহা তোমার হউক এবং তোমার যে হৃদয় তাহা আমার হউক। হে জগদীশ্বর! তুমি আমাদিগকে কৃপা কর।

যাবতীয় বিদ্যালয়ের বালিকা তথায় উপস্থিত ছিল, তাহারা দুই বর ও দুই কন্যাকে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল, ও আত্মীয়বর্গের শুভ আকাঙ্ক্ষা বর্ষণ হওনের পর দুই বর ও দুই কন্যা স্ত্রী স্বামীর একতা লাভ করিয়া, অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

পরে নানাপ্রকার বাদ্য—মৃদঙ্গ বীণা সেতারা জলতরঙ্গ নাসতরঙ্গ এসরাজ বাদিত হইতে লাগিল। নানাপ্রকার গান সংগীত হইল। পিসিপেৎনী বাদ্য ও গানে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করতঃ এই গান করিলেন—

মা না ভাল হলে ছা ভাল হয় না গো।
মা ই তারিণী হয়ে ছাকে তরায় গো॥

বা, বা, চমৎকার চমৎকার, ওগো তোমাকে পিসিপেৎনী কে বলে? তুমি প্রকৃত উপদেশদায়িনী।

পিসিপেৎনী—ওগো! যে মুখে বলা হইয়াছিল কানি চাংমুড়ী, সেই মুখে বলা হলো সোণার গন্ধেশ্বরী—মা না ভাল হলে—

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

শান্তিদায়িনীর মৃত্যু।

সংসার হলাহলে পূর্ণ। এ পৃথ্বী প্রস্তুতাবস্থা,—বিপদ, সম্পদ,—রোদন, হাস্য,—অন্ধকার, আলোক। গোপাল, পুত্র ও কন্যার বিবাহের পর মনে করিতেন তিনি বড় সুখী, বনও অজস্রধারে আসিতেছে, সৎকার্যও করা হইতেছে ও ধর্মানুষ্ঠান হইতেছে। কিন্তু পুষ্পের ভিতর হইতে কখন কখন ভুজঙ্গ প্রকাশ হয়। শান্তি-দায়িনী বিবাহেতে অতিশয় পরিশ্রম করিয়াছিলেন। অনেক কাঙ্গালি ও দুঃখী লোককে স্বহস্তে আহার দিয়াছিলেন, তাহাদিগের তৃপ্তি জন্য আপনি পাক ও পরিবেশন করিয়াছিলেন। এই অসাধারণ পরিশ্রমে জ্বরেতে অভিভূত হইলেন, স্বামী ও পুত্র, কন্যা ও জামাতা নিকটে, তাঁহার পীড়া দেখিয়া সকলে ভীত হইয়া

ডাক্তার কবিরাজ আনাইলেন। কিন্তু যে পীড়া আরোগ্য হইবার নয়, তাহা আরামের দিকে আইসে না। পীড়ার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি। বিজ্ঞ কবিরাজেরা বলিলেন, রোগ ঔষধি মানিতেছে না। তখন স্বামী অতিশয় অস্থির হইয়া স্ত্রীর গলদেশে হাত দিয়া বলিলেন, তোমার মৃত্যুতে হয় আমি ক্ষিপ্ত হইব, নতুবা কঠোর রোগ গ্রস্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিব। স্ত্রী উত্তর করিলেন, জন্মগ্রহণ করিলে মৃত্যু অবশ্যই হইবে। আপনার ও সন্তানদিগের প্রতি আমার যাহা কর্তব্য তাহা করিয়া আমি জগদীশ্বরকে ধ্যান করতঃ পরলোকে গমন করিতেছি, তাহাতে মৃত্যুকে মৃত্যুবোধ হইতেছে না, আমি যেন শরীর হইতে সুখে গমন করিতেছি। আপনার ও সমাহিতার হস্তে ভবতোষকে দিলাম, এই সন্তান যাহাতে ঈশ্বরপরায়ণ হয় তাহা করিবেন। স্বামী পত্নীর হৃদয়ভেদী বাক্য শ্রবণ করতঃ মূর্চ্ছাগত হইলেন। শান্তিদায়িনীর পীড়ার সম্বাদ শুনিয়া আবাল বৃদ্ধ কুলকন্যা দুঃখী দরিদ্র সকলে অশ্রুপূর্ণ নয়নে আসিয়া দেখিলেন, যে উক্ত ধর্মপরায়ণা নারী যদিও রোগে অভিভূত, কিন্তু বদন যেন স্থির জ্যোৎস্না ও ওষ্ঠ মৃদু-হাস্যতে পূর্ণ। যাবতীয় আত্মীয়বর্গ তাঁহার শয্যা অশ্রুতে সিক্ত করিলেন। কেহ বলেন, আমি ইহাকে মাতার ন্যায় দেখিতাম, কেহ বলেন, আমি দুহিতার ন্যায় দেখিতাম, কেহ বলেন, আমি ইহাকে সুহৃদতম সখীর ন্যায় দেখিতাম। দুঃখী দরিদ্র লোকেরা বলিল, আমরা কাহার নিকট মাতৃস্নেহ পাইব? সকলের শোকবাক্য শ্রাবণের ধারার ন্যায় বর্ষিত হইতে লাগিল। এদিকে কালবিলম্ব নাই, নদীতীরে কেবল স্ত্রীলোকের দ্বারা মুমূর্ষু আনীত হইলেন।

সমাহিতা ঊর্ধ্বদৃষ্টিপূর্বক শান্তিদায়িনীর নয়নের সহিত আপন নয়ন একত্র করিলেন। ইহাতেই তাঁহার নিগূঢ় উপাসনা ব্যক্ত হইল। যেমন সূর্য অস্তমিত হইল, শান্তিদায়িনী যেন সকলের শান্তি হরণ করিয়া পরলোক গমন করিলেন। অসংখ্য লোক উপস্থিত। তাহাদিগের হৃদির স্রোত হইতে অবিশ্রান্ত বারি নির্গত হইতে লাগিল। মৃত্যুর পর যে স্বর্গে যায় তাহা এখানেই জানা যায়।

পরিশিষ্ট
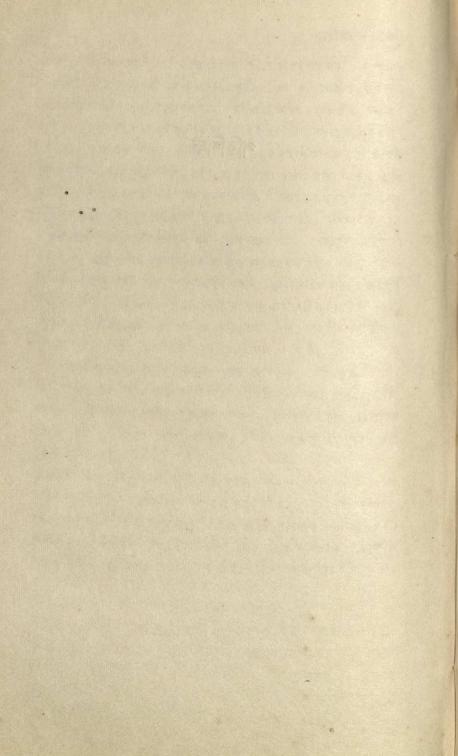
রাজা যুধিষ্ঠিরের চরিত্র

এতদ্দেশের প্রাচীন ইতিহাস পুস্তকে অনেক২ নর নরপতি ও বীরদিগের দেবপুত্র রূপে বর্ণনা আছে। ইহাতে বোধ হয় পূর্বকালীন লোকদের সত্যাপেক্ষা অদ্ভুত বিবরণে অধিক আদর ছিল, এবং পুরাণ লেখকেরা কবিতার ছন্দো লালিত্যাদির প্রতি অনুরক্ত হইয়া শব্দবিন্যাস করত পাঠক বর্গের মনোরঞ্জন পুরঃসর বিবিধ বিষয়ে উপদেশ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন সুতরাং অবিকল ইতিবৃত্ত লিখিয়া স্ব২ কল্পনা শক্তিকে খর্ব করেন নাই, কাব্য ও অলঙ্কারের রসে রসিক হইয়া স্ব২ কবিত্ব ও নৈপুণ্য প্রকাশ পূর্বক সাধারণের সন্তোষ করিয়া উল্লেখিত শূরবীর রাজাদিগের মানের গৌরব করিবেন তাঁহারদিগের ইহাই বিশেষ তাৎপর্য ছিল।

পূর্বকালে চন্দ্রবংশীয় কুরুকুলোদ্ভব পাণ্ডুনামা এক রাজা ছিলেন তিনি স্ববাহুবলে দশার্ণ মগধ মিথিলা কাশী সুহ্মাদি বহুতর দেশ জয় করিয়া কিয়ৎকাল হস্তিনায়* রাজত্ব করিয়াছিলেন, পরে গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া কুন্তী ও মাদ্রী নামে স্বীয় ভার্যাদ্বয় সমাভিব্যাহারে হিমালয়ের নিকট গিয়া শতশৃঙ্গ পর্বতে বাস করেন, সেখানে কতিপয় বৎসর গতে কুন্তীর গর্ভে তাঁহার তিন সন্তান অর্থাৎ যুধিষ্ঠির ভীম ও অর্জুন ক্রমশ উৎপন্ন হয়েন এবং মাদ্রীর কুক্ষি হইতে নকুল ও সহদেব নামক যমজ দুই পুত্র জন্মে। ভারতবর্ষের কাব্য রচকেরা ইতালি হইতেও উষ্ণ-তর দেশে বাস করিতেন একারণ তাঁহারদের বুদ্ধি ঐ দেশীয় কবিগণ অপেক্ষাও উৎকট কল্পনায় উৎসুক হইত সুতরাং পুরাণোক্ত পাণ্ডবদিগের জন্ম বৃত্তান্ত রোমান সংগীতান্তর্গত রমুলস ও রিমসের কথাপেক্ষাও আশ্চর্য, লাটিন কবিরা রিয়াকে কৌমার ভ্রষ্টারূপে বর্ণনা করত তাহার সন্তানদিগকে দেবপুত্র কহিয়াছেন কিন্তু হিন্দু পণ্ডিতেরা স্বদেশীয় বীরগণকে দেবাংশজ কহিয়াও বাক্‌কৌশলে তাহারদের মাতার কন্যাত্ব স্থাপন করিয়াছেন।

পাণ্ডু রাজা কিয়ৎকাল গিরি কাননে বাস করিয়া অবশেষে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে কনিষ্ঠা পত্নী মাদ্রী তাঁহার সহিত সহমরণ করিলেন। জ্যেষ্ঠা মহিষী কুন্তী পঞ্চকুমার সমভিব্যাহারে রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন এবং তাহাদিগের জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র ও পিতৃব্য বিদুর এবং পিতামহ ভ্রাতা ভীষ্মের আশ্রয়ে প্রতিপালন

*হস্তিনামক রাজা কর্তৃক হস্তিনা অথবা হস্তিনাপুর নির্মিত হয় এবং তাহা হরিদ্বার হইতে দক্ষিণে প্রায় বিংশতি ক্রোশ অন্তর। আলেকজন্দরের যুদ্ধযাত্রা রোধক দুই পোরসের মধ্যে একজন ঐস্থানে থাকিতেন।

করিতে লাগিলেন। ধৃতরাষ্ট্র বহুপুত্রী ছিলেন, তাঁহার দুর্যোধনাদি সন্তানেরা ঐ পঞ্চ বালকদের সহিত সর্বদা বাল্য ক্রীড়া করিত কিন্তু তাহারা কেহই যুধিষ্ঠিরানুজ ভীমকে ব্যায়াম ও লীলাযুদ্ধে পরাস্ত করিতে পারিত না ইহাতে ভীমের বলাধিক্য দেখিয়া বাল্যকালেই দুর্যোধনের মনে জ্ঞাতিদ্বেষের অঙ্কুর উৎপন্ন হয় এবং তদ-বধি ছলে বলে কৌশলে তাহাদের বিনাশার্থ নানা উপায় চেষ্টা করে।

একদিবস বাহ্য সৌহার্দ্য প্রকাশ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্বক কহিল হে ভ্রাতঃ চল গঙ্গাতীরস্থ সুশোভন রম্য বিপিনে বিহার করিতে যাই, যুধিষ্ঠিরের স্বভাবে চতুরতা মাত্র ছিল না অতএব কোন প্রকার কপটতার শঙ্কা না করিয়া দুর্যোধনের কথায় সম্মত হইলেন তাহাতে পাণ্ডুতনয় ও ধৃতরাষ্ট্র পুত্রেরা মহাসমা-রোহপূর্বক বন বিহারে চলিল, সেখানে উপস্থিত হইয়া বিচিত্র চেল নির্মিত বিবিধ শিবির মধ্যে কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করিয়া অবগাহন ও সন্তরণাদি জলক্রীড়া সমাপন পূর্বক সকলে ভক্ষ্য পেয় ভোজন পানে ব্যস্ত হইলেন এবং পরস্পরের বদনে মিষ্টান্ন দিতে আরম্ভ করিলেন সেই অবসরে দুর্যোধন ভীম বিনাশ সংকল্পে কালকূট ঘটিত কিঞ্চিৎ ভক্ষনীয় তাঁহার মুখে প্রদান করিল, ভীম অজ্ঞাত বিষ ভোজনে নিদ্রাকৃষ্ট প্রায় ক্রমশ অচেতন হইয়া শয়ন করিলেন।

অন্যান্য সকলেও বিহার শ্রান্ত হইয়া শয়ন করিতে লাগিলেন, ইতিমধ্যে দুর্যোধন ভীমকে রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিয়া ভাগীরথী নীরে নিক্ষেপ করিল। যুধিষ্ঠির জাগ্রৎ হইয়া স্বীয় অনুজকে দেখিতে না পাওয়াতে অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন এবং ইত-স্ততো অন্বেষণ করিয়া দেখিলেন কুত্রাপি ভীম নাই অতএব বিমনা হইয়া ভ্রাতৃ-গণ সঙ্গে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং ভীম বিরহে পরিতাপিত হইয়া জননী কুন্তীর সহিত কাতরান্ত করণে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। ভীম দুর্যোধনের বিদ্রোহ চেষ্টা হইতে সৌভাগ্যক্রমে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন অতএব কিয়ৎকালা-নন্তর জননী ও ভ্রাতৃগণের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন তাহাতে তাঁহাদিগের যাদৃশ হর্ষোদয় হয় দুর্যোধনের অন্তঃকরণ তাদৃশ বিষাদে পরিপূর্ণ হইয়াছিল।

যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সকলে বেদপারগ গৌতম মুনির সন্নিধানে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া ছিলেন কিন্তু তাঁহারা কোন্২ শাস্ত্রে কি প্রকার ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন তাহার বিশেষ বা বাহুল্য বর্ণন প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তাঁহারা বেদ বেদাঙ্গ অবশ্যই পাঠ করিয়া থাকিবেন কেন না তাহা অধ্যয়ন না করিলে কেহ সভ্যরূপে গণ্য হইতে পারিত না, আর ধনুর্বেদেও তাঁহারদের বিশেষ মনোযোগ হইয়া থাকিবেক কারণ রাজারদের সকলের পক্ষে তাহাতে উৎকৃষ্টরূপে নিপুণ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক ছিল।

দ্রোণাচার্য ও অশ্বত্থামা নামে দুই ব্রাহ্মণ পিতাপুত্রে পাণ্ডবদিগকে অস্ত্র ও ধনুর্বিদ্যার শিক্ষা প্রদান করেন ইহা আশ্চর্যের বিষয় বটে কেন না হিন্দু জাতীয় যাজকদিগের মধ্যে শস্ত্র শিক্ষক হইবার প্রথা সাধারণ ভাবে চলিত ছিল না, আচার্য ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা প্রদান কালীন সকল শিষ্যের মধ্যে অর্জুনকে অতি পরিশ্রমী এবং আবিষ্ট দেখিতেন অতএব তাঁহার প্রতি শস্ত্র বিদ্যার রহস্য উপদেশ প্রদানে অতিশয় প্রীত হইতেন। এক সময় রাজকুমারদিগকে সমাহ্বান করিয়া কহিয়াছিলেন তোমরা ধনুর্বাণ হস্তে করিয়া শ্রেণীবদ্ধ হওত দণ্ডায়মান হও, এই স্থানে একটি পক্ষী আছে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া শরক্ষেপ করিতে হইবে। ইহাতে তাহারা প্রস্তুত হইলে আর২ কথোপকথনের পর সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন এস্থলে কি২ বস্তু তোমাদিগের দৃষ্টিগোচর আছে? যুধিষ্ঠিরাদি সকলে কহিলেন আমরা সম্মুখে আচার্যকে এবং পার্শ্বে জ্ঞাতি ভ্রাতৃগণকে দেখিতেছি, কিন্তু অর্জুন জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তর করিলেন যে "অগ্রবর্তী বৃক্ষোপরি এক বিহঙ্গমের মুণ্ড মাত্র দৃষ্টিপথে আছে তদ্ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাই না।" ইহাতে আচার্য উপস্থিত কর্তব্য সাধনে অর্জুনের একাগ্রতা দেখিয়া আপ্যায়িত হইলেন এবং তন্নিমিত্ত সর্বদা তাঁহার মনোনিবেশের প্রশংসা করিতেন ও অন্যান্য শিষ্যাপেক্ষা তাঁহার প্রতি বিশেষ স্নেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

যুধিষ্ঠির স্বভাবতঃ অতি ধীর ও নিরীহ ছিলেন তাঁহার দৃঢ়তা ও প্রতাপ স্বল্পতর ছিল, একারণ যুদ্ধ বিগ্রহ যদিও তাঁহার জাতীয় ধর্ম তথাচ শস্ত্র চালনাতে অধিক অনুরাগ ছিল না আর তিনি যুদ্ধ ঘটিত রক্তারক্তি ক্রিয়ার ভাবও সহ্য করিতে পারিতেন না সুতরাং জ্ঞাতি কুটুম্বগণের সাক্ষাৎ অস্ত্র শিক্ষার পরীক্ষা কালীন অন্যান্য কুমারদিগের ন্যায় মহা বীরত্ব প্রকাশ করিতে অক্ষম হইলেন, ভ্রাতৃগণের নামে যদ্রূপ প্রশংসা ধ্বনি হয় তিনি স্বয়ং তদ্রূপ প্রতিষ্ঠা ভাজন হয়েন নাই। দুর্যোধন ও ভীম গদাযুদ্ধের পারিপাট্য দর্শাইলেন কিন্তু অর্জুন সর্বাপেক্ষা চমৎকার রণ কৌশল ও নৈপুণ্য প্রকাশ করিলেন।

কুন্তী পঞ্চপাণ্ডব ব্যতীত অপরিণীতাবস্থায় কর্ণ নামক এক সন্তান প্রসব করিয়াছিলেন, উক্ত বালক শৈশবকালে জলে নিক্ষিপ্ত হইয়া পরে যে প্রকারে সূত্রধরের গৃহে প্রতিপালিত হয় তাহার অদ্ভুত ইতিহাস রোম নগর নির্মাতা রমুলসের জন্ম ও লালন পালনের বৃত্তান্তের সদৃশ। কর্ণ যুদ্ধ বিদ্যায় উপদিষ্ট হইয়াছিলেন পরে দুর্যোধনের অনুগ্রহ ভাজন হওত তাহার সহিত বাস করিতেন। ইনি অস্ত্র বিদ্যা পরীক্ষার্থ রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধে অর্জুনকে আহ্বান করিলেন, দুর্যোধন অর্জুনের রণদক্ষতা দেখিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণচিত্ত হইয়াছিলেন এক্ষণে

কর্ণের দ্বারা পরাজয় প্রতীক্ষা করিয়া কিঞ্চিৎ প্রসন্ন হইলেন। কিন্তু কর্ণ রাজপুত্র ছিলেন না একারণ অর্জুন তাহার সহিত সমর করিতে অসম্মত হইলেন, দুর্যোধন যুদ্ধের এই প্রতিবন্ধক দূর করণার্থ তৎক্ষণাৎ কর্ণকে অঙ্গ রাজ্যের অধিপতি করিলেন তাহাতে মহা বাদানুবাদ উপস্থিত হইয়া সূর্যাস্ত পর্যন্ত তর্ক বিতর্ক হইতে লাগিল পরে যোদ্ধারা রঙ্গভূমি ত্যাগ করিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন।

যুধিষ্ঠিরের রণদক্ষতা না থাকিলেও রাজনীতিতে বিলক্ষণ যোগ্যতা ছিল একারণ ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন, তাহাতে তাঁহার ও তদ্ভাতৃগণের কার্যনৈপুণ্য এবং শৌর্য বীর্য সর্বপ্রকারে প্রকাশ পাইতে লাগিল। ধৃতরাষ্ট্র তাহারদের বর্ধমান শক্তি দেখিয়া ঈর্ষান্বিত এবং নিজ পুত্রেরদিগের ভাবি উন্নতির প্রতি সন্দিগ্ধ হইতে লাগিলেন আর মনে২ আশঙ্কা করিলেন যে পাণ্ডবেরা এবম্প্রকার মহাবল পরাক্রান্ত সপত্ন হইয়া বিদ্যমান থাকিলে আত্ম পুত্রদিগের রাজ্যলাভ সুকঠিন হইবে, পরে অস্থির চিত্ত হইয়া কনিক নামে নিজ মন্ত্রীর সহিত মন্ত্রণা করাতে ঐ ব্যক্তি পরামর্শ দিল যে পাণ্ডবদিগের সংহার করাই তাঁহার পক্ষে শ্রেয়স্কর।

পাণ্ডবেরা জন্মাধীন রাজ্যেতে অধিকারী হইতে পারিতেন না। কেননা তাহারদের পিতা পাণ্ডু ধৃতরাষ্ট্রের অনুজ, কিন্তু জ্যেষ্ঠ অন্ধতা-প্রযুক্ত প্রজাপালনে অক্ষম হওয়াতে পাণ্ডুই হস্তিনায় রাজা হইয়াছিলেন অতএব যুধিষ্ঠির যুবরাজ হইলে রাজ্যের সমস্ত প্রকৃতি ও পৌরজনেরা নিরন্তর কহিতে লাগিল যে তাঁহাকেই ঐ সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করা কর্তব্য। এই জনরব দুর্যোধনের কর্ণগোচর হইলে তিনি উদ্বিগ্ন ও বিমর্ষান্বিত হইয়া স্বীয় অমাত্য কর্ণ শকুনি প্রভৃতি সকলের নিকট কহিতে লাগিলেন যে এমত মহাবল পরাক্রম সপত্ন জীবিত থাকিতে তাঁহার মঙ্গল হইবার সম্ভাবনাভাব অতএব কোন্ উপায়ে তাহারদের বিনাশ করা যায়, অবশেষে পাণ্ডবদিগকে গোপনে বধ করিবার কুমন্ত্রণা করিয়া এই স্থির করিলেন যে বারণাবত গ্রামে এক জতুগৃহ নির্মাণ করিয়া কৌশলক্রমে পাণ্ডবদিগকে তন্মধ্যে কিয়ৎকাল বাস করিতে প্রবৃত্তি দেওয়াই সুকর উপায়, কেননা তাহারা নিশ্চিৎ হইয়া নিদ্রিত হইলে সেই গৃহে অগ্নি সংযোগ করিয়া সহজে সংহার করা যাইতে পারিবে।

পরে উক্ত গৃহ প্রস্তুত হইলে ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের পরামর্শে ভ্রাতুষ্পুত্রদিগের প্রতি কাপট্যান্বিত স্নেহ প্রকাশ করিয়া তাহারদিগকে বারণাবত নামক রম্যস্থানে কিয়ৎকাল বাস করত আমোদ ও বিহার করিতে কহিলেন, দুর্যোধন রাজকীয়

মন্ত্রিগণকে উৎকোচ দিয়া পিতৃবাক্যের পোষকতা করিতে প্রবৃত্তি দিয়াছিলেন, অতএব ঐ অর্থলুব্ধ অমাত্যদিগের একজন সভামধ্যে সমস্ত সমাহূত রাজপুরুষদের সাক্ষাৎ অবকাশ ক্রমে বারণাবত নগরের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে লাগিল, পরে রাজা ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া অনুরোধ করিলেন "হে তাত এমত স্থানে বাস করা পরম সুখাবহ, অতএব তুমি স্বজন সমভিব্যাহারে কিয়ৎকাল ঐ স্থানে অবস্থিতি কর, অনন্তর প্রত্যাগমন করিয়া সুখে কালযাপন করিও।" যুধিষ্ঠির মনের সারল্যপ্রযুক্ত বিশ্বাসঘাতকতার সন্দেহ না করিয়া জ্যেষ্ঠ তাতের কথাক্রমে গমনাভিলাষ প্রকাশ করিলেন।

ইতিমধ্যে দুর্যোধন আপনার বিশ্বাসপাত্র ও অনুগত পুরোচন নামক একব্যক্তি পাণ্ডবদিগের বাসার্থ এক জতুময় গৃহ উক্ত গ্রামে নির্মাণ করাইয়াছিলেন এবং তাহাকে উপদেশ করিয়াছিলেন যে যামিনীযোগে যে সময় সকলে গৃহমধ্যে শয়ন করিয়া থাকিবেক তখন গোপনে অগ্নি প্রদান করিয়া প্রস্থান করিবা।

যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠ তাতের আদেশক্রমে জননী ও ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে বারণাবতে যাত্রা করিলেন এবং সেখানে উপস্থিত হইয়া পুরোচন দ্বারা নির্মিত জতুময়ালয়ে বসতি করিতে লাগিলেন, তিনি সুসময়ে শত্রুগণের কুমন্ত্রণার সংবাদ পাইয়াছিলেন অতএব তাহাদের বিশ্বাসঘাতক পরামর্শ নিষ্ফল করিলেন এবং পিতৃব্য বিদুরকর্তৃক প্রেরিত একজন খনক দ্বারা সেই গৃহমধ্যে এক সুড়ঙ্গ খনন করাইয়া রাখিলেন, এইরূপে পলাইবার পথ প্রস্তুত করিয়া একদিন নিশাভাগে ভীমের দ্বারা সেই নিকেতনে অনল সংযোগ করাইয়া স্বজন সহিত সুড়ঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই সময়ে ঐ গৃহে এক নিষাদী পঞ্চপুত্র লইয়া শয়ন করিয়াছিল তাহারাই ঐ অগ্নিতে দগ্ধ হইল পর দিবস ভস্মরাশি মধ্যে তাহাদের অবয়ব দৃষ্ট হইবাতে জনরব উঠিল যে পঞ্চপাণ্ডব মাতার সহিত জতুভবনে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে।

যুধিষ্ঠির মাতৃ ভ্রাতৃগণকে সঙ্গে করিয়া সুড়ঙ্গপথে গমন করত গঙ্গা পুলিনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন সেখানে বিদুরদ্বারা প্রেরিত এক নৌকা দেখিতে পাওয়াতে তদ্দ্বারা পরপারে গমনানন্তর অরণ্যে২ ভ্রমণ করিয়া কতকদিন ক্ষেপণ করিলেন, পরে একচক্রা নগরীতে উপনীত হইয়া এক ব্রাহ্মণের গৃহে অবস্থিতি করত পরম্পরায় শুনিলেন যে পঞ্চালীয়* দ্রুপদ রাজার কন্যা দ্রৌপদী স্বয়ম্বরা হইবেন, এই সমাচার শ্রবণে পঞ্চভ্রাতা ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়া স্বয়ম্বর সভা দর্শন করিতে চলিলেন, সেখানে গিয়া দেখেন যে অতি মনোহর স্থানে সভার সংস্থান

* পঞ্চাল অথবা পঞ্চালিকা পঞ্জাবের প্রাচীন নাম এবং কম্পিলানগর তাহার রাজধানী ছিল।

হইয়াছে, সোপান মধ্যস্থল স্বর্ণমণ্ডিত বিবিধ উত্তমাসনে সুসজ্জীভূত, চতুর্দিগে সুগন্ধি পুষ্পমাল্য দোলায়মান থাকাতে বাহ্যাভ্যন্তর সুরভীকৃত, এবং তুরী ভেরী মধুরী প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্যের কর্ণসুখাবহ মধুর শব্দে সভাস্থ সকলে কৌতুহলান্বিত হইয়াছে আর নানাদেশীয় রাজা ও রাজনন্দনেরা মহার্ঘ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সেই সমস্ত দিব্যাসনে বসিয়াছেন, তন্মধ্যে দুর্যোধন, কৃষ্ণ, বলরাম, প্রভৃতিও উক্ত রাজনন্দিনীকে পরিণয়ন করিবার মানসে উপস্থিত আছেন। পরে দ্রুপদ রাজা এক ধনুর্বাণ হস্তে করিয়া উচ্চৈঃশব্দে কন্যাদানের পণ প্রকাশ করত কহিলেন "যে বীর এই ধনুতে ছিলা যোজনা করিয়া এই শর দ্বারা লক্ষ্য বেধ করিতে পারিবেন তিনিই আমার দুহিতার পাণিগ্রাহ হইবেন" আর পাঞ্চাল রাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন ভগিনীর করধারণপূর্বক সভামধ্যস্থ সকল রাজার সম্মুখে পরিচয় দিতে লাগিলেন। উপস্থিত তাবৎ রাজাই রাজকুমারীকে পাইবার মানসে লক্ষ্যবেধ করিতে চেষ্টা করিল কিন্তু সকলেরি পরিশ্রম বিফল হইল, কেহ২ ধনুতে জ্যারোপণও করিতে পারিলেন না, পরে অর্জুন ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করত অগ্রসর হইলেন এবং স্থির চিত্ত হইয়া সাহসপূর্বক বাণ গ্রহণ করত নির্দিষ্ট লক্ষ্য বেধ করিয়া ধনুর্বিদ্যা বিষয়ক নৈপুণ্য প্রকাশ করিলেন, এইরূপে কৃতকার্য হইয়া দ্রৌপদীর হস্ত ধারণ করিলে অন্যান্য রাজারা নৈরাশ্যপ্রযুক্ত বিরক্ত ও ব্রাহ্মণের এমত দক্ষতা দেখিয়া ঈর্ষান্বিত হইয়া বহুতর যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত করিল কিন্তু তিনি মহাবিক্রম ও শৌর্য প্রকাশ করিয়া তাহাদের অত্যাচারের দমন করিলেন এবং সকলকে পরাভব করিয়া গর্ব খর্ব করিলেন।

অনন্তর দ্রৌপদীকে সঙ্গে লইয়া স্বস্থানে গমন করিলেন ভীম এবং অর্জুন গৃহে উপস্থিত হইয়া জননীকে কহিলেন "হে মাতঃ আমরা অদ্য এক সুখদ ভিক্ষা উপার্জন করিয়াছি।" সে দিবসের মহাব্যাপার তখন কুন্তীর কর্ণগোচর হয় নাই অতএব তিনি ভিক্ষার বিষয় কি তাহা না জানিয়া এবং কোন সুখাদ্য দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেক ইহা ভাবিয়া কহিলেন, "তোমরা সকলেই তাহা ভোগ কর", পরে এক রাজকুমারীকে সামান্য করিয়া গ্রহণ করিতে আদেশ করিয়াছেন ইহা বুঝিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্তা হইলেন, পাণ্ডবেরাও মাতৃ আজ্ঞা শুনিয়া কর্তব্যাকর্তব্য স্থির করিতে অক্ষম হইয়া ব্যাকুল হইল এমত উৎকণ্ঠার সময়ে একজন ঋষির কৌশলক্রমে তাঁহারদের সন্দেহভঞ্জন হইল এবং কর্তব্য সাধনেও স্পষ্ট জ্ঞান জন্মিল, উক্ত ঋষি কহিয়াছিলেন যে বিধাতার নির্বন্ধপ্রযুক্ত দ্রৌপদীর অদৃষ্টে পঞ্চস্বামি ছিল, একারণ পাণ্ডবেরা অকাতরে তাঁহাকে সামান্য ভার্যাস্বরূপে গ্রহণ করিয়া মাতৃবাক্য রক্ষা করিতে পারেন অতএব পাঞ্চালী পাণ্ডুনন্দনদিগের পত্নী হইলেন। ছদ্মবেশী

বীরেরা কন্যাকে লইয়া গেলে পর দ্রুপদ রাজাও তাহারদের পরিচয় পাইয়া বহু সম্মান পুরঃসর নিজালয়ে আহ্বান করত বিধিমতে বৈবাহিক কার্য সম্পন্ন করাইলেন এবং অনেক প্রকার মুক্তা প্রবাল ও স্বর্ণ রজত যৌতুক দিয়া বিদায় করিলেন। পরে দুর্যোধন জানিল যে পাণ্ডবদিগের বিরুদ্ধে হিংসা কল্পনা নিষ্ফল হইয়াছে এবং স্বীয় শত্রুরা বারণাবত গ্রামে যথার্থ দগ্ধ হয় নাই, অতএব নৈরাশ্য প্রযুক্ত পরিতাপ ও দুর্ভাবনায় পুনশ্চ অন্তঃকরণ মধ্যে ব্যাকুল হইতে লাগিল, ইতিমধ্যে যুধিষ্ঠির সপরিবারে কৃষ্ণ এবং বিদুরকে সঙ্গে লইয়া হস্তিনায় প্রত্যাগমন করিলেন তাহাতে কবিগণের বর্ণনানুসারে যাদৃশ ব্যাপককাল গগণমণ্ডল তিমিরাচ্ছন্ন থাকিয়া দিবাকর করোদয়ে একেবারে বিমল হয় তেমনি পাণ্ডবদিগের সন্দর্শনে পুরস্থ জনসমাজের চিরন্তন বিষাদ দূরীভূত হইয়া অন্তঃকরণ প্রসন্ন হইল, তাহারা হর্ষে পুলকিত হইয়া বোধ করিতে লাগিল যেন অমূল্য অপহৃত ধন পুনর্বার হস্তে আসিল।

কিয়ৎকাল পরে ধৃতরাষ্ট্র স্বতনয় ও পাণ্ডুপুত্রদিগের মধ্যে হস্তিনার রাজ্য বিভাগ করিয়া দিলেন তাহাতে খাণ্ডব বন * পাণ্ডবদের অংশে পতিত হইল, তাহারা সেখানে পরিখা এবং উচ্চ প্রাচীর বিশিষ্ট এক নগর নির্মাণ করিলেন এবং অতি মনোহর রাজপুরী সংস্থাপন করিয়া বিবিধ প্রকারে সুশোভিত করিলেন, ঐ নূতন নগর ক্রমশ উন্নতিশালী হওয়াতে বিবিধ বিদ্যা ও ভাষায় সুপণ্ডিত জনগণে এবং নানাপ্রকার শিল্পকারি লোকে তথায় বসতি করিতে আরম্ভ করিল এবং নানা দিগ্‌দেশ হইতে অনেক প্রকার বাণিজ্যকারী মনুষ্যদিগেরও সর্বদা গতিবিধি হইতে লাগিল, এইরূপে নবীন রাজধানী সমৃদ্ধিযুক্ত হইয়া যুধিষ্ঠিরের সাম্রাজ্যকে সমুজ্জ্বল করিল।

কিছুকাল পরে যুধিষ্ঠির এক অপূর্ব সভা নির্মাণ করিয়া রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে মানস করিলেন কিন্তু ঐ মহাযজ্ঞের নিয়মানুসারে করপ্রদ রাজাদের উপস্থিত থাকা আবশ্যক। তৎকালে মগধরাজ জরাসন্ধ্য অতি প্রভাপান্বিত ছিলেন তিনি ভুরি২ নৃপতিকে কারারুদ্ধ করিয়া যজ্ঞ সম্পাদনে ব্যাঘাত করিতে চেষ্টা করিলেন, অতএব যুধিষ্ঠির শত্রু দমনার্থ আপনার পরম মিত্র কৃষ্ণকে দ্বারকা হইতে আনাইয়া তাঁহার সহিত ভীমার্জুনকে প্রেরণ করিলেন। ভীম ঘোরতর সংগ্রামানন্তর জরাসন্ধ্যকে বধ করিলে কারাগারস্থিত ভূপতিবর্গ মুক্ত হইয়া

* খাণ্ডবপ্রস্থ অথবা ইন্দ্রপ্রস্থ যুধিষ্ঠিরের রাজধানী ছিল। ইন্দ্রপ্রস্থ রাজধানী অষ্টশতবর্ষ পর্যন্ত উচ্ছিন্ন হইয়াছিল পরে খ্রীষ্টীয় ৭৯২ বৎসরে পাণ্ডব বংশীয় অনঙ্গপাল রাজা তথায় পুনর্বার রাজধানী সংস্থাপন করাতে তাহার নাম দিল্লী হয়।

প্রত্যুপকার স্বরূপে করদান দ্বারা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় সমাপনে উদ্যত হইল। পরে যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে ভীম অর্জুন নকুল সহদেব চারিভ্রাতা ভারতবর্ষীয় অন্যান্য রাজাদিগকে করপ্রদ করিবার নিমিত্ত পূর্ব উত্তর দক্ষিণ পশ্চিম দিগ্বিজয় করিতে গমন করিলেন* এবং সর্বস্থানের বিপক্ষ ভূপালগণকে পরাজিত করিয়া জ্যেষ্ঠের সাম্রাজ্য সম্পূর্ণরূপে স্থাপিত করিলেন।

যুধিষ্ঠির যজ্ঞের উপলক্ষে যে২ রাজাদিগকে অধীনে আনিলেন তাহারদের রাজ্য হরণ করেন নাই, তাহারা কেবল দ্রব্যসামগ্রী উপঢৌকন স্বরূপে দিয়া তাহার প্রাধান্য স্বীকার করিল কিন্তু রাজ্যভোগে বঞ্চিত হইল না আপনারাই পূর্ববৎ স্বেচ্ছানুসারে স্ব২ দেশের রাজশাসন সংক্রান্ত সমস্ত কার্য করিতে লাগিল।

যজ্ঞের নির্ধারিত দিবসে আমন্ত্রিত ভূপতিগণ সভাস্থ হইলে যুধিষ্ঠির প্রত্যেক রাজাকে এক২ কার্য নির্বাহের ভারার্পণ করিলেন এবং সমাপনানন্তর অভিষিক্ত হইলে মদ্র, কম্বোজ, মগধ, মৎস্য, অবন্তী, চেদি, কাশী প্রভৃতি দেশের নৃপতিসকল তাঁহার পার্শ্বে অনুচরের ন্যায় দণ্ডায়মান হইল পরে তিনি সমাহূত রাজাগণের পুরস্কার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন কিন্তু প্রথমতঃ কৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদান করাতে চেদি দেশাধিপতি শিশুপাল নিজাপমান বোধে ক্রুদ্ধ হইয়া সভামধ্যে কৃষ্ণের প্রতি কটূক্তি করিল তাহাতে কৃষ্ণ জলন্ত কোপে সেই স্থানেই তাহাকে বধ করিলেন।

দুর্যোধন যজ্ঞের মহা ঘটা দেখিয়া হিংসায় অধৈর্য হইয়াছিল অতএব যজ্ঞ সমাপনানন্তর বিদায় হইয়া বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়াই অমাত্যগণ সঙ্গে পাণ্ডবদিগের রাজ্য সম্পত্তি ও প্রাধান্য বিনষ্ট করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিল, তাহার পরম প্রিয় মন্ত্রী ও মাতুল শকুনি বিবেচনা করিয়া কহিল পাণ্ডবেরা স্বীয় শৌর্য, বীর্য বিক্রমে প্রবল প্রতাপান্বিত হইয়াছে, বুদ্ধি কৌশল ব্যতিরেকে তাহারদের

---

* যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতারা সাম্রাজ্য সংস্থাপন ও কর গ্রহণার্থে যে২ দেশে গমন করিয়াছিলেন তাহার সংখ্যা অধিক আর সে সকলের আধুনিক নাম প্রকাশ নাই তথাচ যে২ দেশের নাম জানা গিয়াছে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে। প্রাগজ্যোতিষ অর্থাৎ আসাম অথবা ত্রিবেতের নিকটস্থ কোন দেশ, তথায় পূর্বকালে চীনদেশীয় লোকেরা গমনাগমন করিত। অযোধ্যা, ত্রিগর্ত, অর্থাৎ লাহোর অথবা সেতারার নিকটস্থ ওয়াইদেশ, কাশ্মীর, পেরপেমিসেন পর্বতোপরিস্থ কাম্বোজ দেশ, পঞ্চাল অর্থাৎ পঞ্জাব, সিন্ধু, কচ, গুজ্জর অর্থাৎ গুজরাট সক অর্থাৎ সিদিয়া দেশ, সুরট, মালয়া, বঙ্গ, পুণ্ডরিক অর্থাৎ মেদিনীপুর, তাম্রলিপ্ত অর্থাৎ তমলুক, কলিঙ্গ অর্থাৎ গাঞ্জাম, দ্রাবিড়, উড্র, অর্থাৎ উড়িষ্যা, ছোলা অর্থাৎ কর্ণাট, পাণ্ড্য অর্থাৎ মাইসর, সিংহল অর্থাৎ শিলন। উক্ত দেশ সকল হইতে ঊর্ণা, স্বর্ণমণ্ডিত ক্ষৌমবস্ত্র, পট্টবস্ত্র, অস্ত্র ও লৌহ এবং গজদন্ত নির্মিত দ্রব্যাদি আর ঘোটক ও মুক্তা প্রবালাদি করস্বরূপে যুধিষ্ঠিরের নিকট আসিত।

শক্তি খর্ব করা দুঃসাধ্য, পরে কহিলেন যে তিনি দ্যূতক্রীড়ায় অতি নিপুণ, আর এমত এক বিশেষছল জানেন যে পাণ্ডবদিগকে ঐ ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত করিতে পারিলে ছলে তাহাদের সর্বস্ব হরণ করিতে পারিবেন, দুর্যোধন এই উপায় উত্তম বলিয়া ধার্য করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট ক্রীড়ার প্রসঙ্গ করিলেন, যুধিষ্ঠির ক্ষীণবুদ্ধি প্রযুক্ত ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের কুহক না বুঝিয়া তাহার কথায় সম্মত হইলেন এবং দ্যূতক্রীড়াসক্ত কাপুরুষদিগের ন্যায় ক্রমশঃ সর্বস্ব নষ্ট করিয়া শেষে ভ্রাতৃপত্নী এবং আপনার শরীর পর্যন্ত পণে সমর্পণ করিলেন, পরে ঘোরতর লজ্জার সহিত ক্রীড়ায় পরাস্ত হওয়াতে রাজত্বে বঞ্চিত হইয়া জ্ঞাতিবর্গের দাসত্ব স্বীকার করিলেন এবং বিপক্ষেরা অন্তঃপুর হইতে দ্রৌপদীকে কেশাকর্ষণপূর্বক আনিয়া সভামধ্যে তাঁহার সম্মুখে প্রকাশ্যরূপে অপমান করিল, ভীম স্বচক্ষুতে ঐ মনোরম্যা অবলা রাজমহিষীর অপমান ও দুরবস্থা দেখিয়া ক্রোধানলে প্রজ্বলিত হওত দ্যূতক্রীড়ার নির্দয় জয়কারীদের সদ্য ধ্বংস করণে উদ্যত হইয়াছিলেন কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ধৈর্যাবলম্বন ও অনুরোধ হেতুক মনোমধ্যেই কোপাগ্নির সম্বরণ করিলেন আর যুধিষ্ঠিরকেও সত্যপালনে বদ্ধ প্রযুক্ত ঐ ঘোর দুর্গতি স্থিরচিত্তে সহ্য করিতে হইল। অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র দ্রৌপদীর অপমান বার্তা শুনিয়া করুণার্দ্রচিত্ত হইয়া নানাবিধ প্রিয় বচনদ্বারা তাঁহার মনস্তাপ শান্তি করণার্থ বহুতর যত্ন করিলেন এবং তিনি যাহার প্রার্থনা করিবেন তাহাই বরস্বরূপে প্রদান করিতে স্বীকার করিলেন, তাহাতে দ্রৌপদী পণজিত পঞ্চপতির দাসত্ব মোচন এবং রাজ্যলাভের প্রার্থনা করিলে ধৃতরাষ্ট্র তৎক্ষণাৎ ঐ বর প্রদান করিলেন, অতএব পাণ্ডবেরা পত্নীর সহিত পুনশ্চ খাণ্ডবপ্রস্থে গমন করিতে পাইলেন।

দুর্যোধন পাণ্ডবদিগের প্রতি পিতার প্রসন্নতা শুনিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণচিত্ত হইলেন, এবং তাঁহার প্রসন্ন বদনের শোভা বিষাদে মলিন হইল। পরে নিরন্তর তাহারদের অহিত চেষ্টা করিয়া যে বিষয়ে তাহারা অত্যন্ত ক্ষীণবুদ্ধি, তদুপলক্ষেই পুনশ্চ অনিষ্ট করণে প্রবৃত্ত হইলেন অতএব দ্বিতীয়বার দ্যূতক্রীড়ার প্রসঙ্গ করিয়া এই পণ স্থির করিলেন যে অক্ষে পরাজিত হইলে দ্বাদশবর্ষ বনবাস এবং একবৎসর অজ্ঞাত বাস করিতে হইবেক আর অজ্ঞাতবাসের বর্ষ মধ্যে নামধাম প্রকাশ হইলে পুনর্বার দ্বাদশ বৎসর অরণ্যে থাকিতে হইবেক।

যুধিষ্ঠির একবার পরাজিত হইয়া ঘোরতর দুর্গতি ভোগ করিয়াও সচেতন ও সুবুদ্ধি হয়েন নাই একারণ ঐ পণ স্বীকার করত ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়া দ্বিতীয়বার পরাভূত হইলেন, অনন্তর উক্ত ক্রীড়ার পণানুসারে প্রতিজ্ঞা পালনার্থ জননীকে বিদুরের নিকট রাখিয়া পত্নী ভ্রাতৃ প্রভৃতির সহিত বনপ্রস্থান করিলেন, তাঁহার-

দের যাত্রাকালীন হস্তিনাপুরস্থ যাবদীয় লোক বিষাদে পরিপূর্ণ হইল আর আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলে অত্যন্ত খেদ করিতে লাগিল। সর্বজনেই যুধিষ্ঠিরের মহানুভবত্ব দয়া, ধর্ম, সত্যাদি গুণগণের নিমিত্তে অনুরাগ ও সমাদর করিত, তৎকালের লোকেরা দ্যূতক্রীড়াকে সামান্য দোষ মাত্র জ্ঞান করিত একারণ আপনার স্বাধীনতা ও প্রজাপুঞ্জের হিতাহিত দ্যূতক্রীড়ার গত্যধীন করাতে যুধিষ্ঠিরের চরিত্রে যে দোষ স্পর্শ হইয়াছিল কেহই তাহা গণনা করিলেক না, দুর্যোধন ছলপূর্বক অক্ষে কৃতকার্য হইয়া যে হিংসা ও খলতা প্রকাশ করিয়াছিল তজ্জন্যই যুধিষ্ঠিরের দুর্গতি বিবেচনা করিয়া তাঁহার প্রতি নাগরিক লোকদের অধিক দয়ার উদ্ভব হইল, অতএব কথিত আছে প্রত্যেক ব্যক্তি মুক্তকণ্ঠে যুধিষ্ঠিরের গুণানুবাদ ও দুর্যোধনের নিন্দাবাদ করিয়াছিল।

পাণ্ডবেরা কিয়ৎকাল অরণ্যে২ ভ্রমণ করিয়া পরে কাম্যক বনে গিয়া বাস করিলেন, ইতিমধ্যে তাহারদের পরম মিত্র কৃষ্ণ এবং অন্যান্য আত্মীয়গণ তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর পাণ্ডবেরা কাম্যক বন হইতে দ্বৈতবনে বাস করিতে গেলেন, তৎকালে অর্জুন জ্যেষ্ঠের আদেশে উত্তমোত্তম অস্ত্র সংগ্রহ করিবার জন্য স্থানে২ ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহার আগমনে অধিক বিলম্ব হওয়াতে যুধিষ্ঠির অত্যন্ত বিমনা হইতে লাগিলেন, ইহাতে বিপিনবাসি তাপসগণ সময়ে২ তাঁহাকে নানা ইতিহাস ও উপাখ্যান শ্রবণ করাইয়া সান্ত্বনা করিয়াছিলেন। পরে যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃত্রয়কে সঙ্গে লইয়া তীর্থ পর্যটন করিতে গেলেন এবং নানাবিধ স্থান দর্শন করিয়া তথাকার পুরাবৃত্ত বিষয়ে বিবিধ উপদেশ প্রাপ্ত হইলেন, অনন্তর গন্ধমাদন পর্বতের নিকট যাত্রা করাতে সেখানে অর্জুনের সহিত সাক্ষাৎ হইল পরে তথা হইতে সপরিবারে পুনর্বার দ্বৈতবনে প্রত্যাগমন করিয়া নির্দিষ্ট বনবাসের অবশিষ্টকাল যাপন করিতে লাগিলেন।

যৎকালীন যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সমভিব্যাহারে বনবাস করিতেছিলেন তখন দুর্যোধন কর্ণ শকুনি প্রভৃতির সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করেন যে একদিন শ্রীভ্রষ্ট পাণ্ডবদিগের সম্মুখে আপনার প্রাধান্য ও ঐশ্বর্য বিস্তার করিবেন। অতএব দ্বৈতবনে ঘোষযাত্রা দর্শনচ্ছলে হস্তি অশ্ব রথ পদাতি সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে মহা সমারোহপূর্বক ভ্রাতৃমিত্রাদি সমস্ত পরিবার সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন এবং তথায় যুধিষ্ঠিরাদিকে ক্লেশেতে বিষণ্ণ বদন রাজলক্ষণ বর্জিত দেখিয়া ইষদ্ধাস্যমুখে চক্ষুঃ সন্তোষ করিতে লাগিলেন আর তাঁহারদের সাক্ষাৎ অহঙ্কারপূর্বক স্বীয় পরাক্রম ও গৌরব প্রকাশ করিয়া অন্তরে মর্মান্তিক দুঃখ প্রদান করিতে যত্ন করিলেন কিন্তু যুধিষ্ঠিরের মনোমধ্যে কিঞ্চিন্মাত্র বিকার জন্মিল না। পরে তাহারা উৎসব

দর্শন করিয়া পরিজন সহিত চিত্রসেন নামক এক গন্ধর্বের মনোহর সরোবরের নিকট ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইলে কলহ উপস্থিত হওয়াতে ঐ গন্ধর্বের সহিত তাহারদিগের ঘোরতর সংগ্রাম হয়, তাহাতে কুরুদিগের সেনা ও সেনাপতি সকলে পরাস্ত হইল এবং চিত্রসেন দুর্যোধনকে বন্ধন করিয়া রথোপরি লইল আর রাজমহিষী ও অন্যান্য পরিজন সকল শত্রু হস্তে পতিত হইল। পরে যুধিষ্ঠির কোন লোকের প্রমুখাৎ শুনিলেন যে দুর্যোধন ঘোরতর দুর্দশাপন্ন হইয়া আত্মরক্ষার্থ তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে অতএব আপনি যে অশেষ অত্যাচার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা মনে না করিয়া বিশেষ ঔদার্য প্রকাশ করত তৎক্ষণাৎ ভ্রাতৃগণকে দুর্যোধনের উপস্থিত বিপদমোচন করিতে আদেশ করিলেন, এবং রাজবংশের উপযুক্ত মহানুভব চিত্তে কহিলেন শরণাগত শত্রুরও আশ্রয়দান কর্তব্য। তাঁহার অনুজেরা আজ্ঞামাত্রে চিত্রসেনের সরোবর সমীপে গমন করিলেন এবং অর্জুন তাহাকে তুমুল সংগ্রামে পরাস্ত করিয়া দুর্যোধনের বন্ধনমোচন ও পরিজনের পরিত্রাণ করত সকলকে অগ্রজ সমীপে আনিলেন।

যুধিষ্ঠির অশেষ প্রকারে দুর্যোধন কর্তৃক অপমানিত ও অপকৃত হইয়াছিলেন এবং এই সুযোগে চির বিরোধি অপকারিদিগের প্রতি হিংসা অনায়াসে করিতে পারিতেন কিন্তু তাঁহার ঔদার্য ও ধৈর্য এতাদৃশ মহৎ ছিল যে তিনি দুর্যোধনের বিপত্তি শ্রবণমাত্রে পূর্বোপকার কিঞ্চিন্মাত্র স্মরণ না করিয়া সাধ্যানুসারে রক্ষা করিলেন এবং চরিত্র শোধন বিষয়ে অনেক সৎপরামর্শ দিয়া স্বরাজ্যে বিদায় করিয়া দিলেন।

বনবাসকালে একদিন যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা দ্রৌপদীকে একাকিনী রাখিয়া মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন ইত্যবসরে দুর্যোধনের ভগিনীপতি সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ কতিপয় সৈন্য সমভিব্যাহারে কপট আত্মীয়ভাবে তথায় উপস্থিত হইয়া বলপূর্বক দ্রৌপদীর হস্তধারণ করিল এবং বনবাসী নৃপাত্মজেরা যদি পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া বিরোধ উপস্থিত করে এই শঙ্কায় শীঘ্র রথে আরোহণ করাইয়া খরতর বেগে প্রস্থান করিল। যুধিষ্ঠির প্রভৃতিরা মৃগয়া করিতে২ সঙ্কটাপন্ন দ্রৌপদীর মহা আর্তনাদ ও রোদন শব্দ শুনিতে পাইয়া বেগে গমন করত ঐ দুরাত্মার রথের নিকটবর্তী হইয়া যুদ্ধারম্ভ করিলেন তাহাতে জয়দ্রথ ভীত হইয়া দ্রৌপদীকে পরিত্যাগপূর্বক আত্মপ্রাণ রক্ষার্থ পলায়ন করিল। যুধিষ্ঠির বনিতা লইয়া আশ্রমে গমন করিলেন কিন্তু ভীমার্জুন ভার্যাপহারককে ধৃত করণার্থ জলন্ত কোপে তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন যে তাহার ছিন্নমুণ্ড গ্রহণ না করিয়া নিবৃত্ত হইবেন না, যুধিষ্ঠির তাহারদের ক্রোধ শান্তির নিমিত্ত সান্ত্বনা বাক্যে বুঝাইয়া কহি-

লেন যে ঐ পাপাত্মা বধার্হ বটে কিন্তু জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের দুহিতা দুঃশীলার অনুরোধে তাহার শোণিত দর্শনে ক্ষান্ত হও যেহেতু সে ব্যক্তি নষ্ট হইলে ঐ অবলা বৈধব্য যন্ত্রণায় পরিতাপিতা হইবেক। উক্ত বিক্রমশালী কুমারদ্বয় কিঞ্চিৎকালের মধ্যে তাহার হস্ত বন্ধনপূর্বক আনয়ন করিলে দয়াময় যুধিষ্ঠির তাহার বন্ধন মুক্ত করত কেবল কতকগুলি মিষ্ট ভৎসনা ও হিতোপদেশ করিয়া বিদায় করিলেন। যুধিষ্ঠির রাজ্যভ্রংশ ও পত্নীর অপমান ইত্যাদি নানা দুর্ঘটনা স্মরণে যখন২ চঞ্চল চিত্ত হইতেন তখন বনস্থ ঋষিদিগের প্রমুখাৎ ধর্ম ও নীতিতত্ত্বের মহার্ঘ বচন শ্রবণ করিয়া মনঃ স্থৈর্য করিতে যত্ন করিতেন, এবং সর্বদা পণ্ডিত সমাজে সহবাস করাতে অশেষ প্রকারে তাহার জ্ঞানের উন্নতি ও সুশীলতার বৃদ্ধি হইয়াছিল। তিনি এক সময়ে কোন জলাশয়ে জলপান করিতে গেলে এক যক্ষ তাহাকে ধর্ম ও নীতিতত্ত্ব সংক্রান্ত বিবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন তাহাতে যে২ উত্তর দিয়াছিলেন মহাভারতে সে সকল শ্লোক নিবদ্ধ আছে তাহা পাঠ করিলে বোধহয় তাঁহার অনেক বিষয়েরই কিঞ্চিৎ২ দৃষ্টি ছিল, ফলত তিনি কেবল রাজনীতিতে পারদর্শী ছিলেন এমত নহে পদার্থ বিদ্যা ও স্বদেশীয় নীতিতত্ত্বেও নিতান্ত অনভিজ্ঞতা ছিল না। এস্থলে তাঁহার নীতিবিদ্যা প্রকাশক কতিপয় বচন ভাষায় অনুবাদ করিয়া উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"সরলতা ব্যবহারই এক ধর্ম, দানই যশের আমূল, সত্যই স্বর্গের সোপান, এবং সুশীলতাই সুখের কারণ।

"তত্ত্বজ্ঞানকেই জ্ঞান কহা যায়, এবং অন্তঃকরণের স্থৈর্যই শম, সর্ব প্রাণির সুখ বাসনাই দয়া, আর মনের মত সমতাই সারল্য।

"ক্রোধ দুর্জেয় শত্রু, এবং লোভ অত্যন্ত ব্যাধি, আর যে ব্যক্তি সর্বভূতের হিতৈষী সেই সাধু, এবং দয়াহীন মনুষ্যকেই অসাধু বলে, মনের মলত্যাগই স্নান এবং প্রাণীদের রক্ষা করাই দান।

"যে ব্যক্তি কাহারও ঋণী নয় এবং প্রবাসে থাকে না সে যদি চারিদিন অনাহার থাকিয়া পঞ্চমাহে অথবা ষষ্ঠাহে আপনার গৃহে শাক মাত্র পাক করিয়া ভোজন করে তথাপি তাহাকে সুখী কহা যায়।

"তর্কের শেষ নাই এবং বেদ সকলও নানাপ্রকার, এবং এমত একও ঋষি নাই যাহার মত ভিন্ন নহে, অতএব ধর্মের যাথার্থ্য পর্বতের গহ্বরে গিয়াছে এক্ষণে মান্য জনেরদের আচারই ধর্মমার্গ"।

দ্বাদশ বৎসর অরণ্যবাস সম্পূর্ণ হইলে যুধিষ্ঠির অজ্ঞাতবাস করিবার নিমিত্ত পত্নী ভ্রাতৃ সহিত ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া মৎস্যদেশের রাজা বিরাটের আলয়ে গমন

করিলেন এবং প্রত্যেক কর্মকারী-রূপে নিযুক্ত হইলেন, যুধিষ্ঠির রাজসভায় মন্ত্রীর কার্য করিতে লাগিলেন, ভীম পাকশালায় রন্ধন কর্মে প্রবৃত্ত হইলেন, অর্জুন স্ত্রীবেশধারী হইয়া নাট্যশালায় রাজনন্দিনী দিগকে নৃত্যশিক্ষা করাইতে গেলেন, আর নকুল সহদেব অশ্বপাল ও গোপালের কার্যে এবং দ্রৌপদী বিরাটের রাজ-মহিষীর সৈরন্ধ্রী স্বরূপে নিযুক্ত হইয়া রহিলেন। দুর্যোধন তাঁহারদিগের উদ্দেশে নানা স্থানে দূত প্রেরণ করিয়া অজ্ঞাতবাস প্রকাশার্থ বহুতর যত্ন করিয়াছিল, তাহার মানস ছিল যে অজ্ঞাতবাসের বর্ষমধ্যে প্রকাশ করিতে পারিলে তাঁহার-দিগকে পুনর্বার দ্বাদশ বৎসর অরণ্যবাসী করিয়া নিষ্কণ্টকে একাকী রাজ্যভোগ করিবেন, কিন্তু তাঁহার সমুদায় যত্ন বিফল হইল।

যৎকালীন যুধিষ্ঠিরাদিরা বিরাটরাজ সদনে অজ্ঞাত বাস করিতেছিলেন তৎকালে ত্রিগর্তদেশের অধিপতি সুশর্মা বিরাট রাজের গাভীসকল হরণ করাতে উভয়-রাজার মধ্যে মহা সংগ্রাম উপস্থিত হয় তাহাতে বিরাট রাজের পরাজয়োপক্রম হওয়াতে যুধিষ্ঠির ভীমের সাহায্যে তাঁহার পরিত্রাণ করত সুশর্মাকে পরাভূত ও নিরাকৃত করেন। সুশর্মা পরাজিত হইয়া দুর্যোধনের আশ্রয় প্রার্থনা করিলে তিনি সেনা সেনাপতির সহিত যুদ্ধ যাত্রা করত মৎস্যদেশ আক্রমণ করিয়া যাব-দীয় গো হরণের উপক্রম করিলেন তাহাতে বিরাটতনয় উত্তর অর্জুনকে সঙ্গে লইয়া বিপক্ষ পক্ষের আক্রমণ নিরাকরণার্থ অগ্রসর হইলেন এবং সমভিব্যাহারীর সাহায্যে সমস্ত শত্রুবর্গকে বিলক্ষণ শাস্তি দিয়া দেশ হইতে দূর করিয়া দিলেন। অজ্ঞাতবাস সম্পূর্ণ হইলে যুধিষ্ঠির বিরাট রাজকে আত্মপরিচয় দিয়া স্বদেশ গমনার্থ বিদায় প্রার্থনা করিলেন, ইন্দ্রপ্রস্থের মহীপাল ছদ্মবেশে দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন বিরাটাধিপতি ইহা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত তটস্থ হওত নানা প্রকারে তাঁহার সম্মান করিতে লাগিলেন এবং অজ্ঞানতঃ যদি কোন ত্রুটি হইয়া থাকে একারণ ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, পরে তাঁহার সহিত সৌহার্দ্য দৃঢ়তর কর-ণার্থ অর্জুনের পুত্র অভিমন্যুকে আত্ম কন্যা দান করিলেন। বৈবাহিক কার্য সম্পন্ন হইলে পঞ্চ ভ্রাতা প্রকাশ্যরূপে ছদ্মবেশ ত্যাগ করিয়া পৈতৃক রাজ্যাধিকার জন্য নানা প্রকারে উপায় চেষ্টা করিতে লাগিলেন, ভীমার্জুনাদি ভ্রাতৃ চতুষ্টয় কহিলেন দুর্যোধন সহজে রাজ্যাংশ না দিলে অবিলম্বে সংগ্রাম উপস্থিত করিয়া একেবারে কুরুকুল নির্মূল করা কর্তব্য, কিন্তু যুধিষ্ঠির কোমল স্বভাবপ্রযুক্ত তাহাতে সম্মত হইলেন না, তিনি কেবল সামদ্বারা জ্ঞাতি বিরোধের মীমাংসা করিতে অস্থির হইয়াছিলেন অতএব অবশেষে দুর্যোধনকে কহিলেন যে পঞ্চভ্রাতা পঞ্চমাত্র গ্রাম প্রাপ্ত হইলেও যুদ্ধে ক্ষান্ত হইবেন, পরন্তু দুর্যোধন একেবারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা

করিয়াছিল যে জীবনসত্তে স্থচ্যগ্র পরিমিত ভূমিও দান করিবেক না, স্থতরাং যুধিষ্ঠিরকে ভ্রাতৃগণের যুদ্ধোদ্যমেই সম্মতি দিতে হইল।

কুরু পাণ্ডবেরা যুদ্ধ দ্বারা জ্ঞাতি বিরোধের নিষ্পত্তিকরণ ধার্য করিলে উভয়পক্ষ ভারতবর্ষের নানা দেশীয় রাজগণকে সহায় করিয়া স্ব২ দল সবল করিতে যত্ন করিল, পরে দুই দলের সেনারা সরহন্দ দেশীয় ঝান্সিয়রের নিকট কুরুক্ষেত্রে সংগ্রাম করিবার নিমিত্তে পরস্পরাভিমুখ হইল। তাহারদের রণস্থল অসংখ্য সৈন্যে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। অশ্বের শব্দ, গজের গভীর গমন, রথের ঘর্ষণ, শঙ্খের ধ্বনি, বাদ্যের নিনাদ, সেনাপতির সিংহনাদ,এবং পদাতির কোলাহল, আর অস্ত্র শস্ত্রের উজ্জ্বল তেজ ও রণ পতাকার প্রভা এই সকলে কুরুক্ষেত্রের ভয়ঙ্কর রূপ হইল। পাণ্ডব পক্ষের প্রধান সেনানী অর্জুন রথারোহণ পূর্বক গাণ্ডীব ধারণ করত শত্রু বিনাশ প্রতিজ্ঞায় সমরভূমির মধ্যে অগ্রসর হইলেন।

ভীষ্ম কুরুদিগের সেনাপতিত্ব কার্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন তিনি দশ দিবস যুদ্ধ করিয়া শরশায়ী হয়েন তদনন্তর দ্রোণাচার্য কৌরব সৈন্য শাসনে নিযুক্ত হইয়া পাঁচদিন অবিশ্রান্ত সংগ্রাম করিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েন, কথিত আছে তিনি অতি রণকুশল ও মহাশূর ছিলেন কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর বিষয়ে এক অদ্ভুত বৃত্তান্ত লিখিত আছে। তাঁহার অশ্বত্থামা নামক পুত্রও কুরু পক্ষে যুদ্ধ করিতেছিলেন, বোধ হয় তিনি পিতৃ সমীপে না থাকিয়া সৈন্যের প্রান্তভাগে রণে প্রবৃত্ত ছিলেন, ইতিমধ্যে রণক্ষেত্রে অশ্বত্থামা নামে এক হস্তি হত হওয়াতে পাণ্ডব দিগের পরমসুহৃৎ কৃষ্ণ কৌরব সৈন্য শাসকের পুত্র পঞ্চত্ব পাইলেন এই বলিয়া শত্রু শ্রেণীর মধ্যে এক মিথ্যা জনরব বিস্তার করিলেন ভীমও দ্রোণাচার্যের যুদ্ধস্থলে অগ্রসর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন "অশ্বত্থামা হত হইয়াছে" দ্রোণাচার্য ঐ অশুভ বার্তা শ্রবণে অত্যন্ত কাতরান্তঃকরণ হইয়া ঐ জনরব সত্য কি মিথ্যা ইহা নিশ্চয় করণার্থ অস্থির হইলেন, এবং যুধিষ্ঠির সত্যব্রত রূপে বিখ্যাত এ প্রযুক্ত তাহাকে সত্য করিয়া কহিতে অনুরোধ করিলেন যে অশ্বত্থামা যথার্থ নষ্ট হইয়াছেন কিনা? যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন "অশ্বত্থামা হত" এবং তাহার অব্যবহিত পরেই অস্পষ্ট মৃদু স্বরে কহিলেন "অর্থাৎ গজ"। আচার্য যুধিষ্ঠিরের স্পষ্ট বাক্য শুনিয়া স্বপুত্রের যথার্থ মৃত্যু নিশ্চয় করত ঘোর শোকাকুল হইলেন, এবং মনের পরিতাপে কম্পিত কলেবর হইয়া অস্ত্র ত্যাগ পূর্বক চলৎ-শক্তি হীন হইলেন তাহাতে ধৃষ্টদ্যুম্ন অগ্রে আসিয়া তাহার শিরচ্ছেদন করিলেন। যুধিষ্ঠির যথার্থ সত্যব্রত ছিলেন ইহা অসম্ভব কেন না যে ব্যক্তি তাঁহার সত্য-নিষ্ঠার উপর নির্ভর রাখিয়া তথ্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিল বাক্যশ্লেষচ্ছলে তাহারি

অন্তঃকরণে ঘোর অনিষ্টজনক মিথ্যা বিশ্বাস উদয় করাইলেন। প্রাচীন পুরুষেরা সত্যবাদিত্বের যথার্থ লক্ষণ স্পষ্ট জানিতেন না, বাক্যের স্থূলার্থে অদ্ভুতরূপে মনোযোগী হইলেও ভাবার্থের প্রতি তাদৃক প্রণিধান করিতেন না, পাণ্ডবদিগের বিবাহেতে ইহার এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে, কুন্তী ভ্রমপ্রযুক্ত যাহা কহিয়াছিলেন তজ্জন্য স্বয়ং ক্ষুব্ধ হইলেও তাহারা মাতৃআজ্ঞার শব্দার্থ পালন করিবার মানসে দ্রৌপদীকে সামান্য ভার্যা করিয়া বিবাহ করেন, এবং বোধ করিয়াছিলেন যে ঐ মনোহর "ভিক্ষা" সকলে ভোগ না করিলে মাতার সত্যবাদিত্ব রক্ষা হয় না, অতএব পুত্র ধর্মানুসারে তাঁহার আদেশ পালনীয় জ্ঞান করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠিরও উক্তস্থলে অনুমান করিয়া থাকিবেন যে দ্রোণাচার্যের প্রশ্নে উত্তর দান স্থলে "গজ" এই শব্দ প্রয়োগ করিলে তাঁহার কথায় মিথ্যা ভাষণের দোষস্পর্শ হইবেক না।

দ্রোণাচার্য রণশায়ী হইলে কর্ণ কুরুদিগের সেনাপতিত্ব পদ গ্রহণ করিয়া পাণ্ডবদিগের সাহিত তুমুল সংগ্রাম করত তাহারদের অনেক সেনা বিনষ্ট করিলেন। ঐ সময়ে যুধিষ্ঠির ও দুর্যোধনের মধ্যে একবার ঘোর যুদ্ধ হয় তাহাতে দুর্যোধন প্রায় হত হইয়াছিলেন, তদনন্তর যুধিষ্ঠির কর্ণের সহিত ভয়ানক রণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে বাণ বর্ষণে সন্তপ্ত হইয়া শিবিরে পলায়নপর হইতে বাধিত হয়েন অর্জুন জ্যেষ্ঠকে শিবিরাভিমুখে ধাবমান হইতে দেখেন নাই এ কারণ রণস্থলে তাঁহার দর্শন না পাইয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত সমর ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশে সৈন্য শ্রেণীর পার্ষ্ণিভাগে গমন করিলেন। অর্জুন পশ্চাৎভাগে আগমন করিলে দুই ভ্রাতার মধ্যে ক্ষণিক বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল, যুধিষ্ঠির অনুজকে রণক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগমন করিতে দেখিয়া প্রথমতঃ অনুমান করিয়াছিলেন যে অর্জুন কৌরব সেনাধ্যক্ষ কর্ণকে বধ করিয়া জয়োল্লাসে আসিতেছেন, কিন্তু পরে তাঁহার যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগের যথার্থ বৃত্তান্ত অবগত হওয়াতে আশাবৃক্ষ নিষ্ফল হইল, অতএব যুধিষ্ঠির একে অস্ত্রাঘাতের জ্বালায় ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছিলেন তাহাতে অর্জুনকে রণস্থলে বিমুখ দেখিয়া আরও সন্তপ্ত হইলেন এবং দলত্যাগী বলিয়া ভৎসনা করত ক্রোধপূর্বক কহিলেন "গাণ্ডীব ধনুঃ ত্যাগ কর"। অর্জুন ঐ অন্যায় তিরস্কার শুনিয়া রাগান্ধচিত্তে ক্রোধ সম্বরণ করিতে অক্ষম হইয়া অগ্রজকে খড়্গাঘাত করিতে উদ্যত হয়েন, কৃষ্ণ সেই স্থলে উপস্থিত ছিলেন তিনি অর্জুনের রাগ দেখিয়া সৎপ্রবোধ দিয়া তাহাকে শান্ত করিলেন তাহাতে দুই ভ্রাতা পুনশ্চ সদ্ভাব করিয়া আলিঙ্গন করত পরস্পরের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন সেই অবসরে কৃষ্ণ অর্জুনের বীর্য বর্ণনা

করিয়া শত্রুহস্তে তৎপুত্র অভিমন্যুর অন্যায় বধাদির কথা উল্লেখ করিলেন। অর্জুন পুত্রের দুর্গতি শুনিয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া তৎক্ষণাৎ স্বহস্তে কর্ণকে বধ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া রণে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং খরতর উদ্যমে কর্ণের উপর আক্রমণ করিয়া অবিলম্বে তাহাকে শমন ভবনে প্রেরণ করিলেন।

কুরুপক্ষের মহাবল পরাক্রম সেনাপতি সকল এইরূপে ক্রমশ ক্ষয় পাইল তথাচ দুর্যোধনের দুরাগ্রহ শিথিল হইল না তিনি এখনও সন্ধি করিতে অনিচ্ছুক হইয়া জীবনসত্তে রাজ্যের তিলার্ধমাত্র দিবেন না এই প্রতিজ্ঞাতেই নিশ্চল হইয়া রহিলেন এবং পাণ্ডব বিনাশের উপায়ান্তর চিন্তা করিতে লাগিলেন, পরে মদ্র-দেশের শল্য নামে এক রাজাকে সৈন্যাধ্যক্ষ করিয়া পুনশ্চ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন কিন্তু পাণ্ডবদিগেররাজলক্ষ্মী বলবতী হওয়াতে ঐ সেনাপতি অচিরে পরাস্ত হইয়া যুধিষ্ঠিরের হস্তে পঞ্চত্ব পাইলেন। শল্যের মরণানন্তর দুর্যোধন স্বপক্ষকে নিতান্ত ক্ষীণ নির্মনুষ্য দেখিয়া মনোমধ্যে এমত লজ্জান্বিত হইলেন যে রণস্থল ত্যাগপূর্বক গোপনে নিকটস্থ হ্রদ মধ্যে গিয়া লুকাইয়া রহিলেন। পাণ্ডবেরা তাঁহার অন্বেষণ করত ঐ নিভৃত স্থানে গমন করিয়া তথায় তাঁহাকে দেখিতে পাওয়াতে পলাতক বলিয়া নানা প্রকারে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন, দুর্যোধন বিজাতীয় অভিমানী স্বকর্ণে তিরস্কার সহিতে না পারিয়া এবং শত্রুর নিকট শরণ প্রার্থনাতেও অত্যন্ত লাঘব জ্ঞান করিয়া মহা বিক্রমের সহিত যুদ্ধার্থ প্রকাশ হইলেন তাহাতে অবশেষে ভগ্নোরু হইয়া রণশায়ী হইলেন।

দুর্যোধনের মরণানন্তর যুদ্ধের নিবৃত্তি এবং পাণ্ডবদিগের জয় সম্পূর্ণ স্থির হইল, কিন্তু ঐ মহা সমরে জয়কারিরদের কেবল হর্ষোদয় হইল না তাঁহারা বিষাদেও তাপিত হইতে লাগিলেন কেননা যাহারদের বিরুদ্ধে রণসজ্জা করিয়াছিলেন তাহারদের বিনাশেই মুক্ত কণ্ঠে বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং জ্ঞাতি বন্ধুগণের রক্তপাত পুরঃসর রাজ্যলাভ হওয়াতে যুধিষ্ঠিরের কোমলান্তঃকরণে কিঞ্চিন্মাত্র আনন্দোদয় হইল না তিনি ভাবিলেন যে রাজ্যেতে তাঁহার যথার্থ অধিকার ছিল বটে কিন্তু রক্তারক্তি করিয়া আধিপত্য গ্রহণ করাতে সে অধিকার বিরূপ হই-য়াছে অতএব জ্ঞাতি কুটুম্বের বধে যে রাজ্য লব্ধ হইল তাহা ভোগ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং জ্যেষ্ঠতাত পুত্রের বিনাশে যে সিংহাসন শূন্য হইয়াছে তাহাতে আরোহণ করিতে সঙ্কুচিত হইলেন, ইহাতে ব্যাস নারদ প্রভৃতি মহাপ্রজ্ঞ ঋষিগণ নানাবিধ হেতুবাদ দ্বারা যুদ্ধের প্রয়োজন দর্শাইয়া তাঁহার মনঃসন্দেহ ভঞ্জন করিতে চেষ্টা করিলেন এবং অকাতরে রাজ্য শাসনে প্রবৃত্ত হইতে উৎসাহ দিলেন। যুধিষ্ঠির তাঁহারদের অনুরোধে রাজদণ্ড

ধারণ করিয়া ভীমকে যৌবরাজ্যে এবং বিদুরকে অমাত্যের পদে নিযুক্ত করিলেন।

যুধিষ্ঠির যদিও মুনিগণের অনুরোধে ঐ কষ্টলব্ধ রাজ্য ভোগ স্বীকার করিলেন তথাপি কুরুক্ষেত্রের ভূরি২ প্রাণিহত্যা স্মরণে তাঁহার অন্তঃকরণ অত্যন্ত শোকে বিহ্বল হইতে লাগিল, তিনি স্বয়ং যুদ্ধ ঘটিত অমঙ্গলের মূল এই ভাবিয়া জ্ঞাতির দিগের অকাল মৃত্যুর নিমিত্ত উত্তর২ বিলাপ সাগরে মগ্ন হইলেন, ঋষিরা যথাসাধ্য কৌশলে তাঁহার সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করিলেন এবং পুনঃ২ ধর্মাধর্মের বিষয়ে উপদেশ করিয়া বলিলেন যে অত্যন্ত শোকে ব্যাকুলচিত্ত হওয়া ক্ষীণবুদ্ধি কাপুরুষের লক্ষণ, আর অবশেষে কহিলেন যদি ধর্মাখ্যানেতেও মনঃ শান্তি না জন্মে তবে দান যজ্ঞাদি ক্রিয়াদ্বারা অপরাধ মোচন কর, অতএব যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণদিগকে নিরন্তর অর্থদানে প্রবৃত্ত হইয়া মহা সমারোহ পূর্বক অশ্বমেধ যজ্ঞের সঙ্কল্প উদ্‌যাপন করিলেন।

যুধিষ্ঠির কিয়ৎকাল রাজত্ব করিয়া দয়া ও সৎস্বভাব বিস্তার হেতু যথেষ্ট যশোভাজন হইলেন। তাঁহার রাজত্বকালে যে২ মুদ্রার চলন ছিল তাহা প্রকাশ হইয়াছে আর পুরাণাদি শাস্ত্রের অনেক স্থানে বোবহয় তৎকালে নানা দেশীয় দ্রব্যাদি বিনিময়ের প্রথা ছিল, অতএব অনুমান হইতেছে প্রাচীনকালেও ভারতবর্ষের মধ্যে বাণিজ্যের বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল। তাঁহার শাসনে ইন্দ্রপ্রস্থ ঐশ্বর্যশালী হয় ঐ নগর ভারতবর্ষের মধ্যে প্রধান বাণিজ্যস্থান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সেকালের উৎপন্ন শস্যের ষষ্ঠাংশ রাজস্বরূপে গৃহীত হইত।

যুধিষ্ঠির বিদ্যাভ্যাসে বহুতর যত্ন করেন নাই ; গৌতম ঋষি তাঁহাকে বেদাধ্যয়ন করাইয়াছিলেন আর বনবাসের কালে তাপসেরা রামায়ণোক্ত রামচন্দ্রের চরিত্র এবং অন্যান্য রাজারদের উপাখ্যান সংক্ষেপে শ্রবণ করাইয়াছিলেন কিন্তু তিনি স্বয়ং কখন কোন বিষয়ে অসাধারণ বুদ্ধির লক্ষণ প্রকাশ করিতে পারেন নাই, তাঁহার অন্তঃকরণ দুর্বল ও কোমল ছিল একারণ যুদ্ধব্যাপারে অত্যন্ত অনুরাগ করিতেন না কেবল প্রজার কুশল চেষ্টাতেই ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেন।

কিন্তু যদিও তাঁহার আপনার বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল না তথাচ বিদ্বান লোকের মহা সমাদর করিতেন। তাঁহার পিতামহ ভ্রাতা ভীষ্ম রাজনীতি নীতিশাস্ত্র ও তত্ত্ববিদ্যায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন, মহাভারত পুরাণাদির প্রসিদ্ধ কর্তা বেদব্যাসও তাঁহার সময়ে বর্তমান ছিলেন, তদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেক পণ্ডিতবৃন্দ বিবিধ শাস্ত্রের আলোচনা করিতেন তাঁহারা বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিলেও প্রয়োজন

বশতঃ রাজধানীতে আসিয়া রাজসভা উজ্জ্বল করিতে এবং অনেক প্রকারে প্রতি-গ্রহ প্রাপ্ত হইতেন।

যদি চতুর্বেদকে সংস্কৃত বিদ্যানুশীলনের প্রথম ফল বলিয়া স্বীকার করা যায় তবে যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকালে ঐ ভাষার দ্বিতীয় অবস্থা হয় সুতরাং সে কালে এতদ্দেশীয় লোকেরদের বুদ্ধি বিলক্ষণ বৃদ্ধিশালিনী হইয়াছিল।

যুদ্ধব্যাপার সম্বন্ধেও ঐকাল সমুজ্জ্বল হইয়াছিল। কি আশ্চর্য! যুধিষ্ঠির স্বয়ং উত্তম যুদ্ধবীর অথবা সুপণ্ডিত ছিলেন না তথাচ তাঁহার রাজত্ব সময়ে অস্ত্রবিদ্যা ও শাস্ত্রবিদ্যা উভয়েরি উত্তম অনুশীলন হইয়াছিল, অরণ্যবাসি ঋষিরা স্ব২ আশ্রমে বেদাধ্যয়ন ও স্বাভাবিক পদার্থের নিগূঢ় তত্ত্বানুসন্ধান করিতেন এবং মহাশূর ক্ষত্রিয়েরাও ধনুর্বাণ খড়্গ চক্রের সহিত অস্ত্রচর্চায় রত থাকিতেন। ক্ষত্রিয়েরদের অন্তঃকরণে কোমল ভাবের উদয় হইত না বটে কিন্তু তাঁহারদের এই এক মহা গুণ ছিল যে যাদৃশ অপমানে অসহিষ্ণুতা প্রযুক্ত শীঘ্র রাগাসক্তি প্রকাশ করিতেন অপরাধ মার্জনাতেও তাদৃশ তৎপর হইতেন, তাঁহারদের ব্যব-হারের নিমিত্ত যে নীতিশাস্ত্র স্থাপন হইয়াছিল তাহাতে ভূরি২ মহার্থ ও উৎকৃষ্ট তাৎপর্য লক্ষিত হয়।

কিন্তু তৎকালের পণ্ডিতেরা রণকৌশলে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ছিলেন আর যোদ্ধা-রাও যৎকিঞ্চিৎ মাত্র বিদ্যা উপার্জন করিতেন এ নিমিত্তে অস্মদ্দেশীয় শূর বীর দিগের যদিও মাসিদনের রাজা আলেগজন্দরের ন্যায় শৌর্য বীর্য বর্ণনা শক্তি সমন্বিত কবির অভাব বলিয়া বিলাপ করিবার কারণ না থাকে তথাচ তাঁহারা এই কহিয়া যথার্থ ক্ষোভ করিতে পারিতেন যে ঋষিদিগের কৃত বর্ণনায় কেবল ব্যষ্টিভাবে কাহার২ কায়িক শক্তি ও বিক্রমের উল্লেখ আছে কিন্তু এমত সেনা-নীত্ব কৌশলের বৃত্তান্ত নাই যদ্দারা ভূরি২ লোক একত্র সমষ্টিভাবে মহাকার্য সম্পন্ন করিতে পারে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বর্ণনায় ভীমসেনের প্রকাণ্ড শক্তি ও অর্জুনের দুর্দান্ত বিক্রমের বিবরণ আছে বটে কিন্তু কিদৃশ সূক্ষ্ম কৌশলক্রমে সংহত সৈন্যেরদের রণযাত্রার বিধান ও শিবির করণার্থ উত্তম ভূমির নির্বাচন হইয়াছিল তাহার কোন প্রসঙ্গ দেখা যায় না, আমরা সৈন্য শাসকদের সম্বন্ধে এমত কোন বুদ্ধি কৌশলের সূচনা পাঠ করিতে পাই না যাহাতে সভ্য জাতীয়-দের সুনিয়মিত সংগ্রাম এবং অসভ্য লোকদিগের কোলাহলের মধ্যে কিরূপ বৈলক্ষণ্য তাহা জানা যায়।

রাজ্যলাভের কিয়ৎকাল পরে যুধিষ্ঠির সুহৃদ্বর কৃষ্ণকে সপরিবারে লোকান্তরস্থ হইতে শুনিয়া মহা শোকাকুল হইলেন এবং আর রাজ্যভার বহনে অন্তঃকরণকে

প্রবৃত্ত করিতে পারিলেন না, অতএব অনুজ অর্জুনের পুত্র পরীক্ষিৎকে রাজ্যাভিষিক্ত করাইয়া আপনি রাজত্ব ত্যাগ পূর্বক ভ্রাতৃগণের সমভিব্যাহারে দেশ ভ্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন, এবং বঙ্গ, দক্ষিণ গুর্জররাষ্ট্র পঞ্জাবাদি সর্বস্থান দিয়া ভারতবর্ষ পর্যটন করিয়া অবশেষে হিমালয় পর্বতারোহণ করিলেন, সেখান হইতে আর স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন নাই। তিনি ধৈর্য ও ধর্মনিষ্ঠা প্রযুক্ত ধর্ম-রাজ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া সম্ভ্রমভাজন হইয়াছিলেন, কবিগণেরা তাঁহার আরও অধিক প্রতিষ্ঠা করত কহিয়াছেন যে তিনি হিমালয় হইতে সশরীরে স্বর্গারোহণ করেন। অনেক বিদ্বান লোকেরা অনুমান করেন যে খ্রীষ্টের প্রায় চতুর্দশ শত বৎসর পূর্বে যুধিষ্ঠিরের রাজত্ব হইয়াছিল ইতি।*

* বিদ্যাকল্পদ্রুম/৫ম খণ্ড/১৮৪৭।

প্লেতোর চরিত্র

প্লেতোর জন্ম-ভূম্যাদির বিবরণ ঃ সক্রেতিস হইতে যত দার্শনিক মতাবলম্বির উদয় হয় সর্বাপেক্ষা একাদিমিকেরা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। এথেন্স নগরে একাদিমি নামক এক স্থান ছিল সেখানে বিদ্বজ্জনেরা অধ্যাপনা করিতেন তাহারি নামানুসারে উক্ত মতাবলম্বিরা একাদিমিক সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েন। উক্ত একাদিমিক মত প্লেতো কর্তৃক সংস্থাপিত হইয়া পরে স্পিউসিপস, জিনক্রেতিস, পোলিমন ক্রেতিস এবং কেন্তর প্রভৃতির দ্বারা পালিত ও বর্ধিত হয় ঐ অবস্থায় তাঁহাকে প্রথম অথবা পুরাতন একাদিমি কহা যায়।

বিবিধ প্রমাণে নির্ণীত হইয়াছে যে প্লেতো এথেন্স নগরে কোন মহাকুলে উৎপন্ন হয়েন, তাঁহার পিতার নাম আরিস্তো, ইনি মেলান্থসের পুত্র কোদ্রসের বংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। লোকে ইহারদিগকে নেপ্তুনের সন্তান কহিয়া থাকে। মেলান্থস মিসিনা দেশ ত্যাগ করিয়া এথেন্সে আগমন করেন এবং পরে কৌশলক্রমে জেন্থসকে সংহার করিয়া থিসিয়স বংশীয় শেষ রাজা থিমক্লিসের রাজস্থানন্তর সিংহাসনারূঢ় হয়েন।

লেয়র্শস নামা গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে এপলোদোরসের গণনানুসারে অষ্টাশীতিতম ওলিম্পিডের প্রথম বৎসরের প্রারম্ভে আমিনিয়সের অধ্যক্ষতার সময়ে প্লেতোর জন্ম হয়।

তাঁহার বিদ্যাভাসের বিবরণ ঃ যখন প্লেতো স্বীয় জননী পেরিক্তিয়নীর ক্রোড়স্থ শিশু ছিলেন তৎকালে একদিন তাঁহার পিতা স্ত্রীপুত্র সমভিব্যাহারে বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীগণকে বলি প্রদানার্থ আতিকা দেশীয় হিমিতিস পর্বতে গমন করিয়াছিলেন ঐ স্থান প্রচুর মধু ও মধুমক্ষিকার আকরস্বরূপে প্রসিদ্ধ, সেখানে দেবার্চনায় ব্যস্ততার সময় পেরিক্তিয়নী আপন অঙ্কস্থ প্লেতোকে নিকটবর্তী মেদির বনে শয়ন করাইয়া রাখিয়াছিলেন, ইতিমধ্যে তিনি নিদ্রিত হইলে ঐ গিরি গহ্বরস্থ মধুমক্ষিকা সকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া তাঁহার চতুর্দিকে অব্যক্ত শব্দে গান করিয়াছিল এবং কথিত আছে যে তাঁহার মুখে চাকও নির্মাণ করে। প্লেতোর শৈশবকালে এই ঘটনা হওয়াতে সকলে তদবধি অনুমান করিয়াছিলেন যে তাঁহার বাক্য মধুর ও বক্তৃতাশক্তি বিলক্ষণ হইবেক।

প্লেতো প্রথমতঃ বৈয়াকরণিক দাইওনিশসের নিকটে বিদ্যাভ্যাস করিয়া পরে আরগাইব জাতীয় আরিস্তোর সমীপে মল্লযুদ্ধ শিক্ষা করেন। সে কালে ওলিম্পিক উৎসবে মল্লগণের ব্যায়ামকরণের প্রথা ছিল অতএব তিনি তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ

নৈপুণ্য উপার্জন করেন এবং কোন২ গ্রন্থকারের মতে পিথিয়ান উৎসব কালে ইস্‌থমসে মল্লযুদ্ধ করিয়াছিলেন।

তাঁহার বয়ঃক্রমের সহিত সদ্‌গুণের বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং শরীরও অসাধারণ-রূপে প্রশস্ত হইল এ নিমিত্ত তাঁহার পিতা আরিস্তো তাঁহার নাম প্লেতো রাখেন কারণ ঐ শব্দ আয়তবস্তুর বোধক, কেহ২ কহেন তাঁহার স্কন্ধের পরিণাহ নিমিত্ত এবং নিয়ান্থসের মতে ললাটের আভুগ্নতার জন্য উক্ত নাম হইয়াছিল, অপরে বলেন বক্তৃতার গুণে ঐ সংজ্ঞা হয়, যাহা হউক ঐ নাম প্রসিদ্ধ হওয়াতেই পূর্ব-নাম লোপ পায়, হেসিকিয়স কহেন তাঁহার অন্য নাম সেরাপিস ছিল তাঁহার মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে কিঞ্চিৎ উচ্চতা ব্যতীত শরীরের আর কোন অংশে কিঞ্চিন্মাত্র কুগঠন ছিল না কিন্তু তিমথিয়স বলেন যে বাক্যের কিঞ্চিৎ জড়তাও বোধ হইত।

দিসিয়ার্কস কহেন প্লেতো চিত্র-বিদ্যাতে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং কাব্যশাস্ত্রেও তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল তাহাতে স্বয়ং অনেকপ্রকার কাব্য রচনা করেন, প্রথমতঃ রঙ্গ বিলাস দ্বিতীয়তঃ বীর রসের কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে যখন হোমরের কবিতার সহিত আত্ম রচিত পদ্যের তুলনা করিলেন তখন অধম বোধে আপনার পূর্বপ্রণীত সমস্ত কাব্য দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন এবং কিয়ৎ-কাল পরে আক্ষেপসূচক নাটক সংগ্রহ করণে উদ্যত হইলেন। লিনিএন, পেনা-থিনিএন, কাইত্রিয়ন এবং সেতিরিকেল এই চারি উৎসব কালে প্রশংসা প্রাপ্তির নিমিত্ত যে সকল নাটকের অভিনয় হইত তাহা চারি অংশে বিভক্ত থাকিত তিনিও ঐ প্রকার চতুরঙ্ক নাটক প্রস্তুত করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ মানসে ওলিম্পিক রঙ্গভূমির নটদিগের হস্তে অভিনয়ার্থ সমর্পণ করিলেন কিন্তু অভিনয়ের এক দিবস পূর্বে মদ্যদেবতার উৎসবোপলক্ষে সক্রেতিস ঐ স্থানের রঙ্গভূমিতে বক্তৃতা করিতেছিলেন দৈবাৎ সেই বক্তৃতা প্লেতোর কর্ণগোচর হওয়াতে তিনি এমত মোহিত হইলেন যে তথায় যশঃ প্রাপ্তির আশা একেবারে ভগ্ন হইল সুতরাং করুণারস ঘটিত নাটক রচনায় নিরস্ত হইয়া স্বকৃত সমুদায় কবিতা বহ্নিসাৎ করিলেন ও হোমরের বচন শ্রবণ করত কহিতে লাগিলেন "হে বলকান এই স্থানে আগমন কর, প্লেতো তোমার আনুকূল্য প্রার্থনা করিতেছে"।

তিনি ঐ সময়াবধি (অর্থাৎ বিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রম কালে এবং দ্বিন বতিতম ওলিম্পিয়ডের চতুর্থ বৎসরে) সক্রেতিসের সহচর হইয়া দর্শন বিদ্যোপার্জনে তৎ-পর হইলেন

কেহ২ কহেন (কিন্তু এলিয়ন ঐ কথায় যুক্তিসঙ্গত সংশয় প্রকাশ করেন)

"প্লেতো দারিদ্র্যে পতিত হইয়া যুদ্ধ ব্যবসায় করিতে উপক্রম করিয়াছিলেন পরে সক্রেতিস তাঁহাকে তাহা হইতে নিবৃত্ত করিয়া জ্ঞান শাস্ত্রের উপদেশ করেন তাহাতে তিনি অস্ত্র শস্ত্র বিক্রয় করিয়া সক্রেতিসের প্ররোচনায় দর্শন শাস্ত্রালোচনে রত হয়েন।"

তাঁহার উপদেশক ও ভ্রমণাদির বিবরণ : সক্রেতিস যে দিবস প্লেতোকে প্রাপ্ত হয়েন তাহার অগ্রিম রাত্রিতে স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে বিদ্যালয়স্থ কামদেবের বেদি হইতে একটি হংস-শাবক উড্ডীয়মান হইয়া তাঁহার ক্রোড়ে উপবেশনানন্তর স্বর্গে গমন করিল আর তাহার মধুর স্বরে যাবদীয় মনুষ্য ও দেবগণ মোহিত হইলেন। পরদিবস এই কথা কোন২ শ্রোতার নিকট কহিতেছিলেন ইতিমধ্যে আরিস্তো উপস্থিত হইয়া স্বীয় পুত্র প্লেতোকে শিষ্যকরণার্থ তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। তিনি প্লেতোর মুখাবলোকনে তাঁহাকে বুদ্ধিমান দেখিয়া শ্রোতাদিগকে কহিলেন হে বন্ধুগণ, বুঝি এই বালকই বিদ্যাগারস্থ কামদেবের বেদির হংসশাবক হইবেক।

প্লেতো ক্রমাগত অষ্টবৎসর পর্যন্ত সক্রেতিসের সহিত একত্র বাস করিয়াছিলেন এবং অন্যান্য বিদ্যার্থিদিগের ন্যায় গুরুর বক্তৃতা শ্রবণকালে সার সংগ্রহ করিয়া লিখিয়াছিলেন পরে তাহাতে আত্ম রচিত অনেক২ নূতন কথা যোগ করিয়া প্রশ্নোত্তর স্বরূপে এক গ্রন্থ প্রস্তুত করেন, একদিবস তাহার লিসিস নামক খণ্ড পাঠ করিতেছিলেন দৈবাৎ সক্রেতিসের কর্ণগোচর হওয়াতে তিনি কহিলেন "হে হর্কুলিস এই বালক আমার বক্তৃতা লইয়া কত২ নূতন ভাবের সৃষ্টি করিতেছে" ফলতঃ লেয়র্শসের মতে প্লেতোর লিখিত অনেক২ বিষয় সক্রেতিসের মুখ হইতে নির্গত হয় নাই।

৯৫ ওলিম্পিডের প্রথম বৎসরে যখন দুরাচারি বলিয়া সক্রেতিসের নামে অভিযোগ হয় তখন প্লেতো বিচারপতিরদের সভামধ্যে গণিত হইয়াছিলেন যদিও অন্যান্য সভাসদ অপেক্ষা বয়ঃক্রমে কনিষ্ঠ ছিলেন, তথাচ সেনেটরের পদে অভিষিক্ত হওয়াতে সোলনের ব্যবস্থানুসারে সে সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম ন্যূনসংখ্যা ত্রিংশৎ বৎসর হইয়া থাকিবে সুতরাং হর্মোদোরসের কথা নিতান্ত অলীক বোধ হয়, তিনি কহেন সক্রেতিসের মৃত্যু হইলে যখন প্লেতো মেগারায় পলায়ন করেন তখন তাঁহার বয়ঃক্রম অষ্টাবিংশতি বর্ষ মাত্র, এ বিবরণ সত্য হইলে যাঁহারা তাঁহার বয়ঃক্রম অধিক পূর্ব হইতে গণনা করেন তাঁহাদের লিখন অমূলক হয়। সক্রেতিসের চরিত্র বিষয়ক অভিযোগের বিচারকালীন বিচারপতিরা অসন্তোষ প্রকাশ করিলে প্লেতো তাঁহার আনুকূল্যে কিঞ্চিৎ হেতুবাদ কহিবার মানসে

বক্তারদের মঞ্চে আরোহণপূর্বক দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রকারে বচনারম্ভ করিলেন যথা "হে এথিনিয়ানেরা এই মঞ্চে যাঁহারা আরোহণ করিয়া থাকেন আমি তাঁহাদিগের সর্বাপেক্ষা কনিষ্ঠ বটে"—। ইতিমধ্যে সেনেটরেরা চীৎকার করিয়া কহিল "যাঁহারা আরোহণ করেন"—অর্থাৎ "তুমি মঞ্চ হইতে নীচে আইস"—তাহাতে তাঁহাকে মঞ্চ ত্যাগ করিয়া আসিতে হইল। অনন্তর সক্রেতিস দণ্ডার্হ্য হইলে তিনি তাঁহার নিষ্কৃতির নিমিত্ত অর্থ প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন কিন্তু সক্রেতিস তাহা গ্রহণ করিতে স্বীকার করিলেন না। ঐ কালে সক্রেতিসের বন্ধুগণ তাঁহার মৃত্যুর সম্ভাবনা দেখিয়া একত্র খেদ প্রকাশ করিতে লাগিলে প্লেতো তাঁহারদিগকে সান্ত্বনা করত কহিলেন "আপনারা নিরুৎসাহ হইবেন না, আমি বিদ্যালয়ের কার্য নির্বাহ করণে সক্ষম" এই বলিয়া এপলোদোরসের কুশলার্থ মদ্য পান করিলেন, কিন্তু এপলোদোরস তাহাতে এই উত্তর দিলেন যে "এ বিষয়ে সম্মতি দানাপেক্ষা বরং সক্রেতিসের হস্ত হইতে বিষপাত্র গ্রহণপূর্বক কালকূট পান করা শ্রেয়স্কর"। প্লুটার্ক কহেন সক্রেতিস পরলোক প্রাপ্ত হইলে প্লেতো অত্যন্ত শোকে বিহ্বল হয়েন পরে গুরু হত্যাকারিদিগের ভয়ে ভীত হইয়া অন্যান্য সমাধ্যায়ীদিগের সহিত মেগারাদেশে পলায়ন করিয়া ইউক্লিদের শরণাপন্ন হইলেন তাহাতে ঐ ব্যক্তি তাঁহাদের স্বদেশে যাবৎ পর্যন্ত আপদের আশঙ্কা ছিল তাবৎ তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিয়া বন্ধুভাবে রাখিয়াছিলেন।

প্লেতো পাইথাগোরাসের শিষ্যগণকে অন্যান্য স্থান হইতে জ্ঞানোপার্জন করিতে দেখিয়া গণিতশাস্ত্র বিশারদ থিওদোরসের নিকট ক্ষেত্রতত্ত্ব শিক্ষা করিবার নিমিত্ত আপনি সিরিন দেশে গমন করিয়াছিলেন, পরে তৈলিকের বেশ ধারণ করিয়া তথা হইতে আর্টেজরসেস নিমনের সাম্রাজ্যাধীন ইজিপ্ত দেশে যাত্রা করেন, তাঁহার উক্ত দেশ ভ্রমণের তাৎপর্য এই যে জ্যোতির্বিদ্যা উত্তমরূপে শিক্ষা করিবেন, সিসিরো কহেন "তিনি ম্লেচ্ছদিগের গণিত ও খগোলবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া দৈবজ্ঞদিগের রীতিনীতি অভ্যাস করণার্থ তথায় প্রস্থান করিয়াছিলেন" ফলতঃ তিনি ইজিপ্ত দেশের সকল প্রদেশে ভ্রমণ করিয়া তত্রস্থ পুরোহিত দিগের আনুকূল্যে ক্ষেত্রতত্ত্বের নানাবিধ অনুপাত যুক্তি ও গ্রহাদির গতিবিধি শিক্ষা করিয়াছিলেন। যৎকালে এথেন্স দেশীয় যুবক বিদ্যার্থিরা অধ্যয়নার্থ প্লেতোর অন্বেষণ করিতেছিল তৎকালে তিনি স্বয়ং ইজিপ্তের প্রবীণ পণ্ডিত গণের শিষ্য হইয়া নাইল নদীর অসীম তীরের ব্যাপার এবং ঐ ম্লেচ্ছ ভূমির অপরিমিত রাশি ও বক্র পরিখা যত্নপূর্বক নিরীক্ষণ করিতে ছিলেন।

তাঁহার অধ্যপনার বিবরণ: প্লেতো ইজিপ্ত হইতে এথেন্সে প্রত্যাগমন করিয়া

একাদিমিতে অধিষ্ঠান করিলেন। ঐ স্থানে ব্যায়ামাদি হইবার প্রথা ছিল এবং তাহা নগরের প্রান্তভাগে নিকুঞ্জবনে পরিবেষ্টিত হইয়া ইকাদিমিস নামে এক বীরের নামানুসারে বিখ্যাত হইয়াছিল।

অতএব উক্ত স্থান প্রথমতঃ ইকাদিমি নামে বিখ্যাত ছিল প্লেতো অতি দরিদ্র ছিলেন এ প্রযুক্ত তথায় অবস্থিতি করিতেন পূর্বে ঐ একাদিমির নিকটে কেবল ফল বৃক্ষের একটি উদ্যান ছিল কিন্তু শেষে তাহার বিভব এমত প্রচুর হইয়া উঠিল যে প্লেতোর পরে যাঁহারা তথাকার অধ্যাপক হইয়াছিলেন তাঁহারদের পক্ষে ঐ উদ্যান অল্প বিষয় বোধ হইত। প্রথমতঃ সে উদ্যানের সাম্বৎসরিক উপস্বত্ব তিন স্বর্ণমুদ্রা মাত্র ছিল পরে সেখানকার আয় সহস্রাধিক মুদ্রা হয়, বিদ্যাসাগরের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষি এবং বিদ্যোৎসাহি অনেক লোকে তথায় অবিচ্ছেদে অধ্যাপকগণের জ্ঞানানুশীলন নিমিত্ত মৃত্যুকালীন স্ব২ ধন দাতব্য করিয়া যাইতেন তাহাতে ক্রমশঃ আয় বৃদ্ধি হইয়াছিল। একাদিমির চতুর্দিকের জলবায়ু অতিশয় পীড়াকর থাকাতে ভিষকেরা প্লেতোকে ঐ বিদ্যালয় লাইসিয়মে লইয়া যাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত না হইয়া চিকিৎকগণকে এই উত্তর প্রদান করেন "আমি এথস পর্বতের উপর জীবন ক্ষেপণ করিতে কখন যাইব না"। অনন্তর স্থানদোষে চতুরাহিক জ্বরগ্রস্ত হইয়া অষ্টাদশ মাস পর্যন্ত রোগ ভোগ করেন পরে পরিমিতাহার এবং সাবধানতার দ্বারা পীড়া হইতে মুক্ত হয়েন এবং তাঁহার শরীরের শক্তি পূর্বাপেক্ষা অধিক হয়।

তিনি একাদিমিতে জ্ঞানশিক্ষা করাইতে আরম্ভ করিয়া পরে কলনসের উদ্যানে গমন করেন। একাদিমির পুরদ্বারে এই লিপি ছিল যে "ক্ষেত্রতত্ত্বে অনভিজ্ঞ লোকেরা যেন এস্থানে প্রবেশ না করে," ঐ শব্দের অর্থ কেবল রেখার পরিমাণ ও অনুপাত বিদ্যা নহে তাহা মানুষিক স্বভাবের পরিমাণকেও প্রতিপন্ন করিত।

তাঁহার দল স্থাপনের কথা: প্লেতো অন্যান্য পণ্ডিতগণের নিকট যে২ জ্ঞান উপার্জন করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং বিবেচনা দ্বারা যাহা স্থির করেন একাদিমিতে স্থায়ী হইয়া সে সকলের অনুশীলন করত বিদ্যালয়ের নামানুসারে একাদিমি সংজ্ঞক মতাবলম্বির দল বদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি জড়পদার্থ বর্ণনায় হিরাক্লিতসের এবং মানস পদার্থে পাইথাগোরাসের আর রাজনীতি বিষয়ে সক্রেতিসের মতানুযায়ী হইয়া উক্ত তিন পণ্ডিতের মতের সমন্বয় করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে সাধু আগস্তিন কহেন যে, "ক্রিয়া ও যোগ এই উভয়ের সহিত দর্শন শাস্ত্রের সম্বন্ধ থাকাতে দর্শন শাস্ত্রের দুই নাম হইয়াছে অর্থাৎ কর্ম ও যোগ, প্রথমোক্ত খণ্ডের ফল সৎকর্মানুষ্ঠান এবং দ্বিতীয়োক্তের বিষয় গূঢ়

তর্কদ্বারা স্বাভাবিক কারণ নির্ণয় এবং দেবতত্ত্ব বিচার, তাহার মধ্যে সক্রেতিস কর্মকাণ্ডে এবং পাইথাগোরাস যোগকাণ্ডে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। প্লেতো উক্ত কাণ্ড-দ্বয় একত্র সংযোগ করিয়া পুনশ্চ তিন অংশে বিভক্ত করেন প্রথমতঃ নীতিতত্ত্ব, তাহা ক্রিয়া দ্বারা নিষ্পন্ন হয়, দ্বিতীয়তঃ পদার্থতত্ত্ব তাহা যোগদ্বারা সম্পন্ন হয় এবং তৃতীয়তঃ যুক্তিতত্ত্ব তাহাতে সত্যাসত্যের প্রভেদ হয়। এই শেষোক্ত অংশ অর্থাৎ যুক্তি প্রথম ও দ্বিতীয় উভয়ের উপকারিণী হইলেও যোগের সহিত বিশেষ-রূপে সম্বন্ধ রাখে অতএব এই ত্রিবিধ দর্শন পূর্বোক্ত দ্বিবিধের বিরুদ্ধ নহে, কেননা ক্রিয়া এবং যোগ এই দুই অংশে সকলই উহ্য হয়।" পূর্বকালে কেবল গায়কেরাই নাটকের অভিনয় করিত, থেস্পিস তদ্বিষয়ের স্থনিয়ম করিতে প্রবৃত্ত হইয়া যেমন গায়কদিগের বিশ্রামার্থ একজন অভিনেতা আসিবার প্রথা করেন এবং পরে এস্কিলস তাহার দ্বিত্ব ও সফক্লিস ত্রিত্ব সংখ্যা করেন, দর্শন শাস্ত্রও সেইরূপ আদৌ কেবল জড়পদার্থ ও তত্ত্বমাত্র ছিল পরে সক্রেতিস নীতিতত্ত্বের সংযোগে দ্বিবিধ করেন অবশেষে প্লেতো যুক্তিবাদের সৃষ্টি করিয়া তাহার সম্পূর্তি করিলেন।

তাঁহার নূতন বিদ্যা সৃষ্টির বিবরণ : প্লেতো অনেক নূতন বিষয় ও কথার সৃষ্টি করিয়া বিদ্যা ও ভাষার উন্নতি করিয়াছিলেন, ফেবোরিনস কহেন তিনি পূর্বোক্ত যুক্তিবাদ ব্যতীত প্রশ্নোত্তরের ধারাতে উপদেশ দানের প্রথাও করেন কিন্তু আরিস্ততিলের লিখনে বোধ হয় আলেক্সামিনস নামে এক স্তিরিয়ান অথবা তাইয়ান হইতে ঐ ধারায় প্রকাশ হয় এবং প্লেতোর আপনার গ্রন্থপাঠেও জানা যায় সক্রেতিস স্বয়ং ঐ রীতি অবলম্বন করিয়া তর্ক করিতেন। লেয়র্শস কহেন জিনো ইলিএতিস নামে এক ব্যক্তি প্রথমতঃ প্রশ্নোত্তরের ধারা অবলম্বন করিয়া ছিলেন বটে কিন্তু "প্লেতো হইতে তাহার বিশেষ সংশোধন হয় অতএব তাঁহাকে উহার স্রষ্টা এবং শোধনকর্তা বলিয়া সর্বাপেক্ষা অধিক প্রতিষ্ঠা করা কর্তব্য।"

প্রশ্নোত্তরের ধারা যে প্রকারে প্রকাশ হউক কিন্তু ইহা সুদৃঢ়রূপে অবধারিত হইয়াছে যে প্লেতো কারণ নির্দেশের অর্থাৎ ইষ্ট পদার্থের নিদান নিরূপণ করিবার উৎকৃষ্ট ধারা সৃষ্টি করেন, তিনি লেওডেমাসকে ঐ ধারায় উপদেশ দিয়াছিলেন এবং তাহাতে ক্ষেত্রতত্ত্বের অনেক বিষয় প্রকাশ করেন। ইউক্লিডের টীকাকার কারণ নির্দেশের ধারায় এইরূপ লক্ষণ করেন যথা "ইষ্ট বিষয়কে দৃষ্ট পদার্থের ন্যায় কল্পনা করিয়া ফল বিবেচনা দ্বারা তথ্য স্থির করণকে কারণ নির্দেশ কহে।" ইউক্লিড প্রণীত ক্ষেত্রতত্ত্বের ১৩ অধ্যায়ের প্রথম পঞ্চ প্রতিজ্ঞার মধ্যে ঐ ধারার

অনেক উদাহরণ আছে। আপলোনিয়স পর্গিয়স এবং পেপস আলেকজান্দ্রিনসের গ্রন্থেও উহার কতিপয় উদাহরণ দৃষ্ট হয়।

প্লেতো ক্ষেত্রতত্ব সংক্রান্ত যে২ বিষয়ের স্থষ্টি করেন তাহার মধ্যে "ঘন বস্তুর দ্বিত্ব করণ" অতি প্রসিদ্ধ; প্লুটার্ক এবং ফাইলোপনস এ বিষয়ের বিশেষ বিবরণ লিখিয়াছেন। দেলিয়ন জাতিয়েরা দেশব্যাপী মারীভয়ে সঙ্কটাপন্ন হইয়া রক্ষার উপায় জানিবার নিমিত্ত এপলো দেবের আরাধনা করিয়াছিল, তাহাতে ঐ দেবতার এই প্রত্যাদেশ হয় যে তাহারা আপনারদের ঘনাকার বেদি দ্বিত্ব করিলেই মড়ক হইতে পরিত্রাণ পাইবে। প্লুটার্ক কহেন বেদির অধ্যক্ষেরা ঐ দৈববাণী শ্রবণে বেদির সমস্ত পার্শ্ব পূর্বাপেক্ষা দ্বিগুণ করিয়াছিল কিন্তু তাহাতে বেদির দ্বিত্ব না হইয়া অষ্টগুণ বৃদ্ধি হয়। ফাইলোপনস কহেন তৎপরে তাহারা ঐ বেদির পরিমাণে আর এক ঘন বস্তু নির্মাণ করিয়া বেদির উপরে স্থাপন করিয়াছিল কিন্তু তাহাতে বেদির আকারান্তর হইয়া উঠিল অর্থাৎ ঘনত্ব না থাকিয়া চতুষ্কোণ স্তম্ভাকৃতি হইল, ফলতঃ প্রথম ধারাতে ঘনত্ব হইয়াছিল বটে কিন্তু বেদির দ্বিত্ব হয় নাই এবং দ্বিতীয় ধারাতে দ্বিত্ব হইয়া ঘনত্ব হয় নাই স্থতরাং মহামারীর শান্তি হইল না অতএব তাহারা পুনশ্চ দেবতার নিকট আরাধনা করিলে এপলো উত্তর করিলেন তাঁহার আজ্ঞানুসারে বেদির দ্বিগুণ পরিমাণে এক ঘন বস্তু নির্মিত হয় নাই একারণ মড়কের অবসান হইতেছে না। অনন্তর তাহারা প্লেতোকে ক্ষেত্রতত্বে অত্যন্ত দক্ষ জ্ঞান করিয়া তাঁহার নিকট গিয়া ঐ দৈববাণীর অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়া ঘন বস্তুর ঘনাকারে দ্বিত্ব করিবার নিয়ম বিস্তারপূর্বক কহিতে অনুরোধ করিল, প্লেতো কহিলেন ঐ দেবতা গ্রীকদিগকে বিদ্যা ও দর্শন শাস্ত্রের অনভ্যাস কারণ অনুযোগ করিয়া তাহাদের অবিদ্যার নিমিত্ত ব্যঙ্গ করিতেছেন, তাঁহার আজ্ঞার তাৎপর্য এই যে তাহারা যত্নপূর্বক ক্ষেত্রতত্ব শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হউক আর উপস্থিত প্রশ্নের মীমাংসাদি বহির্ভূত অনুপাতে সংঘবদ্ধ দুই সরলরেখার দুই মধ্যানুপাতের নির্দেশ ব্যতিরেকে হইতে পারিবেক না। আর্কিমিদিস প্রণীত গোল ও স্তম্ভাকার পদার্থ নির্ণায়ক গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম প্রতিজ্ঞার টীকাতে ইউটোকিয়স নামে এক পণ্ডিত প্লেতোর উপদিষ্ট ঐ সূত্রের বিশেষ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অপর প্লেতো দেলিয়ান জাতি দিগকে আরও কহিয়াছিলেন "নাইডিয়ান ইউদক্শস অথবা সিজিকমীয় হেলিকো তোমারদের অভীষ্ট বেদি নির্মাণ করিবেন, ফলতঃ এপলোদের বেদির দ্বিত্বার্থ বিশেষ ব্যাগ্র নহেন তাঁহার অভিপ্রায় এই যে সমস্ত গ্রীক জাতিরা যুদ্ধ ব্যাপার ত্যাগ করিয়া তৎসংক্রান্ত লোক পীড়নে বিরত হইয়া

বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীগণের সেবা করে এবং স্ব২ অন্তকরণের বিকার ও উদ্বেগ শান্তি করিয়া পরস্পর অহিংসা ও হিতৈষিতা প্রকাশ করে।" ফাইলোপনস লিখিয়াছেন যে প্লেতো শিষ্যসমাজে উক্ত প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার শিষ্যেরাও তদ্বিষয়ে অনেক রচনা করিয়াছিল কিন্তু এক্ষণে তাহা লোপ পাইয়াছে। প্রাচীন পুরুষদিগের মধ্যে প্লেতো ব্যতীত নিম্নলিখিত পণ্ডিতেরা ঐ প্রশ্ন সাধনে বহু পরিশ্রম করিয়াছিলেন। যথা তরেন্তম দেশীয় আর্কিতাস, মিনিক্মস, ইরাতস্থিনিস, বিজান্সিয়ম দেশীয় ফাইলো, হিরো, এপলোনিয়স, পর্গিয়স, নিকমিদিস, দাইওক্লিস এবং স্পোরস। বেলিরিয়স মাক্সিমস্ কহেন যে প্লেতো ক্ষেত্রতত্ত্বজ্ঞ ইউক্লিডকে মহা পণ্ডিত জ্ঞান করিয়া বেদির অধ্যক্ষগণকে তাঁহারি নিকট যাইতে পরামর্শ দেন, কিন্তু একথা সত্য নহে, কেননা ক্ষেত্রতত্ত্ব বিশারদ ইউক্লিড প্লেতোর মরণানন্তর অনেক দিবস পরে জন্মগ্রহণ করেন, আর প্লেতোর কালে যে ইউক্লিড বর্তমান ছিলেন তিনি গণিত শাস্ত্রে অতি নিপুণ ছিলেন না, স্যার হেনরি সেবিলও এইরূপ উক্তি করিয়াছেন।

প্লেতোর নিজ রচিত যে২ গ্রন্থ এক্ষণে বর্তমান আছে তাহাতে এবং থিয়ন স্মির্নিয়স প্রণীত তিন পুস্তকে অনুমান হয় তিনি গণিত শাস্ত্রের অন্যান্য অনেক বিষয় প্রকাশ করেন। থিয়নের রচিত তিন পুস্তকের মধ্যে প্রথম পুস্তকে গণিতের বিবরণ, দ্বিতীয়ে সদৃশাঙ্কের বৃত্তান্ত এবং তৃতীয়ে খগোল বর্ণনা ছিল কিন্তু তৃতীয় পুস্তক অদ্যাবধি প্রকাশ হয় নাই। এই কয়েক পুস্তকে অনেক অপূর্ব উত্তম বিষয়ের উল্লেখ আছে যাহা অন্যত্র দুষ্প্রাপ্য, গ্রন্থকারক কহেন যে প্লেতোর প্রণীত পুস্তকের ভাব গ্রহণার্থ ঐ গ্রন্থসমূহকে ভূমিকাস্বরূপে পাঠ করা আবশ্যক।

প্লেতো অনেক২ নূতন পরিভাষারও সৃষ্টিকারক বলিয়া বিখ্যাত হয়েন, তিনিই সর্বাদৌ দর্শন শাস্ত্রে বিরুদ্ধপদী অর্থাৎ সমসূত্রপাতস্থায়ী এই শব্দের প্রয়োগ করেন ঐ শব্দে পৃথিবীর উপরি অর্ধগোল পরিমাণে দূরস্থ ব্যক্তিদিগকে বুঝায়।

প্লেতোর পূর্বে থেলিসাদি সমস্ত দার্শনিক পণ্ডিতের মধ্যে কেহ "ভূতপদার্থ" এবং "নিদান" ইহার প্রভেদ করেন নাই, প্লেতো ঐ শব্দদ্বয়ের এইরূপ বৈলক্ষণ্য প্রকাশ করেন যথা "নিদান" শব্দে এবম্প্রকার আদ্য কারণকে বুঝায় যাহার পূর্বে কিছুই ছিল না এবং যাহা অন্য কোন বস্তু হইতে জাত নহে "ভূত পদার্থ" শব্দের অর্থ সংযোগোৎপন্ন বস্তু।

"কাব্য" শব্দও এক্ষণে সামান্য হইয়াছে কিন্তু প্লেতোর পূর্বে কেহ কখন প্রয়োগ করেন নাই।

তিনি "দীর্ঘাঙ্ক" এই শব্দও প্রথমতঃ থিয়িতিতো নামক গ্রন্থে প্রয়োগ করেন, তাহার অর্থ অল্প সংখ্যক দ্বারা বহু সংখ্যক অঙ্কের গুণনফল।

তিনি "ধরাতল" শব্দেরও প্রয়োগ প্রথমতঃ করেন, লেয়র্শস কহেন পূর্বে তাহার পরিবর্তে "সমভূমি" এই শব্দের ব্যবহার হইত কিন্তু প্রোক্লস কহেন প্লেতো অথবা আরিস্ততিল ইহারা উভয়েই "ধরাতল" শব্দের প্রয়োগ না করিয়া "সমভূমি" শব্দ ব্যবহার করিতেন, তিনি লেখেন "দেবতুল্য প্লেতো সমভূমির গণনাকে ক্ষেত্রতত্ত্ব বলিয়া লক্ষণ করেন তাহাকে ঘন ক্ষেত্রতত্ত্ব হইতে পৃথক রূপে বর্ণনা করেন সুতরাং তাঁহার মতে "ধরাতল" ও "সমভূমির" মধ্যে বৈলক্ষণ্য নাই, আরিস্ততিলও ঐরূপ লক্ষণ করেন, পরন্তু ইউক্লিড এবং তাহার পরবর্তী পণ্ডিতেরা "ধরাতল ও সমভূমিকে" সামান্য বিশেষরূপে পরস্পর সংবদ্ধ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।"

"দৈব বিধান" এ শব্দ খ্রীষ্টীয় ধর্মে বারম্বার উক্ত হইয়া থাকে কিন্তু প্লেতো হইতে ইহার প্রয়োগ আরব্ধ হয়।

তিনি ফিদ্রনামক গ্রন্থে প্রথমতঃ সিফেলসের পুত্র লিসিয়সের বিরুদ্ধে তর্ক করেন। তিনিই প্রথমতঃ ব্যাকরণের শক্তি ও ফলের বিবেচনা করেন। তিনিই প্রথমতঃ পূর্বতন পণ্ডিতদিগের বিপক্ষে তর্ক করেন এস্থলে চমৎকারের বিষয় এই যে কখন দিমক্রিতসের নামোল্লেখ করেন নাই।

সিসিলিতে তাঁহার নৌকাযাত্রার বিবরণ : প্লেতো নৌকা যোগে তিনবার সিসিলিতে গমন করেন, প্রথম যাত্রার তাৎপর্য এই যে ঐ দেশের এত্না নামক আগ্নেয় পর্বতের উদ্ভেদ দর্শন করিবেন এবং অন্যত্র ভ্রমণ করিয়া রাজনীতি ও দর্শন সম্পর্কীয় যে জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছিলেন তাহার বৃদ্ধি করিবেন তৎকালীন তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় চত্বারিংশৎ বৎসর এবং হারমোক্রেতিসের পুত্র জ্যেষ্ঠ দাইওনিশস সিরাকুশে রাজত্ব করিতেছিলেন। প্লুটার্ক কহেন তিনি সিরাকুশে অকস্মাৎ গমন করেন নাই ঐশ্বরিক নিবন্ধ প্রযুক্ত তথায় তাঁহার গমন হয়, বিধাতা তত্রস্থ জনগণকে স্বাধীন করিবার মানসে দাইওনের সহিত প্লেতোর আলাপ করাইয়া দেন, দাইওন অতি বালক ছিলেন তথাচ তাঁহার প্রতি সমাদর পূর্বক আতিথ্য করেন। প্লেতো তথাকার লোকদিগকে বহু ভোজন পান ও রাত্রি জাগরণ মহোৎসবাদি ইন্দ্রিয় সুখভোগে আসক্ত দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন অতএব দাইওনের সহিত বারম্বার কথোপকথন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া পরম পুরুষার্থ বিষয়ে সদুপদেশ হেতু পরে তথাকার প্রজাদ্রোহ ও দৌরাত্ম্যের দমন হয়। দাইওন অতি যুবক হইলেও প্লেতোর সকল শিষ্যাপেক্ষা বুদ্ধিমান ও সৎ-

কর্মানুরাগী ছিলেন প্লেতোর উক্তি ও দাইওনের আপনার ক্রিয়া দ্বারা ইহা সপ্রমাণ হইতেছে। দাইওনিশস তাঁহাকে স্থৈণ সুখাসক্ত করিয়া প্রতিপালন করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি প্লেতোর সদ্‌গুণপোষক দর্শন বিদ্যার আস্বাদ পাইবামাত্র তাহাতেই অনুরক্ত হইতে লাগিলেন এবং স্বয়ং সরলান্তঃকরণ প্রযুক্ত মনে করিলেন যে রাজাও দর্শনশাস্ত্রের জ্ঞানামৃত সেবন করিলে তাদৃশ পরিতৃপ্ত হইবেন অতএব অবসরক্রমে তাঁহাকে কহিলেন যে প্লেতোকে আনাইয়া তাঁহার নিকট উপদেশ গ্রহণ করা কর্তব্য, তাহাতে ঐ দুরাত্মা দাইওনিশস প্লেতোকে সভামধ্যে আহ্বান করিয়া শৌর্য বিষয়ে কথোপকথন করিতে লাগিল, প্লেতো কহিলেন প্রজাপীড়ক ব্যক্তিরা ঐ সদ্‌গুণে যেমন বঞ্চিত, অন্য কোন লোকে তদ্রূপ নহে, এবং যথার্থতার প্রসঙ্গ হইলে বলিলেন যথার্থকারী লোকই সুখী তদ্বিপরীত ব্যক্তিই অসুখী। দাইওনিশস এই সকল শ্লেষ বাক্য ভঙ্গীক্রমে আপনারি প্রতি কথিত হইল ইহা ভাবিয়া তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইলেন এবং যে সকল শ্রোতা দণ্ডায়মান হইয়া ঐ কথায় পোষকতা করিতেছিল তাহারদের প্রতিও বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন, পরে ক্রোধান্বিত হইয়া প্লেতোকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি সিসিলিতে কেন আসিয়াছ? তাহাতে প্লেতো উত্তর করিলেন "একজন সৎমনুষ্যের অন্বেষণার্থ" দাইওনিশস কহিলেন "তবে বোধ হয় তুমি এ পর্যন্ত সৎমনুষ্য দেখিতে পাও নাই"। লেয়র্শস কহেন প্লেতো দাইওনিশসের সহিত প্রজাপীড়ন বিষয়ে অনেকক্ষণ বাদানুবাদ করিয়া কহিয়াছিলেন "যে কর্ম কেবল আপনার উপকার জনক কিন্তু ধর্মতঃ অবিহিত তাহাকে কদাচ সৎকর্ম কহা যাইতে পারে না" তাহাতে দাইওনিশস রাগান্ধ হইয়া উত্তর করেন "তোমার এ সকল কথায় কেবল প্রাচীনতার আঘ্রাণ মাত্র পাওয়া যায়", প্লেতো প্রত্যুত্তর করেন "আপনকার কথাও নিষ্ঠুরতার গন্ধে পরিপূর্ণ" দাইওনিশস এই কথা শ্রবণ মাত্রে ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সংহার করিতে আজ্ঞা দিয়া কহিলেন এই তোমার মুণ্ডপাত হয়। ঐ সময়ে জিনক্রেতিস উপস্থিত ছিলেন তিনি সাহস করিয়া কহিতে লাগিলেন "যে ব্যক্তি প্লেতোর শিরশ্ছেদ করিবেক সে অগ্রে আমার মুণ্ডপাতন করুক।" পরে দাইওন ও এরিস্তমিনিস রাজাকে অনেক প্রবোধ দিয়া ঐ আজ্ঞা রহিত করাইলেন, অবশেষে দাইওন রাজার কোপের শান্তি হইয়াছে এই মনে করিয়া প্লেতোকে তাঁহার স্বেচ্ছানুসারে জাহাজ দ্বারা স্বদেশে পাঠাইয়া দিলেন। তৎকালে লেসিডিমন হইতে পেলিস নামে একজন সেনাপতি দূত স্বরূপে দাইওনিশসের নিকট আসিয়াছিলেন তিনিও ঐ অর্ণবযানে আরোহণ করিয়া গ্রীসদেশে প্রত্যাগমন করিলেন তাঁহাদের যাত্রা-

কালীন দাইওনিশস ঐ দূতকে বিরলে কহিলেন যে "প্লেতোকে জাহাজ মধ্যে কৌশলক্রমে নষ্ট করিও, যদি সংহার করিতে না পার তবে বিক্রয় করিবা, কিন্তু তাহাতে তাহার অপকার হইবেক না কেননা সে যথার্থ মনুষ্য, তাহার পক্ষে স্বাধীনতা ও দাসত্ব তুল্য সুখদ হইবে।" কেহ২ কহেন দাইওনিশস প্লেতোকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কোন্ পিত্তল উত্তম? তাহাতে প্লেতো উত্তর করেন "যাহাতে* আরিস্তজিতন ও হার্মোদিয়সের প্রতিমূর্তি নির্মিত হইয়াছে" ইহাতেই দাইওনিশস তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েন। অপরে বলেন প্লেতোর পাণ্ডিত্য দেখিয়া দাইওনিশসের ঈর্ষা জন্মে কিন্তু জেতজেস কহেন ঐ সকল কথা অলীক ও অগ্রাহ্য, প্লেতো দাইওনকে রাজ্য হরণ করিতে পরামর্শ দেন রাজা তাহা শুনিয়াই জাত-ক্রোধ হইয়াছিলেন। যাহা হউক দাইওনিশসের পরামর্শক্রমে পোলিস তাঁহাকে ইজিনা উপদ্বীপে লইয়া যায়, তথায় কর্মেন্দ্রিতিসের পুত্র কার্মেন্দর তাঁহার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেন যে এই ব্যক্তি আমাদের হন্তব্য কেননা এ উপদ্বীপের নিয়ম আছে যে এথেন্স দেশীয় যে ব্যক্তি প্রথমতঃ এখানে আসিবেক তাহাকে কোন কথা কহিতে না দিয়া তৎক্ষণাৎ সংহার করা যাইবেক, ফেবোরিনস কহেন কার্মেন্দর স্বয়ং ঐ নিয়ম স্থাপিত করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে তত্রস্থ জনেক ব্যক্তি পরিহাসচ্ছলে কহিলেক "প্লেতো মহা দার্শনিক" তাহাতে সকলে তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিল। কেহ২ বলেন প্লেতো আত্মরক্ষার্থ কি বলেন তাহা শুনিবার নিমিত্ত তাঁহাকে সাধারণ সভাতে আনয়ন করিয়াছিল কিন্তু তিনি স্বয়ং বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া সাহসপূর্বক স্থির হইয়া রহিলেন তাহাতে তাহারা তাঁহার প্রাণনাশের কল্পনা ত্যাগ করিয়া দাসস্বরূপে বিক্রয় করণ অবাধারিত করে। প্লুটার্ক কহেন ইজিনাস্থ বিচারালয়ের আজ্ঞা ছিল যে এথেন্স দেশীয়েরা ঐ উপদ্বীপে ধৃত হইলে কিঙ্করবৎ বিক্রীত হইবেক অতএব পোলিস তাহাকে তথায় বিক্রয় করিয়া যায়। পরে এনিসরিস নামে একজন সিরিনেয়িক দার্শনিক দৈবাৎ ঐস্থানে উপস্থিত থাকাতে বিংশতি (কাহারও মতে ত্রিংশৎ) মাইনি মুদ্রা দিয়া তাঁহার দাসত্ব মোচন করিয়া এথেন্স দেশে বন্ধুদিগের নিকট পাঠাইয়া দেন, প্লেতোর সুহৃদগণ তাঁহার ঐ মুদ্রা প্রত্যর্পণ করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই বরং কহিয়াছিলেন "প্লেতোর মঙ্গলে কেবল তোমাদেরই মঙ্গল এমত নহে" কেহ২ কহেন দাইওন উক্ত মুদ্রা প্রেরণ করিয়াছিলেন কিন্তু এনিসরিস তাহা আপনি না লইয়া তদ্দ্বারা বিদ্যালয়স্থ এক ফল বৃক্ষের উদ্যান ক্রয় করেন। পোলিস এই-

---

* ঐ ব্যক্তিরা এথেন্স দেশীয় দুরাত্মা হিপিয়স রাজার ভ্রাতা হিপার্কসকে বিনষ্ট করে তাহাতে পিসিস্ত্রেতিসের বংশ উচ্ছিন্ন হয়।

রূপে প্লেতোকে দুর্দশায় নিক্ষেপ করিলে কেব্রিয়স তাহাকে পরাজিত করিয়া এলিসিতে জলমগ্ন করিয়াছিল এবং লোকে আরও বলে তৎকালে এক প্রেত তাহাকে কহিয়াছিল প্লেতোর নিমিত্ত তোমাকে এত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল। দাইওনিশস এই সকল ঘটনার সংবাদ পাইয়া প্লেতোকে পত্র লিখিলেন তুমি আমার নিন্দা করিও না, তাহাতে তিনি উত্তর দেন আমি দর্শন বিদ্যানুশীলনে সর্বদা ব্যস্ত, তোমার নাম স্মরণ করিতেও আমার অবকাশ নাই। কোন২ নিন্দক লোকে প্লেতোকে ভৎর্সনা করত কহিয়াছিল যে দাইওনিশস তোমাকে দূর করিয়া দিয়াছে, তাহাতে তিনি উত্তর করেন আমিই তাহাকে দূরীভূত করিয়াছি।

সিসিলি এবং ইতালি দেশের লোকেরা স্বভাবতঃ সুখ ভোগে আসক্ত থাকিত কিন্তু দাইওন সে প্রকার না থাকিয়া দাইওনিশসের মৃত্যু পর্যন্ত কেবল সৎকর্মে রত ছিলেন তাহাতে প্রজা পীড়নে আমোদী লোকেরা তাঁহার হিংসা করিতে লাগিল তখন তিনি মনে২ বিবেচনা করিলেন যে কেবল আমিই সদ্ব্যবহার করিয়া থাকি এমত নয় যদিও সাধু মনুষ্যের সংখ্যা অল্প বটে তথাচ আমার ন্যায় সদাচারী অন্য লোকও আছে, আর যুবা দাইওনিশস যিনি এক্ষণে পিতৃপদে অভিষিক্ত হইলেন ইনিও উক্ত প্রকার ব্যক্তির শ্রেণী মধ্যে গণিত হইয়া অচিরে স্বরাজ্যের ও সিসিলির জনগণের অশেষ সুখাধার হইতে পারিবেন, এবম্বিধ পর্যালোচনা করিয়া রাজনন্দনকে প্লেতোর হিতবচন শ্রবণ করাইয়া সৎকর্মে অনুরক্ত করিবার নিমিত্ত অনেক প্রকার কৌশল করিতে লাগিলেন তাহাতে যুবা দাইওনিশস প্লেতোর সহিত সাক্ষাৎ করিতে অত্যন্ত ইচ্ছুক হইয়া এথেন্স দেশে তাহার সমীপে পত্র প্রেরণ করিলেন, ইতালিস্থ পাইথাগোরাসের শিষ্যেরাও রাজ্য গৌরবে উন্মত্ত দাইওনিশসকে সদুপদেশ দ্বারা শাসন করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে সিরাকুশে আগমন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, প্লেতো বিবেচনা করিলেন ঐ অনুরোধ রক্ষা না করিলে লোকে তাহাকে অকর্মণ্য ও বৃথা বাগাড়ম্বরকারী বলিয়া নিন্দা করিবে এই আশঙ্কায় এবং অধিপতির চরিত্র শোধন হইলে সিসিলির সমস্ত দুরবস্থার মোচন হইবে এই প্রত্যাশায় তথায় গমন করিতে সম্মত হইলেন। লেয়র্শস কহেন দাইওনিশস এক নির্দিষ্ট দেশে প্লেতোর রাজনীতির অনুযায়ী হইয়া প্রজাপুঞ্জের শাসন করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন কিন্তু পরে সে অঙ্গীকার পালন করেন নাই এ নিমিত্ত এথিনিয়স প্লেতোর প্রতি রাজ্যলোভী বলিয়া দোষারোপ করিয়াছেন যাহা হউক প্লেতো না আসিতে২ দাইওনের শত্রু পক্ষীয় লোকেরা দাইওনিশসের মতের পরিবর্তন আশঙ্কা করিয়া দেশান্তরস্থিত

ফিলিস্তসকে রাজসভায় আনাইতে রাজাকে প্রবত্ত করিল কেননা ঐ ব্যক্তি অতি বিজ্ঞ হইলেও স্বেচ্ছাচারির মতাবলম্বী ছিল অতএব তাহারা মনে করিল তিনি উপস্থিত থাকিলে প্লেতোর মত প্রবল হইতে পারিবেক না কিন্তু দাইওনের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে প্লেতো আগমন করিলেই রাজার নিষ্ঠুর ব্যবহার শোধিত হইবেক।

জেলিয়স কহেন রোমনগর নির্মাণের চারিশত বৎসর পরে অথচ কেরোনিয়ন সংগ্রামের পূর্বে যৎকালে ফিলিপ রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন সেই সময়ে প্লেতো সিসিলিতে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলেন, দাইওনিশস মহা সমাদর পুরঃসর তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন, তিনি নৌকা হইতে অবরোহণ করিবামাত্র সুসজ্জীভূত রাজশকট তাঁহার নিমিত্ত প্রস্তুত রহিয়াছে অতএব তাহাতেই আরোহণ করিয়া রাজবাটীতে আসিলেন, পরে তাঁহার শুভাগমনে রাজ্যের মঙ্গল হইল এই বিবেচনায় রাজব্যয়ে দেবতারদের নিকট বলিপ্রদান হইল। সিরাকুশের লোকেরা প্লেতোর আগমনে দাইওনিশসের সুশীলতা ও রাজসভার পরিবর্তন এবং উৎসব কালেও পরিমিতাচরণ দেখিয়া আশ্বাস করিতে লাগিল যে তাঁহা হইতে রাজ্যের অবস্থা শোধন হইতে পারিবেক, ফলতঃ তিনি রাজসভা সংক্রান্ত হইলে যাবদীয় পরিষদেরা জ্ঞানোপার্জনে এমত রত হইলেন যে তাঁহারদের ক্ষেত্র পরিমাণ বিদ্যায় অঙ্কপাতে রাজপ্রাসাদ বালুকাময় হইতে লাগিল। তাঁহার আগমনের কিয়ৎকাল পরে এক দিবস রাজবাটীতে বলিদান হইতেছিল এবং দূতেরা রীত্যনুসারে দেব সন্নিধানে ভক্তিপূর্বক প্রার্থনা করিতেছিল যে রাজার আধিপত্য চিরস্থায়ী হউক, দাইওন সেখানে দণ্ডায়মান থাকাতে কহিয়াছিলেন তোমরা আমার প্রতিকূলে প্রার্থনা করিতে কি কখনও ক্ষান্ত হইবা না? ইহাতে ফিলিস্তস ও তাঁহার বন্ধুগণ অত্যন্ত ব্যাকুলহইয়া শঙ্কা করিতে লাগিল যে প্লেতোর আগমনে অল্প কালের মধ্যেই দাইওনিশসের স্বভাব বহুল পরিমাণে প্রকারান্তর হইয়াছে অতএব সে ব্যক্তি আরো কিছুকাল থাকিলে রাজার অনুরাগভাজন হইয়া এতাদৃশ প্রবল হইয়া উঠিবে যে কোন বিষয়ে তাহাকে বাধা দেওয়া যাইবেক না পরে সকলে দাইওনের প্রতি মিথ্যাদোষারোপ করিয়া কহিল যে দাইওন আপনার ভাগিনেয়দিগকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া স্বয়ং ঐশ্বর্য ভোগ করিবার মানসে প্লেতোর মোহন বক্তৃতা দ্বারা রাজাকে মুগ্ধ করত রাজ্যাধিপত্য বিসর্জন পুরঃসর বিদ্যামন্দিরে ক্ষেত্রতত্ত্বানুশীলনে আমোদ করিতে প্রবৃত্তি দিতেছেন। দাইওনিশস এই অপবাদ শুনিয়া অত্যন্ত কোপান্বিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ দাইওনকে এক ক্ষুদ্র নৌকাযোগে ইতালিতে রাখিয়া আসিতে আজ্ঞা দিলেন, প্লেতোর আগমনের চারিমাস

পরে এই ঘটনা হয়। তিনি এই ব্যাপার দেখিয়া দাইওনের মিত্রগণের সহিত ভীত হইয়া আশঙ্কা করিতে লাগিলেন যে ঐ মিথ্যা দোষ প্রসঙ্গে আপনারাও বা দণ্ডিত হয়েন, তৎকালে একটা জনরব হইয়াছিল যে দাইওনিশস প্লেতোকে উক্ত দোষের মূলাধার বোধে বিনষ্ট করিয়াছেন কিন্তু দাইওনিশস প্লেতো প্রভৃতির মনে ভয় জন্মিলে যদি কোন অমঙ্গল উপস্থিত হয় এই আশঙ্কায় তাহাদের সমাদর করিতেন এবং প্লেতোকে নানাপ্রকার প্রিয় বচনে সান্ত্বনা করিয়া রাজভবনে থাকিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন পরে প্রাসাদের সমীপবর্ত্তী উদ্যানের মধ্যে এক সুরক্ষিত গৃহে তাঁহাকে রাখেন, সে স্থান এমত প্রগাঢ় রূপে রক্ষিত ছিল যে দ্বারপালেরাও রাজাজ্ঞা ব্যতীরেকে নির্গত হইত পারিত না। দাইওনিশস এই অভিপ্রায়ে প্লেতোকে উক্ত প্রকার কপটাত্মীয় ভাবে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন যে তিনি গ্রীস দেশে প্রত্যাগমন করিয়া দাইওনের নিকট রাজার অত্যাচার প্রকাশ করিতে না পারেন। কিন্তু বন্যপশু যেমন মনুষ্যের সহবাসে বশীভূত হয় দাইওনিশসও সেইরূপ বারম্বার প্লেতোর উপদেশ শ্রবণ করিয়া শান্তচিত্ত হওত তাঁহার অনুরাগী হইলেন পরন্তু সে অনুরাগ অহঙ্কার বিরহিত হইল না কারণ প্লেতোর, প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা জন্মিল বটে কিন্তু এই বাসনা হইল যেন প্লেতো তাঁহা ব্যতীত অন্য কাহাকেও স্নেহ না করেন, তিনি প্লেতোকে কহিলেন যদি দাইওন অপেক্ষা আমাকে শ্রেষ্ঠতর জ্ঞান কর তবে তোমার হস্তে সমস্ত রাজ্য সমর্পণ করিব। দাইওনিশসের ঐ অসঙ্গত অনুরাগে যদিও প্লেতোর মনে সুখানুভব মাত্র হইত না তথাচ তাহা এমত প্রবল হইয়া উঠিল যে তিনি প্লেতোর সহিত নায়ক নায়িকার ন্যায় ব্যবহার করত কখনও বিবাদ করিতেন কখন বা মিল করিবার নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন, তাঁহার দর্শন শাস্ত্রীয় মতে ভক্তি করিতেন বটে কিন্তু যাহারা কহিত তাহাতে অধিক মনোযোগ করিলে মন্দ হইবেক তাহাদের কথাও অমান্য করিতেন না। কিয়ৎকাল পরে একটা সংগ্রাম উপস্থিত হওয়াতে দাইওনিশস প্লেতোকে স্বদেশে বিদায় করিয়া কহিলেন আগামী বসন্তকালে সন্ধি হইলে পর তোমাকে এবং দাইওনকে সিরাকুশে পুনর্বার আনয়ন করা যাইবেক, পরন্তু এ অঙ্গীকার পালন করেন নাই অতএব প্লেতোর নিকট মার্জনা প্রার্থনা করত লিপিদ্বারা জানাইলেন যে যুদ্ধের নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারেন নাই, রণাবসান হইবামাত্র দাইওনের আহ্বান করিবেন ইতিমধ্যে দাইওন যেন বিরক্ত না হয়েন এবং গ্রীক দিগের নিকট রাজার নিন্দা অথবা অনিষ্ট চেষ্টা না করেন। প্লেতো রাজার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে উদ্যত হইয়া দাইওনকে একাদিমিতে উপদেশ করিতে লাগিলেন, তৎকালে দাইওন এথেন্স নগরস্থ বহুকাল পরিচিত

কেলিপসের ভবনে অবস্থিতি করিতেন। তিনি আমোদ করণার্থ গ্রাম মধ্যে এক বাটী ক্রয় করিয়াছিলেন তথায় কখন২ বিহারার্থ গমন করিতেন পরে সিসিলিতে প্রত্যাগমন কালীন তাহা স্পিউসিপসকে দান করিলেন কেন না প্লেতোর পরামর্শক্রমে তাঁহার সহিত যথেষ্টসৌহার্দ্য করিয়াছিলেন। প্লেতো স্পিউসিপসকে অতি সদাশয় দেখিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন যে গাম্ভীর্যশালী দাইওন ইঁহার সহিত আলাপ করিয়া অবশ্য আমোদিত হইবেক। এক সময় প্লেতো কতিপয় বালকবৃন্দের নৃত্য ও নাট্যক্রীড়ার ব্যয় নির্বাহ করণের ভার গ্রহণ করিয়া ছিলেন কিন্তু দাইওন স্বয়ং তাহাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিয়া সমস্ত ব্যয়ের সমাধা করেন, ইহাতে এথেন্স নগরের লোকেরা দাইওনের এমত বদান্যতা দেখিয়া প্লেতোর সম্মানাপেক্ষা তাহার অধিক অনুরাগ করিত।

দাইওনিশস প্লেতোর প্রতি অলোকতা ব্যবহার করিয়া পণ্ডিত সমাজে দুর্নামগ্রস্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে কলঙ্কমোচনার্থ অনেক বিদ্বান জনকে আহ্বান করিয়া নিজ পাণ্ডিত্য প্রকাশের নিমিত্ত প্লেতোর উপদিষ্ট পদ সকল প্রয়োগ করিতে লাগিলেন কিন্তু অশুদ্ধ প্রয়োগ হওয়াতে প্লেতোর সহিত সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষ করত আক্ষেপ করিতে লাগিলেন যে প্লেতো উপস্থিত থাকিতে কেন এই সকল পদ উত্তমরূপে শিখি নাই এবং সাধ্যানুসারে কেন উপদেশ গ্রহণ করি নাই। পরে স্বেচ্ছাচারী চপল চিত্ত পুরুষের ন্যায় তৎক্ষণাৎ প্লেতোকে দেখিবার নিমিত্ত অস্থির হইলেন ইতিমধ্যে যুদ্ধেরও অবসান হওয়াতে তাঁহাকে সিরাকুশে আসিতে আহ্বান করিলেন কিন্তু পূর্বকৃত অঙ্গীকারানুসারে দাইওনের প্রত্যা-গমনার্থ আজ্ঞা প্রকাশ করিলেন না কেবল এইমাত্র লিখিলেন আপনি ত্বরায় আসিবেন পশ্চাৎ দাইওনকে আনায়ন করা যাইবেক। দাইওনও প্লেতোকে সিরাকুশে যাইবার নিমিত্ত বিস্তর অনুরোধ করিলেন কিন্তু প্লেতো রাজার প্রতিশ্রুত কথার অন্যথা দেখিয়া স্বীয় বার্ধক্যের ছল করত গমন করিতে স্বীকার করিলেন না। তিনি সিসিলি হইতে আসিবার অগ্রে রাজার সহিত আর্কিতাস প্রভৃতি তরেন্তমস্থ কতিপয় ব্যক্তির আলাপ করিয়া দিয়াছিলেন ঐ আর্কিতাস তৎকালে দাইওনের একজন শ্রোতার সমভিব্যাহারে রাজসমীপে উপস্থিত হইল দাইওনিশস প্লেতোর দ্বিতীয়বার অনুরোধ অগ্রাহ্য করণে আপনার মানহানি বিবেচনা করিয়া পুনর্বার তাঁহাকে আনায়ন করিবার নিমিত্ত তিন শ্রেণীর বহিত্রযুক্ত জাহাজ এবং অন্যান্য অর্ণবযান প্রেরণ করিলেন আর তিনি নিশ্চিতরূপে জানিতেন যে সিসিলি দেশীয় যাবদীয় লোকাপেক্ষা আর্কিমিদিসের সহিত প্লেতোর অতিশয় প্রণয় আছে অতএব তাঁহাকে তথাকার কএক মহোদয় পুরুষের সহিত ঐ জাহাজযোগে

পাঠাইয়া দিলেন এবং পাইথাগোরাস মতাবলম্বী আর্কিতাসকে এই লিপি লিখাইলেন যে আমি সত্য করিয়া বলিতেছি তোমার পুনর্বার আগমনে কোন ভয় নাই পূর্বোক্ত ব্যক্তিরা প্লেতোর নিকট উপস্থিত হইয়া দাইওনিশসের স্বাক্ষরিত লিপি তাঁহার হস্তে সমর্পণ করত কহিতে লাগিল রাজা জ্ঞানানুশীলনে বিলক্ষণ যত্নবান হইয়াছেন। সে পত্রের স্থূলার্থ এই যথা।

দাইওনিশসস্য নিবেদনমিদং। (রীত্যনুযায়ী মঙ্গলাচরণের পরে) "আপনি আমার অনুরোধে অন্যান্য কর্মত্যাগ করিয়া সিসিলিতে ত্বরায় আগমন করিবেন দাইওনের বিষয়ে আপনকার অভিমত করা যাইবেক আর এখানে আসিয়া যে বিষয়ে যে প্রকার আজ্ঞা করিবেন সকলি পালন করিব কিন্তু না আসিলে দাইওনের অথবা আপনার নিজ কোন বিষয় সিদ্ধ হইবেক না।"

এবম্প্রকার বিবিধ যত্নে প্লেতো গমন করিতে স্বীকার করিয়া সিসিলিতে উত্তীর্ণ হইলে দাইওনিশস চারি শ্বেতাশ্বের শকটে আরোহণ করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন পরে তাঁহাকে শকট মধ্যে বসাইয়া আপনি সারথ্য কার্য করিতে লাগিলেন সেই সময়ে সিরাকুশ নগরীর এক রসিকব্যক্তি যিনি হোমরের কাব্যে সুপণ্ডিত ছিলেন তিনি ঐ ব্যাপার দেখিয়া তুষ্টহওত ইলিয়াদ গ্রন্থের নিম্ন লিখিত শ্লোক কিঞ্চিৎ পরিবর্ত করিয়া পড়িতে লাগিলেন।

গুরু ভারাক্রান্ত যান দ্রুতগতি যায়।
নরোত্তম স্পর্শে যেন উড়িছে শ্লাঘায়।

ফলতঃ দাইওনিশস প্লেতোর আগমনে যাদৃশ মহাহ্লাদিত হইয়াছিলেন সিসিলি দেশের লোকেরাও তাদৃশ আশ্বাসযুক্ত হইয়া এই বাসনা করিতে লাগিলেন যেন ফিলিস্তস পদচ্যুত হয় এবং উপদিষ্ট প্রজাপীড়ন যেন দর্শনবিদ্যার প্রাদুর্ভাবে রহিত হয়। রাজসভাস্থ নারীগণেরাও মহাসমাদর পূর্বক প্লেতোর আতিথ্য করিলেন আর দাইওনিশস অন্যান্য বন্ধুর অপেক্ষা তাঁহাকে অধিক বিশ্বাস করিতে লাগিলেন, রাজসমীপে আগমনকালীন দৌবারিকেরা সন্দেহপ্রযুক্ত সকলেরি বস্ত্রাদি নিরীক্ষণ করিত কিন্তু প্লেতো দাইওনের প্রিয় সুহৃৎ হইয়াও রাজার এমত শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন যে তিনি একেবারে রাজ সাক্ষাতে আসিতে পারিতেন। দাইওনিশস সময়ক্রমে তাঁহাকে অনেক অর্থ দিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু তিনি গ্রহণ করেন নাই, ওনিতর নামা এক গ্রন্থকার লেখেন যে তিনি অশীতি সংখ্যক তালন্ত মুদ্রা গ্রহণ করিয়া ফাইলোলেয়েসের গ্রন্থাদি ক্রয় করিয়াছিলেন, সিরিনিয়ান আরিষ্টিপল নামা এক ব্যক্তি অর্থগ্রহণে প্লেতোর অনিচ্ছা দেখিয়া কহিয়াছিলেন "রাজা উত্তম বিবেচনায় ধন দান করেন আমরা অধিক আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকি

এ নিমিত্ত আমাদিগকে অল্প দেন কিন্তু প্লেতো নিরাকাঙ্ক্ষ প্রযুক্ত তাঁহাকে যথেষ্ট দান করেন" ইহাতে সকলে যখন তাঁহার প্রতি দোষারোপ করিয়া কহিতে লাগিল যে তিনি দাইওনিশসের নিকট অর্থের প্রার্থনা করেন কিন্তু প্লেতো পুস্তক চাহেন তাহাতে তিনি উত্তর দিলেন "আমি মুদ্রার্থী মুদ্রা চাহি, প্লেতো বিদ্যার্থী পুস্তকের প্রার্থনা করেন।" জেনোফন কহেন প্লেতো ইন্দ্রিয় সুখভোগার্থ সিসিলিতে গমন করিয়াছিলেন আর জেতজস বলেন যে পাকশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া দাইওনিশসের বৃত্তিভোগী প্রিয়পাত্র ছিলেন কিন্তু এসকলি অলীক ও অমূলক, কেননা তিনি কখনই দাইওনিশসের তোষামোদ করিতেন না, একদা উৎসবকালে দাইওনিশস সকল পারিষদ লোককে আজ্ঞা করিয়াছিলেন যে লালঘাঘরা পরিয়া নৃত্য করিতে হইবে তাহাতে তিনি অসম্মত হইয়া কহেন।

বীর বংশ্য হইয়া কি রাজার আদেশে।
এ অঙ্গেতে লজ্জা দিব অঙ্গনার বেশে ?॥

পরে দাইওনিশস নিম্নলিখিত শ্লোক পাঠ করাতে প্লেতো পশ্চাল্লিখিত উত্তর করেন কিন্তু কেহ ২ বলেন আরিষ্টিপস কর্তৃক সে উত্তর প্রদত্ত হয়। যথা দাইওনিশসের উক্তি,

স্বেচ্ছাচারি রাজদ্বারে লইলে আশ্রয়।
স্বতন্ত্রেরো পরতন্ত্র স্বরূপত্ব হয়॥

প্লেতোর উত্তর,

স্বতন্ত্র পুরুষ নাহি পরতন্ত্র হয়।

দাইওনিশস পূর্বে প্লেতোর নিকট স্বীকার করিয়াছিলেন যে তাঁহার নিয়মানুসারে কোন নগরের রাজকার্য হইবেক অতএব প্লেতো কিয়ৎকালানন্তর তাঁহাকে ঐ কথা স্মরণ করিয়া দিলেন কিন্তু তিনি সে অঙ্গীকার আর পালন করিলেন না, পরে প্লেতো দাইওনের বিষয় কহিতে লাগিলেন তাহাতেও তৎক্ষণাৎ মনোযোগ দিলেন না বরং অবশেষে গোপনে তাঁহার সহিত বিরোধ করিলেন কিন্তু তাহা অন্য কেহ জানিতে পারে নাই কেননা পূর্ববৎ প্লেতোর সমাদর করিয়াছিলেন বলে তাঁহার তাৎপর্য এই ছিল যে প্লেতো যেন দাইওনের সহিত আত্মীয়তা ত্যাগ করেন। প্লেতো পূর্বাবধি জানিতেন যে দাইওনিশসের কথার স্থৈর্য নাই কেননা তাহার সকল কার্যেই শঠতা ছিল কিন্তু একথা ব্যক্ত না কয়িয়া সকলই সহ্য করত তাহার প্রতি আপনার বিশ্বাস দেখাইতেন ফলতঃ তাঁহারা দুই জনেই কপটাত্মীয় ভাবে থাকিতেন এবং মনে করিতেন যে কেহ পরস্পরের অন্তঃকরণের কথা জানিতে পারে নাই। সিজিকস দেশীয়

হেলিকন নামে প্লেতোর একজন বন্ধু ভাবি সূর্যগ্রহণের কথা প্রচার করেন এবং তাঁহার গণনানুসারে গ্রহণ হয় তাহাতে দুরাত্মা দাইওনিশস তাঁহার সম্মান করিয়া এক তালন্ত রৌপ্য মুদ্রা প্রদান করেন সে সময়ে আরিষ্টিপস অন্যান্য পণ্ডিতগণের সহিত পরিহাসচ্ছলে কহিতে লাগিলেন আমি ইহা অপেক্ষা অদ্ভুত ভাবি ঘটনার কথা কহিতে পারি, পরে সকলে ঐ ভবিষ্যদ্বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিলে কহিলেন প্লেতো এবং দাইওনিশসের মধ্যে আশু বিচ্ছেদ ঘটিবে ফলেও তাঁহার কথা সত্য হইয়াছিল। পূর্বে দাইওনিশস দাইওনের প্রাপ্য বার্ষিক উপস্বত্ব পিলপনিশসে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিতেন এক্ষণে ভাগিনেয় অর্থাৎ দাইওনের পুত্রকে দিবার ছলে আপনার হস্তে রাখিতে লাগিলেন ইহাতে প্লেতো বিরক্ত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমনের মানস ব্যক্ত করিয়া কহিলেন দাইওনের প্রাত অত্যাচার হইতে লাগিল অতএব আর এখানে থাকিতে পারি না, কিন্তু দাইওনিশস নানাবিধ প্রীতি বচন দ্বারা তাঁহাকে থাকিতে অনুরোধ করিলেন কেন না মনে২ ভাবিলেন যে ইহাকে স্বদেশে বিদায় করিয়া দিলে আপনার সকল চাতুরী শীঘ্র প্রকাশ হইবেক পরন্তু প্লেতো কোনো প্রকারে তাঁহার মতানুবর্তী না হওয়াতে তাঁহার গমনের উপায় করিতে চাহিলেন। অবশেষে প্লেতো সামান্য নৌকায় গমন করিতে উদ্যত হইলে দাইওনিশস পর-দিবস তাঁহাকে অনুকম্পা সূচক অনেক বাক্য কহিতে লাগিলেন "দাইওনের সহিত আমার যে বিবাদ আছে তাহার নিষ্পত্তি করণার্থ আপনার অনুরোধে আমি এপর্যন্ত স্বীকার করিতে পারি যে দাইওন পিলপনিশসে থাকিয়া নিজ সম্পত্তির বাৎসরিক উপস্বত্ব পাইবেন এবং দেশান্তর গত ব্যক্তির মধ্যেও গণ্য হইবেন না আর যখন আপনকার এবং আমার বিবেচনায় উচিত বোধ হইবে তখন আসিতে পাইবেন সংপ্রতি আপনি ও আপনার বন্ধুগণ এবং তাঁহার অত্রস্থ আত্মীয়বর্গ অভিভাবক থাকিলেন, অতঃপর তিনি আপনকার হস্ত হইতে নিয়মিত উপস্বত্ব প্রাপ্ত হইবেন আমি তাঁহাকে প্রত্যয় করিতে পারি না আপনার প্রতি আমার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে অতএব আপনি আরো একবৎসর এস্থানে অবস্থিতি করুন পরে তাঁহার বাৎসরিক মুদ্রা লইয়া যাইবেন তাহাতে তাঁহার প্রতি আপনার অনুগ্রহও প্রকাশ হইবেক।" প্লেতো সমস্ত দিন ব্যাপিয়া বিবেচনার পর উক্ত প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং তদনুসারে দাইওনের নিকট এক লিপি প্রেরণ করিলেন, কিন্তু দাইওনিশস যখন দেখিলেন যে জাহাজ সকল যাত্রা করিয়াছে এবং প্লেতোর স্বদেশে গমনের আর কোন উপায় নাই তখন আপনার অঙ্গীকার ভঙ্গ করত দাইওনের সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর দাইওনিশসের সৈন্য মধ্যে রাজ বিদ্রোহ উপস্থিত হইল, কথিত আছে যে হিরাক্লিদিস নামে প্লেতোর একজন বন্ধু হইতে ঐ বিদ্রোহের সূত্র হয়। দাইওনিশস তাহাকে ধৃত করিবার নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু ধরিতে পারেন নাই। একদিবস উদ্যানে ভ্রমণ করিতে ২ থিওদোতিসকে নিজ সমীপে আহ্বান করিয়াছিলেন। থিওদোতিস বিরলে তাঁহার সহিত কথোপকথন করিয়া প্লেতোকে তথায় ভ্রমণ করিতে দেখিয়া সম্বোধন করত কহিলেন "ওহে প্লেতো আমি রাজাকে বুঝিয়া কহিতেছি যে হিরাক্লিদিসের প্রতি যে দোষারোপ হইয়াছে তদ্বিষয়ে তাহার উত্তর শ্রবণ করা কর্তব্য আর রাজা যদি তাহাকে সিসিলিতে থাকিতে না দেন তবে যেন পিলপনিশসে গিয়া সপরিবারে বাস করিতে অনুমতি দেন এবং তথায় যাবৎ কোন কুমন্ত্রণা না করে তাবৎ আপনার বৃত্তি ভোগ করিতে পায়। আমি পূর্বে এই প্রতীতিতে তাঁহাকে আহ্বান করিতে পাঠাইয়াছিলেন এবং এক্ষণেও পুনর্বার পাঠাইতেছি দাইওনিশস আমার সাক্ষাতে অঙ্গীকার করিয়াছেন যে প্রথম অথবা দ্বিতীয় সংবাদে তিনি এখানে আসিলে নগরের মধ্যে কিম্বা বাহিরে তাঁহার কোন হানি হইবেক না কিন্তু রাজা এমত পণ করিতে পারেন যে যদবধি তাহার নির্দোষিতা নিশ্চিতরূপে সপ্রমাণ না হয় তদবধি দেশান্তরে রাখিবেন।" পরে থিয়োদোতিস দাইওনিশসকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন আপনি উক্ত বিষয়ে সম্মত আছেন?" তাহাতে দাইওনিশস কহিলেন "হাঁ আমি সম্মত আছি, যদি তিনি তোমার বাটিতেও থাকেন তথাপি তাহার আপদ হইবেক না।" পরদিবস (অর্থাৎ প্লেতোর সিসিলি পরিত্যাগ করণের প্রায় বিংশতি দিবস পূর্বে) হউরিবিয়স ও থিওদোতিস ব্যাকুল চিত্তে ব্যস্ত হইয়া প্লেতোর নিকট হঠাৎ উপস্থিত হইলেন এবং থিওদোতিস কহিলেন "ওহে প্লেতো গতকল্য যখন আমি হিরাক্লিদিসের নিমিত্ত রাজার সহিত কথোপকথন করিতে ছিলাম তৎকালে তুমি উপস্থিত ছিলা?" প্লেতো বলিলেন "হাঁ ছিলাম" পরে থিওদোতিস কহিলেন "এখন শুনিতেছি রাজা তাহাকে ধৃত করিবার নিমিত্ত স্বীয় কর্মকারিদিগকে পাঠাইয়া দিয়াছেন তিনিও নিকটস্থ কোন স্থানে আছেন অতএব আইস দাইওনিশসের নিকট গিয়া সকলে তাহার রক্ষার্থ চেষ্টা করি।" অনন্তর তাহারা দাইওনিশসের সমীপে গমন করত মৌনাবলম্বনে দণ্ডায়মান হইয়া রোদন করিতে লাগিল কিন্তু প্লেতো কহিলেন "হে রাজন্ ইহাঁরদের মনে এই শঙ্কা হইয়াছে যে আপনি গত দিবসের অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া হিরাক্লিদিসের অনিষ্ট কল্পনা করিতেছেন বোধ করি সে

ব্যক্তি নিকটস্থ কোন স্থানে আছে।” দাইওনিশস এই কথা শুনিবা মাত্র ক্রোধে প্রজ্বলিত হইলেন এবং তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, থিওদোতিস তাহা দেখিয়া রাজার চরণে পড়িলেন এবং হস্ত ধারণ পূর্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। প্লেতো কহিলেন ওহে থিওদোতিস ভয় নাই ক্ষান্ত হও রাজা কল্য যাহা অঙ্গীকার করিয়াছেন তাহাও অন্যথা করিবেন না, দাইওনিশস ইহা শুনিয়া প্লেতোর প্রতি কোপ দৃষ্টিতে কহিলেন “তোমার নিকট কোন অঙ্গীকার করিনাই,” প্লেতো বলিলেন “আমি পরমেশ্বরের শপথ করিয়া কহিতে পারি থিওদোতিস যন্নিমিত্ত ব্যগ্রতা করিতেছেন কল্য আপনি তাহা তাহা স্বীকার করিয়াছিলেন।” প্লেতো পূর্বে একবার হিরাক্লিদিসের জন্য দাইওনিশসকে অনুরোধ করিয়াছিলেন তাহাতে দাইওনিশস যদ্রূপ উত্তর করেন এক্ষণেও আর্কিমিদিস ও আরিস্তক্রেতসের সম্মুখে তদ্রূপে কহিলেন “তোমা অপেক্ষা হিরাক্লিদিস ও অন্যান্যের প্রতি আমার অধিক মমতা আছে” পরে তাহাদেরি সাক্ষাৎ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি সিরাকুশে আসিয়া প্রথমতঃ আমাকে গ্রীস নগরের আধিপত্য ত্যাগ করিতে পরামর্শ দেও স্মরণ আছে কিনা? প্লেতো উত্তর করিলেন আমার স্মরণ আছে এবং এক্ষণেও কহিতেছি তাহা ত্যাগ করা ভাল কিন্তু আপনাকে জিজ্ঞাসা করি আমি কি কেবল ঐ একটি পরামর্শ দিয়াছিলাম? দাইওনিশস রাগ ও স্পর্দ্ধার সহিত অবজ্ঞাপূর্বক হাস্য করত কহিলেন তুমি কি আমাকে বালকের ন্যায় উপদেশ দিয়াছিলা? প্লেতো বলিলেন স্মরণ করিলেই হয়, দাইওনিশস কহিলেন কি স্মরণ করিব? তুমি কি আমাকে ক্ষেত্রতত্ত্ব অথবা অন্য কোন শাস্ত্রের উপদেশ দিয়াছিলা? প্লেতো স্বদেশ গমনের উদ্যোগে ছিলেন তাহাতে যদি কোন ব্যাঘাত হয় এই আশঙ্কায় আর বাক্ কলহ না করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন পরে দাইওনিশস হিরাক্লিদিসকে ধৃত করণার্থ প্রতিজ্ঞা করিলে সে কার্থেজে পলায়ন করিল।

দাইওনিশস প্লেতোর প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া দাইওনের মুদ্রা সংগ্রহ করা স্থগিত করিলেন এবং প্লেতোকে রাজবাটী হইতে বহিষ্কৃত করিবার মানসে ছল করিয়া কহিলেন “তুমি রাজসদনের সমীপস্থ যে উদ্যানে বাস করিতেছ সেখানে দশ দিবসের জন্য স্ত্রীলোকদিগের উৎসব হইবে” পরে তাহাকে আর্কিমিদিসের সহিত রাজবাটীর বাহিরে থাকিতে আজ্ঞা দিলেন ইতিমধ্যে থিওদোতিস প্লেতোকে আহ্বান করিয়া দাইওনিশসের ব্যবহারের নিন্দা করিয়াছিলেন এবং প্লেতোও তাহার নিকট গমনাগমন করিতেন দাইওনিশস এ সংবাদ শ্রবণ করাতে অসন্তোষ প্রকাশের আর এক সূত্র পাইলেন এবং প্লেতোর নিকটে দূত পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন থিওদোতিসের সমীপে যাতায়াত করিয়াছেন কিনা? প্লেতো স্বীকার করিলে

দূত কহিল রাজা তোমার নিকট এই কহিতে আমাকে আজ্ঞা দিলেন যে তুমি দাইওনিশসকে পরিত্যাগ করিয়া দাইওন ও তাঁহার মিত্রগণের সহিত প্রণয় করিয়া ভাল করিতেছ না। দাইওনিশস তদবধি রাজসভামধ্যে প্লেতোকে আহ্বান করিতেন না এবং তাঁহাকে আপনার পরম শত্রু ও থিওদোতিস এবং হিরাক্লিদিসের পরম সুহৃৎ বোধ করিতে লাগিলেন। প্লেতো রাজবাটীর বাহিরে প্রহরি সেনা-গণের মধ্যে রহিলেন, তিনি দাইওনিশসকে স্বেচ্ছাচার ত্যাগ করিতে ও প্রহরি দিগকে বিদায় করিয়া দিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন ইহাতে প্রহরিরা পূর্বাবধি তাঁহার দ্বেষ করিত এক্ষণে তাঁহার বধ করণার্থ নানা প্রকারে চেষ্টা করিতে লাগিল। কেহ২ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া কহিল আপনি এই উপদ্বীপের স্বাধীনতা স্থাপনের নিমিত্ত দাইওন ও থিওনিদিসকে প্রবৃত্তি দিয়া-ছিলেন একারণ রাজপ্রহরিদের মধ্যে আপনার অত্যন্ত দুর্নাম হইয়াছে তাহারা আপনাকে সুযোগমতে পাইলে সংহার করিবে এমত প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, প্লেতো ইহা শুনিয়া পলায়নের পথ করণার্থ তরেন্তম নিবাসী আর্কিতাস এবং অন্যান্য সুহৃদগণকে আপনার বিপদ জানাইলেন তাঁহারা তাঁহাকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত আপনারদিগের সম্প্রদায়ের লেমস্কস নামে এক ব্যক্তিকে রাজদূতচ্ছলে তিন শ্রেণীর বহিত্রযুক্ত এক নৌকা যোগে পাঠাইয়া দিলেন এবং দাইওনিশসকে নিবেদন করিলেন যে আর্কিতাসের কথা প্রমাণ প্লেতো সিরাকুশে গমন করিয়া-ছিলেন আর্কিতাসও দাইওনিশসকে এই পত্র লিখিলেন যথা।

আর্কিতাস দাইওনিশসের কুশল প্রার্থনা করেন, আমরা আপনকার অঙ্গীকারানু-সারে প্লেতোকে এখানে আনয়ন করিবার নিমিত্ত লেমস্কস ও ফোতিদিসকে প্রেরণ করিতেছি, আপনি প্লেতোকে সিরাকুশে আহ্বান করণার্থ আমারদিগকে কি পর্যন্ত অনুরোধ করিয়াছিলেন তাহা বিবেচনা করিবেন আপনি কহিয়াছিলেন যে তাঁহার মতানুসারে সমস্ত কার্য করিবেন ও তাঁহাকে স্বেচ্ছাক্রমে থাকিতে অথবা স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে দিবেন, আর তাঁহার প্রথম আগমনে কত সমাদর করিয়া-ছিলেন ও তাঁহাকে কতপ্রকারে সম্মান দিয়াছিলেন তাহাও স্মরণ করিবেন এক্ষণে যদি তাঁহার সহিত বিবাদ হইয়া থাকে তবে সমাদর পূর্বক রাখিয়া নিরাপদে প্রেরণ করা উচিত তাহা করিলে ন্যায়াচরণ হইবে আমরাও বাধিত থাকিব।

অনন্তর দাইওনিশস ক্রোধ সম্বরণ করিয়া আপনার দোষ খণ্ডনার্থ প্লেতোকে উত্তমরূপে ভোজন করাইতে লাগিলেন, পরে অনেক স্নেহ চিহ্ন প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে স্বদেশে পাঠাইয়া দিলেন। এক দিবস তাঁহাকে কহিয়াছিলেন ওহে প্লেতো আমার আশঙ্কা হইতেছে তুমি আত্মবন্ধু দিগের নিকটে গিয়া আমার

নিন্দা করিবে তাহাতে তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া উত্তর করেন পরমেশ্বর যেন একাদিমিতে কথোপকথনের বিষয় এমত ন্যূন না করেন যে অন্যান্য প্রসঙ্গাভাবে আপনকার প্রসঙ্গ করিতে হয়। প্লেতোর যাত্রাকালীন দাইওনিশস তাঁহাকে কহিলেন জনশ্রুতি দ্বারা শুনা যায় যে দাইওন আপনার পত্নীর সহিত প্রণয় করেন না এবং স্বচ্ছন্দেও বাস করিতে পারেন না অতএব অন্য ব্যক্তির সহিত তাঁহার স্ত্রীর বিবাহ দিলে তিনি কি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইবেন, আপনি ইহার অনুসন্ধান করিবেন। প্লেতো প্রত্যাগমন করিয়া পিলোপনিশসে উপস্থিত হইলে সে-সময়ে তথায় ওলিম্পিক উৎসব হইতেছিল সকল লোকে তাঁহার আগমন বার্ত্তা শুনিয়া ক্রীড়া পরিত্যাগ পূর্বক তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিল। দাইওন ওলিম্পিকের ব্যায়াম দেখিতেছিলেন প্লেতো তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সকল বিষয় বিদিত করাইলেন তাহাতে তিনি দাইওনিশসের অসদ্ব্যবহার শুনিয়া প্রতিফল দিতে উদ্যত হইলে প্লেতো তাঁহাকে বুঝাইয়া ক্ষান্ত করিলেন। অনন্তর এথেন্সে আগমন পূর্বক লিপিযোগে দাইওনিশসকে সকল সমাচার স্পষ্টরূপে অবগত করিলেন কিন্তু দাইওনের স্ত্রীর বিষয় এমত অস্পষ্টরূপে লিখিলেন যে দাইওনিশস ব্যতীত অন্য কেহ তাহা বুঝিতে পারে নাই, আরো তাঁহাকে জানাইলেন যে দাইওনের ভার্যার বিষয়ে যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহা সম্পন্ন করিলে তিনি অত্যন্ত রুষ্ট হইবেন। দাইওনিশস দাইওনের সহিত পুনর্বার সম্প্রীতি হইবার আশ্বাসে অনেককাল পর্যন্ত তাঁহার পত্নী অথচ স্বীয় ভগিনী আরিতীকে অন্যের সহিত বিবাহ দেন নাই কিন্তু পরে যখন দেখিলেন সদ্ভাব হওয়া সুকঠিন তখন ভগিনীর অমতেও তিমক্রেতিস নামক একজন বন্ধুর সহিত তাহার বিবাহ দিলেন। দাই-ওন এই সংবাদ শ্রবণে প্লেতোর ক্ষান্তি পোষক পরামর্শ না শুনিয়া যুদ্ধার্থে উদ্যত হইলেন। প্লেতো দাইওনিশসের নিকট প্রথমতঃ সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং দাইওনেরও বৃদ্ধাবস্থা হইয়াছিল এ নিমিত্তে ঐরূপ পরামর্শ দেন, পরন্তু এলিএন কহেন যে প্লেতোই দাইওনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করান আর প্লুটার্কের মতে স্পিউসি-পস হইতে উক্ত কার্য হয়।

তাঁহার রাজকীয় শক্তি : এথেন্স দেশের লোকেরা যে সকল নিয়মে চলিত তাহা প্লেতোর মতের সহিত ঐক্য হইত না। এ নিমিত্ত তিনি রাজ্য বিষয়ে মনোযোগ না দিয়া বিদ্যালয়েই কালযাপন করিতেন কিন্তু তাঁহার গ্রন্থাদিতে প্রকাশ পায় যে রাজনীতি বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলেন না।

অর্কেদিয়ন ও থিবেন লোকেরা প্লেতোর সুখ্যাতি শুনিয়া যুবকগণের জ্ঞান শিক্ষার নিমিত্ত বিশেষতঃ মেগালাপোলিস নগরের নিয়মাদি স্থাপনার্থ তাঁহাকে

আনাইতে দূত প্রেরণ করিয়াছিল, ১০৩ ওলিম্পিডের প্রথম বৎসরে অর্কেদিয়ন জাতিরা লেসিডিমনদেশীয় লোক কর্তৃক পরাজিত হইয়া উক্ত নগর নির্মাণ করে প্লেতো সেখানে যাইতে আহূত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে দূতদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে প্রজাগণের মধ্যে ভূম্যাদি সমান করিয়া বিভাগের বিষয়ে তাঁহাদিগের কি মত? তাহাতে তাহারদের অমত শুনিয়া স্বয়ং গমনে অস্বীকার করত আপনার পরম মিত্র আরিস্তনিমসকে পাঠাইয়া দিলেন।

সিরিনিয়েরাও স্বীয় নগরের নিয়মাদি স্থাপনার্থ তাঁহার নিকটে দূত প্রেরণ করিয়াছিল' তিনি তাহারদের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া কহিলেন ঐশ্বর্যমত্ত লোকদিগের জন্য নিয়ম করা অতি কঠিন ব্যাপার।

কিন্তু অন্যান্য অনেক লোকেরদের নিবেদন গ্রাহ্য করিয়া আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিয়াছিলেন।

সিরাকুশের রাজা সিংহাসনচ্যুত হইলে তিনি সেখানকার রাজকীয় কার্যের সুনিয়ম করিয়া দেন।

ক্রিটানেরা মেগ্নিসিয়া নগর নির্মাণ করিলে শ্রেণীমতে নিয়মসকল সংকলন করত দ্বাদশ পুস্তক সংগ্রহ করিয়া দেন।

তিনি ব্যবস্থা সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত ইলিএনদিগের নিকট ফর্মিওকে এবং পিরিনিয়নদিগের সমীপে মিদিদিমসকে প্রেরণ করেন, তাহারা তাঁহার পরম সুহৃৎ ছিল।

কেহ২ তাঁহার নিন্দা করিয়া কহেন যে রাজ শাসন বিষয়ে যে সকল ব্যবস্থা ও নিয়মাদি করিয়াছিলেন তাহা অতি কঠিন সুতরাং কোন জাতিকে তদনুযায়ী আচরণে প্রবৃত্ত করিতে পারেন নাই এবং এথিনিয়েরা দ্রেকো ও সোলনের নিয়মানুসারে চলিত ও তাঁহার ব্যবস্থার প্রতি পরিহাস করিত পরন্তু পূর্বোক্ত প্রমাণে একথা অলীক বোধ হয়।

তাঁহার সদ্‌গুণ ও সুনীতির কথা : তিনি দার পরিগ্রহ করেন নাই এবং পর-স্ত্রীতেও আসক্ত ছিলেন না একারণ বার্ধক্যাবস্থায় সামান্য লোকদিগের মতানুসারে সন্তানোৎপাদনে ক্রটির প্রায়শ্চিত্তার্থ সৃষ্ট্যধিষ্ঠাত্রী দেবতার উদ্দেশে বলি প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার ধৈর্য গাম্ভীর্যের কখন বিরাম হয় নাই তাঁহার এক জন শিষ্য অধ্যয়নান্তে মাতা পিতার নিকট গমন করিয়া কোন দিন জনককে উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিতে শুনিয়া কহিয়াছিল "প্লেতোকে কখন এবম্প্রকার করিতে দেখি নাই"। তিনি প্রত্যহ একবার মাত্র ভোজন করিতেন দ্বিতীয়বার আহার করিতে হইলে অত্যল্প খাইতেন এবং একাকী শয়ন করিতেন অন্যের

সহিত একত্র শয়ন ভাল বাসিতেন না আর সদ্বিবেচনা ধীরতা মহানুভবতা প্রভৃতি অন্যান্য যে২ সদ্‌গুণ ধারণ করিতেন তাহারও অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

এন্তিমেকস ও নিসিরেতস নামে দুই ব্যক্তি পারিতোষিক প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় লাইসন্দরের প্রশংসাসূচক কতকগুলি পদ্য রচনা করেন পরে নিসিরেতস পুরস্কার প্রাপ্ত হইলে এন্তিমেকস ক্রুদ্ধ হইয়া আপনার লিখিত কবিতা খণ্ড২ করিয়া ফেলিলেন, তৎকালীন প্লেতোর বয়ঃক্রম অত্যল্প ছিল তথাচ এন্তিমেকসের কাব্য শক্তির প্রশংসা করিয়া সান্ত্বনার্থ কহিয়াছিলেন যে "অন্ধ ব্যক্তিদিগের যেমন অন্ধত্বই পীড়া, মূর্খ লোকদিগের তদ্রূপ মূর্খতাই রোগ।"

কোন সময়ে তিনি আপনার কিঙ্করকে অপরাধী দেখিয়া তাহার গাত্রের বস্ত্র উত্তারণ করত স্কন্ধদেশে বেত্রাঘাত করিতে উদ্যত হয়েন ইতিমধ্যে হঠাৎ জানিতে পারিলেন যে তাঁহার ক্রোধ জন্মিয়াছে অতএব আত্মহস্ত সঙ্কুচিত করিয়া নিস্তব্ধ হইয়া থাকিলেন সেই সময়ে তাঁহার একজন বন্ধু তথায় উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি করিতেছ? তাহাতে তিনি উত্তর করেন "একজন ক্রোধি মনুষ্যের দণ্ড করিতেছি।"

অপর কোন সময়ে তিনি ভৃত্যের দোষে বিরক্ত হইয়াছিলেন ইতিমধ্যে স্পিউসিপস দৈবাৎ উপস্থিত হইলে তাঁহাকে (লেয়র্শসের মতে জিনক্রেতসকে) কহিলেন "তুমি ইহাকে প্রহার কর, কেন না আমি রাগান্বিত হইয়াছি," আর এক সময় দাসকে বলিয়াছিলেন "যদি আমার ক্রোধোদয় না হইত তবে তোমাকে প্রহার করিতাম।" এবম্ভূত বচনের তাৎপর্য এই যে ক্রোধপূর্বক শাসন করিলে বিবেচনার সীমা অতিক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা অতএব প্রভু ও ভৃত্য উভয়ের তুল্যরূপ দোষী হওয়া উচিত হয় না।

কেব্রিয়স সেনাপতি বধার্হ বলিয়া অপবাদিত হইলে কেহই তাহার আনুকূল্য করেন নাই কেবল প্লেতো সপক্ষতা করিয়াছিলেন, ক্রোবিউলস নামক এক নিন্দক তাহাকে কেব্রিয়সের সহিত কারাগারে যাইতে দেখিয়া কহিল "আপনি কেন ইহার আনুকূল্য করিতে যাইতেছেন আপনি কি জানেন না সক্রেতিস যে বিষপানে মরিয়াছেন আপনার নিমিত্তও তাহা প্রস্তুত আছে? তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন পূর্বে দেশের মঙ্গলার্থ যেমন প্রাণ সঙ্কট স্বীকার করিয়াছিলাম এক্ষণেও বন্ধুর সাহায্যার্থে তদ্রূপ করিব।

ওলিম্পিক উৎসব কালে কতিপয় বিদেশীয় ব্যক্তির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় তাহাদিগের সঙ্গে পূর্বে আলাপ পরিচয় ছিল না তথাচ এমত আত্মীয়ভাবে একত্র ভোজন করত শিষ্টালাপ করিয়াছিলেন যে তাহাদের অন্তঃকরণ প্রেমার্দ্র হইয়া-

ছিল কিন্তু তাহাদিগের নিকট আপনার নাম ব্যতীত একাদিমির অথবা সক্রেতিসের কোন কথা উল্লেখ করেন নাই পরে তাহারা এথেন্সে আগমন করিলে তিনি পুনশ্চ সমাদরপূর্বক আতিথ্য করিলেন তাহারা কহিল "ওহে প্লেতো তোমার নামধারী সক্রেতিসের একজন শিষ্য আছেন তাঁহার নিকটে চল আর একাদিমিতে আমাদিগকে লইয়া গিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করাইয়া দেও আমরা তাঁহাকে জানিতে চাহি" তিনি ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিলেন "আমিই সেই প্লেতো"তাহার অজ্ঞানতঃ এমত মহৎ লোকের সহিত যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়াছিল অতএব পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া বিস্ময়াপন্ন হইল ফলতঃ প্লেতো কখনই কোন বিষয়ে আড়ম্বর প্রকাশ করিতেন না, তিনি দর্শন শাস্ত্র সম্বন্ধে যে ২ বক্তৃতা করিতেন তদ্ব্যতীত তাঁহার সামান্য কথোপকথনেও লোকের মনোরঞ্জন হইত।

তিনি বিদ্যালয়ের বাহিরে যাত্রাকালে বিদ্যার্থিবর্গকে সর্বদা কহিতেন "হে বালকগণ কর্মের অবসর হইলেও বৃথা সময়ক্ষেপ করিও না"।

একটা উৎসবকালে কতকগুলিন লোক বাদ্যকর আনাইয়াছিল তাহাতে তিনি বক্তৃতাকরণের প্রতিবন্ধক দেখিয়া তাহারদিগের প্রতি দোষারোপ করেন।

একদা এক যুবক ব্যক্তিকে অক্ষক্রীড়া করিতে দেখিয়া অনুযোগ করিয়াছিলেন তাহাতে যুবা কহিল "আপনি এই সামান্য বিষয়ের জন্য আমাকে ভৎর্সনা করেন" তিনি উত্তর করেন "কুরীতি সামান্য বিষয় নয়"।

কোন ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন উত্তরকালের লোক দিগের জ্ঞাপনার্থ প্রাচীন ব্যক্তিদের ন্যায় তাঁহার বচন ও কার্যের বর্ণনা করা উচিত কি না? তিনি উত্তর করেন "প্রথমে আমারদিগের নাম হউক পরে অন্যান্য বিষয় সিদ্ধ হইবে"।

কোন সময়ে তিনি অশ্বোপরি আরোহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ অবরোহণ করত শ্লেষ বাক্যে কহেন "আমার ভয় হইতেছে পাছে ঘোড়ারোগে গর্বিত হই।"

তিনি মদোন্মত্ত ও ক্রোধাসক্ত ব্যক্তিদিগকে স্ব২ দোষ হইতে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত দর্পণে মুখাবলোকন করিতে পরামর্শ দিতেন।

তিনি নিদ্রার প্রতি বিরক্ত ছিলেন একারণ আপন সংগৃহীত ব্যবস্থায় নিদ্রালু ব্যক্তিদিগকে অকর্মণ্য কহেন।

মিথ্যা জল্পনাপেক্ষা সত্যে সকলের পরম সন্তোষ জন্মে এ নিমিত্ত কহিয়াছিলেন "ওহে অতিথি সত্যই নিত্য ও সার পদার্থ কিন্তু আমরা তাহা সহজে বুঝিতে পারি না"।

এক ব্যক্তি তাঁহাকে কহিয়াছিল জিনক্রেতিস তোমার প্রতি দোষারোপ করিয়া অন্যায় কটূক্তি করিয়াছে তিনি তাহাতে বিশ্বাস না করিয়া কহেন "আমি

যাহাকে প্রিয় বোধ করি সে অপ্রিয় বাক্য কহিবেক ইহা সম্ভব হয় না"। পরে ঐ বিজ্ঞাপক ব্যক্তি শপথ করিয়া কহাতে তাহাকে মিথ্যাবাদী করিতে অনিচ্ছুক হইয়া কহিলেন "তবে জিনক্রেতিস কোন কারণ বশত তাদৃশ উক্তি করিয়া থাকিবেন"।

তিনি কহিতেন যে বিজ্ঞ মনুষ্যেরা কৃতাপরাধ নিমিত্ত দণ্ডবিধান করেন না আর দোষ না হয় এতদর্থই শাসন করিয়া থাকেন।

তিনি এগ্রিজেন্তাইনদিগের ঐশ্বর্যশালী অট্টালিকা ও সুখসেব্য ভোজন সন্দর্শন করিয়া কহিয়াছিলেন এই জাতীয়েরদের গৃহ নির্মাণ দেখিয়া বোধ হয় ইহারা আপনারদিগকে চিরজীবী জ্ঞান করে কিন্তু ইহারদের আহার দেখিলে বোধ হয় আশু মৃত্যুর আশঙ্কা করে।

তিনি কোন দুষ্ট লোককে কাহার স্বপক্ষে কথোপকথন করিতে শুনিয়া কহিয়াছিলেন এ ব্যক্তি আপন অন্তঃকরণ জিহ্বাগ্রে আনিয়াছে।

কেহ নিন্দা করিয়াছে ইহা তাহার কর্ণগোচর হইলে কহিতেন, ক্ষতি কি ? আমি এমত আচরণ করিব যে কেহই উহার কথায় বিশ্বাস করিবেক না।

এক সৎকুলোদ্ভব এবং যুবক ব্যক্তি আপনার সমুদায় ধন সম্পত্তি নষ্ট করিয়া পথিকাবাসের দ্বারোপরি উপবেশনপূর্বক কিঞ্চিৎ রুটি ভোজন ও জলপান করিতেছিল প্লেতো ইহা দেখিয়া কহিলেন "যদি পূর্বে এপ্রকার পরিমিতাহার করিতাম তবে এক্ষণে এই রাত্রিভোজ্যে জীবন ধারণ করিতে হইত না।"

তিনি এন্তিস্থিনিসকে বহুল পরিমাণে বক্তৃতা প্রস্তুত করিতে শুনিয়া কহিয়াছিলেন বক্তৃতার পরিমাণ করা বক্তার কর্তব্য নহে শ্রোতাতেই তাহা করিয়া থাকে।

কোন বালককে আপনার পিতার প্রতি উপেক্ষা করিতে দেখিয়া কহিয়াছিলেন "যাহা হইতে আপনাকে উৎকৃষ্ট জ্ঞান করিতে পাইয়াছ তাহাকে কি অপকৃষ্ট জ্ঞান করিবা"।

অপর একজন শিষ্যকে আত্ম শরীরের প্রতি অধিক যত্ন করিতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন "আপনার কারাগার নির্মাণার্থ স্বয়ং এত পরিশ্রম কেন কর" ?

রাজকার্যালয়ে লিও (অর্থাৎ সিংহ) নামে বিখ্যাত এক ব্যক্তি চীৎকার শব্দ করিয়া নিন্দিত হইলে তিনি কহিয়াছিলেন "এ ব্যক্তি সিংহই বটে।"

জিনক্রেতিস জন্মাবধি গম্ভীর স্বভাব ছিলেন দৈবাৎ কোনসময়ে একটা রহস্য কথা কহিয়া ছিলেন তাহা শুনিয়া প্লেতোর শিষ্যেরা চমৎকৃত হইলে প্লেতো কহেন তোমরা কেন আশ্চর্যান্বিত হইতেছে কণ্টকের মধ্যে কি গোলাপ ও কানুড় পুষ্প জন্মে না ?

জিনক্রেতিস গভীরভাবে কথোপকথন করিতেন এ নিমিত্ত প্লেতো তাঁহাকে উপদেশ করেন যে অনুরঞ্জিকা দেবীদিগের উদ্দেশে বলি প্রদান করিও।

প্লেতোর আর এক বাক্য এই যদি উজ্জ্বলতাপেক্ষা কলঙ্ককে উত্তম জ্ঞান না কর তবে আলস্যাপেক্ষা শ্রমকে শ্রেয়স্কর জান।

তিনি যুবাগণকে সৎকর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ত এই উপদেশ করিতেন যে ধর্ম ও ইন্দ্রিয় সুখের তত্ব বিচার কর, বৈষয়িক সুখ ভোগ অল্পকাল স্থায়ী ও পরিণামে অনন্ত দুঃখ আর পরিতাপ হয় ধর্মানুষ্ঠানে প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ ক্লেশ হয় বটে কিন্তু চরমে চিরসুখ জন্মে।

তিনি কহিতেন প্রথম শিক্ষাকালাবধি বালকদিগকে উত্তম বিষয়ে আমোদ করিতে অভ্যাস করান উচিত কেননা তাহা না হইলে পরে ইন্দ্রিয় সুখে প্রমত্ত হইয়া কুবর্ত্মে যাইতে পারে।

তিনি বলিতেন নীতি বিদ্যাই আত্মার আশ্রয় অন্যান্য জ্ঞান অলঙ্কার মাত্র আর যথার্থ জ্ঞানী মনুষ্যের পক্ষে সত্য কথন ও সত্য শ্রবণ সর্বাপেক্ষা সুখা বহ ও শ্রেয়স্কর কেন না সত্যই নিত্য।

এক সময় তাঁহার প্রতি প্রশ্ন হয় যে শিশুদের জন্য কি২ বিষয় সঞ্চয় করা উচিত ইহাতে উত্তর করেন যাহাতে প্রচণ্ড বায়ুর অথবা অন্য কোন আধিভৌতিক অধিদৈবিক বিপদের ভয় নাই।

দিমনিকস স্বীয় পুত্রের বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে তাঁহার নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিয়াছিলেন যে নূতন বৃক্ষ ও নবীন শিশুদের প্রতি সমানরূপে যত্ন করিতে হয় কিন্তু তরুতে মনযোগ করিলে পরিশ্রমমাত্র তরুণ বালকের প্রতি সতর্ক হইলে আহ্লাদ জন্মে আর আমারদের কর্তব্য যেন বালকদের বিষয়ে নিশ্চিত হইয়া বৃক্ষাদির বিষয়ে অধিক সতর্ক না হই।

ফাইলিদোনস অধ্যয়ন ও অধ্যাপনে তাঁহার সমান যত্ন দেখিয়া দোষারোপ করত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন আরো কতদিন পর্যন্ত উত্তম ও বিজ্ঞতর হওনে লজ্জা না হয়।

তাঁহার প্রতি প্রশ্ন হয় পণ্ডিত ও মুর্খেতে প্রভেদ কি ? তাহাতে উত্তর দেন চিকিৎসক ও রোগীতে যে প্রভেদ।

তিনি কহিতেন যে সকল লোকে তোষামদ করে না তাহাদের সহিত হৃদ্যতাই রাজার পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট সম্পত্তি আর যদ্রূপ আত্মা শরীরের সঞ্চারক তদ্রূপ জ্ঞান রাজারদের নায়ক হয় ; যদি দার্শনিক পুরুষে রাজ্য শাসন করে কিম্বা শাসনকর্তাদের মনে দর্শন বিদ্যার সংস্কার জন্মে তবে রাজ্য স্বচ্ছন্দে থাকে নচেৎ প্রভুত্ব

ও গর্ব অবিদ্যার সহিত মিলিত হইলে সর্বনাশের মূল হয় আর রাজাদিগকে যদ্রূপ দেখা যায় প্রজাদের তদ্রূপ হওয়া উচিত এবং বিচারকর্তাকে কোন বিশেষ লোকের হিতকারক জ্ঞান করা কর্তব্য, প্রজাদের কিয়দংশের প্রতি বিশেষ যত্ন না করিয়া সকলের প্রতি মনোযোগ করা কর্তব্য।

এথেন্স দেশের সেনাপতি কোননের পুত্র তিমথিয়স যোদ্ধাদের রীত্যনুসারে আড়ম্বর করিয়া বহু ভোজন করিতেন প্লেতো তাঁহাকে ঐ ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত করিবার মানসে একরাত্রি বিদ্যালয়ে নিমন্ত্রণ করিয়া শারীরিক স্বচ্ছন্দতা ও সুখ সুপ্তিজনক পরিমিত ভোজন করাইলেন পর দিবস তিমথিয়স বহু ভোজন ও পরিমিতাহারের প্রভেদ বুঝিয়া কহিলেন যাঁহারা প্লেতোর সহিত ভোজন করে তাহারদের প্রাতঃকালে শারীরিক স্বাস্থ্য জন্মে, অনন্তর প্লেতোর সহিত সাক্ষাৎ হইলে ভোজন কালের জ্ঞানদায়ক কথোপকথনের বিষয় ইঙ্গিত করত কহিয়াছিলেন আপনার সহিত ভোজনে রাত্রিতে যেমন সুখোদয় হয় প্রভাতেও তদ্রূপ।

একদা কোন কবি করুণারস ঘটিত নাটকের অভিনয় করিতেছিলেন তৎকালে কেবল প্লেতো উপস্থিত থাকেন অন্য কেহ ছিল না ইহাতে ঐ কবির প্রতি সকলে পরিহাস করিলে তিনি কহেন ঐ এক ব্যক্তিই সকল এথিনিয়ান হইতে অধিক, ইহার যাথার্থ্য উক্ত কারণেই সপ্রমাণ হইতেছে।

তাঁহার মৃত্যুর বিবরণ: প্লেতো জীবনাবধি দার পরিগ্রহ না করাতে তাঁহার সন্তান সন্ততি জন্মে নাই অতএব উইলপত্র দ্বারা যুবা এদিমেন্তসকে আপনার বিষয়ের উত্তরাধিকারী করেন। বোধ হয় ঐ ব্যক্তি তাঁহার অনুজের পুত্র ছিল।

মাসিদোনীয় ফিলিপ রাজার রাজত্বের ত্রয়োদশ বৎসরে এবং ১০৮ ওলিম্পিডের প্রথম বর্ষে হর্মিপস সিসিরো সিনেকা ও অন্যান্যের মতে একাশীতি বর্ষ বয়ঃক্রমে (এথিনিয়সের মতে ৮২ বৎসর বয়সে) প্লেতোর পরলোক প্রাপ্তি হয়। তিনি বৎসরের যে দিবস ভূমিষ্ঠ হয়েন সেই দিনে মৃত হওয়াতে তাঁহার বয়ঃক্রম পূর্ণ ৮১ বৎসর হইয়াছিল ইহাতে এথেন্স দেশীয় জ্যোতির্জ্ঞ পণ্ডিতেরা তাঁহার প্রীত্যর্থে যজ্ঞ করিত কারণ নবাঙ্কের বর্গাত্মক বর্ষ বয়ঃক্রম পূর্ণ করিয়াই প্রাণত্যাগ করেন।

তিনি প্রাচীনাবস্থায় জরাগ্রস্ত হইয়া লোকান্তর গমন করেন সিনেকার মতে তাঁহার দীর্ঘায়ু পরিমিত ভোজন ও পরিশ্রম দ্বারা হইয়াছিল। হর্মিপস কহেন কোন বিবাহের উৎসবে আর সিসিরোর মতে লিখিতে ২ তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হয় কিন্তু ফেরিসিদির ন্যায় যাঁহারা বলেন যে মস্তকের যূক প্রযুক্ত তাঁহার পঞ্চত্ব

হয় তাঁহাদের কথা অসঙ্গত ও অলীক। তাঁহার কবরোপরি স্তম্ভে নিম্নলিখিত লিপি খোদিত ছিল।

১

শান্ত দান্ত সদাচারে অতুল্য ভূতলে।
সুশীল আরিষ্টক্লিশ আছেন এস্থলে॥
জ্ঞান গুণে যত নর খ্যাত মহীতলে।
সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ইনি দ্বেষ্টারাও বলে॥

২

লুকায়ে রেখেছে পৃথ্বী পাতিয়া আসঙ্গ।
এই স্থলে প্লেতোর পবিত্র সাধু অঙ্গ॥
জীবাত্মা পাইয়া তাঁর অমরের সঙ্গ।
সুরসঙ্গে স্বর্গে সদা করিতেছে রঙ্গ॥
আরিষ্টের পুত্র তিনি ধন্য তাঁর নিষ্ঠা।
দূর দেশী সাধুরাও করেন প্রতিষ্ঠা॥

৩

কবরে বসেছ পক্ষী কি লক্ষ্য করিয়া।
তারামন্ন সুরালয় দিকেতে চাহিয়া॥
স্বর্গে উড্ডীন প্লেতোর আমি আত্মাকৃতি।
জন্মভূমি গর্ত্তে গুপ্ত যাঁহার আকৃতি॥

ইতি ষ্টান্‌লি রচিত দর্শন শাস্ত্রের বৃত্তান্ত পুস্তক হইতে উদ্ধৃত।*

---

* বিদ্যাকল্পদ্রুম/৫ম খণ্ড/১৮৪৭।

রাজা বিক্রমাদিত্যের চরিত্র

এতদ্দেশীয় লোকেরা কহিয়া থাকেন যে বিক্রমাদিত্য নামে কেবল একজন রাজা ছিলেন পরন্তু কাপ্তান উইলফর্ড সাহেব অনেক অনুসন্ধানানন্তর লিখিয়াছেন যে ঐ নামধারী অষ্ট অথবা নব সংখ্য ব্যক্তি ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়াছিল এবং প্রায় সকলেই শালিবাহন, শালবান, নৃসিংহ অথবা নগেন্দ্র নামক শত্রুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন। বিক্রমাদিত্য নামা অনেক ব্যক্তি রাজত্ব করিলেও কেবল একজন মহাবল পরাক্রান্ত এবং যশস্বী হইয়াছিলেন অতএব কয়জন মহীপাল ঐ নামধেয় ছিলেন এস্থলে তাহার বিচার না করিয়া কেবল উজ্জয়িনীর অধিপতি বিখ্যাত বীর বিক্রমাদিত্যের কিঞ্চিৎ বিবরণ লিখিতেছি।

অন্যান্য প্রাচীন মহোদয় পুরুষদিগের ন্যায় বিক্রমাদিত্যের জীবন বৃত্তান্তেও অনেক অসম্ভব বর্ণনা ও অলীক কথার উল্লেখ আছে আমরা এই সত্যাসত্য মিশ্রিত বিজাতীয় ইতিহাস রাশি হইতে সম্ভাব্য কথা নির্বাচন করিয়া সম্বৎবর্ষ গণনার মূল মহা প্রতাপি উজ্জয়িনী রাজের নাম চিরস্মরণীয় করিতে চেষ্টা করিব।

গন্ধর্বসেন নামক এক ব্যক্তি ধারা নগরীয় ধাররাজের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল তাহা হইতে বিক্রমাদিত্যের জন্ম হয়। বিক্রমাদিত্যের বৈমাত্রেয় অথচ জ্যেষ্ঠ এক ভ্রাতা ছিলেন তাঁহার নাম ভর্তৃহরি, ধাররাজ ঐ দুই দৌহিত্রের বিদ্যা শিক্ষার্থ বিশেষ যত্ন করিতেন, কথিত আছে এক দিবস তাহাদিগকে নিজ সমীপে আহ্বান করিয়া বিদ্যোৎসাহী করণার্থ এইরূপে উপদেশ করিয়াছিলেন, "ওরে বাছারা বিদ্যাহীন যে মনুষ্য সে পশু অতএব নানা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের দিগকে যত্নেতে প্রসন্ন করিয়া তাঁহারদের প্রমুখাৎ আপনার হিত শুনিয়া বেদ ও ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গ ও ধর্মশাস্ত্র ও জ্ঞানশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র ও ধনুর্বেদ ও গন্ধর্ববিদ্যা ও নানাবিধ শিল্প বিদ্যা উত্তমরূপে অধ্যয়ন কর, এই সকল বিদ্যাতে বিলক্ষণ বিচক্ষণ হও, ক্ষণমাত্র বৃথা কালক্ষেপ করিও না, হস্তি অশ্ব রথারোহণে সুদৃঢ় হও ও নিত্য ব্যায়াম কর ও লম্ফেতে উল্লম্ফেতে ও ধাবনেতে গড়চক্র ভেদেতে ও ব্যূহ রচনাতে ও ব্যূহ ভঙ্গেতে নিপুণ হও ও সন্ধি বিগ্রহ যান আসন দ্বৈধ আশ্রয় এই ছয় রাজগুণে ও ভেদ দণ্ড সাম দান এই উপায় চতুষ্টয়েতে অতিশয় কুশল হও" রাজাবলী। ভর্তৃহরি ও বিক্রমাদিত্য মাতামহ প্রমুখাৎ এই২ হিত বাক্য শ্রবণ করিয়া বহু যত্ন পুরঃসর বিদ্যার্থি হইয়া পঠিত শাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন হইলেন, ভর্তৃহরি যোগি গোরক্ষনাথের নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হয়েন এবং পরে

পাণিনি প্রণীত ব্যাকরণের সূত্র সংকলন করিয়া এক গ্রন্থ লেখেন আর কতিপয় কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন।

ধাররাজ দৌহিত্রদিগের পাণ্ডিত্য বুদ্ধি ও কার্য কৌশল দেখিয়া মহা সন্তুষ্ট হইয়া বিক্রমাদিত্যকে মালুয়া রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে মনস্থ করিলেন। এই কথা পরম্পরায় বিক্রমাদিত্যের কর্ণগোচর হওয়াতে তিনি মাতামহের নিকট যাইয়া বিনয়পূর্বক কহিলেন "ভর্তৃহরি আমার জ্যেষ্ঠ, তিনি থাকিতে আমার রাজত্ব গ্রহণ উচিত হয় না বরং আমি তাঁহার মন্ত্রিত্ব করিব"। ধাররাজ বিক্রমাদিত্যের এমত নিস্পৃহতা ও মহানুভবত্ব দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং তাঁহার অনুরোধে ভর্তৃহরিকেই মালুয়া দেশের রাজা করিলেন কিন্তু রাজকীয় কার্য সকল বিক্রমাদিত্যের দ্বারা নিষ্পন্ন হইতে লাগিল এবং উজ্জয়িনী নগরী রাজধানী হইল।

ভর্তৃহরি বিদ্বান হইলেও অতিশয় স্ত্রৈণ প্রযুক্ত সর্বদা অন্তঃপুরে থাকিতেন এবং প্রজা পালনার্থ পরিশ্রমে কাতর হইতেন এনিমিত্ত বিক্রমাদিত্য তাঁহাকে ঐ দূষ্য ব্যবহার ত্যাগ করিতে বারম্বার অনুরোধ করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র ফল উৎপন্ন হয় নাই বরং তাঁহার মনে ভ্রাতার প্রতি বিরুদ্ধভাব উদয় হইয়াছিল। ভর্তৃহরি স্ত্রীর কুমন্ত্রণা কুহকে বদ্ধ হইয়া অনুজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বিরত হইলেন এবং তাঁহাকে স্বীয় সমীপে আসিতে বারণ করিলেন। বিক্রমাদিত্য অগ্রজের নিকট এই প্রকার অপমানিত হইয়া অত্যন্ত বিমনা হইলেন এবং তাঁহার রাজ্য ত্যাগ করিয়া নানাদেশ পর্যটন করিতে লাগিলেন এই সময়ে তিনি বিবিধ দেশ ভ্রমণ করিয়া বিবিধ জাতির শিল্প বিদ্যা ও রাজকীয় ধারা এবং রীতি-নীতি নিরীক্ষণ করিয়া বহুদর্শিত্ব উপার্জন করেন অপর ঢাকার দক্ষিণ ভাগে গমন করিয়া তথায় কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন সে স্থান তাঁহার নামানুসারে বিক্রমপুর সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া অদ্যাবধি বিখ্যাত আছে পরে গুজরাট দেশস্থ এক মহাজনের বাটীতে আসিয়া বাস করেন।

ইতিমধ্যে ভর্তৃহরি স্বীয় মহিষীর অসতীত্ব দর্শনে অত্যন্ত অসুখী হইয়াছিলেন এবং সংসারাশ্রমে বিরক্ত হইয়া বন প্রস্থান করিয়াছিলেন তাহাতে মালুয়া দেশে অরাজক হয় এবং প্রজাগণ ধন প্রাণের ভয়ে ঘোর দুরবস্থায় পতিত হইয়াছিল। বিক্রমাদিত্য ইহা শুনিয়া গুজরাট দেশ হইতে আগমন করত উজ্জয়িনীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন তাহাতে তাঁহার বল বীর্য ও কর্ম কৌশল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল তিনি বঙ্গ কোচবেহার গুজরাট ও সোমনাথ প্রভৃতি দেশ সকল ক্রমশঃ অধিকার করিলেন। যুধিষ্ঠিরের বংশ শ্রীভ্রষ্ট হইলে পর মগধ রাজ্য প্রবল হইয়া উঠে এবং রাজগৃহ তাহার রাজধানী হয় তথায় শিশুনাগ বংশীয়

রাজারা যখন রাজত্ব করেন তৎকালে পারস্য রাজ দেরাইয়স হিস্তাস্পিস ভারত-বর্ষের পশ্চিমাংশ জয় করিয়া অষ্ট লক্ষ মুদ্রার অধিক বাৎসরিক রাজস্ব গ্রহণ করিতেন, তাঁহার মরণানন্তর জরসেস পিতৃপদে অভিষিক্ত হইয়া গ্রীস দেশ আক্রমণের উদ্যোগ কালে ভারতবর্ষ হইতে সৈন্য সংগ্রহ করেন। শিশুনাগ বংশোদ্ভব নৃপতিদের সময়ে শুদ্ধোদনের পুত্র শাক্যসিংহ অথবা গৌতম এতদ্দেশের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন, তাঁহারদের পর যে ২ মহীপালেরা মগধ রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন তাঁহারদের সর্বাপেক্ষা সান্দ্রকতস অর্থাৎ চন্দ্রগুপ্ত অতি বিখ্যাত, তিনি সিলুকস নাইকেতরের বন্ধু এবং জামাতা ছিলেন যিনি আলেগজন্দর রাজার পরে সিরিয়া দেশের আধিপত্য প্রাপ্ত হন, ঐ সিলুকসের দূত মিগাস্থিনিস চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় অবস্থিতি করিতেন তিনিই ভারতবর্ষের বৃত্তান্ত গ্রীক গ্রন্থকার দিগকে জ্ঞাপন করেন, খ্রীষ্টের ২৯২ বর্ষ পূর্বে চন্দ্রগুপ্তের লোকান্তর প্রাপ্তি হয় তৎপরে যে ২ ভূপতি হয়েন তাহাদিগের মধ্যে অশোক রাজ অতি বিখ্যাত, তিনি বৌদ্ধধর্মের বিস্তার করণার্থে যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন এবং স্থানে২ চিকিৎসালয় স্থাপন করেন ও সাধারণের প্রতি সুনীতির উপদেশ দিতেন। আলেগজন্দর রাজা বিয়া কাহার ২ মতে শতদ্রু নদী পর্যন্ত আসিয়া ছিলেন তাঁহার প্রত্যাগমন হইলে পর গ্রীকেরা বাক্ত্রিয়া অর্থাৎ বকদেশে এক রাজ্য স্থাপন করে পঞ্জাবের অধিকাংশ সেই রাজ্যের অধীন ছিল ঐ রাজ্য ১৩০ বৎসর পর্যন্ত প্রবল থাকিয়া পরে শক অর্থাৎ সিদিয়ান জাতির দ্বারা উচ্ছিন্ন হয়। খ্রীষ্টের পর শত বর্ষের মধ্যে সিদিয়ানেরা ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশ জয় করত সর্বত্র আপনারদের শক্তি বিস্তার করিবার উদ্যোগ করিয়াছিল কিন্তু বিক্রমাদিত্য তাহাদিগকে দমন করিয়া স্বদেশের মান রক্ষা করেন এই নিমিত্তে তাঁহার নাম শকারি হইয়াছিল। তিনি মালুয়া দেশে রাজধানী স্থাপনের অগ্রে পালিব্রথ ও কান্যকুব্জ নগরে বাস করিতেন, আর অযোধ্যা পুরীকে উচ্ছিন্ন দেখিয়া পুনর্নির্মাণ করেন।

যুধিষ্ঠিরের পূর্বতন রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ তৎকালে শকাদিত্যের শাসনে ছিল, বিক্রমাদিত্য উড্র প্রভৃতি নানাদেশ জয়করিয়া শকাদিত্যের প্রভাব ভগ্ন করিবার মানসে যুদ্ধারম্ভ করিলেন এবং তাহাকে রণশায়ি করিয়া সমুদয় ভারতভূমি এক-চ্ছত্রা করত সর্বত্র রাজত্ব করিতে লাগিলেন তাহাতে ইন্দ্রপ্রস্থ ও মগধের মহিমা বিলুপ্ত হইল এবং উজ্জয়িনী সমস্ত ভারতবর্ষের রাজপুরী হইয়া উঠিল।

বিক্রমাদিত্যের জীবন বৃত্তান্তে অনেক সত্যাসত্য মিশ্রিত উপন্যাস আছে ভারত-বর্ষীয় গ্রন্থকারেরা রাজার গৌরব বৃদ্ধি করণার্থ তাহা কল্পিত করিয়া থাকিবেন ফলতঃ বিক্রমাদিত্যের তাল বেতাল সিদ্ধি অর্থাৎ ঐ নামে বিখ্যাত দুই দৈত্যকে

আপনার শাসনাধীন করা ও দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা সহিত সিংহাসন লাভ এবং কুব্‌জ কুব্‌জী নামে প্রসিদ্ধ দুই মায়াবিকে বশীভূত করণ আর তাহারদের অদ্ভুত ক্রিয়া এই২ বিষয়ের উপকথা পূর্বাঞ্চলস্থ সামান্য অসম্ভব গল্পের ন্যায় বর্ণিত হইয়াছে, অতএব এ সকল অসম্ভব বৃথা জল্পে পাঠকবর্গের মনোযোগ করিবার প্রয়োজন বিরহে সমুদয় বিবরণ না লিখিয়া উদাহরণার্থ কতিপয় কথা সংক্ষেপে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

কথিত আছে একজন সন্ন্যাসী রাজার নিকট প্রত্যহ আসিয়া একটি শ্রীফল উপঢৌকন স্বরূপে প্রদান করিত রাজা ঐ ফল গ্রহণ করিয়া ভাণ্ডারে রাখিবার নিমিত্ত মন্ত্রীহস্তে সমর্পণ করিতেন। এক দিবস দৈবাৎ ঐ উত্তম ফল এক বানরের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন তাহাতে কপির দন্তাঘাতে ফল ভাঙ্গিয়া গেলে তাহার অন্তর হইতে মনি মানিক্য ভূমিতে পড়িতে লাগিল নরপতি তাহা দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং পর দিবস তাপস আসিলে ঐ আশ্চর্য উপঢৌকনের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন তাহাতে সন্ন্যাসী তাহাকে কহিল যদি এ বিষয়ের তথ্য জানিতে বাঞ্ছা করেন তবে আমার সহিত আগমন করুন, রাজা তাহাতে সম্মত হইলে এক নির্দিষ্ট দিবসে তাঁহাকে কালিকা দেবীর মন্দিরে লইয়া গেল সন্ন্যাসীর মানস ছিল যে ঐ নিভৃত স্থানে রাজাকে একাকী পাইয়া তাঁহার মস্তক ছেদন পূর্বক তাল বেতাল সিদ্ধ হইবে কিন্তু বেতালের সাহায্যে রাজা স্বয়ং কালীর নিকট সন্ন্যাসীর শিরশ্ছেদ করিয়া তাল সিদ্ধ হইলেন এবং এই প্রভাবে যাহা মনে করিতেন তাহাই করিতে পারিতেন ঐ সময়ে বেতাল রাজাকে যে পঞ্চ বিংশতি উপাখ্যান কহে তাহা বেতাল পঞ্চবিংশতি নামক পুস্তকে বর্ণিত আছে।

আরও কথিত আছে কোন সময়ে ইন্দ্রের সভাতে রম্ভা ও উর্বশীর মধ্যে গুণের তারতম্য বিষয়ে বিবাদ হইলে তাহার মীমাংসার্থ বিক্রমাদিত্য আহূত হন তিনি তদ্বিষয়ের যে সমাধা করেন ইন্দ্র তাহাতে তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা বাহিত সিংহাসন প্রদান করেন বিক্রমাদিত্য ঐ সিংহাসনে বসিয়া বহুকাল পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। বর্ণিত আছে ঐ সিংহাসনের অদ্ভুত ঐন্দ্রজালিক শক্তি ছিল যে ব্যক্তি তাহাতে বসিতেন তিনিই স্বভাবত সদ্বিচার করিয়া সকলকে সন্তুষ্ট করিতে পারিতেন কিন্তু বিক্রমাদিত্যের লোকান্তর প্রাপ্তির পর তাহা ভূমিসাৎ হয়।

বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু বিবরণও অলীক কথায় পরিপূর্ণ, কথিত আছে তিনি কালীর পূজা করাতে দেবী সন্তুষ্টা হইয়া এই বর দিয়াছিলেন যে ধরণীমণ্ডলে

অদ্ভুত জাত এক ব্যক্তি ব্যতিরেকে অন্য কেহ তাঁহাকে বধ করিতে পারিবেক না, সেই অদ্ভুত ব্যক্তির নিশ্চয় করণার্থ ভূপতির মন অস্থির হয় এবং বেতালকে তাহার অনুসন্ধান করিতে আজ্ঞা করেন বেতাল অন্বেষণ করত তত্ত্ব জানিয়া নিবেদন করিল যে প্রতিষ্ঠানপুরে এক কুম্ভকারের কন্যা দ্বাদশমাস গর্ত্ত ধারণানন্তর এক পুত্র প্রসব করিয়াছে ঐ কুমার বাল্যক্রীড়ায় মত্ত হইয়া কতিপয় মৃত্তিকা নির্মিত অশ্ব গজ সৈন্য সামন্ত লইয়া ব্যূহ রচনা করত স্বয়ং সেনাপতির কর্ম করিতেছে। বিক্রমাদিত্য এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া সসৈন্যে যাত্রা করত শালিবাহন নামক ঐ বালকের সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং যুদ্ধ করণার্থ তাহাকে আহ্বান করিলেন। বালক তৎক্ষণাৎ কর্দম নির্মিত অশ্ব গজ সৈন্য সামন্তকে ইন্দ্রজাল শক্তিদ্বারা সজীব করিয়া রাজার সহিত রণে প্রবৃত্ত হইল এবং তাঁহাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার মুণ্ডপাত করিল।

এই প্রকার অলীক গল্পে বোধ হয় আমাদের ইতিহাস রচকদিগের মানসিক ভাব অত্যন্ত বিকৃত ছিল সুতরাং যাহারা পূর্বতন কালের মনুষ্যবর্গের স্মরণে রাখিতে চাহে অথচ অমূলক কল্পিত জল্পনাকে সত্য বলিয়া প্রচার করিতে ইচ্ছা করে না তাহাদের চেষ্টায় ঐ সকল লেখকদিগের রচিত গল্পাদি ঘটিত বৃত্তান্ত ভয়ানক বাধা দেয় ঐ গল্প রচকদিগের তাৎপর্য এই যে এমত ক্ষমতাবান ও প্রজাবৎসল রাজার গুন কীর্তন করিবেন তিনি নানাবিধ আপদগ্রস্ত হইলেও বুদ্ধি কৌশল ও বিজাতীয় পরিণামদর্শিতা গুণদ্বারা বিদেশীয় শত্রু ও স্বদেশীয় বিদ্রোহী সকলের দমন করণের সমর্থ ছিলেন আর অবশেষে অপূর্ব বলবত্তর নৃপতির আক্রমণে বিনষ্ট হয়েন। কোন২ সিদ্ধান্তকারের মতে বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুসম্বন্ধীয় অদ্ভুত বিবরণের অর্থ এই যে তদীয় বর্ষ অর্থাৎ সম্বৎ শালিবাহনের বর্ষ অর্থাৎ শকাব্দা প্রচলিত হওয়াতে বিলুপ্ত হয়।

মহারাষ্ট্রীয় ইতিহাসে লিখিত আছে যে শালিবাহন বিক্রমাদিত্যের সহিত ব্যাপককাল যুদ্ধ করিয়া অবশেষে এই পণে সন্ধি করিয়াছিল যে নর্মদা নদী বিক্রমাদিত্যের রাজ্যের দক্ষিণ সীমা এবং আপনার রাজ্যের উত্তর সীমা থাকিবেক এবং তৎপরে তাঁহারা উভয়ে স্ব২ রাজ্যে আপন২ শক প্রচলিত করিয়াছিলেন।* সাধারণের মতে কলিযুগের† ৩০৪৪ বর্ষে খ্রীষ্টের ৫৬ বৎসর পূর্বে বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু হয় আর সেই অবধি সম্বৎ বর্ষ গণনা হইয়া থাকে, ত্রৈলিঙ্গ প্রভৃতি দেশে

* শালিবাহন টেগরা হইতে প্রতিষ্ঠানপুরেতে রাজধানী লইয়া যান ঐ প্রতিষ্ঠান প্লিথনা নামে পেরিপ্লস গ্রন্থে বিখ্যাত আছে। গোদাবরী তীরস্থ ঐ স্থানকে এক্ষণে মঙ্গিপল্টন কহা যায়।

† স্কন্দপুরাণের কুমারিকা খণ্ডে লিখে কলিযুগের ৩০২০ বর্ষে বিক্রমাদিত্যের রাজ্যারম্ভ হয়।

অদ্যাবধি ঐ গণনা চলিত আছে, শালিবাহন বর্ষের নাম শক অথবা শকাব্দা খ্রীষ্টীয় ৭৮ বৎসরে তাহার আরম্ভ হয়, সম্বৎ ও শকাব্দার অঙ্ক পরস্পর ব্যবকলন করিলে ১৩৫ বৎসর অন্তর থাকে সুতরাং বিক্রমাদিত্য ও শালিবাহন যে এককালে উদয় হইয়াছিলেন তাহাতে মহা সংশয় জন্মে এ সংশয় ছেদ করিবার কেবল একমাত্র উপায় দেখিতে পাওয়া যায় অর্থাৎ বিক্রমাদিত্যের জন্মাবধি সম্বৎ গণনা ও শালিবাহনের মরণাবধি শকাব্দার আরম্ভ কল্পনা করিলে এ বিষয়ের সমন্বয় হইতে পারে এবং এ প্রকার গণনানুসারে বিক্রমাদিত্য খ্রীষ্টের ৫৬ বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন।

কেহ২ কহে বিক্রমাদিত্য এক ঈশ্বরবাদী ছিলেন তবে যে কালিকাদেবীর মন্দিরে দেব বিগ্রহ স্থাপন করেন সে কেবল সাধারণ লোকদিগের সন্তোষার্থ, একথা সত্য হইলে লৌকিক মত ও আচার দূষ্য বোধ করিয়া স্বয়ং তদ্বিষয়ে উৎসাহ দেওয়াতে তত্ত্বজ্ঞানীর উপযুক্ত ব্যবহার হয় নাই সুতরাং তাঁহার আচরণে দোষ স্পর্শ হইতে পারে কেননা তিনি যে মতানুসারে ক্রিয়া কলাপ সম্পাদন করিতেন মনে২ তাহাতে বিলক্ষণ অশ্রদ্ধা ছিল, পরন্তু সাধারণ লোকের অবিদ্যার প্রতিপক্ষ হইয়া স্ব২ মতানুযায়ী ব্যবহার করা রাজারদের পক্ষে সুকঠিন একারণ বিক্রমাদিত্যের প্রতি অধিক দোষারোপ করা যায় না, যাহা হউক তিনি কাহাকেও স্ব২ মতানুযায়ী ধর্ম সাধন করিতে বাধা দেন নাই যে ব্যক্তি যে মতাবলম্বী হউক সকলকেই অবাধে স্ব২ মতানুসারে কর্ম করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধদিগের মধ্যে পরস্পর যে বিরোধ ও তুমুল কলহ হইত তাহা ভারতবর্ষের কোন খণ্ডে অপ্রকটিত নাই কিন্তু বিক্রমাদিত্য কোন দলের আনুকূল্য করত রাজশক্তি প্রকাশ করেন নাই, কবিবর কালিদাস ও কোষকার অমর সিংহও তাঁহার অতি বিশ্বাস পাত্র ছিলেন ও সর্বদা সভায় উপস্থিত থাকিতেন রাজা তাঁহাকে বৌদ্ধ বলিয়া তাঁহার সহিত সহবাস করিতে কিঞ্চিন্মাত্র বিরাগ প্রকাশ করেন নাই এবং তাঁহার চরিত্রে যে২ গুণ দেদীপ্যমান ছিল তাহাও স্বীকার করিতে ঘৃণা করেন নাই যাহা হউক বিক্রমাদিত্যের চরিত্রে এই এক মহানুভবত্বের বিশেষ লক্ষণ বটে যে তিনি মহাবল পরাক্রান্ত হইয়াও প্রজার মানসিক স্বাধীনতার ব্যতিক্রম করেন নাই। কেহ২ কহেন তাঁহার রাজ্যকালে প্রজাপুঞ্জের মধ্যে ধর্মবিষয়ক দ্বেষ ও মাৎসর্য শিথিল হইয়াছিল এই নিমিত্তে রাজাও সকলের স্ব২ অভিমতানুসারে ধর্মসাধন করিবার অনুমতি সহজে প্রকাশ করিতে পারিয়াছিলেন, যদি প্রজারা বাস্তবিক তৎকালে মাৎসর্যহীন হইয়া থাকে তবে তাহাকেই রাজার সদাশয়ত্বের হেতু ও ফল স্বীকার করিতে হইবে।

বিক্রমাদিত্য যে সদাশয় ছিলেন তাহার আরো ভূরি২ প্রমাণ পাওয়া যায়, তিনি সমুদয় ভারতবর্ষকে একচ্ছত্র করিয়া দেশীয় সমস্ত সম্পত্তি ও বিভব নিজস্ব বলিয়া কর্তৃত্ব করিতে পারিতেন তথাচ এস্থা খণ্ডস্থ অন্যান্য ঐশ্বর্যশালী ভূপতিরদের ন্যায় ঐহিক সুখভোগে আসক্ত অথবা পরিশ্রম করণে কাতর হয়েন নাই বরং তাঁহার ঐশ্বর্যভোগে এতাদৃশ বিতৃষ্ণা ছিল যে সামান্য শয্যাতে শয়ন ও মৃত্তিকার পাত্রে জলপান করিতেন রাজ্যের শাসন সুবিচার ও নিজ বিজ্ঞতায় তাঁহার যশ এমত বিস্তীর্ণ হইয়াছিল যে কবি ও পুরাবৃত্ত লেখকেরা তাঁহার গুণ বর্ণনে পরস্পর অতিরিক্ত লিখিতে যত্ন করিয়াছেন তিনি অনেক দেশ পর্যটন পূর্বক নানাপ্রকার হিতকারক জ্ঞানরাশি সঞ্চয় করিয়াছিলেন আর অন্যের বিদ্যাধ্যয়নে মহোৎসাহ দিতেন এবং আপনিও বিদ্যানুশীলনে অল্প পরিশ্রম করেন নাই, কথিত আছে তিনি ভূগোল বৃত্তান্ত বিষয়ক এক পুস্তক রচনা করিয়া স্বহস্তে লিখিয়াছিলেন। বিক্রমাদিত্যের এক রাক্ষসীর সহিত সন্দর্শন ও তাহার সমস্যাপূরণ বিষয়ক এক গল্প আছে তাহাতেও তাঁহার বুদ্ধির প্রখরতা প্রকাশ পায়। ঐ রাক্ষসী কোন সময় তাঁহার নিকট আসিয়া কহিয়াছিল যে আমার কয়েক সমস্যা আছে যদি শীঘ্র তাহার পূরণ না কর তবে তোমার রাজ্যস্থ প্রজাদিগকে সংহার করিব। নিশাচরীর সমস্যা ও রাজার উত্তর এস্থলে লেখা যাইতেছে, যথা।

প্রশ্ন। পৃথিবী হইতে গুরুতরা কে, গগন হইতে উচ্চ কে, তৃণ হইতে লঘুতর কে এবং পবন হইতে বেগগামী কে?

উত্তর। জননী পৃথিবী হইতেও গুরুতরা, পিতা গগন হইতেও উচ্চ, ভিক্ষুক তৃণ হইতেও লঘুতর এবং মন পবন হইতেও বেগগামী।

প্রশ্ন। ধর্ম কি প্রকারে জন্মে, কি প্রকারে প্রবৃত্তি হয়, কি প্রকারে স্থাপিত হয়, এবং কি প্রকারেই বা বিনষ্ট হয়?

উত্তর। দয়াতে ধর্মের উৎপত্তি, সত্যেতে প্রবৃত্তি, ক্ষমাতে স্থিতি এবং লোভে বিনাশ।

প্রশ্ন। মহারাজ কাহাকে কহা যায়, বৈতরণী নদীই বা কে, কামধেনু কে ও কাহার সন্তুষ্টি হইলে মনে সন্তোষ জন্মে?

উত্তর। যিনি ধর্মানুসারে প্রজাপালন করেন তিনিই মহারাজা, আশাই বৈতরণী নদী, বিদ্যাই কামধেনু, আর পরমাত্মার তুষ্টিতেই মনের তুষ্টি।

এইরূপ সমস্যা পূরণ হওয়াতে রাক্ষসী তুষ্টা হইয়া মন্দিরে প্রস্থান করে।

চন্দ্র সূর্য বংশীয় অনেক২ নরপতি দোর্দণ্ড প্রতাপ ছিলেন এবং স্ব২ রাজ্য পালনে অদ্ভুত কৌশল অথবা রণক্ষেত্রে বিচিত্রবীর্য প্রকাশপূর্বক বিখ্যাত হইয়াছিলেন

আর বৃত্তি দ্বারা ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগকে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনে প্রবৃত্ত করাইতে ও সুখকর শিল্পবিদ্যার অনুশীলনে উৎসাহ প্রদান করিতে অনেকেরই যত্ন ছিল কিন্তু কোন মহীপাল পণ্ডিতগণের গুণ গ্রহণে অথবা পদার্থ সাহিত্যে শিল্পাদি বিদ্যার সমাদরে বিক্রমাদিত্যের তুল্য যশস্বী হইতে পারেন নাই।

বিক্রমাদিত্যের কালে পৃথিবীর সর্বত্রই বিচিত্র ঘটনা হয় ইউরোপ এবং এস্যা উভয় খণ্ডেই বিদ্যা ও সুনীতির বিষয়ে বিলক্ষণ ঔৎসুক্য প্রকাশ হইয়াছিল, তৎকালে রোমানদিগের বিদ্যার সম্পূর্ণ পরিপকতা এবং খ্রীষ্টীয় ধর্মশিক্ষার উপক্রম হয় ঐ দুই মূল কারণেই ইদানীন্তন ইউরোপীয় আচার ব্যবহার রাজনীতির বিশেষ শোধন হইয়াছে। যৎকালীন বিক্রমাদিত্য ভারতবর্ষে রাজা ছিলেন তৎকালীন অগস্তস রোম দেশে রাজ্য শাসন করেন সে সময়ে ঐ দেশে বিবিধ প্রকার বিদ্যানের উদয় হইয়াছিল এবং অহরহ বিদ্যার চর্চ্চা হইত, লিবি নামে গ্রন্থকার রাজবাটীর মধ্যেই সম্রাটের সমক্ষে পুরাবৃত্ত রচনার স্থূল তাৎপর্যের বিচার করিতেন, কোন স্থানে বর্জিল ইনিএসের ভ্রমাণাদির বৃত্তান্ত মধুর স্বরে গান করিতেন, কোন স্থানে বা হোরেস কবিতার রস লালিত্য বিস্তার করত শ্রোতার মনোরঞ্জন ও চিত্তাকর্ষণ করিতে যত্ন করিতেন, আর কোন আশ্রমে ওবিদ মনোহরচ্ছন্দে শ্লোক রচনা করত অদ্ভুত গল্প দ্বারা এই সংসারের নানাপ্রকার বিকারের বর্ণনা করিতেন। সম্রাটের বন্ধু অথচ অমাত্য মেসিনাশও যথেষ্ট বদান্যতা পূর্বক যাবতীয় বিদ্বান ও বুদ্ধিজীবী লোকের সমাদর করিতেন, এবং সাহিত্য ও শিল্পবিদ্যার মহা উৎসাহ দিতেন সর্বকালের রাজা ও রাজপুরুষদের পক্ষে যাহা অবশ্য কর্তব্য, ইউরোপ এবং এস্যাখণ্ডে বিদেশীয় সংগ্রাম ও স্বদেশীয় বিদ্রোহীতার যে২ অনিষ্ট ঘটনা হইয়াছে তাহার বিবরণের মধ্যে অগস্তসের রাজত্বকালের ন্যায় বিরোধ রহিত সময়ের বৃত্তান্ত বিবেচনা করিলে অন্তঃকরণে সুখোদয় হয় রাজা তৎকালে স্বয়ং আমোদ করিয়া বিদ্যানুশীলন ও বিদ্যাবিতরণে উৎসাহ দিতেন আর মেসিনাশ সদাশয় প্রযুক্ত প্রজাবর্গের জ্ঞান বৃদ্ধির নিমিত্ত অতিশয় ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেন, রোমানেরা তন্নিমিত্ত তাঁহার এমত অনুরাগ করিত যে তাঁহার মরণানন্তর দেহের সমাধিকরণ সময়ে একচিত্তে কহিয়াছিল "ইনি চিরজীবী হইলে আমারদের মঙ্গল হইত।"

বিক্রমাদিত্যের কাল পূর্বাপেক্ষা আর এক ঘটনায় মহোজ্জ্বল হয় সে সময়ে সকলে তাহা জানিতে পারে নাই বিবেচনাও করে নাই অর্থাৎ ঐ সময়ে ইহুদা দেশস্থ বেথ্‌হেলেম নগরে যিশু খ্রীষ্টের জন্ম হয়।* তিনি যে উপদেশ ও নিয়ম প্রচার

* খ্রীষ্টের ৫৬ বর্ষ পূর্বে যদি বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু হইয়া থাকে অর্থাৎ তাঁহার মরণাবধি যদি সম্বৎ

করেন অল্প কালের মধ্যে তদবলম্বনে ইউরোপের সর্বত্র লোকদিগের মতান্তর হইয়া উঠে তাহাতে সাধারণের মনে নূতন ভাবের উদয় হয় আর ঐ খণ্ডের প্রায় সর্বজাতি সভ্য ভব্য ও নীতিজ্ঞ হয় তাহার লক্ষণ অদ্যাপি দেদীপ্যমান আছে।

এ স্থলে আর এক আমোদজনক বিষয় এই যে বিক্রমাদিত্যের কিয়ৎকাল পরে চীন দেশের মহীপাল পরম্পরাগত জনশ্রুতি প্রমাণ কংফুছের কথিত অদ্ভুত পুরুষের বিষয় নির্ণয় করিবার মানসে ভারতবর্ষে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন কংফুছের জীবন বৃত্তান্তে ইহার প্রসঙ্গ করা গিয়াছে কথিত আছে ঐ দূতেরদের দ্বারা চীন জাতীয়দের মতের সারল্য ভ্রষ্ট হয় দূতেরা প্রত্যাগমনপূর্ব্বক কহিয়াছিল ভারতবর্ষে ফো নামা একজন ধর্মপদেশক অবতীর্ণ হইয়াছেন বোধহয় চীন দেশে এই প্রকারে বৌদ্ধধর্মের প্রচার হয়।

বিক্রমাদিত্যের কাল সংস্কৃত বিদ্যার চালনাতেও মহোজ্জ্বল হয়, তিনিও অগস্তসের ন্যায় বিদ্যার অনুশীলন ও পণ্ডিত সকলকে উৎসাহ প্রদান করিতেন, সভাতে নবরত্ন নামে প্রসিদ্ধ নয় জন পণ্ডিত ছিলেন তাঁহাদিগের নাম ধন্বন্তরি ক্ষপণক, অমর সিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাস, বরাহ মিহির, বররুচি। ঐ সকল মহোপাধ্যায়দিগের নানা বিষয়ে বিশেষ ক্ষমতাছিল, সকলেই প্রায় কাব্য শাস্ত্রে বিশেষরূপে পারদর্শী ছিলেন, অমর সিংহ পদ্যেতে এক অভিধান সংগ্রহ করেন তাহা অদ্যাপি প্রসিদ্ধ আছে এবং সংস্কৃত-বিদ্যার্থী মাত্রেই প্রথম শিক্ষার কালে তাহা কণ্ঠস্থ করিয়া থাকেন।

বরাহ মিহির জ্যোতির্বিদ্যায় নৈপুণ্য প্রযুক্ত বিখ্যাত ছিলেন, অনুমান হয় তিনিই পদ্য রচিত সূর্যসিদ্ধান্ত নামে ভূগোল খগোল বিষয়ক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের সংগ্রহকার, হিন্দুজাতিরা পদার্থাদি শাস্ত্রে কি পর্যন্ত বুৎপন্ন ছিলেন ঐ সূর্যসিদ্ধান্ত এবং ভাস্করাচার্যের রচিত সিদ্ধান্ত শিরোমণিতে তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়, কথিত আছে বরাহ মিহিরেরি নামান্তর ভাস্করাচার্য এবং তিনি ঐ নামে অন্যান্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, বগদাদ নগরীয় হারুণ আল্ রসিদ ও মানসরের সভাস্থ হিন্দু ভিষজেরা উক্ত গ্রন্থ সমূহ প্রচার করেন, বোধহয় আরবি লোকেরা তাহাতে খগোল বিদ্যানুশীলনে সাহায্য প্রাপ্ত হয়।

গণনা হইয়া থাকে তবে সুতরাং তিনি খ্রীষ্টের সময়ে বর্তমান ছিলেন না এবং অগস্তস তাঁহার মৃত্যু সময়ে ছয় বৎসরের শিশু মাত্র ছিলেন কিন্তু শালিবাহনের সহিত তাঁহার এককালে বর্তমান থাকিবার প্রস্তাবে সম্বৎ ও শকাব্দের সমন্বয়·করণার্থ আমরা অনুমান·করিয়াছি যে বিক্রমাদিত্যের জন্ম হইতে সম্বৎ গণনা ও শালিবাহনের মরণাবধি শকাব্দার গণনারম্ভ হয় তাহাতে বিক্রমাদিত্য অগস্তস অপেক্ষা ছয় বৎসরের কনিষ্ঠ হয়েন এবং খ্রীষ্টের জন্মকালীন অবশ্য প্রবলপ্রতাপ ছিলেন পরন্তু মার্সমেন সাহেব কহেন বিক্রমাদিত্য খ্রীষ্টের ৫৬ বর্ষ পূর্বে রাজ্যারম্ভ করেন·(ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত)।

কথিত আছে বেতালভট্ট বিক্রমাদিত্য ঘটিত বহুবিধ গল্প বিষয়ক বেতাল পঞ্চ-বিংশতি নামক গ্রন্থের রচনা করেন ঐ গ্রন্থ সংস্কৃত বাঙ্গালা এবং হিন্দি ভাষাতে অদ্যাপি চলিত আছে। কেহ২ বলেন বররুচি বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান লিখিয়া-ছিলেন তাহা অনেককাল পরে নবদ্বীপস্থ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভাপণ্ডিত ভারতচন্দ্র রায় কর্তৃক গৌড়ীয় ভাষায় ছন্দোবন্ধে সংগৃহীত হয়।

নব রত্নের মধ্যে কালিদাস বিক্রমাদিত্যের সভাকে সর্বাপেক্ষা মহোজ্জ্বল করিয়া ছিলেন, অনেক কালাবধি পণ্ডিতবর ঋষিরা সংস্কৃত ভাষার আলোচনা করিতেন বটে কিন্তু কালিদাসের ভাব শক্তিতে ঐ ভাষা আরও উন্নতিশালিনী হয়, বেদের অন্তর্গত সংহিতা প্রভৃতি ব্রাহ্মণদিগের পাণ্ডিত্যের প্রথম জাত ফল পরে বাল্মীকি কবি যশের আকাঙ্ক্ষায় কবিতা লতার* শাখারূঢ় হইয়া রামচন্দ্রের উপাখ্যান মধুরাক্ষরে গান করেন, অনন্তর অষ্টাদশ পুরাণ রচক বলিয়া বিখ্যাত ব্যাস ঋষির উদয় হয় তিনি বিবিধ রস ও অলঙ্কারের সহিত শূরবীরগণের ইতিহাস বর্ণনা করেন কিন্তু কালিদাসের রচনা কাব্যরসে রামায়ণ মহাভারত অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ-রূপে গণ্য হইয়া থাকে, পুরাণাদির প্রতি লোক সমাজের মহতী শ্রদ্ধা আছে বটে ফলতঃ পূর্বতন কালের যথার্থ বৃত্তান্ত এক্ষণে অপ্রাপ্য কেবল পুরাণের মূল কথা হইতে তখনকার চলিত মত ও লোকাচারের বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান সংকলন করা যায় অতএব প্রাচীন বিবরণের অনুসন্ধানকারিরা অবশ্য ঐ সকল গ্রন্থকে মহামূল্য বোধ করিতে পারেন তথাচ বিদ্যার্থী ছাত্রগণ তাহাতে প্রায় হস্তক্ষেপ করে না আর পুরাণ ব্যবসায়ী লোক অর্থাৎ পূর্বতন গল্প ও কবিতা পাঠই যাহার-দের উপজীবিকা তদ্ভিন্ন অন্য কেহ প্রায় তাহার পাঠও করে না পরন্তু কালিদাসের রচনা তদ্রূপ নহে তাঁহার কাব্যাদি রচিত গ্রন্থ সাহিত্য বিদ্যার প্রধান অঙ্গস্বরূপে ধার্য হইয়াছে সকলেই কাব্য ও নাটক বিষয়ে তাঁহার ভাব শক্তি অদ্যাপি অতুল্য জ্ঞান করেন একারণ স্যার উলিয়ম জোন্স তাঁহাকে“হিন্দুদের সেক্সপীয়ররূপী” বলিয়া সমাদর পূর্বক বর্ণনা করিয়াছেন, স্বদেশী বিদেশী সকলেই তাঁহার রচিত শকুন্তলা নাটকের প্রশংসা করিয়া থাকে এবং তাহা ইংরাজী ফ্রেঞ্চ ও জর্মান ভাষাতে অনুবাদিত হইয়াছে, এতদ্ব্যতীত তিনি বিক্রমোর্বশী, হাস্যার্ণব এবং মালবিকাগ্নি-মিত্র নামক গ্রন্থও লিখিয়াছিলেন এবং অন্যান্য কাব্য রচনা করিয়া বিদ্যানুরাগি পণ্ডিত-ব্যূহের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহার রচিত রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, নলোদয়, মেঘদূত, শৃঙ্গার তিলক, প্রশ্নোত্তরমালা, শ্রুতবোধ, ঋতুসংহার প্রভৃতি গ্রন্থের মধ্যে যদিও কোন২ স্থলে অশ্লীল দোষ ও ব্যর্থ যমকাদি আছে তথাপি

* রামায়ণ আদিকাণ্ডে।

তাহা পণ্ডিত মাত্রের আদৃত হয়। কালিদাসের যশ তৎকালীন লোকদিগের মধ্যে সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছিল, ভূরি২ পণ্ডিত অন্যান্য রাজসভায় পাণ্ডিত্য প্রকাশ পূর্বক সকলকে জয় করত মহা গর্বে উজ্জয়িনীতে তাদৃক্ আশায় আগত হইতেন কিন্তু তাহারদের অন্যত্রলব্ধ বিজয় পত্রিকা কালিদাসের পাণ্ডিত্য জ্যোতিতে শীর্ণ হইয়া যাইত, কালিদাস নিজ উজ্জ্বল প্রভায় তাহারদের দীপ্তি মলিন করিয়া দর্প চূর্ণ করিতেন। ঘটকর্পর কালিদাসের সহিত অনেককাল পর্যন্ত বিবাদ করিয়া আপনি শ্রেষ্ঠরূপে গণ্য হইতে যত্ন করিয়াছিলেন কিন্তু পরে পরাভব স্বীকার করেন।

কালিদাসের এই এক মহা যশ যে ঐ ঘটকর্পর তাঁহার চির বিরোধী হইয়াও অবশেষে নিম্নলিখিত শ্লোকে তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছিলেন যথা।

কুসুম সমূহ মধ্যে জাতী মনোহর।
নগর নিকর মধ্যে কাঞ্চী রম্যতর॥
পুরুষ প্রধান বিষ্ণু, রম্ভা নারীবরা।
রাম নৃপশ্রেষ্ঠ, গঙ্গানদী পুণ্যতরা॥
সাহিত্যেতে মাঘ কাব্য সতত বিরাজে।
কালিদাস পূজ্যতম কবির সমাজে॥

বিক্রমাদিত্য কেবল নব্য পণ্ডিত দিগের মহা সমাদর করিতেন এমত নহে, প্রাচীন পুরাণাদি পুস্তক শুদ্ধ করিয়া প্রস্তুত করণার্থও বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন এবং ঐ অভিপ্রায়ে স্বয়ং বারাণসীতে প্রস্থান করিয়া তথাকার মান্যবর পণ্ডিত-গণকে পুরাণ পাঠ করণার্থ আহ্বান করিয়াছিলেন ঐ সকল গ্রন্থ ভিন্ন২ তালপত্রে লিখিত হইত একারণ সহজেই বিশৃঙ্খল হইবার সম্ভাবনা ছিল এবং কিঞ্চিৎ অসাবধানে নষ্ট হইয়া যাইত। বিক্রমাদিত্য কালিদাসকে অধ্যক্ষ করিয়া তাহা নানা আদর্শের সহিত ঐক্য করত উত্তমরূপে শ্রেণীবদ্ধ করিতে আদেশ করেন এইরূপে কালিদাস হইতে রামায়ণ ও মহাভারত শুদ্ধ হইয়া ইদানীন্তন ধারায় প্রচলিত হয় অতএব গ্রীকরাজ পিসিস্ত্রেতসের সভাস্থ কবিরা হোমরের গ্রন্থের সম্বন্ধে যেরূপ উপকার করিয়া ছিলেন কালিদাসও পুরাণাদির সম্বন্ধে তদ্রূপ করেন।

বিক্রমাদিত্যের জীবন বৃত্তান্ত ও তদীয় রাজ্যকালের বিবরণ সমাপ্ত করিবার অগ্রে আমরা গ্রীক ও রোমান গ্রন্থকারদের কথা প্রমাণ আর এক বিষয়ের প্রসঙ্গ করিতেছি তাহাতে বোধ হইবে বিক্রমাদিত্যের সময়ে হিন্দুজাতীয় লোকেরা আপনারদের "আর্যাবর্ত" ভূমির বহির্ভাগে গমনাগমন করণে নিতান্ত বিরত ছিল

না আর তাহারদের মধ্যে গ্রীক ভাষানুশীলনেরও প্রথা চলিত হইয়াছিল, নিক-লেয়স দামাসিনসের বচন প্রমাণ স্ত্রেবো কহেন যে ভারতবর্ষ হইতে রাজদূত নানাবিধ বিচিত্র জন্তু উপঢৌকন স্বরূপ লইয়া রোমরাজ* অগস্তসের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল ঐ সকল জন্তু রোমনগরে পাওয়া যাইত না তাহার মধ্যে বাহু হীন অথচ চরণ দ্বারা হস্তের ব্যাপার সম্পাদনে সমর্থ এক মনুষ্য এবং দশ হস্ত দীর্ঘ এক অজাগর আর তিন হস্ত দীর্ঘ এক কচ্ছপ ছিল, দূতেরা রোমরাজের সমীপে এক লিপিও উপস্থিত করে তাহা চর্মপত্রে গ্রীকভাষায় লিখিত হইয়া পোরস নামক রাজার স্বাক্ষরিত ছিল, পোরস রাজা কে ? এবং কোন্ নগরেই বা রাজত্ব করিতেন ? ইহা এক্ষণে নির্ণয় করা সুকঠিন, ডানবিল নামা ফ্রেঞ্চ গ্রন্থ-কার কহেন তিনি উজ্জয়িনীর রাজা কিন্তু বোধ হয় পোরস (অর্থাৎ পুরঃ) লেখ-কের নাম না হইয়া অগ্রগণ্য বাচক উপাধি মাত্র ছিল কেন না ঐ গ্রীকপত্রে স্বাক্ষরকারী রাজা কহিয়াছিলেন যে তিনি ছয়শত নৃপতির মধ্যে সার্বভৌম এবং প্রধান হইলেও রোম রাজের সহিত মিত্রতা করিতে বিশেষ প্রয়াসী আর তাঁহার আদিষ্ট কর্ম করিতেও প্রস্তুত আছেন।

ঐ ভারতবর্ষীয় সার্বভৌম উজ্জয়িনীর রাজা থাকুন বা না থাকুন কিন্তু উজ্জয়িনীর মাহাত্ম্যের যথেষ্ট প্রমাণ আছে ঐ নগরীর উপরিস্থ যাম্যোত্তর রেখা পূর্বাবধি হিন্দুরদের জ্যোতিষ গণনায় প্রথম বলিয়া ধার্য হয় ইংরাজেরা সূক্ষ্ম গণনা দ্বারা নিরূপণ করিয়াছেন যে গ্রিনিচ হইতে তাহার পূর্ব দিশান্তর ৭৫°৫১´ ০´´ এবং অক্ষাংশ ২৩°১১´ ১২´´।†

---

* রোম নগরে ভারতবর্ষ হইতে দূত প্রেরিত হয় একথা রোম রাজ্যের পুরাবৃত্তের দ্বিতীয় খণ্ডে উল্লেখিত হইয়াছে।

† বিদ্যাকল্পদ্রুম/৫ম খণ্ড/১৮৪৭

প্যারীচাঁদ সম্পর্কে সে যুগের সমালোচকদের অভিমত

"...ইহসংসারে তাঁহার প্রধান গৌরব, প্রধান যশ—তাঁহার 'আলালের ঘরের দুলাল'। যখন বাঙ্গালা ভাষায় উপন্যাসের জন্ম হয় নাই, লোকে যখন সহজ কথায় সাধারনের ভাষায়, গদ্য লিখিতে শিখে নাই—প্যারীচাঁদ চুটকি সুরে, সাধারণের বোধগম্য ভাষায় 'আলালের ঘরের দুলাল' নামক উপন্যাস রচনা করেন। বঙ্কিম-বাবু এখন যে সুরে গাইতেছেন,—সেই সুরের প্রথম জন্মদাতা—প্যারীচাঁদ। তবে বঙ্কিমবাবুর সুর মার্জিত, বিশদ,—শিশির-বিধৌত চম্পকবৎ,—প্যারীচাঁদের সুর খনির তিমির গর্ভস্থ হীরক, পাঁশে ঢাকা আগুন। প্যারীবাবু সংস্কৃত গদ্যের স্রোত ফিরাইলেন,—সেইজন্য বঙ্গভাষা তাঁহার নিকট বিশেষ ঋণী।...'রামারঞ্জিকা'—এখানি স্ত্রীলোকের পাঠ্য।...তৎকৃত ডেভিড হেয়ারের জীবন চরিত সুখপাঠ্য"।

(বঙ্গবাসী | ১৬ই অগ্রহায়ণ, ১২৯০ সাল)

●

"প্যারীচাঁদ ও কালীপ্রসন্ন সিংহ বাঙ্গালা ভাষায় তরল সাহিত্যের প্রথম প্রবর্তক। তাঁহার (প্যারীচাঁদের) 'আলালের ঘরের দুলাল' এক দিকে দূষিত রীতিনীতির উপর তীব্র বিদ্রূপ, অন্যদিকে মহামূল্য উপদেশে পূর্ণ। 'আলালের ঘরের দুলাল' বাঙ্গালা ভাষার প্রথম উপন্যাস। তিনি মদ্যপান ও জাতি ভেদ আক্রমণ করিয়া 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়' নামক এক সুন্দর পুস্তিকা লেখেন। স্ত্রী শিক্ষার জন্য নীতি উপদেশ ও আদর্শ স্ত্রী জীবনী সম্বলিত 'রামা-রঞ্জিকা' নামক এক গ্রন্থ বাহির করেন।"

(সঞ্জীবনী | ১৬ই অগ্রহায়ণ, ১২৯০ সাল)

●

"বাঙ্গালা ভাষার প্রথম উপন্যাস, আলালের ঘরের দুলাল, ইহার লেখনীসম্ভূত। রামারঞ্জিকা, যৎকিঞ্চিৎ, অভেদী, অধ্যাত্মিকা, গীতাঙ্কুর, বামাতোষিণী, কৃষিপাঠ প্রভৃতি পুস্তক প্রণয়ন করিয়া বাঙ্গালা ভাষা, স্ত্রীশিক্ষা ও ধর্ম শিক্ষার বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন।"

(সময় | ১৮ই অগ্রহায়ণ, ১২৯০ সাল)

●

"তাঁহার লিখিত বাঙ্গালা গ্রন্থ এখনও সাদরে পঠিত হইয়া থাকে। 'আলালের ঘরের দুলাল' বহুদিন তাঁহার যশ রক্ষা করিবে।"

(চারুবার্তা | ২৫শে অগ্রহায়ণ, ১২৯০ সাল)

●

"বাবু প্যারীচাঁদ মিত্রের রচিত বাঙ্গালা পুস্তকের মধ্যে 'আলালের ঘরের দুলাল' একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক।"

(এডুকেশন গেজেট | ১৫ই অগ্রহায়ণ, ১২৯০ সাল)

●

"…মাতৃভাষাকে পুষ্ট করিবার জন্য তিনি যে বিশেষ প্রয়াস পাইতেন—'আলালের ঘরের দুলাল' তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত…।"

(প্রভাতী | ১৪ই অগ্রহায়ণ, ১২৯০ সাল)

●

ALLALER GHARER DULAL

Extract from the Introductory Essay in the English Translation of *Kapa'lkundala'* by H. A. D. Philips Esq. ; c.s.

"The above remarks are merely general, and there exist of course bright and notable exceptions, among whom may be mentioned the names of Peary Chand Mittra (the father of Bengali novelists), Bunkim Chandra Chatterji, Ramesh Chandra Dutt, and Tarrak Nath Ganguli. The "Allaler Gharer Dulal" of the first-mentioned author may be called a truly indigenous novel, in which some of the reigning vices and follies of the time are held up to scorn and derision. A deep vein of moral earnestness runs through all the writings of Peary Chand Mittra and he takes the opportunity to interweave with the incidents of his story disquisitions of virtue and vice, truthfulness and deceit, charity and niggardliness, hypocrisy and straight forwardness. Not only general vices, such as drinking and debauchery, but particular customs, such as a Kulin marrying a dozen wives and living at their expense, are condemned in no measured terms. The book is written in a plain colloquial style, which, combined with a quiet humour, procured for it considerable degree of popularity. Towards the latter end of his life Peary Chand Mittra gave up novel writing and wrote several pamphlets on religious subjects and short memoirs of eminent men, of which the "Life of David Hare" (first written in English and then translated into Bengali) is best known.

Babu Peary Chand Mittra, who writes under the *nom de plume* of Tekchand Thakur, has produced the best novel in the language, *Allaler Gharer Dulal*, or "The spoilt Child of the House of Allal". He has had many imitators, and certainly stands high as a novelist. His story might fairly claim to be ranked with some of the best comic novels in our own language, for wit, spirit, and clever touches of nature.

He puts into the mouth of each of his characters the appropriate method of talking, and thus exhibits to the full the extensive range of vulgar idioms which his language possesses.

The literature of a nation to be of any value must be a vigorous spontaneous growth, not a hot-house plant. Translations of Goody Children's Stories, of Histories of India, Dialogues on Agriculture, Robinson Crusoe and the like, though useful for school boys, do not form a national literature. No Tekchand Thakur appears yet to have arisen in Gujarat.—*John Beams' Modern Aryan Languages of India.*

We hail this book as the first novel in the Bengali language. Tekchand Thakur has written a tale, the like of which is not to be found within the entire range of Bengali literature.

Our author's quiet humour reminds us of Goldsmith, while his livelier passages bring to our recollections the treasures of Fielding's wit. With our whole heart, we wish success to the author of the first novel in the Bengali language.—*Calcutta Review, Vol. 31.*

It was reserved to Tekchand Thakur to deal the first blow to this insufferable pedantry, and all honor to the man who did it.

Endowed as he was with strong common sense, as well as high culture, he saw no reason why this idol of unmixed diction should receive worship at his hands, and he set about writing *Allaler Gharer Dulal* in a spirit at which the Sanskritists stood aghast and shook their heads. Going to the opposite extreme in point of style, he vigorously excluded

from his works, except on very rare occasions, every word and phrase that had learned appearance. His own works suffered from the exclusion, but the movement was well-timed. In matter he scattered to the winds the time-honoured common places, and drew upon nature and life for his materials. His success was eminent and well deserved.—*Calcutta Review. Volume 52.*

Mada Khaoya Bara Daya Jat Thakar Ki Upaya.

We are right glad to meet Tekchand Thakur again so soon. He made his first appearance before the public as a novelist ; and he comes now to us as a satirist, or, what Thackeray would call, a "humourist". Tekchand Thakur's satirical powers are of no mean order. What the poet says of Chesterfield is true of our Thakur.

"His well tempered satire, smoothly keen,
Steals through the soul, and without pain corrects."

Unlike Dutch painters, he does not indulge in minute delineations, but finishes off his business by a few masterstrokes. The chief subject of the picnic sketched before us is Drunkenness, of which several species are racily described ; while spicy anecdotes of first class Bengali drunkards are told with infinite drollery. Nor does the author display less skill in depicting the detestable hypocrisy of those *Brahmans* and heads of the *dals*, who, themselves devoted followers of Bacchus, sit in judgment over, and fulminate threats of excommunication against, the bold innovator in his country customs.—*Calcutta Review, Vol. 32.*

Ramaranjika.

I have to thank you very much for your kind gift of the Ramaranjika. It is a very fine little book which I have read with interest. It is the very short of thing to put into the hands of female pupils, the language having the rare excellency of being free from the bombastic on the one hand and vulgarity on the other, and the subjects being calculated to furnish the mind with useful information, and to impart a healthy impetus to its thinking powers. It has, in fact, all the characteristict of your chaste style, long experience, and familiar knowledge of the mental state of our community.

As remarked at the meeting of the Sub-Committee last week, some extracts from it (with your permission of course) may be advantageously taken for the Bengali entrance course of the University for our young men may also benefit by the reading of the book as well as our young women.

15th November, 1877. (Sd) K. M. BNERJEA.

Jat Kinchit, by TEK CHAND THAKUR.

This is a little Bengali work from the pen of the native gentleman to whom are already due those real and animated pictures of native social life which we have had in the Spoilt Child of the Family, and other similar publication. On this occasion the author aims at something higher than a mere description of the manners and customs, of his countrymen, or the acquisition and management of landed estates, or the impurities and anomalies of our Mofussil Courts. We know not how we can describe this volume better, than by saying that it is a short treatise, in ten chapters, relative to the existance and attributes of the Deity, the immortality of the soul and the existance of a future state, the laws of God's government, and the modes by which the Deity is to be worshipped sought, and found. The form of the story is as follows :—Two brothers, named Gyananda and Premananda, endowed with sound morality, and of pious, mild and devotional habits, proceeded by railway to visit several well known places, such as Bhagulpore, Monghyr, Bankipore or Patana, Allahabad and Agra. At each of these stations they remain some time, alighting at divers' houses and partaking of native hospitality. They gather round them a small band of curious or attentive listeners, and discuss unaffectedly and earnestly the vast and important subjects which we have alluded to above. The work is written in clear and forcible Bengali, ranging from the lowest conversational style to a diction not unworthy of the topics which the work discusses. While the duty of

prayer, the reward of good, the punishment of evil, and the necessity of faith in God are advocated, illustrations and morals are aptly drawn or pointed from incidents startling or familiar to Indian residents, such as death from a snake bite, destructive storms in the Ganges, and raging fires in the bazar.

We hail this little work as a sure sign of enquiry and rational progress. It brings home forcibly to the Bengalis the paramount duties of prayer, of earnestness, and of good works. It is written by one of themselves. And though it does allude to spirit-rapping as an evidence of a future state, and necessarily comes short of the great truth of Christ's atonement for sin which it required a Revelation to make known to man, the whole tone of the book is eminently healthy and sound. That Hindus, and Bengalis especially, possess several amiable and good qualities, is denied by none, even of those who greive the most over their inertness, corruption, and incapacity for truth. If native society could be only leavened with the principles of this little work, if those, who profess to lead native thought were not only acting thereon themselves, but were steadily seeking to impregnate the minds of their numerous relatives and dependants with such active doctrines, the Bengali might surpass other races of India in sterling virtues and in real earnestness, as much as he excels them in docility, in patience, in quickness of perception, and in aptitude for various kinds of intellectual work. But till this "far off divine event" shall happen, we can only commend the isolated reformer, who devotes his time and energies to the moral improvement of his fellows, while we lament either the utter apathy and indifference of the majority of his rich countrymen, or denounce and protest against that spurious sort of energy which expends itself in pretentious addresses, captions criticism, and general obstructiveness to reform and law. Meanwhile, we heartily commend this well-timed little work to Europeans who know Bengali, and to the educated portion of the native community.

Friend of India for 1865.

Culture of Hindu Females in Ancient Times, showing that Hindu females were brought up spiritually.

MAHARANEE SURNOMOYEE, Member of the Imperial Order of the Crown of India, Cossimbazar, a most respected, pious, and literary lady, writes as follows :—

I received your much esteemed letter, as also your very excellent work. I have perused the latter several times, and each time I perused it, I was delighted and amused in the highest degree. To say the least, the work is worthy of the hand it came from, and will add to the many ornaments of Bengali literature, I need hardly remark that to *my sex*, for whose particular benefit it has been written, the work is an acquisition.

প্যারীচাঁদ
রচনাবলী